ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং।
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তুবৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্যতে॥

৮ম ভাগ।
১ম সংখ্যা।

১লা মাঘ, বুধবার, ১৭৯৬ শক।

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফস্বল ঐ ৩৲

স্তোত্র।

হে দেব! হে ভক্তবৎসল আশ্রিত দীনজনের পরমগতি ঈশ্বর! তোমার অশেষ করুণা এবং প্রত্যক্ষ দয়ার ঘটনা সকল স্মরণ করিয়া কৃতজ্ঞ অন্তরে তোমাকে আমরা বারম্বার অভিবাদন করি। নানা প্রকার বিপদ অবিশ্বাস এবং অপরাধের হস্ত হইতে বাঁচাইয়া তুমি যে আমাদিগকে এখনও নিজ অভয়পদ ছায়ায় স্থান দিয়া রাখিয়াছ সে জন্য কথায় আর কি বলিব, অবনত শিরে তোমার মঙ্গল চরণে প্রণত হই। হে জীবনসখা! তুমি কত বার কত বিঘ্ন বিপত্তি হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিলে; যখন ভগ্নাশ হইয়া মৃতের ন্যায় এই পৃথিবী পৃষ্ঠে পড়িয়াছিলাম তখন তুমি আশার জ্যোতি দেখাইলে, দুঃখের সময় সান্ত্বনা দিলে, মহাপাপ কলঙ্ক হইতে মুক্ত করিলে, এ সকল বিষয় আমাদের জীবন পুস্তকের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় লিখিত রহিয়াছে। কিন্তু হে নাথ! কি আক্ষেপের বিষয়, দুর্ভাগ্য যখন ঘটে তখন চক্ষু অন্ধ হইয়া যায়, জীবনের ভূত ভবিষ্যৎ উভয়ই অন্ধকারাচ্ছন্ন বোধ হয়। যাহা হউক, তোমার শাসনপ্রণালী এবং প্রতিপালন ব্যবস্থা অতীব প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। এমন আর কোথাও দেখা যায় না। দুর্ব্বুদ্ধির কুমন্ত্রণার যখন বিপথে ভ্রমণ করি এবং ভ্রমণ করিতে করিতে ঘোর বিপদের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হই তখন তুমি আবার আমাদিগকে পথ দেখাইয়া দাও। এই রূপে হে অনন্ত করুণাসিন্ধো! তুমি আমাদিগকে চিরদিন রক্ষা করিয়া আসিতেছ। বিগত বৎসরে যে বিষম পরীক্ষার অনল জ্বলিয়া ছিল তাহাতে পড়িয়া কত লোক তোমার পথ পরিত্যাগ করিল, কিন্তু এই গভীর দুঃখ যন্ত্রণার মধ্যে তুমি আশা দিয়া যাহাদিগকে এখনও রক্ষা করিতেছ তাহারা কৃতাঞ্জলি পুটে ভক্তিভরে তোমাকে পুনঃ পুনঃ প্রণিপাত না করিয়া কিরূপে থাকিবে বল। তুমি ধন্য! পাপী জগতের উপর তোমার জয় পতাকা উড্ডীন হউক, অল্প বিশ্বাসীগণ বিশ্বাসের স্তম্ভ ধরিয়া বাঁচিয়া যাউক।

নগরসঙ্কীর্ত্তন।

পূর্ব্বকালে গান ছিল, কীর্ত্তন ছিল, কিন্তু নগরকীর্ত্তন ছিল না। মহাত্মা চৈতন্য প্রথমে নগরকীর্ত্তন প্রচার করেন। তিনি প্রথম প্রথম অতি সঙ্গোপনে শিষ্যগণকে লইয়া হরি সঙ্কীর্ত্তন করিতেন। নাম গান, নাম সাধন করিতে করিতে চৈতন্যের হৃদয় ক্ষেত্রে প্রেম ও ভক্তি স্রোতঃ প্রবাহিত হইতে লাগিল। ক্রমে সেই স্রোতঃ বর্দ্ধিত হইয়া প্রবল স্রোতস্বতী নদী রূপ ধারণ করিল। নদীর বেগ গৃহে বদ্ধ রাখা যায় না, সুতরাং চৈতন্য, জীবের উদ্ধারের জন্য দ্বারে দ্বারে হরি

নাম কীর্ত্তন করিবার নিমিত্ত নগরসঙ্কীর্ত্তন প্রচার করিয়াছিলেন। চৈতন্যের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, হরিনাম স্মরণে, কীর্ত্তনে, শ্রবণে জীবের মুক্তি হয়। তাঁহার শিষ্যগণেরও সেই রূপ দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল। তজ্জন্যই গৌর নিতাই-য়ের মুখে হরিনাম শুনিয়া ঘোর পাষণ্ড হৃদয় প্রেমে বিগলিত হইত; দুর্দ্দান্ত জগাই মাধাই পর্য্যন্ত উদ্ধার হইয়াছিল। পরম ভক্ত চৈতন্য যে নগরকীর্ত্তন করিয়া আচণ্ডালে প্রেম ধন বিতরণ করিয়াছেন, আমরা প্রেমহীন ভক্তিহীন হইয়া সেই নগর কীর্ত্তনের অনুকরণে প্রবৃত্ত হইয়াছি। মধুর দয়াল নাম স্মরণ কীর্ত্তন, শ্রবণে মুক্তি হয়, ইহাতে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিলে এই বিশ্বাসই আমাদের সম্বল হইবে। আইস, আমরা এই সম্বল লইয়া একবার নগর-কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হই। আমাদের ভক্তি নাই, প্রেম নাই সত্য কথা, কিন্তু আমরা বিশ্বা-সের সহিত নাম গান করিব; তাহাতে আমাদেরও হৃদয় গলিয়া যাইবে, যাহারা শুনিবে তাহাদেরও কল্যাণ হইবে, তাহাদের ঘোর অবিশ্বাস অভক্তি দূরীভূত হইবে। এই বিশ্বাস, এই আশা ভরসা লইয়া আমরা নগরকীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইব। ব্রাহ্ম ভ্রাতৃগণ! সকল ভয় সকল নিরাশ, নিরুৎসাহ দূর করিয়া উৎসাহে মত্ত হউন, নামের গুণে পাষাণে বীজ অঙ্কুরিত হইবে, মরুভূমিতে স্রোতস্বতী নদী প্রবাহিত হইবে, প্রেম ভক্তিতে ব্রাহ্মদিগের প্রাণ মন গলিয়া যাইবে। আর সময় নাই উৎসবের দিন উপস্থিত. আর কিছুই চাহি না কেবল এই চাই, ব্রাহ্মদিগের মুখশ্রী প্রফুল্ল হউক, ব্রাহ্মদিগের হৃদয়ে উৎসাহের অগ্নি প্রজ্বলিত হউক, ভক্তি প্রেমে ব্রাহ্মদের কঠোর হৃদয় গলিয়া যাউক, অপ্রণয় অসদ্ভাব দূর হউক, সকলে এক প্রাণ এক হৃদয় হইয়া দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত নগরকীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হউন। দয়াল নামের মধুময় পবিত্র হিল্লোলে ভারতের পাপ তাপ দুঃখ দুর্দ্দিন ভাসিয়া যাউক। দয়াল নাম দেশে দেশে নগরে নগরে প্রতিধ্বনিত হউক।

বন্ধুতার স্থির ভূমি।

পৃথিবীর বন্ধুর ভূমিতলে বন্ধুতার শান্তি-গৃহ কখন নির্ম্মিত হইতে পারে না। এখানে অবস্থা এবং রুচির এত দূর বিভিন্নতা যে, এক অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ স্থায়ী সমতল ক্ষেত্র প্রাপ্ত হওয়াও দুষ্কর। কিন্তু সেই বন্ধুতার আলয় নির্ম্মাণের জন্য যে এক খণ্ড সমতল ভূমির নিশ্চয়ই প্রয়োজন তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। এই জন্য সাধারণতঃ লোকে, যাহাতে উভয় পক্ষের স্বার্থ আছে ঈদৃশ কোন একটী বাহ্য বিষয় কিম্বা অবস্থা দ্বারা নৈসর্গিক বন্ধুর ভূমির সমতা সম্পাদন করিয়া তদুপরি সুখের নিত্রা-লয় সংগঠন করে। এক ব্যক্তির সহিত আর এক ব্যক্তির আন্তরিক প্রীতি নাই, কিন্তু উভয়েরই অপর এক জনের প্রতি সম্পূর্ণ ঘৃণা এবং বিদ্বেষ আছে ইহাতেই তাঁহাদের দুই জনের মধ্যে সদ্ভাব জন্মিয়াছে। দুই জন পরস্পরকে কেবল তোষামোদ বাক্যে পরিতুষ্ট করেন ইহাতে তাঁহাদের জীবনের উপরিভাগ কিছু দিনের জন্য সমতল হইয়া রহিয়াছে। এই রূপে বিদ্যা, সম্ভ্রম, ধন, সামাজিক মর্য্যাদা এবং ব্যবসায় অথবা সাধারণ স্বার্থ প্রভৃতি ব্যাহ্য উপায়ে বিভিন্ন রুচির লোক সকল এক সমান অবস্থায় উপস্থিত হইয়া পরস্পর উপ-কার প্রত্যুপকার, এবং লোক লৌকিকতা দ্বারা এক বন্ধুতা সূত্রে গ্রথিত হয়। কিন্তু এই সদৃশ এবং অনুকূল অবস্থা রূপ বালুরাশির উপর যে গৃহ নির্ম্মিত হয় তাহা আবার বিসদৃশ প্রতিকূল অবস্থার স্রোতে অতি শীঘ্র ভাসিয়া যায়। বিশেষ অবস্থা যাহার ভিত্তিভূমি তাহা কখন স্থায়ী হইতে পারে না। আর একটী কথা এই যে, পার্থিব সমান অবস্থা যেমন বিভিন্ন প্রকৃতির লোকদিগকে বন্ধুতার আকারে একত্রিত করে তেমনি তাহা দ্বারা অনেক প্রতি-ঘাতও উপস্থিত হইয়া থাকে। কারণ, ধন মান

সুখ সম্ভ্রমপ্রিয় পরস্পর প্রতিযোগী ব্যক্তিগণ অতি সহজে পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ পরবশ হইয়া উঠে। এমন কি, ঐ সকল নীচ বাসনা ধর্ম্মের পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া কত ধার্ম্মিকাভিমানীকেও মহা কলঙ্কে নিমগ্ন করিতেছে। মূল ভিত্তিভূমি অন্তঃকরণ যখন সমতল হয় নাই তখন বন্ধু বিচ্ছেদের সহস্র কারণ রহিয়াছে ইহা স্বীকার করিতে হইবে। বিশেষতঃ আমরা দেখিতে পাই সমপদস্থ বা সমব্যবসায়ী লোকদিগের পরস্পরের প্রতি যেমন হিংসা বিদ্বেষ অসমপদ বা ব্যবসায়ের লোকের মধ্যে তাদৃশ হইবার সম্ভাবনা নাই। যে অবস্থার বন্ধুতা সেই অবস্থায় তাহা শত্রুতা রূপে পরিণত হইয়া থাকে। পার্থিব সুখ লোভে অন্ধ ব্যক্তি যেমন প্রতি নিয়ত বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে পরিভ্রমণ করে, তেমনি বন্ধুতার জন্য লোকে চিরকাল নিত্য নূতন লোকের সহিত প্রণয় করিয়া পর দিন আবার হৃদয় হইতে তাহা.দিগকে একে একে বিদায় করিয়া দেয়। অদ্য যিনি যমনি আপুরাতন পরম শত্রু, কল্য তিনি কোন অভিনব শত্রুর শত্রু হইয়া আমার বিরহাতুর হৃদয়কে অধিকার করিতেছেন। পৃথিবীর অনায়াস সাধ্য অবস্থাগত এই বন্ধুতা যাহার সঙ্গে যত নিকটতর এবং ঘনিষ্ঠতর হয় তাহার সঙ্গে তত শীঘ্র বিচ্ছেদ ঘটিয়া থাকে। এই জন্য লোকে কথায় বলে যে আপনার লোকের কথা সহ্য করা যায় না। অতএব ইহা স্বর্গীয় বন্ধুতার স্থায়ী ভূমি নহে, কেবল পার্থিব প্রণয়ের বিশেষ অবস্থা মাত্র।

মিলনের জন্য সমতা প্রয়োজন ইহাতে আর বিন্দু মাত্র সংশয় নাই, কিন্তু সেই সমতা কোন্ অবস্থায় হইতে পারে তাহাই এখন দেখিতে হইবে। কমৃট এবং মিলের শিষ্যগণ সাংসারিক বিভিন্ন অবস্থাকে সমান করিয়া লইতে বলিবেন, এবং তাহার উপর শান্তি নিকেতন স্থাপন করিতে পরামর্শ দিবেন। তাঁহারা অগ্রে সকলকে অর্থ এবং পরিশ্রম সমান ভাগ করিয়া লইতে বলিবেন। কিন্তু পুনরায় নূতন রূপে জগৎ সৃষ্টি না করিলে আর এরূপ হইবার সম্ভাবনা দেখা যায় না। যে হেতু মনুষ্যের সাংসারিক জীবনের এই বন্ধুর ভূমি কদাপি সমান হইবার নহে। বিশেষ অভাব এবং রুচি থাকিবেই থাকিবে, তাহা যদি থাকিল তবে অবস্থারও ইতর বিশেষ থাকিবে সন্দেহ নাই। যতই কেন আমরা চেষ্টা করি না, যাহা স্বাভাবিক তাহার উচ্ছেদ সাধন করা কখন সম্ভব পর নহে। পৃথিবীতলে যে কোন পদার্থ অবলোকন কর সকলই অসমতল দেখিবে। আপাততঃ দূর হইতে যাহাকে সমান বলিয়া প্রতীত হয় তাহাও বাস্তবিক সমতল নহে। তেমনি অবস্থার একতা কিম্বা অর্থ এবং পরিশ্রমের সমান বিভাগ দ্বারা যাহা সমতল দেখায় বাস্তবিক তাহা চিরবন্ধুতার সংভূমি হইতে পারে না। বরং পরীক্ষা করিয়া দেখ। এক অবস্থায় কতকগুলি লোককে লইয়া স্থাপন কর। তাহাদের দৈনিক অভাব সকল স্বচ্ছন্দে পূর্ণ হইল স্বীকার করিলাম, কিন্তু ইহাতো তাহাদের বাহিরের অবস্থার একতা, অন্তরের প্রেমের একতা কোথায় হইল? অভাব পক্ষে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে কোন অশান্তি উপস্থিত না হইতে পারে, কিন্তু ভাব পক্ষে সেখানে যে ঘোর বিপ্লব ঘটিবে না তাহার প্রমাণ কি? যখন বাহিরের অবস্থা অতি স্থির প্রশান্ত ভাব ধারণ করিয়াছে, তখন যে অভ্যন্তর প্রদেশ মহা আন্দোলনে আন্দোলিত হইতেছে না এ কথা কে বলিবে? এই কারণে আমাদের বোধ হয়, সংসারের জঞ্জাল দিয়া মনুষ্য হৃদয়ের কুটিল গহ্বর সকল পূর্ণ করা যায় না। সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন গূঢ় গভীর গহ্বরে মানবীয় বুদ্ধির আলোক প্রবেশ করিতে পারে না। অতএব আমাদের জানা উচিত যে এইটী বাস্তবিক উপায় নহে, অন্য এক স্বতন্ত্র জাতীয় উপায় অবলম্বন করিতে হইবে।

এমন কোন সামগ্রী চাই যাহা অবস্থার অতীত এবং অপরিবর্ত্তনীয়, যাহা মনুষ্য মনের গূঢ় অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া সকল প্রকার ভিন্ন রুচি সত্ত্বেও তাহাকে মিলনশীল করিতে পারে, এবং কখন নিঃশেষিত বা পুরাতন হয় না। সেই বস্তু কি? তাহা ঈশ্বরপ্রেম। সেই প্রেম স্রোতঃ নিয়ত বহমান হইয়া যে দেশ প্লাবিত করে সেই স্থানে চিরবন্ধুতার ভিত্তিভূমি প্রস্তুত হয়। পৃথিবীতে ইহা অন্বেষণ করা বৃথা। অনন্ত প্রকৃতি মানবমণ্ডলীর মধ্যে ঈশ্বরপ্রেম ব্যতীত আর কিছুরই দ্বারা এ কার্য্য সম্পাদন করা যায় না। "তোমাতে যখন, মজে আমার মন, তখনই ভুবন হয় মধুময়।" বন্ধুতা স্থাপনের ইহাই কেবল মন্ত্র। ঘোর অহঙ্কার স্বার্থপরতা রূপ ভীষণ গহ্বর যেখানে সহস্র সহস্র অগণ্য অগণ্য সেখানে কি মনুষ্যের বিষয় বুদ্ধি এক পদ অগ্রসর হইতে পারে? বন্ধুতার জন্য যদি সমানাবস্থা নিতান্তই প্রয়োজন হয় তবে সেই প্রেমজলধির সহিত অগ্রে মনুষ্য হৃদয়ের যোগ করিয়া দাও। দয়াময় ঈশ্বরের সেই স্বর্গীয় প্রেম ক্ষুদ্রকে মহৎ করে, অহঙ্কারীকে বিনয়ী করে; তাহাতে মনের সকল প্রকার উচ্চ নীচ ভাব সমান হইয়া যায়। সে প্রেম এক বিন্দু মাত্র যে লাভ করিয়াছে সে রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া দরিদ্রের পর্ণ কুটিরে আসিয়া ব্রহ্মনাম সঙ্কীর্ত্তন করিতেছে; সে ধনী জ্ঞানী সুখী হইয়াও অজ্ঞান নির্ধন দুঃখী ব্যক্তির সহিত এক হৃদয় একাত্মা হইতে পারে। সেই প্রেমের গুণে দুঃখী মনুষ্য অনন্ত ঐশ্বর্য্যশালী মহান্ ঈশ্বরকে ভাল বাসিতে পারে এবং তাঁহার নিকট ভালবাসা প্রাপ্ত হয় মনুষ্য তো দূরের কথা! প্রিয় ব্রাহ্মগণ! তোমরা যদি বন্ধুতা স্থাপন করিতে চাও তবে পবিত্র ঈশ্বরের পবিত্র পাদ পীঠে উপনীত হও; সংসারের বিস্তীর্ণ বন্ধুর প্রান্তর মধ্যে সেই স্থানটী কেবল সমতল, তাহারই উপরে সকলে বন্ধুতার শান্তিগৃহ নির্ম্মাণ কর। সেখানে যাহারা বাস করে তাহাদের প্রেমার্দ্র চিত্ত আপনা হইতেই পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া সুখনিকেতন সংগঠন করে।

ব্রাহ্মদিগের কর্ম্মকাণ্ড।

অনেকের এই রূপ সংস্কার যে ব্রাহ্মদিগের ক্রিয়াকলাপে কোন সদ্ব্যয় নাই। হিন্দুগণ নানাবিধ ধর্ম্মকার্য্য এবং সামাজিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব, গুরু পুরোহিত, দরিদ্র দুঃখী, আত্মীয় কুটুম্বগণের প্রীত্যর্থে কিছু ব্যয় না করিয়া বাঁচিতে পারেন না। ব্রাহ্মদিগের ক্রিয়াকাণ্ড অতি সংক্ষেপেই সম্পন্ন হয়, তাহাতে অর্থ ব্যয় না করিলেও চলে। তাঁহাদের যে কোন অনুষ্ঠান হউক এক বক্তৃতাতেই তাহা পর্য্যবসিত হইয়া যায়। যাঁহারা কিছু সূক্ষ্মদর্শী তাঁহারা এই সকল দেখিয়া বলেন ব্রাহ্মেরা অর্থ বাঁচাইবার জন্য হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করে। একজন মধ্যবিধ শ্রেণীর হিন্দু পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধ, বিবাহ উপনয়ন, পূজা পার্ব্বন, ব্রত নিয়মে এক বৎসরে যে ব্যয় করেন সেই শ্রেণীর একজন ব্রাহ্মের [illegible] এক চতুর্থাংশ হয় কিনা সন্দেহ। এই সমস্ত অপবাদে ব্রাহ্মেরা কতদূর দোষী তদ্বিষয়ে অদ্য আমরা কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

সামাজিক কিম্বা ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কার্য্যোপলক্ষে এই পরিমাণে ব্যয় করিতে হইবেই এ প্রকার কোন শাসন বিধি আমাদের মধ্যে নাই ইহা সত্য। অর্থাভাবে আমাদের কোন অনুষ্ঠান অসম্পন্নাবস্থায় থাকে না। যাঁহার যেমন সাধ্য তিনি তাহা দ্বারাই পার পাইতে পারেন। কিন্তু ইহা আমরা স্বীকার করিতে পারি না যে কেবল ব্যয় হ্রাস করিবার জন্য কেহ এ ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। যদি কেহ সে রূপ মনে করিয়া এখানে আসিয়া থাকেন তবে তিনি ধর্ম্মের মর্ম্ম অদ্যাপী বুঝিতে পারেন নাই। সমাজচ্যুত হইয়া অথবা হইবার ভয়ে কেহ কেহ ব্রাহ্ম হইয়াছেন তাহা আমরা জানি, কিন্তু আবশ্যকীয় এবং অবশ্যকর্ত্তব্য ব্যয় হ্রাস করিয়া অর্থ সঞ্চয়ের জন্য কেহ ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন একথা আমরা শুনি নাই। তবে উল্লিখিত অপবাদের মধ্যে সত্য আছে তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে।

কেহ কেহ ব্রাহ্ম হইয়া যেমন অর্থ ব্যয় সম্বন্ধে

হিন্দুসমাজের শাসন বিধি অতিক্রম করিয়া তদ্বিষয়ে স্বাধীন হইয়াছেন, তেমনি আবার অনেক ব্রাহ্মকে দুই দিকের ব্যয় ভার বহন করিতে হইতেছে। হিন্দুধর্ম্ম এবং হিন্দুসমাজের বিধানুসারে পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে যে সকল ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হইত তাহা হইতেছে অথচ ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুরোধেও সময়ে সময়ে কিছু কিছু দিতে হয়। এই মাত্র প্রভেদ যে, প্রথমোক্ত বিষয়ে ভয়ে বাধ্য হইয়া অথবা সম্ভ্রম রক্ষার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়া হৃদয়ের শোণিত তুল্য অর্থ ব্যয় করিতে হইতেছে, শেষোক্ত বিষয়ে তাহা না করিলেও কেহ কোন কথা বলিতে পারে না। যাঁহারা এক দিক অবলম্বন করিয়া আছেন তাঁহাদের মধ্যে যে কেহ কেহ ব্যয়কুণ্ঠ কৃপণ স্বভাব হন নাই একথা আমরা বলিতেছি না, কেবল এই বলিতেছি যে উক্ত ব্যয় সম্বন্ধে তাঁহাদের স্বাধীনতা থাকাতে এই একটী উপকার হইয়াছে যে সামাজিক শাসনে বাধ্য হইয়া ঋণ করিয়া অনিচ্ছার সহিত কাহাকে কোন সদনুষ্ঠান করিতে হয় না। হিন্দুধর্ম্ম বলম্বীদিগের এরূপ স্বাধীনতা নাই। তাঁহারা যেমন অনেক সৎকর্ম্ম করেন,—ভয়ে হউক ইচ্ছা হউক করেন, কিন্তু তেমনি আবার ঋণ দায়ে জড়িত হইয়া তাঁহাদিগকে অনেক পাপও সঞ্চয় করিতে হয়। সদনুষ্ঠান সংখ্যায় যদি অধিক না হয় এবং তাহা যদি নিতান্ত দরিদ্রতার সহিত সম্পাদিত হয় তাহাতে কোন ক্ষতি নাই, কিন্তু ঋণ করিয়া এ সকল কার্য্য করা কদাপি বিধেয় নহে। এক্ষণে কথা হইতেছে যে ব্রাহ্মেরা বাস্তবিক ব্যয়কুণ্ঠতা ও আত্মম্ভরিতা দোষে দোষী কি না? যদি হন তবে তাঁহাদের এ দোষ পরিহার করা কর্ত্তব্য কি না? আমরা বিশ্বাস করি এবং বলি অনেকে এ দোষে দোষী এবং তাহা সংশোধন করাও তাঁহাদের কর্ত্তব্য। সাম্বৎসরিক উপলক্ষে কোন কোন ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ দুঃখীদিগকে অন্ন বস্ত্র পয়সা দান করেন ইহা অতি শুভ চিহ্ন বলিতে হইবে, কিন্তু সে কত স্থানে কয় জন ব্রাহ্মের দ্বারা হইয়া থাকে? এক ব্যক্তি হিন্দু থাকিলে যে পরিমাণে ব্যয় করিতেন, ব্রাহ্ম হইয়া কি তিনি তাহার অর্দ্ধেকও করেন? তাঁহার বাৎসরিক ব্যয়ের হিসাব পাঠ করিলে দেখা যইবে যে তিনি কুসংস্কার ও উপধর্ম্মের উন্নতির জন্য বর্ষে বর্ষে যে অর্থ ব্যয় করেন ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতির জন্য তাহা করেন না। কিন্তু এ দোষ সত্ত্বেও কৃতজ্ঞতার সহিত ইহা আমরা স্বীকার করিব যে ব্রাহ্মদিগের ব্যয়ে অনেক সৎকার্য্য হইতেছে। কেবল এই মাত্র বক্তব্য যে, এই যেমন ১১ই মাঘের সময়, এ সময় ব্রাহ্মেরা কি সৎকর্ম্মের জন্য কিছু ব্যয় করিতে পারেন না? যাঁহাদের ক্ষমতা আছে সকল সময়ে তাঁহাদের ইহা করা উচিত। স্থানে স্থানে ব্রহ্মমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিন, দরিদ্রদিগকে অন্ন বস্ত্র জ্ঞান ধর্ম্ম দান করুন, বিনামূল্যে বা অল্প মূল্যে পুস্তক প্রচার করুন, কত করিবার আছে! উদার ব্রাহ্মধর্ম্ম যদি কৃপণকে বদান্য না করে তবে সে কি প্রকার ব্রাহ্মধর্ম্ম আমরা জানি না। অতএব কেবল জ্ঞানকাণ্ড ভক্তিকাণ্ড বল্ তাকাণ্ড অথবা আত্মপোষক সভ্যতাকাণ্ডে ভুলিয়া কেহ যেন কর্ম্মকাণ্ড বিস্মৃত না হন।

হাফেজ।

হৃদয় কুটীরে তোমার শুভাগমন হইলেই আমার সৌভাগ্য পক্ষী পিঞ্জর বদ্ধ হয়। প্রিয়তম! যদি চিত্ত মুকুরে তোমার প্রেম মুখের প্রতিবিম্ব পড়ে, আমি আনন্দে বিহ্বল হইয়া সসম্ভ্রমে মস্তক হইতে শিরস্ত্রাণ রাখিয়া দিব। হায়! যখন তোমার মন্দিরে সমীরণেরও প্রবেশ নাই, তখন তোমাকে প্রণাম করার সুযোগ আমি কোথায় পাইব? যখন সেই মন্দিরের ভূমি-চুম্বন সৌভাগ্য পৃথিবীর রাজাদেরও হইয়া উঠে না, তখন এ অকিঞ্চন প্রণামান্তর আশীর্ব্বাদানুগ্রহ কি চাহিবে! কিন্তু প্রাণ যখন তোমাতে উৎসর্গ করিয়াছি, আশা আছে যে অমৃত কণিকা আমার মুখে পতিত হইবে। হাফেজ! নিরাশ হইয়া দ্বার হইতে ফিরিয়া যাইও না, হত্যা দিয়া পড়িয়া থাক, তোমার জন্য রত্ন ভাণ্ডার মুক্ত হইবে। কোন রজনীতে প্রেমচন্দ্র গগণ পথে প্রকাশিত হইয়া নির্ম্মল জ্যোৎস্নায় তোমার গৃহকে আলোকিত করিবেন। সখে! তোমার চরণ ধূলি কোথায়? হাফেজ তাহাকে প্রাতঃ সমীরণের সৌরভ মনে করিয়া যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিবে।

কদাপি তোমার মধুর প্রেম আমার হৃদয় ভূমি পরিত্যাগ করিবে না, কখন তোমার মনোহর মূর্ত্তি স্মৃতি পট হইতে তিরোহিত হইবে না, তোমার প্রেম

হৃদয় ও আত্মার মূলকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, যদি মস্তক দ্বিখণ্ড হয়, তথাপি সেই প্রেমের বিচ্ছেদ হইবে না। কালের দৌরাত্ম্য ও ঘটনার প্রতিকূল স্রোত তোমার সেই মুখের মধুর ভাবকি অন্তর হইতে কাড়িয়া লইতে পারে? যদি বিচ্ছেদ যন্ত্রণার গুরু ভারে আমার এই ক্ষীণ দেহ অবসন্ন হইয়া পড়ে, প্রাণ বিয়োগ হয়, তথাপি প্রাণ হইতে সেই ভাব দূর হইবে না। জীবনের প্রথম বয়সেই তোমার লাবণ্যে মন মুগ্ধ হইয়াছে, এই মন আর কখন ফিরিবে না। যে অঙ্গীকার করিয়াছি তাহা ভঙ্গ হইবে না। আমার হৃদয় সৌন্দর্য্যময়ের অনুগামী হইবেই। রোগ আছে যাহার, সে ঔষধের অনুসরণ করিবেই। যদি কেহ ইচ্ছা করেন যে আমার ন্যায় উন্মত্ত না হন, সুন্দর পদার্থে যেন মন সমর্পণ না করেন ও তাহার অনুগামী না হন।

আখ্যায়িকা

এক রাজা কোন বনবাসী ঋষিকে বলিয়াছিলেন যে তোমার অত্যন্ত সাহস, যেহেতু তুমি সংসারের সমুদায় সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়াছ, অন্ন পান ও ভোগ সুখে বিরত হইয়া অরণ্যে বসিয়া জীবন যাপন করিতেছ। সন্ন্যাসী বলিলেন, না, 'মহারাজ! তোমার সাহস অধিক, তুমি অনন্ত উন্নতির পথ, ঈশ্বরের প্রসন্নতা তুচ্ছ করিয়া দিবা রাত্রি সংসারে মগ্ন হইয়া রহিয়াছ, ভাবিয়া দেখ, আমি কি তোমার তুল্য সাহসী? এক অস্থায়ী অসার বস্তুর জন্য তোমার কত দূর ত্যাগস্বীকার! তুমি অপার সুখধাম স্বর্গ ও ঈশ্বর ছাড়িয়া নীচ সংসারের সেবা করিতেছ। আমি ত অনন্ত জীবনের রাজত্ব ও অক্ষয় সুখের আশায় সংসারবিরাগী হইয়াছি।

[মনুহাজল্ আবদিন।]

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

নব বন্ধু।

রবিবার, ৬ই পৌষ, ১৭৯৬ শক।

ইহা অতি বিচিত্র এবং আশ্চর্য্য ব্যাপার যে উচ্চ যাহা তাহা সুলভ হইল, নীচ যাহা তাহা দুর্ল্লভ হইল। যাহা সর্ব্বোচ্চ তাহা আমাদের নিকটে, নিকটে কেন? আমাদের অধিকৃত হইল; কিন্তু যাহা অত্যন্ত নীচ তাহা বহু দূরে রহিল, এমন কি তাহা যে কখনও লাভ করিব তাহার আশা পর্য্যন্ত একেবারে নির্ব্বাণ হইল। যিনি সর্ব্বোচ্চ, স্বর্গের রাজা, পাপী জগৎ তাঁহাকে সুলভ বন্ধু বলিয়া ডাকিল। কেবল প্রেমিক ভক্তেরা যে তাঁহাকে অধিকার করিয়াছেন তাহা নহে, জঘন্য পাপী তাঁহাকে বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিল। আমরা যে মহাপাপী আমরাও কিনা জগতের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া বলিতে পারি জগতের বন্ধু যিনি আমাদের বন্ধু তিনি। আমরাও তাঁহাকে হৃদয়ের প্রেম দিয়া কৃতার্থ হইতেছি। ঈশ্বর এমন উচ্চ অধিকার আমাদিগকে দিলেন; এই উচ্চ অধিকার পাই নাই কে এই কথা বলিবে? স্বর্গের দেববন্ধু পাপীদের কাছে আসিলেন; কিন্তু নীচ সংসার বাজারে আমরা বন্ধু পাইলাম না। ব্যাকুল হইয়া কাতর প্রাণে জিজ্ঞাসা করিলাম বন্ধু কোথায়? স্বর্গ বলিল:— এখানে! নিরাকার বন্ধু যাঁহাকে চক্ষু দেখিতে পায় না তাঁহাকে দেখিলাম; কিন্তু সাকার বন্ধু যাহাদিগকে দেখিতেছি তাহাদিগকে পাইলাম না। উচ্চ সুলভ হইল, নীচ দুর্ল্লভ হইল, একথা কেহই কখনও শুনে নাই। বাস্তবিক যেখানে কিছুই দেখা যায় না, যেখানে ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধি কিছুই করিতে পারে না, সেখানে নিরাকার দেবতা আপনাকে পাপীর বন্ধু বলিয়া স্বীকার করিলেন। পাপী কি সাহসে বলিল, আমি জগতের রাজাকে আজ বাঁধিয়া ফেলিয়াছি? যাহাকে সহস্র বার পৃথিবী পদাঘাত করিতেছে, সেই নীচ, সকলের দ্বারা অপমানিত ব্যক্তি কোন্ সাহসে আজ বলিতেছে জগতের রাজা আমার ঘরে বন্ধু হইয়াছেন? শাকান্ন ভোজী আমি, যাহার কিছুই নাই, সেই পাপী দুঃখীর ঘরে জগতের বন্ধু আসিয়াছেন, আমার ঘর আলোকিত হইয়াছে। জগদীশ্বর বলিয়া কেবল তাঁহার পূজা করি এমন নহে; কিন্তু আমি তাঁহাকে বন্ধু বলিয়া ডাকি, কেননা তিনি নিজে তাঁহাকে বন্ধু বলিয়া ডাকিতে অনুরোধ করেন, যতবার তাঁহাকে দেবতা বলিয়া ডাকি, তিনি ততবার প্রতিবাদ করিয়া বলেন, আমি তোমার মুখে বন্ধু নাম শুনিব। তাঁহার মুখে এই কথা শুনিয়া পাপী কাঁদিতে লাগিল। যখন ঈশ্বর নিজ মুখে বলিলেন, আমাকে দীনবন্ধু বলিয়া না ডাকিলে আমার মহিমা বুঝিতে পারিবে না, তখন পাপী কি করিবে? পাপী বাধ্য হইয়া বলিল তোমার দীনবন্ধু নামের জয় হউক। যিনি স্বর্গের রাজা, নীচ পাপীর ঘরে বসিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল। কোন গরিব লোক কাছে আসিলে পৃথিবীর রাজার লজ্জা বোধ হয়, অপমান হয়। অভিমান এবং রাগেতে নরপতির শরীর সিহরিয়া উঠে যদি কোন গরিব ছিন্ন বস্ত্র লইয়া তাঁহার নিকটে যায়। এমন সম্বল বিহীন গরিব দুঃখী তাঁহার কাছে বসিবে ইহা রাজার প্রাণ সহ্য করিতে পারে না। এই জন্য বার বার বলিতেছি নিরাকার

সর্ব্বোচ্চ ঈশ্বর যিনি তিনি জগতের কাছে সুলভ হইলেন, তিনি আমাদের বন্ধু হইলেন; কিন্তু নীচ সংসারের সাকার বন্ধু দুর্লভ হইল। সংসারের বন্ধু পাইলাম না, তথাপি আমাদের প্রাণ এমনই বন্ধুতা প্রিয় যে আমরা স্বভাবতঃ সাকার বন্ধু চাই। কেন চাই? সেই নিরাকার বন্ধুর অনুরোধ। স্বর্গে না গেলে আর বন্ধু পাইব না, ইহা যদি সত্য হয় তবে যে, পৃথিবীতে জীবন ধারণ করা অত্যন্ত কষ্টকর। সমস্ত দিন যে পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছি, যাহাদের মধ্যে. সমস্ত দিন থাকিতে হয়, তাহাদের মধ্যে কি বন্ধু পাইব না? কোথায় বন্ধু? কোথায় বন্ধু? বলিয়া হাহাকার করিয়া চিৎকার করিলাম, ধর্ম্মের যিনি পূর্ণ আদর্শ, তিনি স্বর্গ হইতে বলিলেন, এই আমি তোমার বন্ধু; স্বর্গের বন্ধুকে লাভ করিলাম; কিন্তু তথাপি প্রাণ সাকার বন্ধুদিগের জন্য আরও ব্যাকুল হইল। যিনি ধর্ম্মের আকর তাঁহাকে পাইলাম, তাঁহারই অনুরোধে আবার যাঁহারা ধর্ম্মপরায়ণ তাঁহাদিগকেও বন্ধু বলিয়া আলিঙ্গন করিতে মন ব্যাকুলিত হইল। মনুষ্যের শরীর যখন আছে শরীর সাধন করিতে হইবেই। পবিত্রতা এবং প্রেম নিরাকার ঈশ্বরেতে পূর্ণ ভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে, মানুষ ইহা জানিয়াও সর্ব্বদা ভাবিয়া উঠিতে পারে না, এই জন্য কোন সাকার ব্যক্তির মধ্যে পুণ্য ও প্রেমের দৃষ্টান্ত দেখিলে মনুষ্য সহজেই তাহার প্রতি আকৃষ্ট হয়। এই ভাবের ব্যভিচার হইলেই মনুষ্য পৌত্তলিক হইয়া অবতার স্বীকার করে। কিন্তু যতই কেন মনুষ্যের এই স্বভাবের বিকৃতি হউক না; ইহা যে পরিত্রাণ পথে আবশ্যক তাহাতে আর সন্দেহ হইতে পারে না। অনেকে বলেন জগদীশ্বর যদি আমাদের বন্ধু হইলেন তবে পৃথিবীর বন্ধুতার প্রয়োজন কি? এই কথা মানি না। মনুষ্যের মধ্যে বন্ধু চায় না কে? অনেক ক্ষণ ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া থাকিতে পার, অভ্যাস ও সাধন বলে চরিত্র নির্ম্মল করিয়াছ, এ সকল কথা স্বীকার করিলাম; কিন্তু বন্ধু পাও নাই বলিয়া কি দেহ প্রাণ জর্জ্জরিত হয় নাই? নরদেহ বিশিষ্ট বন্ধু চাহি না যদি কেহ এই কথা বলে সেই ব্যক্তি অনেক চেষ্টা করিয়া বন্ধু পায় নাই বলিয়াই নিরাশ হইয়াছে। বন্ধুতার জন্য অনেক পরিশ্রম করিয়াছিল, অনেক উচ্চ দাম দিতে পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়াছিল; কিন্তু কিছুতেই তাহার ইচ্ছা পূর্ণ হইল না, সেই জন্য সে ব্যক্তি এই যুক্তি বাহির করিল; যখন ঈশ্বর বন্ধু হইলেন তখন অন্য বন্ধু চাহি না, ঈশ্বরেতে বন্ধুতা বদ্ধ কর, নরদেহে বন্ধুতা অন্বেষণ করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি যদি নর বন্ধুর আবশ্যকতা না থাকিত, তবে ঈশ্বর সংসার সৃজন করিলেন কেন? ইহা যদি সত্য হয় যে মানুষ বন্ধুবিহীন হইয়া একাকী থাকিতে পারে তবে আমরা অরণ্যবাসী জন্তু হইলাম না কেন? ঈশ্বর তবে কেন আমাদিগকে পিতা, মাতা, ভার্য্যা, প্রিয় পুত্র ইত্যাদি পরিবারমধ্যে বাস করিতে দিলেন? নীচই হউক, জঘন্যই হউক আমাদের সকলেরই সাকার বন্ধুর প্রয়োজন আছে। দুঃখের দুঃখী, সুখের সুখী হইবার জন্য ঈশ্বর পিতা পুত্র, স্বামী ভার্য্যা ইত্যাদি সম্পর্ক স্থাপন করিয়া দিয়াছেন। পৃথিবীতে এ সমুদয় বন্ধু বান্ধবদিগের প্রয়োজন হইবে মনুষ্যের এই নিগূঢ় প্রকৃতি জানিয়াই ঈশ্বর বাহিরে এ সকল উপকরণ সৃজন করিয়া দিয়াছেন। ঈশ্বর আমাদিগকে এমন প্রকৃতি দিয়াছেন যে স্বভাবতঃই আমরা বন্ধু অন্বেষণ করিব। যদি সমস্ত অভিধানে কোন শব্দ থাকে যাহা শ্রবণ করিলে অন্তরের গভীর দুঃখ দূর হয় সেই শব্দ বন্ধুতা। সকল রোগের এক মাত্র ঔষধ এই বন্ধুতা। দুঃখ ঘুচিবে না বন্ধু বিনা। প্রাতঃকালে জাগিয়া উঠিবা মাত্র মনুষ্যের চক্ষু বন্ধ, তার জন্য ব্যাকুল হয়। স্ত্রী পুত্র সংসার ছাড়িয়া ব্রাহ্মসমাজে আসিলাম কেন? বন্ধু চাই। প্রাণ কাঁদে বন্ধুতার জন্য মনুষ্য ইহা বুঝিতে পারে না। এই গুপ্ত দুঃখের কথা বলি কাহাকে? পর্য্যটক আমরা সকলেই, আহার নাই, নিদ্রা নাই, কিসের জন্য ভ্রমণ করিতেছি? কি অন্বেষণ করিতেছি? তোমরা বল ব্রাহ্মসমাজ চাই, ভক্ত ব্রাহ্ম চাই, আমি বলি বন্ধু চাই, আমি বার বার বলি, আর কিছু চাহি না, বন্ধুতা চাই। কতগুলি বন্ধু চারি দিকে, আর মধ্যে দীন বন্ধু, তাহা হইলেই স্বর্গরাজ্য হয়। যার এত গুলি বন্ধু তার দুঃখ কি? এ বন্ধুরা যাহা পারিবে না, তাহা স্বর্গের বন্ধুকে জানাইব। একবার স্বর্গের বন্ধু, একবার পৃথিবীর বন্ধু, একবার উচ্চ দেশে, একবার নিম্ন দেশে, বন্ধুতা সম্ভোগ, এই রূপে দেখিব বন্ধুতা সাগরে ভাসিলাম, বন্ধুতা সমীরণে ডুবিলাম। অতি সুন্দর ছবি, কিন্তু অদ্যাবধি পৃথিবীতে ইহা কেহ কখনও দেখে নাই। ব্রাহ্ম সমাজে ইহা দেখিব আশা করিয়াছিলাম। তোমাদের যেমন ইহা প্রয়োজন, আমারও ইহা তেমনই প্রয়োজন। প্রাণের বন্ধু চাই। বন্ধু দিবে বলিয়া পৃথিবী এক দিন আশা দিয়াছিল, অঙ্গীকার করিয়াছিল; কিন্তু পৃথিবী সেই অঙ্গীকার লঙ্ঘন করিয়াছে। পৃথিবীতে পিতা মাতা বড়; কিন্তু পিতা, মাতা কেহই আত্মার বন্ধু হইলেন না। পিতা! তুমি ধন্য, মাতা! তুমি ধন্য, কেন না তোমরা সন্তানের জন্য অনেক করিয়াছ; কিন্তু পিতা, তুমি আত্মার বন্ধু নহ। মাতা তুমিও আত্মার বন্ধু নহ। আত্মার যখন বস্ত্র না থাকে, তুমি তাহাকে আচ্ছাদন করিতে পার না, আত্মার যখন ক্ষুধা তৃষ্ণা হয়, তুমি তাহাকে অন্ন জল দিতে পার না। আত্মা যখন কাতর হয় তুমি তাহাকে সান্ত্বনা দিতে পার না। ভার্য্যা! তুমিও আত্মার বন্ধু নহ। স্বামী ভার্য্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি আমার আত্মার বন্ধু? ভার্য্যা কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। তিনি সংসারের বন্ধু। স্বামীর অনুগামিনী হইয়া তিনি স্বামীর সংসারের দুঃখ কষ্ট দূর করেন, কিন্তু স্বামীর আত্মার তত্ত্ব

তিনি লইতে পারেন না। ভাই ভগিনী ও প্রতিবাসীরাও কত অনুরাগ ভাজন কিন্তু কেহই আত্মার বন্ধু, ধর্ম্মপথের সহায় হইল না। এই দুঃখে সংসার পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্ম সমাজে আসিলাম, মনে করিলাম সুপ্রভাত হইল। ব্রাহ্ম সমাজের কত লোককে মনে করিলাম, ইনি বুঝি বন্ধু হইলেন; কিন্তু কিছু দিন যাইতে না যাইতে দেখি যাঁহাকে বন্ধু বলিয়া আলিঙ্গন করিলাম, তিনি হৃদয়ে অস্ত্রাঘাত করিয়া চলিয়া গেলেন। উচ্চ হইতে উচ্চতর, নির্ম্মল হইতে নির্ম্মলতর চরিত্র ব্রাহ্ম দেখিলাম; কিন্তু তাহাতে আমার কি? আমার বন্ধু কৈ তাঁহারা হইলেন? হায়! কোন ব্রাহ্ম কি বলিতে পারিবেন না ঐ আমার বন্ধু? পাপী হই, সাধু হই, ঐ আমার চিরকালের বন্ধু। কিন্তু দুঃখের কথা বলিতে হইল, এই কথা লিখিয়া রাখ, আজ পর্য্যন্ত কোন ব্রাহ্ম বন্ধু পান নাই। মতের মিলন, এবং রুচির মিলন বন্ধুতা নহে; কিন্তু দীন বন্ধু যাঁহার জীবন বন্ধু তিনিই প্রকৃত বন্ধু; কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সাকার বন্ধু পাই নাই, অতএব যাই বন্ধু হীনের বন্ধু যিনি তাঁহার কাছে। সকল বন্ধুর বন্ধু যিনি তিনি একমাত্র বন্ধু আজকাল হউন।

হে দীন নাথ! এ সম্বোধন যদি তোমার ভাল না লাগে, তোমারই অনুরোধে তোমাকে ডাকি হে দীনবন্ধু, প্রাণ বন্ধু। এই বন্ধু হীনের বন্ধু! কেহইত বন্ধু হইল না এ পৃথিবীতে। তুমি পাপীর বন্ধু হইলে; কিন্তু মানুষ আপনাকে এত বড় মনে করে যে সে পাপীর বন্ধু হইবে না। এমন নীচ, জঘন্য অপমানিত ব্যক্তির বন্ধু আর কে হইবে? তুমি স্বাভাবিক লালসা দিয়াছ বন্ধুতা অন্বেষণ করিতে। সংসারে পাইলাম না, ব্রাহ্ম সমাজে আসিলাম, এখানেও পাইলাম না, এখন কোথায় যাই। এই জন্য কোন প্রাচীন ঋষি বলিয়াছেন "স্বর্গে তোমা ভিন্ন আর কে আছে এবং ভূমণ্ডলেও তোমা ভিন্ন আমার আর কে আছে?" ধন্য দয়াময় পরমেশ্বর! তোমার দয়ায় অনেক গুলি উপকারী ভাই ভগ্নী পাইয়াছি, তাঁহাদিগকে তুমি আশীর্ব্বাদ কর; কিন্তু যে বন্ধুর কথা বলিলাম তাহা সংসারে নাই। নর বন্ধুদিগের সঙ্গে মিলিয়া হে দীন বন্ধু! তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা কত সুখ। হে বন্ধু হীনের বন্ধু। দয়ার সাগর! বন্ধু তোমার নাম! সেই পথ কোথায় যে পথে গেলে উচ্চ দেবতা! তুমি বন্ধু হইবে এবং পৃথিবীর সাকার মনুষ্যও বন্ধু হইবে। হে দয়াল পিতা! তুমি পৃথিবীতে বন্ধু আনিয়া দিও, নতুবা মনুষ্যের জীবন ভারবহ হইবে। কিন্তু যত দিন না বন্ধুতা পাইব, তত দিন যেন, প্রাণেশ্বর! তোমার নিকটে বসিয়া প্রাণের দুঃখ যন্ত্রণা দূর করি।

কত ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা এই তোমার চরণ তলে বসিয়া আছেন; কিন্তু ইহাঁদের মধ্যে কি দুই জনও পরস্পরের সখা, বন্ধু হইতে পারেন না? বন্ধুতা বিনা কি রূপে নর নারী পৃথিবীতে একা একাকিনী বাঁচিবে! নাথ তোমার কাছে বসিয়া সকল দুঃখ দূর করিতে শিখিয়াছি আমরা ধন্য। কিন্তু দুঃখী মনুষ্য দিগকে পৃথিবীতেও বন্ধুতা দাও। আমরা একত্র হইয়া হে অনাথ বন্ধু! চির প্রাণ সখা! ভাই ভগ্নী সকলে ভক্তির সহিত তোমার শ্রীচরণে প্রণাম করি।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের বক্তৃতা॥

রবিবার, ২৮ অগ্রহায়ণ, ১৭৯৬ শক।

আদান প্রদান সংসারের নিয়ম। গ্রহণ করিতে হইলে দিতে হয়। কাহারও নিকট প্রত্যাশা রাখিলে তাহার প্রত্যাশা পূর্ণ করিতে হয়। দুই পক্ষ হইতেই সাহায্য আসিবে মনুষ্য জীবনের সম্পর্ক এই। পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব অনেক উপকার লাভ করিয়াছে। ভারতবর্ষ কি ইউরোপের নিকট ঋণী নহে? পৃথিবীর পূর্ব্ব এবং পশ্চিম খণ্ড দ্বয়ের মধ্যে বর্ত্তমান যে সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে, ইহা হইতে জগতের পরিত্রাণরূপ অমৃত ফল প্রসূত হইবে। যদি পরিষ্কাররূপে প্রতি ব্রাহ্ম বুঝিতে না পারেন, কি তিনি দিবেন, পশ্চিমের বন্ধুগণ তাঁহার নিকট কি প্রত্যাশা করিতেছেন, তাহা হইলে তিনি এখনও তাঁহার জীবনের গুরুতর কর্ত্তব্য বুঝিতে পারেন নাই। সকলেই আমরা জানি পৃথিবীর পশ্চিম বিভাগে অনেক সভ্যতা, জীবন, উন্নতি এবং শক্তি; কিন্তু আমরা সকলে হয়ত অবগত নাই, এই উন্নতির মধ্যে এমন কোন অভাব আছে কি না যাহাতে জীবনের মূল পর্য্যন্ত শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। এই নয় মাস কাল ইউরোপে ভ্রমণ করিয়া আমার সিদ্ধান্ত হইয়াছে, যে ইউরোপবাসীদিগের হৃদয় মধ্যে একটী গভীর অভাব আছে, তাহা দূর না করিলে প্রকৃত রূপে ধর্ম্ম জগতের উন্নতি হইবে না।

প্রথমে যখন সকল শোভাতে সুভূষিত হইয়া প্রকৃতি আসিয়া মনুষ্যের চক্ষুকে চুম্বন করিল, মনুষ্য বলিল, সকল বস্তুতেই ঈশ্বরের শক্তি, তাঁহার মহিমা। বস্তুতঃ সকল দেশের লোকেরাই প্রথমতঃ প্রকৃতি অর্থাৎ বাহ্য জগতের মধ্যে ঈশ্বরের সিংহাসন সন্দর্শন করিয়াছে। তাবৎ বাহ্য বস্তুতে তাহারা ঈশ্বরের সত্ত্বা ও গুণ অনুভব করিয়াছে। মেঘের গর্জ্জন তাহাদের কর্ণে ঈশ্বরের ভীষণ নিনাদকে উচ্চারণ করিয়াছে, পুষ্পের লাবণ্যে তাহারা ঈশ্বরের অঙ্গুলি রচিত কারু কার্য্য দর্শন করিয়াছে। এক বস্তুর সহিত অন্য বস্তুর সম্বন্ধ মধ্যে এবং তাবৎ পদার্থের সুচারু শৃঙ্খলার মধ্যে তাহারা জাগ্রত ঈশ্বরকে দর্শন করিত। ধর্ম্মকে পদার্থ বিজ্ঞানের সঙ্গে এক করিয়া ফেলিল। যেমন বাহিরের ঘটনাবলীর মধ্যে ঈশ্বরের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিল, তেমনই আবার মনের যাবদীয় শক্তি ও গুণের উপরেও ধর্ম্মসংস্কারকে আনিয়া ফেলিল এবং পরিশেষে জনসমাজের পরু-

পর সম্বন্ধ ও সাধারণ নিয়মাবলীর মধ্যেও ধর্ম্ম সংস্কার স্থাপিত করিল, এই সময়েই, ধর্ম্মসম্পর্কে নানা মত নানা পূজা, নানা আচার ব্যবহার শাস্ত্র প্রচলিত হইল। ধর্ম্ম-বিদ্যা সার বিদ্যা, এক মাত্র বিদ্যা বলিয়া সকলে ব্যাখ্যা করিল। এই প্রকারে বেদ, বাইবেল, পুরাণ, যাগ, যজ্ঞ, হোম, পূজা, ন্যায়, সাংখ্য, ইন্দ্র চন্দ্র উৎপত্তি হইল। কিছুকাল পরে প্রকৃত বিজ্ঞান সংসারে জন্ম গ্রহণ করিল। মনুস্য সৃষ্টিশাস্ত্র আলোচনাতে প্রবৃত্ত হইল এই ভারতবর্ষেই এক কালে প্রকৃত বিজ্ঞান ছিল, কিন্তু তাহা ধর্ম্মের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া নিজেই সত্ব হারাইয়াছিলে। পৃথিবীর পশ্চিম খণ্ডে বিজ্ঞান জন্ম গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মের দোষ গুণ দেখাইয়া দিতে প্রবৃত্ত হইল। যখন ইউরোপে এই রূপে ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানে যুদ্ধ হইতেছিল, যখন বিজ্ঞানের আলোক মনুষ্যের ভ্রমাত্মক সংস্কার প্রমাণ করিল, সেই বিজ্ঞান আসিয়া পৃথিবীর পূর্ব্ব বিভাগের ধর্ম্ম সংস্কার সকলও বিনাশ করিতে লাগিল। পুরাতন ধর্ম্ম সংস্কারের পরিবর্ত্তে বিজ্ঞান নূতন সংস্কার সকল স্থাপন করিতে লাগিল। বাহ্য জগৎ হইতে ধর্ম্ম পলায়ন করিল। বিজ্ঞান যখন দেখিল বাহ্য জগৎ হইতে ধর্ম্ম পলায়ন করিল, তখন মন জগতেও আপনার রাজ্য বিস্তার করিতে প্রবৃত্ত হইল। বিজ্ঞান মনুষ্যের মন হইতেও ধর্ম্মকে বিনাশ করিতে লাগিল। আত্মার অস্তিত্ব মানিল না, ঈশ্বরকে স্বীকার করিল না, সকল তত্ত্বাবিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইল। তাহার পর জনসমাজে হস্তক্ষেপ করিল। মনুষ্যের যে সকল সম্পর্ক আছে, যাহাকে আমরা নীতিতত্ত্ব বলি, বিজ্ঞান তাহার পুনঃ সংস্কার আরম্ভ করিল। চারি দিকে বিজ্ঞানের জয় দেখিয়া ধর্ম্মযাজকেরা ভয়ে নিরাশে কাঁপিতে কাঁপিতে, আরও দৃঢ়তর রূপে আপনাদিগের শুষ্ক কর্ম্মকাণ্ড লইয়া লোকের মন ভুলাইতে প্রবৃত্ত হইল। এ সমুদয় ভীত লোকদিগের ব্যবহার দেখিয়া ইউরোপ খণ্ডের বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত দিগের সাহস বাড়িতে লাগিল। কিন্তু আমরা ব্রাহ্ম আমরাও কি বলিব ধর্ম্ম নাই? জনসমাজে ধর্ম্ম বল, এবং ধর্ম্মজীবনের আবশ্যকতা নাই? ব্রাহ্মসমাজের কর্ত্তব্য এই প্রশ্নের উত্তর দান করা। এই অভাব পূর্ণ করিবার জন্যই ভারতবর্ষে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের জন্ম। বিজ্ঞানী পণ্ডিতেরা একটী প্রশ্নের উত্তর দান করিতে পারিলেন না, তাঁহারা স্বীকার করিলেন, ইহা বিজ্ঞানের অতীত। সেই প্রশ্ন কি? এই বিশ্বের পশ্চাতে এক প্রাণ রূপ মহাসাগর রহিয়াছে, যাহাতে সমুদয় সৃষ্টি ভাসিতেছে। এই যে প্রাণ রূপ মহা ব্যাপার ইহার মধ্যে ঈশ্বরের নিবাস। মহাভ্রম তাহাদের যাহারা কেবল জড়ের মধ্যে ঈশ্বরকে দেখে, ইহা হইতেই পৌত্তলিকতা আসিয়াছে। প্রকৃত ধর্ম্ম তাহারা পাইয়াছে যাহারা এই জড় বিশ্বের অতীত স্থানে প্রাণালয়ে সত্যস্বরূপ ঈশ্বরকে দেখিয়াছে। বাহিরেও প্রাণ স্বরূপ ঈশ্বর, ভিতরেও এই প্রাণ রূপ মহামূর্ত্তি। এই প্রাণ রূপ মহা চক্রে সমস্ত বিশ্বরাজ্য ঘুরিতেছে। তাঁহার জগৎ হইতে তাঁহাকে বিদায় করিয়া দেয় কাহার সাধ্য? যতক্ষণ মনের মধ্যে আনন্দ পবিত্রতা, প্রেম, সদ্ভাব, জ্ঞান এবং ইচ্ছা, ততক্ষণ প্রাণের প্রাণ সেখানে। যেখানে জীবন এবং কৌশল কার্য্য করে, শৃঙ্খলা, এবং সৌন্দর্য্য, ঈশ্বর আপনি আসিয়া সেখানে দণ্ডায়মান। এই প্রাণ অন্তরে এই প্রাণ বাহিরে। তবে মন হইতে কি প্রকারে ঈশ্বরকে তাড়াইয়া দিতে পার? এবং এক জনের মনের মধ্যে যদি ঈশ্বরের আধিপত্য স্থির হইল তবে দশ জনের উপরেও তাঁহারই আধিপত্য। যিনি এক জনের প্রাণের প্রাণ, তাঁহারই প্রাণ জনসমাজের প্রাণকে পুনঃ সংস্কার করে। আমরা ব্রহ্ম-মন্দিরে এই প্রাণ স্বরূপের উপাসনা করি। এই প্রাণ ধর্ম্ম যদি ব্রাহ্ম সাধন করিতে পারেন তবে পৃথিবীর পশ্চিম বিভাগের মহা গভীর অভাব পূর্ণ হইবে। সেখানে লোকেরা মতের ঈশ্বরকে পূজা করে, প্রাণের দেবতাকে পূজা করিতে পারে না। তাহারা যদি কাহারও মুখে এই প্রাণ স্বরূপ ঈশ্বরের কথা শুনিতে পায়, তাহা হইলে বলে, ধন্য তোমরা, যে তোমরা এমন ঈশ্বরের কথা বলিতে পার। এমন ঈশ্বরের কথা কে তোমাদিগকে বলিল? ব্রাহ্মধর্ম্ম এই জড় জগতে, মনুষ্য মনে, এবং সমাজে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবে, যাহাতে ব্রাহ্মসমাজের এই গম্ভীর নিয়তি সুসম্পন্ন হয় তাহার চেষ্টা কর। এই গুরু ভার হৃদয়ঙ্গম করিয়া যদি সকলেই সাধনে নিযুক্ত হই, তাহা হইলে তাবৎ জাতি সেই প্রেম পরিবারে সঙ্গঠিত হইবে, যাহার কথা এই বেদী হইতে বারম্বার শুনিয়াছি। সকলে উৎসাহের সহিত এই জীবন্ত ধর্ম্ম সাধন কর ব্রাহ্মধর্ম্মের জয় হইবে।

অদৃষ্টবাদ।

অদৃষ্ট কথাটী আমাদের দেশে অপামর সাধারণ সকলেরই বিদিত আছে। অদৃষ্ট পূর্ব্বে লক্ষিত হয় না, এ জন্য কোন একটী অনপেক্ষিত সুঘটনা বা দুর্ঘটনা ঘটিলে সচরাচর লোকে উহা বিধাতার বিধান বলিয়া হর্ষ বা শোক প্রকাশ করিয়া থাকে। প্রতিদিন জীবনে শত শত ঘটনা ঘটিতেছে, উহা বিধাতাকৃত বলিয়া কেহ বলে না, বরং অনেক সময়ে তাহার বিপরীত বলে ও মনে করে, অথচ একটী অসাধারণ ঘটনার প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাহা বিধাতার বিধান লোকে কেন বলে, ইহার কারণ নির্দ্ধারণ করা কিছু কঠিন ব্যাপার নহে। সহজ বুদ্ধিতে মানুষ যেমন "আমি করিতেছি" ইহা সর্ব্বদা বিশ্বাস করে, তেমনি আবার সে যাহা ঘটিবে মনে করে নাই, বরং তাহার বিপরীত বিশ্বাস বা অভিলাষ করিয়াছে, তাহা ঘটিলে আর সে উহা নিজ কর্ত্তৃত্বের উপরে আরোপ করিতে পারে না, উহা জগতের নিয়ন্তার উপরে আরোপ করিয়া থাকে। লোকের এই স্বাভাবিক দ্বিবিধ মানসিক গতি হইতে আমরা দুটী

বিষয় লাভ করিতেছি—মনুষ্যের কর্ত্তৃত্ব, বিধাতার কর্ত্তৃত্ব। মনুষ্যের কর্ত্তৃত্ব সাধারণ ব্যাপারে, ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব অসাধারণ অর্থাৎ মনুষ্য কর্ত্তৃত্বাতীত বিষয়ে।

যাঁহারা প্রকৃতিতত্ত্ব সমালোচক, তাঁহাদিগের পক্ষে প্রকৃতি যাহা প্রদর্শন করেন, তাহাই যথেষ্ট, তাঁহারা তাহাতেই বিশ্বাস করিয়া সন্তুষ্ট থাকেন। কিন্তু এরূপে সকলে সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন না, তাঁহারা প্রকৃতির প্রকৃতত্ত্বের উপরে অবিশ্বাস করিয়া যুক্তি তর্ক সহকারে তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হয়েন। ইহাতে এই ফল যে, প্রকৃতিতে একি সময়ে যে দ্বিবিধ পক্ষ প্রকাশিত হয়, এক এক জন তাহার এক এক পক্ষ অবলম্বন করিয়া বিতণ্ডা আরম্ভ করেন; এক পক্ষ অন্য পক্ষের যে সত্য আছে, তাহা দর্শন করিতে পারেন না, দর্শন করিতে প্রবৃত্তও হয় না, সুতরাং এই বিবাদ চিরস্থায়িরূপে চলিতে থাকে। সকল স্থায়ী বিবাদই চরমতত্ত্বের (ultimate principles) উপরে সংস্থাপিত, সেই চরম বিপরীত তত্ত্বদ্বয় অতিক্রম করিয়া মনুষ্য বুদ্ধি প্রসৃত হয় না, অথচ মনুষ্য যুক্তি বলে তাহা অতিক্রম করিতে চায়, সুতরাং এই দ্বিবিধ পক্ষের একতর পক্ষাবলম্বিগণ পরস্পরের নির্দ্ধারিত বিপরীত দিকে ধাবিত হইয়া চির বিবাদের ভূমিতে অবতরণ করেন।

বিজ্ঞান হইতে একটী দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিলে চরমতত্ত্বদ্বয়ের পরস্পর বিপরীত সম্বন্ধ পাঠকবর্গ অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন। মনে করুন, এক খানি জাহাজ অতি দ্রুতবেগে উত্তরাভিমুখে চলিতেছে। জাহাজের উপরিস্থিত এক ব্যক্তি সমান বেগে দক্ষিণ মুখে যাইতেছে। এক্ষণে বিলক্ষণ বুঝিতে পারা যাইতেছে, যে মনে করিতেছে আমি দক্ষিণ মুখে যাইতেছি, সে জাহাজের গতিবশতঃ একই স্থানে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, অথচ এ কথা অস্বীকার করা যায় না, সে চলিতেছে। দুয়েরই গতি হইতেছে সত্য, কিন্তু কি প্রকারে হইতেছে, ইহা আমাদের বুদ্ধির অতীত। ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্বের মুহূর্ত্তের জন্য বিরাম নাই, অথচ তন্মধ্যস্থিত মনুষ্যেরও কর্ত্তৃত্ব আছে, ইহার আরম্ভ শেষ নির্দ্ধারণ করা আমাদিগের জ্ঞানের অতীত, অথচ গতিদ্বয়বৎ অবশ্য স্বীকার্য্য এবং স্বতন্ত্রবৎ আলোচ্য।

প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করা যাউক। অদৃষ্টবাদ লইয়া সমালোচন আজ নূতন হইতেছে না। সকল দেশীয় তত্ত্বদর্শিগণের মধ্যেই ইহা লইয়া আন্দোলন পূর্ব্ব হইতে চলিয়া আসিতেছে। খ্রীষ্টসমাজে এ বিতর্ক কোন্ সময়ে আরম্ভ হয়, অনেকের বিদিত আছে। খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রন্থ উহার উভয় দিকেরই পরিপোষক। এ দেশ এ বিতর্কের একটী চির আবাসভূমি। ফলতঃ ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে যে উভয়বিধ মত প্রথম হইতে চলিয়া আসিতেছে, এ সকল তাহারই অন্তর্ভূত বিষয়। এই দ্বিবিধ মত অবশ্যম্ভাবী, অথচ পরস্পর বিরোধী। যাঁহারা উভয়ের সত্য অবিসম্বাদি-নিকট সকলই স্পষ্টরূপে প্রতীত হয়।

ঈশ্বরতত্ত্বসম্বন্ধে সাধারণতঃ দ্বিবিধ মত প্রচলিত। প্রথম সৃষ্টির আদিতে কেবল একমাত্র ঈশ্বর ছিলেন, আর কিছুই ছিল না, তিনি অসদ্রূপ জগৎকে স্বীয় শক্তিতে সৃষ্টি করিলেন। দ্বিতীয় ঈশ্বর এবং প্রকৃতি উভয়ই অনাদিকাল হইতে আছেন, ঈশ্বর প্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়া সৃষ্টি করিতেছেন। এই দ্বিবিধ মত উৎপন্ন হইবার কারণ এই। প্রথমতঃ সৃষ্ট পদার্থ চিন্তা করিতে গেলেই তাহা আমাদিগের নিকট আদিমান্ বলিয়া প্রতীত হয়, সৃষ্ট সম্বন্ধে আমরা অনাদিত্ব কল্পনা করিতে পারি না। সুতরাং সকলের অগ্রে একমাত্র ঈশ্বর ছিলেন এই আমাদিগের জ্ঞানের চরম সিদ্ধান্ত। অন্যতঃ আবার আমরা "কিছু নাই হইতে কিছু হইতে পারে" ইহা চিন্তায় আনিতে পারি না, সুতরাং সৃষ্টির বীজভূতা প্রকৃতি অনাদিকাল হইতে বিদ্যমান রহিয়াছে, ঈশ্বর তাহাকে অবলম্বন করিয়া সৃষ্টি করিলেন এই অপর সিদ্ধান্ত। বেদান্তিগণ "কিছু নাই হইতে কিছু হইতে পারে না" এই মূলতত্ত্বের বিরোধ পরিহার করিবার জন্য ঈশ্বরই আপনাকে সৃষ্ট করিলেন বলিয়া অধ্যাত্ম অদ্বৈতবাদে নিপতিত হইয়াছেন। অপর পক্ষ হইতে আবার সাংখ্যগণের নাস্তিক্যবাদ উদ্ভূত হইয়াছে। "কিছু নাই হইতে কিছু হইতে পারে না" এই মূলতত্ত্বটী অন্যরূপে বলিতে গেলে "যাহা ছিল তাহাই হয়" এই রূপে পরিণত হয়। সুতরাং আদৌ চেতন এবং অচেতন এই দুই পদার্থ ছিল। এ দুয়েরই সংযোগ বিয়োগ হইবে, তৃতীয় পদার্থ আর কোথা হইতে আসিবে, যাহা চেতনবৎ প্রতীত হইতেছে তাহা ঐ চেতনেরই রূপান্তর, যাহা অচেতন তাহা ঐ অচেতনের রূপান্তর। চৈতন্যের মধ্যে জীব, অচেতনের মধ্যে জড়প্রকৃতি প্রত্যক্ষ। অতএব এতদতিরিক্ত ঈশ্বর অপ্রামাণ্য *। সাংখ্যানুসারে পুরুষপ্রকৃতিযোগে সৃষ্টি হয়। এস্থলে পুরুষ প্রকৃতির প্রেরক, অথচ পুরুষ বদ্ধ এবং পরতন্ত্র। সুতরাং শেষ পক্ষের দোষ পরিহার করিয়া তৃতীয় পক্ষ দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহারা "যাহা ছিল তাহাই হয়" এই মূলতত্ত্ব অবলম্বন করিয়া, ঈশ্বর নিত্য, জীব নিত্য এবং জড় প্রকৃতি নিত্য এই মত প্রচার করিলেন। ঈশ্বরের সান্নিধ্য বশতঃ জীব চেতনা এবং জড় প্রকৃতি এই দুই দ্বারা সৃষ্টি হয়। ঈশ্বর অসঙ্গ, উদাসীন, নির্ব্বিকার এবং নির্লিপ্ত। কিন্তু জীবাদিতে নানা প্রকার অবস্থাগত বৈষম্য রহিয়াছে, ঈশ্বর যদি সে সকলের সান্নিধ্য কারণ

* 'If by Atheist is meant a man who would deny the existence of a force inherent in Nature, and without which Nature cannot be conceived, and if it is to that moving force that the name God is given, then there are no Atheists, and the word by which they are designated is applicable only to fools.'—Systeme de la Nature.

হন তবে তাঁহাতে নির্গুণাদি বিশেষণ প্রয়োগ করা যাইতে পারে না, চতুর্থ পক্ষ এ জন্য কর্ম্ম এই বৈষম্যের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। অনাদিকাল সিদ্ধ জীবের কর্ম্মও অনাদি। সুতরাং কর্ম্ম চতুর্থ নিত্য পদার্থ। সৃষ্টি সম্বন্ধে সাংখ্যানুসারী মতনিচয় ঈশ্বর নিষ্প্রয়োজন বিলক্ষণ বুঝা যাইতেছে। কারণ যাঁহার সৃষ্টি কর্ত্তৃত্ব নাই, তাঁহাকে ঈশ্বর বলা এবং না বলা দুইই সমান। বর্ত্তমানে "নিয়ম" সাংখ্য দর্শনোক্ত পুরুষ এবং তদনুগামী পাতঞ্জলোক্ত ঈশ্বরের স্থলাভিষিক্ত হইয়াছে, উহার অযৌক্তিকতা অল্প চিন্তাতেই সকলের দৃষ্টিতে নিপতিত হইবে।

ঈশ্বরতত্ত্বসম্বন্ধে এই ত্রিবিধ মত হইতে অন্যান্য বিষয়েও নানাবিধ মত সৃষ্টি হইয়াছে। এই ত্রিবিধ মত পরস্পর এমনি সংশ্লিষ্ট যে অনেকে ইহার চরমসীমায় গমন না করিয়া মধ্যবিধ পন্থা অবলম্বন করেন। যিনি মূলে এক-পক্ষাবলম্বী তিনি অবান্তর বিষয়ে অন্য পক্ষাবলম্বী। মূল-তত্ত্ব দ্বয়ের পরস্পর বিরোধ স্থলে এরূপ হইবে, তাহা আর অসম্ভব কি? পাঠকবর্গ জিজ্ঞাসা করিবেন, আমরা কোন্ পক্ষাবলম্বী? আমরা প্রথমপক্ষাবলম্বী। সৃষ্টপদার্থমাত্র আদিমৎ, একমাত্র ঈশ্বর অনাদি অনন্ত। কিছু ছিল না, তিনি সকল সৃজন করিলেন। যাঁহারা জিজ্ঞাসা করিবেন "নাই হইতে" তিনি কি রূপে সকল সৃজন করিলেন আমরা এই উত্তর দিব অচিন্ত্য শক্তি প্রভাবে। বিপরীত পক্ষবাদিরা ইহাতে বলিবেন এটা কোন উত্তরই হইল না, যাহা অচিন্ত্য তাহা কিরূপে কারণরূপে বিন্যস্ত হইয়া পরিগৃহীত হইতে পারে? আমরা বলি চরমতত্ত্বমাত্র অচিন্ত্য অথচ তাহা অবশ্যগ্রাহ্য। এতৎ প্রমাণার্থ বিজ্ঞান হইতে আমরা আর একটী অতি সাধারণ দৃষ্টান্ত দিতেছি।

মাধ্যাকর্ষণ বিজ্ঞানের একটী অতি উৎকৃষ্ট মহত্তর চরম তত্ত্ব। এই মাধ্যাকর্ষণ বলে সূর্য্য পৃথিবীকে তাহার দিকে আকর্ষণ করিতেছে। এখন দেখা যাউক উহা সূর্য্য হইতে পৃথিবীতে বিস্তৃত হইতে পারে কি না? আকর্ষণ একটী শক্তি। শক্তি চিন্তা করিতে গেলেই উহা কোন পদার্থান্তরের মধ্যদিয়া প্রসৃত হইতেছে ইহা আমরা চিন্তা না করিয়া থাকিতে পারি না। শূন্যের মধ্য দিয়া আকর্ষণ প্রসৃত হইতে পারে না, এজন্য "ইথর" নামা একটী সূক্ষ্মতম পদার্থ কল্পনা করিয়া লওয়া হইল। যত কেন সূক্ষ্ম না হউক সকল বস্তুই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পরমাণুতে সৃষ্ট ইহা চিন্তা না করিয়া আমরা পারি না। পরমাণু যত কেন সূক্ষ্ম না হউক, উভয় পরমাণুর সংযোগস্থলে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর শূন্য অবস্থিতি করিবেই। সুতরাং সূর্য্য হইতে আকর্ষণ প্রসৃত হইতে এই শূন্যের মধ্য দিয়া পরমাণু হইতে পরমাণ-বান্তরে প্রবিষ্ট হইবেই। অতএব যে অচিন্ত্যত্ব পরিহারের জন্য "ইথার" কল্পনা করা গেল চরমে সেই অবি-চিন্ত্যত্ব স্বীকার করিতে হইল; অথচ এ কথা কে অস্বী-কার করিবে মাধ্যাকর্ষণ গ্রহ হইতে গ্রহান্তরে বিচরণ করিতেছে।

মনুষ্যবুদ্ধির সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা এই রূপে সঙ্কুচিত করাতে পাঠকবর্গ হয়তো নিতান্ত গোলে পড়িলেন। তাঁহারা বলিবেন তবে সকল সত্যই অনিশ্চিত। সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ কেবলই ভ্রম। আমরা তাঁহাদিগকে এ কথা বলিতে দিতে চাই না। একটু গভীর রূপে আলোচনা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন, যে দুই তত্ত্ব লইয়া ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে মতান্তর উপস্থিত হইয়াছে তাহার দুইটী দুই প্রকা-রের। একটী একান্ত (Absolute) একটী আপেক্ষিক (Relative) একটী বস্তুত্ব (Being) লইয়া আর একটী দৃশ্য সম্বন্ধ লইয়া। সৃষ্টিমাত্র আদিমৎ, এটী সৃষ্টির মূল প্রকৃতি, এবং তজ্জন্য বস্তুগত সত্য। আর এক দিকে আবার আমরা কোন দিন "কিছু নাই হইতে কিছু হইতে দেখি নাই"। সুতরাং আমরা উহার ব্যভিচার কল্পনা করিতে পারি না, এটী আমাদিগের চিরসম্বন্ধ উত্থিত সত্য। সুতরাং উহা আপেক্ষিক। এখন প্রশ্ন হইতে পারে আমরা সমুদায় বিষয়ের আরম্ভ এবং শেষ দেখি, ইহা হইতে আমাদিগের সৃষ্ট পদার্থের আদিমত্তার জ্ঞান জন্মিয়াছে। সুতরাং উহা বস্তুগত সত্য নহে, আপেক্ষিক সত্য। প্রথম সত্যটীকে অন্য রূপে আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাইব, উহা অন্যবিধ সত্য।

সংবাদ।

পঞ্চচত্বারিংশ সাম্বৎসরিক উৎসবের কার্য্য প্রণালী।

৬ই মাঘ, সোমবার রাত্রি ৮ ঘটিকা	আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে সঙ্গতসভার সাম্বৎসরিক।
৭ই মাঘ, মঙ্গলবার	বন্ধুগণের সঙ্গে সদালাপ। ৪টা হইতে ৭টা সাড়ে সাতটা
৮ই মাঘ, বুধবার ৮ টার সময়	ব্রহ্মমন্দিরে ইংরাজীতে উপাসনা ও উপদেশ।
৯ই মাঘ, বৃহস্পতিবার সাড়ে সাতটা	ব্রহ্মমন্দিরে। ব্রাহ্মদিগের সাধারণ সভা।
১০ই মাঘ, শুক্রবার	অপরাহ্নে ৫টায় নগর সংকীর্ত্তন প্রাতে ৯টার সময় আচার্য্যের ভবনে উপাসনা।
১১ই মাঘ, শনিবার প্রাতে	ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা।
অপরাহ্ণ ৪॥ ঘটিকায়	টাউনহলে সাম্বৎসরিক বক্তৃতা।
১২ই মাঘ, রবিবার	সমস্ত দিন ব্রহ্মমন্দিরে ব্রহ্মোৎসব।
১৩ই মাঘ, সোমবার	অপরাহ্ণে বেলঘরিয়া, তপোবন উপসনা ও সদালাপ।
প্রাতে	ব্রাহ্মিকা সমাজ

আমরা শুনিলাম পারস্য দেশের রাজমন্ত্রী ব্রাহ্মধর্ম্মের ন্যায় একটী ধর্ম্ম স্থাপন করিবার জন্য সে দেশে একটী সমাজ করিয়াছেন এবং তাহার অধীনে কএকটী স্থানে শাখা সমাজও হইয়াছে।

৬ মাঘ হইতে মাঘোৎসব আরম্ভ হইয়াছে ১৩ ই সোমবার পর্য্যন্ত থাকিবে। এবার শনি রবি দুই দিবস প্রায় সমস্ত দিন উৎসব হইবে।

নগরসঙ্কীর্ত্তন।

জয় ব্রহ্ম জয় বল্ সবে ভাই, আনন্দ মনে ; তোরা বল্রে ও নগরবাসী ! দয়াময়ের জয় সম্পদ্ বিপদে রে।

বিশ্ববিজয়ী ব্রহ্মনাম, এ নামে দূরে যায় ভয় ভাবনা রে;
অদ্বিতীয় ব্রহ্মনাম, যাতে ব্রহ্মাণ্ড উদ্ধার হবে রে।

করে জয় ধ্বনি, কাঁপায়ে মেদিনী, চল যাই সেই অমৃত নিকেতনে। সংসার সংগ্রামে, কি আর ভয় জীবনে, ত্রাণ পাব দীননাথের শ্রীচরণে ; উঠ উঠ ত্বরা করি, পরব্রহ্মে স্মরি, প্রেমালোক দেখ প্রেম নয়নে। প্রেমের জয় হবেই হবে, বল ভাবনা কি তবে, বিধাতার মঙ্গল বিধানে ; তুলে সত্যের নিশান, গাও তাঁর নাম, মত্ত হয়ে ব্রহ্মানন্দ রস পানে।

আশায় বাঁধি-হৃদয় জয় ব্রহ্ম বলে,
ব্রহ্মকৃপা স্রোতে অঙ্গ দাও সবে ঢেলে রে।
প্রেমরাজ্য অবতীর্ণ হইবে ধরায়,
অভ্রান্ত-ঈশ্বরবাণী কভু মিথ্যা নয় রে।

(এক দিন হবেই হবে, প্রেমময়ের প্রেমের জয়)

রে অধীর মূঢ় মন, তোর ভাবনা কিরে। পিতার ইচ্ছা পূর্ণ হবে। নাম সাধন কর, ধৈর্য্যাবলম্বন করে, সাধিলে নিশ্চয় পাবে, সাধনে সিদ্ধ হইবে। শান্তি-সুধা পানে বঞ্চিত হবেনা রে, যা করিতে হয় কর মিছে আর কেঁদনা রে, নাম সাধন কর, দেহ মন প্রাণ দিয়ে।

সুধা মাখা ব্রহ্মনাম, নামে দুঃখে হয় সুখ উদয়রে।

মাঘোৎসব উপলক্ষে নিম্নলিখিত অল্প ও নগদ মূল্যে পুস্তক সকল বিক্রয় হইবে।

	বর্ত্তমানউৎসবের মূল্য	মূল্য
সংগীত সংকীর্ত্তন ১ম ভাগ ভাল বাঁধান	১	৸০
ঐ ঐ কাগজের মলাট	৸০	॥০
ঐ ২ য় ভাগ ঐ ...	৶০	৵০
সংগীত মঞ্জরী	৶০	৶০
সংগীত মালা	৴১০	৴১০
হিন্দি ব্রহ্মসঙ্গীত	৵০	৵০
ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত কাগজের মলাট	৸০	॥০
ব্রহ্মমন্দিরের উপদেশ একত্রে ৯ খণ্ড ...	৷৵০	৷০
ঐ প্রতি খণ্ড পৃথক	৴০	৴১০
ব্রহ্মোৎসব	৵১০	৵০
নির্ম্মলার উপাখ্যান	৷৴০	৷০
ব্রহ্মময়ী চরিত	৵০	৴০
ধ্রুব ও প্রহ্লাদ	৷০	৶০
ব্রাহ্মদিগের প্রতি নিবেদন ...	৴১০	৴১০
প্রার্থনা মালা (পার্কারের অনুবাদ ...	৷৵০	৷০
সামাজিক উপাসনা প্রণালী (নূতন সংস্করণ	৵০	৴০
ঐ ঐ হিন্দি	৴০	৴১০
ব্রাহ্মধর্ম্মের মত সার	৴০	৴১০
ঐ ঐ (সংস্কৃত)	৴০	১০
মুঙ্গের ব্রাহ্মসমাজ	৴১০	৴৫
ব্রাহ্মিকা বিদ্যালয়ের উপদেশ ১ম হইতে ৪ র্থ পর্য্যন্ত	৷০	৵০
শ্লোকসংগ্রহ প্রথম ভাগ	৶০	৵০
স্ত্রীর প্রতি উপদেশ চতুর্থ সংস্করণ ...	৶০	৵০
কয়েক গুলি ধর্ম্ম কথা ...	৴১০	৴৫
ঐ ঐ ধর্ম্মোপদেশ ...	৴১০	৴৫
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার কার্য্য বিবরণ ...	৶০	৶০
ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা ...	৷০	৷০
প্রসন্নতা প্রদায়িনী	৶০	৴০
ধর্ম্ম ও নীতি	৴০	৴০
বোয়ালিয়া ব্রাহ্মসমাজের প্রার্থনা ও উপদেশ	৸০	৸০
হিন্দি প্রার্থনা পুস্তক	৴০	৴১০
শিশু পালন (১ম ও ২য় ভাগ) ...	৷০	৷০
সুখী পরিবার	৵০	৴০

	As.	As.
Brahmo Somaj Vindicated ...	2	1
Popular Tracts No. 1 to 4 ...	2	1
Destiny of Human Life ...	2	1
Reconstruction of Native Society ...	1	1
Welcome Soiree ...	1	1
Lecture on Inspiration ...	4	3
Essential Principles of Brahmo Dharma ...	1	½
Proceedings of the Town Hall Meeting ...	2	1
Theistic Annual 1872 ...	8	4
Ditto Ditto 1873 ..	8	4
Ditto Ditto 1874 Rs.	1	12
Deism and Theism ...	1	1
Lecture on Progress of Theism ...	2	1
Ditto Age of Enlightenment ...	3	2
Lecture on Brahmo Somaj of India ...	2	2
Life of Educated Native ...	2	2
Lecture on Marriage Law ...	2	1
Ditto on the Jainas ...	4	1
Man the Son of God ...	1	1
Religious and Social Reformation ...	2	2
Lecture on Alcohol ...	3	2
Lecture on Prayer ...	½	½
Order of Service ...	1½	1
Prayers for Different Occasions of Life ...	3	2
Channings Work Complete Rs.	1½	1½
Essays Theological and Ethical Rs.	1	12
Historical Sketch of the Brahma Somaj.	6	6
Regerating Faith ...	4	8
Jesus Christ Europe and Asia ...	3	2
Future Churah ...	3	2
Lecture at the Brahmo School ...	2	1
True Faith ...	2	2
Appeal to Young India ...	½	½

প্রস্তাবিত নূতন পুস্তক।

Almanac with Diary 1875 ...	As. 6
Theistic Annual 1875	R 10
সংগীত সংকীর্ত্তন ৩য় ভাগ	৷০
ধর্ম্ম সাধন ২য় কল্প ১ম হইতে ১০ সংখ্যা পর্য্যন্ত একত্রে বাঁধান	৶০

এই পাক্ষিক পত্রিকা কলিকাতা [illegible] নং কলেজ স্কোয়ার ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে ৭ই মাঘ, শ্রীগোপালচন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত হইল।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং।
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তুবৈরাগং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৮ম ভাগ। ২য় ও ৩য় সংখ্যা।	১৬ই মাঘ, এবং ১লা ফাল্গুন, ১৭৯৬ শক।	বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফস্বল ঐ ৩।০

উৎসবান্তে ব্রাহ্মসমাজের নববর্ষে পদার্পণ করিয়া আমরা আমাদের প্রিয়তম পাঠক বর্গকে প্রীতির সহিত আলিঙ্গন এবং নমস্কার করিতেছি। ব্রাহ্মভ্রাতৃগণের আশীর্ব্বাদ এবং প্রসন্নতা আমাদের পবিত্র ব্রত পালনের সহায় হইয়া তাঁহাদের এই দীন সেবকগণের' উৎসাহ আশা বল বীর্য্যকে বর্দ্ধিত করুক। নানা প্রকার দোষ দুর্ব্বলতা ত্রুটি সত্ত্বেও আমরা এই জন্য আনন্দিত এবং উৎসাহিত হই যে আমরা জানি কাহার সেবায় আমরা নিযুক্ত হইয়াছি। বাহিরের বিপক্ষদিগের নির্যাতনে এবং সংসারের প্রতিকূল ঘটনায় আমাদিগকে দৃঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ করিয়া উন্নতির পথে চিরদিন অগ্রসর করিয়া দিউক। আমাদের জীবনের সঙ্কল্প যে মহোচ্চ এবং তদুপযোগী ক্ষমতা যে আমাদের নাই, এবং তাহা সাধনের প্রতিবন্ধকও যে রাশি রাশি তাহা আমরা অবগত আছি; এ পথের সহায় এবং সঙ্গী পৃথিবীতে যে অতি অল্প, এবং আমাদের আদর্শ ও কার্য্যপ্রণালী যে সাধারণ মানবসমাজের পুরাতন সংস্কার এবং অভ্যাসের বিপরীত তাহাও আমরা জানি; ইহাও জানি যে যাঁহাদিগের সহিত এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া আমরা এক্ষণে আহ্লাদিত হইতেছি তাঁহাদেরও অনেকে আমাদের উন্নত লক্ষ্যের প্রতিদ্বন্দী; কিন্তু স্বর্গের প্রচুর আশা ভরসা অভয় বাক্য আমাদিগকে ক্রমাগত সম্মুখের দিকে আহ্বান করিতেছে। এই দুর্ব্বল দেহ মন লইয়া আমরা সত্যের সমর ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছি; সঙ্গে ধন জন সম্বল অতি অল্প, তথাপি প্রেমময়ের অভয়প্রদ হস্ত ধারণ করিয়া এবং অল্প সংখ্যক হৃদয়বন্ধুদিগের উৎসাহকর বাক্যে উৎসাহিত হইয়া আমরা নির্ভয়ে অগ্রসর হইব, কৃপাময় দীনবন্ধু ঈশ্বর আমাদিগকে রক্ষা করিবেন।

প্রার্থনা।

হে ভক্তবৎসল দীনশরণ, পরমেশ্বর! তুমি আমাদিগকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক জানিতে দিয়াছ আমরা কাহার সেবা করিতেছি। দীননাথ! ঘোর সংসার দুর্দ্দিনে তোমার সুকোমল কৃপাহস্ত দর্শন করিয়া কতবার অভয় পাইয়াছি আরও পাইব। বিপদকালে পরীক্ষার সময়ে তুমি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবে না এই সুখের আশা অবলম্বন করিয়া জীবিত রহিয়াছি। তোমার আশ্চর্য্য কার্য্য অদ্ভুত লীলা যাহা দেখিয়াছি তাহাতে জানিতে পারিয়াছি যে তুমি নিমেষের মধ্যে অসাধ্য সাধন করিতে পার। ধন্য তোমার মহিমা! তোমার এই গুণের কথা দেশে দেশে

দ্বারে দ্বারে প্রচার করিয়া যেন দেহ মনের সার্থকতা করিতে পারি। যদি আমরা অবিশ্বাসী কপট না হই তবে তুমি যাহা শিক্ষা দিয়াছ তাহাই যথেষ্ট হইয়াছে। হায়! ব্রাহ্ম সমাজের মধ্যে তুমি যাহা করিলে তাহা যদি ইহা অপেক্ষা অন্য কোন সরল হৃদয় মানব মণ্ডলীর মধ্যে করিতে তাহা হইলে না জানি এত দিন আরও কত উপকার না হইত! তথাপি আমরা অযোগ্য হইয়া তোমাকে ধন্যবাদ করি, এবং কৃতজ্ঞতার সহিত তোমার ঐ মঙ্গল চরণে বার বার প্রণাম করি। আশীর্ব্বাদ কর হে নাথ! যতদিন এ পৃথিবীতে থাকি যেন তোমারই পদ সেবায় আমাদের জীবন ক্ষয় হয়।

পঞ্চচত্বারিংশ সাম্বৎসরিক মহোৎসব।

আধ্যাত্মিক প্রেমরাজ্যের ব্যাপার সকল অতি অদ্ভুত। অসার পুরাতন সংসারের সীমা অতিক্রম করিয়া বিশ্বাস চক্ষু যখন সে রাজ্যে প্রবেশ করে তখন সাধু চিন্তা এবং স্বর্গীয় ভাবের অনন্ত প্রবাহ সন্দর্শন করিয়া তাহার দৃষ্টি শক্তি একবারে পরাস্ত হইয়া যায়। এখানকার প্রত্যেক বারের উৎসব এবং তাহার উপকরণ নূতন নূতন। প্রতি বৎসরে বৎসরে ভক্তির কুসুম, প্রেমের আলোক বিচিত্র বর্ণে সুশোভিত হইয়া উৎসব মন্দিরকে সজ্জিত করে। উৎসব সেই পুরাতন, কিন্তু যে সকল সামগ্রী দ্বারা উহা সম্পন্ন হয় তাহা চিরকালই নূতন। কৃপাময়ের কৃপা সমীরণ স্পর্শে যখন হৃদয় সরোবর উচ্ছ্বসীত হইয়া উঠে তখন ভাবের লহরী লীলা কেবা স্থির নয়নে দর্শন করিবে, কেইবা তাহা গণনা করিয়া শেষ করিবে! মধুমক্ষিকাগণের নির্ম্মিত সুধাধার মধুক্রম যেমন সুকৌশলপূর্ণ সুন্দর, তদপেক্ষা অনন্ত গুণে সুন্দর সেই অদৃশ্য প্রেমময়ের অদৃশ্য আধ্যাত্মিক জগৎ। এক একটী সত্য এবং ভাব প্রকোষ্ঠের মধ্যে অগণ্য অগণ্য প্রকোষ্ঠ প্রেমপীযূষ পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে; একটী দ্বার উন্মুক্ত হইলে কত সহস্র সহস্র দ্বার উদঘাটিত হইয়া যায়; মনুষ্য হৃদয় কতই ধারণ করিবে; কতই বা দেখিবে? প্রেমময় জীবন্ত ঈশ্বরের উৎসব করিবার জন্য অন্য কিছু আয়োজনের প্রয়োজন নাই। বাহিরের পুষ্পমালা এবং দীপমালা ক্ষণস্থায়ী পুরাতন, রজনীর অবসানে তাহা মলিন ও নির্ব্বাণ হইয়া যাইবে। যদি উৎসব মন্দিরকে সুন্দররূপে সাজাইতে চাও তবে সবান্ধবে উৎসাহে প্রফুল্লিত হইয়া মৃদঙ্গ করতালের সহিত দয়াময়ের সেই মধুর নাম এক বার সঙ্কীর্ত্তন কর, প্রেমরস উথলিয়া উঠিবে, হৃদয় উদ্যান অভিষিক্ত হইবে, এবং তাহাতে নানা বর্ণেরপ্রীতি ফুল ফুটিবে। সেই স্বর্গীয় কুসুমের হার গাঁথিয়া হৃদয়নাথের প্রেমসিংহাসন সাজাও, তাঁহার উৎসব মন্দিরকে শোভা সৌন্দর্য্যে বিভূষিত কর। সে কুসুম মালা শীঘ্র মলিন হয় না, রাখিতে পারিলে দিন দিন উজ্জ্বলতর হইয়া প্রগাঢ় প্রীতি সৌরভ বিস্তার করে। ধন্য সেই ব্যক্তি যে এই রূপে চির দিনের জন্য স্বীয় জীবনকে উৎসব মন্দির করিয়া রাখে।

প্রতি বৎসরেই এইরূপ মনে হয় যে এবার আবার কি নূতন উৎসাহ লইয়া আমরা উৎসব করিব? কি নূতন ভাবই বা পাইব, এবং যাঁহারা বিদেশে থাকিয়া ইহার বিবরণ পাঠ করিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন তাঁহাদিগের চিত্ত বিনোদনার্থ কিইবা লিখিব? কিন্তু বলিতে কি এ প্রকার আশঙ্কা কেবল স্রোতবিহীন মানব স্বভাবের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই উৎপন্ন হয়; নতুবা স্বয়ং প্রেমময় অনন্ত আনন্দের প্রস্রবণ ঈশ্বর যে উৎসবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং উন্নতিশীল বিশ্বাসী অমরাত্মাগণ যাহার উদ্যোগকর্ত্তা তাহার মধ্যে কি নূতনত্বের কিছু অভাব আছে, না কখন থাকিবে?

এ সকল অলৌকিক স্বর্গীয় ব্যাপার ভাষায় ব্যক্ত করিতে প্রয়াস পাওয়া বৃথা। এমন কবিই কোথায় যিনি ইহা লিপিবদ্ধ করিতে পারেন? একটী ভীষণ প্রেমপ্রবাহ জীবনের উপর দিয়া চলিয়া গেল, নিম্নে যে কিঞ্চিৎ ধারণা, স্মরণ এবং চিন্তা করিবার জন্য সঞ্চিত ছিল, এবং ভাষায় যাহা অভিব্যক্ত হইতে পারে তাহাই এস্থলে কিছু বিবৃত হইবে। কিন্তু প্রকৃত ছবি যাহা তাহা অনির্ব্বচনীয়, তাহার প্রতিবিম্ব কেবল ভক্তের নয়ন নিঃসারিত ভক্তি জলে নিপতিত হয় আর কোথাও হয় না।

যথা কালে ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে ব্রাহ্ম-ভ্রাতৃগণ উৎসব ক্ষেত্রে আসিয়া উপনীত হইলেন। তাঁহাদের আগমনে আমাদের উৎসাহ আশা প্রদীপ্ত হইল। দক্ষিণে ম্যাঙ্গালোর এবং সেতারা, পশ্চিমে লাহোর, দেরাদুন, লক্ষ্ণৌ, আলাহাবাদ, গয়া, মুঙ্গের, জামালপুর, ভাগলপুর, হাজারীবাগ, রামপুরহাট, বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান; উত্তরে রঙ্গপুর, মুর্শিদাবাদ; পূর্ব্বে ঢাকা, ময়মনসিংহ, কালীগচ্ছ, কুমারখালী প্রভৃতি স্থান হইতে ব্রাহ্ম এবং ব্রাহ্মিকাগণ আসিয়াছিলেন। ৬ই মাঘ সোমবার উৎসব আরম্ভ হইয়া ১৪ই মাঘ মঙ্গলবার পর্য্যন্ত ছিল।

৬ই মাঘ সোমবার। রাত্রি আট ঘটিকার সময় আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে সঙ্গতসভার উৎসব হয়, প্রায় দুই শত লোক তৎকালে উপস্থিত ছিলেন। সঙ্গতের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত বাৎসরিক বিবরণ পাঠ করেন, এবং কতিপয় পুরাতন এবং নূতন সভ্য ধর্ম্মজীবনের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত পাঠ করেন।

৭ই মাঘ মঙ্গলবার। অপরাহ্ণ চারি ঘটিকার সময় আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে ব্রাহ্মদিগের পরস্পরের সহিত সদালাপের জন্য একটী সভা হয়। ইহাতে প্রায় দেড় শত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। প্রথমে পরস্পরের সহিত পরিচয় হইয়া পরে নানা বিষয়ে কথা বার্ত্তা হইল; যাঁহাদের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ ছিল তাঁহারাও একত্রিত হইয়া আলাপাদি করিয়াছিলেন। তদনন্তর শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দ মোহন বসু এবং শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ইউরোপের ভ্রমণ বৃত্তান্ত কিছু কিছু বলিয়াছিলেন তাহাতে অনেকে প্রীতি লাভ করেন। সে দিন যে জন্য সভা হয় তাহার উদ্দেশ্য কতক সফল হইয়াছিল বলিতে হইবে। সকলেই উৎসাহের সহিত ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া পরস্পরের সহিত সদালাপ করিয়াছিলেন। সভাভঙ্গ হইলে কিয়ৎকাল পরে সঙ্কীর্ত্তন হয়।

৮ই মাঘ বুধবার। প্রাতে আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে বিদেশীয় ব্রাহ্মগণের সহিত উপাসনা এবং সঙ্কীর্ত্তন হইয়াছিল। রজনী অষ্টম ঘটিকার সময় ব্রহ্মমন্দিরে শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় ইংরাজিতে উপাসনা এবং বক্তৃতা করেন। অনুমান ছয় শত ব্যক্তি সভা স্থলে উপস্থিত ছিলেন। বিশ্বাস এবং বিজ্ঞানের পরস্পর সম্বন্ধ এবং উভয়ের ক্ষমতা নির্দ্দেশ পূর্ব্বক ধর্ম্ম সংস্থাপন করা বক্তার উদ্দেশ্য ছিল এবং তাহাতে তিনি উত্তমরূপে সে দিন কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। প্রথমে বিশ্বাস পরে বিজ্ঞানের ক্রিয়া আরম্ভ হয় ইহা তিনি মনুষ্য সমাজের আদিমাবস্থা বর্ণন দ্বারা প্রমাণ করিয়াছিলেন। টিণ্ডেল, মিল্ স্পেন্সর প্রভৃতি বর্ত্তমান কালের বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ শেষ সকলেই স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, আদি কারণ মূল শক্তি ঈশ্বর সৃষ্টির অন্তরালে অবস্থিতি করিতেছেন। কিন্তু তাঁহার প্রকৃতি এবং মহত্ত্ব, এবং মানব জীবনের সহিত তাঁহার নিগূঢ় সম্বন্ধ যুক্তি তর্ক ন্যায় মীমাংসা দ্বারা তাঁহারা সুন্দররূপে বুঝিতে পারেন নাই। একটী সীমা আছে, বিজ্ঞান সেই পর্য্যন্ত গমন করিয়া বিশ্বব্যাপারের অভ্যন্তরে এক দুর্ব্বোধ্য প্রাণময় শক্তি আছে এই কথা স্বীকার করিয়া সংসারে প্রত্যাগমন করে আর অগ্রসর হইতে পারে না। সেই শক্তি এবং প্রাণ কি, এবং তাহার সঙ্গে মানব জীবনের সম্বন্ধই বা কি বিজ্ঞান ইহা কাহাকেও

বুঝাইতে পারে না। এইখানে আসিয়া বিজ্ঞানের আলোক যখন নির্ব্বাণ হয় তখন বিশ্বাস সেই বুদ্ধির অগম্য দুর্ব্বোধ্য শক্তির রাজ্যে লইয়া যাইবার জন্য দিব্যজ্ঞানালোক প্রদর্শন করে। বিজ্ঞান যাঁহার নিকট লইয়া যাইতে অক্ষম হইল বিশ্বাস তাঁহাকে নিকটে আনিয়া দিয়া হৃদয়ের গভীর অভাব বিমোচন করিল। আদিতেও বিশ্বাস, অন্তেও বিশ্বাস, মধ্যে কেবল কিছু দূর পর্য্যন্ত বিজ্ঞানের রাজ্য। এই সকল ভাব সে দিনের বক্তৃতায় অতি পরিষ্কার রূপে বিবৃত হইয়াছিল। বস্তুতঃ এই বক্তৃতার অন্তর্ভূত সারবস্তু বিশ্বাস এবং বিজ্ঞানের পরিণাম ফল বলিয়া প্রতীত হয়। প্রসিদ্ধ জ্ঞানী ব্যক্তিরা বহু অনুসন্ধানে যে সকল সত্যকে অস্পষ্ট কিন্তু অকাট্য বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া শেষ ধর্ম্মসম্বন্ধে ঔদাসীন্য ভাব অবলম্বন করিয়াছেন, প্রতাপ বাবু বিশ্বাস ভক্তির রসানে তাহাদিগকে রঞ্জিত, সুমার্জ্জিত, সমুজ্জ্বলিত এবং যথাস্থানে বিন্যস্ত করিয়া সহৃদয় সাধকদিগের তৃষিত চিত্তকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। এ প্রকার বক্তৃতা জ্ঞানপথাবলম্বী যৌক্তিক বিচারপ্রিয় ছাত্রদিগের পক্ষে বিশেষ উপযোগী সন্দেহ নাই। দুঃখের বিষয় এই যে এরূপ চিন্তা ও ভাব পথের পথিক আমাদের এবং অন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে নিতান্ত অল্প। যাঁহারা বিশ্বাস ও বিজ্ঞান প্রতিপাদিত সত্য সমূহকে সেই আদি সত্য ঈশ্বরের প্রেম এবং জ্ঞান ভাণ্ডারের অমূল্য রত্ন বলিয়া পক্ষপাতশূন্য হৃদয়ে গ্রহণ করেন তাঁহাদের নিকট এই বক্তৃতা বিশেষ আদরণীয় হইয়াছিল।

৯ই মাঘ বৃহস্পতিবার। উভয় ব্রাহ্মদলের মধ্যে সদ্ভাব বিস্তারের জন্য অদ্য অপরাহ্ণ চারি ঘটিকার সময় শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের ভবনে এক সভা হয় তাহাতে কলিকাতা নগরবাসী, প্রবাসী এবং বিদেশস্থ ব্রাহ্মগণ অধিকাংশই উপস্থিত ছিলেন। ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসক সভার বিগত মাসিক অধিবেশনে সাধারণের সম্মতিতে আমাদের প্রিয় বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দ মোহন বসুর প্রতি এই ভার দেওয়া হইয়াছিল যে তিনি দেবেন্দ্র বাবুর নিকট পুনঃসম্মিলনের বিষয় প্রস্তাব করেন এবং তাঁহার দ্বারা এক সাধারণ সভা আহ্বান করিয়া সকলকে একত্রিত করেন। প্রথম বারের উদ্যোগ নিষ্ফল হইয়া যায়, শেষ আনন্দ বাবুর দ্বিতীয় বারের চেষ্টায় এই সভাটী আহুত হইয়াছিল। অনুমান চারিশত লোক তৎকালে উপস্থিত ছিলেন। সে দিন পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব সঞ্চারের জন্য যে কোন বিশেষ উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল কিম্বা যাহা কিছু হইয়াছিল তাহাতে যে সভার উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছে তাহা আমরা বলিতে পারি না; কেবল এই মাত্র প্রত্যাশা করা যায় যে, মধ্যে মধ্যে এরূপ সভা করিয়া তদনুসারে কিছু কার্য্য করিলে অন্ততঃ বিদ্বেষ হিংসা প্রভৃতি নীচ ভাব সকল হ্রাস হইতে পারে। ইহা দ্বারা পরস্পরের প্রতি নির্য্যাতন স্পৃহা যদি কিছু অতীব্র ভাব ধারণ করে তাহা হইলেও এক্ষণে আমরা কতক পরিমাণে সুখী হইতে পারি। কিন্তু ঘৃণা বিদ্বেষের মূল উৎপাটিত না হইলে সে আশাও যে কত দূর ফলবতী হইবে তাহাও বলা যায় না। সে যাহা হউক, অসাধুতা ও অমঙ্গলের কখন জয় হয় না সাধুতা ও মঙ্গলের জয় হয়, ইহাতে যদি আমাদের বিশ্বাস থাকে তবে চিরকাল আমাদিগকে সম্মিলন চেষ্টা করিতেই হইবে। অন্তরে কুটিলতা পোষণ করিয়া এ কার্য্যে যোগ দান করিলে কিছুই হইবে না বরং তাহাতে আরও গরল উঠিবে, ইহা মনে রাখিয়া সকলে এজন্য যদি বিশেষ কোন উপায় নির্দ্ধারণ করেন, এবং তদনুসারে সরলান্তঃকরণে কার্য্য আরম্ভ করেন তাহা হইলে অচিরে ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে শান্তি বিস্তার হইতে পারে।

১০ই শুক্রবার। বিগত রজনীর শেষ ভাগে কতিপয় বন্ধু মিলিত হইয়া নং ১৩ মৃজাপুর ষ্ট্রীট ভবনে নামসঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করেন। প্রায় ৩॥ ঘণ্টা কাল কীর্ত্তন করিতে করিতে ভাবের গাঢ়তা, উৎসাহের উজ্জ্বলতা তাঁহাদের অন্তরে প্রতিভাত হইল, জড়তা এবং শীতলতা চলিয়া গেল, ব্রহ্মোৎসবের প্রেম তরঙ্গে সকলের হৃদয়কে প্লাবিত করিল। "আজ মাতিব আর মাতাইব" এই জীবন্ত শব্দ যাই মনে উদয় হইল অমনি সমস্ত উৎসাহ শিখা এক

হইয়া গেল, ভাবের বিরোধ আর রহিল না। তখন জীবন রথ সহজে সবেগে চলিতে আরম্ভ করিল। তদনন্তর স্নানান্তে আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে প্রাতঃকালীন উপাসনায় সকলে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই উপাসনা এবং সঙ্কীর্ত্তনেই প্রকৃত পক্ষে উৎসবের জন্য মনকে প্রস্তুত করিয়াছিল। সে দিন যে প্রার্থনাটী হইয়াছিল তাহা অতীব মধুর। দুঃখের বিষয় যে তাহার সুস্পষ্ট আভাস পরিষ্কার রূপে আমরা পাঠকগণকে জানাইতে পারিতেছি না। সেই প্রার্থনায় যে হৃদয় কেবল প্রেমরসে পরিপূর্ণ হইল তাহা নহে, কিন্তু তাহার ভাবের মাধুর্য্যে চিত্ত প্রফুল্লিত হইয়া মন আহ্লাদে হাস্য করিতে লাগিল। নিম্ন লিখিত সঙ্গীতটী দ্বারা উক্ত প্রার্থনার কিঞ্চিৎ আভাস প্রকাশিত হইবে। প্রার্থনা অর্দ্ধেক হইতে না হইতে কোন এক দীন সাধকের হৃদয়ে অত্যল্প আয়াসে ইহা সঙ্গীতাকারে গ্রথিত হইয়াছিল।

রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল জৎ।

পবিত্র শুভ্র বসনে, সাজায়ে সন্তান গণে, হাতে ধরে লয়ে চল নগরের রাজপথে।

যা বলাবে তাই বলিব, কোন দিকে নাহি চাব, সরল বালকের মত যাইব তব পশ্চাতে।

কুপথে যাব না আর, তোমাকে করিব সার, প্রাণ মন সমর্পিব তোমার মঙ্গল পদে।

পরায়ে বৈরাগ্য বাস, করহে আত্মবিনাশ, দূর কর অবিশ্বাশ, মাতাও প্রেম মদে।

বেলা দ্বিতীয় প্রহর পর্য্যন্ত উপসনা হইয়া সভা ভঙ্গ হইল। তদনন্তর অপরাহ্ণ তিন ঘটিকার সময় পুনরায় সকলে উল্লিখিত স্থানে একত্র সমবেত হন। এ বৎসর নগরসংকীর্ত্তনের দলকে চারি দলে বিভক্ত করা হইয়াছিল। যখন সেন পরিবারের বাটীর তৃতীয় তল গৃহে নানা স্থানের ব্রাহ্মগণ চারি দলে বিভক্ত হইয়া বসিলেন, মৃদঙ্গ করতাল এবং রামশিঙ্গার গভীর নিনাদের সহিত তাঁহাদের কণ্ঠ ধ্বনি গগণ পথে উত্থিত হইতে লাগিল, তখন বোধ হইল যেন চারিদিকে একটী মনোহর আনন্দের মেলা বসিয়া গিয়াছে। সর্ব্বশুদ্ধ তের খানি মৃদঙ্গ, চৌদ্দ যোড়া করতাল, চারিটী রামশিঙ্গা, আটটী নিশান ছিল। পঁচিশ জন আন্দাজ মুল গায়ক প্রত্যেক দলে প্রথমে ছিলেন পরে আরও বৃদ্ধি হয়। ভিন্ন ভিন্ন দলের সমস্ত মৃদঙ্গ করতাল রামশিঙ্গা যখন এক সঙ্গে বাজিয়া উঠিল এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন দলের সঙ্গীতের মধুর গভীর রোল সমুত্থিত হইল, তখন চারিদিকে যেন উৎসাহের অগ্নি জ্বলিতেছিল। সেই দিক্ কম্পনকারী প্রভূত বাদ্যনাদ মিশ্রিত সঙ্গীত স্বর তরঙ্গাবলী পরস্পরের মধ্য ভেদ করিয়া এক অপরকে প্রতিঘাত করত সকলে মিলিয়া যেন বায়ু সাগরে ক্রীড়া করিতে লাগিল। বাস্তবিক এ প্রকার উৎসাহ জনক মনোহর দৃশ্য দর্শন করিলে ঘন বিষাদপূর্ণ নিরাশ হৃদয়ে জীবনের সঞ্চার হয়। এই রূপে দলবদ্ধ হইয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে একে একে সকলে নিম্নে অবতরণ করিলেন। সমস্ত উপাসক একত্রে দণ্ডায়মান হইলে আচার্য্য শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় ঈশ্বরের নিকট আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিলেন। পরে এক একটী দল এক একটী নাম গান করিতে করিতে রাজপথে বাহির হইলেন। অন্তঃপুর প্রাঙ্গন শত শত নর নারী বালক বালিকাতে পরিপূর্ণ ছিল, এবং বহির্বাটী ও রাজপথ বহুলোকে সমাকীর্ণ হইয়া শোভা পাইতেছিল। সঙ্কীর্ত্তনের দল চারি ভাগে বিভক্ত হওয়াতে অন্যান্য বারের ন্যায় এবার বাহির হইবার কালে তাদৃশ ক্লেশ হয় নাই। যৎকালে ঐ সমস্ত দল দুই দুই নিশান লইয়া এক একটী গান ধরিয়া ক্রমে ক্রমে বাহির হইতে লাগিলেন তখনকার শোভা অতি সুন্দর হইয়াছিল। নগরসঙ্কীর্ত্তনের প্রথাকে যিনি যত নিন্দা করুন না কেন, কি বালক কি যুবা কি বৃদ্ধ, ইহার গানে যোগ না দিয়া অতি অল্প লোকেই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন। এই রূপে রাজপথের বহু দূর পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়া চারিটী দল মৃদু মন্দ পদ সঞ্চালনে পূর্ব্বাভিমুখে চলিতে লাগিল। যাইতে যাইতে মেডিকেল কলেজের পশ্চিম দিক্ দিয়া এক দল, কলেজ ষ্ট্রীট দিয়া এক দল, পটুয়াটোলা লেন দিয়া এক দল, গোলদিঘীর পূর্ব্ব দিক্ দিয়া এক দল, চারি দল চারি দিক্ দিয়া ব্রহ্মনাম গাইতে গাইতে ব্রহ্মমন্দিরের দ্বার দেশে গিয়া উপনীত হইতে লাগিলেন। তথায় কিয়ৎক্ষণ পথে দণ্ডায়মান হইয়া কেহবা সঙ্কীর্ত্তন করিলেন, কতক লোক মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়া সংক্ষেপে উপাসনা করিলেন। পরে সমস্ত দল

পুনরায় একত্রিত হইয়া গান করিতে করিতে আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে উপস্থিত হন। অনেকে বলেন পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর লোকের সমাগম অধিক। ভাবিলে মনে আনন্দ হয় যে এই সমস্ত লোক কীর্ত্তনের স্রোতে পড়িয়া কেহই আর শ্রোতা থাকিতে ইচ্ছা করেন না। যাঁহারা কোন কালে অপর লোকের সম্মুখে গান করিতে সাহসী হন না তাঁহারাও এ সময় মনের সাধে বিভু গুণ কীর্ত্তন করিয়া পরিতৃপ্ত হন। যদিও ইহা দ্বারা শ্রবণেন্দ্রিয়ের সম্যক তৃপ্তি সাধন হয় না, কিন্তু ইহাতে দর্শকগণের দর্শনেন্দ্রিয় তৃপ্তি লাভ করে, এবং নির্জ্জীব ব্রাহ্মের মন সজীব হয় তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এবারকার সঙ্কীর্ত্তনের নূতন গীতটী এই স্থানে প্রকাশ করা গেল।

নগর সঙ্কীর্ত্তন।

জয় ব্রহ্ম জয়, বল্ সবে ভাই, আনন্দ মনে; তোরা বল্‌রে ও নগর বাসী! দয়াময়ের জয় সম্পদ বিপদে রে।

বিশ্ববিজয়ী ব্রহ্মনাম, এ নামে দূরে যায় ভয় ভাবনা রে; অদ্বিতীয় ব্রহ্মনাম, যাতে ব্রহ্মাণ্ড উদ্ধার হবে রে।

করে জয় ধ্বনি, কাঁপায়ে মেদিনী, চল যাই সেই অমৃত নিকেতনে। সংসার সংগ্রামে, কি আর ভয় জীবনে, ত্রাণ পাব দীননাথের শ্রীচরণে; উঠ উঠ ত্বরা করি, পরব্রহ্মে স্মরি, প্রেমালোক দেখ প্রেম নয়নে। প্রেমের জয় হবেই হবে, বল ভাবনা কি তবে, বিধাতার মঙ্গল বিধানে; তুলে সত্যের নিশান, গাও তাঁর নাম, মত্ত হয়ে ব্রহ্মানন্দ রস পানে॥

আশায় বাঁধি হৃদয় জয় ব্রহ্ম বলে,
ব্রহ্মকৃপা স্রোতে অঙ্গ দাও সবে ঢেলে রে॥
প্রেমরাজ্য অবতীর্ণ হইবে ধরায়,
অভ্রান্ত ঈশ্বরবাণী কভু মিথ্যা নয় রে।

(এক দিন হবেই হবে, প্রেমময়ের প্রেমের জয়)

রে অধীর মূঢ় মন! তোর ভাবনা কিরে। পিতার ইচ্ছা পূর্ণ হবে। নাম সাধন কর; ধৈর্য্যাবলম্বন করে, সাধিলে নিশ্চয় পাবে, সাধনে সিদ্ধ হইবে। শান্তি-সুধা পানে বঞ্চিত হবে না রে, যা করিতে হয় কর মিছে আর কেঁদনা রে, (কপট ক্রন্দনে কি হবে বল) নাম সাধন কর, দেহ মন প্রাণ দিয়ে।

নামরসে না মাতিলে, প্রেমে পাগল না হলে, ও ভাই কিছুতেই কিছু হবে না রে; ও ভাই কথায় কিছু হবে না রে, (প্রাণ দিতে হবে) সামান্য সাধনে হবে না রে। আমি দেখিলাম অনেক করে, কিছুতেই পাপ যায় না রে। (প্রেমে মত্ত না হইলে) আমি দেখিলাম প্রেমে মাতিলে, পাপের জ্বালা যায় চলে। (বহু দিনের)

সুধা মাখা ব্রহ্মনাম, নামে দুঃখে হয় সুখ উদয় রে।

সংস্কৃত অনুবাদ।

ভ্রাতঃ! হর্ষমনা ব্রহ্মজয়ং জয় মুদীরয়।
দয়াময়জয়ং সম্পদ্বিপৎসু নগরস্থিতাঃ
যূয়ংবদত ভো! বিশ্ববিজয়ি ব্রহ্মনাম তৎ।
পলায়ন্ত্যমুনা দূরে সর্ব্বথা ভয়ভাবনাঃ॥
ব্রহ্মনামাদ্বিতীয়ং তৎ, ব্রহ্মাণ্ডোদ্ধরণন্ততঃ।
প্রকম্প্য মেদিনীং কৃত্বা জয়ধ্বনি মনারতং,
ভ্রাতরাগচ্ছ গচ্ছামস্তস্মিন্নমৃতসদ্মনি।
সংসারসমরে ভীতির্জীবনে কিমু? প্রাপ্স্যসি
দীননাথপদে ত্রাণ মুত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ সত্বরং,
সংস্মৃত্য পরমং ব্রহ্ম; পশ্য ভো! প্রেমচক্ষুষা
প্রেমালোকং; বিধাতুর্যৎ কল্যাণবিধিনা ধ্রুবং
ভবিষ্যতি জয়ঃ প্রেম্নঃ, কিমতো ভাবনা পুনঃ॥
ধ্বজমুত্তোল্য সত্যস্য ব্রহ্মানন্দরসগ্রহৈঃ,
প্রমত্তঃ কীর্ত্তয়াভীক্ষ্ণং নামাশাবদ্ধচেতসা।
জয়ব্রহ্ম বদন্ তস্য কৃপাস্রোতসি নিক্ষিপ
অঙ্গানি ত্বরণৌ প্রেমরাজ্যঞ্চাবতরিষ্যতি।
অভ্রান্তেশ্বরবাণীয়ং ন মৃষা স্যাৎ কদাচন,
ভবিষ্যত্যেকদা প্রেম্নো জয়ঃ প্রেমময়স্য হি।
কিমত্র ভাবনাধীর মূঢ় রে চিত্ত মামক!
পিতুঃ পূর্ণা ভবিত্রী ইচ্ছা, নাম সুসাধয়ন্,
ধৈর্য্যাবলম্বনং কৃত্বা সিদ্ধিঃ স্যাৎ সাধনৈঃ খলু।
সাধয়ন্ প্রাপ্স্যসি কিল, বঞ্চিতো ন কদাচন
ভ্রাতঃ! শান্তিসুধাপানে; মা মৃষা ক্রন্দ তৎকুরু
কর্ত্তব্যং যদ্দেহমনঃ প্রাণান্ নিত্যং সমর্পয়ন্।
ন সংমাদ্যন্ নামরসৈঃ প্রমত্তঃ প্রেমনির্ভরৈঃ
প্রাণানুৎসৃজ্য সত্ত্ব্যং কিঞ্চিন্নান্যেন সাধনৈঃ
সামান্যৈর্ব্বা, দৃষ্টস্য ভবন্ন সুখং মম,
ন পাপমোচনং তস্মাদন্যৎ সর্ব্বং বিড়ম্বনং।
ব্রহ্মনাম সুধাসিক্তং, তেন দুঃখে সুখোদয়ঃ॥

১১ই শনিবার। প্রাতে ব্রহ্মমন্দিরে শ্রীযুক্ত প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার উপাসনা কার্য্য করেন। মধ্যাহ্নে শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায় যোগ বিষয়ে এক বক্তৃতা পাঠ করেন, এবং শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র সেন মহম্মদীয় ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে উৎকৃষ্ট সকল অংশ পাঠ করেন। গৌর বাবুর যোগ বিষয়ক বক্তৃতার কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত হইল।

যোগ।

ভারতবর্ষের মহর্ষিগণ ধ্যান ধারণার জন্য চির প্রসিদ্ধ। এ প্রদেশে ধ্যান ধারণা সমাধি ধর্ম্মের প্রাণ এবং ভিত্তি ভূমি। ঋগ্বেদের তুল্য প্রাচীন আর একখানি ধর্ম্মগ্রন্থ নাই। প্রারম্ভে ধর্ম্ম যে আকারে অবস্থিতি করে, ঋগ্বেদ তাহার প্রমাণ স্থল। ঋগ্বেদে কি ধ্যান ধারণা নাই? অবশ্য আছে। অনুধ্যানই সর্ব্বত্র ধর্ম্মের প্রথমোদ্ভেদে কারণ। যখনি মনুষ্য চিন্তা করিতে আরম্ভ করে, তখনি জগতের অভ্যন্তরে একটী পরমশক্তির সহিত তাহার আত্মার সংস্পর্শ হয়। মনে করুন, পূর্ব্বদিক্ অনুরঞ্জিত করিয়া অরুণোদয় হইল, সমুদয় আকাশ আলোকময় হইয়া গেল। আদিম মনুষ্য যখন তদুপরি দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করিলেন, তাঁহার মন যে কি এক অদ্ভুত ভাবসাগরে নিমগ্ন হইল, আমরা এখন তাহার কিছুই অনুভব করিয়া উঠিতে পারি না। যদি প্রাচীন কালের বৈদিক মহর্ষিগণ সূর্য্যের উপরে দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করিয়া বলিয়া থাকেন;

"ভূর্ভুবঃস্বঃ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যো ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়ো যোনঃ প্রচোদয়াৎ"

ভূলোক ভুবর্লোক স্বর্গলোকের প্রকাশক সেই সূর্য্য দেবের শ্রেষ্ঠ জ্যোতি ধ্যান করি, যিনি আমাদের বুদ্ধি বৃত্তি প্রেরণ করেন;

ইহা কি অস্বাভাবিক? ঋগ্বেদে সবিতা দেবতার স্তোত্র পাঠ করিলে দেখিবেন, সবিতাকে সমুদায় জগতের প্রাণ সঞ্চারক বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে। নিশার অন্ধকারে সমুদয় দিক্ সমুদয় পদার্থ বিলুপ্ত হইয়া গেল, সকলে নিদ্রায় অভিভূত হইয়া অচেতন হইয়া পড়িল, সূর্য্যোদয়ে সকলে পুনরায় জাগ্রৎ হইল, বিলুপ্তা প্রকৃতি অন্ধকার হইতে পুনরুৎপিতা হইলেন;

"তরুণ ভানু অচেতন জগতে যবে দেয় প্রাণ"

কবি বৈদিক মহর্ষির হৃদয়ে এই কথা উদিত হইল; সূর্য্যকিরণ জগদধিষ্ঠিত প্রাণের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় করিয়া দিল। জ্ঞানের প্রথমাবস্থায় উদ্দীপন আলম্বন এদুয়ের মধ্যে প্রভেদ লক্ষিত হইতে পারে না। সে সময় উদ্দীপন আলম্বনকে অভেদ পরিগ্রহ করিয়া চিন্তা দ্বারা উহাকে আয়ত্ত করিতে লোকে প্রবৃত্ত হয়। জগদভ্যন্তরস্থ প্রাণে চিত্ত সমাধান সে কালে সহজ নহে। সুতরাং বৈদিক সময়ের মহর্ষিগণ এবং তদনুগামী পর সময়ের অনেক ঋষি উদ্দীপন আলম্বনকে এক করিয়া চিন্তা করিয়াছেন, এমন কি?

"দেহোদেহী ভিদা নাস্তি কদাচিৎ পরমেশ্বরে"

ঈশ্বরে দেহ দেহী ভেদ নাই, এই নিয়ম অবলম্বন করিয়া সাকার পদার্থকে শুদ্ধ অভেদ কেন, ঈশ্বর বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে অনেকে কুণ্ঠিত হন নাই। সমুদয় জগৎ এবং তাহার স্থূল সূক্ষ্ম অংশ সকলকে এই রূপে ঈশ্বরের অভিন্ন দেহরূপে আর্য্যেরা গ্রহণ করিয়াছেন। বেদের যত গুলি দেবতা সকলই প্রাকৃতিক পদার্থ এবং উহা প্রাণরূপী পরমেশ্বরের অন্তরে সংস্পর্শপক্ষে উদ্দীপক। কবির হৃদয়ে সূর্য্যের জ্যোতি ঈশ্বরের ভাব উদ্দীপন করিল, যখনি সেই ভাব পুনরুদ্দীপিত করিতে তাঁহার প্রয়াস হইল, তখনি সেই জ্যোতি অনুধ্যানে তিনি প্রবৃত্ত হইলেন। প্রতিদিন প্রাতে সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে জগৎ প্রাণ পূর্ণ হইল, আর সাধকের হৃদয় হইতে "ভর্গো দেবস্য ধীমহি" এই বাক্য সমুত্থিত হইল, সূর্য্য সকলের কার্য্যে প্রবর্ত্তক, সুতরাং "ধিয়ো যোনঃ প্রচোদয়াৎ" এই কথা সাধক হৃদয়ের সহিত বলিতে সমর্থ হইলেন। সাধক চক্ষু মুদ্রিত কি উন্মীলিত করিয়া জ্যোতি ধ্যান করিলেন, ইহা নির্ণয় হওয়া নিষ্প্রয়োজন, কিন্তু প্রথম সময়ে এই অনুধ্যানই তাঁহার সাধনের পরাকাষ্ঠা। ক্রমে আলম্বনকে পদার্থান্তর হইতে অন্তরিত করিয়া হৃদয়ে অনুধ্যান এবং তৎসহযোগই ধর্ম্মের সর্ব্বোচ্চাবস্থা।

বৈদিক সময়ের এই ধ্যান পর সময়েও পরিগৃহীত হইয়াছে।

"ক্ষীণবৃত্তেরভিজাতস্যেব মণে গ্রহীতৃগ্রহণগ্রাহ্যে তৎস্থতদঞ্জনতা সমাপত্তিঃ।"

চিত্তবিক্ষেপক অন্তরায়সকল দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে, স্থূল সূক্ষ্ম পদার্থ, মন আদি ইন্দ্রিয়, অথবা শুকপ্রহ্লাদাদি মুক্তপুরুষগণকে চিন্তা করিয়া, তৎস্থ হইয়া তদাকারতা লাভ করাকে সংপ্রজ্ঞাত যোগ বলে। বাস্তবিক উদ্দীপন আলম্বনকে একীভূত করাই সাকারোপসনার মূল। নিরাকার ঈশ্বরে ভক্তি প্রীতি উপহার অর্পণ করা আমাদিগের পক্ষে অতি সহজ, কিন্তু সরল সাকারোপাসকগণের সঙ্গে যাঁহাদিগের আলাপ হইয়াছে, তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছেন, উদ্দীপন পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরকে হৃদয়ে ধারণ করা তাঁহাদিগের পক্ষে কত দূর সুকঠিন ব্যাপার। প্রহ্লাদের ন্যায় ব্যক্তি অতি বাল্যকালেও বলিতে পারেন;

"কোনু প্রয়াসোঽসুরবালকাহরে
রুপাসনে স্বে হৃদি ছিদ্রবৎ সতঃ।"

হে অসুর বালকগণ! হরির উপাসনাতে একটা আয়াস কি? তিনি স্বীয় হৃদয়ে আকাশের ন্যায় বিদ্যমান রহিয়াছেন। কিন্তু এরূপ সকলে বলিতে পারে না।

এখন প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করা যাউক। প্রথমতঃ যোগ কাহাকে বলে? "যোগশ্চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ"

বহির্দৃষ্টি মিথ্যা জ্ঞান প্রভৃতি চিত্তবৃত্তিনিরোধ যোগ। এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, শুদ্ধ চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইলে যোগ কি প্রকারে হইবে? ঈশ্বর সহ আত্মার যোগ ভিন্ন আর কিছুকে কি আমরা যোগ বলিতে পারি?

"ন কায় ক্লেশবৈধুর্য্যৈর্ন তীর্থায়তনাশ্রয়ৈঃ।
কেবলং তন্মনোমাত্রজয়েন সাদ্যতে পদং॥"

আমাদিগের শ্লোকসংগ্রহ ধৃত যোগবাশিষ্ঠীয় এই বচনের অর্থ কি? মনকে জয় করিলেই ঈশ্বর সাক্ষাৎকার হয়। আমরা কি এ কথায় বিশ্বাস করি? ইহার মধ্যে কি বাস্তবিক কোন সত্য আছে? একটু অনুধাবন করিলেই আমরা বুঝিতে পারিব, এটী একটী সুমহৎ সত্য। আমাদিগের আত্মার সহিত পরমাত্মার স্বাভাবিক সম্বন্ধ। পুত্রের নিকট পিতা কি কখন অপরিচিত? কিন্তু পুত্রের মন যদি বিকৃত হয়, তবে কি আর সে পিতাকে চিনিতে পারে? বিকৃতাবস্থা চলিয়া যাউক, অমনি সে পিতাকে চিনিয়া লইবে। আত্মা পরমাত্মা সম্বন্ধেও অবিকল এই রূপ। যখনি মনের বিকৃতাবস্থা দূর হয়, তখনি আত্মা পরমাত্মাকে চিনিতে পারে। "চিত্তবৃত্তিনিরোধ যোগ" এই জন্য আমরাও বলিতে পারি। এইজন্যই মহর্ষি ঈশা বলিয়াছেন;

"বিশুদ্ধহৃদয়েরা ধন্য; কারণ তাহারা ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ করিবে"।

চিত্তবৃত্তিনিরোধজন্য অভ্যাস, বৈরাগ্য, ঈশ্বরে কর্ম্মার্পণ ইত্যাদি যোগশাস্ত্রে উপায়রূপে বিন্যস্ত হইয়াছে। ব্যাধি, চিত্তের অকর্ম্মণ্যতা, সংশয়, প্রমাদ অর্থাৎ সাধনবিষয়ে ভাবনাহীনতা, আলস্য, বিষয়াসক্তি, ভ্রান্তিদৃষ্টি, স্থিরতর ভূমি অলাভ, স্থিরতর ভূমি লাভ করিয়াও তাহা হইতে ভ্রংশ, এই সকল বিক্ষেপের সঙ্গে দুঃখ ক্ষোভাদি নিয়ত অবস্থান করে। অন্তরায়সকল নিবারণের জন্য যোগশাস্ত্রে কতকগুলি উপায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তন্মধ্যে ঈশ্বরে একাগ্রতাসাধনজন্য যত্ন সর্ব্বপ্রধান উপায়। চিত্তের নৈর্ম্মল্য সাধনার্থ সুখীতে মৈত্রী, দুঃখীতে করুণা, পুণ্যবানে হর্ষ, পাপাতে উপেক্ষা করিবে।

ঈশ্বরে একাগ্রতাসাধনজন্য যোগশাস্ত্রে প্রণব অবলম্বিত হইয়া থাকে। এই প্রণব অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরে একাগ্রতা সাধন সবিতর্ক, এবং স্বরূপতঃ ঈশ্বরের সত্তানুভব নির্ব্বিতর্ক সমাধি। শাস্ত্র এবং অনুমান আশ্রয় করিয়া প্রণবদ্বারা সাধন করা হয়, কিন্তু এরূপে ঈশ্বরে চিত্তসমাধান দর্শন শব্দের উপযুক্ত নহে। ঈশ্বরানুভবে যে স্থলে ঈদৃশ কোন বিতর্ক স্থান পায় না, তাহাই প্রত্যক্ষ ঈশ্বরদর্শন। ভাষ্যকার এই জন্যই বলিয়াছেন "ন চ শ্রুতানুমানজ্ঞানসম্ভূতং তদ্দর্শনং। তস্মাদসঙ্কীর্ণং প্রমাণান্তরেণ যোগিনো নির্ব্বিতর্কসমাধিজং দর্শনমিতি"।

ঈশ্বরে চিত্তসমাধানপক্ষে কতকগুলি সাধন আছে। সাধন দ্বারা চিত্ত অবিকৃত না হইলে, তাহার স্থিরতা বা নৈর্ম্মল্য অসম্ভব। এজন্য যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি, এই আটটী যোগের অঙ্গ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

(১) অহিংসা, সত্য, পরদ্রব্যে অস্পৃহা, ব্রহ্মচর্য্য, অপরিগ্রহ—যম।

(২) শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায়, ঈশ্বরে কর্ম্মার্পণ—নিয়ম।

(৩) পদ্মাসন, বীরাসন, ভদ্রাসন ইত্যাদি—আসন।

(৪) শ্বাসপ্রশ্বাসনিরোধ—প্রাণায়াম।

(৫) বিষয়ান্তরে চিত্তের অনিয়োগ—প্রত্যাহার।

এই পাঁচটী বহিরঙ্গ সাধন। অবশেষ তিনটী অন্তরঙ্গ সাধন।

(৬) হৃদয়াদি স্থানে চিত্তের সম্বন্ধ—ধারণা।

(৭) হৃদয়াদি স্থানস্থিত ধ্যেয় পদার্থে চিত্তের একতানতা—ধ্যান।

(৮) ধ্যেয়ধ্যাতাভাব অপনীত হইয়া ধ্যেয় সহ অভিন্ন ভাবে অবস্থিতি—সমাধি।

জাতি, কাল, দেশ, সময় অনুসারে হিংসা বিহিতরূপে উল্লিখিত হইয়া থাকে, কিন্তু যোগশাস্ত্রানুসারে হিংসা সর্ব্বথা সর্ব্বত্র পরিত্যাজ্য। যেমন দেখিয়াছি, যেমন শুনিয়াছি, যেমন অনুমিত হইয়াছে সেইরূপ বলা ও চিন্তা করাকে সত্য বলে। কামেন্দ্রিয় সংযম ব্রহ্মচর্য্য। অর্জ্জন, ক্ষয়, আসক্তি হিংসা—বিষয়ে এই সকল দোষ থাকাতে যোগিগণ বিষয় গ্রহণ পরিত্যাগ করেন, এইরূপ পরিত্যাগকে অপরিগ্রহ বলে। অহিংসা স্থিরতা লাভ করিলে নির্ব্বৈরত্ব উপস্থিত হয়। "সত্যপ্রতিষ্ঠায়াং" সত্যে স্থিরতা লাভ করিলে, "ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্বং" অনুষ্ঠানের ফল তদ্গত হয়। "ধার্ম্মিকো ভূয়া ইতি ভবতি ধার্ম্মিকঃ, স্বর্গং প্রাপ্নুহীতি স্বর্গং প্রাপ্নোতি আমোঘাস্য বাক্ ভবতি" ধার্ম্মিক হও বলিলে ধার্ম্মিক হয়, স্বর্গ লাভ কর বলিলে স্বর্গ লাভ করে, ইহার বাক্য আমোঘ হয়। শৌচ দ্বারা চিত্তশুদ্ধি, মন প্রসন্ন, একাগ্রতা, ইন্দ্রিয় জয় এবং তদনন্তর পরমাত্মদর্শনে যোগ্যতা জন্মে। সন্তোষ দ্বারা অতি অপূর্ব্ব সুখ লাভ হয়।

অঙ্গান্তর্গত সমুদয় বিষয়ের অর্থ ও প্রয়োজন উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। সংক্ষেপে এই বলা যায়, যোগাঙ্গ গুলি নিতান্ত অসার ইহা আমরা কখন বলিতে পারি না। তবে ভক্তিমার্গাবলম্বিগণ সম্বন্ধে এ সকল তন্ন তন্ন করিয়া অনুষ্ঠেয় নয় এই মাত্র বলিতে পারা যায়।

যোগ শাস্ত্রোক্ত সাধনপ্রণালীর উদ্দেশ্য কি পূর্ব্বে এক প্রকার উল্লিখিত হইয়াছে। যোগিগণ চিত্তকে নিতান্ত বিকারী বলিয়া জানেন। চিত্ত কেবল বহির্ব্বিষয় লইয়াই ব্যস্ত। উহা যে সকল বস্তু দর্শন করে তাহারই জ্ঞান সঞ্চয় করে; বস্তু সমূহ মধ্যে যে প্রকার সম্বন্ধ অবলোকন করে, তদনুসরণে যাহা অনুমান করা যাইতে পারে, তাহাই অনু-

যাপন করে; যে বস্তুকে যে প্রকারে জানা আবশ্যক সে প্রকারে জানিতে না পারিয়া তৎসম্বন্ধে ভ্রান্তি জ্ঞান পোষণ করে; লৌকিক ব্যবহারের অনুসরণ করিয়া যাহা যাহা নয় তাহা তাহা কল্পনা করে; যখন সাক্ষাৎসম্বন্ধে বাহ্য বিষয়ের সঙ্গে যোগ থাকে না, তখনও তৎসম্বন্ধে প্রতীয় (Idea) অবলম্বন করিয়া অবস্থিতি করে, তাহা উহা হইতে বিলুপ্ত হয় না, চক্ষু মুদ্রিত করিলেও মানসপটে উহাই আসিয়া উপস্থিত হয়। চিত্তের এই সকল বৃত্তিজন্য সুখ দুঃখ মোহ উপস্থিত হইয়া থাকে। উহাদিগকে স্থগিত করিলে সাধক শুদ্ধ জ্ঞান মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া ঈশ্বরানুভবে সমর্থ হন। এই সকল বৃত্তি এবং তজ্জনিত ক্লেশ হইতে বিমুক্তি লাভের জন্য যোগিগণ অষ্ট যোগাঙ্গের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

(ক্রমশঃ)

মধ্যাহ্নকালের পাঠ ও বক্তৃতার সময় মন্দিরে অনেকে উপস্থিত হইতে পারেন নাই, অপরাহ্ণ সাড়ে চারি ঘটিকার সময় টাউনহলে আচার্য্য মহাশয় ইংরাজিতে এক বক্তৃতা করেন। সুপ্রশস্ত টাউনহলের সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। গত বর্ষে যেরূপ লোকের সমাগম আমরা দেখিয়াছিলাম তদপেক্ষা এবৎসর অনেক অধিক বোধ হইল। অনেকে স্থানাভাবে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। প্রায় সহস্র লোকের আসন ছিল, তদ্ব্যতীত অবশিষ্ট অধিক সংখ্যক ব্যক্তি সমস্ত সময় দণ্ডায়মান ছিলেন। সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় আড়াই হাজার লোক হইবে। তাহার মধ্যে চারিটী দেশীয় ভদ্রমহিলা উপস্থিত ছিলেন। প্রথমে একটী সংস্কৃত সঙ্গীত হইয়া পরে বক্তৃতা আরম্ভ হয়; বক্তৃতার মধ্যে ক্ষমা পরোপকার দয়া এবং প্রত্যাদেশ সম্বন্ধে কএকটী নূতন কথা ছিল। বক্তা প্রচুর সাহস এবং বলের সহিত আপনার জীবনের পরীক্ষিত অভিজ্ঞান দ্বারা তাঁহার বক্তব্য বিষয়ের কোন কোন সার অংশ সপ্রমাণ করিয়াছিলেন। "আমি আছি" এই জীবন্ত মহাবাক্য ঈশ্বর স্বয়ং মনুষ্যাত্মার অভ্যন্তরে বলিয়া দিতেছেন ইহার প্রমাণ আছে, আমি আমার আত্মার মধ্যে সে কথা শুনিয়াছি, এইভাবে উৎসাহের সহিত তিনি যে কএকটী কথা বলিলেন তাহা বিশ্বাসীর হৃদয়কে বিদ্ধ করিল। ক্ষমা শব্দের প্রচলিত অর্থ ক্রোধ সম্বরণ করিয়া অপরাধীর প্রতি প্রসন্ন হওয়া ইহা পূর্ণপ্রেম পূর্ণদয়ার আধার ঈশ্বরেতে সংলগ্ন হয় না; মূলেই যাঁহার ক্রোধ নাই তাঁহার কাছে কি বিনয় বাক্যে ক্ষমা প্রার্থনা সম্ভব? যে দয়ার কার্য্য সর্ব্বাগ্রে নিজগৃহে আরম্ভ হয় তাহা উচ্চ দয়া নহে। দয়া চিরপরিব্রাজক, সে আপনাকে বিস্মৃত হইয়া দিবানিশি পরহিত সাধনে বিদেশে ভ্রমণ করে কখনও গৃহে প্রত্যাগমন করে না। "অন্যের প্রতি সেইরূপ ব্যবহার কর যেরূপ তাহার নিকট তুমি প্রত্যাশা কর" এই পুরাতন নীতি বাক্যও উন্নত নীতিজ্ঞানের অনুমোদিত নহে। ইহা ফলাফলবাদী জনষ্টুয়ার্ট মিলের শাস্ত্র, জগতহিতৈষী নিঃস্বার্থ প্রেমিক ঈশার উপদেশ নহে। নিজের সুখ স্বার্থ প্রশস্ত নৈতিক কর্ত্তব্যের পরিমাপক যন্ত্র কখন হইতে পারে না। এই তিনটী নূতন কথা পূর্ব্বকালের সাধু মহাজনদিগকেও অতিক্রম করিয়াছে। এ সকল নূতন কথা পৃথিবী শুনিবার জন্য প্রস্তুত নহে, ব্রাহ্মসমাজও প্রস্তুত নহে। কিন্তু কেহ প্রস্তুত থাকুন আর না থাকুন, ইহা অখণ্ড সত্য; মুক্তিপথাবলম্বী সাধকদিগের ভক্তিশাস্ত্রে ইহা অনন্ত ভবিষ্যৎ কালের জন্য লিখিত থাকিবে। ব্রাহ্মসমাজের মধ্য দিয়া স্বর্গের যে সকল আলোক এ দেশে বিকীর্ণ হইয়াছে তাহার মধ্যে এই কয়টী অন্যতর প্রধান সন্দেহ নাই। অল্পবিশ্বাসী শুষ্কহৃদয় ব্যক্তিদিগের কর্ণে ইহা অহঙ্কারপূর্ণ আত্মগরিমার কথা, কিন্তু যাহা সত্য তাহাতে গর্ব্ব করিবারও অনেক আছে, কারণ তাহা ঈশ্বর প্রেরিত প্রত্যক্ষ প্রত্যাদেশ। বক্তৃতাটী প্রায় দেড় ঘণ্টা কাল সমান ওজস্বিতার সহিত শ্রোতৃবর্গের মনকে নিস্তব্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। শেষ ভাগে বক্তা ব্রাহ্মসমাজের উপর অত্যাচারের কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন, যে সময়ে সময়ে আমার

মস্তকে অনেক জঘন্য অপবাদ আসিয়া পতিত হইয়াছে, অনেকে আমার চরিত্রে পর্য্যন্ত কলঙ্কারোপ করিয়াছে, কিন্তু তাহাতে আমি ভীত নহি, সে সকলের প্রতিবাদ করাকে আমি নীচতা মনে করি। ঈশ্বরের সত্যের প্রতিকূলে যাহারা দণ্ডায়মান হইবে তাহাদের দ্বারা স্বর্গের অগ্নি আরও জ্বলিয়া উঠিবে। আমাকে যে যাহা বলিতে চায় বলুক কিন্তু ঈশ্বর যে আলোক প্রেরণ করিতেছেন তাহা নির্ব্বাণ করিতে কাহার সাধ্য। আমি যে সাধুসঙ্কল্প সাধনের জন্য আদিষ্ট হইয়াছি তাহা হইতে কেহই আমাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিবে না; আমি অগ্রসর হইব! বীরত্বের সহিত আমি অগ্রসর হইব! ঈশ্বর আমার সহায়, তাঁহার পুত্র কন্যাগণ আমার প্রিয়, কাহাকেও আমি ভয় করিব না।

১২ ই মাঘ রবিবার। অদ্য উৎসবের দিন, প্রাতঃকাল হইতে রজনী দশ ঘটিকা পর্য্যন্ত ব্রহ্মমন্দির লোকে পরিপূর্ণ। উৎসবের রমণীয় উষার মধুর স্নিগ্ধতার সহিত সুললিত সঙ্গীত ধ্বনি উত্থিত হইল। সূর্য্যোদয় হইতে না হইতে ব্রহ্মমন্দিরের সমস্ত স্থান পূর্ণ হইয়া গেল। দুই চারিটী সঙ্গীত হইলে আচার্য্য মহাশয় বেদীর আসন গ্রহণ করিলেন। উদ্বোধন, আরাধনা, ধ্যান, প্রার্থনার পর নিম্ন লিখিত অভিনব সঙ্কীর্ত্তনের ভাবরসে চিত্ত দ্রবীভূত হইয়া ব্রহ্মরূপ সাগরে নিমগ্ন হইল।

সত্যং শিব সুন্দর রূপ ভাতি হৃদিমন্দিরে। নিরখি নিরখি অনুদিন মোরা ডুবিব রূপ সাগরে। (সে দিন কবে বা হবে, এই দীন জনের ভাগ্যে)

জ্ঞান অনন্ত রূপে পশিবে নাথ মম হৃদে, অবাক হইয়ে অধীর মন স্মরণ লইবে শ্রীপদে।

আনন্দ অমৃতরূপে উদিবে হৃদয় আকাশে, চন্দ্র উদিলে চকোর যেমন ক্রীড়য়ে মন হরষে, আমরাও নাথ তেমনি করে মাতিব তব প্রকাশে। (সে দিন কবে বা হবে)

শান্তং শিব অদ্বিতীয় রাজরাজ চরণে, বিকাইব ওহে প্রাণসখা সফল করিব জীবনে, এমন অধিকার কোথা পাব আর স্বর্গভোগ জীবনে। (সশরীরে)

শুদ্ধমপাপ বিদ্ধং রূপ হেরিয়ে নাথ তোমার, আলোক দেখিলে আঁধার যেমন যায় পলাইয়ে সত্বর, তেমনি নাথ তোমার প্রকাশে পলাইবে পাপ আঁধার।

ওহে ধ্রুবতারা সম হৃদে অক্ষয় বিশ্বাস হে, জ্বালি দিয়ে দীনবন্ধু পূরাও মনের আশ; আমি নিশি দিন প্রেমানন্দে মগন হইয়ে হে, আপনারে ভুলে যাব তোমারে পাইয়ে হে। (সে দিন কবে হবে নাথ)

অনন্তর নিম্নোদ্ধৃত পাষাণভেদী বক্তৃতা দ্বারা আচার্য্য মহাশয় সকলকে আকুল করিলেন। বক্তৃতা এক চতুর্থাংশ শেষ হইতে না হইতে নরনারীর রোদন ধ্বনিতে মন্দির পরিপূর্ণ হইল। গতবর্ষে আমরা ক্রন্দনের মহারোল শ্রবণ করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু তাহা এ প্রকার বহু সময় ব্যাপী হয় নাই। এমন কি এবার বক্তৃতার মধ্যভাগ আমরা ভাল করিয়া শুনিতেই পাই নাই। ইহার মধ্যে ক্রন্দন করিবার কি আছে ভাবুক পাঠক,তুমি তাহার বিচার করিও,অথবা যদি হৃদয় ঈশ্বরবিরহে ব্যাকুল থাকে তবে তুমিও নির্জ্জনে বসিয়া একবার কাঁদিও, কারণ তাহাতে তোমার মনে যথেষ্ট শান্তি হইবে।

নির্ব্বোধ মনুষ্য জিজ্ঞাসা করে আকাশে কেন ইন্দ্রধনু উঠিল না। আকাশ পরিষ্কার, সেই আকাশে তবে ইন্দ্রধনু প্রকাশিত হইয়া কেন সৌন্দর্য্য বিস্তার করিল না? নির্ব্বোধ মনুষ্য বিজ্ঞান পড়ে নাই তাই এই কথা বলিল। স্বর্গ হইতে বৃষ্টি আসুক তবেত সেই মনোহর ইন্দ্রধনু প্রকাশিত হইবে। সূর্য্য প্রকাশিত, আকাশ পরিষ্কার, কিন্তু জলের প্রয়োজন। ভক্ত এই বিজ্ঞান পাঠ করিয়াছেন। হৃদয় আকাশে প্রেম রবি আছেন; কিন্তু যতক্ষণ না ভক্তের চক্ষে ভক্তিধারা পড়ে ততক্ষণ সেই মনোহর বস্তু ইন্দ্রধনু দেখা যায় না। সূর্য্যোদয় হইলে কি হইবে, যদি ভক্তের চক্ষু হইতে সেই বারিধারা না পড়ে। একবার চক্ষু হইতে এক ফোটা জল ফেল, দেখিবে স্বর্গের সেই সুন্দর দৃশ্য প্রকাশিত হইবে। নির্ব্বোধ মনুষ্য জিজ্ঞাসা করে পৃথিবীতে আকাশের বস্তু গুলির প্রতিবিম্ব হয় না কেন? বিজ্ঞান জানে না তাই মূর্খ এই কথা বলে। জলাশয় না থাকিলে কি চন্দ্রের প্রতিবিম্ব পড়ে? পৃথিবী যদি পাথরের মত থাকে, পরিষ্কার হইল তাহাতে কি? স্বর্গের আলোক,স্বর্গের বস্তুত তাহাতে প্রতিভাত হইতে

পারে না। আকাশের বস্তুগুলির প্রতিবিম্ব দেখিতে হইলে জলাশয় চাই, নদী চাই, সমুদ্র চাই। যদি একটী ক্ষুদ্র জল পাত্রের ভিতরেও চন্দ্রের প্রতিবিম্ব দেখিয়া থাকি,তাহা হইলে বুঝিয়াছি আমাদের প্রাণেশ্বরকে আমরা কিরূপে দেখিব। শুষ্ক কঠোর ভূমিতে কিছুই দেখিতে পাই না। কত উপদেশ শুনিলাম,কত সাধু বাক্য পাঠ করিলাম কিছুই হইল না; একটী জলাশয় খনন করিলাম, তাহার মধ্যে স্বর্গের প্রতিবিম্ব দেখিলাম। কোন্ গূঢ় নিয়মে স্বর্গের রাজা মনুষ্যের হৃদয়ে অবতীর্ণ হইলেন ? চাসাও বলে একটী ক্ষুদ্র জল পাত্রেও স্বর্গের সামগ্রী দেখিতে পাই। প্রেমিক যদি হই, চক্ষুকে যদি ভক্তিতে আর্দ্র করিতে পারি, তাহা হইলে ঘরে বসিয়াই প্রাণেশ্বরকে দেখিতে পারি। ভাবনা কেবল তাহাদের যাহারা শুষ্ক। যাহার কিছু নাই, সে কাঁদুক, অমনি সে দেখিবে, তাহার চক্ষের জলে স্বর্গের প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে। ভক্ত সেই শাস্ত্র পড়িয়াছেন, পড়িয়াছেন বলিয়াই মজিয়াছেন। সামান্য ভক্ত যিনি তাঁহার কত আহ্লাদ, তিনি বলেন, যে দিন আমার ঘরে অন্ন বস্ত্র থাকিবে না, আমি একবার কাঁদিব, আমার সকল অভাব দূর হইবে। বিপদে মানুষের সকলই যায়; কিন্তু কাঁদিবার শক্তিত যায় না। সেই বিপদেই তাহাকে কাঁদায়। দেখ, তবে ঈশ্বরের আশ্চর্য্য জগতে রোগ বিপদ আপনার প্রতীকার আপনি করিয়া লয়। অতএব ক্রন্দন ভক্তের পক্ষে অমূল্য ধন, ইহা মানিও। যখনই শুভক্ষণে ভক্তি জল পড়িবে তৎক্ষণাৎ তাহার মধ্যে অত্যন্ত দূরস্থ স্বর্গীয় বস্তুর প্রতিবিম্ব পড়িবে। যে দুঃখ কাঁদায় সেই দুঃখই প্রাণেশ্বরকে নিকটে আনিয়া দেয়। যে দুঃখ শত্রু হইল, সেই দুঃখই মিত্র হইল। যে চক্ষু কাঁদিয়াছিল, সেই চক্ষুই হাঁসিল। ভক্তিতে চক্ষুকে আর্দ্র করিয়া দেখ সম্মুখে কি ব্যাপার হইতেছে। দেখ সেই অপরূপ রূপ, সেই মুখের সৌন্দর্য্য এবং মহিমা যাহা সহস্র কবি এবং সহস্র চিত্রকর বর্ণনা করুক, তথাপি অতুল থাকিবে। কাহার মহিমা আজ উৎসবের জলাশয়ে প্রতিবিম্বিত ? আজ কি দেখিতেছি ? যিনি সকলের রাজা, সমুদয় ঐশ্বর্য্যের অধিপতি তিনি আজ পাপীদের সঙ্গে উৎসব করিতে আসিলেন। ঐশ্বর্য্য কথাটী ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং যাবতীয় ঐশ্বর্য্য তাঁহারই। ভূমণ্ডল তাঁহার পদতলে, স্বর্গ তাঁহার দক্ষিণ হস্তে। এত বড় রাজা যাঁহার প্রতাপে গিরি পর্ব্বত কম্পিত, আমাদিগের দ্বারা এই মলিন পৃথিবীতে তিনি অপমানিত। পৃথিবীর রাজা কিম্বা অত্যন্ত উচ্চ পদাভিষিক্ত সম্রাট যদি বিপদগ্রস্ত এবং ভিক্ষুক হইয়া অন্ন দাও, বস্ত্র দাও এই বলিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা চায়, এবং কোথায়ও ভিক্ষা না পাইয়া ক্রন্দন করে, আমাদের মন পাষাণের মত কঠিন হইলেও দ্রব হইয়া যায়। যাঁহার ভাণ্ডার হইতে লক্ষ লক্ষ লোক অন্ন বস্ত্র পাইয়াছে, তাঁহার আজ এই দুর্দ্দশা ইহা দেখিলে কাহার অন্তরে না দুঃখের উদয় হয় ? কিন্তু সমস্ত রাজপথে দেখ, পর্ণ কুটীরে দেখ, এক জন দাঁড়াইয়া আছেন, যিনি সমুদয় ঐশ্বর্য্য ছাড়িয়া তোমার আমার ঘরে ভিক্ষা চাহিতেছেন। যদি চক্ষু থাকে তবে প্রতিদিন তোমরা দেখিয়াছ একজন (যিনি স্বর্গের রাজা) অত্যন্ত জঘন্য দুঃখীর ঘরে গিয়াও তাহার আত্মা হৃদয় ভিক্ষা করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন স্বর্গে আমার অতুল ঐশ্বর্য্য আছে সত্য; কিন্তু আমার সন্তানগণের যতদিন পাপ দুঃখ থাকিবে ততদিন আমার এই ভিক্ষা ব্রত থাকিবে। কোথায় আমরা ভিখারী হইব, না স্বর্গের অধিপতি স্বয়ং আমাদের দ্বারে ভিখারী হইলেন। তিনি ভিখারী হইয়া প্রত্যেক রাজপথে ভিক্ষা চাহিয়া সমস্ত লোকের হৃদয় প্রাণ কাড়িয়া লইতেছেন। তাঁহার দয়ার কি শেষ হয় ? যতদিন না আমরা সম্পূর্ণরূপে তাঁহাকে আমাদের হৃদয় আত্মা দিব ততদিন তিনি ভিক্ষা করিতে ক্ষান্ত হইবেন না। কঠিন প্রাণ হইয়া একদিন তাঁহাকে ভিক্ষা দিলাম না, কিন্তু তিনি কিছুতেই নিরাশ হইবার নহেন; দ্বিতীয় দিন আবার সেই সুন্দর মুখ লইয়া আসিলেন, সেই দিনও ঈশ্বরের প্রতি অনুগ্রহ হইল না, তাঁহাকে ভিক্ষা দিলাম না; আবার তৃতীয় দিন আসিলেন, সেই দিনেও তাঁহাকে দূর করিয়া দিলাম; কিন্তু তাঁহাকে দূর করিয়া দিলেও কি তিনি দূর হইতে পারেন ? আবার চতুর্থ দিনে আসিয়া সেইরূপ মনোহর ভাবে ভিক্ষা করিতে লাগিলেন, যতই তাঁহার প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ করিলাম ততই দেখি তিনি তাঁহার অশেষ দয়া বলে কঠিন হৃদয় পরাস্ত করিতে লাগিলেন। মানুষ কি ভিক্ষা করিতে জানে ? দেবদেব মহাদেবই যথার্থ ভিখারী। দয়াল পিতার অভিধান ভিক্ষায় পরিপূর্ণ। তিনি এমন করিয়া ভিক্ষা করেন যে মানুষ তাঁহাকে ভিক্ষা না দিয়া থাকিতে পারে না। প্রাণ, হৃদয় যথার্থরূপে কেমন কাড়িয়া লইতে হয় তিনিই কেবল জানেন। পৃথিবীর ভিখারীরা কি ভিক্ষা করিতে জানে ? পথের ভিখারী ভিক্ষা চাহিল, তাহাকে বলিলাম তণ্ডুল দিব না, বস্ত্র দিব না, তবু সে কাঁদিতে লাগিল, অবশেষে যদি ধনী হই দ্বারবান্ দ্বারা তাহাকে দূর করিয়া দিলাম, তাহার সকল সহিষ্ণুতা ধৈর্য্য ফুরাইয়া গেল, সে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া গেল। কিন্তু স্বর্গের রাজাকে আমরা কতবার এইরূপে বিদায় করিয়া দিয়াছি, কতবার নির্দয় হইয়া তাঁহাকে বলিয়াছি, তোমাকে কিছুই দিব না। আমার বিলাসপ্রিয় হৃদয় কদাচ তোমাকে দিতে পারি না। এখনও আমার অনেক সুখের বাকি আছে; কিন্তু আমাদের মুখে এ সকল নিষ্ঠুর কথা শুনিয়া তিনি কি করিলেন ? তিনি যেমন অবিচলিত ভাবে আমাদের হৃদয় আত্মা ভিক্ষা করিতেছিলেন, তেমনই ভাবে পড়িয়া রহিলেন, নিরাশ হইয়া ফিরিয়া গেলেন না। কথা শুনিয়াও যেন শুনেন না। ইহা দেখিয়া আমার মনের সমুদয় শক্তিকে ডাকিয়া বলিলাম এ লোককে দূর করিয়া দাও, না হইলে যে আমার কাযের ক্ষতি হয়, এ যে আমাকে জ্বালাতন করিল,

এ যে আমার সকল ধন কাড়িয়া লইতে চায়। মনের সমস্ত বলের সহিত উচ্চৈঃস্বরে বলিলাম যাও জগদীশ, চলিয়া যাও, অন্য ঘরে যাও। কিন্তু কিছুতেই তিনি চলিয়া গেলেন না। ওরে পাষণ্ডমন! কৈ আর তোর কি বল আছে আন্ না, কাহার সঙ্গে তুই লাগিয়াছিস্। তেমন ভিখারীত ইনি নন, ইনি যে স্বর্গের ভিখারী। তোর মন কাড়িয়া লইবেন, এই তাঁহার পণ। বাস্তবিক ঢের ভিখারী দেখিয়াছি; কিন্তু এমন ভিখারী দেখি নাই। পৃথিবীর ভিখারী খেতে পায় না তাই তোর কাছে ভিক্ষা চায়; কিন্তু স্বর্গেয় ভিখারী কি খেতে পান না যে তোর কাছে ভিক্ষা করিতেছেন? ওরে পাষণ্ডমন! তোর এমন কি আছে যাহার আকর্ষণে স্বর্গের রাজা মুগ্ধ হইবেন? তোর এত পাপ, তোর এমন কি মোহিনী শক্তি আছে, যে স্বর্গের রাজা তোর দ্বারে ভিখারী হইয়া পড়িয়া থাকিবেন? তোর আপনার বন্ধুরা তোকে পরিত্যাগ করিয়াছেন; কিন্তু স্বর্গের রাজা দীনবন্ধু প্রাণনাথ কেন তোর কাছে আসিয়াছেন? তোর কি এই দুর্গন্ধময় শরীর মন লইতে? নতুবা তোর এমন কি সৌন্দর্য্য আছে যে তাহাতে স্বর্গের ঈশ্বর ভুলিয়া গিয়া তোর দ্বারে ভিখারী হইবেন? ঈশ্বর! তোমার কি মহত্ত্ব এবং গৌরব নাই? তুমি যদি এই পাষণ্ডদিগের নিকট ভিখারী হইয়া না আসিতে, তবে যে তোমার মান্য রক্ষা হইত। পৃথিবীতে তোমার এত অপমান আর দেখিতে হইত না। কিন্তু আমাদের দয়াময় পিতা কি বলেন? তিনি বলেন, আমার আবার গৌরব মর্য্যাদা কি? আমি যে সন্তানদিগের প্রাণ মন ভিক্ষা না করিয়া থাকিতে পারি না। ভিখারী হইয়া সন্তানদিগের প্রাণ গ্রহণ করিবার জন্যই আমি পৃথিবীতে আসিয়াছি। কোথায় আমরা তাঁহার দয়ার ভিখারী হইয়া বলিব, এই তোমার চরণতলে আমরা চিরদিনের জন্য ভিখারী হইয়া রহিলাম, না সমুদয় ঐশ্বর্য্যের অধিপতি, আমাদের দ্বারে আসিয়া ভিখারী হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। কতবার আমরা রূঢ় বচনে বলিলাম তোমাকে ভিক্ষা দিব না, তুমি দূর হও, কিন্তু ভিখারী যাইবার ভিখারী নহেন। ব্রাহ্ম! আমাদের পিতা তোমার কাছে হৃদয় চাহিয়া ছিলেন, তাই তাঁহার এত অপমান এবং এই দুর্গতি হইল। স্বর্গের রাজা নীচ হইলেন পৃথিবী উচ্চ হইবে বলিয়া। তুমি তাঁহার সুন্দর কোমল বক্ষে অস্ত্রাঘাত করিলে কেন? আবার গত বৎসর পরস্পরকে যত মারিলে, সেই শাণিত অস্ত্র সকলও, ঐ দেখ প্রাণেশ্বরের বক্ষে বিদ্ধ হইয়াছে। ওরে নিষ্ঠুর ব্রাহ্ম! তুই কেন ভাই ভগ্নীকে মারিতে গিয়াছিলি, ঐ দেখ্, তোর সমুদয় অস্ত্র গিয়া পড়িয়াছে আমাদের কোমল ঈশ্বরের হৃদয়ে। মানুষ! তুমি কাহাকেও মার না যে আঘাত ঈশ্বরের বক্ষে না লাগে। তুমি একটী কটু কথা ভাইকে বল না, যে বাক্যবাণে পিতার প্রাণ বিদ্ধ না হয়। তিনি আপনার মুখে বলেন, যে আমার দুঃখী সন্তানকে নিদারুণ হৃদয়ভেদী কথা বলে সে আমার হৃদয়ে আঘাত করে। ওরে ব্রাহ্ম ভাই! গত বৎসর কি করিয়াছ? ভাই ভগ্নীকে এমন একটীও দুর্ব্বাক্য বল নাই যাহা পিতা শুনেন নাই। যত অস্ত্র পরস্পরের বক্ষে নিক্ষেপ করিয়াছ, ঐ দেখ আমাদের জগদীশ্বর সমুদয় কুড়াইয়া লইয়া আপনার বক্ষে নিয়াছেন। হায় পিতা! তোমার এত দুর্গতি হইল। তোমার যদি অপরাধ থাকে তাহা এই যে তুমি মন্দকে ভাল করিতে গিয়াছিলে। কি পাষণ্ড আমরা, আমরা তোমার প্রতি এবং পরস্পরের প্রতি দুর্ব্যবহার করিয়া তোমার বক্ষে এত অস্ত্রাঘাত করিলাম। আমাদের কি গতি হইবে? নিরপরাধী ঈশ্বর তাঁহার এই দুর্গতি হইল। যদি ভাল থাকিতাম পিতাকে যদি প্রাণ দিতাম, পরস্পরের বক্ষে যদি অস্ত্রাঘাত না করিতাম আজ্ পিতার এমন অস্ত্র পূর্ণ বক্ষ দেখিতে হইত না। হায়! আমাদের হস্তে আমার পিতার এমন দুর্দ্দশা হইল! আমাদের কি উপায় আছে? পাষণ্ড হইয়া আমাদের দুর্গতির শেষ হইল। তবে কি আমরা বাঁচিব না? দয়াল প্রভুর মত যদি ভিখারী হইতে পারি তবেই আমরা বাঁচিব। ওরে আমার ব্রাহ্ম ভাই সকল! তোমরা জগদ্বাসীদের নিকট ভিখারী হও। তোমাদিগকে ভালবাসি তাই বলি, যদি ভিখারী হও এই জীবনে তোমরা বাঁচিবে। গলবস্ত্রে, করযোড়ে গিয়া বল, ওরে দুঃখী জগদ্বাসী! তোমার কাছে ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি। যখন এইরূপে আমরা একটী জগদ্বাসির প্রাণও ঈশ্বরের দিকে আকর্ষণ করিতে পারিব তখন আমাদের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হইবে। এই সঙ্কেত জানিলে। পিতা যদি ভিখারী হইলেন, সন্তান কেন ভিখারী না হইবে? যাঁহার কোন অভাব নাই, যিনি ধনী, তিনি যদি ভিখারী হইলেন, যাহারা নির্ধন তাহারা কি ভিখারী হইবে না? বন্ধুগণ! তোমাদের সেবা করিতে গিয়া রোগী হইয়াছি, অবসন্ন হইয়াছি, তোমরা মান আর না মান তোমাদের সেবায় প্রাণ দিয়াছি, দুঃখী সেবককে নির্যাতন করিতে হয় করিও, কিন্তু এই আশীর্ব্বাদ কর, যতদিন আমার প্রাণ থাকিবে সহস্র নির্যাতনেও যেন তোমাদের প্রতি আমার হৃদয়ের প্রেম অনুরাগ না যায়। যদি শত্রু হও তথাপি তুমি ভাই, তুমি আশীর্ব্বাদ কর। যে আমাকে নির্যাতন করে তাহাকেও যেন চিরকাল আমি ভালবাসিতে পারি। ভগ্নী! তোমার পদতলে পড়িয়া এই আশীর্ব্বাদ চাহিতেছি। ঈশ্বর আমাদের দ্বারে ভিখারী হইলেন আমরা পরস্পরের নিকট ভিখারী হইব না কেন? যখন তাঁর এত অপমান হইল, তখন আমরা কি অপমানকে ভয় করিয়া ঈশ্বরের

আজ্ঞা লঙ্ঘন করিব? এই বৎসর দুঃখে গেল ক্ষতি নাই, ও ব্রাহ্ম ভাই, ভগ্নী! আর ভবিষ্যতে নির্যাতন করিও না। অনেক বৎসর হইতে তোমাদের সেবা করিতে নিযুক্ত হইয়াছি, আর আমার মুখ দেখ্‌বে না বলে প্রতিজ্ঞা কর না। এই অধীন সেবককে ছেড় না। আমার দেবার এখনও অনেক আছে। যখন পৃথিবী হইতে চলিয়া যাইব তখন যাহা ইচ্ছা করিও; কিন্তু যতদিন তোমাদের কাছে আছি,ততদিন এই ভিখারীকে বিদায় করিয়া দিও না। ভালবাসা শিখিয়াছি, তোমাদিগকে ভালবাসা দিব বৈ কি। আমি যে ভাল উপাসনা করিতে পারিনা যদি তোমাদিগকে ছেড়ে যাই। তোমাদিগকে ছাড়িলে যে আমি দুঃখেতে পাপেতে মরিব। আমার প্রতি দয়া করে কাছে থেক। তোমরা আমার প্রিয়দর্শন ভাই ভগ্নী। যার এত গুলি প্রাণের ভাই ভগ্নী তার কি দুঃখ আছে? আমি এই দেখিতে চাই যে আমার ভাই ভগ্নী একটীও কমিল না। আমার একটী ভাই কমিলে আমার হৃদয় ফাটিয়া যায়। কেহই চলিয়া যাইও না, আমাকে কটু বাক্য বলিতে হয় কাছে আসিয়া বল। কখনও যেন আমাকে বলিতে না হয় ঐ যা! আমার সেই ভাই, সেই ভগ্নীটীকে কে নিল রে? যে দিন একটী ভাইয়ের মুখ শুষ্ক দেখি আমার কত যন্ত্রণা হয়, আমার সে দুঃখ কেহ বুঝিতে পারে না। আমি যদি তোমাদের না পাই, তবে আমি কাহাদের সেবা করিব? আমার ভাই ভগ্নী আমার প্রাণ। আমার ধন, মান, তোমরা, সত্য বল্‌ছি। আমার বন্ধুগণ! তোমরা আমাকে ছেড়ে যেও না। যত দিন পৃথিবীতে বাঁচিব আমার কাছে থেক। তোমাদেরই জন্য আমি পৃথিবীতে আছি। তোমাদের প্রফুল্ল মুখ দেখিলে আমার সুখ হয়। যখন যাওয়ার সময় আসিবে তখন চলে যাব, যত দিন পৃথিবীতে আছি তোমাদের কাছে থাকিব। তোমাদিগকে পিতার প্রেমের কথা বলিব। আরও বলিব, এই প্রেম গ্রহণ কর, এই অমৃত পান কর। এই জীবনে পিতার সঙ্গে থেকে, দুটী পাচটী কথা শিখেছি; তাঁহারই কাছে আমি কাঁদিয়া বলি আমার দুঃখী ভাইয়ের কি হইবে? ও পিতা! এস, তোমাকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার ঘরে যাই। এই রূপে পিতাকে লইয়া ভাইয়ের ঘরে গিয়া সুখী হই। আমি দুঃখী নই, আমার সুখ হয়েছে। এত দুঃখ বিপদের মধ্যেও আমার প্রাণ হাঁসে। ঘোর বিপদের মধ্যেও আমি সুখী থাকি। তোমরাও ভাই সুখী থেক, তোমাদিগকে সুখী দেখে যেন আমি সুখী হই। তোমাদের মধ্যে প্রেমরাজ্য আসুক! প্রেমরাজ্য আসিবার সময় হইয়াছে। প্রাণের ভাই ভগ্নী সকল! তোমরা আজ আমাকে কাঁদাইলে, এই কান্নাতেই আমি সুখী হইলাম। এই শুভক্ষণে তোমাদের হাত ধরে এই কথা বলে যাই, প্রেমরাজ্য আস্‌ছে, আর বাধা দিও না।

প্রাণেশ্বর! আজ এই প্রার্থনা যে, এই বেলা, এই শুভ মুহূর্ত্তে আমাদিগকে তুমি ভুলাইয়া লও। এখন যাহা বলাবে, আমরা সকলে তাই বলিব। এই বেলা আমাদের হৃদয় প্রাণ কেড়ে লও। এখন আমরা তোমারই তুমি আমাদের সব কেড়ে লও, কিছু যেন আর আমাদের না থাকে। আজ যেমন তোমার, তেমনই চিরকাল আমি এবং আমরা সকলেই তোমারই হইয়া থাকিব। জননী! জননী! আজ্ যে আমাদের অধিক বয়স হইয়াছে এমন মনে হইতেছে না। বালকের মত তোমার কাছে বসিয়া আছি। আজ্ এক বৎসরের শোক চলিয়া গেল। একি স্বর্গের যাদু! তোমার নামে সকল শত্রু পলায়ন করিল। সুযোগ হইয়াছে প্রাণনাথ! পরিষ্কৃত আকাশে সন্তানদিগকে আজ্ পাইয়াছ। আজ্ যদি সন্তানদিগকে চির প্রমত্ত করিয়া লইতে পার তবে তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে। আজ আমাদের পুরাতন চক্ষু নূতন হইল। কোন্ দেশ হইতে কি মন লইয়া আসিয়া ছিলাম, কাহাদের সঙ্গে বিবাদ করিতাম, আজ্ কি হইল। এই নিগূঢ় কৌশল কে জানে? কোথায় ছিলাম, কোথায় আসিলাম, এই ভক্তঘরে বসিয়া, ভক্তবৎসল তুমি, তোমাকে আমরা প্রেম ভক্তি দিচ্ছি। এক দিন মনে ব্যথা হইত, পাছে কিছু দিন পরে আমাদের ভক্তি প্রেমফুল শুষ্ক হইয়া যায়, কিন্তু এই সব ফুল কি শুকাইতে পারে? তোমার স্বর্গেতে ইহাদের জন্ম। ভক্তহৃদয়ে তুমি যে ফুল বিকসিত করিয়াছ, তাহাতে তুমি যে জলাশয় খনন করিয়াছ, এবং তুমি যে নদী প্রবাহিত করিয়া দিয়াছ, সে সকল কি শুষ্ক হইতে পারে? তুমি যে ভক্তিজল পাঠাইতেছ, তাহা যে ফুরাইবে না। মা হয়ে শিখাইয়া দিচ্চ, বৎস! বল্ না, তোর এই ভক্তিজল ফুরাইবে না। তুমি বিশ্বাস দিতেছ, আমি মরিব না। অজর, অমর তোমার এই বালক বালিকাগুলি। জীবননাথ! প্রাণপতি! তোমাকে ভালবাসিব, আর যাঁহারা তোমার সন্তান তাঁহাদিগকেও ভালবাসিব। ভিতরে তোমার মুখের বচন শুনিব। হে প্রাণেশ্বর! প্রাণ দিতে তুমিই পার। সৌন্দর্য্য দেখাইতে তুমিই পার, মত্ত তুমিই করিতে পার। আমাদিগকে তোমার প্রেমে প্রমত্ত করিয়া পৃথিবীতে তোমার স্বর্গের শোভা দেখাও তাহা হইলে আমাদের মৃত্যুর পর এই পৃথিবীতে যে সকল সাধুলোক আসিবেন তাঁহারা অন্বেষণ করিয়া দেখিয়া বলিবেন ঐ কতকগুলি লোকের মন হইতে ভক্তির মধুর অগ্নির ধূঁয়া উঠিতেছে। আমরা পৃথিবীতে ইহা দিয়া যাইব। এই কি তোমার সেই স্বর্গের ঘর? সেই শান্তি নিকেতন? এই ঘর কেহই ছাড়িয়া যাইতে পারিবে না। ঐ সোণার শৃঙ্খল হাতে লও, আর আমাদের মুখে ক্রমাগত প্রেমমদ ঢাল, আর যখন দেখিবে আমরা মদ পানে মত্ত হইয়াছি তখন ঐ শৃঙ্খল দিয়া বাঁধিয়া

ফেলিও। যদি অচেতন করিতে হয়, এই ভক্তি রসে আমাদিগকে অচেতন কর, হে সুচতুর হইতেও সুচতুর পরমেশ্বর! তুমি দুষ্ট সন্তানদিগকে বাঁধিয়াছ। আরও প্রেমের কল, ভক্তির কল চালাইতে থাক। এস পিতা! এত দিন পর আজ তোমাকে ধন্যবাদ পূর্ণ প্রণাম করি, ভক্তি ফুল মালা লইয়া তোমার চরণে দিই। অবাক্ ভক্তদিগের অবাক্ ঈশ্বর! সৌন্দর্য্য পূর্ণ প্রেমময়ী জননী! প্রাণ ভয় হয় যখন ভাবি কেমন করে তোমাকে ভুলিয়া যাই? হে প্রাণেশ্বর! অত্যন্ত আহ্লাদিত অন্তঃকরণে, তোমার ভক্ত সন্তানগণ, তোমার ভক্ত প্রজাগণ, তোমার দাস দাসীগণ দেখ সকলে মিলে তোমার চরণে ভক্তির সহিত প্রণাম করিতেছি।

বক্তৃতার প্রথমে ইন্দ্রধনুর দৃষ্টান্ত কথা শেষ প্রত্যক্ষ রূপে প্রকাশিত হইল। শ্রোতৃবর্গের অবিশ্রান্ত অশ্রুজলে হৃদয় মন অভিষিক্ত হইয়া গেল, যাঁহাদের হৃদয় সহজে প্রায় কখন বিগলিত হয় না তাঁহাদিগকেও সে দিন ক্রন্দনে আকুল দৃষ্ট হইয়াছে। অতি গ্রীষ্মের পর বৃষ্টি পতিত হইলে ধরাতল যেমন স্নিগ্ধ হয়, প্রাতের উপাসনার পর ব্রাহ্মদিগের হৃদয় ক্ষেত্র তদ্রূপ ভাব ধারণ করিয়াছিল। সকলের মুখেই কোমল প্রসন্নতার চিহ্ন অভিলক্ষিত হইল। আশ্চর্য্য এবং আক্ষেপের বিষয় এই যে এমন লোকও পৃথিবীতে অনেক আছে যাহারা এ সকল স্বর্গীয় দৃশ্য দর্শন করিয়া চিত্তকে বিগলিত হইতে দেয় না কেবল তাহা নহে, অন্যের ক্রন্দন দেখিয়া ক্রোধের সহিত আবার পরিহাস করে; কুসংস্কার কল্পনা বলিয়া তাহার ব্যাখ্যা করিতে চায়।

বেলা প্রায় একাদশ ঘটিকার সময় উপাসকগণ আহার পানার্থ স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগমন করেন পরে একটা হইতে পুনরায় কার্য্য আরম্ভ হয়। মধ্যাহ্ন কালের উপাসনা সংক্ষেপে সমাপন হইলে শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায় এবং শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র সেন বক্তৃতা এবং পাঠ করেন। গৌর বাবুর বক্তৃতা উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে, গিরিশ বাবুর পঠিত মুসলমান সাধকদিগের উক্তি এস্থলে প্রকাশ করা গেল। সাদি ও হাফেজ হইতে গিরিশ বাবু যে সকল অংশ অনুবাদ করিয়াছিলেন তাহা অতিশয় মধুর ও হৃদ্য হইয়াছিল। বিশেষতঃ প্রেমিক হাফেজের ঈশ্বরপ্রেম বিষয়ক কথা সকল আমাদের কর্ণে যেন সুধা বর্ষণ করিয়াছিল।

মুসলমান সাধক হাফেজের উক্তি।

অনুবাদ।

যে জন তোমাকে প্রেম না করে, সত্যই তাহার পূজা অর্চনা কিছুই নয়। তোমার প্রতি অনুরাগ শূন্য হওয়া, ইহা চিন্তা করিতেও কষ্ট হয়। বরং প্রাণের বিয়োগ সহজ, সেই প্রেমের বিচ্ছেদ বিষম ব্যাপার! তোমার প্রতি যে প্রেম সমর্পিত আছে তাহা হইতে আমাকে কে অনুযোগ করিয়া নিবৃত্ত করিবে? সমুদায় জগৎ ভ্রমণ করিলাম, কোথাও তোমার ন্যায় মনোহর মূর্ত্তি ও সুন্দর প্রকৃতি দেখিলামনা। হে সৌন্দর্য্য গর্ব্বিণ্! বাহির হও, আমার হৃদয়হারীকে দেখ। তিনি সমুদায় সুন্দর বস্তুর রাজা। প্রিয়তম! যখন আমি তোমার দর্শনে কৃতার্থ হইলাম, তখন ইহা দেখিয়া সেই দর্শনের জন্য জগতের প্রেমিকগণ সকল মায়ারজ্জু ও খল ছেদ করিল। হাফেজ! সেই প্রেমমদিরা দাতাকে সেবা কর, তাঁহার অঞ্চল ধারণ কর, অন্য সমুদায় আসক্তি পরিত্যাগ কর।

সহস্র শত্রু যদি আমাকে বধ করিতে আসে, যখন তুমি আমার বন্ধু ভয় করিব না। তোমার দর্শনের আশাই আমাকে জীবিত রাখে। নতুবা প্রতি মুহূর্ত্তেই বিচ্ছেদ যন্ত্রণায় মৃত্যুর ভয় হয়। তোমার ধ্যান মননে আমার দুই চক্ষে নিদ্রা নাই। তোমার বিরহক্লেশে ধৈর্য্য বিচূর্ণ হইয়া যায়। যদি তুমি আঘাত কর, তাহা অন্যের ঔষধ বিলেপন অপেক্ষা সুখকর, তুমি যদি বিষ দাও, অন্যের প্রদত্ত বিষঘ্ন ভেষজ অপেক্ষা শ্রেয়স্কর। সকল চক্ষু তোমার প্রকৃত লাবণ্য কি প্রকারে দেখিবে? সকলে যাহা কল্পনা করে তাহা অপেক্ষা তুমি সুন্দর। যদি আমাকে খড়্গের আঘাত কর, আমি ফিরিয়া যাইব না, মস্তককে ঢাল করিব। হাফেজ! সেই সময়ই তুমি মনুষ্যের চক্ষে প্রিয় হইবে যখন প্রিয়তমের দ্বারের মৃত্তিকাতে এই হীন মস্তককে সর্ব্বদা প্রণত রাখিবে।

মওলানা রোম হইতে গৃহীত।

এরূপ এক ঋষি সম্প্রদায় আছেন যাঁহারা

কষ্ট বিপদ কালে প্রার্থনাতে বিমুখ থাকেন। তাঁহারা ঈশ্বরের ইচ্ছার অধীন, আজ্ঞার অনুবর্ত্তী। তাঁহার ইচ্ছার বিপরীত প্রার্থনা করা অপরাধ মনে-করেন, তাঁহারা জানেন বিপদ দুঃখ তাঁহারই ইচ্ছায় হয়। ঈশ্বরের ইচ্ছার অনুবর্ত্তী হইতেই তাঁহারা অধিক সন্তুষ্ট। ঈশ্বরের প্রেরিত সেই বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ প্রার্থনা করা মহা অধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করেন। উক্ত বিশ্বাসের দ্বারা তাঁহাদের অন্তর এরূপ প্রযুক্ত যে, তাঁহারা কখন শোকের ম্লান বস্ত্র পরিধান করেন না। যাহাই হউক, তাহাতেই তাঁহারা আহ্লাদিত, তাঁহাদের নিকটে অগ্নি অমৃত জল, মুখে বিষ শর্করা, পথে প্রস্তর খণ্ড মাণিক্য। শুভ অশুভ সমুদায়ই তাঁহাদের নিকটে তুল্য। ইহা কিসে হয়? উচ্চ বিশ্বাস দ্বারা।

মুসলমান সাধক সাদির উক্তি ব্রহ্মস্বরূপ।

তিনি বিশ্বের প্রতিপালক ও প্রাণের সৃষ্টা, মহাজ্ঞানী, রসনাতে বাক্যের রচয়িতা। প্রভু, দাতা, দানহীনের আশ্রয়, কৃপাময়, পাপমোচয়িতা, অনুতপ্ত বৎসল। যে ব্যক্তি তাঁহার দ্বার ছাড়িয়া যায়, সে অন্য কোন দ্বারে সমাদর পায় না। তাঁহার মন্দিরে মহোন্নত রাজাদিগেরও মস্তক অবনত। তিনি অধৈর্য্য হইয়া অবাধ্যকে আক্রমণ করেন না, অনুতপ্তকে নির্দ্দয় হইয়া তাড়াইয়া দেন না। পাপাচরণে তাঁহার রুদ্র-মূর্ত্তি, আবার পাপ পথ পরিত্যাগ করিয়া ফিরিয়া আইস, তিনি প্রসন্ন। সন্তান অবাধ্য হইলে পিতা নিঃসন্দেহ তাহার প্রতি রাগ করেন, আত্মীয়ের প্রতি প্রসন্ন না থাকিলে আত্মীয়জন পর বলিয়া দূর করিয়া দেয়, ভৃত্য সেবাতে অনিপুণ হইলে প্রভু তাহাকে ভাল বাসেন না, বন্ধুর প্রতি বন্ধুতা প্রদর্শন না করিলে বন্ধু দূরে চলিয়া যান, সেনা আজ্ঞা পালন না করিলে সেনাপতি তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট হন। কিন্তু দ্যুলোক ও ভূলোকের রাজা অবাধ্য দেখিয়া কাহাকেও জীবিকাচ্যুত করেন নাই। এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব একটী ধূলি কণিকার ন্যায় তাঁহার জ্ঞান সমুদ্রে ভাসিতেছে। তিনি প্রজার অপরাধ দেখেন, অথচ শান্তভাবে বিরাজ করেন। ভূমণ্ডল তাঁহার সদাব্রত ভাণ্ডার, শত্রু মিত্র সকলেই এখানে আহার পাইতেছে। যদি তিনি অত্যাচারের পথ আশ্রয় করিতেন, কে তাঁহার ক্রোধানল হইতে রক্ষা পাইত? তাঁহার স্বরূপে কোনরূপ কলঙ্কারোপ হইতে পারে না। তাঁহার রাজ্যে কোন অভাব নাই, মনুষ্য পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ ও আর আর সমুদায় পদার্থ তাঁহারই আস্থাবহ। তিনি জগতে এরূপ প্রসারিত অন্নপাত্র স্থাপিত করিয়াছেন যে সিমোরগ পক্ষী মহাপ্রান্তরে থাকিয়াও আহার পাইতেছে। তিনি অন্নদাতা, কর্ম্মঠ, প্রজা প্রতিপালক, নিগূঢ়দর্শী। তিনি এই সুবিশাল বিশ্বের পুরাতন রাজা, মহৈশ্বর্য্যবান্। আমিত্ব ও গর্ব্ব তাঁহাকেই শোভা পায়। তিনি কাহাকে গৌরবের সিংহাসন প্রদান করিয়াছেন, কাহাকে বা ভূমিতলে বসাইয়াছেন, সৌভাগ্যের মুকুট কাহার মস্তকে, দুর্ভাগ্যের কম্বল কাহার স্কন্ধে রাখিয়াছেন। তিনি গুপ্ত পাপ সকল দর্শন করেন, যখন দণ্ডাস্ত্র উত্তোলন করেন, দেবগণও মহাভয়ে স্তব্ধ হয়। যদি দান করিবেন বলিয়া নিমন্ত্রণ ঘোষণা করেন, আজাজিল নামক দৈত্যও গ্রহণার্থী হয়। তাঁহার মহোচ্চ পুণ্য সিংহাসনের নিকটে মহাজনগণ মহত্ত্বের গৌরব পরিত্যাগ করেন। তিনি দানশীল, নিরাশ্রয়ের বন্ধু, প্রাণীর প্রার্থনা পূর্ণকারী, তিনি ভবিষ্যদ্দর্শী, নিগূঢ়তত্ত্ববিদ, আপন শক্তিতে ভূলোক ও দ্যুলোকের রক্ষক পরলোকের প্রভু। যে সাধক তাঁহার নিকটে অভয় পাইয়াছেন, তাঁহাকে কেহ পরাজয় করিতে পারে না। তাঁহার আদেশের উপরে কাহারও অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করার ক্ষমতা নাই। তিনি পুণ্যকর্ম্মা, পুণ্যদর্শী। তিনি জরায়ু কোষে অপূর্ব্ব মানব দেহের, নীল প্রস্তর গর্ভে উজ্জ্বল মাণিক্যের, হরিদ্বর্ণ তরু শাখায় মনোহর লোহিত

পুষ্পের সৃষ্টি করেন। তিনি সূর্য্য চন্দ্রমাকে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে প্রেরণ করেন, কোন জ্ঞান কৌশল তাঁহার নিকট প্রচ্ছন্ন নয়, ব্যক্ত অব্যক্ত তাঁহার নিকটে তুল্য। তিনি সর্প পিপীলিকা ও অন্য অন্য দুর্ব্বল জন্তুদিগকে আহার দিতেছেন। শরীর ছিল না তাঁহার আদেশে হইল, তিনি ভিন্ন অসৎকে কে সৎ করিতে পারে? বিশ্বসংসার তাঁহার স্তুতি বন্দনাতে সম্মিলিত, কিন্তু তাঁহার মহিমার তত্ত্ব জানিতে যাইয়া সকলেই পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িল। মনুষ্য-জ্ঞান তাঁহার গুণের অন্ত পাইল না। চক্ষু তাঁহার সৌন্দর্য্যের পার প্রাপ্ত হইল না। ব্রহ্মস্বরূপ রূপ উচ্চ আকাশে চিন্তা পক্ষী উড়িতে পারিল না। বুদ্ধি হস্ত প্রসারণ করিয়া তাঁহার মহিমার অঞ্চল ধরিতে অক্ষম হইল। তাঁহার স্বরূপ রূপ মহাসাগরে সহস্র সহস্র কল্পনা পোত চলিল, কূল পাইল না। রজনীর নিস্তব্ধতার মধ্যে বসিয়া এই অকূল সাগরের বিষয় ধ্যান করিতে লাগিলাম, শ্রান্তি আসিয়া আমার হস্ত ধারণ করিয়া বলিল, সাদি! নিবৃত্ত হও, ঈশ্বরের স্বরূপ রূপ সমুদ্র অতলস্পর্শ, তোমার চিন্তা সেখানে যাইবে না, না কল্পনা স্বরূপের কণিকা স্থির করিতে পারে, না অনুভূতি মহিমার অন্ত পাইতে পারে। তুমি পণ্ডিতের জ্ঞান বুদ্ধির পরিমাণ করিতে পার, অনন্ত অদ্বিতীয় ঈশ্বরকে কিরূপে জানিবে? অনেক যাত্রিক অশ্বচালন করিয়াছেন, সেখানে পঁহুছিতে পারেন নাই। যে যাত্রিক সে রাজ্যের অনুসন্ধান পাইয়াছেন, তিনি প্রত্যাবর্ত্তনের দ্বার একেবারে বন্ধ করিয়াছেন। সেই সভাতে যাঁহাকে পান পাত্র দেওয়া হইয়াছে, তাঁহাকে সংসার-বিস্মৃতির সুরা প্রদত্ত হইয়াছে। এক পক্ষীর চক্ষু অন্ধ, অপর পক্ষীর পক্ষ দগ্ধ। এক জন স্বর্গীয় ভাণ্ডারের পথ পাইল না, একজন তাহা পাইল, ফিরিয়া আসিতে পারিল না।

পাঠ সমাপনান্তে কএকটী বন্ধু প্রার্থনা করিলেন তার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীত হইল। সন্ধ্যার প্রাক্ কালে শ্রীযুক্ত বাবু ঠাকুরদাস সেন প্রেমোন্মত্ততা বিষয়ে একটী বক্তৃতা পাঠ করিলেন। পরে সকলে দণ্ডায়মান হইয়া সঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তখন উৎসবের পরিবর্দ্ধিত উৎসাহানল নাম গানে এবং শ্রবণে আরও সমুজ্জ্বলিত হইল। তৎপর সায়ং কালীন উপাসনা।

সমাধি সঙ্গীত।

রাগিণী জয় জয়ন্তী—তাল চৌতাল।

সেই অপরূপ, সৎস্বরূপ, চিদানন্দ ব্রহ্মরূপ, কর ধ্যান ওরে মন হইবে ধন্য পূর্ণ কাম।

ছাড়ি মোহ কোলাহল, অদৃশ্য ব্রহ্মাণ্ডে চল, বিশ্বাস অচল শিরে কর ধীরে আরোহণ।

নিভৃত শান্তি কান্তারে, প্রেম প্রস্রবণ তীরে, গভীর ভক্তি কন্দরে পাবে তাঁর দরশন; অতি সুন্দর সে স্থান, পুণ্যালোকে দীপ্ত মান, যোগী জন পরমানন্দে করেন যথা যোগ ধ্যান।

উপকৃত আশালব্ধ পাপীর মনের কথা।

দয়াময় পিতা, আমি তোমার শ্রীচরণে চির দিনের জন্য আত্মবিক্রয় করিয়াছি কিন্তু কিছু দিনের জন্য তাহা বন্ধক দিই নাই। যাহা একবার এ দাসকে তুমি তোমার পদে উৎসর্গ করিতে দিয়াছ তাহা কি আর সে কখন ফিরিয়া লইতে পারে? ফিরিয়া লইবেই বা কেন? লইয়া কি করিবে? দীনবৎসল, প্রাণসখা, তোমাকে সর্ব্বস্ব দিয়া বিশ্বাস হয়; কেন না আমি যেমন আমাকে ভালবাসি, এবং আমার মঙ্গল অন্বেষণ করি তুমি তদপেক্ষা আমাকে অনন্ত গুণে ভালবাস এবং আমার কল্যাণ চিন্তা কর। তবে হে হৃদয়নাথ! কি জন্য আমি তোমাকে অবিশ্বাস করিব? আমি বুঝিয়াছি যে আমি একাকী নহি; যখন আমি তোমাকে না দেখিতে পাইয়া দুঃখে ক্রন্দন করিয়াছি তখনও তুমি আমার অতি নিকটে ছিলে; তুমি যদি নিকটে না ছিলে তবে আমি বাঁচিয়া ছিলাম কি রূপে? তবে আমি কতবার তোমাকে দেখিয়াছি। যদি না দেখিতে পাইতাম তাহা হইলে আমি সংসার অন্ধকারে কি একা থাকিতে পারিতাম? হে দেব! তুমি আমার বল শক্তি,

তুমিই আমার জীবনের অন্ন পান। তুমি সর্ব্বদা আমাকে পরিপোষণ কর বলিয়া আমি জীবিত থাকি। আমি তোমার কথা শুনিব না তো আর কার কথা শুনিব? তুমি জীবন দাতা তোমার উপর নির্ভর করিব না তো আর কাহার উপর নির্ভর করিব? চল,তুমি আমাকে যেখানে লইয়া যাইবে আমি সেই খানেই যাইব, যাহা করিতে বলিবে তাহাই করিব। তোমার হাতে প্রাণ দিব তাহাতে আর ভাবনা কি? তোমার সঙ্গে যাইব তাহাতে আর ভয়ই বা কি? হে পরমোপকারী বন্ধু, তুমি আমার যে উপকার করিয়াছ অন্য ভাল লোক হইলে আরও কতদিন পূর্ব্বে সে তোমাকে আত্মবিক্রয় করিত। আমি নিশ্চয় বুঝিলাম যে তোমার আদেশ মত চলিলে ঘোর দুঃখের মধ্যেও আমি সুখ পাইব। আমি শুভক্ষণে তোমার মুখ বিনিঃসৃত অমৃতময় আশা বাক্য শুনিয়াছি যে, আমার হৃদয়ের উচ্চ অভিলাষ তুমি পূর্ণ করিবে,কারণ তুমি নিজেই তাহা প্রেরণ করিয়াছ। যদি আশা না পাইতাম তবে কি বলিতে সাহস হইত যে "তুমি যাহা বলিবে আমি তাহাই করিব?" আমি জানি যে তুমি আমার অমঙ্গল কখনই করিতে পার না, প্রীতি এবং দয়াতেই তোমার আনন্দ, তাই আনন্দ এবং উৎসাহের সহিত নির্ভয়ে বলিতেছি "তুমি যথায় লইয়া যাইবে আমি তথায় যাইব।" দীননাথ! এই দুর্ব্বল অধম সন্তানকে তুমি যে পবিত্র সংকল্প সাধনে উদ্‌যুক্ত করিয়াছ তাহাতে কবে কৃতকার্য্য হইব তাই এখন বলিয়া দাও শুনিয়া আশাপূর্ণ মনে সেই শুভদিনের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকি। প্রণাম করিতেছি হে পরম পিতা! আশীর্ব্বাদ হস্ত একবার মস্তকের উপর সংস্থাপন কর প্রাণ শীতল হউক।

সন্ধ্যার উপাসনার গাম্ভীর্য্য এবং মিষ্টতা অনির্ব্বচনীয়। এ সম্বন্ধে আর আমাদের কিছু বলিবার নাই কেবল বক্তৃতাটী এখানে তুলিয়া দেওয়া যাইতেছে প্রেমিক জন বুঝিয়া লইবেন।

মনুষ্য ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মজীবনের আরম্ভে কত সুখ, কত উন্নতি তাহা বুঝিতে পারেন। পশুত্ব বিনাশ করিয়া ধর্ম্মের সুখাস্বাদ করা কত সৌভাগ্য তাহা অনুভব করেন; কিন্তু যতদিন না তাঁহার হৃদয় প্রেমে মত্ত হয়, ততদিন তিনি ধর্ম্মের নিগূঢ় বিশুদ্ধতম কূপে প্রবেশ করিতে পারেন না। যতদিন সাধক ঈশ্বরের প্রেমে প্রমত্ত না হন, ততদিন তিনি ধার্ম্মিক হইতে পারেন; কিন্তু তাঁহার উপর বিশ্বাস রাখিতে পারি না। কত ব্রাহ্মজীবনের প্রথম বিভাগে উল্লাসের ব্যাপার দেখিতে পাই, কিন্তু মনুষ্য পশুত্ব ত্যাগ করিয়া কি আবার পশু হইতে পারে না? ধর্ম্মের উচ্চাবস্থা প্রাপ্ত হইলেও তাহা হইতে পতন সম্ভব। এই জন্য প্রকৃত সাধক সেই স্থানে উপস্থিত হন যেখানে পতন অসম্ভব। মনুষ্য ঈশ্বর প্রীতিতে ক্রমাগত উন্নত হইয়া যতদিন না মত্ত হইয়া যায় ততদিন পতনের সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু যেখানে প্রমত্ততা মনুষ্যকে উন্মাদ প্রায় করিয়া তুলিল, সেখানে আর তাহার নিজের কর্তৃত্ব রহিল না, সে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের অধীন হইল। তখন কেবল যে তাহার পশু জীবন গিয়াছে তাহা নহে, কিন্তু তাহার অন্তর দয়াল নামরসে মত্ত হইয়াছে। বস্তুতঃ হৃদয়ের ভিতরে ব্রহ্মনামের প্রমত্ততা না জন্মিলে ভক্তশ্রেণী মধ্যে পরিগণিত হইতে পারি না। নামের ভিতর যে গভীর মধুর রস আছে তাহা পান করিয়া উন্মত্ত না হইলে কেহই সম্পূর্ণরূপে পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারে না। প্রমত্ত ভক্ত যিনি তিনি আপনার ইচ্ছাকে ঈশ্বরের হস্তে বিক্রয় করিয়াছেন। তাঁহার স্বাধীন ইচ্ছার প্রতাপ, আপনার কর্তৃত্বের গৌরব, এবং তাঁহার সকল প্রকার দুষ্প্রবৃত্তি বিনষ্ট হইয়াছে। নিকৃষ্ট ব্যক্তিরা যেমন মাদক দ্রব্যের বশীভূত হইয়া আপনার উপরে আপনার কর্তৃত্ব রাখিতে পারে না, সেই রূপ যে সকল সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভক্ত স্বর্গের মাদক দ্রব্য সেবন করেন তাঁহারা এমনই ঈশ্বরপ্রেমরসোন্মত্ত, এবং মুগ্ধ হইয়াছেন যে ইচ্ছা করিলেও তাঁহারা পাপ করিতে পারেন না। ব্রহ্মভক্তের পতন নাই, যতই তিনি ব্রহ্মরস পান করেন ততই তাঁহার পানেচ্ছা বৃদ্ধি হয়; অগ্নিতে ক্রমাগত ঘৃত ঢালিলে যেমন উহার শিখা আরও প্রজ্বলিত হয়, সেই রূপ ভক্ত যতই নামরস পান করেন ততই তাঁহার স্পৃহা বলবতী হয়। পৃথিবীর জঘন্য চরিত্র পানাসক্ত ভ্রাতাদিগের জীবনে ইহার দৃষ্টান্ত আছে। ভক্তের আত্মা ঈশ্বরের প্রেমসুরাপান ব্যতীত কখনই থাকিতে পারে না। আত্মার গভীরতম স্পৃহা চরিতার্থ হইবে ব্রহ্মসুরা পানে। সুরার হাতে যে জীবন সমর্পণ করে সে ক্রমাগত গভীর হইতে গভীরতর পাপ নরক সাগরে ডুবিল। কিন্তু ভক্ত যে সুরা পান করিতে লাগিলেন, তাহাতে ক্রমাগত তাঁহার উর্দ্ধগতি হইতে লাগিল। তাহাতে ভক্তের প্রকৃতি দিন দিন উন্নততর হইতে লাগিল। যে ব্যক্তি পাপের ইচ্ছা করে সে পাপকে ছাড়িতে চাহিলেও পাপ তাহাকে ছাড়ে না। তেমনই ভক্তি রস আজ যাহা পান করিয়াছি তাহা তো কাল ভুলিতে পারিব না; যতই সেই রস পান করিব ততই আরও রস সাগরে ডুবিব। ভক্তের প্রেম, ভক্তের ভক্তি ভক্তের আনন্দ ক্রমাগত বর্দ্ধিত হইবে। আরও একটী উপমা দেখ। সুরাপায়ীরা যে সময়ে সুরা পান করে, সেই সময় উপস্থিত হইলেই তাহাদের লালসা উত্তেজিত হয়। এই সময়ে সেই স্পৃহা চরিতার্থ করিবে কে যেন অভ্রান্ত বাক্যে ইহা বলিয়া দিল। দেখ ইহা প্রাকৃতিক নিয়মে হয়। সেই রূপ ভক্তের প্রাণও উপাসনার সময় উপস্থিত হইলেই অধীর হইয়া পড়ে। যাঁহারা প্রতিদিন প্রাতঃকালে ঈশ্বরের ভক্তি রস পান করেন, প্রাতঃকাল আসিবা মাত্র সেই রস পান করিবার জন্য তাঁহাদের প্রাণ ব্যাকুলিত হয়। সেই সময়ে ব্রহ্মরস পান না করিলে তাঁহাদের সুখ নাই, তৃপ্তি নাই। ব্রাহ্ম যদি ভক্ত হন তাঁহাকে এই কথা স্বীকার করিতেই হইবে। সহস্র কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলেও ভক্ত তাঁহার প্রাণেশ্বরের উপাসনার সময় ভুলিতে পারেন না। সেই নিয়মিত সময়ে উপাসনা না করিলে ব্রহ্মনাম কীর্ত্তন না করিলে তাঁহার প্রাণে আরাম নাই। সেই উপাসনা স্পৃহাই তাঁহার দীক্ষা গুরু, নেতা, এবং ধর্ম্ম পথের প্রদর্শক। সেই স্পৃহা, সেই মত্ততাই তাঁহার নেতা, সুতরাং তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন। যদিও প্রথমাবস্থায় তিনি ক্ষুদ্র পরিমাণে সেই

রস পান করেন; কিন্তু অনন্ত কাল, এবং অনন্ত উন্নতি তাঁহার সম্মুখে। বস্তুতঃ বলবতী স্পৃহা যত দিন মনুষ্যের সহায় না হয় ততদিন তাহার নিরাপদ হইবার সম্ভাবনা নাই। এই স্পৃহাই ঠিক সময়ে উপাসনা করায়, ঠিক সময়ে ভক্তি, প্রেম, আনন্দ সাগরে নিমগ্ন করে। বল দেখি তোমরা এত দূর চলিয়া গিয়াছ কি না যে তোমাদিগকে আর ইস্ছা করিয়া, কর্ত্তৃত্ব করিয়া উপাসনা করিতে হয় না? ইহা যদি না হইয়া থাকে এই নববর্ষে প্রমত্ততার সাধন আরম্ভ কর। স্পৃহাতে পরিত্রাণ, স্পৃহাতে আনন্দ, ভক্তেরা স্পৃহা দ্বারা উপাসনাতে নিয়োজিত হন। ইহাতেই ভক্তেরা প্রমত্ত হইয়া পড়িয়া আছেন। যখন এই স্পৃহা বলবতী হইবে তখন আপনার ইস্ছা ছাড়িয়া দিলেও বাঁচিব। যাহার এই স্বর্গীয় স্পৃহা জন্মিয়াছে, সে কি বলিতে পারে আমি এক দিন ঈশ্বরপ্রেম রসপানে নিবৃত্ত থাকিতে পারি? সমস্ত দিন পথভ্রমণ করিয়া পথিক প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় দাগ দিয়া লয়, অদ্য এত ক্রোশ চলা হইল, আবার পর দিন প্রাতঃকালে সেই স্থান হইতে নূতন পথে পরিভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। সেই রূপ ক্রমশঃ আমরা উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছি। উপাসনা এক সময় আমাদের যথাসর্ব্বস্ব ছিল। পরে পরিবার সাধন আমাদের যথাসর্ব্বস্ব হইল। কিন্তু সর্ব্বোচ্চ সাধন তাহা যাহা দ্বারা কি বিরলে, কি পরিবার মধ্যে যে খানে থাকি সেখানেই ঈশ্বরকে দেখিয়া সুখী হইতে পারি। যে অবস্থায় প্রমত্ত হইয়া ভিতরে ঈশ্বরকে দেখিব, সেই অবস্থায় প্রমত্ত হইয়া বাহিরেও ভাই ভগ্নীদের মধ্যে তাঁহাকেই দেখিব। যখন আমাদিগকে এরূপ প্রমত্ত দেখিবে, তখন পৃথিবী বলিবে এ সমুদয় লোককে আর তর্ক কিম্বা কোন প্রলোভন দ্বারা কেহই ফিরাইতে পারিবে না। ইহারা আপনাদের আপনারা নহে, ইহারা পরের আপনারা। এই প্রকারে পৃথিবীও প্রমত্ত সাধকদিগকে চিনিয়া লইবে। পৃথিবী বলিবে শত্রুদিগের সাধ্য নাই ইহাদিগকে পরাস্ত করে। মার, কাট, ইহাদের চাঞ্চল্য নাই। ইহারা ঈশ্বরের প্রেমে এমনই উন্মত্ত যে আপনাদের স্বর্গ আপনারা করিয়া তাহার ভিতরে বসিয়া আছে। বৃথা আক্রমণ আর ভক্তকে ক্লেশ দিতে পারে না। তোমাদের মন যদি স্তুতি নিন্দাতে বিচলিত হয় তোমরা প্রেমমদ পান কর নাই। যে ব্রহ্মপ্রেমে পাগল তাহাকে কি পৃথিবীর বস্তু আকর্ষণ করিতে পারে? তাহার প্রাণ আস্বাদ করে ব্রহ্মকে, তাহার চক্ষু বাহিরে; কিন্তু তাহা বাহিরের বস্তু দেখিতেছে না, সেই চক্ষু ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য দেখিতেছে, তাহার কর্ণ বাহিরে; কিন্তু তাহা বাহিরের কোন শব্দ শুনিতেছে না, তবে শুনিতেছে কি? ঈশ্বরের কথা। তাহার হস্ত বাহিরে, কিন্তু তাহা বাহিরের কোন কার্য্য করিতেছে না। তবে কি করিতেছে? ঈশ্বরের পদ সেবা। পৃথিবী সম্পর্কে সে স্পন্দহীন, মৃতবৎ। শত্রু! মিত্র! এ ব্যক্তির উপর তোমাদের কোন ক্ষমতা নাই, পরাস্ত হইয়াছ বলিয়া চলিয়া যাও। বাতুলের সঙ্গে যুক্তি করা বিফল তবে কেন আর বিশ্বাসী ভক্তকে নির্য্যাতন কর। যে দিন প্রমত্ততার অবস্থা হইবে সে দিন এ সকল ব্যাপার দেখিবে; কিন্তু দুঃখের কথা, এখনও ব্রাহ্মসমাজে সেই অবস্থা হয় নাই। যে দিন হইবে সেই দিন তোমাদের আচরণে, তোমাদের ব্যবহারে তাহা বুঝিতে পারিবে। এই নববর্ষে প্রমত্ততা সাধন কর। উপাসনা করিয়া সুখী হইলে, আরও উপাসনা কর; গানে মত্ত হইলে আরও গান কর; ঈশ্বর চিন্তায় মন সজীব হইল আরও চিন্তা কর। বাহিরের উৎসব শেষ হইবে; কিন্তু অন্তরের উৎসবের আলোক কে শেষ করে? বাহিরের বন্ধু আর সঙ্গীত করিবেন না; কিন্তু তাহা বলিয়া কি ভিতরের পক্ষীগণ আর গান করিবে না? অন্তরে যে উৎসব আরম্ভ হইয়াছে অনন্ত কালে তাহা ফুরাইবে না। সত্য বটে ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলিয়া গিয়া অনেক সময় আমরা ব্রহ্মরস পানে প্রমত্ত হইয়াছি: কিন্তু আরও কি উত্তরোত্তর অধিকতর পান করিবার জন্য লালায়িত হইব না? বাহিরে বন্ধুগণ বিদায় লন; কিন্তু ভিতরে হৃদয় রাজ্যের উৎসব ছাড়িয়া কি তাঁহারা দূরে যাইতে পারেন? বিচ্ছেদ হয় হউক, বিচ্ছেদের পর মিলন মিষ্টতর হইবে। যে ব্রহ্মরস পান করিয়াছ, তাহা কি আর ভুলিতে পার? ছাড় তবে সংসারের মদ পান। নানা প্রকার মান মর্য্যাদা, কাম, অহঙ্কার, স্বার্থপরতা ইত্যাদি মদ গরল বলিয়া ছাড়। এ সমুদয় মদ পশুরা পান করে। ব্রহ্মসন্তান! সে মদ তোমার জন্য যাহা হইতে আর উচ্চতর মধুরতর কিছুই নাই। এই ব্রহ্মমন্দিরের উৎসবে সেই অমৃত উঠিয়াছে যাহা আমরা অনন্ত কাল পান করিব। ইহা পান করিয়া আমরা মাতিব এবং জগৎকে মাতাইব। দয়াল পিতা আশীর্ব্বাদ করুন যেন এই ভক্তির প্রমত্ত অবস্থা আমাদের শরীর মনের ভূষণ হয়।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের বাৎসরিক বিবরণ।

বিগত ব্রাহ্মসম্বৎসর একটী গুরুতর ঘটনাপূর্ণ বৎসর। এক দিকে সাধনের উচ্চতর বিধি ও প্রণালী সম্বন্ধে যেমন অনেক উন্নতিশীল পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইয়াছে, অপর দিকে ব্রাহ্মগণের সাংসারিক জীবনের সহিত ঐ সমস্ত বিধানের ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইয়া অনেক সারগ্রাহী সাধককে বিশেষ পরীক্ষা এবং শিক্ষণীয় অবস্থার মধ্য দিয়া আনয়ন করিয়াছে। একটী বৎসরকাল ব্রাহ্মসমাজের উপর দিয়া অতি ভয়ঙ্কর বাত্যা চলিয়া গিয়াছে। মহা সমারোহের সহিত চতুশ্চত্বারিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়া গেল, প্রেমপরিবার সাধনের বিশেষ বিধান বিধিমত প্রকারে প্রচারিত হইল, আনন্দ উৎসাহে সকলেরই হৃদপদ্ম বিকসিত হইল, কিন্তু হৃদয়ের একটী গুপ্ত স্থানে যে পাপ লুক্কায়িত ছিল তাহার প্রতি কাহার দৃষ্টি পড়িল না। অল্প কয়েক মাস পরে সেই জন্য এক হৃদয় বিদারক ঘটনা সংঘটিত হইয়া সকলের মনকে বিক্ষিপ্ত করিল। ইহা দ্বারা বন্ধুবিচ্ছেদ, ভ্রাতৃবিরোধ উপস্থিত হইয়া অনেকের অনিষ্ট সাধন করিয়াছে। গৃহবিবাদানলে পতিত হইয়া ব্রাহ্মগণ আপনাদের বক্ষ আপনারা অস্ত্রাঘাত করিলেন, দলভ্রষ্ট হইয়া কাহার বা হৃদয় কঠোর এবং মন দুর্ব্বল হইয়া পড়িল, কেহ কেহ যেমন প্রবল উদ্যমের সহিত উচ্চ স্থানে উঠিতেছিলেন তেমনি জোরের সহিত নিম্নে পতিত হইলেন। তাঁহারা পূর্ব্বে এক সময় যে সকল সত্যকে পরিত্রাণ লাভের অমোঘ সহায় বলিতেন পরে তাহাদিগকেই আবার অবিশ্বাস করিতে লাগিলেন। যাঁহারা পলায়নের সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন তাঁহারা এই অবসরে পলায়ন করিলেন। এমন সকল অপ্রত্যাশিত স্থানে এ আন্দোলন প্রবেশ করিয়াছিল যে, তাহা এখন স্মরণ করিলে হৃদয় ব্যথিত হয়। ব্রাহ্ম অব্রাহ্ম উভয়ের দ্বারাই গত বৎসর ব্রাহ্মসমাজকে বহু অত্যাচার সহ্য করিতে হইয়াছে। বিবাদ তরঙ্গ কিঞ্চিৎ শান্তভাব ধারণ করিলে পুনরায় আমরা জীবন তরণী ভাসাইব বলিয়া আশাপথ চাহিয়া রহিয়াছি। সুখের বিষয় এই যে এই সমস্ত আন্দোলনের মধ্যেও সাধনের পন্থা অনেক পরিষ্কার

হইয়া উঠিয়াছে এবং অনেক গভীর সত্য আবিষ্কৃত হইয়া প্রচার কার্য্যের যথেষ্ট সুবিধা করিয়া দিয়াছে। নাগরিক আন্দোলন বিদেশের কার্য্যের বিশেষ কোন ব্যাঘাত জন্মাইতে পারে নাই।

৯ই মাঘ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পর ব্রহ্মমন্দিরে ব্রাহ্মদিগের এক সাধারণ সভা হয়, শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই সভার সার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং প্রচার বৃত্তান্ত এই স্থলে প্রকাশিত হইল।

গত বৎসর যে ১৮ জন প্রচারকের নাম লিখিত হয় তন্মধ্যে আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত শ্রীধরআলু নাইডু উৎসবের অল্প দিন পরেই পরলোক গমন করিয়াছেন। এবং বেহার দেশ বাসী শ্রীযুক্ত বাবু বেনোয়ারি লাল ঋণ দায়গ্রস্ত হইয়া রাজসেবায় নিযুক্ত হইয়াছেন। বেনোয়ারি বাবু প্রচারব্রত পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুনঃরায় চাকরী করিতেছেন শুনিয়া আমরা বিশেষ দুঃখিত আছি। দয়াময় ঈশ্বর তাঁহার ভ্রম বুঝাইয়া দিন এবং তাঁহাকে পতনের অবস্থা হইতে রক্ষা করুন। তাঁহার প্রতিজ্ঞা পালনে শিথিলতা, এবং উন্নত ব্রতসাধনে চঞ্চলতা দর্শন করিয়া আমরা বন্ধুভাবে তাঁহাকে অনুযোগ করিতে বাধ্য হইলাম। যাঁহারা সমস্ত জীবন এ কার্য্যে উৎসর্গ করিতে না পারিবেন তাঁহারা সাময়িক উত্তেজনায় বশীভূত হইয়া যেন ইহাতে কখন প্রবৃত্ত না হন।

গত বর্ষে সর্ব্বশুদ্ধ ৭,৮৬৬৶১০ আনা আয়, তাহার মধ্যে ৬৪৮০৶৫ ব্যয় বাদে অবশিষ্ট টাকা ঋণ পরিশোধ। প্রচার কার্য্যালয় এখনও ৭০০ টাকা ঋণগ্রস্ত। গত বর্ষে প্রচারক পরিবারের জীবিকা নির্ব্বাহ জন্য একটী সভা হয়; ইহার সম্পাদক আমাদের প্রিয় বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু দুকড়ি ঘোষ প্রচার কার্য্যালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহ এবং ঋণ পরিশোধের জন্য বহু আয়াসে নানা স্থান হইতে অর্থ সংগ্রহ করেন। লণ্ডননগর বাসিনী আমাদের মাননীয়া ভগ্নী শ্রীমতী কুমারী কলেট আপন ইচ্ছায় চাঁদা সংগ্রহ করিয়া ৭২৫ টাকা প্রেরণ করেন। প্রচার কার্য্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মিত্র তাঁহাদিগের এবং অন্যান্য দাতাদিগের নাম উল্লেখ করিয়া বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন। এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকেও ধন্যবাদ দিয়াছেন।

—প্রচার বিবরণ শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় অধিকাংশ সময় কলিকাতায় অবস্থান করিয়া ব্রহ্মমন্দিরে আচার্য্যের কার্য্য, সঙ্গতসভার আলোচনা, উপাসকসভার সভাপতিত্ব, সংবাদ পত্রে প্রবন্ধ লেখা, প্রধান রাজপুরুষদিগের সঙ্গে সদালাপ এবং সাক্ষাৎ, প্রতিদিনের উপাসনা, পুস্তক মুদ্রাঙ্কন প্রভৃতি এখানকার এই সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। অতিরিক্ত পরিশ্রম প্রযুক্ত মস্তকের পীড়ায় কাতর হইয়া অনেক সময় তাঁহাকে কার্য্য বন্দ করিতে হইয়াছিল। শরীর আরোগ্যের জন্য হাজারীবাগ গমন করিয়া তথাকার ব্রাহ্মসমাজে উপাসনাদি করেন। অল্প কালের জন্য কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া মুঙ্গের, বাঁকিপুর, এলাহাবাদ, এবং ইণ্ডোরে গিয়া ছিলেন। তাঁহার আগমনে ইণ্ডোরের মহারাজা এবং তাঁহার প্রধান মন্ত্রি সার মাধব রায়ের সহিত বিশেষ বন্ধুতা হইয়াছে। তথায় পাঁচ দিন তিনি ছিলেন। পাঁচ দিনই ইংরাজিতে বক্তৃতা এবং উপাসনাদি হইয়াছিল। আরও কএকটা ভারতবর্ষের স্বাধীন রাজার সহিত ব্রাহ্মসমাজের সহানুভূতি হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার গত চৈত্র মাসে ইয়ুরোপে গমন করেন অগ্রহায়ণ মাসে তথা হইতে ফিরিয়া আসেন। এই দীর্ঘকাল তিনি ইংলণ্ড স্কটলণ্ড জার্ম্মনি প্রভৃতি প্রসিদ্ধ স্থান সমূহ ভ্রমণ করিয়া তদ্দেশের বিখ্যাত জ্ঞানী এবং ধার্ম্মিক ব্যক্তিদিগের সহিত বিবিধ বিষয়ে সদালাপ করেন, এবং এক শত সভায় বক্তারূপে উপস্থিত থাকিয়া সর্ব্বশুদ্ধ পঞ্চাশ সহস্র লোকের নিকট ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। সে দেশের একেশ্বরবাদী এবং উদার খৃষ্টীয়ান সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁহাকে বিশেষ সম্মানের সহিত গ্রহণ করিয়াছিল। আমেরিকা যাইবার জন্য তিনি নিমন্ত্রিত হন কিন্তু নানা কারণে তাহা রক্ষা করিতে পারেন নাই।

শ্রীযুক্ত অমৃত লাল বসু রাণীগঞ্জ, গয়া, জব্বলপুর, বাঁকিপুর প্রভৃতি কতিপয় স্থান পরিদর্শন করিয়া মান্দ্রাজ প্রদেশে গমন করেন। ম্যাঙ্গালোর এবং ব্যাঙ্গালোর এই দুইটী স্থান তাঁহার প্রধান কার্য্যক্ষেত্র ছিল। ব্যাঙ্গালোর নগরে তাঁহার ইংরাজি বক্তৃতা শুনিবার জন্য ৬।৭ শত লোক একত্রিত হইত। ম্যাঙ্গালোরে তিনি সপরিবারে কিছু কাল ছিলেন। সেখানকার মেঃ আরাছাপা এক জন ব্রাহ্ম, প্রচার কার্য্যের সহায়তা এবং প্রচারক পরিবারের ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য প্রায় এক সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়াছেন। ব্যাঙ্গালোর নগরে তিনটী সমাজ আছে তন্মধ্যে একটী সৈনিক নিবাসে। প্রায় ত্রিশ জন সৈন্য এবং শুবেদার হাওয়ালদার এ সভার সভ্য। তাঁহাদের ফটোগ্রাফ এক খানি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। সৈন্য ব্রাহ্ম ভ্রাতাদিগের সুদীর্ঘ কলেবর এবং উৎসাহ পূর্ণ মুখশ্রী অবলোকনে আমরা বড় আহ্লাদিত হইয়াছি। ব্যাঙ্গালোরে শারস্বত ব্রাহ্মণদিগের একটী এবং বিলোয়ার নামক শূদ্রদিগের একটী এই দুইটী সমাজ আছে। অমৃত বাবু সেখানে প্রতি দিন ও প্রতি সপ্তায় হিন্দি এবং ইংরাজি ভাষায় উপাসনা এবং বক্তৃতা করিতেন। শ্রীযুক্ত কল্যাণপুর ভ্যানকাটা রাও নামক একটী শারস্বত ব্রাহ্মণবংশোদ্ভব যুবা উপবীত পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মসমাজ ভুক্ত হইয়াছেন। তিনি সম্প্রতি এখানে ধর্ম্মশিক্ষা করিতেছেন। অমৃত বাবু অল্প সময়ের জন্য মান্দ্রাজ নগরেও একবার গিয়াছিলেন। আর একটী পল্লী গ্রামে যাইয়া খৃষ্টীয়ান পাদরীর হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া একটী যুবাকে ব্রাহ্ম করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ গুপ্ত বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ সমাজ দর্শন করিয়া মুঙ্গের গমন করেন, তথা হইতে এলাহাবাদে সপরিবারে কিছু কাল বাস করেন। এলাহাবাদকে মধ্যবিন্দু করিয়া তিনি মৃজাপুর, জব্বলপুর, বাঁকিপুর, লক্ষ্ণৌ, কানপুর, বেরেলী, গাজিয়াবাদ, দিল্লী, দেরাডুন প্রভৃতি স্থানে হিন্দুস্থানী এবং বাঙ্গালীদিগের নিকট কার্য্য করিয়াছেন। এক বৎসর কাল উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিতি করিয়া তিনি উর্দ্দু এবং হিন্দি ভাষা শিক্ষা করিয়াছেন, এবং এই দুই ভাষায় সে দেশের লোকদিগের মধ্যে প্রকাশ্য বক্তৃতা এবং কথোপকথন দ্বারা ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। এলাহাবাদস্থ কএকটী ব্রাহ্মপরিবারে ধর্ম্ম এবং জ্ঞান শিক্ষা দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী উৎকট পীড়া নিবন্ধন সমুদায় বৎসর কলিকাতায় ছিলেন। তিনি সুলভ পত্রিকা সম্পাদন করিয়াছেন, মধ্যে মধ্যে ব্রহ্মমন্দিরে এবং কোন কোন শাখা সমাজে উপাসনা কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন, এবং কলিকাতা স্কুলে নীতি শিক্ষা দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য নাথ সান্যাল কলিকাতা অবস্থান কালে পলতলা, বেনেপুকুর, শাঁকারিটোলা সমাজে উপাসনা;

সঙ্গীত সংগ্রহ এবং সঙ্গীপুস্তক মুদ্রাঙ্কন, এক খানি পুস্তকের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত, ধৰ্ম্মতত্ত্ব পত্রিকা সম্পাদন এবং ব্রাহ্ম-সমাজের সঙ্গীত প্রভৃতি কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন। মফস্বলে হাজারিবাগ, পচাম্বা, হুগলি ও বৰ্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত ১৭।১৮ টী পল্লী এবং উপনগর পরিভ্রমণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত দীননাথ মজুমদার কুমার খালী, গৌরনগর, সিলাইদহ, পাবনা প্রভৃতি স্থানে প্রচার করিয়া মুঙ্গের এবং জামালপুর নগরে কিছুকাল অবস্থিত করেন। পর্য্যায়ক্রমে উক্ত দুই স্থানের সমাজে এবং ভিন্ন ভিন্ন ব্রাহ্মপরিবারে বাঙ্গালার এবং হিন্দুস্থানী দিগের জন্য হিন্দিতে বক্তৃতা ও উপাসনা করিতেন। বাঁকিপুর, পচাম্বা, রাণীগঞ্জ রামপুরহাট প্রভৃতি স্থানেও কিছু দিন করিয়াছিলেন। শেষোল্লিখিত স্থানে একটী নূতন সমাজ স্থাপিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র নাথ বসু কলিকাতায় স্ত্রীবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ এবং কোন কোন সমাজের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন। মফস্বলে মান্দ্রাজ, মহীসুর, পুনা, বোম্বে, লাহোর, লুধিয়ানা, অমৃতসর, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, দিল্লী, গাজিপুর, বেলানগর পরিভ্রমণ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ইংরাজি ও হিন্দি ভাষায় উপাসনা ও বক্তৃতা করিয়াছেন। লাহোর নগরে সপরিবারে কিছু কাল অবস্থিতি করিয়া নিয়মিত রূপে তথাকার সমাজের এবং অন্যান্য স্থানে কার্য্য করেন।

শ্রীযুক্ত গৌর গোবিন্দ রায় বগুড়া, রঙ্গপুর, দিনাজপুর, ময়মনসিংহ, কালীগঞ্জ, কুমিল্লা ইত্যাদি স্থানে ভ্রমণ এবং বক্তৃতা ও উপাসনা আলোচনা দ্বারা প্রচার, কলিকাতায় কিছু দিন স্ত্রীবিদ্যালয়ে শিক্ষা দান, মিরার পত্রিকার সহায়তা, সংবাদ পত্রে প্রবন্ধ লিখন এবং ধৰ্ম্ম এবং বিজ্ঞান শাস্ত্র পাঠ প্রভৃতি কার্য্যে ব্রতী ছিলেন।

শ্রীযুক্ত উমানাথ গুপ্ত কিছু দিন ভারত আশ্রমের অধ্যক্ষতা, এবং উপাসনা, কুমারখালী ভ্রমণ, কলিকাতায় মধ্যে মধ্যে ব্রহ্মমন্দিরে এবং কোন কোন স্থানীয় সমাজে উপাসনা, স্ত্রীবিদ্যালয়ে শিক্ষা দান এবং তত্ত্বাবধান, সংবাদ পত্রে প্রবন্ধ লিখন ইত্যাদি কার্য্যে ব্রতী ছিলেন।

শ্রীযুক্ত প্রসন্ন কুমার সেন মিরার যন্ত্রের তত্ত্বাবধান, ব্রাহ্মনিকেতনের অধ্যক্ষতা এবং মধ্যে মধ্যে উপাসনা, আরও দুই একটী সমাজে কিছু দিন নিয়মিত উপাসনা কার্য্যে ব্রতী ছিলেন।

শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মিত্র প্রচারক পরিবারের ভরণ পোষণের ভার নির্ব্বাহ, আশ্রমের অধ্যক্ষতা, প্রচারকার্য্যালয়ের কার্য্য নির্ব্বাহক এবং কএকটী পরিবারে উপাসনা কার্য্যে ব্রতী ছিলেন।

শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন চৌধুরী ব্রহ্মমন্দিরের আচার্য্যের উপদেশ লিখন, কলিকাতা বিদ্যালয়ে নীতি শিক্ষা দান, মিরার পত্রিকার সহায়তা, মধ্যে মধ্যে দুই এক স্থানে উপাসনা কার্য্য নির্ব্বাহ করা প্রভৃতি কার্য্যে ব্রতী ছিলেন।

শ্রীযুক্ত বঙ্গচন্দ্র রায় ঢাকা সমাজের উপাসনা, সঙ্গত সভায় ধৰ্ম্মালোচনা, পারিবারিক নিত্য উপাসনা এবং ধৰ্ম্ম শিক্ষা দান এবং মফস্বলের কোন কোন স্থান ভ্রমণ কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র সেন, মহম্মদীয় ধৰ্ম্ম গ্রন্থ হইতে বাঙ্গালা অনুবাদ, কলিকাতায় স্ত্রী বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্য্য, কোন্নগর ও সিমলা ব্রাহ্মসমাজে কিছু দিন নিয়মিত উপাসনা, এবং ঢাকায় অবস্থিতি কালে "বঙ্গবন্ধু" নামক পত্রিকা সম্পাদন, সংবাদ পত্রে প্রবন্ধ লিখন কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত রাম কুমার ভট্টাচার্য্য প্রায় এক বৎসর কাল উড়িষ্যা প্রদেশে থাকিয়া তথাকার ভিন্ন ভিন্ন স্থান ভ্রমণ করিয়াছেন। তিনি বালেশ্বরে কএক মাস একটী ব্রাহ্মবিদ্যালয় আর একটী সাধারণ বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধান, এবং সমাজে উপাসনা ও উড়িষ্যা ভাষার এক পত্রিকায় ধৰ্ম্ম বিষয়ে প্রবন্ধ লেখা ইত্যাদি কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। কটক, পুরী, ঢেঙ্কানল খুরদা প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করিয়া বক্তৃতা ও উপাসনা করিয়াছেন। ঢেন্‌কানলের রাজা তাঁহাকে বিশেষ সম্মানের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রাসাদে উপাসনা হইয়াছিল।

সংক্ষেপে প্রচারকদিগের গত বর্ষের কার্য্যের স্থূল বৃত্তান্ত আমরা প্রকাশ করিলাম। ইহা ব্যতীত অপরাপর ব্রাহ্ম বন্ধুদিগের দ্বারা স্বতন্ত্র ভাবে ধৰ্ম্মপ্রচার এবং অন্যান্য উন্নতির কার্য্য হইয়াছে, আমরাও তাঁহাদের নিকট অনেক সাহায্য পাইয়াছি সে জন্য আমরা তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করি।

সংবাদ।

১১ই মাঘ উপলক্ষে ঢাকা, গোয়ালপাড়া, লক্ষ্ণৌ, জব্বলপুর, কটক, বালেশ্বর প্রভৃতি স্থানে বিশেষ ব্রহ্মোপাসনা হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র সেন ধৰ্ম্মপ্রচারার্থ শীঘ্রই আসাম প্রদেশে গমন করিবেন।

প্রচারক মহাশয়দিগের প্রতি এই নিবেদন যে তাঁহারা নূতন বৎসরের প্রথম হইতে যেখানে যে ভাবে কার্য্য করিবেন তাহার বিস্তারিত বিবরণ লিখিয়া রাখিবেন। আগামী বর্ষে তাঁহাদের প্রত্যেকের বিস্তারিত কার্য্য বিবরণ স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয় ইহা আমাদের বাসনা।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া মফস্বল জমিদারী পরিদর্শনার্থে বহির্গত হইয়াছেন।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের তৃতীয়তল গৃহের পূর্ব্ব দিকে স্ত্রীলোক উপাসকদিগের জন্য স্বতন্ত্র স্থান করা হইয়াছে। এজন্য নূতন একটী দীর্ঘ সোপান প্রস্তুত করা হইয়াছে। গত উৎসবে তথায় কোন কোন ভদ্র মহিলা উপস্থিত ছিলেন।

তৃতীয় ভাগ ব্রহ্মসঙ্গীত ও সংকীর্ত্তন মুদ্রিত হইয়াছে মূল্য পাঁচ আনা। ইহাতে ভক্তি ও প্রেমরসোদ্দীপক অনেক উৎকৃষ্ট সঙ্গীত সন্নিবিষ্ট আছে। ধৰ্ম্মজীবনের উন্নতির পথে যে সকল পরিবর্ত্তন হয় সেই সকল বিভিন্ন অবস্থার গান ইহাতে লক্ষিত হইবে। উৎসবের সময় যাঁহারা উক্ত পুস্তক ক্রয় করিয়াছেন তাঁহারা পরে প্রকাশিত আর এক ফর্ম্মা এক আনা মূল্য দিয়া লইবেন। শেষ ফরমায় কয়েকটী গান এবং সূচী পত্র আছে। তাঁহাদের সুবিধার জন্য এক ফর্ম্মা স্বতন্ত্র রূপে বিক্রয় করা যাইবে।

ব্রহ্মমন্দিরের উপরকার গ্যালারিতে যাঁহারা বসেন তাঁহারা উপাসনার শেষ পর্য্যন্ত যদি তথায় না থাকেন তবে সেখানে যাইবেন না। কারণ তাঁহাদের পুনঃ পুনঃ গমনাগমনে অধিকাংশের উপাসনার অত্যন্ত ব্যাঘাত হয়। এই জন্য আমরা বিনীত ভাবে সকলকে অনুরোধ করিতেছি, যাঁহারা অল্প ক্ষণের জন্য কেবল উপাসনা দেখিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা উপরে না উঠিলে ভাল হয়। উপরকার গ্যালারী কেবল তাঁহাদের জন্য থাকা উচিত যাঁহারা শেষ পর্য্যন্ত থাকেন।

এই পাক্ষিক পত্রিকা কলিকাতা ৩০নং কলেজ স্কোয়ার ইণ্ডিয়ানমিরার যন্ত্রে ১লা ফাল্গুন, শ্রীগোপালচন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত হইল।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং।
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তুবৈরাগং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৮ম ভাগ।
৪র্থ সংখ্যা।

১৬ই ফাল্গুন, শনিবার, ১৭৯৬ শক।

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফস্বল ঐ ৩।০

প্রার্থনা।

হে অনন্ত করুণাপূর্ণ দয়াল ঈশ্বর! তোমার প্রসাদে আমি এই পৃথিবীর বিবিধ প্রকার ইন্দ্রিয় ভোগ্য সামগ্রী সম্ভোগ করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছি। পিতা মাতার স্নেহ বাৎসল্যে, আত্মীয় বন্ধুগণের প্রীতি সদ্ভাবে, এবং সুকুমারমতি সন্তানের সুখকর অঙ্গস্পর্শে অনেক শান্তি আনন্দ পাইয়াছি। রোগ নিপীড়িত মস্তকে [illegible]য়ী জননীর সুকোমল মঙ্গল হস্ত সংস্পর্শের যে অপূর্ব্ব সুস্থতা তাহা আমার মনে আছে, শোকে ভগ্নহৃদয় হইয়া প্রিয়তম বন্ধুর প্রণয়বিস্ফারিত মুখের সহানুভূতি লাভ করিয়া যে সুখোদয় হয় তাহাও কখন ভুলিব না, দারিদ্র্য দুঃখ বিপদ কষ্টের সময় পরমোপকারী সুহৃদ্ ব্যক্তিদিগের নিকট সহায়তা প্রাপ্ত হইয়া সময়ে সময়ে মনে যে কৃতজ্ঞতা উচ্ছ্বসিত হইয়াছে তাহাও অতি আশ্চর্য্য, পাপের দুঃসহ যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া তোমার নিকট যে সান্ত্বনা পাইয়াছি তাহাতে অন্তরের গভীর গ্লানি দুঃখ চলিয়া গিয়াছে, এ সমুদয় আশা এবং আনন্দের কথা কখন বিস্মৃত হইতে পারিব না। কিন্তু হে প্রেমময় পরমদেবতা! এ সকল অপেক্ষা আর এক প্রকার মধুর আনন্দ আছে যাহা তুমি কৃপা করিয়া সময়ে সময়ে আমার হৃদয়ে প্রকাশ করিয়াছ, এবং যাহা তোমার দর্শন এবং সম্ভোগেই কেবল উৎপন্ন হয় তাহার তুল্য সুখকর আহ্লাদকর শান্তি আর আমি কোথাও দেখি নাই। সেই স্বর্গীয় সুধাময় শান্তিরসে চিত্ত আর্দ্র হইলে এমন এক প্রকার অভাবনীয় আরাম অনুভূত হয়, যাহার সঙ্গে আমি কোন আনন্দেরই তুলনা করিতে পারি না। কেমন করিয়া কোথা হইতে তাহা আইসে তাহা জানি না, কিন্তু তাহাতে হৃদয় বড় প্রফুল্ল হয় এই জানি। তোমাকে আর কি বলিব নাথ! সে কি প্রকার সুখের অবস্থা তাহা তুমি বুঝিতেছ। আমার মন তাহাতে মুগ্ধ হইয়া আছে। এই মাত্র আমি বলিতে পারি যে সেই আনন্দ যখন অন্তরাত্মাকে উল্লাসিত করে তখন কোন ভয় ভাবনা দুঃখ শোক থাকে না, নির্দ্দোষ বালকের মত স্বভাব হয়, পাপ অপবিত্রতার দিকে মন যায় না, কিন্তু কেবলই আনন্দ এবং আনন্দের উপর আনন্দ ধারা বর্ষিত হইয়া মহানন্দে জীবনকে প্লাবিত করে। সেই পরম বস্তু আমি তোমার নিকট চাই, অনেক ক্ষণের জন্য ও বহুদিনের জন্য চাই। সেই স্বর্গীয় প্রেমরস আমাকে তুমি হৃদয় ভরিয়া পান করিতে দাও। আমি অনেকবার অনেক চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছি

পৃথিবীতে তাহা পাওয়া যায় না; বুদ্ধি বিবেচনা, চিন্তা ভাবনা, পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ে তাহা মিলে না; এই জন্য হে দয়াময়! তোমাকে ডাকিতেছি, আমার এই সুখের আশা তুমি পূর্ণ কর; তুমি বিশেষ রূপে অনুগ্রহ না করিলে আর আমার উপায়ান্তর নাই। আমি সে সুখে বঞ্চিত হইয়া কিছুতেই আর জীবন ধারণ করিত পারি না, পিতা, তুমি ইহার বিচার কর।

কবিত্বং রসমাধুর্য্যং।

প্রকৃত কবিত্ব কাহাকে বলে আপাততঃ বহির্দ্দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে এ প্রশ্নের উত্তর সহজ বলিয়া প্রতীত হইবে, কিন্তু বাস্তবিক যত সহজ মনে করা যায় তত সহজ নহে। এ বিষয়ে নানা জনের নানা মত দেখিতে পাওয়া যায়।

যেখানে ভাবসম্ভূত কিঞ্চিৎ কল্পনাশক্তি আছে, এবং যেখানে তদনুসারিণী রচনাশক্তি পরিলক্ষিত হয়, জনসমাজে তাহাকেই কবিত্ব বলিয়া সমাদর করিয়া থাকে। জগতে এই শ্রেণীর কবিই অধিক। এ সম্বন্ধে আমাদের মত অন্যতর। সর্ব্বত্রই প্রায় তিন শ্রেণীর কবি দেখিতে পাওয়া যায়। বাহ্য জগতের সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে যে ভাবোদ্দীপন হয় তাহাকে সাধারণ কবিত্বের মধ্যে গণনা করা যায়। কিন্তু অন্তর্জ্জগতের অনুপম অতীন্দ্রিয় শোভা দর্শনে যে ভাব প্রবাহ প্রবাহিত হয় তাহাকে উৎকৃষ্ট কবিত্ব বলা যায়। কিন্তু ইহা সর্ব্বোত্তম নহে। যেখানে সচ্চিদানন্দ প্রেমসিন্ধুর সৌন্দর্য্যাবলোকনে ভাব সমুদ্রে চিত্ত নিমগ্ন হয় সেই খানেই প্রকৃত কবিত্ব। স্বর্গীয় প্রেমরসের মাধুর্য্যে যেখানে সেখানে মনুষ্য অসীম কবিত্ব সাগরে ভাসিতে থাকেন। কল্পনা সম্ভূত যে কবিত্ব তাহা কবিত্বই নহে, কিন্তু ঈশ্বরের স্বরূপসাগরের অতল স্পর্শ গভীরতার মধ্যে নিমগ্ন হইয়া যে সাধকভাব লহরীর মধ্যে বাতাহত জলোচ্ছ্বাসের ন্যায় একবারউঠিতেছে, আবার সেই তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে সেই সাগরের কূলে উপস্থিত হইতেছে সেইত জগতে বিখ্যাত কবি। তবে ঈশ্বরের প্রেমোন্মত্ত রসজ্ঞই যথার্থ কবি। তাঁহার নিকট এই দৃশ্যমান জগৎসুন্দর কাব্য, তাহার প্রত্যেক অধ্যায় ও প্রত্যেক পংক্তি ভাবে পরিপূর্ণ। তিনি ইহা যতই পাঠ করেন ততই তাঁহার হৃদয় সেই প্রেমরসে ডুবিয়া যায়। কিন্তু দিব্যলাবণ্যপরিশোভিত মানবপ্রকৃতি ঈদৃশ কবির নিকট দৃশ্য কাব্য বলিয়া প্রতীত হয়। ফলতঃ সে রূপ, সে সৌন্দর্য্য, ও সে প্রেমসিন্ধুতে যে ডুবিয়া আছে তাহার হৃদয় কবিত্ব সাগর। তাহার ভাব আর পুরাতন হয় না, সে চিরকবি চিরভাবুক। সে সমুদয় প্রকৃতির মধ্যে সেই একেরই প্রেম ও সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া উন্মাদের ন্যায় আপনার ভাবে আপনিই হাস্য ও নৃত্য করিতে থাকে। যে সেই প্রেমে উন্মত্ত হয় সে নিজেই এই রসমাধুর্য্য কবিত্ব। এ কোন্ রস? আলঙ্কারিক নব রস নহে, কিন্তু স্বর্গীয় প্রেমরস। ধন্য সেই ব্যক্তি যাহার হৃদয় এই ক[illegible]স পরিপূর্ণ।

বিশ্বাসের জয়।

জনসমাজের সভ্যতার অভ্যুদয় হইতে বিশ্বাস ও বিজ্ঞানের মধ্যে যে তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছিল তাহাতে চিরদিন বিশ্বাসেরই জয় আমরা দেখিয়া আসিতেছি। বিজ্ঞান আপন সীমা অতিক্রম করিয়া যখনই বিশ্বাসের মহা প্রভাবশালী রত্নময় সিংহাসনের সমীপে গর্ব্বিত মস্তকে দণ্ডায়মান হইয়াছেন, তখনই আপনার অসারতা বুঝিতে পারিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিয়াছেন, শেষ অবসন্ন হইয়া আপনার নিজস্ব অধিকার পর্য্যন্ত বিশ্বাসের চরণে উৎসর্গ করত মূর্খতার পরিচয় দিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জাতির মধ্যে ধর্ম্মের বিরুদ্ধে যে সকল ভীষণ সমরানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল, বিশ্বাস

তাহাদিগকে একে একে পরাজয় করিয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রখর জ্ঞান জগতের উপর জয় ধ্বজা উড্ডীন করিলেন। এখানে বিপক্ষ পক্ষেরা বিশ্বাসের দুর্গে এমন সকল সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছিল যে তাহার দুর্জ্জয় আঘাতে অশিক্ষিত দুর্ব্বল সৈনিকগণের নিবাস সমস্ত ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে এবং তদ্দ্বারা বিদ্রোহীদিগের দল বল বিলক্ষণ পুষ্ট হইয়াছে। বিদ্রোহী সেনা দলের বৈজ্ঞানিক সেনাপতিদিগের মধ্যে প্রথমে কেহ কেহ বলিলেন বিশ্বাসকে আমরা এক অঙ্গুলী প্রমাণ স্থানও দিব না; কেহ তাঁহাকে বীরদর্পে সম্বোধন করিয়া বলিলেন তোমার সঙ্গে আমাদের কোন সম্বন্ধ নাই; কেহ বলিলেন এখানে তোমাকে কে স্থান দিয়াছে? যাও, এখনও তোমার বিচার শেষ হয় নাই, তোমার যথার্থ অধিকার আছে কি না তাহা স্থির হইলে পরে আইস দেখা যাইবে, এখন চলিয়া যাও; আর এক জন এই বলিয়া কলহ করিতে লাগিলেন যে, কে তোমাকে এত স্পষ্টরূপে প্রকাশ করিল? কেন তুমি এত শীঘ্র বাহির হইলে? যাও তুমি আপনার দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাও; যিনি সর্ব্বাপেক্ষা চতুর এবং বুদ্ধিমান্ ছিলেন তিনি জীবদ্দশায় কিছু বলিতে সাহস করেন নাই, পরে লিখিয়া পাঠাইলেন যে তোমার কার্য্য অন্যের দ্বারাতেও চলিতে পারে, এবং তোমার ক্ষমতা অতি অল্প অতএব তোমাকে আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। এই রূপে যাঁহার যত বিদ্যা বুদ্ধি বল শক্তি ছিল সমস্ত ব্যয় করিয়া শেষে দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন, অনেক প্রলাপ বাক্য বলিলেন, অবশেষে সমরক্ষেত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। এ দিকে বিশ্বাসের অগণ্য অগণ্য প্রজা দলবদ্ধ হইয়া জয় ধ্বনি সহকারে আপনাদের রাজাকে যথাস্থানে বসাইল। এখন বিজ্ঞানোপাসক, সংসারসেবক সৈন্যদিগের দশা কি হইয়াছে? তাঁহারা এখন কোথায়? কেহ বা অহঙ্কারে ভর করিয়া বলিতেছেন বিজ্ঞানের জয় হইবে। কেহ বা ভগ্নপাদ পদাতিকের ন্যায় দুঃস্থ হইয়া নিরাশার সহিত এক একবার সেনাপতিদিগের যশঃ ঘোষণা করিতেছেন। কেহ কেহ বিরক্ত চিত্তে সেনাপতিদিগকে চঞ্চলমনা, ভ্রমবুদ্ধি, অবিশ্বাসী বলিয়া তিরস্কার করিতেছেন। এই অবসরে আমরাও বৈজ্ঞানিকদিগের বিদ্যা বুদ্ধি এত দিনে বুঝিতে পারিলাম। মহা মহা পণ্ডিতেরা শেষ আপনাদের জ্ঞানজালে জড়িত হইয়া আপনারাই পথ দেখিতে পাইলেন না অন্য কে আর কেমন করিয়া দেখাইবেন। তাঁহাদের চরম সিদ্ধান্ত, শেষ মীমাংসা যাহা হইল তাহাতে বিশ্বাসের গৌরব পূর্ব্বাপেক্ষা আরও বর্দ্ধিত হইল। অতএব বিশ্বাস যেমন পূর্ব্বকালে গ্রীসিয়ান পণ্ডিতদিগকে তেমনি বর্ত্তমান কালে আধুনিক ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগকে সম্মুখ যুদ্ধে পরাভূত করিয়াছে। বিশ্বাসেরই জয় চিরকাল হইবে।

সাধন এবং সম্ভোগ।

আমাদিগের ধর্ম্মের এমন কোন নিয়ম নাই যে উপযুক্তরূপে সাধন না করিয়া প্রথম হইতে কেবল সম্ভোগের জন্যই লালায়িত হইতে হইবে। প্রাচীন শাস্ত্রোক্ত যে সকল কঠোর সাধন প্রণালী বহুকাল হইতে পৃথিবীতে প্রচলিত আছে তাহার গূঢ় এবং মূল অভিপ্রায় অতি মহৎ, এই জন্য তাহার সার ভাগ আমাদের গ্রহণ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। ব্রহ্ম প্রাপ্তির জন্য বৈরাগ্য অবলম্বন এবং সংসারাসক্তি পরিত্যাগ করিতেই হইবে। তবে মনকে যদি অনাসক্ত বৈরাগী হইতে হইল শরীর এবং বাহ্য ব্যবহারেও তাহার আভাস প্রকাশিত হইবে। এ সম্বন্ধে বর্ত্তমান শতাব্দীর সাধকের সঙ্গে প্রথম শতাব্দীর সাধকের ভাবগত কোন প্রভেদ থাকিবে এরূপ আমরা মনে করিতে পারি না। এমন আমরা কখন প্রত্যাশা করিতে পারি না যে এই সভ্যতার সময়ে সভ্যতার ব্রাহ্মধর্ম্ম যাহারা অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারা যেমন অন্যান্য বিষয়ে পূর্ব্ব পুরুষদিগের পরিশ্রমের প্রচুর ফল ভোগ করিতেছেন, ধর্ম্মসাধন বিষয়েও তদ্রূপ ভূতপূর্ব্ব

মহাজনদিগের সঞ্চিত পুণ্য রাশি বিনা আয়াসে সম্ভোগ করিতে পাইবেন; অথবা এমন কোন জড় যন্ত্র তাঁহারা নির্ম্মাণ করিতে সক্ষম হইবেন যাহাতে আপনিই ধর্ম্মসাধন হইয়া যাইবে। স্বীকার করি সাধনের উপায় সম্বন্ধে আমাদিগের যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছে, কিন্তু ফল ভোগ করিতে হইলে সেই রূপ নিষ্ঠা ভক্তি একাগ্রতা এবং অনুরাগের সহিত এখনও সাধন করিতে হইবে পুরাকালের ভক্তগণ যেমন করিয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের এমনও কোন ব্যবস্থা নাই যে কিছু দিন অধ্যবসায়ের সহিত সাধন করিলাম তাহার পর নিশ্চিন্ত মনে কেবল চিরকাল সম্ভোগ করিব। ইহার সাধন এবং সম্ভোগের অনন্ত সোপানশ্রেণী পরস্পরের সঙ্গে গ্রথিত রহিয়াছে। যেমন সাধন তেমনি তাহার সম্ভোগ। কিন্তু ক্রমাগত ঊর্দ্ধে উঠিবার জন্য যত্ন এবং চেষ্টা না করিলে মধ্য স্থলে স্থির ভাবে দণ্ডায়মান থাকিবার কোন স্থান নাই। সুখের বিষয় এই যে সাধনের সঙ্গে সঙ্গেই সম্ভোগ করিবার বিষয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই জন্য আমাদের সাধন প্রণালী কোন ভবিষ্যৎ কাল সাপেক্ষ কঠোর শুষ্ক প্রণালী নহে। ঈশ্বর আমাদের চির পুরাতন, তাঁহার সাধন বিধি সকলও পুরাতন, কিন্তু ভক্তের ভক্তি প্রেম আশা আনন্দ অনন্ত উন্নতিশীল চির নূতন। যে সাধকের সাধন জীবন্ত, তাঁহার নিকট সকলই নূতন। বিষয়ী ব্যক্তি যেমন আপনার অভাব মোচনের বস্তুর সহিত মুদ্রার কোন প্রভেদ বুঝিতে পারে না, অর্থাৎ হস্তে মুদ্রা থাকিলে তাহার প্রয়োজন সিদ্ধির আর কোন ভাবনা থাকে না, সাধকের পক্ষে সাধনের মন্ত্রও তেমনি মূল্যবান্ প্রিয় সামগ্রী। বিশ্বাস তাঁহার প্রত্যাশিত বস্তুকে অতি নিকটে রাখিয়া দিয়াছে, সাধনের দ্বারা তিনি তাহা যথেচ্ছ সম্ভোগ করেন। অল্প বিশ্বাসী সংসারাসক্ত ব্যক্তি সম্বন্ধে এপ্রকার নহে। তিনি অর্থ ও অর্থকরী বিদ্যা উপার্জ্জনের জন্য অকাতরে শরীরের সমস্ত শোণিত ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না, কিন্তু ধর্ম্মের আনন্দ বিনা সাধনে সম্ভোগ করিতে চাহিবেন। এ প্রকার সম্ভোগেচ্ছা যে মরীচিকায় তৃষ্ণা নিবারণের ন্যায় তাহা বুদ্ধিমান্ সাধক মাত্রেই অবগত আছেন। "সাধন কর, অতুল শান্তি সম্ভোগ করিতে পাইবে," একথা বলিয়া কাহাকেও প্রলুব্ধ করিবার প্রয়োজন নাই; "সাধন করা উচিত নতুবা মুক্তি হইবে না" পরলোক গমনোন্মুখ বৃদ্ধ ব্রাহ্মের নিকট এই পুরাতন উপদেশ বাক্য উচ্চারণ করিয়াই বা কি হইবে? মাতৃ স্তন্যের সুমিষ্ট আস্বাদন শিশু সন্তানকে কি কেহ শিক্ষা দিতে পারে? কি রূপে স্তন পান করিতে হয় তাহাই বা কে কখন তাহাকে বলিয়া দিয়াছে? যে শিশু সুমধুর স্তনদুগ্ধপানে পিপাসু এবং প্রলুব্ধ হইয়াছে সে সহজেই আপনার সুকোমল কর যুগলে মাতৃকণ্ঠ পরিবেষ্টন করিয়া আগ্রহের সহিত স্তন পান করিবে। সাধনহীনদিগের কল্পিত ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগ নিতান্ত অসার; তেমনি অসার মদ্যপায়ীদিগের ক্ষণিক সুখ যেমন অসার এবং অপ্রকৃত। সংসারের ঘোর বিড়ম্বনা, এবং ধর্ম্মাম সুখ স্পৃহার কোলাহল মধ্যে সম্ভোগের আশা নাই। সাধন দ্বারা উন্নতির এক একটী সোপানে উত্থিত হও আর সেখানকার পুরস্কার সম্ভোগ কর। আমাদের সম্ভোগের জন্য দয়াময় ঈশ্বর অনেক সামগ্রী রাখিয়াছেন, সাধন করিলেই তাহা আমরা পাইব।

মহম্মদীয় ধর্ম্মপুস্তক।

আকুসির হেদায়েত।

অনুবাদ।

নাম সাধন। (জেকর)

নাম সাধনের চারি অবস্থা। এক শুদ্ধ মুখে নাম উচ্চারণ, হৃদয় তাহাতে উদাসীন ও নিশ্চেষ্ট। ২য় প্রকার অবস্থায় হৃদয়ের সাধনা হয় বটে, কিন্তু স্থায়ী হয় না, অন্তর নামের আলয় হয় না। তাহাতে সচরাচর এরূপ ঘটিয়া থাকে যে হৃদয়কে কষ্টে সৃষ্টে নামের মধ্যে নিমগ্ন রাখিতে হয়। যদি চেষ্টা যত্ন না করা যায়, তবে চিত্ত উদাসীন হইয়া পড়ে, অথবা বিষয়-প্রবৃত্তির উত্তেজনায় পুনর্ব্বার আপন পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়। তৃতীয় প্রকার অবস্থা এই যে নামের মধুর ভাবে হৃদয়কে আকৃষ্ট করে এবং সেই ভাব এরূপ সংক্রামিত হয় যে তখন বিষয়ান্তরে অন্তরকে যত্ন ও আয়াস ব্যতীত প্রবর্ত্তিত করা যায় না। সাধনার ৪র্থ অবস্থা যাঁহার নামের সাধনা সেই পরমেশ্বর সাধকের হৃদয়ে আসন পরিগ্রহ করেন। হৃদয়

আর নাম উচ্চারণ করে না। যে ব্যক্তির অন্তর সম্পূর্ণ রূপে সেই সাধনার লক্ষকে অর্থাৎ পরাৎপর পরমেশ্বরকে প্রেম করে তাঁহার সঙ্গে এবং যিনি নামকে প্রীতি করেন এরূপ ব্যক্তির অনেক অন্তর আছে। বস্তুতঃ নাম এবং নামের ধ্যান ঊর্দ্ধ শ্রেণীর সাধকের হৃদয় হইতে তিরোহিত হয়। শুদ্ধ লক্ষ্য অন্তরে বিরাজ করে। নাম আরব্য ভাষায় হউক, কিম্বা পারসি হউক, কথা বটে; এই কথা মন হইতে দূরে থাকে না। বরং অনেক সময় নিরবচ্ছিন্ন বাক্যই সাধকের অন্তরে থাকিয়া যায়। প্রকৃত সাধনা সম্বন্ধে আরব্য পারস্য ভাষার বাক্য প্রভৃতি যাহা কিছু, সমুদয় হইতে হৃদয় বিমুক্ত থাকিবে। সমগ্র হৃদয় তন্ময় হইয়া যাইবে। অন্তরে অন্য কোন বিষয়ের স্থান থাকিবে না। ইহা গভীর প্রেমের ফল। অর্থাৎ নিগূঢ় প্রেম দ্বারাই ইহা সংসাধিত হয়। প্রেমিক সর্ব্বদা প্রেমাস্পদকেই আশ্রয় করিয়া থাকে এবং তাহাতে এরূপ গাঢ় অনুরক্ত হয় যে প্রেমাধারের সুগভীর ধ্যান ও নিদিধ্যাসন কালে তাঁহার নাম পর্য্যন্তও বিস্মৃত হইয়া যায়। যখন সাধক এ প্রকার নিমগ্ন ও বিলীন হন যে আপনাকে ও ঈশ্বর ব্যতীত যাহা কিছু সমুদয় ভুলিয়া যান তখন তিনি সমাধির উচ্চতর সোপানে পদার্পণ করেন। এই অবস্থাকে অসৎ ও বিলয় বলা যায়; অর্থাৎ জগতে যাহা কিছু আছে তাহা তাঁহার স্মৃতিপথ হইতে অন্তর্হিত হয় এবং আপনিও অসৎ হন অর্থাৎ সাধক আপনাকে সম্পূর্ণ রূপে বিস্মৃত হন। যথা অনেক ঈশ্বরজ্ঞানী আছেন, যাঁহারা আমার নিকটে অবিদিত তাঁহারা আমার সম্বন্ধে অসৎ এবং আমি যাঁহাকে জ্ঞাত আছি ও যাঁহার তত্ত্ব জানি তিনি আমার নিকটে সৎ। এই প্রকার যখন কেহ আপনার আমিত্ব ভুলিয়া যায়, তখন সে আপনিও আপনার নিকটে অসৎ হয় এবং ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কোন পদার্থ তাঁহার সন্নিধানে থাকে না তখন পরমেশ্বরই তাঁহার নিকটে সৎ ও সম্মুখে বিদ্যমান।" হে প্রিয় বন্ধো! যদ্রূপ তুমি চক্ষু উন্মীলন করিয়া যখন আকাশ ও ভূলোক এবং যাহা কিছু তাহাতে সংস্থিত,সে সকল দেখ, অন্য কিছু দেখিতে পাও না, তখন তুমি ইহা বলিবে এই বাহ্য জগৎ ব্যতীত অন্য কোন পদার্থের অস্তিত্ব নাই। এই দৃশ্যমান বিশ্বই সমুদায়। এই প্রকার নামের উচ্চতম সাধকও ঈশ্বর ব্যতীত আর কোন পদার্থ দেখেন না। বলেন যে তিনিই সমুদায় অর্থাৎ পরমেশ্বরই আছেন তাঁহা ব্যতীত অন্য কিছু নাই। এস্থানে সাধক ও ঈশ্বরের মধ্যে কোন ব্যবধান রহিল না। একত্ব লাভ হইল। ভিন্নতা চলিয়া গেল ও বিচ্ছেদ বিভিন্নতা সম্বন্ধে কোন তত্ত্ব রহিল না। যে হেতু বিভিন্নতা তিনিই জানেন, যিনি দুই পদার্থকে জানেন, এবং আপনাকে ও ঈশ্বরকে দেখেন। আর এ ব্যক্তি এ সময় আপনাকে বিস্মৃত হইয়া যান, এক ব্যতীত দ্বিতীয় চিনেন না,তাহা হইলে বিচ্ছেদ দূরতা কিরূপে জানিবেন। যখন মনুষ্য এই অবস্থাতে উপনীত হন, তখন তাঁহার চক্ষে দেবস্বরূপ প্রকাশিত হয়, তিনি পবিত্রাত্মা মহর্ষি ও ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক প্রেরিতদিগের তুল্য জীবন এবং স্বর্গীয় পদার্থ ও অনির্ব্বচনীয় মহৎ ব্যাপার সকল দেখিতে পান। পুনর্ব্বার যখন আপনার ভাবের মধ্যে উপনীত হন, অন্য অন্য ব্যাপারের প্রতি দৃষ্টি পড়ে, তখনও সেই স্বর্গীয় ভাবের প্রভাব তাঁহার আত্মাতে সঞ্চারিত থাকে এবং সেই পুণ্য অবস্থার প্রতি একটী প্রবল অনুরাগ থাকিয়া যায়। সাধারণ লোকে যে সকল সাংসারিক বিষয় লইয়া ব্যস্ত, তাঁহার নিকটে তাহা নীরস ও অর্থশূন্য বলিয়া প্রতীত হয়। তিনি শরীর সম্বন্ধে মনুষ্য লোকে বাস করেন, কিন্তু তাঁহার আত্মা অন্য লোকে স্থিতি করে। যাঁহারা সংসারের জন্য নিয়ত বিব্রত; সেই সাধক তাঁহাদিগকে বিস্ময় পূর্ণ নেত্রে অবলোকন করেন এবং এই বলিয়া আক্ষেপ ও দয়ার চক্ষে দেখেন যে এই সকল লোক কেমন মহদ্ভূত হইতে বঞ্চিত আছে। অন্য লোকেও তাঁহার প্রতি উপহাস করে ও বলেযে এ ব্যক্তি কেন বিষয় ব্যাপারে মনকে নিযুক্ত রাখে না এবং এ প্রকার নীচ কল্পনাকেও মনে স্থান দানে বাধ্য হয় যে এ লোকটী উন্মত্ত হইবে।

যদি কোন সাধক সেই অসৎ ও মৃত্যুর সোপানে উপনীত নাও হইয়া থাকেন, এবং এই অবস্থা ও ধর্ম্ম জগতের গূঢ় তত্ত্ব সকল তাঁহার নিকটে প্রকাশিত না হইয়াথাকে কিন্তু পরমেশ্বরের নাম চিন্তা তাঁহার হৃদয়কে অধিকার করিয়াছে তাহা হইলেও সৌভাগ্যের বিষয়। এ জন্য যে, যখন নামের

সাধনা জীবন্ত হইয়া উঠিবে, তখন তাহার সঙ্গে সঙ্গে প্রেম প্রবর্দ্ধিত হইয়া সমুদায় হৃদয়ে সঞ্চারিত হইবে এবং এত দূর হইবে যে ঈশ্বরকে সংসার অপেক্ষা সর্ব্বতঃ প্রিয়তর জানিবে। প্রকৃত সৌভাগ্য ইহাই যখন ঈশ্বরের অভিমুখে উন্মুখীন হই, তাঁহার দর্শনে প্রেমানন্দ লাভ করি। সংসার পিশাচী যাঁহার অনুরাগ ও প্রীতির পাত্রী হইয়াছে, যে ব্যক্তি এই বৃদ্ধার প্রতি অনুরক্ত ও উন্মত্ত, সে উক্ত প্রেম আসক্তির অনুরূপ দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করিবে। যদি কেহ অবিশ্রান্ত নামের সাধনা করিতেছেন, কিন্তু যোগীদিগের জীবনের উচ্চ ভাব তাঁহাতে প্রকাশিত হইতেছে, না আপন জীবনে সেই ভাব তিনি দর্শন করিতে পারিতেছেন না, এ অবস্থায় যেন নিরাশ না হন। জানিবেন হৃদয় যখন নামের জ্যোতিতে শোভিত হইল, তখন তিনি পরম সৌভাগ্যের জন্য প্রস্তুত হইলেন, যাহা কিছু ইহলোকে প্রকাশিত না হয়, পরলোকে হইবে। মনুষ্যের কর্ত্তব্য যে আশান্বিত হইয়া সর্ব্বদা হৃদয়কে ঈশ্বরেতে সমর্পিত রাখে, কখন তাঁহা হইতে দূরে না থাকে, নিত্য নাম সাধনা ঈশ্বরের মন্দির ও স্বর্গ নিকেতনের দ্বার উদ্ঘাটন করে। মহর্ষি মহম্মদ বলিয়াছেন যে যে ব্যক্তি স্বর্গীয় উদ্যানের শোভা সন্দর্শন করিতে চায় তাহার উচিত যত্ন পূর্ব্বক ঈশ্বরের নাম সাধনা করে। উপরে যাহা বিবৃত হইল এই কথারও অর্থ তাহাই। ইহা দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায় যে নাম সাধন সমুদায় সাধনার সার। প্রকৃত নাম সাধনার ফল এই যে নিষেধ বিধি উপস্থিত হইলে সাধক ঈশ্বরকে স্মরণ করে, পাপ হইতে হস্ত দূরে রাখে, ঈশ্বরের আদেশ পালন করে। যদি সাধনা সাধকের জীবনকে এ প্রকার সংগঠিত না করে তবে প্রমাণিত হইবে সেই নাম কীর্ত্তন জিহ্বার বাক্য মাত্র প্রাণ শূন্য।

সাধুসঙ্গ।

দুর্ব্বাসা ও বশিষ্ঠের আখ্যায়িকা।

কথিত আছে, এক সময়ে দুর্ব্বাসা ঋষি মহর্ষি বশিষ্ঠকে স্বগৃহে স্নান ভোজনের জন্য আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ভোজনান্তে নিমন্ত্রিতের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শনের জন্য তিনি বশিষ্ঠকে দশ সহস্র বর্ষের কৃচ্ছ্র ব্রত সাধনের ফল উৎসর্গ করিয়া দিলেন। মহর্ষি বশিষ্ঠ নিমন্ত্রয়িতাকে স্বগৃহে প্রত্যামন্ত্রণ করিয়া সমুচিত শ্রদ্ধা ভক্তি পূর্ব্বক বলিলেন, "মহাশয়! আমি আপনাকে আমার হৃদয়ের সম্মাননা কি প্রকারে প্রদর্শন করিব? আমার জীবনে যে কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্ত সাধু সঙ্গ হইয়াছে, তাহারই পুণ্য ফল আপনাকে উৎসর্গ করিয়া দিলাম"। দুর্ব্বাসা নিতান্ত কোপনস্বভাব। ক্রোধের সময় সভ্যাসভ্য ব্যবহারের প্রতি কিছু মাত্র দৃষ্টি থাকে না। তিনি কথা শ্রবণ মাত্রেই নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং বলিলেন "কি! আমি তোমায় দশ সহস্র বর্ষের কৃচ্ছ্র ব্রত সাধনের ফল অর্পণ করিলাম, তুমি আমায় অতি যৎসামান্য কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্ত সাধু সঙ্গ অর্পণ করিলে? সাধু সমাজে ব্যবহার আছে, কোন ব্যক্তি প্রতিনিমন্ত্রণ করিলে পূর্ব্ব নিমন্ত্রয়িতাকে তৎ প্রদত্ত লৌকিকতা অপেক্ষা অধিক প্রদান করিয়া থাকে। তুমি কি আমায় অবমাননা করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিলে?" বশিষ্ঠ নিতান্ত শিষ্টস্বভাব। তিনি বিনীত ভাবে নিবেদন করিলেন, "মহাশয়! অনুগ্রহ পূর্ব্বক ক্রোধ সম্বরণ করুন। আমি আপনার অবমাননা করি নাই, এবং সজ্জনগণের ব্যবহারকেও অতিক্রম করি নাই। একটু গভীর রূপে চিন্তা করিয়া দেখুন, দেখিতে পাইবেন আপনার দশ সহস্র বর্ষের কৃচ্ছ্র ব্রত সাধনের ফলাপেক্ষা অধিকই প্রদান করা হইয়াছে।" দুর্ব্বাসা অল্পে ক্ষান্ত হইবার ব্যক্তি নহেন, তিনি তাঁহার কথায় সায় দিলেন না। তাঁহার ক্রোধ ক্রমেই তর্ক বিতর্ক আশ্রয় করিয়া বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। পরিশেষে এ বিষয়ে মধ্যস্থ অবলম্বন করাই যুক্তি যুক্ত হইলে উভয়ে অনন্তকে মধ্যস্থ স্বীকার করিলেন। অনন্তের সমীপবর্ত্তী হইয়া দুর্ব্বাসা বলিলেন "হে সর্পরাজ! আমাদের একটী বিবাদের মীমাংসা করিয়া দিতে হইবে। আমি ইহাঁকে নিমন্ত্রণ করিয়া দশ সহস্র বর্ষের কৃচ্ছ্র ব্রত সাধনের ফল অর্পণ করিয়াছিলাম। ইনি আমার প্রতিনিমন্ত্রণ করিয়া কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্ত সাধুসঙ্গ মাত্র অর্পণ করিলেন। এখন আপনি বলুন কাহার প্রদত্ত দান অতিরেক হইল?" অনন্ত কোপনস্বভাব দুর্ব্বাসার কথা শুনিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন ইহার সরল উত্তর প্রদান করিলে আর রক্ষা নাই, কৌশলে মধ্যস্থতার কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে। তিনি এই চিন্তা করিয়া উত্তর করিলেন, "মহাশয়! প্রশ্নটী নিতান্ত গুরুতর। আমাকে নিয়ত একটী গুরুতর ভার বহন করিতে হইতেছে। এমন একটী গুরুভার মস্তকে লইয়া ঈদৃশ গুরু প্রশ্নের কি প্রকারে মীমাংসা করিব। অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপনি যদি আপনার দশ সহস্র বর্ষের কৃচ্ছ্র ব্রত সাধনের ফল মন্ত্রপূত পূর্ব্বক এখানে সংস্থাপন করেন তদুপরি আমার মস্তকের ভার রক্ষা করিয়া সুস্থ মনে আপনার এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতে যত্নবান হইব।" দুর্ব্বাসা তৎক্ষণাৎ সগর্ব্বে কৃচ্ছ্র ব্রত সাধন-ফল সংস্থাপন করিলেন। অনন্ত তদুপরি পৃথিবী অবতরণ

করিয়া রাখিবা মাত্র পৃথিবী বিপর্য্যস্ত হইবার উপক্রম করিল। অনন্ত আস্তে ব্যস্তে পুনরায় স্বীয় মস্তকোপরি পৃথিবী তুলিয়া লইলেন। পরিশেষে তিনি বশিষ্ঠকে বলিলেন "মহাশয় আপনি আপনার কিঞ্চিৎকালের নিমিত্ত সাধু সঙ্গের পুণ্য প্রতিষ্ঠিত করুন তদুপরি আমার এই মস্তকের ভার অবতরণ করিয়া স্থৈর্য্য লাভ করি।" বশিষ্ঠ বিনীত মনে তাঁহার পুণ্য-ফল সংস্থাপন করিলে অনন্ত তদুপরি পৃথিবীকে অবতরণ করিলেন, এবং তিন জনেই সুস্থ মনে উপবেশন করিলেন। কিঞ্চিৎকাল মৌনাবলম্বনের পর অধীরমনা দুর্ব্বাসা স্থির থাকিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কৈ মহাশয়! এখনও যে কিছু মীমাংসা করিলেন না?" অনন্ত উত্তর করিলেন "সম্মুখে যে ঘটনা ঘটিল তাহাই আপনার প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান করিল, আমার আর বাক্য ব্যয় নিষ্প্রয়োজন।" দুর্ব্বাসা নিতান্ত লজ্জিত হইলেন এবং অনন্তকে অগণ্য প্রশংসা ও বশিষ্ঠের নিকট আত্মপ্রাগল্ভ্যের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। বাস্তবিকই অসার রুক্ষ্ম রতসাধন পৃথিবীতুল্য গুরুভার বহনে সমর্থ নহে, সাধুসঙ্গই তাদৃশ ভার বহনে সমর্থ।

অদৃষ্টবাদ।

(গত প্রকাশিতের পর)

ঈশ্বর অনাদি অনন্ত। প্রকৃতি অনাদি এ কথা বলিলে, প্রকৃতিতেও অনন্তত্ব আসিয়া পড়িতেছে। ঈশ্বর নিত্য ক্রিয়াশীল, কোন দিন তাঁহার কার্য্যের বিরতি হইবে না। সুতরাং ঈশ্বরের ক্রিয়ার উপাদান প্রকৃতি আরম্ভে যে রূপ অনাদি চরমে তেমনি অব্যয় হইল। কিন্তু অনন্ত এক এবং তাহার বিপরীত অন্তবিশিষ্ট বহু এই আমাদিগের জ্ঞানের সিদ্ধান্ত। সুতরাং দুই অনন্তের ঐকান্তিকতা আমরা কখন স্বীকার করিতে পারি না। অন্তবিশিষ্টকে অনন্ত বলা বদতোব্যাঘাত। কাল ও দেশকে যে আমরা অনন্ত বলি তাহা কেবল কাল এবং দেশের সম্বন্ধ ভিন্ন আমরা কোন বিষয়ের চিন্তা করিতে পারি না এই জন্য। এমন কি ঈশ্বরকেও আমরা কাল দেশের বহির্ভূত করিয়া চিন্তায় আয়ত্ত করিতে পারি না।

পাঠকগণ বলিবেন, আমরা আবান্তরিক বিষয় লইয়া অনেক সময় ব্যয় করিলাম, মূলবিষয়সম্বন্ধে এ সকল আলোচনায় ফল কি? সুমহৎ ফল আছে। প্রথমতঃ এতদ্দারা বুঝা যাইতেছে, অদৃষ্টবাদ কোথা হইতে উৎপন্ন হইল, উহার মূল কোথায়? যাঁহারা জড় প্রকৃতিকে * অনাদি অনন্ত বলেন, তাঁহারা জীবকেও † জড় প্রকৃতির অন্তর্ভূত করেন। সুতরাং প্রকৃতির যে রূপ স্বকর্তৃত্ব নাই, জীবেরও তেমনি স্বকর্তৃত্ব নাই, এই তাঁহাদিগের সিদ্ধান্ত। ঈশ্বর হৃদয়ে অবস্থান করিয়া মুগ্ধ করতঃ জীবগণকে বলিবর্দ্দের ন্যায় ঘুরাইতেছেন প্রাচীনেরা যে রূপ বলিতেন আধুনিকেরাও তাহাই বলিতেছেন। যাঁহারা বলেন জড়প্রকৃতি সৃষ্ট, আত্মা সৃষ্ট, ঈশ্বর তাহাদিগকেই বিশেষ প্রকৃতি অর্পণ করিয়াছেন, এবং তৎসহ ঈশ্বরের অবিসম্বাদিনী নিত্যক্রিয়া অবস্থান করিতেছে, তাঁহাদিগের মতে আত্মা কর্তৃত্ববিশিষ্ট। ঈশ্বর জড় এবং জীবে যে প্রকৃতি অর্পণ করিয়াছেন, তদনুসারে তিনি নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে কার্য্য করেন, এই সকল প্রণালী নিয়ম। ইহাতে ঈশ্বরের স্বাধীনতা তিরোহিত হইল না, পূর্ণতাই প্রকাশ পাইতেছে। স্রষ্টার সৃষ্ট বিষয় সকল যদি নিয়তপরিবর্ত্তনসহ হইত, তবে তাঁহার স্বাধীনতা প্রকাশ না পাইয়া অপূর্ণতাই লক্ষিত হইত। অন্য দিকে আবার সৃষ্ট পদার্থের প্রকৃতিকে কোন কারণে অতিক্রম না করাতে তৎপ্রতি (যদি এ রূপ বলা যাইতে পারে) স্রষ্টার বিশেষ সমাদর প্রদর্শিত হইতেছে।

পূর্ব্বোদিত মতে নূতন কিছুই সৃষ্ট হয় না। যাহা কিছু দেখা যাইতেছে, তাহা অনাদি কাল হইতে আছে, সৃষ্টি কেবল বিকাশ মাত্র। আজ আমি যে এই প্রবন্ধ লিখিতেছি, অনাদি কাল হইতে আমি যেমন ছিলাম, আমার এ বিশেষ কার্য্যটীও তেমনি অনাদি কাল হইতে নির্দ্দিষ্ট ছিল। আমাতে যাহা নাই, তাহা কখন বিকাশ লাভ করিতে পারে না, এই মতের চরম পর্য্যন্ত গেলে স্বীকার করিতে হয়, আমি যে যে ভাব যে যে বিষয় জানি এবং ভবিষ্যতে জানিব তাহাও পূর্ব্ব হইতে আমাতে প্রচ্ছন্ন ছিল, এবং আছে, বীজ হইতে বৃক্ষবিকাশের ন্যায় বাহ্যব্যাপারযোগে তাহা বিকাশ লাভ করিয়াছে করিবে এই মাত্র। সর্ব্বজ্ঞতাকে স্বাধীনতাবিলোপসম্বন্ধে যাঁহারা সুদৃঢ় যুক্তি মনে করেন তাঁহাদিগের মতের মধ্যে এই অযৌক্তিকতা অবস্থান করিতেছে। যাহা আছে তৎসম্বন্ধে জ্ঞান না থাকিলে সর্ব্বজ্ঞের হানি হয়। যাহা কিছুই নহে, এখনও যাহার অস্তিত্ব নাই তৎসম্বন্ধে আবার জ্ঞান কি? কেন না স্রষ্টাসম্বন্ধে কোন বিষয়ের জ্ঞান এবং তাহার অস্তিত্ব সমকালিক। যাঁহারা

---

* প্রকৃতি শব্দে জড় পরমাণু বা কোন মূলপদার্থ না বুঝাইয়া যদি উহা স্রষ্টার সৃষ্টি শক্তির নাম হয়, তাহাতে কোন দোষ বর্ত্তে না। কেননা তাহা হইলে উহা স্রষ্টারই নামান্তর মাত্র হইল। ঈশ্বরের সৃষ্টি শক্তির কোন দিন বিরাম নাই, সুতরাং আমরা সৃষ্টির আদি কল্পনা করিতে পারি না মানা গেল, কিন্তু তাহা বলিয়া প্রকৃতিকে অন্তর্বিশিষ্ট বলাতে কোন দোষ হইতেছে না। কারণ সমুদয় বিশ্ব এবং তাহার প্রত্যেক অংশের আরম্ভ আছে, এবং এখনও সৃষ্ট হইতেছে হইবে ইহা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ।

† অনেকে মনে করিতে পারেন, বর্ত্তমান কালের জড়বাদিগণের এই রূপ মত, আমাদিগের দেশীয় দার্শনিকগণ কখন এ রূপ অদার্শনিক মত প্রচার করেন নাই। অচেতন হইতে চেতনের উৎপত্তি এই অদার্শনিকতা পরিহার করাতে এ কথা তাঁহাদিগের সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ সত্য বলিয়া প্রতীত হইতে পারে, কিন্তু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দর্শন করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা জড় এবং চেতন দুই প্রকার পরমাণু নিত্য মানিতেন। "এষোঽণুরাত্মা" এই শ্রুতি এ প্রকার অনুমানের প্রতিপোষক। "নিত্যো নিত্যানাং" ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে জীবগণ সৃষ্ট নহে নিত্য, এ দেশীয় দার্শনিকেরা বলেন। সুতরাং ফলে উভয়ই এক দাঁড়াইলেন।

মনে করেন, ঈশ্বর অনাদি কাল হইতে প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনের প্রতিঘটনার প্রত্যেক ব্যাপার জানিতেন, সুতরাং তাহাদিগের জীবনে কেবল নির্দ্দিষ্ট বিষয়ই অনুসৃত হয়, তাঁহারা ঈশ্বরকে মনুষ্যবৎ অন্তবিশিষ্ট করিয়া লন। অন্তবিশিষ্ট মনুষ্য যেমন কোন কার্য্য করিবার পূর্ব্বে চিন্তা করিয়া তাহার একটী ছায়া মনে স্থির করিয়া লয়, পরে তাহা কার্য্যে পরিণত করে, এতদ্দ্বারা ঈশ্বর সম্বন্ধেও তাহাই বলা হইল। নূতন কিছু সৃষ্ট হয় না ইহা যাঁহাদিগের মত তাঁহারা এরূপ বলিবেন বৈ কি? আমরা বলি অগ্রে চিন্তা পশ্চাৎ কার্য্য, ইহা অপূর্ণ জ্ঞানের লক্ষণ, ঈশ্বরে ইহা কদাপি অবস্থিতি করিতে পারে না। প্রত্যেক ব্যক্তির আত্মা যেমন নূতন সৃষ্টি, তেমনি তাহার জীবন ঈশ্বর এবং সেই ব্যক্তির নিত্য ক্রিয়া হইতে সমুদ্ভূত। পূর্ব্বে উহার অস্তিত্ব ছিল না। অনুষ্ঠান এবং তদনুসারে নূতন নূতন অবস্থাদির যোজনা যেমন চিরকাল চলিতে থাকিবে, জীবনও সেই রূপ অগ্রসর হইবে। অনুষ্ঠান এবং তদুপযোগী অবস্থাদি এই উভয়ের মধ্যে যে নির্দ্দিষ্ট সম্বন্ধ আছে, প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনে তদনুসারে সমুদয় সংঘটিত হইবে সত্য, কিন্তু তাহা বলিয়া একথা বলা যাইতে পারে না সেই ব্যক্তির জীবন পূর্ব্ব হইতে নির্দ্দিষ্ট ছিল।

সামাজিক বিজ্ঞান লইয়া বিচার করিতে গেলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, পৃথিবীতে এমন কোন ঘটনা ঘটে নাই, যাহার পূর্ব্বাপর সম্বন্ধ নাই। যখন যে ঘটনা সংঘটিত হওয়া উচিত ছিল, তখন তাহাই ঘটিয়াছে এবং তদুপযোগী লোক তখনি উদ্ভূত হইয়াছে। স্বাধীনতাবিলোপসম্বন্ধে এ একটী মহতী যুক্তি। লোকসকল কালপ্রভাবে উদিত হয়, তাহাদিগের জীবন সম্বন্ধে কোন স্বাধীনতা নাই, সকলই ঘটনার স্রোতে চলিয়া যাইতেছে। সত্য বটে আমার জীবন পূর্ব্বঃ জীবনের সঙ্গে অনুস্যূত রহিয়াছে, পূর্ব্বীয় আচার ব্যবহারাদি আমার জীবন গঠনের কারণ হইয়াছে; কিন্তু একথা কে অস্বীকার করিবে যে আমার জীবন আবার ভবিষ্য জীবন সংগঠনের কারণ হইবে। আমার জীবনে এমন কিছু হইবে, যাহা পূর্ব্বে ছিল না। যদি তাহা না হয়, তবে মনুষ্য জাতির ঘোর বর্ব্বরাবস্থা হইতে বর্ত্তমানাবস্থায় আসিবার সম্ভাবনা ছিল না; এবং ভবিষ্যতে যে সভ্য হইতে সভ্যতর অবস্থায় অধিরোহণ করিবে তাহাতেই বা প্রত্যয় কি? ভূত জীবন আমার বর্ত্তমান জীবনের উপাদান, কিন্তু সেই সকল উপাদান নূতন নূতন বিষয়যোগে নূতন আকার ধারণ করিবে এবং পূর্ব্বের জীবন হইতে অনেক বিষয়ে ভিন্ন হইবে। ঈদৃশ ভিন্নতালাভপক্ষে আমি নিজেও এক কারণ* আমার জীবন আমার ইচ্ছা অবলম্বন করিয়া পরিবর্ত্তিত হইবে; তাহা না হইলে আমার জীবন চির দিন একই দিকে ধাবিত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল।

* Mill's Logic Vol. 11, P, 421-22.

ব্রাহ্মিকাদিগের উৎসব।

সোমবার, ১৩ই মাঘ, ১৭৯৬ শক।

হে নর নারীদিগের পরম দেবতা! এই উৎসব সময়ে তোমার নিকট জগদ্বাসিনী সমস্ত ভগ্নীদের যাহাতে কল্যাণ, পরিত্রাণ হয় এই জন্য যাচ্ঞা করিতেছি। তুমি যেমন পুরুষদিগকে অল্পে অল্পে উন্নত করিতেছ সেই রূপ কোমল প্রকৃতি নারীগণও যাহাতে তোমার নিকটে বসিয়া জ্ঞান ধর্ম্মে উন্নত হন এই বিধান কর। যে সকল ভগ্নীরা এখনও তোমাকে পিতা বলিয়া ডাকিতে শিখিলেন না, এখনও যাঁহারা পাপ কুসংস্কারে বদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন, তুমি বিনা কে তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিবে? না পান তাঁহারা সাহায্য স্বামীর নিকট, না পান তাঁহারা সাহায্য পিতা মাতার নিকট। পিতা! তোমার সে সকল দুঃখিনী কন্যাদের কি করিলে? তোমার সত্যের আলোক কি পৃথিবীর অর্দ্ধ ভাগেই বদ্ধ থাকিবে? তুমিত পক্ষপাতী নহ। পুত্রকে চরণতলে স্থান দিবে, আর কন্যাকে বিদায় করিয়া দিবে, পিতা! এমন নিষ্ঠুরত তুমি নহ। কন্যাদিগের দুঃখ দূর করিবে তাইত এই আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়াছ। আশীর্ব্বাদ কর, যাঁহারা এই আশ্রমে বাস করেন তাঁহারা যেন পৃথিবীর জঘন্য অপবিত্র ভাব পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গের দেবভাব এবং দেবীভাব পাইয়া পৃথিবীতে পারিবারিক পবিত্র শান্তির উদাহরণ প্রদর্শন করেন। জগতের ভাই ভগ্নী সকলে মিলিয়া নাথ! কবে একত্র তোমার নিকট উপস্থিত হইব? নাথ! জগতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আমাদের যত জাতির ভগ্নী আছেন সকলের উপর তোমার আশীর্ব্বাদ বারি বর্ষিত হউক! সকল নারী তোমাকে দেখিয়া মুগ্ধ হউন। যেমন আজ এই ভগ্নীরা তোমার চরণতলে বসিয়াছেন, এই রূপ তোমার সমুদয় কন্যারা তোমার কাছে বসিতে শিক্ষা করুন! তোমার প্রেমরাজ্য সমস্ত নারী জাতির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত কর। ব্রহ্মকৃপাহি কেবলং।

উপদেশ।

জগদীশ্বরের বিশেষ দয়া না হইলে অদ্যকার এই ব্রাহ্মিকা সমাজ হইত না। দয়াল প্রভুর বিশেষ করুণা বর্ষিত না হইলে, আজ ভগ্নীদিগের সঙ্গে উৎসবে মিলিত হইতে পারিতাম না। ভ্রাতাদিগের ধর্ম্মোৎসাহ দেখিয়া কত বার সুখী হইয়াছি; কিন্তু কুসংস্কার, পাপরজ্জু হইতে মুক্ত করিয়া, কত গুলি ভগ্নীকে যে দয়াল পিতা এই উৎসব করিতে ডাকিলেন, ইহা বিশেষ দেব প্রসাদ। ইহা কখনও হয় নাই, ইহা নূতন। যাহারা পরিত্যক্ত, গৃহে অবরুদ্ধ, যাহাদের জন্য অতি অল্প লোকের চক্ষু হইতে দয়া জল পড়িয়াছে, সে সকল অসহায়া নারীদিগকে এখানে কে আনিলেন? দয়াময় বাঁচিয়া আছেন। ভগ্নী-

গণ! বঙ্গদেশ এবং ভারতবর্ষের দেশাচার নিষ্ঠুর হইল বলিয়া আমাদের জগদীশ্বর যে তোমাদিগের প্রতি নিষ্ঠুর হইবেন ইহা হইতে পারে না। তিনি দেখিলেন তাঁহার অল্প বয়স্কা কন্যাদিগের না হইল ধর্ম্মে উন্নতি, না হইল ভক্তির উদয়, একটু একটু বিজ্ঞানের আলোক দেখিয়া তাঁহাদের চক্ষু প্রস্ফুটিত হইল বটে; কিন্তু সেই আলোক আরও ভয়ানক রূপে তাহাদের পতনের অবস্থা দেখাইয়া দিতে লাগিল। বিদ্যা শিখিয়া লোকে সুখী হয়; কিন্তু বঙ্গদেশের নারীরা বিদ্যার আলোক পাইয়া আরও দুঃখিনী হইলেন। উচ্চ আদর্শ পাইয়াও তাহা তাঁহারা ধরিতে পারিতেছে না, এই তাঁহাদের দুঃখ, এবং এই রূপে তাঁহাদের হীনাবস্থা দেখিয়া তাঁহারা আরও নিরাশ এবং নিরুৎসাহ হইয়াছেন। যদি আশা পূর্ণ না হইবে, কেন মনে উচ্চ আশা হইল? তাঁহারা বলিতেছেন হইত ভাল যদি কুসংস্কারের পদতলে পড়িয়া থাকিতাম, কেননা তাহা হইলে আর এ সকল উচ্চ আশা মনে প্রকাশিত হইত না এবং দুর্দ্দশার মধ্যে থাকিয়া উৎকৃষ্ট অবস্থার পরিচয় পাইতাম না। হায়! একি আমাদের দুর্দ্দশা হইল! জানিলাম ঈশ্বর অনেক নহেন, তিনি এক। কেন শুনিতে পাইলাম ব্রাহ্মসমাজ আসিয়াছে জগতের নারীদিগকে বাঁচাইবার জন্য? কেন চক্ষে দেখিলাম ভক্তদিগের আনন্দ? কেন স্বর্গে যাইতে আশা হইল? বল নাই, অবলা নারী, কেমন করিয়া অগ্রসর হইব? রোগ বুঝিলাম, ঔষধ দেয় কে? অন্ধকার দেখিলাম, অন্ধকার কাটিয়া যাইব কি রূপে? যখন পাপ কুসংস্কার, অন্ধকারের মধ্যে ছিলাম তখনত কেহই অনুতাপের আগুন হৃদয়ে জ্বালিয়া দেয় নাই। তবে বুঝি বিদ্যা শিখিলে আর সুখ হয় না। বুঝি ঈশ্বরের কথা শুনিয়া তাঁহার দেখা না পাইলে আর দুঃখ যায় না, এই বলিয়া বঙ্গদেশের নারীরা কাঁদিতেছিলেন। স্বর্গের দেবতা কন্যাদিগের এ সকল দুঃখের কথা শুনিলেন, তিনি দেখিলেন বিদ্যাতে ইহাদের সুখ হইল না, ইহাদের স্বামীরা, ভ্রাতারা ব্রহ্মমন্দিরে যাইয়া ঈশ্বরের নাম কীর্ত্তন করিয়া, তাঁহার চরণ ধরিয়া সুখী হইতেছে; ইহারা জানিল ঈশ্বর নিকটে আসিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। স্বর্গের কোন্ পথ দিয়া যাইয়া ঈশ্বরকে দেখিতে হয় ইহারা জানিল না। এই জন্য ভগ্নীগণ! দয়াময় ঈশ্বর তোমাদের হাত ধরিয়া তোমাদিগকে এই উৎসবে আনিলেন। যাহাদের জন্য কেহই চিন্তা করিল না, তাহাদিগকে অসহায় দেখিয়া ঈশ্বর এখানে আনিয়াছেন, অতএব তাঁহাকে তোমরা সর্ব্ব প্রথমে ভক্তির সহিত পিতা ও রক্ষক বলিয়া ডাকিবে। তাঁহাকে ডাকিলেই তোমাদের সকল দুঃখ দূর হইবে। তোমরা যে ঈশ্বরকে ডাকিতে পার ইহা সাধারণ দয়া নহে, নারীদিগের প্রতি তাঁহার এই বিশেষ দয়া। তাঁহার বিশেষ প্রসাদে তোমারা তাঁহাকে ডাকিতে শিখিয়াছ কিন্তু এই কথা কি তোমরা স্মরণ করিবে না যে ঈশ্বরকে জানিয়া না দেখিলে দুঃখ দূর হয় না? নিশ্চয়ই তোমরা পাপে মরিবে, দুঃখে জ্বলিবে, যদি তোমরা তাঁহাকে দেখিতে না পাও। তোমরা কার কন্যা? মাকে যদি না দেখিলে তবে যে তোমরা মাতৃহীন। যার মা নাই সে বরং এক প্রকার আপনাকে আপনি সান্ত্বনা করিতে পারে; যে জানে মা সমস্ত দিন দ্বারে বসিয়া আছেন, অথচ তাঁহাকে দেখিতে পায় না, তাহার কত যন্ত্রণা সেই অন্ধকে জিজ্ঞাসা কর। আমি যদি বলিতাম, তোমাদের মা ছিলেন, আজ নাই, কিম্বা তিনি দূরে গিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে দেখা হইবে না, তাহা হইলে তোমাদের কষ্ট হইত না, কিন্তু যখন দেখিতেছি, ঐ তোমাদের মা, তাঁহার আশীর্ব্বাদ হস্ত তোমাদের মস্তকে রাখিয়াছেন, তখন তাঁহাকে না দেখিয়া কিরূপে তোমরা সুস্থির থাকিবে? কত দিন আর তোমরা এই কথা বলিবে, ইহাঁকে না দেখিলে যে কিছুতেই প্রাণ বাঁচে না। তাঁহার দর্শন বিনা আমাদের লেখা পড়া শিক্ষা আমাদের বিষ হইয়া উঠিয়াছে। ভগ্নী! ব্রহ্মকন্যা! যদি তোমাকে বিশ্বাস করাইয়া দিতে পারি যে তোমার প্রতি যথার্থই তোমার মার দয়া আছে, তুমি ইচ্ছা করিলেই তাঁহাকে দেখিতে পাইবে, তাহা হইলে আমার জীবন কৃতার্থ হয়। একবার তোমার মস্তক উঠাইয়া লও, দেখ এত দিনের কুসংস্কার অন্ধকারের পর কে তোমাকে দেখা দিবার জন্য আসিয়াছেন। স্বয়ং ঈশ্বর বলিয়া দিতেছেন; কন্যা! পৃথিবী এত কাল তোমার উচ্চ সুখের পথ বন্ধ করিয়াছিল, বলিয়াছিল, তুমি আর ঈশ্বরকে দেখিতে পাইবে না, আমি সেই কথার প্রতিবাদ করিতে আসিয়াছি, আর পৃথিবী তোমাকে পদাঘাত করিতে পারিবে না। এই সমাচার ভক্তের পক্ষে অতি সুখের সমাচার; কিন্তু যে ভগ্নী পিতাকে দেখিতে পান না তাঁহার পক্ষে ইহা হৃদয়ভেদী। ভগ্নীগণ! একবার ঐ মুখ দেখিয়া যদি তোমাদের মৃত্যু হয় ভয় নাই, দুঃখ নাই। আমাদের জননী কেমন, তাঁহাকে চিনিয়া তাঁর অঞ্চল ধরিয়া অনন্তকাল তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকিয়া সুখী হইতে পারিবে। কত কাল আর তোমরা এই বলিয়া ক্রন্দন করিবে, মা নিকটে, কিন্তু এই দগ্ধ চক্ষু যে খোলে না; যদি অকালে মৃত্যু হয় তবেত আর পৃথিবীতে মার সঙ্গে দেখা হইল না; কিন্তু যদি মার সঙ্গে দেখা না হয় তবে এই উপদেশ শুনিলাম কিসের জন্য? আর সকলই হইল, ধন চাহিয়াছিলাম, ধন পাইলাম, সন্তান কামনা করিয়াছিলাম, সন্তান হইল; কিন্তু এই দগ্ধ চক্ষু যে খোলে না, মাকে না দেখিলে যে দুঃখ যায় না। পৃথিবীতেও আমার কোন অভাব রহিল না; কিন্তু সংসারের সুখ যে আমাকে সুখী করিতে পারিল না। হায়! আমার দুঃখ দেখে এক দিন জগতের লোক কাঁদিয়া বলিবে, ঐ বঙ্গীয় কন্যা মাকে না দেখিয়া পরলোকে চলিয়া যায়। এত উপদেশ এবং এত সাধুসঙ্গ পাইয়াও মার

সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল না। এই জন্য কি বঙ্গদেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম? অন্য লোকে দুঃখ করে তাহার কারণ আছে, তারাত দয়াল নাম শুনে নাই। আমাদের কাছে এত সমাচার আসিল, "তোর মা তোকে এখনই ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া আছেন" আমরা স্বকর্ণে এই কথা শুনিলাম, তথাপি কি আমাদের এই দগ্ধ চক্ষু খুলিবে না? যদি ঈশ্বর আমাদিগকে এই কথা না শুনাইতেন, তবে দুঃখ হইত না। কে যে আমাদিগকে বিশ্বাস করাইয়া দিয়া গেল যে আমরা মার ক্রোড়ে বসিয়া আছি। কে বলিয়া দিল, তাঁহার সুন্দর হস্ত দেখিলে না, যে হস্ত তৃষ্ণার সময় জল তুলিয়া দেয়, এবং শোক দুঃখে অশ্রু মোচন করে? হায়! সেই জননীর হাতত এক দিনও দেখিতে পাইলাম না। হায়! পোড়া এই চক্ষুত তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। লোকে বলে তিনি পাপীর ঘরে নামেন. তাই আমাকে অবলা দেখিয়া আমার শয্যাতে মা হইয়া বসিয়া থাকেন। ওরে নির্ব্বোধ মন! তুই কি জানিস্ না মাকে না দেখার মত যন্ত্রণা আর নাই? মা কাছে আছেন অথচ তাঁহাকে দেখিতে পাই না এই অন্ধকার কেহ সহ্য করিতে পারে না। আর এই যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারি না, থাক্ আমার সংসারের ধন, মান, এবং বিদ্যা, আমি মাকে দেখিতে যাই। লোকে আমাকে ব্রাহ্মিকা বলিয়া প্রশংসা করে; কিন্তু আমি কি দেখিয়াছি? কি পাইয়াছি? মাকে না দেখিলে যে আর সুখ নাই। ভগ্নীগণ! বিশেষ সময় আসিয়াছে, আর বিলম্ব করিও না, তোমরা মাকে দেখিতে বাহির হও। তিনি বলিতেছেন, এই আমি তোমাদের কাছে বসিয়া আছি, আমার অঞ্চল ধর। আমি নিশ্চয় বলিতে পারি তোমাদের ভাই হইয়া, আমাদের পিতার মুখ অত্যন্ত সুন্দর। একবার যে সেই মুখ দেখে সে চিরকালের জন্য মোহিত হয়। সেই মুখ দেখিলেই প্রাণের মধ্যে আপনা আপনি মত্ততা হয়, এমন মুখ কেহ কখনও দেখে নাই। মানুষের রূপ গুণ দেখিয়াছ; কিন্তু মার মুখ দেখ নাই। আমাদের মার কত গুণ, কত সৌন্দর্য্য, আজ উৎসবের দিন তাহা দেখিয়া প্রাণের ভিতর কেমন ভাল বাসা উথলিয়া উঠিতেছে। এমন মাকে তোমরা ভালরূপে চিনিলে না, তোমাদের এই দুঃখ দেখিয়া দুঃখ হয়। তাঁহাকে দেখিয়া কেন তোমরা তাঁহার বশীভূত হইলে না? তোমাদেরও সুখ হইবে, আমরাও তোমাদের সুখে সুখী হইব। এই আশার কথা শুনিয়া একবার তোমরা মাকে অন্বেষণ কর। যে একবার মাকে দেখিয়াছে সে পাগলের মত হইয়াছে। আমরা কার মুখ দেখিয়া সকল যন্ত্রণা সহ্য করিতেছি? আমরা কি মূর্খ? আমরা কি প্রবঞ্চিত হইতেছি? আমরা যে পৃথিবীতে এত নির্য্যাতন সহ্য করিতেছি কাহার বলে? এক এক দিন যখন আমাদের বুক দুঃখে বিদ্ধ হইয়া অবসন্ন হইয়া পড়ে, তখন কার মুখ দেখিতে যাই? যিনি দুঃখীদের ক্রন্দন চিরকাল শুনেন, তাঁহারই চরণ আমাদের একমাত্র আরাম স্থল। যদি দুঃখ দূর করিতে চাও ইহাঁকে হৃদয়ে রাখ। আমাদের সকলের মা ইনি, বাপ ইনি। ইহাঁকে যত্ন করে রেখ, ভাল বাসার আসনে ইহাঁকে রেখ। শুষ্ক কঠোর, পর বলিয়া ইহাঁকে তাড়াইয়া দিও না। বড় আশা ছিল এই আশ্রম সম্পূর্ণরূপে দয়াল পিতার আশ্রম হইবে; কিন্তু তোমরা তাঁহাকে গ্রহণ করিলে না। তোমরা বারম্বার আমাকে আসিতে অনুরোধ কর, আমি আসি না কেন? এখানে আমার মাতা পিতার বড় অপমান হয়, এই জন্য আমি আসিতে পারি না। যে বাড়ীতে আমার পিতা মাতার অপমান, সেখানে আসিয়া আমি কি রূপে আহ্লাদ করিব? পূর্ব্বে তোমাদের আশ্রমে আসিয়া আমি কত বলিয়াছি, তোমাদের সঙ্গে প্রতিদিন পিতার পূজা করিয়া কত আনন্দিত হইয়াছি, তাহা কি তোমাদের মনে নাই? এত যত্ন করে যে বাড়ী নির্ম্মাণ করিলাম সেই বাড়ীতে আমার পিতা মাতার অপমান ইহা কি আমার প্রাণে সহ্য হয়? আজ তোমাদিগকে বলিলাম কি জন্য আমার বিরাগ হইয়াছে। আবার যদি তোমরা মার অপমান কর আমার বুকে আরও তীক্ষ্ণতর, আরও বিষম শেল বিঁধিবে। তোমাদের এই ঘর শ্মশান নহে ইহা অতি যত্নের, সুন্দর এবং উচ্চ ঘর। এক একটী পুত্র কন্যাকে দেখা দিবেন বলিয়া পিতা সমস্ত দিন এখানে বসিয়া থাকেন। ভগ্নীগণ! নিরাশ হইও না, তোমাদের ভাইয়েরা যেমন পিতাকে দেখে সুখী হচ্ছেন, তোমরাও তাঁহাকে দেখে সুখী হও। অনেক দিন পাপের অবিশ্বাসের বিষ পান করিয়া দুঃখ পাইলে, এখন ঐ ন্যাও প্রেমময় ঈশ্বর তোমাদের মুখে, প্রেম মধু আনিয়া ঢালিয়া দিচ্ছেন। এই মধু পান করিয়া এবার অমর এবং অজর হও। এমন পিতাও দেখি নাই, এমন বন্ধুও দেখি নাই। ভগ্নী! তবে তোমার আশা আছে। বাঁচিবার জন্যই এমন পিতার আশ্রয় পাইয়াছে, মরিবার জন্য নহে। অমর হয়ে, অজর হয়ে, দয়াল পিতার দিব্যধামে গিয়া জননীর হাত ধরে এ জীবন থাকিতে থাকিতে স্বর্গের সুখ সম্ভোগ কর।

প্রেমময়ী জননী! স্নেহের পিতা মাতা! কি দুঃখ তাঁহাদের যাঁহারা তোমাকে দেখিতে পান না। তোমার হাত দিয়া আমাদের চক্ষু খুলিয়া দাও। যে একবার তোমার দর্শন পায় তাহারত দুঃখ থাকে না। পিতা! এই তোমার সমক্ষে কএকটী ভগ্নী বসিয়া আছেন ইহাঁরা তোমাকে কি রূপে দেখিবেন? আবার ইহাঁরা ছাড়া যে আমাদের আরও কত দুঃখিনী ভগ্নী আছেন তুমি তাঁহাদেরও উপকার কর। তুমিত জান, অন্তর্যামী, তোমাকে বলিব কি? তোমার অদর্শন যন্ত্রণা যে সহ্য হয় না।

প্রাণ থাকতে তোমার মুখ দেখিলাম না এই দুঃখ সহ্য হয় না। আর কে আছে ইহাঁদের দুঃখ দূর করে? তুমিই অগতির গতি। তোমার ঐ চরণের সঙ্গে ইহাঁদের হৃদয় গুলিকে বাঁধ। যেমন রূপ লাবণ্য দেখাইয়া ভক্ত জনের লোভের বস্তু হইয়াছ, তেমনই যেন শুনিতে পাই, আজ আশ্রমের অমুক ভগ্নী, কাল অমুক ভগ্নী তোমাকে, দেখিয়া সুখে মত্ত হইয়াছেন। নাথ! আশীর্ব্বাদ কর, তোমার আশীর্ব্বাদে সকলই হয়।

ঈশ্বর! তোমার সন্তান তোমাকে দেখিতে চায়, তুমিও তোমার সন্তানকে দেখা না দিয়া আর কাহাকে দেখা দিবে? এবং তোমার রূপ লাবণ্য আর দেখিবেই বা কে? পিতা! অনেক বার তোমাকে দেখিয়া মোহিত হইয়াছি। আরও ইচ্ছা হয় তোমাকে আরও ভাল করিয়া দেখি। হে প্রিয় পিতা! তুমিও ইচ্ছা কর দেখা দিবে, তোমার দুঃখিনী কন্যারাও তোমাকে দেখিতে ইচ্ছা করেন। ইচ্ছারত মিলন হইল। দুঃখিনীকে এত দিনের পর পিতা দেখা দিয়া কৃতার্থ করিয়াছেন এই কথা তোমার প্রত্যেক কন্যা বলিতে শিখুন। বিচার কর, বিচার পতি! যদি তোমার সন্তান তোমাকে না দেখিল তবে জীবন কি জন্য? আশীর্ব্বাদ কর, তোমার বঙ্গদেশের মেয়েরা তোমার দর্শনের আলোকে তোমাকে মা বলে ডেকে সুখী হউন, প্রফুল্ল হউন! সকলকে নিকটে ডেকে দেখা দাও। তোমার দর্শন পেতে যেন সকলের অভিলাষ হয়। আজ যেমন শোভা করিয়া বসিয়া আছ, এমনই তুমি তোমার স্বর্গে চিরকাল তোমার ভক্তদিগের সঙ্গে বসিয়া আছ। স্বর্গের লোকদের দুঃখ নাই, অদর্শন যন্ত্রণা কি তাঁহারা জানেন না। কবে আমরাও স্বর্গে বসে তাঁহাদের ন্যায় চির সুখী হইব? "হৃদে হেরিব, আর অভয় চরণ পূজিব?" আজ আর কাঁদিবার সময় নাই। হে দয়ার সাগর! এই যে উৎসব সুসম্পন্ন হইল, কৃতজ্ঞতা নেও। এই ভিক্ষা করি, এই যে কাঁদিলাম এই জলে যেন ফল হয়। পিতা! এত অনুগ্রহ দেখালে এই কএক দিন। তোমাকে ছাড়িয়া যাই কি রূপে? তাই ডাকিতেছি, জননি! কাছে এসে বস, এই আমাদের অবিশ্বাসী মস্তকের উপর তোমার শ্রীচরণ স্থাপিত কর। তোমার প্রসাদে পরস্পরের সঙ্গে পবিত্র প্রণয়ের সম্পর্ক স্থাপন করিব। তোমার মুখ দেখিতে দেখিতে আমাদের হৃদয়ে গভীর আহ্লাদের জল উথলিয়া উঠিবে। হে মাতৃহীনের মাতা! ভাই ভগ্নী সকলের জননি! এই আশা করিয়া তোমার শ্রীচরণে আমরা ভক্তির সহিত নমস্কার করি।

আচার্য্যের উপদেশ।

শ্রীযুক্ত বাবু কানাই লাল পাইনের বাটী।

শনিবার, ৯ই ফাল্গুন, ১৭৯৬ শক।

ঈশ্বরের সকল উপাসকই বিশ্বাসী। যাঁহারা তাঁহার পূজা অর্চ্চনা করেন তাঁহারা সকলেই তাঁহার বিশ্বাসী সন্তান। কিন্তু ভীত বিশ্বাসী এক শ্রেণীর লোক, নির্ভয় বিশ্বাসী অন্য শ্রেণীর লোক। প্রথম শ্রেণীর লোকেরা ঈশ্বর যে তাঁহাদিগকে নিশ্চয়ই পরিত্রাণ দিবেন, তাঁহাদের চরিত্র নির্ম্মল করিয়া যে তাঁহাদিগকে আনন্দ ধামে লইয়া যাইবেন ইহা বিশ্বাস করেন না। তাঁহাদের মনে এই ভয় আছে, এই যে কত কাল পাপের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া একটু শান্তি লাভ করিলাম হয়ত আবার ইহা হারাইয়া মরু ভূমি শুষ্কতার মধ্যে পড়িয়া অবিশ্বাসী হইতে হইবে। এই ভয়ই তাঁহাদের নিরাশা এবং মৃত্যুর কারণ হয়। কিন্তু এমন বিশ্বাসী আছেন যাঁহারা ঈশ্বরকে ধরিয়াছেন কেবল তাহা নহে; কিন্তু তাঁহারা সম্পূর্ণ রূপে নির্ভয় হইয়াছেন। ভাল লোকের মধ্যেও মন্দ লোক আছে এবং মন্দ লোকের মধ্যেও ভাল লোক আছে; কিন্তু যদি শ্রেণীবদ্ধ করিতে হয়, তাহা হইলে, শ্রেণী স্বীকার করিতেই হইবে। ব্রাহ্ম! তোমার জ্ঞান, প্রেম ও পুণ্য আছে, ইহা মনে করিয়া তুমি অহঙ্কৃত হইও না, কেননা ইহা তোমার অভয় অবস্থা নহে, যদি ইহাতেই তুমি নিশ্চিন্ত থাক তবে তোমার উচ্চ অবস্থার উপরে বিশ্বাস নাই। তবে তুমি ধন্য যদি বিশ্বাস করিতে পার, পরিত্রাণ পাইবেন যাঁহারা তাঁহাদের মধ্যে তুমি চিহ্নিত। প্রাণেশ্বর তোমাকে তাঁহাদের মধ্যে গ্রহণ করিয়া অভয় দান করিয়াছেন। যতক্ষণ ভয় থাকিবে ততক্ষণ অধীর হইয়া থাকিতে হইবে। তোমাকে আমি পরিত্রাণ করিবই করিব, তোমার পরিত্রাণ নিশ্চিত, আজ তোমাকে এই বর দিলাম, যিনি এই কথা ঈশ্বর মুখে শুনিয়াছেন, তিনিই নির্ভয় হইয়াছেন। সহস্র সাধকের মধ্যে ২।৪ টী লোক এই রূপে চিহ্নিত। আসে অনেক; কিন্তু চিহ্নিত হয় অল্প লোক। আমরা সকলেই পিতার চরণ বক্ষস্থলে ধারণ করি; কিন্তু তোমাকে আমি পরিত্রাণ হইতে বঞ্চিত করিব না, তোমাকে এক জন চিহ্নিত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি; পিতার মুখে কয়টী লোক এই কথা শুনিয়াছেন? আমরা যদি এই কথা শুনি আমাদের পক্ষে সশরীরে স্বর্গে যাওয়া অসম্ভব নহে। সহস্র শত্রু যদি আমাদিগকে অধর্ম্মের দিকে টানিতে থাকে তথাপি আমরা স্বর্গে যাইব। পিতার মুখের কথা কখনই ব্যর্থ হইবে না। আমরা স্বর্গে গিয়া বসিবই বসিব। কেননা ঈশ্বর নিজ মুখে বলিয়াছেন, বৎস! আমি তোমাকে নিশ্চয়ই উদ্ধার করিব, তুমি নিরাশাকে বধ কর। ধর্ম্ম জগতের আর সকলই আড়ম্বর এবং ফাঁকি, সার কেবল পিতার এই অঙ্গীকার। এত বয়স হইল যদি পিতার মুখে এই আশার কথা না শুনি

তবে আমাদের কি হইল? অতএব ব্রাহ্মগণ। একটু ব্যস্ত হও। দীননাথের মুখে এই কথা না শুনিলে বাঁচিবে কিরূপে? তিনি প্রসন্ন হইয়া এই বরটী যেন প্রত্যেক, সাধককে দেন যে আমি আর তোমাকে ছাড়িব না। আমাদের নিজের কোন গুণ নাই যে আমরা সেই সহস্রের মধ্যে ২।৫ জন হইব। পিতা যদি কাছে ডাকিয়া বলিয়া দেন, এত দিন পর তোমার সাধন সকল হইল, যাও তুমি নির্ভয় হইয়া সংসারে বিচরণ কর। আজ আমি তোমার হইলাম, তুমি আমার হইলে। এমন শুভাশীর্ব্বাদ কবে পিতার মুখে শুনিব? এই জন্য প্রাণ ব্যাকুল হউক। ঈশ্বরের আশ্বাস বাক্য, তাঁহার অভয় দাম ভিন্ন কি সাধক বাঁচিতে পারে? সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চদান এই অভয় বাক্য। পুত্রকে যদি পিতা অভয় দিলেন তবে আর তার ভয় ভাবনা কি? যদি আমরা অভয় পদ না পাই তবে আমাদের ধর্ম্ম সাধনে ফল কি? এই কথা যেন পিতাকে বলিতে পারি, দুঃখ দাও, কষ্ট দাও ক্ষতি নাই; কিন্তু অভয় দিও, তাহা হইলেই সুখী হইব। কি একাকী কি ভাই ভগ্নীদের সঙ্গে যতবার তাঁহাকে দেখিব ততবারণ তাঁহার কাছে এই ভিক্ষা চাহিব ততক্ষই মস্তক পাতিয়া থাকিব, যতক্ষণ না ইহার উপারে তাঁহার পবিত্র অভয় হস্ত স্থাপন করিবেন। তার মত দুঃখী কে আছে যে এই কথা শুনিল না। সার ধর্ম্ম গ্রহণ কর। পবিত্র হইবই হইব কেননা ঈশ্বর বলিয়াছেন। মানুষ, এবং নিজের বিকৃত বুদ্ধি শত্রু হইয়া আমাদিগকে ভয় দেখায়; কিন্তু ঈশ্বর বলিয়াছেন, আমরা পবিত্র হইবই, তবে ভয় করিব কাহাকে? যথা সময়ে তাঁহার প্রমুখাৎ এই আশীর্ব্বাদ শুনিব। এই আশীর্ব্বাদের সঙ্গে সঙ্গেই এক নূতন পবিত্র জীবন পাইব, অনন্তকালের আনন্দরাজ্যের দ্বার খলিয়া যাইবে। দয়াময় আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ, দিন, আমরা প্রতীক্ষা করিয়া তাঁহার চরণতলে পড়িয়া থাকি।

গুরু তেগ বাহাদুরের প্রাণ দান।

মুসলমান বাদসাহ আরংজিবের রাজত্ব সময়ে শিখ ধর্ম্মাবলম্বী নবম গুরু তেগ বাহাদুর পাঞ্জাব রাজ্যে যৎকালে প্রভূত উৎসাহের সহিত ধর্ম্ম-প্রচার কার্য্যে প্রবৃত্ত ছিলেন তখন তাঁহাদের উপর অনেক অত্যাচার হয়। শিখদিগের আধিপত্য সন্দর্শনে মুসলমানেরা তাহাদিগকে ধরিয়া কারাবদ্ধ করিত, এবং শত শত লোকের প্রাণ সংহার করিত। তাহারা কোরাণ লইয়া বলিত যে, হয় তোমরা আপনার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ কর না হয় এখনি তোমাদের প্রাণ বধ করিব। এই রূপে অনেকানেক শিখের প্রাণ সংহার করিয়া শেষে নবম গুরু তেগ বাহাদুরকে তাহারা ধৃত করিল এবং তাঁহাকে কারাবদ্ধ করত বিধিমতে কষ্ট দিতে লাগিল। আহারের জন্য তাঁহাকে ধান্য এবং অতি কদর্য্য সামগ্রী প্রদান করিত। কিছু দিন তাঁহাকে অতিশয় নির্য্যাতন করিয়া পরে এক দিন বলিল, তুমি যে গুরু হইয়াছ, কি তোমার ক্ষমতা আছে আমাদিগকে তাহা দেখাও। ইহাতে গুরু বলিলেন আমার কণ্ঠচ্ছেদন কর আশ্চর্য্য ক্রিয়া দেখিতে পাইবে। নির্দ্দয় মুসলমানেরা তাঁহার কণ্ঠচ্ছেদন করিয়া পরে অনুসন্ধান করিয়া দেখিল, গল লগ্ন এক খণ্ড কাগজে এই রূপ লিখিত রহিয়াছে যে, " শির দিয়া তো ধরম্ নেহি দিয়া। "

সংবাদ।

বর্দ্ধমান ব্রাহ্মসমাজের দশম সাম্বৎসরিক উপলক্ষে বিগত ১০ই ফাল্গুন তথায় দুই বেলা উপাসনা হইয়াছিল। প্রাতে শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল উপাসনা কার্য্য করেন এবং মনুষ্যের পরিবর্ত্তনশীল অবস্থার মধ্যে ঈশ্বরের চির অপরিবর্ত্তনীয় মঙ্গল স্বভাবে বিশ্বাস স্থির রাখা বিষয়ে একটী বক্তৃতা দেন। সন্ধ্যাকালের উপাসনা শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায় সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

প্রচারকার্য্য সম্বন্ধে যিনি যাহা কিছু অবগত করিতে ইচ্ছা করেন তাহা কোন ব্যক্তি বিশেষকে না জানাইয়া প্রচারক সভার সম্পাদককে লিখিবেন তাহা হইলে কার্য্যের সুবিধা হইবে।

বিজ্ঞাপন।

ধর্ম্মতত্ত্বের গ্রাহক মহাশয়দিগকে পুনরায় অবগত করা যাইতেছে যে তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক স্ব স্ব দেয় প্রেরণ করিয়া আমাদিগকে বাধ্য করেন।

ব্রহ্মসঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন তিন খণ্ড একত্রে চামড়া দিয়া বাঁধাইলে সর্ব্বশুদ্ধ দুই টাকা মূল্য লাগে, যাঁহারা ইচ্ছা করেন আমাদিগকে জানাইবেন।

এই পাক্ষিক পত্রিকা কলিকাতা ১৩নং কলেজ স্কোয়ার ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে ১৬ই ফাল্গুন, শ্রীগোপালচন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত হইল।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং।
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তুবৈরাগং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৮ম ভাগ। ৫ম সংখ্যা। | ১লা চৈত্র, রবিবার, ১৭৯৬ শক। | বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফস্বল ঐ ৩।০

প্রার্থনা।

হে অমৃতময় মহান্ পুরুষ, প্রেমের অনন্ত সূর্য্য, আমি সংসারের ঘোর কোলাহলের মধ্যে পড়িয়া তোমার সুধাসিক্ত উৎসাহকর আশা বাক্য কিরূপে শুনিতে পাইব, এবং পাপের ঘন অন্ধকারে বাস করিয়া তোমার মনোহর উজ্জ্বল মূর্ত্তিই বা কেমন করিয়া দেখিব। আমি বাহিরের কোলাহল এবং বাহিরের অন্ধকার বিনাশ করিতে গিয়া পরাস্ত হইলাম। এখন এই প্রার্থনা করি যে, তুমি আমার মনের কোলাহল এবং হৃদয়ের অন্ধকার বিদূরিত কর। অন্তরে শান্তির গম্ভীর নিস্তব্ধতা প্রেরণ কর, নতুবা সংসারের বৃথা গণ্ডগোলে পড়িয়া কিছুই শুনিতে পাইতেছি না। তোমার দর্শন স্বর্গীয় দর্শন, তোমার কথাই সার কথা। মনের অশান্তি কোলাহল নিবৃত্ত হউক, পাপের মেঘ চলিয়া যাউক, তোমার নিকট উপস্থিত হইয়া পথের পরিশ্রম দূর করি। হে দীননাথ! তুমি সহায় হইয়া আমাকে শান্তি সম্ভোগ করিতে দাও। আমার চঞ্চলচিত্ত তোমার দর্শন শ্রবণে সুখী হউক। হে অগতির গতি ঈশ্বর! তোমার শান্তিপ্রদ চরণচ্ছায়া আমার দগ্ধ মস্তকোপরি প্রসারণ করিয়া আমাকে কৃতার্থ কর।

উপাসনা এবং সাধু জীবন।

যে উপাসকের উপাসনায় প্রেম ভক্তি উৎসাহের চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় তাঁহার জীবন যদি ভক্তির উচ্চ সোপানে দিন দিন আরোহণ করিতে না পারে, এবং সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া সদাকাল সাধুতাতে স্থিতি না করে, তাহা হইলে ঈশ্বরের শাস্ত্র মিথ্যা হইয়া যায়। দীর্ঘ কালের জন্য যেখানে আমরা এই রূপ বিপরীত অবস্থা সন্দর্শন করি সেখানে স্বভাবতঃ এই মনে হয় যে, হয় প্রকৃতরূপে প্রার্থনা হইতেছে না, না হয় যাঁহার নিকট প্রার্থনা করা হয় তিনি জাগ্রত দেবতা নহেন। উপযুক্ত কারণের যোগাযোগ থাকিলে কার্য্যের উৎপত্তি হইবেই হইবে। সমস্ত কারণ বর্ত্তমান অথচ কার্য্য নাই ইহা হইতে পারে না। উপাসনা সম্বন্ধেও এই নিয়ম সংলগ্ন হয়। যাঁহারা কেবল উপাসনা করিতে চাহেন উন্নতির কোন আশা ভরসা রাখেন না তাঁহাদের এ বিষয়ে কোন বিচার করিবার আবশ্যকতা নাই। কিন্তু যাঁহারা উপাসনা সাধন ভজনকে উন্নতির উপায় বলিয়া বিশ্বাস করেন তাঁহাদের ইহাতে নিশ্চিন্ত থাকা কখনই উচিত নহে। যথার্থ ঈশ্বরের নিকট যথার্থ প্রার্থনা বিধিসঙ্গত রূপে হইতেছে কি না ইহা শীঘ্র তাঁহারা অনুসন্ধান করুন। নতুবা

জীবনের উচ্চ আদর্শ গ্রহণ করিয়া উদাসীন ভাবে সাধন করিলে পৃথিবীকে যে কেবল উচ্চ কপটতার দৃষ্টান্ত দেখান হইবে তাহা নহে, সাধকের নিষ্ফলযত্ন দেখিয়া অনেকে অবিশ্বাসী হইয়া উঠিবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম যে উন্নতিশীল মুক্তিপ্রদ এ কথার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আবশ্যক। সমান ভাবে দিন চলিয়া গেলে প্রার্থনা আত্মপ্রতারণা মনে হইয়া শেষ অনেকে ইহা পরিত্যাগ করিবেন। ধর্ম্মের যদি জীবন থাকে তবেই মঙ্গল, তাহা না হইলে মতামতের বিবাদেই দিন চলিয়া যায়। জীবনই যদি ভক্তি প্রেম উৎসাহে দিন দিন পরিপুষ্ট না হইল তবে ধর্ম্মজ্ঞান ধর্ম্মসাধনা কিসের জন্য? অতএব সাধু হইবার জন্য যাহা কিছু করিতে হয় অবিলম্বে তাহা করা কর্ত্তব্য। যে জন্য উপাসনা, নিয়ম পালন, জ্ঞানশিক্ষা তাহাই যদি না হয় তবে ধর্ম্মসাধনও যে অচিরে সংসারের একটী নিকৃষ্ট ক্রিয়ার মধ্যে পরিগণিত হইয়া যাইবে তাহা বলা বাহুল্য। শত শত ব্রাহ্ম জীবনকে উচ্চ এবং চিরউন্নতিশীল করিতে না পারিয়া উপাসনায় অবিশ্বাসী হইয়াছেন। ক্রমে এইরূপে ধর্ম্মসাধন যে আত্মার পরিত্রাণের জন্য, স্বর্গের অগ্নি জনসমাজে বিস্তারের জন্য এ অর্থ অনেক স্থানেই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। দিনান্তে এক ঘণ্টা কাল তুমি ব্রহ্মোপাসনা করিয়া সুখী হইলে এ কথা মানিলাম, কিন্তু এই সাধু অনুষ্ঠান যে তোমার অহিফেনসেবির মৌতাতের ন্যায় হয় নাই তাহার প্রমান কি? উপাসনার ভাব যদি সমস্ত জীবনে পরিব্যপ্ত হইয়া জীবনকে বর্দ্ধিত এবং পরিপুষ্ট করিতে পারে তাহা হইলেই নিজের এবং জগতের মঙ্গল; নতুবা উপাসনাও অহিফেনের মৌতাত বিশেষ জানিবে। পাপ বহু দিনের অভ্যস্থ, পৃথিবীতে প্রলোভন অনেক তাই বলিয়া কি উহা কখনই উন্মূলিত হইবে না? যদি না হয় তবে কেন উপাসনা করিব? ধর্ম্ম মানিলে সচ্চরিত্র ভদ্রলোক এবং সমাজসংস্কারক হওয়া যায়, উপাসনা করিলে প্রতি দিন কিছু কিছু আনন্দ পাওয়া যায় ইহার দৃষ্টান্ত জগতে অনেক আছে; কিন্তু ঈশ্বরে বিশ্বাসী হইয়া ভক্তির সাধন করিলে জীব জীবন্মুক্ত হয়, এবং অনন্ত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে এই দৃষ্টান্তের এখন প্রয়োজন। উপাসক যদি এই প্রশ্নের মীমাংসা জীবনে করিতে পারেন তাহাহইলেই ধর্ম্মের গৌরব থাকিবে। মুক্তি পথের প্রতিবন্ধক এবং আপত্তির কথা চিরকাল শুনা যাইতেছে, এই সমস্ত বর্ত্তমান থাকিতে উপাসকের জীবন আদর্শের দিকে অগ্রসর হইবে কি না এই কথা এখন জানা আবশ্যক। যাঁহারা জীবন্ত ধর্ম্মব্রতে ব্রতী হইয়াছেন তাঁহাদিগকে বিলম্বে কিম্বা অবিলম্বে ইহার প্রত্যুত্তর দিতেই হইবে।

জনষ্টুয়ার্ট মিলের ধর্ম্মমত।

বিগত বর্ষে আমরা এই বিখ্যাতনামা ধর্ম্মনীতি বিধ্বংশকারী গৌরণীয় পুরুষের জীবন বৃত্তান্ত বর্ণণ উপলক্ষে তাঁহার বুদ্ধিমত্তা এবং চিন্তাচতুরতার বিশেষ পরিচয় দিয়াছি। সম্প্রতি ইহার জীবনের শেষ ফল স্বরূপ ধর্ম্মমত প্রকাশক এক খানি গ্রন্থ আমাদের হস্তগত হইয়াছে। ইহাতে ইনি জগৎগ্রন্থের নির্দ্দয় সমালোচক রূপে সাধারণ সমক্ষে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছেন। মিলের এই সুতীব্র সমালোচনা এবং অদ্ভুত ধর্ম্মমত সম্বন্ধীয় বক্তব্য লইয়া আমরা এই পত্রিকায় কিছু কিছু বাদানুবাদ করিতে ইচ্ছা করি। ইহাতে ধীরবুদ্ধি পাঠকগণ স্পষ্ট দেখিতে পাইবেন যে, কেবল বাহ্যজ্ঞান লব্ধ বৈজ্ঞানিক প্রণালীকে অবলম্বন করিলে অতি বড় ক্ষমতাশালী সুক্ষ্মদর্শী পণ্ডিতকেও কেমন গভীর ভ্রমে পতিত হইতে হয়। তিনি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে স্পষ্টাক্ষরে ঈশ্বর এবং পরকালের বিরুদ্ধে কিছু বলেন নাই, প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া বুদ্ধি বিবেচনা, যুক্তি তর্কের দ্বারা যত দূর এ বিষয় আয়ত্ত করিতে পারিয়াছেন তাহাতে তাঁহার এই বোধ হইয়াছে যে আদর্শের জন্য ঈশ্বর, এবং আশা আনন্দের জন্য পরকালের প্রয়োজন নাই।

মিল্ আত্মপ্রত্যয় সিদ্ধ সহজ জ্ঞান মানিতেন না। বহুদর্শন সাপেক্ষ যে বাহ্যজ্ঞান তাহাই তাঁহার এক মাত্র শাস্ত্র। এই কারণে তিনি স্বভাব এবং তাহার প্রণেতাকে অনেক নিন্দা করিয়া গিয়াছেন। স্বভাবের বুদ্ধি বিবেচনা শূন্য অন্ধ শক্তির ক্রিয়া দ্বারা সৃষ্টিকর্ত্তার প্রকৃতি নির্ণয় করিতে গিয়া তাঁহাকে বৃথা অন্ধকারে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিতে হইয়াছে। পশু এবং জড় প্রকৃতির কার্য্য দ্বারা স্রষ্টার স্বভাব নির্ণয় করা, এবং জড় ও পশুর কার্য্যকে ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ কার্য্য বলা ইহা কত দূর বিচারসংগত হইয়াছে নিরপেক্ষ পাঠকগণ তাহা বুঝিতে পারিবেন। এই বিশাল বিশ্বের কণা মাত্র বাহ্য জ্ঞান মাত্র উপার্জ্জন করিয়া মিল্ এই মিথ্যা সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। সৃষ্টির প্রধানতঃ মঙ্গলোদ্দেশ্য এবং সুচারু নিয়ম শৃঙ্খলা দেখিয়াও তিনি ঈশ্বরের দোষ দুর্ব্বলতা বাহির করিয়াছেন। যে বিধাতার এমন সুন্দর পালনী ব্যবস্থায় মিল্ নিজেও প্রতিপালিত হইয়াছেন। তাঁহার কার্য্যের দোষ আলোচনা করিবার তাঁহার কি অধিকার হইয়াছিল? বাহ্য এবং অন্তররাজ্যের উচ্চতর গূঢ় নিয়ম অবগত না হইয়াও মিল বলেন, স্বভাবে যে কিঞ্চিৎ মঙ্গলোদ্দেশ্য আছে তাহা মনুষ্যের সহায়তা ভিন্ন কার্য্যকারী হইতে পারে না। ইহাতে সৃষ্টিকর্ত্তার মঙ্গলেচ্ছা অসম্পন্ন অবস্থায় আছে, কারণ তাঁহার যেমন মঙ্গলেচ্ছা আছে তেমন অসীম বল নাই। নৈসর্গিক মঙ্গল ফল অধিকাংশ মনুষ্যের চেষ্টা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে, অতএব স্বভাবের কার্য্য অনুকরণীয় নহে। কিন্তু মনুষ্যের সহায়তা কি সৃষ্টি ছাড়া কোন সামগ্রী? স্বভাবের ক্রিয়াকে সংশোধন করিয়া লইলে জীবের মঙ্গল সাধিত হয়, ন্যায়পরতা এবং হিতৈষণা স্বভাবের মধ্যে নাই এই মত তিনি প্রাকৃতিক বিশেষ বিশেষ অশুভ ঘটনা এবং মনুষ্যের বাল্যাবস্থা ও আদিম অসভ্য সময়ের কার্য্য দ্বারা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ধর্ম্মের পত্তন ভূমি সম্বন্ধে তাঁহার বিশ্বাস যে বাল্যকালের শিক্ষা, সংস্কার, ভয় এবং সামাজিক শাসন বিধি ইত্যাদি হইতে মনুষ্যের ধর্ম্মভাব উৎপন্ন হইয়াছে। বাল্যাবস্থায় যেমন যেমন শিক্ষা পাওয়া যায়—ধর্ম্মই হউক বা যে কোন বিষয় হউক—তাহাই চিরকাল থাকিয়া যায়। যেখানে লোকভয় সেই খানেই ধর্ম্ম, সাধারণে যাহা ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করে প্রত্যেকের পক্ষে তাহাই শাস্ত্র হইয়া উঠে। পৃথিবীতে এ প্রকার দৃষ্টান্তের অভাব নাই, সুতরাং তিনি কোন কোন দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা প্রমাণও করিয়াছেন।

তদনন্তর মিল্ এই প্রশ্নটী উত্থাপন করিয়াছেন যে, " মানব স্বভাবে এমন কি আছে যাহাতে ইহার জন্য একটা ধর্ম্ম আবশ্যক করে; মনুষ্য মনের কোন্ অভাবটীই বা ধর্ম্মের দ্বারা পূর্ণ হয়, কোন্ গুণকেই বা ইহা প্রস্ফুটিত করে?" এই প্রশ্নের মীমাংসার ছলে তিনি এই রূপ বলিয়া গিয়াছেন।

ঈশ্বরে বিশ্বাস —নিতান্ত অশিক্ষিত মনের বিশ্বাসও যে অত্যন্ত উন্নত ভাবমূলক তাহা আমি বুঝিতে পারি। ইহার বিশ্বজনিনতা প্রকৃতি উপাসনা প্রণালী দ্বারা উত্তম রূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে।

এই ধর্ম্ম এবং কবিত্ব উভয়ে অন্ততঃ এক বিষয়ে মনুষ্য প্রকৃতির একটী স্থানকে স্পর্শ করে। ইহারা উভয়ে এমন সুন্দর গৌরবান্বিত মহৎ আদর্শ উপলব্ধি করিতে দেয় যাহা সচরাচর কার্য্যে পরিণত হয় না। এই কল্পিত আদর্শ অন্য কোন জগতে কার্য্যে পরিণত হইতে পারে কি না তাহা জানিবার জন্য মনে যে একটী ব্যাকুলতা আছে, ধর্ম্ম কেবল তাহারই ফল। পর জগৎ সম্বন্ধীয় কোন জনশ্রুতি শ্রবণ করিলে, বিশেষতঃ আপনার অপেক্ষা কোন জ্ঞানী লোকের মুখে তাহা শুনিলে এ প্রকার ব্যাকুল চিত্ত তাহা আগ্রহের সহিত হস্তগত করে। কিন্তু ধার্ম্মিক ব্যক্তি ধর্ম্মেতে যে বিশ্বাস এবং আশা লাভ করে ধর্ম্মহীন ব্যক্তি তাহাই অন্য উপায়ে প্রাপ্ত হয়। ঈশ্বর এবং পরকালে বিশ্বাস এক খানি চিত্র করিবার পট স্বরূপ; আপনাপন ক্ষমতানুসারে প্রত্যেকে ইহাতে আদর্শ চিত্রিত অথবা অনুলিপি করে। মনুষ্য জীবন যত দিন স্বয়ং নিজের উচ্চাভিলাষ এবং আশা চরিতার্থ করিতে অসমর্থ হয় ততদিন সে একটী উচ্চ বিষয়ের জন্য ব্যাকুলিত থাকে, এবং তাহার সেই ব্যাকুলতা ধর্ম্মেতে শান্তি অনুভব করে। যত দিন পার্থিব জীবন দুঃখে ভারাক্রান্ত তত দিন তাহার সান্ত্বনার প্রয়োজন। এই সান্ত্বনা স্বার্থপর ব্যক্তি স্বর্গের সুখাশায় এবং প্রেমিক কৃতজ্ঞ ব্যক্তি ঈশ্বর প্রেমেতে লাভ করে। ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে ধর্ম্ম যে আত্মসন্তোষকর এবং মানসিক উন্নতির মূল স্বরূপ এ কথায় কোন আপত্তি হইতে পারে না। কিন্তু এক্ষণে এইটী বিবেচনা করিতে হইবে যে, এই উপকার লাভের জন্য কি আমাদিগকে আর এক স্বতন্ত্র জগতে যাইতে হইবে? অর্থাৎ এজন্য কি একটী পরলোকের প্রয়োজন? ইহ

জীবনের আদর্শ কার্য্যেতে উপলব্ধি করিতে পারিলে অর্থাৎ যে যে উচ্চ ভাবের দ্বারা এই আদর্শ সংগঠিত হয় সেই সেই ভাবের উৎকর্ষ সাধন করিলে কি তদ্দ্বারা কবিত্বের অভাব পূর্ণ হয় না, (যাহাকে উৎকৃষ্ট অর্থে ধর্ম্ম বলা যায়) এবং শিক্ষার সাহায্যে তদ্দ্বারা ধর্ম্মের সমতুল্য রূপে, এবং ধর্ম্মবিশ্বাসের অপেক্ষা অধিকতররূপে কি হৃদয়ের ভাব সমুন্নত এবং চরিত্র মহত্বর ভাব ধারণ করিতে পারে না? এ প্রস্তাবে হয়ত অনেকে বলিবেন, ইহা "এপিকিউরিয়ান" দিগের মত যাহারা কেবল বলে "কল্য আমরা মরিয়া যাইব, অতএব আমাদিগকে আহার পানে মত্ত থাকিতে দাও"। কিন্তু জীবন অল্প দিনের জন্য বলিয়াই যে এ প্রকার সিদ্ধান্ত হইবে ইহা যুক্তিসংগত কথা নহে। যে বস্তু নিজে ভোগ করিতে পাইবে না, সাধারণতঃ লোকের সে বস্তুতে আস্থা থাকে না এই যে নীচ মিথ্যা মত ইহা মনুষ্য স্বভাবে সংলগ্ন হয় না। মনে কর, যদিও ব্যক্তিগত জীবন ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু মানব জাতির জীবনত তাহা নহে; ইহার বর্ত্তমানতার অনিরূপিত কাল কার্য্যতঃ অশেষ, এই সঙ্গে ইহার উন্নতির অনিরূপিত ক্ষমতা যদি সংযুক্ত হয় তাহা হইলেই মনুষ্যের উচ্চ অভিলাষ চরিতার্থের যুক্তি-যুক্ত আদর্শ রূপে ইহা তাহার কল্পনাচক্ষের সমক্ষে দণ্ডায়মান হইল। মানব জীবনের আদর্শের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। সাধন এবং কর্ষণ দ্বারা প্রত্যেক ব্যক্তি এইরূপে আপনার হৃদয়ের ভাব নিচয়কে, সমস্ত মানব জাতির বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনকে এক অখণ্ড বস্তু মনে করিয়া তাহার সঙ্গে একীভূত করিতে পারে। এতদপেক্ষা অতি সঙ্কীর্ণ আদর্শ দ্বারাও যে মনুষ্যজীবন সংগঠিত হয় রোমানেরা স্বদেশ অনুরাগ দ্বারা তাহার প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছে। অন্যান্য বিষয়ে স্বার্থপর হইয়াও তাহারা স্বদেশপ্রিয়তার জন্য এমন উৎসাহী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল যে রিহুদীরা জিহোবাকে আদর্শ করিয়াও তদ্রূপ হইতে পারে নাই। শিক্ষা দ্বারা সকলই হইতে পারে, ধর্ম্মহীন হইয়াও লোকে নিস্বার্থ ভাবে দেশের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পারে। অনেক প্রাচীন ইতিহাস ইহার প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছে। অতএব পরিবারের জন্য, দেশের জন্য, অবশেষে সমস্ত মানব জাতির জন্য মনুষ্য কর্ত্তব্য পরায়ণ হইয়া নিস্বার্থ ভাবে সাধারণ মঙ্গল সাধনে সমর্থ হয়। যে ধর্ম্মনীতি এই রূপ সাধারণ হিতৈষণার উপর সংস্থাপিত সে কোন ব্যক্তি বিশেষকে সাধারণের নিকট অথবা সাধারণকে ব্যক্তি বিশেষের নিকট বলিদান না করিয়া কর্ত্তব্য এবং স্বাধীনতাকে যথাযথ ক্ষেত্র প্রদান করে। এই যে উচ্চ নীতি ইহার উন্নতি কোন পুরস্কারের প্রত্যাশার উপর নির্ভর করে না; দুঃখ দুর্ব্বলতায় পড়িয়া যাহা কিছু করে তাহা মীমাংসনীয় পরকালের উপরে নহে, কিন্তু ইহ পরলোকবাসী জীবিত এবং মৃত মাননীয় ভক্তি-ভাজনদিগের অনুমোদন ও সহানুভূতির উপর। আমরা যাহা কিছু করি, যদি বিশ্বাস করি যে এ কার্য্যের সহিত সক্রেটিশ, হাউয়ার্ড, ওয়াসিংটন্, এণ্টনিনাস্, এবং ক্রাইষ্টের সহানুভূতি আছে তাহা হইলে এই বিশ্বাসই আমাদের কার্য্যের প্রবলতর কারণ হয়। ইহাই প্রকৃত ধর্ম্ম। মনের যে অত্যন্ত উত্তেজিত ব্যাকুল ভাব এবং ইচ্ছা স্বার্থ-পরতাকে অতিক্রম করিয়া একটী উচ্চতর উৎকৃষ্ট আদর্শের দিকে ধাবিত হয় তাহাকেই ধর্ম্মের সার বলা যায়। এটী কেবল একমাত্র "মানবধর্ম্মের" দ্বারা সম্পূর্ণ হয়। যাহাতে সুখের প্রত্যাশা আছে, পরলোকের ভয় আছে তাহাতে আপনার স্বার্থ জড়িত থাকে, "মানবধর্ম্মে" তাহা থাকে না। যদিও ধর্ম্মের জন্য অনেক লোক নিস্বার্থ ভাবে প্রাণ দান করিয়াছে এ কথা আমি স্বীকার করি, কিন্তু সাধারণের সে রূপ সংস্কার নহে। যাহার মধ্যে এত অরাজকতা নিষ্ঠুরতা অন্যায় তাহার সৃষ্টি-কর্ত্তাকে বিকৃত মনা না হইলে কেহ আর সমস্ত হৃদয়ের সহিত আরাধনা করিতে পারে না। উপাসক যিনি হইবেন তিনি কখন ও উপাস্য দেবতার এই সকল দোষকে দোষ বলিয়া গণ্য করিতে পারিবেন না; কারণ তাহা অতি সামান্য প্রাকৃতিক ঘটনায় প্রচুর রূপে প্রকাশ পাইতেছে। তবে ঐশিকধর্ম্মে এই একটী সুবিধা যে ইহাতে পর-লোকের আশা আছে। কিন্তু আমার বিবেচনায় মনুষ্য সুখেতে এবং অবস্থাতে যত উন্নত হইবে, এবং নিস্বার্থ কার্য্য হইতে যতই সে সুখ উপার্জ্জন করিতে পারিবে ততই সে পরলোকের সুখের আশাকে উপেক্ষা করিবে। যাহারা বর্ত্তমান বা পর জীবনকে দীর্ঘ করিবার জন্য সর্ব্বদা চিন্তিত তাহারা কখন সুখী নহে। বর্ত্তমান জীবন যাহা-দের সুখের তাহারা পরকালের জন্য লালায়িত হয় না। যাহারা স্বার্থপর, ভবিষ্যৎ বংশীয়দিগের জীবনের এবং সৎ কার্য্যের সঙ্গে আপনাদিগকে জীবিত মনে করিতে পারে না তাহাদের পক্ষে মৃত্যুর পর আর একটী স্বার্থপর জীবনের প্রয়োজন; কেন না, যতই তাহাদের ইহজীবন মৃত্যুর নিকট-বর্ত্তী হয় ততই তাহাদের আর আশা করিবার কিছু থাকে না। মানবধর্ম্মবিশ্বাসী ব্যক্তি জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ভাবীবংশের জীবনে জীবিত থাকেন এবং মৃত্যুতে তাঁহার চিরশান্তি অনুভূত হয়। আরও দেখ, অবিশ্বাসী যেমন মরিতে অনিচ্ছুক বিশ্বাসীও তেমনি, মরিবার সময় যন্ত্রণাও উভয়ের সমান হয়। অবিশ্বাসী ব্যক্তিও সুখে নির্ভাবনায় মরিতে পারে। বৌদ্ধদিগের নির্ব্বাণ মুক্তি অর্থাৎ অস্তিত্ব বিলোপ স্বর্গের উচ্চতর প্রার্থনীয় বস্তু হইয়াছে। অবিশ্বাসীরা কেবল এই সুখের আশায় বঞ্চিত যে তাঁহাদের প্রিয়জনের সঙ্গে আর তাহাদের কখনও দেখা হইবে না। এই ক্ষতি কিছুতেই হ্রাস অথবা অস্বীকার করা যায় না। অনেকের পক্ষে ইহা অত্যন্ত ক্ষতি, এবং ক্ষীণ স্বভাব ব্যক্তি পক্ষে ইহা কল্পিত পরলোকে আশা স্থাপনের যথেষ্ট

কারণ। যেমন ইহা প্রমাণ করিবার কিছু নাই তেমনি প্রতিবাদ করিবারও কোন জ্ঞান আমাদের নাই।

মিলের এই সকল মতে আমাদিগের বক্তব্য এখানে প্রকাশ করা যাইতেছে।

প্রথমতঃ তিনি যে কেবল প্রকৃতির অন্ধ শক্তির কার্য্য এবং সৃষ্টজীব মনুষ্যের উন্নতিশীল অপূর্ণ স্বভাব দেখিয়া পূর্ণ মঙ্গল অনন্ত ঈশ্বরের সমগ্র তত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছেন এ অধিকার তাঁহাকে কে প্রদান করিল? ইহাতে প্রকাশ পাইতেছে, তিনি সৃষ্টি ও স্রষ্টার মধ্যে যে বিভিন্নতা আছে সঙ্কীর্ণ জ্ঞান দ্বারা তাহার মীমাংসার জন্য যেন বিচারকের পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন। তিনি এই বিচারের আদর্শই বা কোথায় পাইলেন? তাঁহার কোন জ্ঞান কি সৃষ্টির বহির্ভূত? ঈশ্বর মনুষ্যকেও ঈশ্বর এবং প্রাকৃতিক অন্ধশক্তিকে ঐশিক গুণবিশিষ্ট অভ্রান্ত করেন নাই, অর্থাৎ সমস্ত সৃষ্ট পদার্থকে আত্ম সদৃশ পূর্ণ স্বভাব করেন নাই এই কি তাঁহার অপরাধ? ঈশ্বর যদি আপনার মত সকলকে নির্ম্মাণ করিতেন তাহা হইলে মিলের মন সন্তুষ্ট হইত, কিন্তু তাহা অসম্ভব। দুঃখের বিষয় যে, যে অংশে স্বভাবের কবিত্ব এবং মাধুর্য্য রস আছে সে দিকে মিল্ কিয়দ্দূর গমন করিয়াও এবং নিজের অজ্ঞতা স্বীকার করিয়াও ঈশ্বরের উপর বুদ্ধি চালনা করিয়াছেন। পৃথিবীর অনেক দুঃখ, অমঙ্গল পরিণামে সুখদায়ক, এবং প্রকৃতির অধিকাংশ কার্য্য মঙ্গলের দিকেই ধাবিত ইহাও তিনি বলিয়াছেন, কিন্তু কেবল বলিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। মনুষ্যের বুদ্ধি বিবেচনা যে স্বভাবেরই অন্তর্গত তাহাও তাঁহার বুঝা উচিত ছিল। তাঁহার ন্যায় ও মঙ্গলের আদর্শ যে অভ্রান্ত তাহারই বা প্রমাণ কি? মনুষ্য হৃদয়ে যে মঙ্গল ভাব ন্যায়পরতা আছে তাহা সেই মঙ্গলসংকল্প ন্যায়বান্ ঈশ্বরের নিজস্ব ধন। তিনি তাঁহার সন্তানের আদর্শ অনুসারে জগৎ সৃজন করেন নাই, যাহা ভাল বুঝিয়াছেন তাহাই করিয়াছেন।

দ্বিতীয়তঃ মনুষ্য স্বভাবে সমস্ত সাধুগুণ ও মহৎ শক্তি বীজ রূপে নিহিত ছিল এ কথা এক স্থানে তিনি স্বীকার করিয়াছেন। আমরা বলি বাহ্যজ্ঞানের সংযোগে তাহা বিকশিত হইয়াছে কিন্তু সৃজিত হয় নাই। এ বিষয়ে আর একটু আলোচনা করিলে তাঁহাকেও সহজ জ্ঞান স্বীকার করিতে হইত। মিল্ তাঁহার নীতির আদর্শ কোথায় পাইলেন, ইহাতো বাহ্যজগতে ছিল না? এক এক জন লোক স্বভাবতঃ উচ্চমনা হইয়া প্রথমে অন্যান্য সকলকে ধর্ম্মনীতি ও সামাজিক শাসন প্রণালী শিক্ষা দিয়াছে একথার আভাস তাঁহার এই পুস্তকে পাওয়া যায়, কিন্তু ইহার যুক্তি এবং বিজ্ঞান কি প্রকার তাহা তাঁহার বিচার করা উচিত ছিল।

তৃতীয়তঃ কবিত্বের সঙ্গে তিনি যে ধর্ম্মের তুলনা করিয়াছেন ইহা নিতান্ত অযৌক্তিক হইয়াছে। কবিত্ব অথবা কল্পনায় কি ধর্ম্মের অভাব পূর্ণ করিতে পারে? ধর্ম্মের দ্বারা মনুষ্য প্রকৃত সার এবং জীবন্ত পদার্থ পায়, কবিত্বে তাহা পায় না। পূর্ণ আদর্শ ঈশ্বরের স্থানে তিনি মনুষ্যত্বকে স্থাপন করিয়া ধর্ম্মের অভাব দূর করিতে চাহেন এটী সম্পূর্ণ কল্পনা। মনুষ্যজাতিকে যে সুখে তিনি সুখী করিতে ইচ্ছা করেন তাহা যখন সম্পন্ন হইবে তখন আদর্শ কি থাকিবে? কল্পনাশক্তির সাহায্যে তিনি সে অভাব পূর্ণ করিতে বলিয়াছেন, কিন্তু সে তাঁহার কল্পনামাত্র। এই প্রশ্ন মীমাংসা করিতে গিয়াই মিল্ যুবা বয়সে একবার ভয়ানক অশান্তিতে পড়িয়াছিলেন। আদর্শ পূর্ণ এবং অনন্ত না হইলে কখনই তাহা আদর্শ হইতে পারে না, মানবধর্ম্মে ইহা অসম্ভব। একমাত্র সত্তাবান্ অনন্ত গুণাকর ঈশ্বর ব্যতীত কেহই আদর্শের যোগ্য নহে। তবে মিল্ নাকি কিছু দিনের জন্য বন্দোবস্ত করিয়াছেন, সুতরাং তাহার মানবধর্ম্ম দ্বারা ইহা সম্ভব হইতে পারে। তাঁহার সীমাবদ্ধ উপার্জ্জিত জ্ঞানে সৃষ্টিতত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব, পরকালতত্ত্ব সকলই সীমাবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাঁহার সিদ্ধান্ত কি ঈশ্বরের জ্ঞানের পরিমাপক? মনুষ্য জাতির অনিরূপিত ভবিষ্যৎ উন্নতি এবং বর্ত্তমানতার অনিরূপিত কালকে একটী আদর্শরূপে পরিণত করিয়া নিস্বার্থ ভাবে সেই দিকে অগ্রসর হইলে তাঁহার মতে আর ঈশ্বরের আবশ্যকতা থাকিবে না। এরূপ আদর্শ দ্বারা মানবের উচ্চ ভাব নিচয়ের উন্নতি হইতে পারে তাহার দৃষ্টান্ত স্থলে তিনি পুরাকালের রোমানদিগকে দেখাইতেছেন। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি, রোমানেরা স্বদেশের প্রেমে মত্ত হইয়া যেমন ত্যাগস্বীকার করিয়াছে

তেমনি কি শত শত লোকের প্রাণ বধ করে নাই? তাহারা কি বিপক্ষদিগের সর্ব্বনাশ করিতে কুণ্ঠিত হইত? মিল্ যদি "তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক" এই কথা এবং "তুমি যে বিধি কর বিধি, সেই হয় মঙ্গল বিধি" এই গান শুনিতেন তাহা হইলে আর একথা বলিতেন না যে ধর্ম্মের দ্বারা নিস্বার্থ হওয়া যায় না। যদি তিনি বলেন যে এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত অতি বিরল, তাহা হইলে আমরাও বলিব যে মানবধর্ম্মবিশ্বাসী কয় জন নিস্বার্থ লোক তিনি দেখিয়াছেন? অধিকাংশই তো স্বার্থপর দেখা যায়। ধার্ম্মিক যেমন সমস্ত মানবপরিবারের হিতের জন্য আত্মবিসর্জ্জন করিতে পারেন মিলের কোন্ শিষ্য তাহা পারিবেন? নিজেকে মানবপরিবারের অন্তর্গত একটী অঙ্গ স্বরূপ বিশ্বাস করিতে কেবল তাহারাই পারে যাহারা জীবন্ত সারবান্ অনন্ত ঈশ্বরকে আদর্শ স্থির করিয়াছে। মিলের এই সঙ্কীর্ণ আদর্শ হৃদয়কে তৃপ্ত করিতে অক্ষম, যেহেতু তাহার কোন সত্তা নাই, তাহা কেবল নির্গুণ কাল্পনিক অপদার্থ মাত্র। ঈশ্বরত্বের সহিত যে মনুষ্যত্বের সেব্য সেবক সম্বন্ধ তাহারই সেবায় চিত্ত আনন্দিত হয়।

এই রূপে তিনি ঈশ্বরের স্থানে মনুষ্যত্ব এবং ইহ পরকালের স্থানে জগতের উন্নতিশীল কার্য্যের সহিত সহানুভূতিকে স্থাপন করিয়াছেন। মৃত্যুর পর আমাদের ভাবী বংশধর সকল আমাদের সদনুষ্ঠান এবং উচ্চ লক্ষ্য সাধনের ভার গ্রহণ করিবে অতএব আমরা অমর হইলাম। নিস্বার্থ ভাবে যাহারা এই রূপ মনে করিতে পারে তাহাদের আর পরলোকের প্রয়োজন কি? আমার মৃত্যুর পর মনুষ্য জাতি জীবিত থাকিবে এবং তাহাদের সৎকার্য্যও থাকিবে, সুতরাং নিস্বার্থ দেশ হিতৈষীর পক্ষে সেইটীই পরকাল হইল। মিলের ঈশ্বর এবং পরকাল মনুষ্যত্বের মধ্যেই নিহিত এবং উভয়ই কল্পনা। তাঁহার ঈশ্বর এবং পরকাল সভ্যতার পর পারে গমন করে নাই। যিনি তাঁহাকে এত বুদ্ধি দিয়াছিলেন এবং মানব জাতিকে যিনি সৃজন করিয়াছেন তাঁহার বুদ্ধি শক্তি ক্ষমতা মঙ্গলভাব অনেক বেশী এ কথা তিনি স্বীকার করিয়াও ঈশ্বরারাধনার আবশ্যকতা বুঝিতে পারেন নাই। সকলের মূলাধার আদি কারণ সেই পরমেশ্বরই জীবনের আদর্শ, তিনি ইহকাল, তিনিই পরকাল, সমস্ত লোকমণ্ডলী তাঁহাতেই স্থিতি করিতেছে। মিল্ যে মনুষ্যত্বের কথা বলিতেছেন তাহার সেবা করা সেই ঈশ্বরেরই প্রিয় কার্য্য। ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধ বিলোপ করিয়া কে কোথায় কোন্ কালে মনুষ্যত্বের সেবা করিতে পারিয়াছে? ঈশ্বরভক্তেরাই জনসমাজের হিতের জন্য চিরকাল নিস্বার্থ ভাবে জীবন দিয়া আসিয়াছেন। নিরীশ্বরবাদী মানবধর্ম্ম উপাসকের এ কার্য্য নহে। ঈশ্বরসৃষ্ট এই মনুষ্যত্বের এক অংশ ইহকালে অপরাংশ পরকালে, ইহা অপেক্ষা আর উচ্চ আদর্শ এবং মহৎ ভাব হইতে পারে না। পূর্ণব্রহ্ম অনন্ত মঙ্গলস্বরূপ ঈশ্বর যাঁহাদের আদর্শ, ইহপরলোকে বিভক্ত অনন্ত উন্নতিশীল মনুষ্যত্ব তাঁহাদেরই সেবনীয় অন্যের নহে। মিল্ ঈশ্বর ও পরকালের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ প্রমাণ কিছু পান নাই, কিন্তু যাহা কিছু পাইয়াছেন তাহাতে তাঁহার শেষ এই বোধ হইয়াছে যে, প্রত্যক্ষ জ্ঞান লব্ধ সত্যের সঙ্গে যদি প্রতিঘাত না হয় তাহা হইলে সেখানে ঈশ্বর এবং পরকাল সম্ভবনীয়। এই সম্ভাবনায় আশা স্থাপন মানসিক উন্নতির পক্ষে কার্য্যকারিণী বটে। কল্পনা শক্তির উৎকর্ষ সাধিত হইলে তদ্দ্বারা ভবিষ্যতের সকল অভাব পূর্ণ হইবে। কিন্তু এ কথাটী মিলের সম্পূর্ণ কাল্পনিক কথা। ধর্ম্মের অভাব কল্পনা দ্বারা পূর্ণ হইবে তাহার প্রমাণ কি? আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ঈশ্বর এবং পরকাল সম্ভবনীয় স্বীকার করিয়াও তিনি তদ্বিষয়ে আর কিছু অনুসন্ধান করেন নাই।

নির্ভর।

মোসলমান ধর্ম্মপুস্তক মন হাজ্জল্ আবিদন হইতে অনুবাদিত।

দুই কারণে নির্ভর আবশ্যক। এক, উপাসনার জন্য হৃদয়কে প্রস্তুত করা কেন না নির্ভর ব্যতীত উপাসনা হইতে পারে না। উপাসনাতে হৃদয়ের প্রমুক্ত ভাব চাই, মনের প্রশস্ততা নির্ভরশীল সাধক ব্যতীত অন্য কাহার হয় না। যেহেতু নির্ভরপরায়ণ না হইলে বাহিরে শরীর বিষয়োপার্জ্জনে ব্যাপৃত থাকিবে,

মনেতেও বিষয়ের পূর্ণ তৃষ্ণা থাকিয়া যাইবে। যাহার মন এত দূর দুর্ব্বল যে,যাবৎ বিষয় লাভ না হয় সে পর্য্যন্ত সে সুস্থির থাকে না, এমত ব্যক্তি ঐহিক পারত্রিক উচ্চ ব্রত অতি অল্পই সাধন করিতে পারে। আচার্য্য বলিয়াছেন যে দুই জন ব্যতীত অন্য কাহারও অভীপ্সিত কার্য্য সংসিদ্ধ হয় না,—সেই দুইজনের এক নির্ভরশীল ও অন্য সাহসী। সাহসী মনুষ্য যখন কোন কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়, সে তখন তাহা মহা বলের সহিত করে, সে কোন বিঘ্ন অন্তরায় দেখিয়া সে কার্য্যে বিমুখ হয় না। তাহার কার্য্য নিশ্চয়ই তাহার ইচ্ছানুরূপ সম্পন্ন হয়। লক্ষ্য সাধনে সে কৃতকার্য্য হইয়া উঠে। যিনি নির্ভরশীল, তিনি যখন কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হন তখন ঈশ্বরের অঙ্গীকারের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া অলৌকিক শক্তিতে তাহা আরম্ভ করেন। "আমি তোমার ভার গ্রহণ করিয়াছি" পরমেশ্বরের এইঅমোঘ অঙ্গীকারের উপর তাঁহার পূর্ণ নির্ভর থাকে। তিনি মনুষ্যের বিভিবিকা বা রিপুর প্ররোচণা কিছুই গ্রাহ্য করেন না। এই জন্য নিঃসন্দেহ তিনি সিদ্ধসঙ্কল্প হন। কিন্তু যে হতভাগা জড়প্রকৃতি, নির্জ্জীব, সর্ব্বদা সংশয়ান্বিত ও চিন্তাকুল, এবং গর্দ্দভের ন্যায় কেবল এক স্থানে থাকিয়া ও পক্ষীর ন্যায় অজ্ঞাতসারে অনুক্ষণ প্রভূত তৃণপুঞ্জ ও শস্যকণিকা ধ্বংশ করিবার প্রতীক্ষা করে, এমন ব্যক্তি উচ্চ কার্য্যের অভিলাষ করিতে পারে না। ইচ্ছা করিলেও সে কৃতকার্য্য হয় না। সাংসারিক লোকদিগকে দেখ, তাহারা কি ধন প্রাণ ব্যয়ে কৃতসংকল্প না হইয়া কেহ উন্নত পদারূঢ় হইতে পারে? রাজা অপর রাজ্য গ্রহণের জন্য ধন প্রাণ বিসর্জ্জন করেন, তিনি শত্রুর প্রতি এই ভাবে অস্ত্র সঞ্চালন করেন যে, হয় রাজত্ব লাভ হইবে, নয় নিজেই নিধন প্রাপ্ত হইবেন। হজরত মাওবিয়া হজরত আলির সঙ্গে সংগ্রাম করিবার সময় যখন উভয় সৈন্যদলকে পরস্পর সম্মুখবর্ত্তী দেখিতে পাইলেন, তখন আপন সেনাদিগকে এই বলিয়াছিলেন যে, যে ব্যক্তি মহা কার্য্য সাধন করিতে চাহে তাহাকে জীবনের আশা পরিত্যাগ করিতে হইবে। প্রধান প্রধান বণিকেরা ধনোপার্জ্জনের জন্য অর্ণবপোতে আরোহণ করেন, তাঁহারা মহা সমুদ্রে বা অরণ্যানীর দুর্গম পথ আশ্রয় করিয়া ধন প্রাণকে ভয়ের ব্যাপারে নিক্ষেপ করেন, প্রচুর ধন সম্পত্তি তাঁহাদেরই হস্তগত হয়। কিন্তু বাজারের দুর্ভাগা দোকানদার যাহার মন এরূপ দুর্ব্বল ও নিস্তেজ যে ধন প্রাণ পরিবারের সম্পর্ক হইতে চিত্তকে দূরে রাখিতে পারে না, সে সর্ব্বদা কেবল ঘরে আর দোকানে থাকে, এ জন্য এরূপ লোক রাজা কি বণিকদিগের ন্যায় মহা ব্যাপার সংসাধন করিতে পারে না। ইহারা দোকানে বসিয়া একটী পয়সা কি টাকা উপার্জ্জন করিতে পারিলেই বড় কাজ করিলাম বলিয়া আহ্লাদিত হয়।

এই তো বিষয়ীদের অবস্থা। কিন্তু ধর্ম্মার্থীদিগের অন্যরূপ ভাব। যিনি পারলৌকিক ধনের প্রত্যাশী, তাঁহার সম্বল নির্ভর মাত্র। সকল দিক্ হইতে তাঁহার হৃদয়কে দূরে রাখিতে হয়। এ জগতে নির্ভরশীলতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বাণিজ্য আর নাই, আপন উপাস্য দেব অপেক্ষা সুন্দর বস্তু কিছুই নাই।

যখন মনুষ্য নির্ভর স্থাপন করে তখন প্রমুক্ত হৃদয়ে সে ঈশ্বরের উপাসনা করিতে পারে, এবং নির্ভয়ে জগতে বিচরণ করিতে সক্ষম হয়। সে কখন কাহার প্রতি দৃক্‌পাত করে না। এরূপ লোকই নিঃসন্দেহ ধার্ম্মিক। তাঁহারা জনসমাজে গৌরব ও মুক্তভাব লাভ করেন, তাঁহারা যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যাইতে পারেন, যথা ইচ্ছা থাকিতে পারেন এবং যে কার্য্য সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যথা উপাসনা, সাধনা, জ্ঞানোপার্জ্জন তাহার জন্য যত্ন করিলে তাঁহাদের কিছুই বিঘ্ন অন্তরায় নাই। সকল স্থান তাঁহাদের নিকটে তুল্য, সকল দিন সমান। প্রেরিত মহর্ষি

মহম্মদ অতি সার কথা বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তির ইচ্ছা যে আমি লোকসমাজে গণনীয় হই তাহার কর্ত্তব্য যে যে সহিষ্ণু হয়, যাহার ইচ্ছা; আমি ধনী হই, সে যেন স্বর্গীয় ধনের অধিক প্রত্যাশী হয়; এবং যাহার প্রার্থনীয় স্বর্গীয় বল সে ঈশ্বরেতে নির্ভর করিবে। সোলেমান বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি সরল অন্তরে ঈশ্বরেতে নির্ভর স্থাপন করে, রাজা প্রজা ধনী দরিদ্র সকলেই তাহার নিকটে প্রণত হয়; যেহেতু তাহার প্রভু অনন্ত ঐশ্বর্য্যে রস্বামী। এব্রাহিম খাওয়াস বলিয়াছেন যে, আমি এক শীর্ণকায় যুবাকে প্রান্তরে দেখিতে পাই, জিজ্ঞাসা করিলাম তুমি কোথায় যাও? বলিল, মক্কাতীর্থে চলিলাম। পথ সম্বল সঙ্গে না লইয়া? সে উত্তর করিল, অবিশ্বাসী! যিনি দ্যুলোক ভূলোক রক্ষা করিতেছেন তিনি বিনা সম্বলেই আমাকে মক্কায় পহুঁছাইয়া দিবেন। পরে আমি মক্কাতে উপনীত হইয়া দেখিলাম সেই যুবা কাবা প্রদক্ষিণ করিতেছে, আমাকে দেখিয়া বলিল মহাশয়! অদ্যও কি ক্ষীণবিশ্বাসী? আবু মতিই হাতেমকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, শ্রুত হইল যে তুমি পাথেয় ব্যতীত ভ্রমণ করিয়া থাক। হাতেম উত্তর করিয়াছিলেন যে চারিটী বস্তু আমার পথের সম্বল আছে। এক, ইহলোক পরলোককে ঈশ্বরের রাজ্য বলিয়া জানি, ২য় সমুদায় জাতিকে ঈশ্বরের দাস বলিয়া স্বীকার করি, তৃতীয় সমুদায় জীবের উপজীবিকা ঈশ্বরের হস্তে আছে বিশ্বাস করি, ৪র্থ ঈশ্বরের আদেশ সকল জগতে পরিব্যপ্ত এই বিশ্বাস রাখি।

নির্ভরের আবশ্যকতা বিষয়ে দ্বিতীয় কারণ এই যে নির্ভরশূন্য হওয়া মহা ভয়ের ব্যাপার। একই ভূমিতে আত্মার সৃষ্টি ও তাহার উপজীবিকা। ধর্ম্মপুস্তকে উক্ত হইয়াছে, ঈশ্বর তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, পরে জীবন রক্ষার জন্য অন্ন দিয়াছেন। ইহা দ্বারা অবগত হওয়া যায়, সৃষ্টির ন্যায় জীবিকাও ঈশ্বর হইতে। জীবিকা সম্বন্ধীয় অঙ্গীকারে উক্ত হইয়াছে যে ঈশ্বর নিশ্চয়ই অন্নদাতা ও তাঁহার ভাণ্ডার অন্নে পরিপূর্ণ। ঈশ্বর জীবিকা সম্বন্ধে প্রতিভূ (জামিন) হইয়াছেন। উক্ত হইয়াছে যে পৃথিবীতে এরূপ কোন জীব নাই ঈশ্বরের উপরে যাহার জীবিকা নির্ভর না করে। তিনি নির্ভর স্থাপনের বিধি দিয়াছেন, যথা "সেই জীবন্ত পুরুষের প্রতি নির্ভর স্থাপন কর যাঁহার কখন মৃত্যু নাই"। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের কথাকে বিশ্বাস করে না, তাঁহার অঙ্গীকারকে পূর্ণ মনে করে না এবং তাঁহার প্রতিভূত্বে বিশ্বস্ত নয় ও তাঁহার আদেশকে অগ্রাহ্য করে, এমত লোকের কি দশা হইবে? কি ভয়ানক যন্ত্রণার জালে সে আবদ্ধ থাকিবে? ঈশ্বরের নামে বলিতেছি ইহা অপেক্ষা বিষম বিপদ্ কিছুই নাই! ৮

গুরু অঙ্গদ ও গুরুনানকের পুত্রগণ।

গুরু নানক মৃত্যুর সময় আপনার দুই সন্তান শ্রীচাঁদ ও লক্ষ্মীদাসকে শিখদিগের নেতা হইবার অনুপযুক্ত দেখিয়া ভাই লেনা নামক এক শিষ্যকে ঐ পদে অভিষিক্ত করিয়া তাঁহাকে গুরু অঙ্গদ (অর্থাৎ আপনার অঙ্গস্বরূপ) নাম প্রদান করিলেন। গুরু নানকের পুত্রগণ এই ব্যাপারে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিলেন, এবং ঈর্শা পরবশ হইয়া অঙ্গদের প্রতি নানা প্রকার নির্য্যাতন করিতে আরম্ভ করিলেন। গুরু অঙ্গদ পলিত শ্মশ্রু ধারী দীর্ঘাকার পুরুষ ছিলেন এবং তাঁহার স্বভাব অতি বিনীত ছিল। গুরুর প্রতি তাঁহার যৎপরোনাস্তি ভক্তি ছিল। এক দিন রাজপথ দিয়া তিনি যাইতেছিলেন শ্রীচাঁদ ও লক্ষ্মীদাস তাঁহাকে দেখিবামাত্র ঈর্শা ও ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন, এবং নির্য্যাতন করিবার উদ্দেশে জিজ্ঞাসা করিলেন "হে নূতন গুরু ছাগের ন্যায় এত দীর্ঘ শ্মশ্রু ধারণ কেন করিতেছ"? গুরুপুত্রদিগের মুখ হইতে এই কথা নির্গত হইতে দেখিয়া গুরু অঙ্গদের প্রেম ও ভক্তি উথলিয়া উঠিল এবং প্রণিপাতপূর্ব্বক করযোড়ে কহিলেন, মহারাজ! পথে অত্যন্ত ধূলা

আপনাদের কোমল চরণে তাহা লাগিলে চরণ ঝাড়িয়া দিবার জন্যই এই বৃদ্ধ বয়সে আমি এত বড় শ্মশ্রু রাখিয়াছি। গুরু অঙ্গদের এই কথা শুনিয়া ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অন্তরের স্বর্গীয় বিনয় ও ভক্তি দেখিয়া শ্রীচাঁদ ও লক্ষ্মী দাসের দম্ভ চূর্ণ হইয়া গেল, এবং তাঁহারা লজ্জায় অধোবদন ও পরাস্ত হইয়া গেলেন, এবং তাহাতে তাঁহাদের হৃদয় একেবারে বিগলিত হইয়া গেল। অবশেষে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণিপাত পূর্ব্বক কহিলেন, সত্যই মহারাজ, আপনার এমন গুণ না থাকিলে, আমরা পিতার পুত্র হইয়াও কেন এমন নীচ হইয়া রহিলাম আর, আপনি এক জন সামান্য লোক হইয়াও এই উচ্চ আসনে উপবিষ্ট হইলেন। সেই দিন হইতে গুরু নানকের পুত্রগণ গুরু অঙ্গদের বশীভূত হইয়া পড়িলেন।

যোগ।

" যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়োবিধিৎসয়া।
জ্ঞানং কর্ম্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োহন্যোঽস্তি কর্হিচিৎ॥ "

যোগ ত্রিবিধ। কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগ। এ তিনের পরস্পর অতিঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। তিনকে এক বলিলেও বোধ হয় শাস্ত্র বিরোধ হয় না। কারণ কর্ম্মানুষ্ঠানে জ্ঞান ও ভক্তি, জ্ঞান দ্বারা ঈশ্বরানুভব, ঈশ্বরানুভবে তৎপ্রতি ভক্তি ও প্রীতি, এই রূপ এ তিনের মধ্যে নিত্য একতা অবস্থান করিতেছে। এক্ষণ যথাক্রমে এই ত্রিবিধ যোগের বিষয় আলোচনা করা যাউক।

(১) কর্ম্মযোগ। শাস্ত্রানুসারে কর্ম্ম বিবিধ। দেবোদ্দেশে যজ্ঞ, কৃচ্ছ্র ব্রত সাধন, ইন্দ্রিয় সংযম, যথোপযুক্ত বিষয়সেবা, আত্মসংযম, জপ, অধ্যয়ন, প্রাণায়াম, অল্পাহার দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে ক্ষীণবীর্য্য করণ, ইহার প্রত্যেকটী কর্ম্ম এবং যজ্ঞ নামে প্রসিদ্ধ। তপ, প্রণবাদি জপ বা মোক্ষশাস্ত্র অধ্যয়ন, অন্যফলাভিলাষশূন্য হইয়া ঈশ্বরে অর্পণ পূর্ব্বক কর্ম্মের অনুষ্ঠান, এই সকলকে কর্ম্মযোগ বলে।

" তপঃ স্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ।"

(ক) কায়িক বাচিক এবং মানসিক ভেদে তপ তিন প্রকার। আর্য্য, আচার্য্য এবংতত্ত্ববেত্তাগণের প্রতি সম্মাননা, শৌচ, ঋজুতা, ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা—কায়িক; অনুদ্বেগকর, সত্য, প্রিয় এবং হিতকর বাক্য, মোক্ষশাস্ত্রাভ্যাস—বাচিক; মনের নৈর্ম্মল্য, মৌনভাব, মনন, মনঃসংযম, নিষ্কপট ব্যবহার—মানসিক তপ। তপশ্চরণদ্বারা অজ্ঞানতাজন্য মনোমালিন্য বিদূরিত হয়। কিন্তু অতি মাত্রায় কঠোর ব্রত অবলম্বন করিলে ধাতুবৈষম্য উপস্থিত হইয়া যোগের বিঘ্ন হইয়া থাকে। এই জন্য ভাষ্যকার বলিয়াছেন,

' তচ্চিত্তপ্রসাদনমবাধমানমনেনাসেব্যমিতি মন্যতে।'

সেই চিত্তের নৈর্ম্মল্যসাধক তপ যাহাতে যোগের অন্তরায় না হয়, তদ্রূপে আচরণ করিবে মানা যায়।

(খ) প্রণবাদি, প্রণবাদির অভিধেয় ঈশ্বরের ভাবনা অথবা মোক্ষ শাস্ত্রের অধ্যয়ন দ্বারা ঈশ্বর বিষয় শ্রবণ—স্বাধ্যায়। এতদ্দ্বারা একাগ্রতা লাভ হইয়া থাকে।

" স্বাধ্যায়াদ্ যোগমাসীত যোগাৎ স্বাধ্যায়মামনেৎ।
স্বাধ্যায়যোগসম্পত্ত্যা পরমাত্মা প্রকাশতে॥ "

স্বাধ্যায়ানন্তরযোগানুষ্ঠান করিবে, যোগানন্তর স্বাধ্যায়ে মনোভিনিবেশ করিবে। কেননা স্বাধ্যায় এবং যোগ এতদ্দ্বারা পরমাত্মা প্রকাশিত হইয়া থাকেন।

(গ) সমুদায় ক্রিয়া পরমগুরু ঈশ্বরে সমর্পণ অথবা তাহার ফল ত্যাগ—ঈশ্বর প্রণিধান।

" ঈশ্বর প্রণিধানং সর্ব্বক্রিয়াণাং পরমগুরাবর্পণং তৎফলসন্ন্যাসো বা। "

ইহাকেই ভাষ্যকর ভক্তিবিশেষ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা ঈশ্বর উন্মুখ হইয়া আকাঙ্ক্ষা মাত্রেই সাধকের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন এবং সমাধিলাভ তৎপক্ষে অতি নিকটবর্ত্তী হয়।

" প্রণিধানাদ্ভক্তিবিশেষাদাবর্জ্জিত ঈশ্বর স্তমনুগৃহ্লাতি, অভিধ্যানমাত্রেণ। তদভিধ্যানমাত্রাদপি যোগিনঃ আসন্নতরঃ সমাধিলাভঃ ফলঞ্চ ভবতীতি। "

বর্ত্তমান সময়ের ভক্তিমার্গাবলম্বী বৈষ্ণবসম্প্রদায়ও কর্ম্ম ঈশ্বরের আজ্ঞা প্রতিপালন এবং তাঁহাতে অর্পিত হইয়া অনুষ্ঠিত হয় জন্য কথঞ্চিৎ ভক্তি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

" তথা তেষাং কথঞ্চিৎ ভক্তিত্বমপি জায়তে, কর্ম্মণস্তদাজ্ঞাপালনরূপত্বেন তদর্পিতত্বাদেব করণাৎ; জ্ঞানাদীনাঞ্চ অন্যত্রানাসক্তিহেতুত্বাদিদ্বারা ভক্তিসচিবতয়া বিধানাৎ।"

সন্ন্যাস এবং ত্যাগ কর্ম্মযোগের প্রাণ। সন্ন্যাস এবং ত্যাগ ভিন্ন কর্ম্ম কখন যোগ নামে অভিহিত হইতে পারে না। ঈশ্বরতৎপর হইয়া আসক্তিপরিত্যাগপূর্ব্বক কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে এবং কর্ম্মফলের সিদ্ধি অসিদ্ধি পক্ষে নিরপেক্ষ হইলে তাহাকে যোগ বলা যায়।

" যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমং ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে॥ "

কাম্য কর্ম্ম এবং তৎফল পরিত্যাগ—সন্ন্যাস, কাম্য ও নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মের ফল ত্যাগ—ত্যাগ। নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মের অবান্তর ফল ত্যাগ করিয়া উহা ঈশ্বরোদ্দেশে অনুষ্ঠিত হইলে তদ্দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি হইয়া মুক্তি লাভ হয়, সুতরাং নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মসম্বন্ধে শাস্ত্রে সন্ন্যাস লিখিত হয় নাই। অন্যফলাভিসন্ধান পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরার্পিত নিত্য-

নৈমিত্তিক কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে করিতে এই সকল কর্ম্ম আপনা হইতেই প্রতিনিবৃত্ত হয়।

"প্রত্যক্‌প্রবণতাং বুদ্ধেঃ কর্ম্মাণ্যুৎপাদ্য শুদ্ধিতঃ।
কৃতার্থান্যস্ত মায়ান্তি প্রাবৃড়ন্তে ঘনা ইব॥"

এই সময়ে চিত্ত ঈশ্বরে অনুরক্ত হইয়া সর্ব্বদা তাঁহাতেই অবস্থিতি করে, তাঁহাতেই বিচরণ করে, তাঁহাতে পরিতৃপ্ত হইয়া সর্ব্ববিধ কর্ম্ম হইতে অবসৃত হয়।

"যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে॥"

এই সময়ে কর্ম্মযোগী সর্ব্বথা অভিমানশূন্য হয়েন। আমি করিতেছি আমি করাইতেছি এ অভিমান আর তাঁহাতে অবস্থিতি করে না।

"সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংনস্যাস্তে সুখংবশী।
নবদ্বারপুরে দেহী নৈব কুর্ব্বন্নকারয়ন্॥"

এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে কোন সাধক সর্ব্বথা কর্ম্মপরিশূন্য হইতে পারেন কি না?

"নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥"

কেহ কর্ম্ম না করিয়া এক মুহূর্ত্তের জন্যও অবস্থিতি করিতে পারে না। প্রকৃতি গুণে অবশভাবে সকলকে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হয়। এই জন্য ত্যাগসম্বন্ধে কথিত হইয়াছে।

"নহি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ।
যস্তু কর্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে॥"

কোন ব্যক্তি সর্ব্বথা কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে সমর্থ নহে। সুতরাং যে ব্যক্তি কর্ম্মফল পরিত্যাগ করে, তাহাকেই ত্যাগী বলা যায়। বাস্তবিক এই সময়ে যাগ যজ্ঞাদি সর্ব্ববিধ কর্ম্ম নিবৃত্ত হয়। তদ্ভিন্ন যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহা জ্ঞান ও ভক্তি অনুসারে দুই আকারে অবস্থিতি করে। জ্ঞানযোগী ইন্দ্রিয়সকল হইতে আপনাকে সর্ব্বদা স্বতন্ত্র জানিয়া স্বভাবসিদ্ধ ইন্দ্রিয়কার্য্য হইতে আপনাকে নির্লিপ্ত মনে করেন। ঈশ্বরকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া তিনি কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, এই রূপ তখন তাঁহার প্রত্যয়। এই জন্যই সাধনাবস্থায় আমরা কর্ম্মসন্ন্যাসীর প্রার্থনা দেখিতে পাই।

"কামতো হ কামতো বাপি যৎকরোমি শুভাশুভং।
তৎসর্ব্বং ত্বয়ি সংন্যস্তং ত্বৎপ্রযুক্তঃ করোম্যহং॥"

ইচ্ছাপূর্ব্বক বা অনিচ্ছাপূর্ব্বক যে কোন শুভাশুভ কার্য্য করি, তাহা সকল তোমাতে ন্যস্ত করিতেছি, তোমাকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া কর্ম্ম করি এই অভিলাষ *।

"কর্ত্তা বহিরকর্ত্তান্তরেবং বিহর রাঘব।"

হে রাঘব! বাহ্যে কর্ত্তা অন্তরে অকর্ত্তা এই রূপে সর্ব্বদা বিচরণ কর। এই সময়ে মনের কোন বৈকল্য থাকে না। বাহ্যে জিতেন্দ্রিয়ের ন্যায় প্রদর্শন করিয়া অন্তরে অন্তরে বিষয় চিন্তা করিলে তাহাকে মিথ্যাচার বলা যায় †। সুতরাং,

"যদা নেচ্ছতি পাপানি যদা পুণ্যানি বাঞ্ছতি।
জ্ঞেয়স্তদা মনুষ্যেণ হৃদি তস্য হরিঃ স্থিতঃ॥"

'যখন পাপ ইচ্ছা করে না, পুণ্য ইচ্ছা করে, তখন জানিবে হরি তাহার হৃদয়ে বাস করিতেছেন' সাধক সম্বন্ধে এই কথা সত্য হয়।

"আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবানেষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ।"

ইনি আত্মাতে ক্রীড়া করেন, আত্মাতে রমণ করেন, এবং সৎকর্ম্মশীল হয়েন, ইনিই ব্রহ্মবিদ্গণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। জ্ঞানযোগীর এই রূপ অনুভাব।

কর্ম্মান্তে ভক্তি সমুদ্রিক্ত হইলে যে সকল কর্ম্ম অবশেষ থাকে, তাহা পূর্ব্বানুষ্ঠিত কর্ম্ম হইতে স্বতন্ত্র আকার ধারণ করে;—ঈশ্বর গুণ কীর্ত্তন শ্রবণ, তাঁহার জন্য দেহধারণ, জীবগণে দয়া, সাধুতে সমাদর, সকলের মঙ্গল সাধনে যত্ন। এ সকলের প্রেরক ঈশ্বরানুরাগ। এই জন্যই ভক্তি সন্দর্ভে কথিত হইয়াছে।

"অথ বৈষ্ণবশাস্ত্রোক্তৌ (আবশ্যকক্রিয়ানিষেধৌ), তর্হি বিষ্ণুসন্তোষৈকপ্রয়োজনৌ এব ভবতঃ। তয়োশ্চ তাদৃশত্বে শ্রুতে সতি তদীয়রাগরুচিমতঃ স্বতএব প্রবৃত্তী স্যাতাং; তৎসন্তোষৈকজীবনত্বাৎ প্রীতিজাতেঃ।"

অনন্তর বৈষ্ণবশাস্ত্রোক্ত (আবশ্যক ক্রিয়া এবং নিষেধ) হইলে, তাদৃশ ক্রিয়া এবং নিষেধের উদ্দেশ্য বিষ্ণুর সন্তুষ্টি সাধন। ইহাতে রাগানুগ ব্যক্তির আপনা হইতেই প্রবৃত্তি হইবে। কেন না তাঁহার সন্তোষ সাধনই প্রীতির প্রাণ।

উক্ত সন্দর্ভে যেখানে কর্ম্মপরিত্যাগবিধান বিচারিত হইয়াছে, সে স্থলে কর্ম্মপরিত্যাগদ্বারা দুষ্কর্ম্মপরিত্যাগও বলা হইল লিখিত হইয়াছে।

"কর্ম্মপরিত্যাগবিধানেন সুতরাং দুষ্কর্ম্মপরিত্যাগপ্রত্যাসত্তেঃ। বিষ্ণুধর্ম্মে—"মর্য্যাদাঞ্চ কৃতাং তেন যো ভিনত্তি স মানবঃ। ন বিষ্ণুভক্তো বিজ্ঞেয়ঃ সাধুধর্ম্মার্চ্চনো হরিরিতি।"

কর্ম্মপরিত্যাগ বিধানের দ্বারা সুতরাং দুষ্কর্ম্ম পরিত্যাগও

---

* বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে আত্মনিবেদন স্থলে,
"জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ
জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।

এ শ্লোকও প্রার্থনাসূচক। কেন না ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোক সকলই প্রার্থনা। এই শ্লোকের অন্য প্রকার অর্থ করা এ জন্যই যুক্তি সঙ্গত বোধ হয় না।

† কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥"

কর্ম্মেন্দ্রিয় সংযম করিয়া যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়ের বিষয় সকল অন্তরে অন্তরে স্মরণ করিয়া অবস্থিতি করে সেই বিমূঢ়চিত্ত ব্যক্তিকে মিথ্যাচার বলা যায়। "পাপপুণ্যে উভে সমে কৃত্বা" ইত্যাদি শ্রুতির বিষময় ফল আমরা এখানে বিচার করিতেছি না।

আসিতেছে। বিষ্ণুধর্ম্মে কথিত হইয়াছে, ঈশ্বর যে মর্য্যাদা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন, তাহা যে ব্যক্তি ভঙ্গ করে, সে ব্যক্তি বিষ্ণুভক্ত নয়, কারণ হরি সাধুধর্ম্ম দ্বারা অর্চ্চনীয়।

আমরা এই রূপে দেখিতে পাইতেছি, কর্ম্মযোগ পরিশেষে জ্ঞান এবং ভক্তিযোগের অন্তর্ভূত হইয়া তৎসহ একত্র লাভ করে, স্বরূপতঃ একেবারে বিনষ্ট হয় না। "তৎকর্ম্ম হরিসন্তোষং" তাহাই কর যদ্দ্বারা হরির সন্তোষ হয়। আমরা জ্ঞানযোগ সম্বন্ধেও এই রূপ দর্শন করিব।

(ক্রমশঃ)

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

ইচ্ছাই ধর্ম্মের মূল।

রবিবার, ১৯ শে মাঘ, ১৭৯৬ শক।

কিছুই ছিল না সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইল। কিছুই ছিল না তথাপি এই সুন্দর বিশ্ব ঘোর অন্ধকার হইতে উৎপন্ন হইল। হেতু কি? এক ইচ্ছা, সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর ইচ্ছা করিলেন, এই জগৎ আসিল। এক ইচ্ছা অন্ধকার হইতে জ্যোতিঃ বাহির করিল, সেই ইচ্ছা ঈশ্বরেতে পূর্ণ এবং অনন্ত ভাবে রহিয়াছে। সেই ইচ্ছা প্রত্যেক মনুষ্যাত্মার মধ্যে রহিয়াছে; কিন্তু অনন্ত অসীম ইচ্ছা আমাদের নাই, ঈশ্বরের আছে। আমাদের যত টুকু পরিমাণে ইচ্ছা আছে, তত টুকু পরিমাণে আমরা অন্ধকার হইতে আলোক, নরক হইতে স্বর্গ, এবং কদাকার হইতে সুন্দর বস্তু লাভ করি। ইচ্ছা দুর্ব্বল এবং অসৎ হইতে পারে না। কিছু ছিল না আর এই ইচ্ছার প্রভাবে অনেক হইল। জয় লাভের আদি কারণ ইচ্ছা। যাহা কিছু হইয়াছে, যাহা কিছু হইতেছে, যাহা কিছু হইবে, সমুদয়ের কারণ ইচ্ছা। আলোক, সত্য, লাভ করিতে যদি মনুষ্যের ইচ্ছা না হয় তাহার জীবনে অন্ধকার এবং অসত্য থাকিবেই। ইচ্ছা যেখানে সেখানে দুর্ব্বলতা নাই। ঈশ্বরের ইচ্ছা হইল, পৃথিবী সৃষ্ট হউক, অথচ পৃথিবীর সৃষ্টি হইল না ইহা কিরূপে হইতে পারে? ইচ্ছার বল অনতিক্রমণীয়। সেই রূপ মনুষ্যের ইচ্ছা যদি বলে পাপ দূর হউক, পাপ কি থাকিতে পারে? মানিলাম অনেক জঘন্য পাপ পোষণ করা হইয়াছে, অনেক উপদেশ এবং সাধু সঙ্গ অবহেলা করিয়া অন্তরে পাপ রিপুকে প্রশ্রয় দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু ইচ্ছা হইলে কোন পাপকে না দূর করিয়া দিতে পার? ঈশ্বরের ইচ্ছার স্ফুলিঙ্গ অন্ধকার মধ্যে প্রবেশ করিল, আর তৎক্ষণাৎ আশ্চর্য্য জ্যোতিঃ বাহির হইল, যদি তেমনই আমাদের একটী স্বর্গীয় ইচ্ছা হয়, তবে কি আমাদের মনে পাপ দুঃখ থাকিতে পারে? মনুষ্য দেবতা হইতে পারে, কেবল একটী সামগ্রী থাকিলে, সেই সামগ্রী ইচ্ছা। ঈশ্বরেচ্ছায় যেমন জগৎ জন্মিল, মনুষ্যের ইচ্ছায় তেমনি স্বর্গীয় জীবনের উৎপত্তি হয়। সত্যের প্রদীপ, প্রেমের নদ নদী কোথায় হইতে বাহির হইল? এই এক ইচ্ছা হইতে। বস্তুতঃ এই ধর্ম্মজগতের সৃষ্টি তেমনই আশ্চর্য্য যেমন অনন্তগুণ অধিক পরিমাণে আশ্চর্য্য, অন্ধকার হইতে এই জগতের সৃষ্টি। কিছুই ছিল না, আর কে রচিল এমন সুন্দর বিশ্ব ছবি, ইহা ভাবিয়া যেমন আমরা আশ্চর্য্য হই, তেমনই যখন দেখি পাপীর জঘন্য কদাকার হৃদয় হইতে সুন্দর স্বর্গীয় জীবন উঠিল, তখন সহজেই আমরা চমৎকৃত হই। যখন দেখি পাপী দুর্জ্জয় ইচ্ছা বলে ধর্ম্মজগৎ বাহির করিল, তখন বলি ইহা অপেক্ষা আর আশ্চর্য্য কি আছে? গভীর অন্ধকার যেখানে ছিল, কোথায় হইতে সেখানে এত আলোক আসিল? বাস্তবিক ইচ্ছার বলে আশ্চর্য্য ঘটনা সকল সংঘটিত হইতেছে। ইচ্ছার গুণ আমরা চিরদিন ঘোষণা করিব। ইচ্ছা সামান্য বল নহে। ঈশ্বরের শক্তি ভিন্ন ইচ্ছা আর কিছুই নহে। ঈশ্বরের দয়াও তাঁহার ইচ্ছার ভিতরে কার্য্য করে। ইচ্ছা দ্বারা ঈশ্বর তাঁহার কার্য্য সকল সাধন করিতেছেন। মনুষ্য সেই রূপ ঈশ্বরের দাস হইয়া এই ইচ্ছার বলে ক্ষুদ্র পরিমাণে এক একটী সুন্দর ধর্ম্ম জগৎ নির্ম্মাণ করিতেছে। কেমন আশ্চর্য্য সেই বল যাহা পাপকে জয় করে, এবং নরকের মধ্যে স্বর্গ সৃজন করে!! সমস্ত ধর্ম্ম জগতে এই ইচ্ছারই মহিমা দেখা যায়। যেখানে ইচ্ছার বিলোপ সেখানে মৃত্যু, অন্ধকার। অতএব যদি ধর্ম্ম জীবন চাও তবে এই ইচ্ছাকে অবলম্বন কর। এক দিন ব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে যাহা হইয়াছে, ধর্ম্ম জীবন সম্পর্কেও তাহারই প্রয়োজন। যেখানে সাধু ইচ্ছার প্রভাবে সুন্দর পুণ্য জগতের নির্ম্মাণ, সেখানে অসাধুতার মৃত্যু। যে দিন মনুষ্য ভাল হইতে ইচ্ছা করে সেই দিন হইতেই তাহার নব জীবনের আরম্ভ হয়। সেই ইচ্ছার মূলে ঈশ্বরের কৃপা কার্য্য করে, এবং সেই ইচ্ছাই স্বর্গীয় জীবনের নেতা। যদি কেহ বলেন ইচ্ছাতে স্বর্গ হয় না, ইচ্ছাতে পাপ দমন হয় না, তিনি মিথ্যা বলেন। যে টুক সাধু ইচ্ছা সেই টুকু ঈশ্বরের। যিনি সূর্য্যকে আকাশে প্রকাশিত হইতে বলেন তিনিই আমাদের অন্তরে সাধু ইচ্ছাকে উদয় হইতে বলেন। প্রকৃত ইচ্ছা তাহা যাহা সৃজন করে। যাহা অন্ধকার মধ্যে আলোক প্রকাশিত করে। আমাদের পক্ষে ধর্ম্ম সৃজন করিতে হইবে। আমাদের ছিল দুর্ব্বলতা, এবং অন্ধকার, সেই দুর্ব্বলতা এবং অন্ধকারের মধ্যে বল এবং আলোক আনিতে হইবে। এই জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা চাই, কেননা সেই ইচ্ছা আমাদের ইচ্ছার সঙ্গে যোগ দিয়া নূতন প্রেমের রাজ্য প্রকাশ করে। ঈশ্বরের সঙ্গে সাধু ইচ্ছার বিরোধ হইতে পারে না। ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই মনুষ্যের পরিবর্ত্তন হয়। ঈশ্বরের ইচ্ছা না হইলে মনুষ্য কি আপনার বলে

Register No. 66

অধর্ম্ম হইতে আপনাকে ধর্ম্মপথে লইয়া যাইতে পারে? ইচ্ছা হইল অথচ কার্য্য হইল না ইহা হইতে পারে না। যেমন ইচ্ছাতে কোটি কোটি লোক মণ্ডলী নির্ম্মিত হইল, তেমনই সাধু ইচ্ছা হইলেই মনুষ্যের পরিত্রাণ হয়। সমুদয়ের মূল কারণ ইচ্ছা। ইচ্ছা ভিন্ন ধর্ম্মোন্নতি কখনই সম্ভব হইতে পারে না। ইচ্ছাতেই পরিত্রাণ এই জন্যই ব্রাহ্মধর্ম্মের সকল শাস্ত্র আশার ব্যাপার! এত অপরাধ করিয়াছ, ঈশ্বরের বক্ষে এত অস্ত্রাঘাত করিয়াছ, তথাপি সাধু ইচ্ছা হইলেই বাঁচিয়া যাইবে, ইহা ব্রাহ্মধর্ম্মের আশার কথা। মনের মালিন্য ধৌত হইবে না, পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই, পাপ আপনাকে আপনি মারিবে কি রূপে? অন্ধকার কি রূপে আলোক আনিবে? পাপ করিলে পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পার না, পৃথিবীতে সর্ব্বদাই এ সকল নিরাশার কথা শুনিয়াছি; কিন্তু ব্রাহ্ম এক দিকে যেমন পৃথিবীর অবিশ্বাস এবং নিরাশার কথা শুনিতেছেন, অপর দিকে তিনি আবার ঈশ্বরের মুখে আশার কথা শুনিতেছেন। মহাপাপীও যখন ঈশ্বরের কথা শুনে, সে বলে আমি পাপী; কিন্তু যখন আমার ইচ্ছা হইয়াছে যে আমি নির্ম্মল হইব, তখন কাহার সাধ্য আমাকে বাধা দেয়? আমি যদি যথার্থ ব্রহ্মসন্তান হই, আমি বলিতেছি, পাপ সাগর শুষ্ক হউক, এখনই তাহা শুষ্ক হইবে। শত বৎসরের পাপ চূর্ণ হইবে। এমন পাপী কেহ পৃথিবীতে নাই যে ইচ্ছা করিলে নিষ্পাপ হইতে পারে না। প্রত্যেক পাপী একবার হৃদয়ের ভিতরে নূতন ইচ্ছাকে স্থান দিয়া জিহ্বার অগ্রে এই কথা রাখুক যে পাপ যাইবে নিশ্চয়ই তাহার পাপ চূর্ণ হইবে। যখন হৃদয়ে শুভ ইচ্ছার উদয় হয়, তখনই পাপীর পরিবর্ত্তন হয়। আত্মার সাধু ইচ্ছা ব্যতীত সমুদায় দুর্ব্বলতা, সমুদয় অন্ধকার। ভাল হইবার অনেক উপায় আছে কিন্তু যদি ইচ্ছা না থাকে কিছুই হইবে না। একবার বল, কোটিবার আমি পাপ করিয়াছি বটে; কিন্তু আমি এখন ইচ্ছা করিয়াছি ভাল হইব। যিনি এই রূপ ইচ্ছার বলে ভাল হইয়াছেন তিনি জানেন ইচ্ছার কত প্রতাপ। সামান্য একটী জিহ্বা; কিন্তু ইচ্ছা থাকিলে ইহার একটী শব্দে মনুষ্য দেবতা হয়। জন্মাবধি আমি দুর্ব্বল, জন্মাবধি আমি পাপাসক্ত; কিন্তু যাই আমার ইচ্ছা হইল, আমি ঈশ্বরের বলে পুণ্যবান হইব, তখনই আমার জীবনে পরিবর্ত্তন হইল। এক ইচ্ছা, এক শব্দে সহস্র বৎসরের পাপ দূর করিতে পারে। এক বার রসনা আজ্ঞা প্রচার করুক হস্ত দ্বয় কি করে দেখিবে। ঈশ্বরের ইচ্ছা ভিন্ন কেহ জন্মিতে পারে না। ইচ্ছাতে যাহার জন্ম, বলেতে তাহার জন্ম। আমার পাপ পশ্চাতে রহিল, ইচ্ছা হইল, আর আমি পুণ্য পথে পরিত্রাণ পথে চলিতে লাগিলাম। পশ্চাতে কি হইতেছে মনুষ্যের শরীরের চক্ষুও তাহা দেখিতে পায় না। অতএব যখন জানিতেছি ইচ্ছা হইলেই ভাল হইতে পারি, তখন আমরা বিশ্বাস এবং আশার চক্ষে কেবল ভবিষ্যতের দিকেই দেখিব। কাম, ক্রোধ, লোভ, অহঙ্কার, স্বার্থপরতা পূর্ব্বে যেমন এখনও তেমনই প্রবল রহিল, মনুষ্যসমাজ পূর্ব্বে যেমন পাপে লুণ্ঠিত ছিল, এখনও তেমনই রহিল, প্রমত্ততা আসে না, প্রেম আসে না, পুরাতন অভ্যস্ত পাপ যায় না, নরকের সন্তান যদি আমরা হই, তবেই এসকল কথায় বিশ্বাস করিতে পারি। যখন আমরা সাধু ইচ্ছার দুর্জ্জয় বল দেখিতেছি তখন কি রূপে আমরা এ সকল অন্ধকারের কথা বলিব? আমরা দেখিতেছি ঈশ্বরের বল আমাদের প্রতি জনের ভিতরে আছে। এই রসনাই পরিত্রাণ করিবে। ইচ্ছার বলে এই রসনার শব্দ গুণে জগতের পরিত্রাণ হইবে। শব্দ দ্বারা পশু জীবনকে বিনাশ করিব। আমাদের যাবতীয় মঙ্গল ঘটনার মধ্যে এই ইচ্ছার প্রভাব দেখিতেছি। যদি বল আমাদের ইচ্ছা আছে তথাপি অসম্ভাব যায় না, সেই বৃথা কথা পরিত্যাগ কর। কেন না ইচ্ছা তেমন হয় নাই। যে ইচ্ছার কথা বলিলাম তাহা সামান্য ইচ্ছা নহে। ইচ্ছাশাস্ত্রে বিশ্বাস কর। ইহার জন্য স্বর্গের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা কর। যখন মনের সহিত বিশ্বাস করিবে তখন জীবনে বিশ্বাসের কার্য্য হইবে। অবিশ্বাসী ভণ্ড ব্রাহ্ম! তুমি মনে মনে এখনও এই ভয় পোষণ করিতেছ, হয়ত ইচ্ছা করিলেও ভাল হইব না। যাঁহারা ঈশ্বরের ইচ্ছা এবং ব্রহ্ম সন্তানের ইচ্ছার বলে বিশ্বাস করেন, তাঁহারা বলেন, যাও পর্ব্বত, দূর হও, পর্ব্বত তখনই স্থানান্তরিত হয়। তাঁহারা বলেন আসুক প্রেমধাম তখনই প্রেমধাম নির্ম্মিত হয়। এখনই যদি ইচ্ছা করি, এখনই পরিত্রাণ পাইব। ইচ্ছা কর পরিত্রাণ পাইবে।

হে প্রেমময় পরমেশ্বর! কতবার অন্তরের অন্তরে তুমি প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা এত পাপ করিয়াছিলাম যে পৃথিবী বলিল এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই; কিন্তু তুমি বলিলে, আমরা ইচ্ছা করিলেই পাপ হইতে পরিত্রাণ পাইব। ভাল উপাসনা যদি না হয় মনুষ্য ইচ্ছা করিলেই ভাল উপাসনা করিতে পারে। তোমার ইচ্ছা ভিন্ন কে কখন বাঁচিয়াছে। যথার্থ সাধু ইচ্ছা যখন উদিত হয়, তুমিত আপনি তাহার সহায়তা কর। সম্প্রতি যে তোমার এত ধন পাইলাম, বুঝিতেছি যদি ইচ্ছা হয় তবে রাখিতে পারিব। পিতা! ইচ্ছা থাকিলে কে তোমাকে দেখিতে পায় না। এমন করে তোমার জন্য কাঁদিয়া তোমার দর্শন পাই নাই? এমন আশীর্ব্বাদ কর যেন আমরা সাধু ইচ্ছা দিন দিন পোষণ করিতে পারি। যাহাতে অসাধু মনে সাধু ইচ্ছার উদয় হয় কৃপা করিয়া তুমি এমন বিধান করিয়া দাও।

এডুকেশন গেজেট পত্রিকা কলিকাতা ১০নং কলেজ স্কোয়ার হাঁওয়াম মিরার যন্ত্রে ১লা চৈত্র শ্রীগোপালচন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত হইল।

ধৰ্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং।
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তুবৈরাগং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৮ম ভাগ। ৬ম সংখ্যা। | ১৬ই চৈত্র, সোমবার, ১৭৯৬ শক। | বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২।৹ মফস্বল ঐ ৩।৹

প্রার্থনা।

হে বিপদভঞ্জন অসময়ের বন্ধু চিরসহায় পরমেশ্বর! আমি স্পষ্টই দেখিতেছি যে আশু প্রীতিকর সংসারের ব্যাপার সকল স্বপ্নবৎ অসার। যে সকল আত্মীয় সুহৃজ্জনের সুখময় সমাগমে হৃদয় এখন বিপুল আনন্দ রসে পরিপ্লাবিত হইতেছে, কালের ভীষণ স্রোতে এক দিন তাহারা কে কোথায় ভাসিয়া যাইবে তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। অদ্য যে সমস্ত নয়ন মনোহর বিলাস সামগ্রী সম্ভোগ করিয়া চিত্তের সন্তোষ সাধন করিতেছি এক নিমেষের মধ্যে তাহা কোথায় চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে। পৃথিবীর সহায় সম্পত্তি সুখ স্বচ্ছন্দতা চির দিন ভোগ করিতে পাইব না। এখন দুই দিন যাহাদিগকে না দেখিলে সংসার অরণ্য বোধ হয়, এক দিনও যে সকল বস্তু ও মনুষ্যের বিরহ জ্বালা সহ্য করিতে পারি না, তাহাদিগকেও হারাইতে হইবে। শরীরের বলএবং স্বাস্থ্য, মনের স্ফর্ত্তি, চিত্তের প্রফুল্লতা, বন্ধুর সহবাস, সংসারের ভোগ বিলাস সকলে যখন আমার নিকট বিদায় লইবে তখন হে দীনবন্ধু, নিরুপায়ের উপায়, তুমি আমাকে তোমার অভয়প্রদ শান্তিক্রোড়ে স্থান দান করিও। আমি যেন হে নাথ! এই সকল ভাবী বিপদের জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতে পারি। কিন্তু হে দয়াময়! রোগ শোক দারিদ্র কষ্টে হৃদয়ত ভগ্ন হইয়া যাইবেই, তবে তুমি যদি সেই দুঃখের দিনে আমার ব্যথিত অঙ্গে স্নেহহস্ত স্পর্শ কর তাহা হইলেই আমি রক্ষা পাইব। হে চরমকালের সহায়, দুর্ব্বল দীনহীনের একমাত্র আশ্রয়, সংসারের আপাতরম্য সুন্দর প্রলোভনের অন্তরালে বিকটাকার মৃত্যু বর্ত্তমান জানিয়া আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, যেন সময় থাকিতে এমন ভক্তি প্রেম সম্বল করিতে পারি যাহাতে আমার ভবিষ্যতের সমস্ত বিপদ কাটিয়া যায়। চিরদিন সুখ সৌভাগ্য থাকিবে না, একটী অভাব পূর্ণ হইতে না হইতে আর একটী আসিয়া উপস্থিত হইবে, ভবিষ্যতের আশার বস্তু হস্তগত হইতে না হইতে বর্ত্তমানের লব্ধ সৌভাগ্যে বঞ্চিত হইতে হইবে, এ সকল পরিবর্ত্তনের অবস্থায় যাহাতে তোমার চরণ ধরিয়া বাঁচিতে পারি এমন আশীর্ব্বাদ কর।

ইচ্ছার স্বাধীন কর্ত্তৃত্ব।

মনুষ্যের ইচ্ছা যে স্বাধীন, এ কথা এক্ষণকার কালের অনেকানেক বিখ্যাত পণ্ডিত স্বীকার করেন না। কার্য্যতঃ ইহা অস্বীকার

করিতে তাঁহারা কত দূর প্রস্তুত তাহা আমরা বলিতে পারি না, কিন্তু মতেতে অনেকে ইচ্ছার স্বাধীনতা স্বীকার করিতে চাহেন না। তাঁহাদের সৃষ্টিতত্ব বিষয়ক মতের উপরে ইহা সংস্থাপিত, এবং পৃথিবীর উন্নতির ইতিহাসের সহিত সংশ্লিষ্ট। অদৃষ্টবাদীরা বলেন স্বভাবের যাবতীয় ক্রিয়া এক অখণ্ড অনন্ত কার্য্যকারণ শৃঙ্খলে গ্রথিত। যাহার পর যেটী হইবার তাহাই হইতেছে, সমস্ত ঘটনারাজি অব্যাহতরূপে যন্ত্রের ন্যায় চলিয়া আসিতেছে, ইহাতে কাহার হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা নাই। পৃথিবীর উৎপত্তি বিষয়ে তাঁহাদের মত এই যে আদিতে এক শক্তি এবং পরমাণু মাত্র ছিল, ইহারা উভয়েই নিত্য পদার্থ; কারণ ইহাদের জন্মবৃত্তান্ত কেহ জানে না, যত কিছু ঘটনা ঘটিয়াছে বা ঘটিতেছে এই দুইটী তাহার মূল উপাদান। সৃষ্টি ক্রিয়ার প্রথম গতি উৎপাদনের জন্য এক ইচ্ছাময় জীবের প্রয়োজন, কিন্তু এই ইচ্ছার কার্য্য উত্তাপ তাড়িৎ রাসায়নিক ইত্যাদি জড়ীয় গুণের দ্বারাও হইতে পারে। সে যাহা হউক, এই দুইয়ের কোন একটী স্বাধান শক্তি উপরুক্ত মৌলিক পদার্থের সংযোগে প্রথম ঘটনা উৎপন্ন করিল, তাহা হইতে আর আর সমস্ত ঘটনা সমুৎপন্ন হইল। এই রূপে প্রথমে যাহা কার্য্য পরে তাহাই কারণ হইয়া অনন্ত ঘটনারাজি উৎপাদন করিয়া চলিয়া আসিতেছে। ভৌতিক ঘটনা, জীব শরীরের উন্নতি, উদ্ভিদের ক্ষয় বৃদ্ধি, মনুষ্যের মনোবৃত্তির বিকাশ সমস্ত ইহার মধ্যে সন্নিবিষ্ট। এই ঘটনা বা কার্য্যকারণ তরঙ্গে যাবতীয় ভৌতিক ও মানসিক ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। প্রত্যেক বাহ্য ঘটনার যেমন বিবিধ পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ আছে, কারণের যোগাযোগ থাকিলে সেখানে কার্য্যের উৎপত্তি হইবেই ইহা যেমন অখণ্ড নিয়ম; মনের ক্রিয়ার পক্ষেও ঠিক সেইরূপ। প্রত্যেক মানসিক ক্রিয়া বা ইচ্ছা উৎপাদনের পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ অভিপ্রায় অথবা মতলব। ইচ্ছার স্বাধীনতা কিছু নাই, অবস্থার যোগাযোগ যেমন হইবে ইচ্ছাও তেমনি ভাব ধারণ করিবে। মতলবই ইহাঁর উৎপাদক এবং মতলবের দ্বারা উহা নীত হইয়া থাকে। মতলব শক্তি ইচ্ছা তাহার দাসী। এই স্থানে ফলাফলবাদীদিগের শাস্ত্র আরম্ভ হইয়াছে। তাঁহারা বলেন, যে কার্য্যে স্বার্থের মতলব আছে ইচ্ছা তাহাই সম্পাদন করে কদাচ তাহার অন্যথাচরণ করিতে পারে না। স্বার্থসাধক মতলব যে দিকে ওজনে বেশী হইবে ইচ্ছা আপনাপনি সেই দিকে হেলিয়া পড়িবে। যদি আমরা বলি যে ধার্ম্মিক ব্যক্তি যখন নিস্বার্থ ভাবে আপনার প্রাণদান করেন, পরের সুখের জন্য যন্ত্রণা সহ্য করেন তখন সেখানে মতলব কোথা? তাঁহারা বলিবেন তাঁহার আত্মপ্রসাদ বা পরিত্রাণ কামনা কিম্বা লোকান্তরে শান্তি সম্ভোগেচ্ছা সেখানে মতলবের কার্য্য করে, ইচ্ছার বলে কিছু হয় না।

এখন দেখা যাউক এ কথা কতদূর সত্য। বিজ্ঞান প্রতিপাদিত মত পরিত্যাগ করিয়া যদি আমরা প্রত্যক্ষ কার্য্য দেখি তাহা হইলে আমরা দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইব যে,আমাদের প্রতিদিনের ঘটনায় প্রতি পদে পদে স্বাধীনতার পরিচয় দিতেছে। বহুদিনের অভ্যস্থ চরিত্রের পুরাতন কার্য্যকারণের প্রবাহ অতিক্রম করিয়া নিমেষের মধ্যে ইচ্ছা আপনার বলে ঘটনার স্রোতঃ ফিরাইয়া দিতে পারে, ইহার প্রমাণ আমরা আপনাপন জীবনে পাইতেছি। "তুমি এ কার্য্য করিলে কেন"? "না,আমার খুসি" এ কথার অর্থ আর কিছুই নহে কেবল এই যে, আমি এ কার্য্য করিতে পারি চাই না করিতে পারি, কি কারণ কি বৃত্তান্ত তাহার সঙ্গে ইহার কোন বাধ্য বাধকতা নাই। অবশ্য, অনেক ঘটনায় মতলবেই ইচ্ছাকে যথা তথা চালিত করিতেছে, কিন্তু ইচ্ছা যদি বলে আমি করিব না, কিছুতেই করিব না, তখন বুদ্ধি আসিয়া তাহাকে যতই কেন প্রলোভিত করুক না, স্বার্থ

তাহাকে যতই কেন মন্ত্রণা দিউক না কিছুতেই তাহাকে লওয়াইতে পারিবে না। ইচ্ছা স্বাধীন শক্তি স্বয়ং কর্ত্তা, সে কিছু না করিলে কে তাহার কি করিবে ? তাহাই যদি না থাকিবে তবে মনুষ্যকে বিচারশক্তিই বা কেন দেওয়া হইল ? অনেক কার্য্য এমন আছে যাহা নিষ্কামভাবে কেবল দয়া বা প্রেমের বশীভূত হইয়া লোকে করে, তাহাতে ফলাফলের বিচার করিবার সময়ও থাকে না। ইচ্ছার বলে মদ্যপায়ী এক দিনে পানদোষ পরিত্যাগ করে। তাহার এই পুরাতন কুঅভ্যাস ছাড়িবার কি অন্য কোন কারণ আছে ? যদি বল লজ্জা কিম্বা ভয় অথবা অন্য প্রকার স্বার্থ তাহার কারণ। আমরা বলিব, এত লজ্জা ভয় হঠাৎ কোথা হইতে উৎপন্ন হইল ? ইচ্ছা আপনিই কি তাহার কারণ নহে ? যদি বল পূর্ব্ববর্ত্তী কারণের যোগাযোগে কিম্বা আঘাত প্রতিঘাতে নূতন প্রকার কারণের জন্ম হয়। কিন্তু তাহা কি রূপে হয় ? প্রথমে কতকগুলি পরমাণু এবং কিঞ্চিৎ শক্তি পরামর্শ করিয়া মনকে মদ্যপান করিতে শিক্ষা দিল এবং আর কতকগুলি পরমাণু এবং কিঞ্চিৎ শক্তি এক দিন একত্রিত হইয়া তাহাকে মদ ছাড়াইল ইহাই কি সম্ভব ? কখনই নহে। যে ইচ্ছা মদ্যপান আরম্ভ করিয়াছিল সেই ইচ্ছাই ইচ্ছা করিয়া পুনরায় তাহা পরিত্যাগ করিল ইহাই যুক্তি-সংগত। জড়ের পক্ষে যেমন ভৌতিক নিয়ম মনের পক্ষে যদি স্বার্থ সেই রূপ নেতা হইত তাহা হইলে মনুষ্যে পশুতে কিছু ভিন্নতা থাকিত না। তাহা হইলে রাজবিধি, ধর্ম্মনীতি, বিচারালয় এ সকলেরই বা আবশ্যকতা কি ছিল ? ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে বলিয়া মনুষ্যের দায়িত্ব, নতুবা আর কিশের জন্য সে দায়ী হইবে ? ইচ্ছার স্বাধীন ক্ষমতা সকলেরই আছে; পাপনিগড়ে বদ্ধ মহা পাষণ্ডের আছে, প্রচুর প্রলোভনে আক্রান্ত ভোগ সুখাসক্ত ব্যক্তিরও আছে; যে স্বার্থ ভিন্ন এক পদও অগ্রসর হয় না তাহারও আছে; যে বলে আমি সাধু হইতে ইচ্ছা করি, কিন্তু নানা প্রতিবন্ধকের গতিকে পারিয়া উঠি না, ঈদৃশ কপটক্রন্দনে নিপুণ আত্মবিস্মৃত ভীরু ব্যক্তিরও আছে। যাহারা অদৃষ্টবাদ মত দ্বারা আপনাদের দুর্ব্বলতাকে পোষণ করে তাহারাও অন্তরে অন্তরে জানে যে তাহারা স্বাধীন। অতএব ইচ্ছার স্বাধীনতা কোন অবস্থায় বিলুপ্ত হয় না। বাহিরের অবস্থা তাহার উত্তেজক এবং প্রতিপোষক হইতে পারে, কিন্তু সে নিজে সম্মত না হইলে কেহই কিছু করিতে পারে না। প্রলোভনের আকর্ষণ অত্যন্ত অধিক, স্বার্থের মতলব দুর্জ্জয়-শক্তিশালী তাহা আমরা অস্বীকার করি না, কিন্তু ইচ্ছার বল তদপেক্ষা অধিকতর প্রবল এবং আপনিই আপনার কার্য্যের জনয়িতা তাহাও স্বীকার না করিয়া পারি না।

সাধুতার সৌন্দর্য্য।

এই পৃথিবীতলে বিবিধ প্রকার মনোহর সুন্দর বস্তু আমরা দেখিয়াছি। স্বভাবের অপরূপ কারু-কার্য্যের সহিত মনুষ্যের চমৎকার শিল্প নৈপুণ্য এবং সুরুচি সংযোজিত হইয়া নানা স্থানে নানা প্রকার শোভা বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু এই সমস্ত সৌন্দর্য্যের মধ্যে মানব জীবন যেমন সকৌশল সম্পন্ন হৃদয়ানন্দকর এমন আর কিছুই দেখা যায় না। মনুষ্যের ভূতকাল যেমন একটী গভীর প্রহেলিকা জ্ঞানের দুরধিগম্য বিষয়, ভবিষ্যৎও তেমনি কল্পনাতীত আশা আনন্দে পরিপূর্ণ। কি আশ্চর্য্য নিয়মে ইহা চলিতেছে তাহা আমরা সকলেই দেখিতেছি, কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। মনোবৃত্তি বিকশিত হইয়া কত মধুর ভাব বর্ষণ করিতেছে. প্রকৃত মনুষ্য আপনি অদৃশ্য থাকিয়া বহির্জগতে অতুল কীর্ত্তি সংস্থাপন করিয়াছে। কিন্তু মানব জীবনের এই সাধারণ সৌন্দর্য্যের মধ্যে আবার সাধুতার সৌন্দর্য্য আরও রমণীয়। লোকে বিচিত্র বসন ভূষণে শরীরকে সুশোভিত করে, জ্ঞান-রত্ন সঞ্চয় করিয়া গৌরবান্বিত হয়; সামাজিক সম্ভ্রম, পদমর্য্যাদা স্থাপন করিবার জন্য কতই পরিশ্রম করে, ক্ষমতাশালী বিদ্বান্ ধনী মানী হইয়া জনসমাজে

আপনাদের যশঃ খ্যাতি বিস্তার করে, কিন্তু সাধুতার স্বর্গীয় পরিচ্ছদ পরিধান করিতে কেহই অনুরাগী নহে। পার্থিব সুখ, সামাজিক মহত্ত্ব লাভের জন্য কতই আশা উদ্যম, কতই উৎসাহ অধ্যবসায় দৃষ্টিগোচর হয়, কিন্তু বিনীত স্বভাব ধৈর্য্যশীল প্রেমিক সাধু হইতে কে ব্যাকুল হইয়া ভ্রমণ করিতেছে? ব্রহ্মানুরাগী বৈরাগী হইবার অভিলাষ যাঁহার হৃদয়কে সর্ব্বদা কোমল করিয়া রাখিয়াছে তিনি এই স্বার্থপর কঠোর জগতের মধ্যে কি এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! তাঁহার প্রেমালোক পরিপূর্ণ পুণ্যানুরাগী চিত্ত-সরোবরে স্বর্গের ছবি নিয়ত প্রতিফলিত হয়। রিপুপরতন্ত্র স্বার্থপর দাম্ভিক পরনিন্দাকারী ক্রোধী ব্যক্তি যদি সৌভাগ্যের মণিময় মুকুট পরিধানান্তর ধনমান এবং বিদ্যার উচ্চতর মঞ্চে আরোহণ করিয়া আত্মশ্লাঘায় জগৎকে চমৎকৃত করে তাহাতে কি কাহারও মন মুগ্ধ হয়? দুর্ব্বিনীত সত্যবাদীর মুখে যে নীরস ন্যায়জ্যোতি প্রকাশিত হয়, স্বার্থপর ধার্ম্মিক যে পুণ্যগৌরব প্রচার করেন তাহাতে কি কিছু সৌন্দর্য্য আছে? যিনি নির্ভয় চিত্ত অপ্রগল্ভ স্বভাব প্রেমিক, যাঁহার প্রশান্ত মুখমণ্ডলে বিনয় ঔদার্য্য ও অক্ষুণ্ণ মঙ্গলদ্যুতি নিয়ত বিদ্যমান, যিনি ভালবাসা ব্যতীত আর কিছুই জানেন না, এবং যিনি আত্মার সাধুভাব কলিকা সকল প্রতিনিয়ত যত্নের সহিত প্রস্ফুটিত করেন তাঁহার জীবন যেমন সুন্দর এবং সুখকর, এই পৃথিবীতে তাঁহার রূপ যেমন কমনীয় এবং স্পৃহনীয় এমন আর কিছুই নাই। সেই স্বর্গীয় শোভার বীজ প্রত্যেক আত্মার অভ্যন্তরে নিহিত রহিয়াছে, যিনি তাহা অঙ্কুরিত করিবেন তিনি আপনার সৌন্দর্য্যে আপনি মোহিত হইবেন অন্যেত হইবেই। ইন্দ্রিয় প্রবণ স্বভাবের কদাকার মূর্ত্তি চতুর্দ্দিকে সহস্র সহস্র, ইহাদের গর্ব্বিত নয়নভঙ্গী, ক্রোধবিকম্পিত বিকট বদন দেখিয়া দেখিয়া মন বিরক্ত হইয়াছে। স্বার্থের দুর্গন্ধ, অহঙ্কারের ভ্রুকুটি, আত্মগৌরবের অসার আস্ফালন আর সহ্য করা যায় না। সাধুর অনুরাগ রঞ্জিত অপরূপ শোভা, অমৃতায়মান সরল ব্যবহার দর্শনের জন্য এখন মন লালায়িত হইয়াছে। কোথায় পাইব সেই সুন্দর বস্তু যাহা দর্শন মাত্রে ঈশ্বরের ভাবে হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া যাইবে? হায়! আমরা আর কত দিন এই পাপদগ্ধ কলঙ্কিত মুখ লইয়া সেই উদার স্বভাব সৌন্দর্য্যের আকর বিধাতা পুরুষের নিকট যাতায়াত করিব। আমাদের গর্ব্বিত মূর্ত্তি দেখিয়া তিনিই যেখানে লুক্কায়িত হন তবে আর মনুষ্য কেমন করিয়া নিকটে আসিবে? যদি সাধুতার সুন্দর বসন ভূষণে আমরা ভূষিত হইতে পারিতাম তাহা হইলে দূর হইতে লোকে আমাদিগকে দেখিতে আসিত। কিন্তু আমাদের উজ্জ্বল পরিচ্ছদের ভিতরে রাক্ষস সদৃশ বিকৃত মূর্ত্তি যদি তাহারা দেখিতে পায় তবে আর কেন আসিবে? অতএব প্রত্যেকের কর্ত্তব্য যে বাহ্যশোভায় সজ্জিত হইতে চেষ্টা না করিয়া যাহাতে আত্মার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয়, সাধুগুণ সকল উন্নত হয়, কঠোরতা বিকৃততা চলিয়া যায় তাহার জন্য অনুরাগী হওয়া।

সাদি।

প্রেমোন্মত্ততা।

ঈশ্বরপ্রেমোন্মত্ত সাধক বিচ্ছেদ যাতনা ভোগ করুন বা বিচ্ছেদের ঔষধ সেবন করুন, তাঁহার জীবন ধন্য। সেই দরিদ্র প্রেমিক রাজত্বকে তুচ্ছ করেন, প্রিয়তমের আশায় দরিদ্রতাতে তিনি সুখী। তিনি মুহুর্ম্মুহুঃ দুঃখ-সুরাপান করেন, ক্লেশ প্রাপ্ত হন কিন্তু আর্ত্তনাদ করেন না। বন্ধুর স্মরণ মননে তিনি যে ধৈর্য্য ধারণ করেন, সেই ধৈর্য্য তিক্ত নয়। বন্ধুর হস্তস্পর্শে সেই তিক্ততা মিষ্টতায় পরিণত হয়। ঈশ্বরের হস্তে যিনি বাঁধা পড়িয়াছেন তিনি মুক্তি লাভ করিতে চান না; তাঁহার জালে যিনি বদ্ধ হইয়াছেন, তিনি চিরকাল সেই বন্ধনে বন্দী থাকিতে ভাল বাসেন। প্রান্তৈকনিবাসী ঈশ্বরভিক্ষুক দেশের রাজা। যিনি ঈশ্বরের মন্দির চিনিয়াছেন, তাঁহাকে অন্য লোকে চিনিতে পারে না। সেই প্রেমোন্মত্ত ব্যক্তি আপনার প্রতি লোকগঞ্জনার দ্বার মুক্ত করেন, তিনি মত্ত উষ্ট্রের ন্যায় অবলীলাক্রমে ভার বহন করেন। তাঁহার জীবনের গূঢ়তত্ত্ব অন্যে কি জানিবে? অন্ধকারস্থিত অমৃতবারির ন্যায় তিনি সাধারণের চক্ষের অগোচর। তিনি বাহ্যদৃষ্টিতে কুৎসিত হইলেও রয়তল মর্কর্দ্দম্ নামক ধর্ম্মমন্দিরের ন্যায় আলোকময়। তিনি গুটিকাকোষজড়িত রেসম কীটের ন্যায় নহেন, তিনি প্রেমাগ্নির পতঙ্গ। সেই প্রেমোন্মত্ত ব্যক্তি প্রাণের শান্তিধাম ঈশ্বরকে সর্ব্বদা অন্বেষণ করিয়া বেড়ান।

সেই ধর্ম্মরাজ্যের যাত্রিক যিনি পরমার্থ সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়াছেন, তিনি প্রেমাস্পদের দর্শনের মত্ততাতে প্রাণকে তুচ্ছ করিবেন, তাঁহার গুণকীর্ত্তনে সংসারকে দূরে রাখিবেন

আশ্চর্য্য কি? ঈশ্বরধ্যানেতে তিনি সকলকে বিস্মৃত হন, তিনি এরূপ প্রমত্ত যেন সুরাপান করিয়াছেন। কোন ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা তাঁহার চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য নয়। তাঁহার রোগের নিদান কেহ বুঝিতে পারে না। "আমি চিরকাল তোমার রক্ষক আছি" এই মহাধ্বনি তাঁহার কর্ণেতে। সেই প্রান্তেকবাসী প্রেমিক বিনীত বটেন; তাঁহার পদনিক্ষেপ বিনম্র, কিন্তু ধ্বনি অগ্নির ন্যায়। এক প্রেমোষ্ণ ধ্বনিতে তিনি পর্ব্বতকে চালিত করেন। এক নিনাদে রাজ্যকে [illegible] তিনি বায়ুর ন্যায় অদৃশ্য, কিন্তু চতুরগামী [illegible] নিঃশব্দ, কিন্তু গুণকীর্ত্তনশীল। প্রাতঃকালে [illegible] পাত করিয়া চক্ষুকে নির্ম্মল করেন। দিবা [illegible] তিনি মত্ততার সমুদ্রে নিমগ্ন থাকেন, দিবস যামিনীর কষ্ট কি, তিনি জানেন না। স্রষ্টার সৌন্দর্য্যে তিনি এত উন্মত্ত যে জগতের সুন্দর বস্তুর প্রতি দৃষ্টি করিতে চাহেন না। প্রকৃত প্রেমিক, বস্তুর খোসাতে হৃদয় দান করেন না, মূর্খেরাই শস্যবিহীন খোসাকে ভাল বাসে। যিনি ঈশ্বরতত্ত্ব-সুরা পান করিয়াছেন তিনি আপনাকে হারাইয়াছেন।

জীবনের মেঘময় ও আগ্নেয় স্তম্ভ।

"আমি তোমাদের অগ্রে অগ্রে একটী মেঘময় স্তম্ভ এবং একটী আগ্নেয় স্তম্ভ প্রেরণ করিব। প্রথমটী দিবাভাগে রৌদ্রের সময় ছায়া দান করিবে এবং দ্বিতীয়টী রাত্রে পথ প্রদর্শন করিবে।"

বাইবেলে লেখা আছে যখন বিধাতা মনোনিত ইজ্রায়েল বংশীয়দিগকে মিসর রাজ্য হইতে অঙ্গীকৃত কেনান দেশে লইয়া যান, চল্লিশ বৎসর তাহাদিগের ঘোর অরণ্যের ভিতর দিয়া যাইতে হয়। তাহাদিগকে নিরাপদে লইয়া যাইবার জন্য উপর লিখিত মত দুইটী স্তম্ভ তাহাদের অগ্রে অগ্রে প্রেরিত হয়। বর্ত্তমান বিধানে দয়াময় ঈশ্বর আমাদিগকে সংসার অরণ্য দিয়া তাঁহার অঙ্গীকৃত স্বর্গ রাজ্যে লইয়া যাইতেছেন। আমাদিগের প্রত্যেকের নিকট তিনি পথ প্রদর্শক স্বরূপ একটী স্তম্ভ প্রেরণ করিয়াছেন এ স্তম্ভ জড়ীয় নহে ইহা আধ্যাত্মিক, আমদিগের প্রকৃতির সহিত একত্রিত হইয়া রহিয়াছে। কেবল বিশ্বাস চক্ষে তাহার প্রতি দৃষ্টি করিলেই উহা আমাদিগকে স্বর্গের দিকে লইয়া যায়। এই স্তম্ভ সকল কি এবং তাহারা কোথায় অবস্থিতি করে? এই বিষয় জানিতে গেলে দেখিতে হইবে যেমন আমাদিগের সকলেরই শরীর আছে অথচ এক জনের অবয়ব অপরের ন্যায় নহে তেমনি আমাদিগের সকলেরই আত্মা আছে অথচ কাহারও আত্মার প্রকৃতি অন্যের ন্যায় নহে। এক ব্যক্তির প্রকৃতির উপর বৈরাগ্য জাজ্জ্বল্যরূপে রাজত্ব করিতেছে তিনি "আকাশের পক্ষি" "এবং ক্ষেত্রের স্থল পদ্ম" হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন অন্ন বস্ত্র প্রভৃতি সকল বিষয়ের জন্য তাঁহার মন নিশ্চিন্ত হইয়া স্বভাবতই ঈশ্বরের উপরে নির্ভর করিতে চায় তাঁহার শরীরের ভাব ভঙ্গি, আহার ব্যবহার অন্য লোকের মতন নহে। ঈশ্বর তাঁহাদিগকে স্বয়ং প্রচারক করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। কেহ কেহ সুমিষ্ট শান্ত স্বভাব লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন ঈশ্বর সহবাস ব্যতীত আর কিছুই তাঁহাদের ভাল লাগে না, তাঁহাদের মন স্বভাবতই সংসারের অসার সুখে বিরক্ত হইয়া ঈশ্বরকে আপনার বাসগৃহ জানিয়া তাঁহাতেই অবস্থিতি করিবার জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত। অপর কাহার কাহারও প্রকৃতি দেখিলে বোধ হয় যেন তাঁহারা মনুষ্য সন্তানদিগের পিতা মাতা হইয়া অন্ন [illegible] জ্ঞান ধর্ম্ম দিবার জন্যই জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। আবার কেহ কেহ প্রখর জ্ঞান বুদ্ধি দ্বারা কোন মহৎ কার্য্য করিবার জন্য জন্মিয়াছেন। এই প্রকার ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি উপর লিখিত অগ্নিময় স্তম্ভের ন্যায় প্রত্যেক মনুষ্যের প্রকৃতির মধ্যে প্রজ্বলিত হইতেছে। প্রতি মনুষ্য আপনার প্রকৃতির মধ্য দিয়া স্বর্গরাজ্যের দিকে গমন করিবে। বিশ্বাসী প্রকৃতি যদি যোগী প্রকৃতির ন্যায় অথবা দয়ালু প্রকৃতি জ্ঞানী যদি উন্নত হইতে চায় তাহা হইলে তাহার উপকার হওয়া দূরে থাকুক বিষম বিপদে পতিত হইতে হয়। ঈশ্বর এই রূপ প্রকৃতির মধ্য দিয়াই আপন দাসের প্রতি আদেশ প্রচার করেন। কাহার কোন্ ব্রত চির জীবনের মত লইতে হইবে তাহা তিনি স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেন। কিন্তু অহঙ্কার, বৃথা উচ্চ আশা, অন্য ব্যক্তির ন্যায় হইবার বৃথা ইচ্ছা, স্বার্থপরতা, সুখপ্রিয়তা আসিয়া এই আন্তরিক পথ প্রদর্শককে দেখিতে দেয় না, ব্রতের অস্থিরতা জন্মাইয়া দেয় এবং লক্ষ্যহীন পথিক যেরূপ দুর্দ্দশাপন্ন হইয়া পড়ে এইরূপ বিপথগামী সাধককে তদ্রূপ অবস্থায় পতিত হইতে হয় কিন্তু ধন্য সেই ব্যক্তি যিনি আপনার প্রকৃতিতে বাস করেন ঈশ্বরের অঙ্গুলী ধরিয়া চিরজীবন চলেন তিনি "জল স্রোতের" নিকট রোপিত বৃক্ষের ন্যায় সময়ে ফল প্রসব করেন।

গোস্বামী রঘুনাথ দাসের বৈরাগ্য।

গোস্বামী রঘুনাথ দাস সপ্তগ্রামের জনৈক প্রধান জমীদারের সন্তান ছিলেন, তাঁহার পিতার নাম গোবর্দ্ধন দাস। গোবর্দ্ধন ধর্ম্মের প্রতি বিশেষ আস্থাবান ছিলেন, তাঁহার প্রভূত ধনরাশি ধর্ম্মপথে বিশেষ সহায়তা করিত। রঘুনাথও বয়ক্রমের সহিত পিতার ধর্ম্ম পথের সম্পূর্ণ অনুগামী হইয়াছিলেন বটে কিন্তু বৈষয়িক ব্যাপারে তাদৃশ অনুরাগী ছিলেন না। যৎকালে মহাত্মা চৈতন্য সন্ন্যাসাশ্রয় করিয়া বৃন্দাবন ভ্রমে নিত্যানন্দ কর্ত্তৃক শান্তিপুরে প্রত্যাগত হন, তৎকালে নবদ্বীপ ইত্যাদি নানা স্থান হইতে ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তিগণ তাঁহাকে দেখিতে আইসেন, গোস্বামী রঘুনাথ দাসও তাঁহাদিগের সহিত ছিলেন। চৈতন্যের প্রধান পারিষদ অদ্বৈত আচার্য্য রঘুনাথকে পূর্ব্ব হইতে জানিতেন, তিনি নবীন সন্ন্যাসীর নিকট ইহাঁকে পরিচিত করিয়া দিলেন।

পৃথিবীর সকল ভক্তদিগের জীবনেই দেখা যায়, যে দীনাত্মা দিগকে দেখিবা মাত্র তাঁহারা চিনিয়া লন। মহাত্মা চৈতন্যও রঘুনাথকে আদরের সহিত গ্রহণ করিয়া কয়েক দিন আপনার নিকটে রাখিলেন এবং উত্তম রূপে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়া তাঁহাকে গৃহে বিদায় দিয়া আপনি পুরুষোত্তম গমন করেন। রঘুনাথ গৃহে আসিলেন বটে কিন্তু পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সংসারের প্রতি বৈরাগ্যভাব প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তাঁহার পিতা মাতা আত্মীয় স্বজন সকলেই দুঃখের সহিত নানা প্রকার প্রবোধ বাক্যে বুঝাইতে লাগিলেন কিন্তু তাহাতে তাঁহার মন পরিবর্ত্তিত হওয়া দূরে থাকুক ক্রমে সম্পূর্ণ রূপে বৈরাগী হইয়া উঠিল। অনুরাগের ক্রন্দন ভিন্ন আত্মীয়েরা আর কিছুই তাঁহার নিকট পাইতেন না। ক্রমে চৈতন্যের বিচ্ছেদ তাঁহার নিকট এত কষ্টকর হইয়া উঠিল যে আর কোন মতেই স্থির থাকিতে পারিলেন না, তাঁহার নিকট যাইবার জন্য বার বার পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার প্রাণ ভক্ত সহবাস ভিন্ন থাকিতে চায় না, এ দিকে সংসার প্রমত্ত বৈরাগীকে বশীভূত করিয়া রাখিবার জন্য আপনার যত কিছু ক্ষমতা আছে সে সমস্তই নিযুক্ত করিল, কিন্তু যখন দেখিল রঘুনাথের প্রকৃতি আর প্রলোভনে ভুলিবার অবস্থায় নাই, তখন তাঁহার শরীরের প্রতি বল প্রয়োগ আরম্ভ হইল। তিনি যতবার প্রেমে পাগল হইয়া পুরুষোত্তম উদ্দেশে পলায়ন করেন, ধনশালী পিতা ততবারই লোকবলে ফিরাইয়া আনেন এবং গৃহে তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য পাঁচ জন পাইক, সেবা করিবার জন্য চারি জন ভৃত্য ও বাক্যালাপ করিবার জন্য দুই জন ব্রাহ্মণ রাখিয়া দিলেন। রঘুনাথ এই একাদশ ব্যক্তি কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াও যখনি সুবিধা বুঝিতেন তখনই পলায়ন করিতেন, কিন্তু পিতার সাবধানতায় কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। পরিশেষে তাঁহাকে বন্ধন করিয়া রাখা হইল। ভক্ত শারীরিক কষ্টের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া দিবানিশি ব্যাকুল ভাবে আপনার অন্তস্থ দেবতাকেই ডাকিতে লাগিলেন এবং তাঁহারই সাহায্য প্রত্যাশায় আশার সহিত কয়েক বৎসর তাঁহার প্রেমমুখের পানে চাহিয়া রহিলেন।

কয়েক বৎসর পরে মহর্ষি চৈতন্য বৃন্দাবন যাত্রা করিবার কালে আর একবার ভক্তাবাস শান্তিপুরে আগমন করেন, এবারও পূর্ব্ববৎ গৌড়ির নানা স্থানের ভক্তগণ তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিতে লাগিলেন। তৃষিত চাতকের ন্যায় রঘুনাথ দাস গুরুর আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তিনি পিতার নিকট অকপট ভাবে ব্যাকুলতার সহিত নিবেদন করিলেন, "পিত! গুরুদেব শান্তিপুরে প্রত্যাগমন করিয়াছেন আমার একান্ত অভিলাষ একবার তথায় গিয়া তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন করি, আপনযদি আমাকে আজ্ঞা না দেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমাকে তাঁহার বিচ্ছেদে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে।" ভাগ্যবান গোবর্দ্ধন দাস পুত্রের সরল ভাব ও প্রকৃত ব্যাকুলতা দেখিয়া আর কঠোর থাকিতে পারিলেন না, অগত্যা সম্মতি প্রদান করিতে হইল। অনেকগুলি বিশ্বাসী লোক সঙ্গে দিয়া বলিয়া দিলেন "শীঘ্র আসিও"। রঘুনাথ পিতৃ চরণে প্রণাম করিয়া প্রেমে পুলকিত হইয়া শান্তিপুরে উপনীত হইলেন, এবং গুরু কর্ত্তৃক সস্নেহে গৃহিত হইয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে মনের দুঃখ প্রকাশের সহিত চিরদিন তাঁহার সহবাস প্রার্থনা করিলেন। ভক্ত চূড়ামণি চৈতন্য তাঁহার মনভাব অবগত হইয়া অধিকতর আগ্রহশীল করিবার জন্য আশ্বাস বাক্যে বলিলেন "বৎস! যে বৈরাগ্য লোকে দেখে তাহা বৈরাগ্য নহে প্রকৃত বৈরাগ্য অন্তরে, তুমি মর্কট বৈরাগ্য পরিত্যাগ করিয়া অনাসক্ত ভাবে সংসার ভোগ কর, এরূপ পাগলের মত ব্যবহার করিও না, লোকে একেবারে ভবসিন্ধু পার হইতে পারে না। তুমি এখন গৃহে গিয়া পিতামাতার সেবা কর, যখন আমি বৃন্দাবন হইতে পুরুষোত্তমে ফিরিয়া যাইব, তখন অবশ্যই ঈশ্বরেচ্ছায় তুমি তথায় গিয়া পহুঁছিবে।"

বিশ্বাসী সাধক গুরুর এই উপদেশ শিরধার্য্য করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এবং পূর্ব্বভাব পরিত্যাগ করিয়া, সাধু সংসারির ন্যায় সাংসারিক সকল আবশ্যকীয় কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার এই আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন সন্দর্শন করিয়া পিতা মাতা ও আত্মীয় স্বজনের আর আনন্দের সীমা রহিল না। এ দিকে চৈতন্য বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া আসিতেছেন শুনিয়া রঘুর মন আবার তাঁহাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইল। এই সময় তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত হিরণ্যদাস এক মুসলমানের জমীদারী নবাবের নিকট হইতে পাট্টা করিয়া লন, তাহাতে উক্ত মুসলমান আপনার ক্ষতি দেখিয়া প্রতিযোগী দুই ভ্রাতার নামে নবাবের নিকট অভিযোগ করে। হিরণ্যদাস ও গোবর্দ্ধনদাস ভয়ে পলায়ন করাতে নবাবের লোকেরা রঘুনাথ দাসকে লইয়া গিয়া বিলক্ষণ যন্ত্রণা দিতে আরম্ভ করিল, উক্ত মুসলমান প্রত্যহই আসিয়া "বাপ জ্যাঠা আন নহিলে অত্যন্ত যাতনা পাইবি" এই বলিয়া তাঁহাকে মারিতে যাইত কিন্তু ভক্তের অগ্নিবৎ প্রভাব দেখিয়া তাঁহার শরীরের প্রতি অত্যাচার করিতে কেহ সাহসী হইত না। রঘুনাথ প্রত্যহ এই রূপ অবমানিত হইয়া এক দিন বিনয় সহকারে মুসলমানকে কয়েকটী কথা বলিলেন, দুর্দ্দান্ত মুসলমানের পাষাণ হৃদয় সেই কথায় বিগলিত হইয়া গেল, শেষে রঘুনাথের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া ছাড়িয়া দিল। তিনি গৃহে গমন করিয়া এক বৎসর কাল সমভাবে ছিলেন, কিন্তু যে ভাবে বদ্ধ থাকিবার জন্য যিনি সৃজিত হন নাই তিনি কেমন করিয়া সে ভাবে থাকিবেন? নারিকেল বৃক্ষ কখনই আম্র প্রসব করে না এবং কূপ হইতে

লোকে দুগ্ধ ভুলিতে পারে না, অষ্টার অভিমত কার্য্য না করিয়া সৃজিত বস্তু আর কি করিতে পারে? আবার তাঁহার মন পুরুষোত্তম যাইবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিল। তিনি পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন, সকলে বুঝিতে পারিলেন, রঘু আবার ক্ষেপিয়াছেন। তাঁহার মাতা বলিলেন পুত্রের উন্মাদ রোগ আরোগ্য হয় নাই উহাকে বন্ধন করিয়া রাখ, কিন্তু সুবুদ্ধি গোবর্দ্ধনদাস কহিলেন, "তুমিই উন্মাদের ন্যায় কথা বলিতেছ, এমন ইন্দ্রতুল্য ঐশ্বর্য্য, রূপবতী গুণবতী যুবতী ভার্য্যা ও এত আত্মীয় স্বজনের চক্ষের জলের বন্ধন যে ছিন্ন করিল, তোমার স্নেহ যাহাকে বন্ধন করিতে পারিল না, কি সামান্য রজ্জু দিয়া তুমি সেই উন্মত্ত ধর্ম্মবীরকে বান্ধিতে চাহিতেছ?"

(ক্রমশঃ)

"আখ্যায়িকা।"

একদা কোন ধর্ম্মানুরাগী মহাতপা সাধক হৃদয়াসনে সেই প্রেমসিন্ধু ভক্তবৎসলের দর্শন প্রত্যাসায় একাগ্রচিত্তে ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। এ দিকে সঙ্গীগণ তাঁহার ঈদৃশ অলৌকিক ধর্ম্মনিষ্ঠা প্রত্যক্ষ করিয়া ঈর্ষাবশতঃ সমাধিভঙ্গ মানসে তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অত্যাচার আরম্ভ করিল। কেহ লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল, কেহ নিষ্ঠীবন পরিত্যাগ করিতে লাগিল এবং কেহ বা অস্ত কুণ্ডের দুর্গন্ধময় ক্লেদ গাত্রে লেপন করিতে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু সেই ভগবদ্ভক্ত হরিচরণারবিন্দ ধ্যানে একান্ত অনুরক্ত, সেই অনুপম সৌন্দর্য্য দর্শনে একেবারে বিমোহিত ছিলেন সুতরাং তাঁহার পক্ষে তখন ইন্দ্রিয়গণ নিদ্রিত প্রায়, জগৎ অস্তিত্ব বিহীন বলিলেই হয়। সুতরাং তাহাদের অত্যাচারে আর তাঁহার চিত্তবিকার উপস্থিত হইল না। এদিকে স্বর্গধামে বৈকণ্ঠ লোকে ভক্তবৎসল ভগবানের সিংহাসন টলিতে আরম্ভ হইল। ভক্তের দুঃখে যাঁহার দুঃখ ও ভক্তের সুখে যাঁহার সুখ তিনি কি আপন দাসের ঈদৃশ কষ্ট দেখিয়া উদাসীন থাকিতে পারেন? তখন সেই দীনদয়াল হরি অসহায় অত্যাচারিত সন্তানকে আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য ত্বরিতপদে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া তথা হইতে অবনীমণ্ডলে অবতীর্ণ হইলেন। এমন সময়ে তাঁহার প্রিয়তমা ভার্য্যা লক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিলেন ঠাকুর! এত ব্যস্ত হইয়া কোথায় যাইতেছেন? ভগবান্ বলিলেন "তোমার এ কথার উত্তর দিবার আর আমার সময় নাই, আমার ভক্ত বড়ই বিপদে পড়িয়াছে আমি আর বিলম্ব করিতে পারি না।" ইত্যবসরে সেই অসহায় সাধক অনেক সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিয়া দৈবানুগ্রহে সকল অত্যাচারই অনায়াসে বহন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সম্পূর্ণ নির্ভর না থাকায় ক্রমে চিত্তের বিকার জন্মিতে লাগিল, যে বিপদ দেবপ্রসাদ বলিয়া বহন করিতে ছিলেন তখন তাহা স্বীয় দুর্ভাগ্যের ফল স্বরূপ মনে করিলেন। সুতরাং সমাধিভঙ্গ হইল। লোষ্ট্রনিক্ষিপ্ত সরোবরের জলরাশি যে রূপ চঞ্চল হয় তিনিও সেই রূপ অস্থির হইলেন। কে যেন সহসা তাঁহার হৃদয়সাগরে লোষ্ট্র প্রক্ষেপ করিল। তখন তিনি দেবমূর্ত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক মানবীয় অসুর ভাব ধারণ করিলেন। অবশেষে ক্রোধে অধীর হইয়া আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য অগত্যা সেই অত্যাচারী সঙ্গীদিগকে যথা সাধ্য উৎপীড়িত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অবশেষে মুষ্টামুষ্টি হইবার বিলক্ষণ উপক্রম হইল। তখন এই ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া ভগবান অপ্রতিভ মনে প্রত্যাগমন করিলেন। লক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিলেন ঠাকুর! এত শীঘ্র আসিলেন যে? তিনি বলিলেন "আমার সাহায্য আর প্রয়োজন হইল না সে আপনাকেই আপনি রক্ষা করিতেছে"। সকল লোকেই বিপদ কালে আপনার হস্তে পরিত্রাণের ভার গ্রহণ করিয়া দেবপ্রসাদে বঞ্চিত হয়।

ধর্ম্ম চিন্তা।

মধুমাসের সমাগমে তোমার সম্মুখস্থিত বিগলিতপত্র মহাবৃক্ষকে দেখিয়া তুমি এ রূপ মনে করিও না যে ইহা জীবন ত্যাগ করিতেছে, কেননা অচিরকাল মধ্যেই দেখিবে ইহার সমুদায় শাখা প্রশাখা হইতে অতি সুন্দর নবীন পল্লব সমুদ্গত হইয়া ইহাকে নব শ্রী সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করিয়াছে। ঐ অনতিদূরবর্ত্তী বৃক্ষের দিকে চাহিয়া দেখ উহা কেমন নব পল্লবে সুশোভিত হইয়াছে। প্রকৃতির কেমন অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে এ কাল পর্য্যন্ত সমভাবে প্রবর্ত্তিত হইতেছে! যে সাধক প্রকৃতিতে বাস করেন, তাঁহার জীবনরূপ বৃক্ষও মধুমাসের সমাগমে বর্ষে বর্ষে পুরাতন পত্র বিবর্জ্জিত হইয়া নব পল্লবে সমাকীর্ণ ও নব রাগে রঞ্জিত হয়, এবং প্রতি নূতন পত্র হইতে অভূতপূর্ব্ব উৎসাহ অনুরাগ প্রকাশিত হইয়া থাকে।

ঐ ভূগর্ভস্থিত নারিকেল ফলকে দেখিয়া তুমি মনে করিও না যে উহার বিনাশ সাধনের জন্য উহাকে ঐ রূপ অবস্থায় অবস্থাপিত করা হইয়াছে? এই সম্মুখস্থিত বহু ফলবতী বৃক্ষটী ঐ রূপ অনুষ্ঠানের জীবন্ত দৃষ্টান্ত। অদীর্ঘকাল মধ্যেই এই ভূগর্ভশায়ী নারিকেল, আত্মবিনাশের অতি অদ্ভুত ফল স্বরূপ উন্নতমস্তকে জগতে ইহাই প্রচার করিবে, যে ইহার বিনাশ বিনাশে পর্য্যবসিত না হইয়া ইহার ন্যায় শত সহস্র ফলের প্রসূতি হইল। যে সাধক নারিকেলের ন্যায় অসঙ্কুচিত ও অবিচলিত সহিষ্ণুতার সহিত আত্মবিনাশে অগ্রসর হইবেন, নিশ্চয়ই তাঁহার জীবন বিনাশে পর্য্যবসিত হইবে না, কিন্তু তাঁহা হইতে তাঁহার ন্যায় শত সহস্র বিশ্বাসী সাধকের সমুত্থান হইবে।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

(বৈরাগী ঈশ্বর)

রবিবার ১লা চৈত্র, ১৭৯৬ শক।

পৃথিবীর পথে বৈরাগীর অভাব নাই। জগৎ সংসার এত নীচ বটে; কিন্তু জগতের পথে বৈরাগীর অভাব নাই। ইহাতে অনেক পাপ অনেক কলঙ্ক আছে বটে, এবং মনুষ্যের মন পাপে অচেতন হইয়াছে ইহা স্বীকার করি, তথাপি দুষ্ট পৃথিবীর মধ্যেও বৈরাগীর অভাব নাই; কিন্তু সুখী বৈরাগী অল্প। যাহাদের মুখ ম্লান, যাহারা কষ্ট পায় এমন বৈরাগী অনেক; কিন্তু যাহারা সুখ পায়, যাহাদের মুখ প্রসন্ন এমন বৈরাগী কৈ? বিরক্ত মনে স্ত্রী পুত্র সমুদায় জলাঞ্জলি দিয়া যে ব্যক্তি অরণ্যে চলিয়া যান জগতের অভিধানে তিনিই বৈরাগী নাম ধারণ করেন। এরূপ লোক অনেক আছে, ইহাদের সংখ্যা অল্প নহে। বিষণ্ণ বৈরাগী অনেক; কিন্তু প্রসন্ন বৈরাগী অল্প। শরীর ক্ষুধা তৃষ্ণায় মৃতপ্রায়, তথাপি ইহাকে অন্ন জল দিব না, রোগেতে প্রাণ যায় তথাপি ঔষধ সেবন করিব না, যৌবনকালে অনেক সুখ ভোগ করিতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু একটী সুখও গ্রহণ করিব না, জনসমাজে গিয়া বন্ধুতার সুখ আস্বাদ করিতে লালসা হয়; কিন্তু ইচ্ছাপূর্ব্বক একাকী থাকিয়া মনকে সেই সুখে বঞ্চিত করিব। জ্ঞানের জন্য সহজেই মনে কৌতূহল উপস্থিত হয়; কিন্তু মনকে জ্ঞানের সুখ দিব না। ভাল খাওয়া, ভাল পরা, সকলই ছাড়িয়া দিব, গৃহের পরিবর্ত্তে শ্মশানে বাস করিব, প্রতিনিমেষে সকল প্রকার সুখের কামনাকে বিদ্ধ করিব। যখন এই রূপে আত্ম নির্য্যাতন করিতে পারিব তখন আমরাও আপনাদিগকে বৈরাগী বলিব, লোকেও আমাদিগকে বৈরাগী বলিবে। মূঢ় মন! কৃত্রিম বৈরাগ্য প্রশংসায় ভুলিয়া গেলে? কিন্তু এই বিকৃত বৈরাগ্য আত্মাকে সুখ দিতে পারে না। প্রকৃত বৈরাগীর পূর্ণ আদর্শ পৃথিবীতে নাই। পৃথিবীতে সর্ব্বত্যাগীরা বৈরাগ্যের যে সকল উৎকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত দেখাইয়া দিয়াছেন সে সমুদায় অনুসরণ করিলেও যথার্থ বৈরাগ্য হয় না। ব্রাহ্মের বৈরাগ্যের আদর্শ স্বর্গে। তোমরা জিজ্ঞাসা করিতে পার ঈশ্বর কি বৈরাগী? কিন্তু তাঁহার স্বভাব দেখিলে তোমরা বুঝিতে পারিবে তাঁহার মত পূর্ণ এবং প্রকৃত বৈরাগী আর কেহ নাই। এই যে সুখময় সংসার ইহা কি তিনি নিজের সুখ ভোগের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন? তাঁহার যত কিছু কার্য্য দেখিতেছি সমস্ত তাঁহার সন্তানদিগকে সুখী করিবার জন্য। ঈশ্বর আজ্ঞা করিলেন সুখ সৃষ্ট হউক, আর তৎক্ষণাৎ সুখ সৃষ্ট হইল, তিনি বলিলেন আমার সন্তানদিগের জন্য সহস্র সুখের প্রস্রবণ উন্মুক্ত হউক, আর তখনই সহস্র সুখের প্রস্রবণ প্রবাহিত হইতে লাগিল। সন্তানদিগকে সুখী করিলেন; কিন্তু তিনি সেই সমুদায় সুখের মধ্যে থাকিয়াও নির্লিপ্ত রহিলেন। তিনি চিরকাল উদাসীন রহিয়াছেন, সন্তানদিগকে যে সকল সুখ দিতেছেন তাহার একটী সুখ ভোগ করিবার জন্যেও তাঁহার লোভ হয় না। ঈশ্বর আপনার আনন্দে আপনি মগ্ন এ সকল সুখ লইয়া তিনি কি করিবেন? সমস্ত দিন, সমস্ত মাস, সমস্ত বৎসর, পরের সুখের জন্যই ব্যস্ত রহিয়াছেন। সমস্ত জগৎকে সুখের সাগরে ভাসাইতেছেন; নিজে যে সকল সুখে নির্লিপ্ত রহিয়াছেন। কিন্তু সংসারের সুখ লইলেন না বলিয়া কি ঈশ্বর দুঃখী হইলেন? ভাণ্ডার নিঃশেষিত হইল বলিয়া কি ভাণ্ডারী দুঃখী হইলেন? অজস্র ধারে সুখ বিতরণ করিলেন বলিয়া যিনি অনন্ত সুখের প্রস্রবণ তাঁহার কি দুঃখ হইল? স্বর্গের আনন্দে যাঁহাকে আনন্দিত করিয়া রাখিয়াছে পূর্ণতা যাঁহার স্বভাব, দুঃখ অভাব কি তাঁহার পক্ষে সম্ভব? নিজেই যিনি সুখ, যাঁহার স্বভাবই পূর্ণানন্দ, যাঁহার এক নামই সদানন্দ। সন্তানেরা তাঁহার প্রাণ হইতে সকল সুখ কাড়িয়া লইয়াছে এইজন্য কি তিনি দুঃখী? অতএব যদি প্রকৃত বৈরাগী হইতে চাই তবে পিতার দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিতেই হইবে। পরস্পরের সুখের জন্য ব্যস্ত হইতে হইবে। পর দুঃখে সুখী হইব না পর সুখে দুঃখী হইব না; কিন্তু পরের দুঃখ দূর এবং সুখ বৃদ্ধি করিবার জন্য নিত্য চেষ্টা করিব। কিন্তু পরকেই কেবল সুখী করিব, নিজে কি দুঃখী থাকিব? না। যথার্থ বৈরগী যিনি তাঁহার দুঃখ নাই। তিনি নির্লিপ্ত ভাবে পরকে সুখ দান করেন। ঈশ্বর আমাদিগকে সকল প্রকার সুখই দিতেছেন। তিনি কেবল ধর্ম্ম দেন না, তিনি যে আমাদিগকে ধন, অন্ন, ইত্যাদি সামান্য সামান্য বস্তু সকলও দান করিতেছেন, সেই রূপ ব্রাহ্ম যাঁহারা তাঁহারাও আর সকলকে মান, মর্য্যাদা, ইত্যাদি দিয়া নানা প্রকার সাংসারিক সুখেও সুখী করিবেন। ঈশ্বর যখন তাঁহার

সন্তানদিগকে এ সকল সুখ দিতেছেন, তখন আমরা কি রূপে পরস্পরকে সে সকল সুখ দিতে কুণ্ঠিত হইব? আমরা অন্যকে সুখ দিব কিন্তু তন্মধ্যে লিপ্ত থাকিব না। নির্লিপ্ত ভাবে দাতা হইবে ঈশ্বরের এই আজ্ঞা, তাঁহার দৃষ্টান্ত এবম্প্রকার। অন্যকে যদি রাজা করিতে পারি নিজে প্রজা হইব। বিষয়ের সকল সুখ অপরকে দিব যাহারা সেই সুখের জন্য লালায়িত। দাতা হইলাম নির্লিপ্ত হইলাম বটে কিন্তু নিজে কি সুখী হইলাম? অন্যের ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিতে গিয়া নিজে কি অতীন্দ্রিয় সুখ পাইলাম? অপরকে সুখী করিতে গিয়া আমরা যদি নিজে সুখী না হই সেই বৈরাগ্য কেবল কষ্টের কারণ। অন্যকে সুখী করিবার জন্য জীবন, সুস্থতা এবং প্রাণের শেষ রক্ত পর্য্যন্ত দিলাম; কিন্তু আমার অন্তরে দুঃখ থাকিবে না। নির্লিপ্ত ভাবে পরসেবা করিলাম বটে; কিন্তু যতই পরের সুখের জন্য নিজের সুখ পরিত্যাগ করিলাম ততই অন্তরে গভীরতর সুখ সম্ভোগ করিতে লাগিলাম। অন্যের সুখ বর্দ্ধন করিতে গিয়া অকারণে আমরা কষ্ট যন্ত্রণা সহ্য করিব ইহা ঈশ্বরের ধর্ম্ম নহে। উপবাস করিয়া কষ্ট পাইয়া শরীরকে শুষ্ক করিতে হইবে ইহা মনুষ্যের কৃত্রিম ধর্ম্ম। দুঃখের সাগরে নিমগ্ন করিবার জন্য ঈশ্বর আমাদের হস্তে তাঁহার ধর্ম্মরত্ন দান করেন নাই; কিন্তু তিনি যেমন চিরপ্রসন্ন আমাদিগকেও সেই রূপ চিরপ্রসন্ন করিবার জন্য তিনি যথার্থ বৈরাগ্য অবলম্বন করিতে আদেশ করেন। বৈরাগ্য দ্বারা যে আমরা কেবল সুখ ছাড়ি তাহা নহে; কিন্তু ইহা দ্বারা আমরা অনন্ত সুখের রাজ্যে প্রবেশ করি। ত্যাগস্বীকার যিনি অনুভব করেন তিনি প্রকৃত বৈরাগী নহেন। যিনি মনে করেন আমি ত্যাগস্বীকার করিলাম তিনি যথার্থ ধার্ম্মিক নহেন। উচ্চ ধর্ম্মজীবন সম্পর্কে ইহা পাপ। যথার্থ বৈরাগী কিছুই ত্যাগ করেন না, বরং তিনি লাভ করেন। তিনি দিলেন কি? প্রাণ। পাইলেন কি? অনন্ত প্রাণ। ইহা কি ক্ষতি? বৈরাগী ক্ষতিগ্রস্ত হন না। জগৎকে সুখী করিয়া যিনি আপনাকে দুঃখী মনে করেন তিনি বৈরাগী নহেন। যথার্থ বৈরাগী যতই অপরকে সুখ দান করেন, ততই তিনি পুণ্য এবং সুখ শান্তি সঞ্চয় করেন। লোকে বলে তিনি দিতেছেন; কিন্তু বাস্তবিক তিনি লাভ করিতেছেন। ঈশ্বরের ভাণ্ডারে যেমন "দাও, দাও, কিছুই রাখিও না," নিত্য এই মহা-বাক্য উচ্চারিত হইতেছে। প্রকৃত বৈরাগীরও সেই বাক্য। ব্রহ্ম এত দিতেছেন তথাপি তাঁহার কিছুরই শেষ হইতেছে না কেন? যিনি অনন্ত সুখের সমুদ্র দান করিলে কি তাঁহার প্রেমজলের শেষ হয়? সেই রূপ ব্রহ্মসন্তান যিনি সেই সমুদ্রে সাঁতার দিতেছেন, তিনি ব্রহ্মকে দৃষ্টান্ত করিয়া কেবলই বিতরণ করিতেছেন। সেই সুখী বৈরাগীকে দেখিলে মনে আনন্দ হয়, অতএব তোমরা বিষণ্ন বৈরাগী হইবে না; কিন্তু প্রসন্ন বৈরাগী হও। দানের সামগ্রী ক্রমাগত অন্যকে দাও, কিন্তু যতই দিবে দেখ যেন তোমাদের হৃদয়ের আনন্দ ক্রমশঃ ততই বৃদ্ধি হয়। ব্রাহ্মদিগের ভিতরে এমন বৈরাগী কোথায়? ২।৫টী বিষয়সুখ বিসর্জ্জন করিলাম ইহাতে ব্রাহ্মসমাজের প্রশংসা হইল সত্য, কিন্তু অন্তরে কেবল ক্ষতি স্বীকার করা হইল। ইহা কি প্রকৃত বৈরাগ্যের লক্ষণ? ঈশ্বরের ন্যায় নির্লিপ্ত, নিষ্কাম এবং বাসনাশূন্য হইয়া, যথার্থ প্রীতির সহিত যখন তোমরা তোমাদের প্রিয় সামগ্রী গুলি অন্যকে দিয়া সুখী করিতে পারিবে তখনই তোমরা প্রকৃত বৈরাগীদিগের শ্রেণী মধ্যে পরিগণিত হইতে পারিবে। পৃথিবীর উত্তাপে উত্তপ্ত হইয়া যাহারা মনুষ্যের প্রতি বিরক্ত হইয়া বৈরাগী হয় তাহাদের রুদ্রমূর্ত্তি দেখিলে আমাদের দুঃখ হয়। যথার্থ বৈরাগী চিরপ্রেমিক, ভালবাসার পদ্ম সর্ব্বদাই তাঁহার দুই চক্ষে প্রস্ফুটিত। সংসারের বৈরাগী পৃথিবী হইতে সুখ লইবে না পৃথিবীকে সুখী হইতেও দিবে না। ব্রাহ্মবৈরাগীকে পৃথিবী মারিতে চায়; কিন্তু তিনি চান যে পৃথিবী বাঁচুক। তিনি আপনার প্রাণ দিয়াও পৃথিবীর পরিত্রাণ এবং কল্যাণ সাধন করেন। ঈশ্বর যেমন আপনার সমস্ত ঐশ্বর্য্য দিয়া সন্তানদিগকে সুখী করেন, তাঁহার সন্তানও তাঁহার সেই সর্ব্বোচ্চ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন। ঈশ্বর যেমন ভালবাসার সহিত সকলের দ্বারে দ্বারে গিয়া সুখ দেন, ব্রাহ্মবৈরাগীও সেই রূপ নিষ্কাম হইয়া জগতে প্রেম বিতরণ করেন। পৃথিবীর লোকদিগের নির্য্যাতনে উৎপাড়িত হইলে মেঘোন্মুক্ত সূর্য্যের ন্যায় তাঁহার মুখশ্রী আরও উজ্জ্বল এবং সুন্দর হইয়া উঠে। যাঁহার প্রাণের মধ্যে স্বর্গের প্রসন্নতা, এবং স্বর্গের আনন্দ, বাহিরের লোক তাঁহাকে শরশয্যায় ফেলিলে তাঁহার কি হইবে? আনন্দ যাঁহার হৃদয়ে চিরপদ্মের ন্যায় প্রস্ফুটিত, তাঁহাকে কে দুঃখ দিতে পারে? এমন বৈরাগী কোথায়? ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন, আমরা যে কিছু দিন এই পৃথিবীতে থাকিব, আমরা যেন আমাদের নিজের নিজের জীবনে এই বৈরাগ্যের দৃষ্টান্ত দেখাই পারি। তাহা হইলে এই পৃথিবীতেই যথার্থ সুখের অবস্থা, প্রফুল্লতার অবস্থা দেখিব।

হে ঈশ্বর! যতই তোমার বিষয় ভাবি ততই অবাক্ হই। এতকাল মনে করিতাম, যে ব্যক্তি একটু সুখ ছাড়িত সে বৈরাগী। কিন্তু তোমার মত বৈরাগী কে আছে? কে ঈশ্বর! দিলেত সকল সুখ, কিন্তু এক দিনও তোমার মুখ ম্লান দেখিলাম না। কৃপণত কখনও হইলে না। দাও, দাও, এই কথা তোমার স্বর্গরাজ্যে সর্ব্বদা উচ্চারিত হইতেছে। প্রেম বিলাইতেছ অপমান সহ্য করিয়া। দেখ পিতা! তোমার মধুর ব্যবহার আর আমাদের কঠোর ব্যবহার। প্রকৃত বৈরাগ্য পথ অনুসরণ করিতে আমাদিগকে

শিক্ষা দাও। কিসে ভাই ভগ্নী ভাল থাকিবে এই জন্য যেন আমরা ভাবি, এই জন্য যেন আমরা যত্ন করি। হে বৈরাগী পিতা! তুমি যেমন সকলকে সুখী করিবার জন্য বিস্তীর্ণ জগৎ বিস্তার করিয়াছ, আমরা যেন পরস্পরকে তোমার পবিত্র সুখে সুখী করিবার জন্য ব্যস্ত হই এই আশীর্ব্বাদ কর। রসশূন্য সুখশূন্য বৈরাগ্য লইয়া আপনাদিগকে এবং অন্যকে আর নির্যাতন করিতে দিও না। শান্তিপূর্ণ বৈরাগ্য লইয়া তোমার স্বর্গের অসীম সুখ সম্ভোগ করিয়া আমরা যাহাতে চিরসুখী হই, হে ব্রহ্মমন্দিরের দেবতা! তুমি আমাদের এই আশা পূর্ণ কর।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

২৪ শে ফাল্গুন, রবিবার ১৭৯৬।

কর্ম্মীরা হস্ত দ্বারা পরিত্রাণ সঞ্চয় করে। তাহাদিগের পরিত্রাণ সাধনের প্রধান অস্ত্র দক্ষিণ হস্ত। পাপ বিনাশ, পুণ্য সাধন, প্রলোভন পরাজয়, প্রতিকূল অবস্থায় ধর্ম্ম সঞ্চয় এ সকল বিষয়েতেই কর্ম্মের উপর তাহাদিগের নির্ভর। কর্ম্মীর পক্ষে আশা ভরসা হস্ত। কর্ম্ম তাহাদিগের স্বর্গ, কর্ম্ম তাহাদিগের পরিত্রাণ। কর্ম্ম না করিতে পারিলে তাহারা অসুখী, কর্ম্ম করিতে পারিলে তাহারা সুখী। ভক্ত যিনি ভক্তি তাঁহার একমাত্র অবলম্বন। কর্ম্মীদিগের শাস্ত্র পরোপকার, ব্রাহ্ম উহা অগ্রাহ্য করেন না, কিন্তু তিনি উহাকে স্বর্গ বলিয়া স্বীকার করেন না। পরোপকার পরিত্রাণের পথে সোপান, তন্মধ্যে স্বর্গ নাই। উহা বাহ্যাড়ম্বর, উহার দ্বারা স্বর্গধাম পাইতে পারি না। যিনি স্বর্গ চান, তাঁহাকে অন্যত্র অন্বেষণ করিতে বলিব। কর্ম্ম অনুষ্ঠান কর, তন্মধ্যে স্বর্গ আছে ইহা স্থির করিলে কি হইবে? কর্ম্মের প্রণালী বহুকাল হইল প্রচলিত আছে। সাধু ব্যক্তিরা আত্মীয় কুটুম্ব স্বজন বন্ধু বান্ধব দেশীয় বিদেশীয় সকলের বিবিধ প্রকারের হিত সাধন করিয়া থাকেন। পরোপকার মহাধর্ম্ম—পৃথিবীতে এ কথা চিরকাল প্রসিদ্ধ আছে। দেখ, পরোপকারের অসংখ্য কীর্ত্তি চারিদিকে বিদ্যমান রহিয়াছে; পরোপকারের কীর্ত্তি কীর্ত্তিত হইতেছে। যে স্থানে যে কালে সদনুষ্ঠান প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার শত শত কীর্ত্তি স্তম্ভ রহিয়া গিয়াছে। সদনুষ্ঠানের কত প্রশংসা; কিন্তু উহা অতি নিকৃষ্ট। উহাতে বিশেষ কিছুই নাই। উহা অতি সামান্য ব্যাপার। পরোপকার কোন দিন কাহার সঙ্গে স্বর্গে যায় না, কিন্তু যে মূল হইতে পরোপকার উৎপন্ন হয়, তাহাই সঙ্গে যায়। পরোপকারের হেতু পরলোকে যায়, পরোপকার ইহলোকে পড়িয়া থাকে। পরোপকার দ্বারা জগতের কল্যাণ হয়, দুঃখ দূর হয়, সুখ বর্দ্ধন হয় সত্য, কিন্তু কার্য্য হস্তের, হস্ত যেখানে থাকে, কার্য্য সেখানে থাকে। কার্য্য করিলাম কিন্তু হস্তের কার্য্য বলিয়া তাহা পৃথিবীতে রহিয়া গেল। আত্মা যখন পরলোক গমন করে, তখন তাহার সঙ্গে কি কোন কীর্ত্তি যায়? এখানকার প্রশংসা কি কখন আত্মার সহযোগী হইতে পারে? কার্য্য অতি সুন্দর মানিলাম, কার্য্যের অনুষ্ঠান দেখিয়া লোকের প্রশংসা ধরে না স্বীকার করা গেল, কিন্তু এ হস্ত যে কিছুই নয়, আত্মা চলিয়া গেল, হস্ত যে আর তাহার সঙ্গে গেল না। আত্মা পরলোকে গেল, কিন্তু কে বলিবে উহা বাহিরের কীর্ত্তি সঙ্গে লইয়া গেল? কর্ম্মীর ধনমান যেমন এখানে পড়িয়া রহিল কীর্ত্তিও তেমনি এখানে পড়িয়া থাকিল। সেই কীর্ত্তি দয়ালু ব্যক্তির সাক্ষী হইয়া এখানে রহিল, পরলোকে নহে। সাধুর নাম এখানে রহিল, কার্য্য রহিল, তিনি গেলেন। দয়া, ভালবাসা, মমতা, সদ্ভাব—পরোপকারের হেতু। কর্ম্ম ইহার প্রকাশ। লোকে কর্ম্মের প্রশংসা করিল, কিন্তু ঈশ্বর প্রশংসা করিলেন না। এখানে সাধুরও প্রশংসা হইল, অসাধুরও যশকীর্ত্তি হইল। যথার্থ প্রণয় যাহা স্বর্গে যাইবার মূল্য, উহা অতীন্দ্রিয় নিরাকার। প্রণয়ীর সঙ্গে সেই প্রণয় চলিল, ধনীর ধন সঙ্গে যাইতে পারিল না। শ্মশান কর্কশ স্বরে বলিল, তোমার বিষয় সম্পত্তি বাহিরের আড়ম্বর এখানে ছাড়িয়া যাও। সংসারী কিছুই সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিল না। সাধু একটী দ্রব্য সঙ্গে লইয়া গেলেন সেটী প্রণয়। ঈশ্বর উহার প্রশংসা করিলেন। আত্মার নিত্যধন ঈশ্বর গ্রাহ্য করেন, অনিত্য ধন নহে।

প্রণয় কি? যথার্থ "প্রণয়" অভিধানে পাই না। আত্মা স্বয়ং উহা দেখে, উহার মর্য্যাদা অনুভব করে। যে ভাল বাসে না সে কিরূপে উহা বুঝিবে? যে অন্ধ তাহার নিকট অক্ষর কি শব্দ ও অর্থ প্রকাশ করিতে পারে? প্রণয়ের সুমিষ্ট রস পান কর, নতুবা সহস্র কথায় অর্থ করিলেও উহার কিছুই বুঝিতে পারিবে না। আলোকে সকল বস্তু প্রকাশ পায়, কিন্তু আলোককে কোন্ বস্তু প্রকাশ করিতে পারে? বাহিরের কার্য্য ভালবাসার প্রকাশ কিন্তু কার্য্য কি ভালবাসা প্রকাশ করিতে সক্ষম? উহার একটী নিরাকার একটী সাকার। সাকার দ্বারা নিরাকার কিরূপে প্রকাশিত হইবে? হৃদয়ের সাধু ইচ্ছা ভালবাসা হইতে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল, কিন্তু স্বয়ং সাধু ইচ্ছা ভালবাসা কি বিদ্যালয়ে তিষ্ঠিতে পারে? বিদ্যালয় দেখিয়া সংসার গৌরব দিল কিন্তু গৌরবের পাত্র কে? বাহিরের প্রকাশ অসার অস্থায়ী, উহা চেনা যায়, হৃদয়ের ভালবাসা বুঝা যায় না। যাহা হইতে এই কর্ম্ম উৎপন্ন হইল, সেই অতল স্পর্শ প্রেমের পরিচয় বাক্যে কি দেওয়া যায়? দিন রাত্রি চেষ্টা করি, প্রিয়বন্ধুর উপকার সাধন করি, তবু তাহা প্রকাশ পাইল না। প্রেম অতীন্দ্রিয় সুন্দর বস্তু, হস্তে স্পর্শ করা যায় না, প্রেমিক সন্তানের হৃদয়ে তাহা বাস করে সেখানে গিয়া দেখিব। অভিধান, কথা, কার্য্য, অনুষ্ঠান,

কিছুতেই উহা প্রকাশ করা যায় না। ভালবাসা আছে কি না দেখিবার জন্য নিজের হৃদয়ে কি প্রবেশ করি না? আমি কি হিতানুষ্ঠান সদালাপ করিয়া দুঃখ দূর করি না? বিবাদ চলিয়া যায় এ জন্য কি সভা করি না? ভ্রাতৃগণ! এ কথা বলিয়া কি তোমরা ভালবাসা বুঝাইয়া দিতে পার? বাহিরের অসার বিষয় দ্বারা যিনি ভালবাসা বুঝাইয়া দিতে চান তিনি মূর্খ। মানিলাম অজ্ঞানীকে জ্ঞান দেওয়া রোগীকে সান্ত্বনা করা, দুঃখিতকে সুখী করা দিবানিশি তোমার এই কার্য্য; এ সকলের জন্য স্বর্গ হইতে আমরা প্রশংসা পাই না, ঈশ্বর এ সকল দেখেন না, ইহার প্রশংসা করেন না। তিনি বাহিরের সমুদায় আড়ম্বর দূর করিয়া দিবেন। তিনি হৃদয়ের প্রণয় চান।

প্রেম আছে কি না লোকের মুখ দেখিলে বুঝিতে পারি। প্রণয়ীকে নিকটে বসাও, দৃষ্টি দ্বারা দর্শনপথে আন, দর্শন করিবা মাত্র হৃদয়ে গভীর বেগ উথলিত হইবে, তবে জানিবে ভালবাসা আছে। সহস্র কার্য্যের দ্বারা সেবা কর, বন্ধু বলিয়া ডাক, অন্তরের যে বিশুদ্ধ ভাব তাহাকেই ভালবাসা বলি। ব্রহ্মরাজ্যে যাহার ক্রয় বিক্রয় হয়, উহা অকৃত্রিম ভালবাসা। প্রণয় কি বন্ধুত্ব কি এখনও আমরা তাহা জানিতে পাই নাই, আমাদিগকে প্রকৃত প্রণয় প্রকৃত বন্ধুত্ব সঞ্চয় করিতে হইবে। যথার্থ প্রণয় যথার্থ বন্ধুত্ব না হইলে আমরা পরিবারকে কখনই সুখী করিতে পারিব না। বিশুদ্ধ প্রেম ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন হয়। প্রেম যেমন তাঁহার, সাধকেরও তেমনি। ঈশ্বর যদি আমাদিগের জন্য কার্য্য না করেন, অত্যল্প অন্ন পান দেন, যদি কষ্টে পতিত হই, তবে কি কুটিল যুক্তি অবলম্বন করিয়া বলিব তাঁহার ভালবাসা অপূর্ণ? যদি তাঁহার সমুদায় কীর্ত্তি বিনাশ হয়, তথাপি তাঁহার ভালবাসা নাই একথা বলিব না। সাধুভক্ত সম্বন্ধেও সেই প্রেম অন্তরে জন্মে, অন্তরে প্রস্ফুটিত হয়। যদি উহা বাহিরে প্রকাশ না পায়, কিছুমাত্র প্রকাশ না পায়, অন্তরে অন্তরে লুকাইয়া থাকে, তবে কি তাহা প্রশংসনীয়? বিশ্বাসীর মুখ দেখিবা মাত্র নিশ্চিত রূপে অভ্রান্ত রূপে প্রেম জানিতে পারা যায়। শত্রুকে দেখিলেই বুঝিতে পারি প্রেম নাই, বন্ধু মাতা ভ্রাতাকে দেখিলে তাঁহাদিগের আকৃতি জানাইয়া দেয় প্রেম আছে। যিনি কার্য্য দ্বারা প্রেম প্রকাশ করিতে যান, তিনি প্রেম শেখেন নাই। জগতের অনিত্য বস্তু দ্বারা কি স্বর্গের বস্তুর তুলনা হয়? প্রবল বেগে প্রেমের স্রোত আসিতেছে। সমুদ্রের তরঙ্গ, কোথায় থাকে স্বার্থপরতা? অমুক আমার অপমান করিল, অমুক আমাকে উপেক্ষা করিল, তবে কেন তাহাকে প্রেম দিব? প্রেমস্রোতের জীবন মুখে নিঃক্ষেপ কর, বিবাদ বিঘ্ন দূর করিয়া দিয়া উহা আপনার পথ পরিষ্কৃত করিয়া চলিতে থাকিবে। যত মুখ দেখিবে, যত তাকাইবে, দ্বিগুণ ত্রিগুণ চতুর্গুণ বৃদ্ধি হইবে, যতবার দর্শন ততবার বৃদ্ধি, ক্রমাগত বৃদ্ধি। আজ ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে এ রূপ অবস্থা নাই, এখন যে প্রেম আছে উহা শেষে হইবে। ব্রাহ্মেরা বলিবেন, আমাদের প্রেমের প্রস্ফুটিত ভাব হইয়াছে, আর অগ্রসর হইতে চাই না। যাহারা এইরূপ ভাবে, প্রেম কি তাহারা জানে না। মাসে মাসে বৎসরে বৎসরে প্রেমের বৃদ্ধি হয়। ১০ বৎসরে দশ সহস্র গুণ প্রেমের যদি বৃদ্ধি না হইল, প্রেমের মিষ্টরসে যদি মন অভিষিক্ত না হইল, তবে আমি সত্যকে সাক্ষী করিয়া বলিতে পারি না, প্রেম আছে। এত দিন অভিধানে প্রণয় বলিয়া যাহা শিখিয়াছ, তাহা দূর করিয়া দাও। প্রেম কার্য্যের অতীত, অতীন্দ্রিয়, উহা স্বর্গধামে যাইবে। যে প্রেমিক তাহার আপনার মনই স্বর্গ। যিনি এক জনকেও ভাল বাসেন, তিনি দেখিবেন ভাল বাসা আর স্বর্গে যাওয়া এক। ভালবাসিয়া সুখী হইলাম না ইহা হইতে পারে না। যে প্রণয় সংসারের তাহার সীমা আছে, পরিমাণে উহা আর বৃদ্ধি পায় না, স্থির হইয়া যায়। স্বর্গীয় প্রেম তেমন নহে, উহার বৃদ্ধি ক্রমাগত বৃদ্ধি হইবেই হইবে।

ব্রাহ্মগণ! তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, যত তোমরা পরের মুখ দেখ, ততই কি তাহাকে আপনার বলিয়া গ্রহণ করিতে পার? যদি তোমাদের এ রূপ হইয়া থাকে, মুখ দেখিলেই বুঝিতে পারিব। তোমাদের মধ্যে এখনও তেমন মুখ দেখিতে পাই নাই। এখন নিগূঢ় ধর্ম্মতত্ত্ব প্রেমতত্ত্ব প্রকাশিত হয় নাই, ঈশ্বরের উপাসনা এখনও তেমন প্রগাঢ় হয় নাই। মুখের দিকে তাকাইয়া আনন্দনীরে ভাসিব, অন্তরে মুখ দেখিয়া প্রেমসাগরে ডুবিব, ইহা যদি না হইল ভক্তি কোথায়? যেখানে প্রেম আছে, বাহিরে কোন সেবা করিলে না, অনুষ্ঠান করিলে না তবু আনন্দ। ভক্তি আপনা হইতে কার্য্য করিয়া লয়, যত্ন চেষ্টা করিয়া কার্য্য করিতে হয় না। স্তব স্তুতি করিয়া ব্রহ্মের মন ভুলাইতে পার না। পরোপকারের কীর্ত্তি প্রতারণা, স্বয়ং ঈশ্বর ভালবাসা চান। হৃদয়বন্ধুর ছবি রহিয়াছে; অনিমেষ নয়নে দেখিলাম, ৫ মিনিটের মধ্যে বুঝিতে পারিলাম বন্ধুর সঙ্গে প্রণয়ের মিল আছে কি না। যদি না থাকে, ক্রমাগত হৃদয়ে রাখিয়া উপাসনা দ্বারা প্রণয় বৃদ্ধি করিয়া লইব। দর্শনে প্রেম, তাহা না হইলে বিশ্বাস করিব না হৃদয়ে ভালবাসা স্থান পাইয়াছে।

সংবাদ।

শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রচারার্থ ভাগলপুর গমন করিয়াছেন।

বিগত শুক্রবার হইতে ব্রহ্মবিদ্যালয়ের কার্য্য পুনরায় আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রতি

পক্ষে এখানে ধর্ম্মতত্ত্ব বিষয়ে বক্তৃতা করিবেন। প্রথম সভার কার্য্য সন্তোষকর হইয়াছিল। শতাধিক শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন।

গত শুক্রবার শাঁখারিটোলা ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক হইয়া গিয়াছে শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু উপাসনার কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র সেন গোয়ালপাড়া হইতে গোহাটী পোঁছিয়াছেন। গোহাটী ব্রাহ্মসমাজের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়।

কএক মাস হইতে বরাহনগর ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য বন্ধ হইয়া গিয়াছে। উপাসনার ঘরটীতে আর প্রদীপও জ্বলে না। স্থানীয় ব্রাহ্মগণ জীবিত থাকিতে সমাজের এরূপ দুর্দ্দশা হইল ইহা অপেক্ষা আর দুঃখের বিষয় কি আছে। উপাসনায় অনুরাগ না থাকিলে অনেক স্থানের ব্রাহ্মসমাজের ঘর ভূত কালের স্মরণচিহ্নের মধ্যে গণ্য হইয়া থাকিবে।

এক জন খৃষ্টধর্ম্মযাজক কোন মুমূর্ষু খৃষ্টীয়ান মহিলার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া সান্ত্বনা দান করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার কথা শুনিয়া স্ত্রীলোকটী এই বলিয়া দুঃখ করিতে লাগিলেন যে আমি অতি পাপীয়সী, ঈশার প্রতি আমার ভাল বাসা নাই। এ কথা শুনিয়া ধর্ম্মযাজক এক খণ্ড কাগজে "আমি খৃষ্টকে ভাল বাসি না" এই কথাটী লিখিয়া বলিলেন তুমি ইহার নিম্নে স্বাক্ষর কর। তখন সেই নারী ভীত এবং সঙ্কুচিত হইল। খৃষ্টকে ভাল বাসিনা এ কথায় স্বাক্ষর করিতে আর তাহার সাহস হইল না।

প্রধান আচার্য্য শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বনিতা পরলোক গমন করিয়াছেন। বিশেষ সমারোহের সহিত তাঁহার শ্রাদ্ধ ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে যথেষ্ট বিদায় দেওয়া হইয়াছিল।

শাহাপুর ব্রাহ্মসমাজের প্রথম সাম্বৎসরিক উপলক্ষে তথায় ব্রহ্মোপাসনা হইয়াছিল। একটী মাঠের মধ্যে পাইল খাটাইয়া স্থান করা হইয়াছিল। নিকটস্থ স্থানের ভদ্র লোক অনেক গুলি উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় উপাসনা কার্য্য করেন।

শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায় ঢাকা বিভাগের প্রচারকার্য্যের ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন। সম্প্রতি তিনি সেরাজগঞ্জের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে তথায় গমন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত দিননাথ মজুমদার বেহার প্রদেশে অদ্য গমন করিবেন, তিনি আপাততঃ গয়া ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য বহির্গত হইলেন।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত ধর্ম্মতত্ত্ব সম্পাদক

মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়!

এক বার ধর্ম্মতত্ত্বে ব্রহ্মমন্দির সংক্রান্ত কয়েকটী নিয়ম পাঠ করিয়াছিলাম যে মন্দির মধ্যে ব্রাহ্মদিগকে নমস্কার করা ও কফ থুতু ইত্যাদি নিক্ষেপ করা নিষিদ্ধ ছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় ব্রাহ্ম মহাশয়গণের অনেককে উক্ত দুই নিয়মের বিশেষ রূপে ব্যতিক্রম করিতে দেখিতে পাওয়া যায়। বাস্তবিক উপাসনার মধ্যে বিকৃত কণ্ঠস্বরের সহিত থুতু ফেলায় অনেকের ক্ষতি হয় এবং মন্দিরের গাম্ভীর্য্য বিনষ্ট হয়। যে মন্দিরে এক মাত্র আমাদের প্রভু পরমেশ্বরের পূজা হয় সে মন্দিরে পার্থিব সম্মানের জন্য অপরকে নমস্কার করা কখনই উচিত নহে। আমার বিনীত অনুরোধ ব্রাহ্মমহাশয়গণ উপরোক্ত দুইটী নিয়মের প্রতি বিশেষ মনোযোগী থাকেন।

একান্ত বশম্বদ।
এক জন উপাসক।

বিজ্ঞাপন।

ধর্ম্মসাধন ২য় কল্পের ১৩ সংখ্যা পর্য্যন্ত বাহির হইয়াছে।

শ্রীকান্তিচন্দ্র মিত্র।

যাঁহারা ধর্ম্মতত্ত্বের গত বর্ষের এবং বর্ত্তমান বর্ষের মূল্য প্রদান করেন নাই তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক শীঘ্র স্ব স্ব দেয় প্রদান না করিলে আমাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে।

শ্রীকান্তিচন্দ্র মিত্র।

বিক্রয়ার্থ।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রচার কার্য্যালয়ে বিলাত হইতে নিম্ন লিখিত পুস্তিকা খানি বিক্রয়ার্থ আসিয়াছে।

মানচেষ্টার ফ্রিট্রেড হলে শ্রীযুত বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের বক্তৃতা মূল্য—/১০

ব্রাহ্ম বালক বালিকাদিগের জন্য কয়েক খানি সহজ প্রার্থনা এবং উপদেশ মুদ্রিত হইয়াছে মূল্য প্রত্যেক খানি

এই পাক্ষিক পত্রিকা কলিকাতা ১৩নং কলেজ স্কোয়ার হইতে গুরুদাস মিত্রের যন্ত্রে ১৬ই চৈত্র শ্রীগোপালচন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত হইল।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং।
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তুবৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৮ম ভাগ। ৭ম সংখ্যা।	১লা বৈশাখ, মঙ্গলবার, ১৭৯৭ শক।	বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফস্বল ঐ ৩।০

প্রার্থনা।

হে যোগীজনের হৃদয়রঞ্জন পরমেশ্বর! সংসারে তোমার তপস্যা সাধনের বড় বিঘ্ন। হৃদিস্থিত ইন্দ্রিয়গণ ও পৃথিবীর কোলাহল নিয়ত আত্মার সমাধিভঙ্গ করে। তোমার সত্তা সাগরে ডুবিয়া যখন আপনাকে বিস্মৃত হইয়া যাই তখন অনুপম যোগানন্দ সম্ভোগ করিতে থাকি। কিন্তু সে যোগ আবার ভঙ্গ হইয়া যায়। সংসার তপস্যার বিঘ্ন স্থান হওয়াতে জীবন আর তোমার পথে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। হে হৃদয়নাথ! তুমি আমার চিত্তে এরূপ যোগ সমাধি সমাধান করিতে দেও যে, আর কিছুতেই তাহার ব্যাঘাত হইবে না। হে সৌন্দর্য্যের সাগর! তোমার চরণরূপ পর্ণ কুটীরে আমাকে তপস্যার ভূমি সম্পাদন করিতে দেও, সেই গৃহে আমি আশ্রম ঘর নির্ম্মাণ করিতে চাই। ভক্তি নদীর তটে রমণীয় প্রেমোদ্যানে বিশ্বাস অচলে বসিয়া তোমার চরণাশ্রমে নিয়ত যোগ সমাধিতে আমাকে নিযুক্ত রাখ। আমার সমুদায় জীবনকে সেখানে অবাক্ করিয়া রাখ। এ হৃদয়ে এখনও অনেক আসক্তি লোভ স্পৃহা আছে বলিয়া সহজেই চিত্তবিকার উপস্থিত হয়। সেই জন্য অতি বিনীত ভাবে প্রার্থনা করিতেছি, তুমি আমাকে চিরবৈরাগ্যব্রত অবলম্বন করিতে দেও। কিন্তু নাথ! একা বৈরাগী হইলেও নিষ্কৃতি পাইতেছি না। সমুদায় পরিবারকে তোমার বৈরাগী পরিবার কর, তাহা হইলে আর যোগভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। নাথ! সে দিন শীঘ্র আনিয়া দেও। এই রূপে সমুদায় পরিবারবর্গে সম্মিলিত হইয়া তোমার তপস্যাচরণ করি মনের এই নিতান্ত অভিলাষ। দয়াময়! তুমি আমার এই অভিলাষ পূর্ণ কর।

সঙ্কীর্ণ উদারতা।

সাম্প্রদায়িকতার প্রাচীর উল্লঙ্ঘন্ করিয়া মনুষ্যের আত্মা যখন সমস্ত মনুষ্যত্বকে আলিঙ্গন করিবার জন্য ধাবিত হয় তখন সে মোহবশতঃ আর এক দিকে একটী নূতন সাম্প্রদায়িকতার হস্তে পতিত হইয়া জীবনকে বদ্ধভাবাপন্ন অনুদার করিয়া ফেলে। অন্তরের বেগ ও উত্তেজনায় নীত হইয়া সে এক সীমা হইতে অপর সীমায় গিয়া উপস্থিত হয়। সে মনে করিতেছে যে আমি সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্য হইতে বাহির হইয়া মুক্তভাবে বিচরণ করিতেছি, আমার মনে কোন প্রকার সাম্প্রদায়িক ভাব নাই, নির্ব্বিশেষে আমি সকলকে প্রেমপাশে

বদ্ধ করিয়াছি, কিন্তু যখন সে দূরের বস্তুকে আলিঙ্গন করিবার জন্য অন্ধ উৎসাহে মত্ত হইয়া এই কথা বলিতে বলিতে দৌড়িতেছে এবং তজ্জন্য কখন কখন আপনাকে আপনি ধন্যবাদ প্রদান করিতেছে তখন হয়ত নিকটের বস্তু আর সে দেখিতে পাইতেছে না। সাম্প্রদায়িক ব্যক্তি অনুদারতা প্রযুক্ত যে সকল কর্ত্তব্যকে অবহেলা করে তাহার প্রতি যেমন সে অনুরাগী হইবে তেমনি অপর দিকে আবার যাহাকে সে অনুদার সঙ্কীর্ণমনা বলিতেছে তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। তাহার উদারতার মধ্যে সাম্প্রদায়িক দোষাশ্রিত ব্যক্তির জন্য বিন্দুমাত্র স্থান নাই। এই রূপে অনেক উদারতাপ্রিয় ব্রাহ্মের দূরদৃষ্টি উজ্জ্বল হইয়া নিকটদৃষ্টি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তাঁহার মত সমস্ত বিশ্বময় বিচরণ করিল, দেশভেদ ও জাতিভেদের সীমা অতিক্রম করিয়া সকলকে এক প্রীতিসূত্রে বন্ধন করিতে গেল, কিন্তু এক দিক্ বাঁধিতে গিয়া তাঁহার অন্য দিক্ শিথিল হইয়া পড়িল। তাঁহার উপদেশ উদারতার পক্ষপুটে আরোহণ করিয়া বিস্তীর্ণ আকাশে উড্ডীন হইতেছে, কিন্তু জীবন পূর্ব্ববৎ এক সঙ্কীর্ণ কুটীর পরিত্যাগ করিয়া অন্য এক নূতন সঙ্কীর্ণ কুটীরে প্রবেশ করিয়াছে। এক দিকের সত্য তিনি যেমন আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিলেন অপর দিকের প্রতি তেমনি তাঁহার দৃষ্টি অন্ধ হইয়া গেল। যাহাদের চঞ্চল চিত্ত সহজে ধর্ম্মশাসনের অধীন হইয়া থাকিতে চায় না, ইন্দ্রিয় দমন করিতে গিয়া যাহারা ক্লান্ত হইয়া পড়ে, দৃঢ়তার সহিত সমস্ত জীবন দিয়া চিরকাল ঈশ্বরের সেবা করিতে পারে না অথচ সাধুর উন্নত পদবী, ধার্ম্মিকের মান সম্ভ্রম পাইবার জন্য ব্যাকুল, তাহারাই এই রূপ উদারতার পক্ষপাতী হইয়া শেষ সঙ্কীর্ণ উদার মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। অমিশ্র সঙ্কীর্ণতার অপেক্ষা এ মূর্ত্তি অতিশয় কদর্য্য। উদারতার সঙ্গে সত্য এবং প্রেমের দুশ্চেদ্য সম্বন্ধ যে স্বীকার করে না, তাহার শেষ দশা এই রূপ হয়। জীবনকে সম্যক্ প্রকারে পাপের বন্ধন হইতে মুক্ত করিবার জন্য যে সকল অনুষ্ঠান নিতান্ত প্রয়োজন, প্রেমিক সাধক হইতে হইলে যে সকল বিষয়ে ত্যাগস্বীকার করিতে হয় তাহার প্রতি অনুরাগশূন্য হইয়া কেবল সামাজিক উদারতা পোষণ করিলে কি হইতে পারে? ইহা দ্বারা কেহ সুখীও হয় না, সাধুও হইতে পারে না; অধিকন্তু এ রূপ সামাজিক উদারতা দ্বারা হৃদয় আরও সঙ্কীর্ণ হইয়া যায়। অহঙ্কার অভিমান অন্ধতা আত্মশ্লাঘা ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্য, মতের অস্থিরতা ব্রতসাধনে শিথিলতা এবং অপবিত্রতা যে উদারতার মধ্যে বিরাজ করে সে উদারতা অতি সঙ্কীর্ণ। মতে এবং অনুষ্ঠানে না মিলিলেও আমরা উদার ভাবে সকলকে ভালবাসিব এই গর্ব্বিত মত মুখে প্রচার করিয়া যদি সেই মতের বিরোধী এবং বিরুদ্ধাচারী ব্যক্তিকে ঘৃণা করা হয় তাহা হইলেই সঙ্কীর্ণ উদারতা হইল। যে উদারতার কোন বিশেষণ নাই, যাহা সত্য এবং প্রেমেতে সংগঠিত তাহাই ব্রাহ্মের অবলম্বনীয়।

কঠোর ধর্ম্মজ্ঞান।

শুষ্ক হৃদয় কঠোর ধর্ম্মজ্ঞানীর জীবন মরুভূমির ন্যায় নীরস। তিনি রসস্বরূপ প্রেমময় ঈশ্বরকে এক রসহীন মরু দেশে স্থাপনপূর্ব্বক তাঁহাকে বিধাতৃত্ব ক্ষমতাচ্যুত করিয়া বদ্ধভাবে রাখিয়া দিয়াছেন। ঈশ্বর তাঁহার অস্থির বুদ্ধির ক্রীড়ার সামগ্রী; তিনি তাঁহার অনুকরণ করেন না, কিন্তু আপনার জীবনকেই তিনি আদর্শ করিয়া ঈশ্বরকে তাহার নিকটে আনয়ন করেন। তরলমতি নির্ব্বোধেরা আবার এই সব লোকের বাক্যকৌশল ও রচনানৈপুণ্য দর্শন করিয়া বিমুগ্ধ হয়, কিন্তু সুখ শান্তি না পাইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে পুনরায় ফিরিয়া আইসে। সেই ধর্ম্মজ্ঞানী ভূতপূর্ব্ব মহাজনদিগের নিকট হইতে ধর্ম্মজ্ঞান ঋণ করিয়া অল্পবুদ্ধি লোকদিগকে

এই রূপে মোহিত করত আপনি অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া উঠেন। কিন্তু অহঙ্কারের প্রচণ্ড তেজে তাঁহার জীবনতরু একবারে শুকাইয়া যায়, তাহাতে আর কোন ফল প্রসব করে না, যাহা কিছু করে তাহা অত্যন্ত নীরস এবং বিস্বাদু। সংসারের উত্তাপে যাহার চিত্ত সেই প্রাণস্বরূপের জন্য ব্যাকুল হইয়াছে, যে ইন্দ্রিয়ের আক্রমণে অস্থির হইয়া শান্তি সরোবরে অবগাহন করিতে চায় সে সেই জ্ঞানীর নিকট গিয়া কি করিবে? কিন্তু তিনি যে রূপ জ্ঞানের কথা বলেন, ধর্ম্মজ্ঞান বস্তুতঃ সে প্রকার নীরস পদার্থ নহে। প্রেমিকের নিকট গমন কর, দেখিবে তাঁহার ঈশ্বর কেমন সুন্দর; ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রত্যেক শব্দ তাঁহার নিকট কেমন সুধাময়! তাঁহার ভক্তি চক্ষু বিনম্র দৃষ্টিতে গভীর তত্ত্ব সাগরে নিমগ্ন হইয়া অনন্তের মহিমা যতই দেখিতেছে ততই তাঁহার ধর্ম্মজ্ঞান প্রসারিত হইতেছে। কঠোর হৃদয় বৌদ্ধ আপনার সীমাবদ্ধ জ্ঞানের মধ্যে পতিত হইয়া সংশয়ান্ধকারে বিচরণ করিতেছেন, ভক্ত ভক্তির বলে দিব্যজ্ঞানালোকে ঈশ্বরের অনন্ত প্রেমরাজ্য দেখিতেছেন। এতদুভয়ের মধ্যে জ্ঞান সম্বন্ধে যেমন প্রভেদ জীবন সম্বন্ধেও তেমনি প্রভেদ লক্ষিত হয়। নীরস ধর্ম্মজ্ঞানী নিঃসংশয় হইতে পারেন না, সুতরাং তাঁহার জীবন চির দিন অবস্থার স্রোতে পড়িয়া থাকে। প্রেমিক ধর্ম্মজ্ঞানী ঈশ্বরের অনন্ত বলের উপর নির্ভর করিয়া নির্ভয়ে অগ্রসর হন। অতএব ভক্তির চক্ষে বিনীত ভাবে যে ধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনা করে সে সার বস্তু পাইয়া সুখী এবং উন্নত হয়; কিন্তু যিনি নিজ বুদ্ধির সাহায্যে কেবল ঈশ্বরতত্ত্ব অনুশীলন মাত্র করেন তাঁহার জ্ঞান যেমন কঠোর তেমনি অসার; সে জ্ঞানে তাঁহার জীবনকে উন্নতির দিকে পরিচালিত করিতে পারে না। ধর্ম্মজ্ঞান যে কি সুমিষ্ট বস্তু তাহা হৃদয়বান্ সাধকেরাই জানেন, তাঁহাদের নিকট প্রত্যেক সত্য মধুময়, ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রত্যেক অক্ষর অমৃতরসের আধার। অসার জ্ঞান গর্ব্ব যেখানে প্রবেশ করিয়াছে সেখানে এ রূপ সরস ভাব তিষ্ঠিতে পারে না। এই জন্য জ্ঞানাভিমানী ব্যক্তি চিরদিন অসুখী এবং পাপের কৃতদাস হইয়া রহিয়াছেন। তিনি শান্তির অভাবে ক্ষিপ্ত কুক্কুরের ন্যায় অস্থির চিত্ত হইয়া যাহাকে দংশন করিতেছেন তাহার ইহকাল পরকাল এককালে বিনাশ করিয়া দিতেছেন। তাঁহার এই বিষম ব্যাধি আরোগ্য না হইলে ধর্ম্মরাজ্য নিরাপদ হইবে না, তিনিও সুখী হইতে পারিবেন না। ধর্ম্মপ্রবৃত্তির অপব্যবহার করিয়া এবং নীচ প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় দিয়া তাঁহার এই উৎকট রোগ জন্মিয়াছে. সুতরাং তাঁহার নিকট ধর্ম্মজ্ঞান যে নিতান্ত নীরস পদার্থ হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? আমরা পাপী অপরাধী অপ্রেমিক অভক্ত, ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া একটু আরাম পাইব, জীবনকে পবিত্র করিয়া সুখী এবং কর্ত্তব্যপরায়ণ হইব এই আশায় ধর্ম্মের শরণাপন্ন হইয়াছি; কিন্তু জ্ঞান যদি এই উদ্দেশ্য হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করে তবে সে অসার জ্ঞান লইয়া আমাদের কি হবে? সেই অসার এবং নিষ্ফল জ্ঞানে কেবল অহঙ্কার এবং পাপ বৃদ্ধি হয়।

মহম্মদীয় ধর্ম্মপুস্তক।

সেরাজল সালকিন্ অনুবাদ।

কৃতজ্ঞতা (সোকর)

দুই কারণে কৃতজ্ঞতা আবশ্যক; এক প্রাপ্ত সম্পদের স্থায়িত্বের জন্য, ২য় অধিক লাভের জন্য।

কৃতজ্ঞতাই সম্পদের বন্ধন, তাহাতেই সম্পদ চিরস্থায়িনী হয়। কৃতজ্ঞতার অভাবে উহা বিনষ্ট হইয়া থাকে। কতকগুলি লোকের সম্বন্ধে ঈশ্বরের এই উক্তি, "ইহারা আমা হইতে সম্পদ পাইয়া অকৃতজ্ঞ হইয়াছে, অতএব ভয় এবং অভাবের বস্ত্র ইহাদিগকে পরাইয়াছি।" প্রেরিত মহর্ষি বলিয়াছেন যে "সম্পদ একটী অবাধ্য জন্তু স্বরূপ, কৃতজ্ঞতাই তাহাকে বাঁধিবার শৃঙ্খল।" প্রকৃত পক্ষে কৃতজ্ঞতা ধর্ম্মজীবনের প্রাণ।

২য়তঃ কৃতজ্ঞতাতে সম্পদের প্রবৃদ্ধি। কৃতজ্ঞতা যেমন সম্পদের বন্ধন, তেমনি এই কৃতজ্ঞতাতেই তাহার উন্নতি সাধন হয়। পরমেশ্বরের উক্তি "যদি তুমি কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি তোমাকে অধিক দান করিব।"

এইটী প্রসিদ্ধ রীতি যে, যখন জানিবান্ প্রভু দেখেন যে ভৃত্য কৃপার স্বত্ব বহন করিতেছে, দান পাইয়া কৃতজ্ঞ আছে তখন তিনি তাহার প্রতি অধিকতর সম্পদ অনুগ্রহ করেন। কিন্তু দাস যদি বিপরীত পথে গমন করে, অর্থাৎ অকৃতজ্ঞ হয় তবে প্রভু যে ধন দিয়াছেন তাহাও প্রত্যাহার করেন।

ঈশ্বরের প্রদত্ত সম্পদ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, এক পার্থিব সম্পদ, ২য় ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সম্পদ। পার্থিব সম্পদ ও দুই প্রকার। ভাব পক্ষে ও অভাব পক্ষে। ভাবপক্ষের সম্পদ তাহা যাহা দ্বারা পার্থিব হিত সংসাধিত হয়। তাহাও আবার দ্বিবিধ। এক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বল পুষ্টি, ও তাহার সুখ স্বচ্ছন্দতা, ২য় অন্ন পানাদির আস্বাদন আত্মীয় পরিবারের সহবাস সুখ। অভাব সম্বন্ধীয় সম্পদ কষ্ট বিপদ হইতে বিমুক্তি। তাহাও দুই প্রকার, (১) শারীরিক বিপদ পীড়া যন্ত্রণা হইতে দূরে থাকা (২) নানা প্রকার প্রতিকূল ব্যাপার ও শত্রুর আক্রমণ হইতে প্রমুক্ত থাকা।

ভিন্ন ভিন্ন সাধক কৃতজ্ঞতার বিভিন্ন অর্থ করিয়াছেন। এবন্ আব্বাস বলিয়াছেন, অন্তর্বাহ্য সমুদায় শক্তি ও ইন্দ্রিয় সকল দ্বারা ঈশ্বরের অধীনতা স্বীকার করাই কৃতজ্ঞতা। আর এক জন সাধক শরীর মন দ্বারা ঈশ্বরের উপাসনা করাকেই কৃতজ্ঞতা বলিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে মানসিক ও শারীরিক পাপ হইতে অন্তর থাকাই কৃতজ্ঞতা। অপর এক সাধক বলিয়াছেন ইন্দ্রিয়শ্রেণী ও জিহ্বা মন এই তিনের কোন একটীর যোগে যাহাতে পাপাচরণ না হয় এরূপে তাহাদিগকে সংযত রাখাই কৃতজ্ঞতা। কিন্তু আমাদের আচার্য্যের উক্তির সঙ্গে এই সকল কথার মিলন হয় না। তিনি বলিয়াছেন যে দাতার দানের বিনিময়ে তাঁহার প্রতি যে গাঢ় আন্তরিক অনুরাগ অর্পণ করা হয় তাহাই কৃতজ্ঞতা। যদি উপকারের জন্য উপকারীকে সম্মান করা কৃতজ্ঞতার ব্যাখ্যা কর; তবে এই ব্যাখ্যা দ্বারা প্রভু পরমেশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতার ভাব ব্যক্ত হইয়াছে।

উপকারীর উপকার স্মরণে উপকৃতের হৃদয়ে কৃতজ্ঞতার ভাব উদয় হয়। কৃতজ্ঞতাতেই উপকৃত ব্যক্তির মহত্ত্ব, অকৃতজ্ঞতা মহা অধর্ম্ম। যে ধন লাভ করিয়া ধনদাতার প্রতি অবাধ্যতা প্রদর্শন করে সে অত্যন্ত মন্দ লোক। প্রকৃত কৃতজ্ঞতার অর্থ এই, যত ঈশ্বরের কৃপা স্মরণ হইবে তত তাঁহার প্রতি প্রেম সম্মান বৃদ্ধি পাইবে। যখন কাহার এরূপ হৃদয়ের অবস্থা হইল তখন যথার্থ কৃতজ্ঞতা তাহাতে প্রকাশ পাইল। পরন্তু তাহা হইলেও উপাসনা সাধনাতে যত্ন পরিশ্রম চাই এবং উত্তম রূপে দাসত্ব করা চাই।

এই ক্ষণ জানা উচিত যে, কৃতজ্ঞতার স্থলে এখানে ঐহিক পারত্রিক সম্পদের কথা হইল, অর্থাৎ এই সম্পদ প্রাপ্ত হইলেই কৃতজ্ঞ হইতে হইবে। কিন্তু এ বিষয়ে একটী কথা আছে। সাংসারিক বিপদ কষ্টের মধ্যে যাহা শরীর মন ধন পরিজনের উপরে উপস্থিত হয় তাহাতে কৃতজ্ঞতা দান করিতে হইবে কি না। কেহ কেহ বলেন কষ্ট যন্ত্রণাতে কৃতজ্ঞ হওয়া স্বাভাবিক নয়। যে হেতু তাহা সম্পদ নয় বিপদ, উহাতে ধৈর্য্যাবলম্বন আবশ্যক। সম্পদ লাভেই কৃতজ্ঞতা হইবে। কেহ কেহ বলেন এরূপ কোন বিপদ যন্ত্রণা নাই যাহার মধ্যে ঈশ্বরের কৃপা (স্বর্গীয় সম্পদ) লুক্কায়িত নয়। সুতরাং যে সম্পদ বিপদের সঙ্গে সংযুক্ত রহিয়াছে তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা আবশ্যক। এবনু ওমর বলিয়াছেন আমি বিপদের দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছি বটে, কিন্তু সেই বিপদেও একটী সম্পদ আমার হস্তে সঞ্চিত আছে। (১) সেই বিপদ ধর্ম্মের প্রতিকূল নয়, (২) তাহাতে কোন সাঙ্ঘাতিক কষ্ট হয় নাই। (৩) এই বিপদে পড়িয়া নিরাশ হই নাই। (৪) বিপদে ধৈর্য্য ধারণ করাতে পুরস্কারের আশা পাওয়া গিয়াছে। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে বিপদ চিরস্থায়িনী নহে। কিন্তু ধৈর্য্যের পুরস্কার স্থায়ী। অতএব সাধকের কর্ত্তব্য যে দুঃখ মিশ্রিত সম্পদের জন্য ঈশ্বরকে কৃতজ্ঞতা দান করেন। আমাদের উপদেষ্টা আচার্য্যেরও এই মত যে, সাংসারিক কষ্টেতে কৃতজ্ঞ হওয়া আবশ্যক যে হেতু সাংসারিক ক্লেশ প্রকৃতপক্ষে সম্পদ। সেই ক্লেশের ভিতরে তাদৃশ স্বর্গীয় ধন বিনিহিত

আছে যে তাহার সহিত তুলনায় কষ্ট অতি সামান্য। তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা সুখের ব্যাপার আর কি আছে? মনে কর কোন রোগীকে তাহার রোগ শান্তি উদ্দেশে চিকিৎসক তিক্ত ঔষধ খাওয়াইয়া দেন কিম্বা তাহার শিরাচ্ছেদন করিয়া দূষিত শোণিত নিঃসারণ অথবা তাহার ব্রণ অস্ত্র দ্বারা ক্ষত করিয়া দেন, ঔষধ সেবন ও অস্ত্র সঞ্চালন করায় সে রোগ-বিমুক্ত হইল, এমতাবস্থায় যদিচ তাহার বাহ্যিক কষ্ট হইয়াছিল ও মন কখন সেই কষ্ট স্বীকার করিতে চাহে নাই, তথাপি সেই ঔষধ সেবন ও অস্ত্র প্রয়োগ রোগীর পক্ষে নিঃসন্দেহ পরম সম্পদের বিষয় বলিতে হইবে। ঈশ্বর এ প্রকার সাংসারিক কষ্ট বিপদ মঙ্গলের জন্য প্রেরণ করেন।

অদৃষ্টবাদ।

সমাজতত্ত্বজ্ঞেরা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, জড় জগৎ যে প্রকার অখণ্ড নিয়ম দ্বারা নিয়মিত, মনুষ্যসমাজও তেমনি সম্পূর্ণ নিয়মাধীন। কি ধর্ম্ম, কি দর্শন, কি বিজ্ঞান সকলেরই নূতন নূতন আবিষ্ক্রিয়া যথা সময়ে হইয়াছে। যখন কোন একটীর প্রয়োজন বা উপযোগিতা ছিল না, তখন তাহার আবিষ্ক্রিয়া হইয়াছে এরূপ দেখা যায় না। এমন কি মনুষ্যসমাজের পাপ পুণ্যও কঠোর নিয়মের অধীন। বর্ষে বর্ষে পাপের সংখ্যা পর্য্যন্ত এই জন্য ষ্ট্যাটিষ্টিক দ্বারা একই পরিমাণ সপ্রমাণিত হইয়াছে। সমাজতত্ত্বজ্ঞেরা যাহা বলেন তাহা আমরা স্বীকার করিয়া লইলাম, কিন্তু ইহাতে স্বাধীনতা অণুমাত্র বিলুপ্ত হইতেছে না। মনুষ্যের জ্ঞান, নীতি, ধর্ম্ম একই অবস্থায় থাকে না, বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ কারণযোগে তাহার ক্রমোন্নতি আছে। সুতরাং সেই ক্রমোন্নতি অনুসারে যে সকল আবিষ্ক্রিয়া হয় তাহারও ক্রম এবং মনুষ্য জীবনের সঙ্গে উপযোগিতা হইয়া থাকে। কোন দেশে পাপ সংখ্যা ষ্টাটিষ্টিক দ্বারা একই পরিমাণ সপ্রমাণিত হওয়া কিছু অসম্ভব ব্যাপার নহে। কারণ, ষ্টাটিষ্টিকে প্রাজ্ঞ ব্যক্তির নীতি এবং চরিত্র গণনার বিষয় নহে। সমষ্টিতে যে সকল নৈতিক কারণ সাধারণতঃ পাপের মূল তাহাই উহাতে সন্নিবেশিত হয়। ব্যক্তি বিশেষ সম্বন্ধে কার্য্যপ্রবর্ত্তক বিশেষ কারণ গণনায় আইসে না। সাধারণ কারণের অত্যল্প সময়ের মধ্যে বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় না; সুতরাং বর্ষে বর্ষে পাপের সংখ্যা কতককাল ব্যাপিয়া প্রায় একটী পরিমাণ দেখিতে পাওয়া যাইবে অসম্ভব ব্যাপার কি? কিন্তু কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এই ষ্টাটিষ্টিক্ বলে বলিতে প্রস্তুত হইবেন, মনুষ্যের স্বীয় ক্রিয়া সম্বন্ধে কোন স্বাধীনতা নাই, আমার প্রতিবাসী যদি কোন পাপ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়, নিয়মিত পাপ সংখ্যা পরিপূরণ করিবার জন্য আমাকে বা অন্য কাহাকে সেই পাপ করিতেই হইবে? যিনি এরূপ মত প্রচার করিবেন, তাঁহার মতই স্বীয় অসারতা প্রতিপন্ন করিবে।

প্রবন্ধের আরম্ভে স্বাভাবিক বিশ্বাসকে আমরা আত্মার স্বাধীনতা সম্বন্ধে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। অদৃষ্টবাদিরা বলেন, এটী মনুষ্যের ভ্রান্তিজ্ঞানসম্ভূত বিশ্বাস। মনুষ্য কারণপরম্পরা দর্শন করিতে সমর্থ নহে, সুতরাং যে খানে কারণান্তরের জ্ঞানাভাব অবলোকন করে, সে খানেই আপনাকে সেই কার্য্যের কারণ রূপে স্থির করে। এ যুক্তিকে আমরা সুযুক্তি বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলাম না। কারণ, এ যুক্তি স্বাধীনতা বিলোপের পক্ষে স্বয়ং কার্য্যকর হইতে পারে না। স্বাধীনতা নাই, এইটী সপ্রমাণিত হইলে পরিশেষে যে খানে আমরা কারণান্তর বুঝিতে পারি না সে স্থলে আত্মাকে কারণ রূপে গ্রহণ করিবার পক্ষে উহা প্রতিবন্ধক হইতে পারে এই মাত্র। সুতরাং প্রথম প্রশ্ন এই, আমাদিগের অনুভূতি আমরা স্বাধীন এ কথা বলে কি না? অবশ্য বলে। প্রতিবাসিদিগের ইহাতে আপত্তি এই, এই অনুভূতি অর্জ্জিত ভ্রান্তিজ্ঞানসম্ভূত, স্বাভাবিক নহে। তোমার হস্ত যদি হঠাৎ অসাড় হইয়া যায়, তুমি পূর্ব্ববৎ তোমার হস্ত উত্তোলন করিবার জন্য যত্ন করিবে, তোমার অনুভূতি এ সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান তোমায় অর্পণ করিতে পারিল না। আমরা বলি ইহাতে কিছু ক্ষতি হইল না। কোন বিশেষ কার্য্য সম্বন্ধে অনুভূতি আমি সক্ষম বা অক্ষম বলিয়া দিতে পারিল না বলিয়া আমাতে যে ক্ষমতা আছে এ বিশ্বাস কিছুতেই বিলুপ্ত হইবার নহে। স্থল বিশেষে আমার অজ্ঞাতসারে কোন কারণান্তর উপস্থিত হইয়া আমার ক্ষমতা প্রতিরুদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু ইহাতে আমি ইহা বলিতে পারি না ক্ষমতাজ্ঞান ভ্রান্তিবিজৃম্ভিত।

মিলকে অনেকে অদৃষ্টবাদী বলিয়া জানেন। তিনিও স্বীকার করিয়াছেন ইচ্ছা করিলে আমরা আমাদিগের চরিত্র পরিবর্ত্তন করিতে পারি এবং এই ক্ষমতাজ্ঞান আমাদিগের নৈতিকস্বাধীনতা অনুভব করিবার মূল। যে ব্যক্তির সাধুতা স্থিরতা লাভ করিয়াছে, তিনিই পূর্ণ স্বাধীন এ কথাতেও তিনি সায় দিয়া গিয়াছেন। আমাদিগের ইচ্ছা আমাদিগের ব্যক্তিত্ব। কোন কার্য্য করিবার বা তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবার ক্ষমতা রূপে উহা আমাদিগের নিকট প্রতিভাত হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় এই ইচ্ছা সৎ বিষয়ে প্রীতি অসদ্বিষয়ে ঘৃণা এই দুই ভাব সহ অবিসম্বাদিরূপে কার্য্য করিয়া থাকে। ইচ্ছা যে পরিমাণে সদ্বিষয়ের অনুরক্তি বর্দ্ধন পক্ষে সহায়তা করে, সেই পরিমাণে উহা স্বাধীন এবং সমুদায় প্রতিকূল অবস্থার প্রতিকূলে সংগ্রাম করিতে সক্ষম। অসদ্বিষয় দ্বারা পরাজয় লাভ করিলে উহার

বলক্ষয় হয়। এই জন্য অনেকে ইচ্ছাকে সদ্বিষয়ে প্রীতি সহ অভিন্ন করিয়াছেন। ফলিতার্থ কার্য্যতঃ উহা আমাদিগের নিকট এই রূপেই প্রতীত হইয়া থাকে। কারণ, কোন একটী বিষয় আমাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইলে প্রথমতঃ উহা আমাদিগের জ্ঞান বা বিবেক দ্বারা সদসদ্বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়। এই রূপ নির্দ্ধারণান্তে তৎপ্রতি আমাদিগের প্রীতি বা ঘৃণা সমুপস্থিত হয়। ইচ্ছা যদি বারম্বার বিপরীত দিকে আকৃষ্ট হইয়া দুর্ব্বল না হইয়া গিয়া থাকে তবে উহা সদ্বিষয়ের প্রীতিতে বল আধান করিয়া থাকে, অন্যথা অসদ্বিষয়ের প্রবাহ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া সেই দিকেই অবশ ভাবে নীত হয়। যাঁহারা ইচ্ছাকে অস্বাধীন বলেন এখানেই তাঁহাদিগের যুক্তি অকাট্য বেশ ধারণ করে। কারণ, ঘৃণা ও প্রীতি এই দুই ভাব হইতে অন্তরিত হইয়া আমরা ইচ্ছার কার্য্য দেখিতে পাই না। যদি ঘৃণা ও প্রীতি ইচ্ছার নিয়ামক হইল তবে আর উহা স্বাধীন কোথায়? আমরা বলি সদ্বিষয়ে প্রীতি অসদ্বিষয়ে ঘৃণা আমাদিগের আত্মার স্বাভাবিক ভাব কি না? আমি এবং আমার ইচ্ছা যদি অভিন্ন একই পদার্থ হয়, তবে আমি আমার স্বাভাবিক ভাবকে কি প্রকারে পরিহার করিব? আমি আমার নিজ ভাবে কার্য্য করি বলিয়া কি আমি অস্বাধীন? তখনি আমি অস্বাধীন, যখন আমি আমার স্বাভাবিক ভাবের বিরোধে অবশ ভাবে কার্য্য করিতে বাধ্য হই। কোন পাপ রিপু আমার ইচ্ছাকে পরাজয় করিয়া এই ভাব দ্বয়ের বিরোধে কার্য্যে প্রবৃত্ত করিলে আমি আমার অস্বাধীনতা বিলক্ষণ বুঝিতে পারি; কিন্তু সে সময়ে আমি ইহাও জানি যে আমাতে এমন এক বল আছে, যদ্দ্বারা আমি সমুদায় পাপের অত্যাচার মুহূর্ত্তের মধ্যে ছিন্ন করিতে পারি। মনুষ্য যখন বারম্বার স্বীয় ইচ্ছা বলে পাপকে পরাভব করিতে পারে না তখন ঈশ্বরের শরণাপন্ন হয় এবং এই খানেই প্রকৃত ভাবে প্রার্থনার আরম্ভ হইয়া থাকে। এই প্রার্থনার মধ্যে ইচ্ছানিহিত বলের প্রতি কেহ এক কালে কখন আস্থাশূন্য হয় না, কেন না ইচ্ছাতে স্বভাবতঃ বল না থাকিলে কেহ কোন দিন তাহার বলাধানের জন্য প্রার্থনা করিত না। এরূপ প্রার্থনা প্রকৃত প্রার্থনা না হইয়া কেবল নিষ্ফল সময় ব্যয় হইত। কেন না স্বাভাবিক নিয়ম বিরোধে ঈশ্বর কোন দিন কাহার প্রার্থনা শ্রবণ করেন জ্ঞানী মাত্রে এরূপ বিশ্বাস কখন হৃদয়ে স্থান দিতে পারেন না। ইচ্ছা সদসদ্বিষয়ে ঘৃণা ও প্রীতি সহ অবিসম্বাদিরূপে কার্য্য করিলে উহা স্বাধীন এই কথা বলাতে, বিনাভিপ্রায়ে ইচ্ছা কখন কার্য্য করে না অতএব উহা অস্বাধীন এ যুক্তিও নিবৃত্ত হইল। কেন না অভিপ্রায় ঘৃণা ও প্রীতির অনুকরণ।

সাদিককগ্রান হইতে।

তখন নগরের কোন সম্ভ্রান্ত লোক নির্জ্জনে ঈশ্বরসাধনায় প্রবৃত্ত ছিলেন। তিনি অন্তরে বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছিলেন। বাহ্যবৈরাগ্য বেশে লোকের নিকটে তিনি হস্ত প্রসারণ করিতেন না। আধ্যাত্মিক সৌভাগ্য তাঁহার প্রতি দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছিল, তিনি অন্যের দ্বারে গমন করিতেন না। তখন এক নির্ব্বোধ বাচাল নির্লজ্জ ভাবে সেই মহাপুরুষের নিন্দা ঘোষণায় প্রবৃত্ত হয়। "ইহার ভণ্ডতা ও প্রবঞ্চনাতে সতর্ক থাকিবে, ইনি সলিমানের আসনে বসিতেছেন, প্রকৃতপক্ষে ইনি দৈত্য। ইনি মার্জ্জারের ন্যায় পুনঃ পুনঃ মুখ পরিষ্কার (অজু-আচমন) করেন, মূষিকের দিকেই ইঁহার বিলক্ষণ দৃষ্টি। ইঁহার ভজন সাধনা কেবল যশঃ খ্যাতির জন্য। শূন্যগর্ভ নহবতের ধ্বনি অনেক দূর যাইয়া থাকে।" এই প্রকার সে বলিত, আর তাহার নিকট লোকের ভিড় হইত। স্ত্রী পুরুষ সকলে তাহার কথা শুনিয়া আমোদ করিত। ইহা শ্রবণ করিয়া তিনি সাশ্রুনয়নে ঈশ্বরের নিকটে এই ভাবে প্রার্থনা করিয়া ছিলেন, "প্রভো! এই ব্যক্তিকে অনুতাপ দান কর, হে পবিত্র পরমেশ্বর! যদি তাহার কথা যথার্থ হয়, আমাকে অনুতাপিত কর। আমি মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইব, দোষ প্রখ্যাপনকে অনাদর করিব না, তাহাতে আমার চরিত্রের কলঙ্ক আমি বুঝিতে পারিব।

শত্রু যদি তোমাকে নিন্দা করে, বিরক্ত হইও না। তুমি নির্দোষী থাকিলে নিন্দাকারীকে বল, চলিয়া যাও। যদি কোন মূর্খ কস্তূরিকাকে দুর্গন্ধ বলে, তুমি সুস্থিরে থাক, সে প্রলাপ বলিয়াছে। যদি পলাণ্ডু সম্বন্ধে এই কথা হয়, তাহা হইলে ঠিক, তুমি অসন্তুষ্ট হইও না। ইহা বুদ্ধি ও বিবেচনা সঙ্গত নহে যে জ্ঞানবান্ ব্যক্তি খল লোকের দ্বারা প্রতারিত হইবেন। জ্ঞানবান্ পরিণামদর্শী হইয়া কার্য্য করিতে থাকুন, বিদ্বেষীর জিহ্বা অবরুদ্ধ থাকিবে। তুমি প্রকৃতিস্থ থাক, দোষদর্শী বিদ্বেষী তোমার অনিষ্ট করিতে পারিবে না।

গুরু নানকের প্রেমোন্মত্ততা।*

একদা গুরুনানক ঈশ্বরপ্রেমে উন্মত্ত হইয়াছিলেন, কাহারও সহিত কোন কথা বার্ত্তা কহিতেন না, দিবা নিশি এক খানি বস্ত্রে আচ্ছাদিত হইয়া শয়ন করিয়া থাকিতেন, আহার পান করিতেন না, কেবল মাত্র সময়ে সময়ে রোদন করিয়া উঠিতেন। আত্মীয় বন্ধু তাঁহার নিকট আসিলে তাহাদের সঙ্গে কথা কহা দূরে থাকুক এরূপ

* এই আখ্যায়িকাটী জন্মসাক্ষী নামক গ্রন্থে গুরুমুখী ভাষায় সুন্দর রূপে লিখিত আছে তাহা হইতে সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে প্রকাশ করা হইল।

ব্যবহার করিতেন যেন তাহাদের সহিত কখন পরিচয় ছিল না। ইহা দেখিয়া সকল লোকে, কালুর পুত্র নানক উন্মাদ হইয়াছে এই কথা বলিয়া অনেক দুঃখ করিতে লাগিল। তাঁহার মাতা এক মাত্র পুত্রের এ প্রকার অবস্থা দেখিয়া অতি কাতরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, এবং বলিলেন, "হে নানক! তুমি জ্ঞানহীন ও পাগলের মত সর্ব্বদা সন্ন্যাসী উদাসীনের সঙ্গে থাকিও না, তুমি আমার এক মাত্র পুত্র, আমার সমস্ত জীবনের আশা তোমার উপর আমি স্থাপন করিয়াছি। তুমি অর্থ উপার্জ্জন করিয়া জনসমাজে সম্ভ্রম লাভ করিবে, সদ্বংশে একটী পাত্রী স্থির করিয়াছি অনতিবিলম্বে তোমার বিবাহ দিয়া তোমাকে লইয়া সংসারী হইব এই আমার বড় সাধ। এ সংসারে যাহার অর্থ নাই, মান নাই, সম্ভ্রম নাই, যে অকর্ম্মণ্য তাহার জন্ম বৃথা। তোমার এ প্রকার অবস্থা দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে।" নানক মাতার ক্রন্দনে কর্ণ পাতত করিলেন না, আপনার ভাবে আপনি উন্মত্ত হইয়া রহিলেন; তাহা দেখিয়া তাঁহার মাতা আরও আকুল হইয়া উঠিলেন। নানকের পিতা কালু কয়েক দিন ধরিয়া সন্তানের এরূপ দুরবস্থা দেখিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না, অবশেষে অবসন্ন ও হতাস হইয়া পড়িলেন। প্রতিবাসিদিগের পরামর্শ ও অনুরোধে কালু হরিদাস নামক জনৈক সুবিখ্যাত চিকিৎসককে ডাকিয়া আনিলেন। বৈদ্য আসিয়া নানকের রোগের লক্ষণের বিষয় অবগত হইয়া হাত দেখিতে লাগিলেন, কিন্তু রোগের কারণ কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। নানক ইহা দেখিয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক বৈদ্যের হস্ত হইতে আপনার হস্ত টানিয়া লইলেন এবং বলিলেন, "হে হরিদাস কবিরাজ! আমার যে কি রোগ হইয়াছে তাহা তুমি কি প্রকারে বুঝিবে, এবং তাহার ঔষধই বা কেমন করিয়া তুমি দিবে? যে বিষম রোগে তোমাকে ঘেরিয়া রাখিয়াছে অগ্রে তাহার চিকিৎসা কর পরে আমাকে ঔষধ দিও"। বৈদ্য নানকের এই স্বর্গীয় ভাব দেখিয়া ও কথা শুনিয়া মোহিত হইলেন এবং যোড় হস্তে কহিতে লাগিলেন, "হে মহারাজ! আমি মূর্খ, আপনার কথা সম্যকপ্রকারে বুঝিতে পারি না আমাকে বুঝাইয়া দিন"। নানক উত্তর করিলেন, "হে হরিদাস! 'আমি আমার' এই সকল অনর্থক শব্দ প্রয়োগ করিতেছে ইহাই জীবের বিষম রোগ। সকল জীব মোহ অহংকার ও স্বার্থপরতা রূপ মহারোগে আচ্ছন্ন হইয়া ঘোর কষ্টে পতিত রহিয়াছে। তুমি যখন আপনিই এই দুঃখময় রোগে পড়িয়া আছ তখন অন্যকে আরোগ করিয়া কি প্রকারে সুখী করিবে? আমি আমার প্রিয়তম পরমেশ্বরে রত হইয়া তাঁহার প্রেমে নিমগ্ন রহিয়াছি, তুমি আমাকে কোন্ রোগের ঔষধ দিবে?" এই কথা শুনিয়া বৈদ্য নানকের পিতাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে কালু! তোমার পুত্রের জন্য চিন্তা করিও না, তিনি ঈশ্বরের প্রেমে মগ্ন হইয়া রহিয়াছেন। তোমার পুত্র পৃথিবীর দুঃখ দূর করিবার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছেন"। এই কথা বলিয়া হরিদাস কবিরাজ প্রস্থান করিলেন।

গোস্বামী রঘুনাথ দাসের বৈরাগ্য।

(গত প্রকাশিতের পর।)

এই সময়ে পানিহাটী গ্রামে নিত্যানন্দ আসিয়া হরিনাম প্রচার আরম্ভ করিয়াছিলেন; রঘুনাথ তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নিত্যানন্দ রঘুনাথকে আদরের সহিত গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে এক দিন মহোৎসব দিতে আদেশ করিলেন। রঘু আপন গ্রাম হইতে দ্রব্যাদি আনাইয়া বিস্তর বৈষ্ণবকে ভোজন করাইলেন। এই মহোৎসবেই প্রথম মালসাভোগ প্রবর্ত্তিত হয়। এই উৎসবে রঘুনাথের এক প্রকার নবজীবন লাভ হইল, তিনি গৃহে গমন করিলেন বটে কিন্তু মন এককালে সম্পূর্ণ বৈরাগ্য পথাবলম্বী হইল, প্রতিক্ষণে পলায়নের উপায় দেখিতে লাগিলেন। এক দিবস রাত্রে দৈবযোগে রক্ষকেরা সকলেই নিদ্রায় আচ্ছন্ন রহিয়াছে এমন সময় ধর্ম্মবীর রঘুনাথ এক হৃদয়ে অভিষ্ট দেবতার উপরে নির্ভর করিয়া তাঁহার জয় স্মরণপূর্ব্বক গ্রাম্যপথ পরিত্যাগ করিয়া বনপথে পলায়ন করিলেন। একাকী নূতন পথিক পরমেশ্বরে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া চলিলেন। যে দিন যাহা কিছু পাইতেন তাহা কেবলমাত্র প্রাণ ধারণের জন্য গ্রহণ করিয়া ইষ্টদেবতার নাম স্মরণপূর্ব্বক চলিতেন। সপ্তগ্রাম হইতে পুরুষোত্তমে দ্বাদশ দিবসে উপনীত হইলেন, এই দ্বাদশ দিবসের মধ্যে কেবল তিন দিন মাত্র অন্নাহার করিয়াছিলেন, কিন্তু এই উপবাসে তাঁহার কোন কষ্ট হয় নাই। তিনি যাই পুরুষোত্তমে পঁহুছিলেন অমনি তাঁহার সকল দুঃখ দূর হইল। তথায় তিনি চৈতন্যচরণে প্রণাম করিলেন আর ভক্তবৎসল চৈতন্য প্রেমের সহিত আলিঙ্গন দিয়া ভক্তের সকল দুঃখ দূর করিলেন। বিবিধ বাক্যালাপের পর রঘুনাথের বিনীত ভাব দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দের সহিত তিনি প্রিয় সহচর স্বরূপকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, আমার তিনটী রঘু হইল, তুমি এই রঘুটী লও, পুত্র ভৃত্যরূপে ইহাকে প্রতিপালন কর, অদ্য হইতে স্বরূপের রঘু বলিয়া সকলে ইহাঁকে ডাকিবে। স্বরূপ গুরুর নিকট হইতে এই অমূল্য প্রসাদ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলেন ও রঘুনাথকে প্রেমের সহিত গাঢ় আলিঙ্গন দান করিলেন। মহাত্মা চৈতন্য ইহাতে ক্ষান্ত না হইয়া আপন ভৃত্য গোবিন্দকে ডাকিয়া কহিলেন, রঘু পথে অনেক কষ্ট পাইয়া আসিয়াছে তুমি কয়েক দিন ভাল করিয়া উহার শুশ্রূষা করিও। পরে তিনি রঘুনাথকে সমুদ্রে স্নানান্তর জগন্নাথ দর্শন করিতে কহিয়া আপনি মধ্যাহ্ন সমাপন কত উঠিলেন।

এই রূপে রঘু পাচ দিন চৈতন্যের ভক্ষ্যাবশিষ্ট গ্রহণ করিয়া ষষ্ঠ দিবস হইতে সমস্ত দিন সাধন করিতেন, আর রাত্রি কালে জগন্নাথের সিংহদ্বারে প্রসাদ ভিক্ষার্থ দাঁড়াইয়া থাকিতেন। তাঁহার এই ভাব অবগত হইয়া চৈতন্য অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া অনেক প্রশংসা করিয়া কহিলেন, "রঘু অতি উত্তম কার্য্যই করিয়াছে,ইহাই বৈরাগীর ধর্ম্ম, বৈরাগী সর্ব্বদা নামসংকীর্ত্তন করিয়া ভিক্ষান্নে জীবন ধারণ করিবে কোন মতে পরসাপেক্ষ হইয়া থাকিবে না, তাহা করিলে তাহার কার্য্য সিদ্ধ হয় না। বৈরাগী কখন জিহ্বার লালস করিবে না,তাহাতে পরমার্থ যায় ও আসক্তির বশীভূত হইতে হয়। বৈরাগী শাকপত্র ফল মূলে উদর পূরণ না করিয়া যদি লালসার বশীভূত হইয়া ইতস্ততঃ ধাবিত হয় তাহা হইলে সেই ইন্দ্রিয়পরায়ণ কখনই ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হয় না।"

এক দিবস রঘু স্বরূপকে বলিলেন যে প্রভু আমাকে কি জন্য গৃহছাড়া করিলেন, আমি কি করিব তাহা অদ্যাপি জানিতে পারি নাই;প্রভু স্বমুখে আমাকে এই বিষয় উপদেশ করিলে আমি কৃতার্থ হই। স্বরূপ চৈতন্যের নিকট রঘুর মনোভাব ব্যক্ত করিলে উদারচেতা মহাত্মা ভক্তের মান রক্ষা করিয়া রঘুকে কহিলেন, আমি স্বরূপকে তোমার উপদেষ্টা করিয়া দিয়াছি সকল প্রকার সাধ্যসাধনতত্ত্ব ইঁহার স্থানে শিক্ষা কর। আমিও যাহা না জানি ইনি তাহা জানেন। তবু যদি আমার কথায় শ্রদ্ধা হয় তাহা হইলে আমি এই মাত্র বলিতেছি যে, "তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা, অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।" গ্রাম্যকথা কহিবে না, গ্রাম্য বার্ত্তা শ্রবণও করিবে না, অশনে বসনে বাসনা রাখিবে না, সর্ব্বদা ঈশ্বরের নাম লইবে এবং মানসে তাঁহার পূজা করিবে। সংক্ষেপে আমি এই মাত্র বলিলাম ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত স্বরূপের নিকট পাইবে।

এই সময়ে গৌড়ীয় ভক্তমণ্ডলী জগন্নাথ দর্শনে আসিয়া তাঁহারা রঘুনাথের অদ্ভুত বৈরাগ্য বিবরণ শুনিয়া প্রত্যাগমনান্তর গোবর্দ্ধন দাসকে সংবাদ দিলেন, তিনি পুত্রের এই কষ্টসাধন শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন ও তাঁহার সুবিধার্থ দুই জন ভৃত্য এবং এক জন ব্রাহ্মণ ও চারি শত মুদ্রা প্রেরণ করিলেন। তাহারা পর বৎসর ভক্তগণ সঙ্গে রঘুনাথের নিকট আসিয়া পহুঁছিল, কিন্তু তিনি তাহাদের সাহায্য গ্রহণে অসম্মত হইলেন। পরে অনেক যত্নে এই মাত্র স্বীকার করিলেন যে মাসে দুই দিন চৈতন্যকে নিমন্ত্রণ করিবেন তাহাতে যে অষ্ট পণ কড়ি লাগিবে কেবল মাত্র তাহাই পিতৃদত্ত মুদ্রা হইতে লইবেন। এই রূপে দুই বৎসর নিমন্ত্রণ করিয়া পরে তাহাও ছাড়িয়া দিলেন। দুই মাস পরে শচীনন্দন স্বরূপকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিলেন, রঘু মনে করিয়াছে যে আমি বিষয়ির দ্রব্য লইয়া গুরুকে নিমন্ত্রণ করি ইহাতে গুরু কখনই সন্তুষ্ট হন না, হইতে কেবল আমার প্রতিষ্ঠা মাত্র লাভ হয়, এই বোধেই ছাড়িয়া দিয়াছে। এই কথা শুনিয়া তিনি অত্যন্ত পুলকিত হইয়া কহিলেন, রঘু যথার্থই বুঝিয়াছে। বিসয়ির অন্ন খাইলে মন মলিন হয় এবং তাহাতে ঈশ্বরকে স্মরণ হয় না, উহাকে রাজস ভোজন বলে, ইহাতে দাতা ভোক্তা উভয়ের অপকার হয়। আমি কেবল রঘুর অনুরোধেই এত দিন তাহা গ্রহণ করিতেছিলাম। এক্ষণে সে নিজেই নিমন্ত্রণ না করায় বড়ই ভাল করিয়াছে।

কতক দিন পরে রঘুনাথ সিংহদ্বারের ভিক্ষা পরিত্যাগ করিয়া অন্নছত্রে গিয়া আহার করিতে আরম্ভ করিলেন, ইহাতেও চৈতন্য সুখ্যাতি করিলেন। এক সময় বৃন্দাবন হইতে শঙ্করানন্দ সরস্বতী গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের শিলা ও গুঞ্জমালা আনিয়া দিয়াছিলেন, ভাবুক চৈতন্য সেই দুই দ্রব্য পাইয়া ভাব যোগে উন্মত্ত প্রায় হন, তিন বৎসর কাল সেই দুই দ্রব্য আপন কণ্ঠে ধারণ করিয়া এক্ষণে পুরস্কার বা প্রীতি স্বরূপ তাহা রঘুনাথকে অর্পণ করিলেন এবং তাহার পূজার বিধি বলিয়া দিলেন। রঘুনাথ গুরুর আজ্ঞা প্রাণপণে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন, প্রস্তরের দাগের ন্যায় তাঁহার একটী নিয়ম কোন দিন অন্যথা হইত না। দিবসের মধ্যে কেবল চারি দণ্ড মাত্র আহার ও নিদ্রাদিতে তিনি ব্যয় করিতেন এই রূপ লিখিত আছে। কিছু দিন পরে অন্নছত্রের ভিক্ষা অবধি পরিত্যাগ করিলেন। জগন্নাথের প্রসাদ বিক্রেতারা দুই তিন দিন পরে, যে অন্ন এককালে পচিয়া যায় তাহা গাভীদিগের ভক্ষণার্থ অন্তকুণ্ডে নিক্ষেপ করে, অত্যন্ত পচা হইলে গাভীরাও তাহা ভক্ষণ করে না, আমাদিগের রঘু বৈরাগী পরিশেষে সেই অন্ন তুলিয়া আনিতে আরম্ভ করিলেন এবং গৃহে উত্তমরূপে জল দিয়া ধৌত করিয়া তন্মধ্যে যে সার ভাগ প্রাপ্ত হইতেন কেবল তাহাই গ্রহণ করিয়া প্রাণ ধারণ করিতেন। এক দিন স্বরূপ তাঁহার এই ব্যবহার দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন ও "আমাদিগকে বঞ্চনা করিয়া তুমি নিত্য এই অমৃত খাও" বলিয়া তাঁহার উচ্ছিষ্ট হইতে তিনি এক গ্রাস তুলিয়া ভোজন করিলেন। মহাত্মা চৈতন্য গোবিন্দের মুখে রঘুর এই কার্য্য শ্রবণ করিয়া এক দিন তাঁহার নিকট গমন করিয়া দেখেন রঘু ভোজন করিতেছেন, তিনি প্রেমোন্মত্ত হইয়া রঘুর সহিত ভোজন আরম্ভ করিলেন, শেষে স্বরূপ কর্ত্তৃক নিবারিত হইলেন।

এই রূপে রঘুনাথ ষোড়শ বৎসর কাল পুরুষোত্তমে কঠোর সাধনে রত ছিলেন। যখন তাঁহার উপাচার্য্য স্বরূপ গোস্বামী ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন তখন মহাত্মা রঘুনাথ মানস করিলেন, আর পুরুষোত্তমে না থাকিয়া এক্ষণে বৃন্দাবন যাত্রা করিব, তথায় মহাত্মা রূপ ও সনাতন গোস্বামীর চরণ দর্শন করিয়া প্রভু প্রদত্ত গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিব। পরে বৃন্দাবনে গমন করিয়া রূপ সনাতনের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল, কিন্তু তাঁহারা ইঁহাকে মরিতে না দিয়া আপনাদিগের তৃতীয় ভ্রাতার মত করিয়া রাখিলেন।

এবং চৈতন্যের সমস্ত কার্য্যকলাপের বিবরণ আদ্যোপান্ত জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। রঘু শুকদেবের ন্যায় ভক্ত-দিগের বৃত্তান্ত ভক্তি সহকারে বর্ণন করিয়া তাঁহাদিগের ব্যাকুলতা নিবারণ করিতে লাগিলেন এবং অবশিষ্ট কাল তিন জনে দিবা রাত্রি পরিশ্রমপূর্ব্বক সাধন করিয়া ধর্ম্মবীরের ন্যায় ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

(বৈরাগী পরিবার)

রবিবার ৮ই চৈত্র, ১৭৯৬ শক।

যখন স্বর্গীয় ব্রাহ্মধর্ম্ম ভূতলে জন্মগ্রহণ করিল তখন কি ইহার কোমল হস্তে কেহ অস্ত্র দেখিয়াছিল? যখন প্রথম ব্রহ্মমন্দির এই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হইল, তন কি ইহা জগতের পুরাতন ধর্ম্ম বিনাশ করিবার জন্য সংহার-কর্ত্তার বেশ ধরিয়া আসিয়াছিল? কে বলিতে পারে এই বর্ত্তমান বিধান পুরাতন বিধান সকল বিনাশ করিবার জন্য আসিয়াছিল? তোমরা কি জান না পূর্ব্বকালে মহাত্মা-দিগের হৃদয়ে যে সকল উচ্চতম পবিত্র আশা উদিত হইয়া-ছিল সে সমুদায় আশা পূর্ণ করিবার জন্য স্বর্গ হইতে আনন্দ-বীণা বাজাইতে বাজাইতে ব্রাহ্মধর্ম্ম আসিল? বিনাশ করা ব্রাহ্মধর্ম্মের উদ্দেশ্য নহে; কিন্তু পূর্ণ করাই ইহার উদ্দেশ্য। জগতের সৃষ্টি অবধি আজ পর্য্যন্ত যত জাতি, যত ধর্ম্ম সম্প্রদায়, এবং যত সাধুর জন্ম হইয়াছে, তাঁহাদের সমুদায় আশা পূর্ণ হইবে, যদি ব্রাহ্মধর্ম্ম জগতের এক সীমা হইতে অন্য সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। সমস্ত দুঃখ যন্ত্রণা বিনষ্ট হইবে যদি পৃথিবীতে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হয়। বস্তুতঃ ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের যে দুর্জ্জয় বল তাহা যদি প্রকাশিত হয়, এ জগতে আর পাপ দুঃখ থাকিবে না। এক্ষণে প্রশ্ন এই এই ধর্ম্ম পূর্ণ হইবে কি উপায়ে? পুরাতন বিধি সকল বিনষ্ট করিবে না: কিন্তু সমুদায় একত্র করিয়া সংযোগ করিবে। সংসারী যেমন সংসারের সকল প্রকার সুখ একত্র করিয়া সংযোগ দ্বারা নিজের মনের মত একটী সুখের ছবি অঙ্কিত করে, ব্রাহ্মধর্ম্মও সেই রূপ সমুদয় বিধানের সার সত্য সকল সঙ্কলন করিয়া জগতের জন্য একটী সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ধর্ম্মজীবনের আদর্শ প্রস্তুত করেন। সংসারী ব্যক্তি আপনার কল্পনা পক্ষীকে পাঠাইয়া, কাহার বাড়ীতে গাড়ি ঘোড়া, কাহার নিকট বিপুল সম্পত্তি, সংসারের লাবণ্য কোথায় অতি আশ্চর্য্যরূপে প্রকাশিত, সংসারের সূর্য্য কোন্ দেশে অত্যন্ত প্রবলভাবে আপনার তেজ বিস্তার করিতেছে, সংসারের সুখ কোন্ স্থানে গভীর অতলস্পর্শ সাগরের ন্যায় আপনাকে অসীম বলিয়া পরিচয় দিতেছে, এ সকল তত্ত্ব অন্বেষণ করে। যেখানে যত সুন্দর বস্তু এবং সুখের ব্যাপার আছে, কল্পনাপক্ষী দ্বারা সমুদয়ের প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিয়া সংসারী ব্যক্তি একটী বিচিত্র ছবি অঙ্কিত করে। এই রূপে কল্পনা যখন চরিতার্থ হইল, সংসারী কিরূপে সেই সুখে সুখী হইবে তজ্জন্য ব্যস্ত হয়। তখন সে সকল সুখের স্বপ্ন পূরণ করিবার জন্য সংসারী তাহার বুদ্ধি, এবং হস্ত পদাদি পরিচালন করিতে চেষ্টা করে। কোন্ পথে গেলে সেই সমুদয় সুখ লব্ধ হয় ব্যাকুল হইয়া তাহাই জিজ্ঞাসা করে। সংসারী এই রূপে কেবল সুখের স্বপ্ন এবং কল্পনাই দেখে। এত গুলি সামগ্রী এই প্রকারে সংযো-জিত না হইলে তাহার সুখ হইল না। তাহার এই কল্পিত নূতন ছবি অনুসারে পৃথিবীতে কেহই সুখী হয় নাই কিন্তু সে সমুদয় সুখের সামগ্রী যদিও এক স্থানে কিম্বা এক সময়ে দেখা যায় না, তথাপি সে সমুদয় সুখ আংশিকরূপে, হয় এই দেশে নতুবা অন্য দেশে, হয় এই সময়ে নতুবা অন্য সময়ে ছিল। কল্পনাপক্ষী সংসারে গিয়া যে সকল সুখের দৃষ্টান্ত আহরণ করে সে সমুদয়ই পৃথিবীর বস্তু। সেই পুরাতন ব্যাপার সকল লইয়াই কল্পনা একটী নূতন ছবি চিত্রিত করে এই মাত্র। সেই ছবিই সংসারী ব্যক্তির সুখের স্বপ্ন। সংসারির স্বপ্ন পূর্ণ হয় কি না তাহা আর বিস্তা-রিত রূপে বলিবার প্রয়োজন নাই। সংসারির সুখের স্বপ্ন এখানেই শেষ হউক। এক্ষণে সত্যধর্ম্মেররাজ্যে প্রবেশ করি। সেখানে দেখি, পৃথিবীতে যেমন সংসারী সুখের জন্য ব্যস্ত, ধার্ম্মিকও সেই রূপ ব্যাকুল হইয়া ধর্ম্মের সুখ অন্বেষণ করিতেছেন। আমরা ব্রাহ্ম, আমরাও সুখ চাই। আমরাও ইচ্ছা করি যে বর্ত্তমান বিধানের অনুগত হইয়া সুখী হই। আমাদের সুখের পূর্ণ আদর্শ কি? সমুদয় ছাড়িয়া যদি আমরা বৈরাগী হই তবে কি আমাদের আনন্দ হয়? যাহাদিগকে বাল্যকাল হইতে পিতা মাতা, ভাই, ভগ্নী, বন্ধু বান্ধব বলিয়া ভাল বাসিয়া আসিতেছি, তাঁহাদিগকে ছাড়িলে, না তাঁহাদিগের সঙ্গে থাকিলে সুখী হইব? ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিয়া, না ধর্ম্মপুস্তকাদি বিস-র্জ্জন দিয়া, কেবল ভক্তের মুখের সৌন্দর্য্য দেখিলেই সুখী হইব? আমাদের সুখের আদর্শ কি? কি হইলে ব্রাহ্ম তুমি সুখী হও? যথার্থ ব্রাহ্ম আংশিক ধর্ম্ম এবং আংশিক সুখ লইয়া তৃপ্ত হইতে পারেন না। তিনি বলেন, পৃথিবীর যত স্থানে যত প্রকার ধর্ম্মের সুখ হইয়াছে সেই সমুদয় আমি চাই। বর্ত্তমান বিধানও ঠিক সেই সমুদয় আশা পূর্ণ করিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছে। বর্ত্তমান বিধান কাহাকে বলি? যাহাতে দেখি সমুদয় পুরাতন বিধানের পূর্ণতা হইতেছে। জগতের সৃষ্টি অবধি আজ্ পর্য্যন্ত ব্রহ্মপরায়ণ সাধকেরা যত প্রকার যথার্থ ধর্ম্মের সুখ সম্ভোগ করিয়াছেন, যে বিধান অবলম্বন করিলে সেই সমুদয় সুখের আশা পূর্ণ হয় তাহাই এই বর্ত্তমান বিধান। পুরাতন বিধান সকল

বিনাশ করিবার জন্য নহে; কিন্তু সেই সমুদয় একত্র করিয়া সংযোগ দ্বারা একটী পূর্ণধর্ম্ম জীবনে সুখ দান করিবার জন্যই এই বর্ত্তমান ব্রাহ্মধর্ম্ম। কল্পনা পক্ষিকে এই উচ্চ কার্য্য করিতে দিব না; কিন্তু বিশ্বাসের ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া ঈশ্বরের ধর্ম্মরাজ্যে যে সকল মনোহর ফুল ফুটিয়াছে, যে সকল সত্যকলিকা প্রস্ফুত হইয়াছে, ভক্তিহস্তে সে সমুদয় গ্রহণ করিব। পরে দেখিব যখন সমুদয় ফুল এবং কলিকাগুলি সাজাইয়া রাখিলাম তখন আমাদের স্বর্গ হইল এবং সেই স্বর্গের শোভা দেখিয়া আত্মার মধ্যে তাহার একটী অনুরূপ মূর্ত্তি আঁকিয়া লইলাম। সুখী কিসে হইব? পুরাতন কালের বৈরাগীর ন্যায় স্ত্রী পুত্র ছাড়িয়া অরণ্যে গেলে সুখী হইব না, আবার দাও সুখ, দাও ধন মান, এই অবস্থা হইলেও সুখী হইব না। বিষয়ভোগে লিপ্ত হওয়া আমাদের ধর্ম্ম নহে এবং পিতা মাতা, স্ত্রী পুত্র, বন্ধু বান্ধব পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যে জীবন যাপন করাও যথার্থ বৈরাগ্য নহে। দুঃখী বৈরাগীকে আমরা মানি না, সুখী বৈরাগীকে আমরা মানি। সর্ব্বত্যাগী অথচ সকল সুখ গ্রহণ করেন যিনি, তাঁহাকেই আমরা সর্ব্বোৎকৃষ্ট, পুরুষোত্তম বৈরাগী বলিয়া মানি। বর্ত্তমান বিধান মতে এখনকার শ্রেষ্ঠ বৈরাগী কে? যিনি সপরিবারে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন। ইতিহাস বলিয়া দিতেছে, মহাত্মা চৈতন্য যখন সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার মাতা কাঁদিয়া ছিলেন। এই তিনি ছিলেন সংসারের সুখের মধ্যে, এই সর্ব্বত্যাগী, দুঃখী হইয়া ম্লান মুখে তিনি চলিয়া গেলেন। তাঁহার মাতা, তাঁহার স্ত্রী কাঁদিতে লাগিলেন। কবে সেই দিন হইবে যখন ব্রাহ্ম সন্ন্যাসীগণ চলিয়া যাইবেন জগৎকে উদ্ধার করিবার জন্য অথচ তাঁহাদের জননী, তাঁহাদের স্ত্রী ঈশ্বরের জয়ধ্বনি এবং সাধুবাদ করিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় দিবেন। আশা করি ব্রাহ্মধর্ম্ম শীঘ্রই সেই দিন আনিয়া দিবেন। যখন জগতের লোক এই বলিয়া আনন্দধ্বনি করিবে, ঐ দেখ, আমাদের কুলের এক জন জগৎকে উদ্ধার করিবার জন্য বৈরাগী হইয়াছেন, তখন পিতা, মাতা, স্ত্রী পুত্র, বন্ধু বান্ধব নিকটে আসিয়া সেই বৈরাগীকে এই কথা বলিবেন, ছাড় যাহা কিছু সংসারে বিষ আছে, আমরাই তোমার সংসারের কণ্টক তুলিয়া লইতেছি। তখন যতই তিনি তাঁহার আত্মীয়দিগের মুখে এ সকল কথা শুনিবেন ততই তিনি সুখী হইবেন এবং তাঁহারাও পরম সুখী হইবেন। সন্ন্যাসী হওয়া আর কাহার পক্ষে দুঃখের ব্যাপার হইবে না। নগরের সকলে বলিবে অমুক ব্যক্তি সুখের সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিলেন। আগেকার সন্ন্যাসীরা পরিবার এবং জনসমাজ ছাড়িয়া যাইতেন, এখনকার সন্ন্যাসীরা তাঁহাদের মধ্যেই রহিলেন; তাঁহাদের অনাসক্ত হৃদয়ের মোহিনী শক্তিতে সকলেই মুগ্ধ হইয়া তাঁহাদিগকে ধর্ম্ম প্রচার করিতে আরও উৎসাহ দিতে লাগিলেন। তাঁহারা যত্ন করিয়া বলেন, তুমি কি ছাড়িবে বল, আমরাই ছাড়াইয়া দিব, তুমিও সন্ন্যাসী হও আমরা ও সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী হই। জগতের মুখে ইহা শুনিয়া আরও প্রফুল্ল মুখে তাঁহারা বলেন, জগৎ! যদি যথার্থ সুখ চাও, আমার সঙ্গে এস, নিশ্চয়ই সুখী হইবে। পূর্ব্বে বলিত ঐ দেখ, সংসারের বাহিরে বৈরাগ্য; কিন্তু এখন দেখ, বৈরাগ্য সংসারে। আমাদের সুখের স্বপ্ন এই যে পৃথিবীতে শীঘ্রই একটী বৈরাগী পরিবার সংগঠিত হইবে। বৈরাগী পরিবারের একটী ঘর চাই। সেই ঘর কোথায়? ঈশ্বরের চরণে। ঐ চরণতলে সেই সকল সর্ব্বত্যাগী অথচ সর্ব্বসুখগ্রাহী বৈরাগী সকল দিবারাত্রি ভক্তিনদীর তটে বাস করিবেন। সেই পরিবারের কি পুরুষ, কি স্ত্রী, কি ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা সকলেরই মুখে কেবল ব্রহ্ম নাম। স্বামীর যদি ধর্ম্মসাধন সম্পর্কে কোন ত্রুটি হয় তাঁহার ব্রহ্মপরায়ণা স্ত্রী তাহা দূর করেন, এবং স্ত্রীর যদি কোন বিষয়ে আধ্যাত্মিক অভাব থাকে তাঁহার স্বামী বন্ধুভাবে তাহা মোচন করেন। সেই বৈরাগী পরিবারের সকলেই খড়্গহস্ত হইয়া পরস্পরের পাপাসক্তি বিনাশ করেন। সেই পরিবারের মধ্যে পিতা, মাতা, ভাই, ভগ্নী, স্ত্রী, পুত্র কেহই কাহাকেও এমন একটী কথা বলেন না যাহা আসক্তিকে বৃদ্ধি করে। এই বৈরাগী পরিবারই বৈরাগিদের স্বর্গ। পূর্ব্বে যাঁহারা বৈরাগী হইতেন তাঁহাদিগকে পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে হইত। এক্ষণে বর্ত্তমান বিধানে, ব্রাহ্মধর্ম্মের আদেশে, বৈরাগ্য এবং পারিবারিক ধর্ম্মের সামঞ্জস্য হইল। পৃথিবীতে যাহা কখনও কেহ দেখে নাই, ব্রাহ্মধর্ম্ম তাহা দেখাইবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন। ইন্দ্রিয় দমন কর, অথচ পরিবার মধ্যে থাক ইহা ব্রাহ্মধর্ম্মেরই উপদেশ। ইহাতে নূতন উপকরণ আনিলে না, কেন না জগতের ইতিহাস, বৈরাগ্য এবং গৃহধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতম দৃষ্টান্ত সকল দেখাইয়া দিতেছেন, কিন্তু এ সমুদয় একত্র করিলে ইহাদের সংযোগ দ্বারা যে ছবি হইল তাহাই বৈরাগী পরিবারের আদর্শ। পৃথিবীতে এই বৈরাগী পরিবার প্রতিষ্ঠিত হইলেই আমাদের স্বর্গের আশা পূর্ণ হইবে। এই স্বপ্ন যদি দেখি ইহা স্বপ্ন নহে। নিশ্চয়ই এক দিন ইহা হইবে। ব্রাহ্মগণ! যদি সুখী হইতে চাও তবে যাহাতে পৃথিবীতে শীঘ্র এই বৈরাগী পরিবার সংস্থষ্ট হয় তজ্জন্য কায় মন প্রাণ উৎসর্গ কর। তাহা হইলে মনের উচ্চ কামনার পরিসমাপ্তি হইবে; এবং তখন দেখিবে স্বামী, ভার্য্যা, ভাই, ভগ্নী, কাহারও মুখে আসক্তির চিহ্ন মাত্র নাই; কিন্তু সকলেরই হৃদয়ে বৈরাগ্যের পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া পৃথিবীতে স্বর্গের শোভা বিস্তার করিয়াছে।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

(গৃহবাসী বৈরাগী এবং জগদ্বাসী বৈরাগী।)

রবিবার, ১৫ই চৈত্র, ১৭৯৬।

রাগী ও বিষণ্ণ বৈরাগী, শান্ত ও প্রসন্ন বৈরাগ্য এই দুইয়ের মধ্যে কত প্রভেদ তাহা তোমরা জানিয়াছ। শুষ্ক ভাব ধারণ করিয়া লোকের প্রতি বিরক্ত হইলেই পৃথিবীর বৈরাগী সকল জগতের নিকট সমাদৃত হয়; কিন্তু শান্তি ও সুখ যাঁহার মুখকে সর্ব্বদা প্রফুল্ল করিয়াছে, যিনি সকলের প্রতি প্রসন্ন তিনিই যথার্থ বৈরাগী। সেই ব্যক্তিকে বৈরাগী বলা যায় না, যে সকলের প্রতি অপ্রসন্ন, কিছুতেই তুষ্ট হয় না। অসুখী যে ব্যক্তি তাহার হৃদয়ে ঈশ্বরের বাসস্থান হয় নাই। যিনি ঈশ্বরেতে আত্মা সমর্পণ করিয়া সর্ব্বদাই নির্ভয় এবং চিরপ্রসন্ন, তিনিই যথার্থ বৈরাগী। যেমন বিষণ্ণ ও প্রসন্ন বৈরাগীর মধ্যে প্রভেদ, তেমনিই গৃহবাসী ও জগদ্বাসী বৈরাগীর মধ্যে প্রভেদ। গৃহবাসী বৈরাগী আপনার জন্যই ব্যস্ত, সর্ব্বদাই আপনার হিতসাধনে বিব্রত, আপনার চিত্ত-শুদ্ধি সাধনই তাহার সমুদায় কার্য্যের লক্ষ্য, আপনাকে আপনার প্রতি কর্ত্তব্য সাধনে নিযুক্ত করিলেই সেই ব্যক্তি কৃতার্থ হয়। তাহার জীবন দেখিলেই বুঝা যায় যে এই ব্যক্তি শুদ্ধ ইহার নিজের জন্যই জগতে বাস করিতেছে। এই ব্যক্তি আপনি উপাসনা করে, আপনি অমৃত পান করে; কিন্তু আর কাহাকেও ডাকিয়া অংশী হইতে দেয় না। পরের মুখ দেখিলে তাহার তপস্যা ভঙ্গ হয়। নির্জ্জনে তাহার হৃদয় উচ্চ উপাসনাতে নিমগ্ন থাকে বটে, তপস্যা ভূমিতে যোগের বলে স্বর্গ তাহার নিকটস্থ হয়; কিন্তু জগজ্জ-নের সংস্পর্শেই তাহার সমস্ত যোগ ভঙ্গ হয়, অতএব সে কেবল জগজ্জনের প্রতি নহে কিন্তু সজ্জনের প্রতিও বিরক্ত। কোন মতেই সেই ব্যক্তি তাহার যোগ ভঙ্গ হইতে দিবে না। এই শুভ অভিপ্রায়ে লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া সেই ব্যক্তি নির্জ্জন গহন বনে সাধন আরম্ভ করিয়া মনুষ্য মাত্রকে বিঘ্নের আলয় মনে করে এবং নর নারী কাহাকেও নিকটে আসিতে দেয় না। কিসের জন্য? বিঘ্নহীন উপা-সনার জন্য। যত কিছু সদ্ভাব, দয়া ও অনুরাগ ঈশ্বর মনুষ্য-কে মনুষ্যের সঙ্গে বদ্ধ করিয়া রাখিবার জন্য সৃজন করিয়া-ছেন, সেই সমুদয় ছেদন করিয়া, পরিবারচ্যুত, সমাজচ্যুত, এবং জগৎ-চ্যুত হইয়া একটী সাধনের দ্বীপে বসিয়া সেই ব্যক্তি তপস্যা করে। তাহার সকল দিকেই গুণ দেখা যায়, উচ্চ সাধন জন্য সেই বৈরাগী প্রশংসনীয়; কিন্তু তাহার অন্তরে প্রেম নাই। সমুদয় নর নারীকে ঈশ্বরের পুত্র কন্যা জানিয়া আদর করা দূরে থাকুক বরং তপস্যার বিঘ্ন বলিয়া ঘৃণার সহিত সেই ব্যক্তি সকলের সহবাস পরিত্যাগ করে। অতএব তাহার ধর্ম্ম যে ঈশ্বরপ্রতিষ্ঠিত নহে ইহাতে আর কে সন্দেহ করিতে পারে? বৈরাগ্যের ভূষণ যে প্রেম তাহাই যাহার নাই তাহাকে কি রূপে বৈরাগী বলিবে? তাহার সাধন ভজন সকলই গুপ্ত ব্যাপার। লোকশূন্য স্থানে থাকিয়া আপনাকে ঈশ্বরের পূজায় উৎসর্গ করিবে এই তাহার লক্ষ্য। গৃহবাসী বৈরাগীর এই লক্ষ্য। কিন্তু জগদ্বাসী বৈরাগীর লক্ষণ এ রূপ নহে। আপনিই গৃহবাসী বৈরাগীর আপনার গৃহ; কিন্তু জগদ্বাসী বৈরা-গীর গৃহ সমস্ত জগৎ। জগতের জন্য তিনি জন্মগ্রহণ করেন, জগতের জন্য তিনি জীবন ধারণ করেন। তাঁহার হৃদয়ের ভিতরে তিনি থাকেন না; কিন্তু তিনি বাস করেন পরের আলয়ে। প্রত্যেক জগদ্বাসীর মধ্যে তিনি বাস করেন। তাঁহার আমিত্ব পরের মধ্যে, আত্মপর প্রভেদ তিনি জানেন না। আর সকল স্থানে তাঁহাকে পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁহার আপনার মধ্যে তাঁহাকে পাওয়া যায় না। যথার্থ বৈরাগী নিজের শরীর, এবং নিজের হৃদয় ছাড়া আর সকলের মধ্যে বাস করেন। তিনি আত্ম-বিস্মৃত হইয়া জগতে ব্যাপ্ত হইয়া জগতে বাস করিতেছেন। আমি জগতের মধ্যে এবং জগৎ আমার মধ্যে এই বিনিময় সাধন দ্বারা আরম্ভ হয়। কেহ কেহ প্রথম বয়সেই এই প্রেমযোগে যোগী হন। তাঁহাকে বৈরাগী বলি যিনি পরের ঘরে আহার করেন, পরের ঘরে সুখ সঞ্চয় করেন, এবং পরের ঘরে পুণ্য সঞ্চয় করেন। তাঁহার নিকটস্থ এবং দূরস্থ সমুদয় লোকের মধ্যে তিনি বাস করেন; কিন্তু তাঁহার নিজের ঘরে তিনি থাকেন না। তাঁহার শরীর ছেদন করিয়া দেখ, তাহা হইতে যত রক্ত বিন্দু পড়িবে, দেখিবে প্রত্যেক রক্ত বিন্দুর মধ্যে জগতের জীবন। জগৎ ঘুরিতেছে তাঁহার মধ্যে, তিনি ঘুরিতেছেন জগতের মধ্যে, চিরকালই তিনি জগতের। সাধু বৈরাগীর জীবন এই রূপ হইবেই হইবে। পরোপকারের জন্য তাঁহার সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন ইহা বলিলেও যথার্থ বৈরাগীর সম্পর্কে কিছুই বলা হইল না। কিন্তু তিনিই জগৎ, অথবা জগ-তের ভিতরে তিনি থাকেন, ইহাই তাঁহার সম্পর্কে সত্য কথা। যিনি যথার্থ বৈরাগী তাঁহাকে কষ্ট দিবার জন্য তাঁহার গাত্রে হস্ত স্থাপন করিতে হয় না; কিন্তু জগতের একটী লোককে মারিলেই তাঁহাকে মারিলে। কেহ পরের ধন হরণ করিল, তিনি মনে করিলেন, সেই ব্যক্তি তাঁহার ধন হরণ করিল, কেননা যথার্থ বৈরাগী অভিন্ন শরীর, অভিন্ন মন, এবং অভিন্ন হৃদয় হইয়া সেই ধনীর জীবনের মধ্যে বাস করিতেছেন। পৃথিবীর লোক পরস্পরের প্রতি যত অত্যা-চার করিতেছে, যত লোককে মারিতেছে, তিনি মনে করেন, সকলেই তাঁহাকে মারিতেছে। কেননা তিনি জগতের দুঃখে দুঃখী। তাঁহার মত সমদুঃখী আর কেহ নাই। জগতের দুঃখ কষ্টভার কোথায়? কেবল যাহারা কষ্ট পাইতেছে তাহাদের নহে; কিন্তু যত বৈরাগী এই পৃথিবীতে বাস করি-তেছেন, জগতের সমুদায় দুঃখভার তাঁহাদের অন্তরে। পর

Register No. 66

সুখে সুখী পর দুঃখে দুঃখী, জগদ্বাসী বৈরাগীর এই লক্ষণ। জগতের দুঃখে তাঁহার দুঃখ, জগতের সুখে তাঁহার সুখ। সকলের হৃদয়ে তিনি আছেন, এবং জগতের সঙ্গে তিনি একশরীর একপ্রাণ হইয়া গিয়াছেন। তিনি আমিত্ব বিনাশ করিয়াছেন, আপনার জন্য কিছুই রাখেন নাই, আপনার সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া পরের উপকারার্থে তিনি পথে পথে বেড়াইতেছেন। একটী নির্জ্জনে বসিয়া থাকিলেও তিনি জগতের কল্যাণ চিন্তা করেন। জগৎ ছাড়া তিনি থাকিতে পারেন না। কখনও তিনি আপনার মধ্যে আপনি থাকিতে পারেন না, এবং নিজের জন্য কিছুই করিতে পারেন না। কি সজনে কি গোপনে জগতের সেবা করাই তাঁহার জীবনের ব্রত। সেই স্বর্গের বৈরাগী, ঈশ্বর যেমন আপনার জন্য কিছুই করেন না, কিন্তু তাঁহার সন্তানদিগকে সুখে রাখিবার জন্যই ব্যস্ত, তাঁহার অনুগত শিষ্য জগদ্বাসী বৈরাগীও সেই রূপ তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসারে নিজের জন্য কিছুই করেন না; কিন্তু জগৎকে সুখী করিবার জন্যই তিনি আপনার সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। গৃহবাসী স্বার্থপর বৈরাগীর স্বর্গে ঈশ্বর এবং সেই ব্যক্তি ভিন্ন আর কেহ নাই। কিন্তু যে স্বর্গেতে মনুষ্য নাই, নর নারী নাই সে খানে যদি ঈশ্বর থাকেন তিনি ঈশ্বর নহেন। জীবশূন্য, মনুষ্যশূন্য যদি কোন পবিত্র স্থান কল্পনা করা যায় তাহা ভাবিতে সুন্দর বটে; কিন্তু তাহা কি মিথ্যা কল্পনা নহে? যথার্থ ঈশ্বর যেখানে সেখানে জীব নাই, সেখানে নর নারী নাই, ইহা হইতে পারে না। ঈশ্বরের দয়া তাঁহাকে টানিতেছে, জীবদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য তাঁহাকে আকর্ষণ করিতেছে। তাঁহার নিষ্কলঙ্ক প্রেমের অনুরোধেই তিনি তাঁহার কলঙ্কিত সন্তানদিগের নরকের মধ্যে আসেন। তিনি আপনার স্বভাব গুণেই পাপীদের মধ্যে বাস করিতেছেন, দয়া আপনার মধ্যে থাকিতে পারে না। যখন দুঃখীরা দুঃখ পাইতেছে দেখেন, তখন কি দয়াময় ঈশ্বর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? কেন তিনি দয়ালু হইলেন? পাপীর পরিত্রাতা কি পাপীদিগকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেন? ভক্তবৎসল ভক্তদিগকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না। তিনি পাপীর দ্বারে দ্বারে গিয়া তাঁহার প্রেমামৃত বিতরণ করিতেছেন। ঈশ্বরের যদি এই স্বভাব হইল তবে পৃথিবীর সামান্য বৈরাগীরা কি জগতের দুঃখিদিগকে সুখী করিতে চেষ্টা করিবে না? স্বর্গের রাজা নিষ্কলঙ্ক ঈশ্বর যদি পাপিদিগকে এত দয়া করেন, পৃথিবীর ক্ষুদ্র বৈরাগীরা কি রূপে তাহাদিগকে ঘৃণা করিবে? এই কারণেই যথার্থ বৈরাগীরা যাহাতে জগতের লোক ভাল হয়, যাহাতে তাহাদের শারীরিক মানসিক সুখ বৃদ্ধি হয়, সেই জন্য আপনাদের জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। তাঁহারা পরের উপকার করাকে কঠোর কর্ত্তব্য মনে করেন না, কিন্তু আনন্দের সহিত, সুখের সহিত সকলের ইষ্ট সাধন করেন। জগদ্বাসী বৈরাগী জগতের সঙ্গে একীভূত হইয়া তাঁহার সকলই জগৎকে দিয়াছেন। ক্ষুদ্র তাঁহার হৃদয়; কিন্তু তাহার মধ্যে প্রকাণ্ড জগৎ অথবা জগদ্বাসী সকলের ঘর বাড়ী, অট্টালিকা অঙ্কিত রহিয়াছে। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের লোক তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে ক্রীড়া করিতেছে। তিনি যে জগদ্বাসী প্রত্যেকের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন তাহা নহে; কিন্তু ঘরের ভিতর বসিয়া তিনি জগৎকে ভাল বাসেন। যতবার নিমিলিত নয়নে তিনি ভিতরে দেখেন, ততবারই তিনি আপনাকে দেখেন না; কিন্তু দেখেন সমস্ত জগতের লোক তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে বেড়াইতেছে। তিনি যে বাহিরের কার্য্য দ্বারা লোকদিগের উপকার করিয়া প্রেম সাধন করেন তাহা নহে; কিন্তু তিনি অন্তরে অন্তরে জগদ্বাসী লোকদিগের প্রতি মধুময় ভালবাসা পোষণ করেন। যখন কার্য্য আরম্ভ করেন তখন তাঁহার প্রেম পরিপক্ক হয়। দয়ার কার্য্য পরকে আপনার করা। দয়ালু বৈরাগীই যথার্থ বৈরাগী। নির্দ্দয় বৈরাগী বৈরাগী নহে। জগদ্বাসী বৈরাগী আহার করেন জগতের সেবা করিবার জন্য। তিনি ধন সঞ্চয় করেন পরের জন্য, পড়েন, পরের জন্য। আমিত্ব তিনি অনেক কাল ছাড়িয়াছেন। চিরকালই পরের অন্নে প্রতিপালিত হইয়া তিনি আপনাকে ভুলিয়া গিয়াছেন। নির্দ্দয়তা তিনি জানেন না। জগতের কল্যাণে তাঁহার কল্যাণ। জগৎ ছাড়া স্বর্গ তিনি দেখিতে পান না। চিরকাল তিনি প্রেমার্দ্র নয়নে জগতের মঙ্গল সাধন করেন। জগৎ তাঁহার ভিতরে, এবং তিনিই জগৎ হইয়া গিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার পক্ষে ত্যাগস্বীকার কি? অন্যকে অন্ন দিলেন তিনি, মনে করিলেন তিনি আপনি আহার করিলেন, কেন না তিনিই যে জগৎ। ঔষধ দ্বারা কোন দেশের রোগ দূর হইল তিনি মনে করিলেন আমার ভার কমিল। জগদ্বাসিদের দুঃখ আপনার ভিতরে লইয়া তিনি জগতের দুঃখ দূর করেন। তিনি জগতের ভৃত্য, জগতের কল্যাণেই তিনি বিব্রত থাকেন এবং এই প্রেমের ব্রতেই তিনি আপনাকে সুখী মনে করেন।

সংবাদ।

আমরা দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে অল্প কয়েক মাসের মধ্যে আমাদের অনেক গুলি ব্রাহ্মবন্ধু স্ত্রী বিয়োগ শোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। কেবল যে তাঁহারা শোক পাইয়াছেন সেই জন্য আমরা দুঃখিত তাহা নহে, ইহা দ্বারা অনেকে ঘোর পরীক্ষায় পতিত হইয়া ধর্ম্মভ্রষ্ট হইবেন ইহাও আমাদের একটী অতিশয় ভাবনার বিষয়। ধন্য তাঁহারা যাঁহারা পরলোকগতা স্ত্রীর প্রতি বিশ্বস্ত থাকিয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করেন। এ রূপ দুর্ঘটনায় স্ত্রীর প্রতি কাহার কত শ্রদ্ধা অনুরাগ তাহাও প্রকাশ হইয়া পড়ে

এই পত্রিকা কলিকাতা ১৩নং কলেজ স্কোয়ার মঙ্গলগঞ্জ মিশন যন্ত্রে ১লা বৈশাখ, শ্রীগোপালচন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত হইল

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং।
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তুবৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৮ম ভাগ। ৮ম সংখ্যা। | ১৬ই বৈশাখ, বুধবার, ১৭৯৭ শক। | বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফস্বল ঐ ৩৷০

প্রার্থনা

হে দীনজন-প্রতিপালক, চিরমঙ্গলদাতা পরমেশ্বর! এই বিশ্বনিবাসী অসংখ্য প্রাণী-পুঞ্জের জীবনোপায় তোমার হস্তে রহিয়াছে, তুমি সকলের ভার গ্রহণ করিয়া যাহার যাহা প্রাপ্য তাহাকে তাহা দিতেছ। জীবের কর্ম্মানুসারে তুমি চিরদিন ফল বিধান করিয়া থাক। তবে হে অনাথনাথ! আমি বৃথা ভাবনা চিন্তায় কেন শরীর মনকে হীনবল অবসন্ন করিব? তুমি স্বয়ং যেখানে আমার জীবনের ভার গ্রহণ করিয়াছ তখন আর আমার ভাবনা কি? বৃথা ভাবনা এবং দুশ্চিন্তায় কিছুই হয় না, অধিকন্তু তাহাতে কেবল হৃদয় আশাশূন্য হইয়া যায়। তোমাকে সহায় পাইয়াও যদি হে দীনবন্ধো! আমার ভাবনা দূর না হইল তবে কি আর আমি কখন নিশ্চিন্ত হইতে পারিব? হে দয়ারসাগর ভয়হারী পিতঃ! তুমি আমার অন্তরের উদ্বেগ উৎকণ্ঠা বিনাশ কর। প্রতি নিমেষে আমার জীবন তোমার উপর নির্ভর করিয়া স্থিতি করিতেছে, আমার যাহাতে মঙ্গল হয় তাহা তুমিই ভাল জান। আমি কেবল এই চাই যেন অলস হইয়া বসিয়া না থাকি। ভবিষ্যতে আমার এবং আমার পরিবারবর্গের কি উপায় হইবে সে ভাবনা আর না ভাবিয়া আমি কেবল তোমার আদেশ পালন করিব। কি রূপে আমার সমস্ত অভাব পূর্ণ হইবে তাহা তুমি জান। তুমি আমাকে যাহা করিতে বলিয়াছ আমি তাহাই করিতে থাকিব চিন্তিত হইব না; যতক্ষণ ক্ষমতা থাকিবে ততক্ষণ তোমার পদ সেবায় জীবনকে নিযুক্ত রাখিব। সন্দিগ্ধ-চিত্ত অল্প বিশ্বাসী হইয়া নিজের ভাবনা যখনই ভাবি তখনই অকূল চিন্তাসাগরে পড়িয়া প্রাণ হারাই। শরীর মনের উন্নতির গতি দর্শন করিয়া বুঝিতে পারিতেছি যে, তুমি আমার হস্তে আমার জীবনের সম্পূর্ণ ভার দাও নাই। তাহা যদি দিতে আমি এক দিনও বাঁচিতে পারিতাম না। অতএব হে প্রাণের অবলম্বন, জীবনসখা! আমি তোমার আদেশ পালন ভিন্ন আর কিছুই জানিব না। আমার নিজের ভার তোমার হস্তে রহিয়াছে এই বিশ্বাসে দৃঢ় নিশ্চয় হইয়া আমি দিবা নিশি তোমার কার্য্য করিতে করিতে দেহকে পতন করিব। আশীর্ব্বাদ কর হে করুণাসিন্ধু ঈশ্বর! তোমার প্রসাদ আমার এক মাত্র আশা ভরসা হউক। আমি মূঢ় এবং অজ্ঞান হইয়া বৃথা ভাবনায় কেবল সময় ক্ষয় করি, কিন্তু তাহাতে যে কিছুই হয় না তাহাত তুমি দেখিতেছ। আমি অবস্থা নির্ব্বিশেষে যাহাতে তোমার মুখ

পানে চাহিয়া সকল প্রকার ভয় ভাবনা হইতে নিষ্কৃতি পাই এবং প্রশান্ত হৃদয় বিশ্বাসীর ন্যায় অবিচলিত চিত্তে পরীক্ষার আঘাত সহ্য করিতে পারি তুমি এমন আশীর্ব্বাদ কর। দয়াময়, তোমার চরণে আমার এই বিনীত প্রার্থনা।

ব্রাহ্মসমাজের ভাবী আশা।

ব্রাহ্মধর্ম্মের মত সকল দিন দিন বিশুদ্ধ এবং সমুন্নত হইয়া একটী সুন্দর ধর্ম্মশাস্ত্র নির্ম্মাণ করত পূর্ণতার দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে, ব্রাহ্মচরিত্ররূপ ভয়ানক বিঘ্ন অন্তরায় সকল অতিক্রম করিয়া ইহা আপনার কলেবর বর্দ্ধিত এবং পরিপুষ্ট করিতেছে ইহাতে আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। এক্ষণকার প্রচারিত সুধাময় ধর্ম্মকথা সকল ভবিষ্যতের বহু দূর পর্য্যন্ত জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিবে, যদি সমস্ত ব্রাহ্মসমাজ সমূলে উন্মূলিত হইয়া যায় তথাপি ব্রাহ্মধর্ম্ম জগতের পরিত্রাণের সোপানরূপে ভবিষ্যদ্বংশগণের নিকট প্রকাশ পাইবে এ রূপ প্রত্যাশা আমরা করিতে পারি। কিন্তু একটী বিশুদ্ধ ধর্ম্মবিজ্ঞান ও সাধনতত্ত্ব প্রস্তুত করিয়া রাখিয়া যাওয়াই কি বর্ত্তমান ব্রাহ্মদিগের এক মাত্র উদ্দেশ্য ? তাহা যদি হয় তবে আমাদের হৃদয়ের আশা পরিতৃপ্ত হইল না। তাহা নয়, উন্নত ধর্ম্মবিজ্ঞান পৃথিবীকে প্রদান করা যেমন ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য তেমনি মতের সত্যতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য, অর্থাৎ তাহা জগৎকে প্রত্যক্ষরূপে দেখাইবার জন্য জীবনে তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা এবং দেখান ইহার এক প্রধান উদ্দেশ্য আছে। কোথায় সে রূপ জীবন এবং তাহার আশাই বা কোথায়,এক বার তাহা ভাবিয়া দেখা যাউক।

ব্রাহ্মসমাজের মধ্যকাল হইতে বর্ত্তমান কালের ইতিহাস যদি পাঠ করা যায় তাহা হইলে আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাইব যে, অন্ততঃ দুই তিন সহস্র ব্যক্তি ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়া পুনরায় ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। যাঁহাদের পতনের কোন লক্ষণ পূর্ব্বে দৃষ্টিগোচর হয় নাই, এমন কি যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া শতশত ব্রাহ্মকে উপদেশ দিয়াছেন, তাঁহারাও এখন ঘোর দুর্দ্দশার মধ্যে পতিত হইয়াছেন। এখনও এ অধঃগতির বিরাম নাই। কিছুতেই যাঁহাদের পতনের সম্ভাবনা ছিল না তাঁহারাও ক্রমে ক্রমে পশ্চাদ্বর্ত্তী হইতেছেন। যে সকল ব্যক্তি প্রাচীন বয়সে পককেশ পলিত চর্ম্ম হইয়া প্রেম ভক্তি যোগ তপস্যা ধর্ম্মনিষ্ঠার উচ্চ দৃষ্টান্ত দেখাইবেন আশা করা গিয়াছিল, তাঁহারা প্রাচীন হইলেন বটে, কিন্তু ধর্ম্মজীবন সম্বন্ধে নহে, কেবল শরীর সম্বন্ধে। তাঁহারা প্রাচীন হইয়া সুবিধার হিন্দুধর্ম্ম সাগরের অনেক গভীর স্থানে গিয়া পড়িয়াছেন আর তাঁহাদের উঠিবার আশা নাই। শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্ম হইয়া হিন্দু হইতে গেলে যে রূপ বিকৃতি হইবার তাহা তাঁহাদের হইয়াছে। তাঁহাদের দৃষ্টান্তে এই শিক্ষা করা গেল যে, ব্রাহ্মসমাজে প্রকৃত প্রাচীন যোগী ব্রাহ্ম এখনও কেহ হন নাই। যথার্থ যোগ, সাধুতা, ব্রতপরায়ণতা তাঁহারা শিক্ষা দিতে অক্ষম হইলেন। ভবিষ্যতে ব্রাহ্মধর্ম্ম যদি কখন কপট হিন্দুধর্ম্ম হয় তবে তাহার দৃষ্টান্ত ইহাঁরা দেখাইয়া গেলেন, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের ভাবী আশা এবং দৃষ্টান্ত স্থল তাঁহারা হইলেন না। যুবাদিগের ত কথাই নাই। যিনি এক সময় সমস্ত জীবন ব্রহ্মপদে উৎসর্গ করিয়া বিবিধ কষ্ট বহনপূর্ব্বক যোগসাধন, ধর্ম্মপ্রচার, স্বদেশসংস্কার কার্য্যে ব্রতী ছিলেন এখন তিনি সংসারী হইতেও ঘোর সংসারী হইলেন। পরিত্রাণের অনুকূল বলিয়া তিনি যে যে ব্রত পূর্ব্বে গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা এখন কুসংস্কাররূপে তাঁহার নিকট প্রকাশ পাইতেছে। ঈশ্বরের নামে যাহা তিনি ত্যাগ করিয়াছিলেন এক্ষণে তাহা দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত ভোগ করিতেছেন। তাঁহাকে বুঝাইতে চেষ্টা

কর যে, বন্ধো! তোমার পূর্ব্বের মত আর ধর্ম্মভাব নাই। এই দেখ, তুমিই এক সময় যাহা নিজমুখে বলিয়াছ এখন তুমি তাহার বিপরীত আচরণ করিতেছ। এ কথা শুনিয়া তিনি মৃদুভাবে একটু হাস্য করিবেন। এক্ষণে সংসারে তিনি এমন ব্যস্ত যে,একবার আত্মচিন্তা করিবারও তাঁহার সময় নাই। এই রূপে তিনি পূর্ব্ব জীবনকে পদতলে বিদলিত করিয়া অতলস্পর্শ সংসার কূপে ডুবিলেন আর তাঁহার কোন আশা নাই। তাঁহার যে অধঃপতন হইতেছে ইহা বুঝিবারও আর তাঁহার ক্ষমতা নাই। যে সকল উৎসাহী যুবা পূর্ব্বে দীনভাবে নির্লিপ্ত বিষয়ীর ন্যায় ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতেছিলেন, বিষয় কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে বৈরাগী ও যোগীর দৃষ্টান্ত দেখাইতেন, তাঁহারা এখন ক্রমে ক্রমে আত্মপ্রতারণার মধ্য দিয়া সংসারাবর্ত্তে পতিত হইলেন। তাঁহাদের ধর্ম্মভাব কবিত্ব বাগ্মীতা সৎকর্ম্মশীলতা ভদ্র ব্যবহার সচ্চরিত্রতা প্রভৃতি যাহা কিছু গুণ আছে তাহা ভাবী আশার অবলম্বন হইতে পারিবে না।

প্রাগুক্ত তিন শ্রেণীর ব্রাহ্মের চরিত্র আলোচনা করিয়া যাহা আমরা দেখিতেছি তাহাতে আমরা এরূপ আশা করিতে পারি না যে পৃথিবীর পাপদগ্ধ নরনারী ইঁহাদের দৃষ্টান্তে কখন পরিত্রাণের পথানুবর্ত্তী হইবে। তবে আর আশা কোথায়? আমরা ইহা স্বীকার করিলাম যে, যদিও উৎসাহী ব্রাহ্মসংখ্যা ইদানী অনেক হ্রাস হইয়াছে তথাপি ব্রাহ্মজীবনে সাধারণতঃ কিছু সারবত্ত্বা জন্মিয়াছে। কিন্তু ইহাও ভবিষ্যৎ আশার পক্ষে যথেষ্ট নহে। যাহাকে পরিত্রাণ বলা যায় এমন ব্রাহ্মজীবন কোথায়? পৃথিবী আমাদের বক্তৃতা ও কবিত্ব শক্তি, ধর্ম্মশাস্ত্রদর্শিতা, তার্কিকতা, স্বদেশহিতৈষণা, সমাজ সংস্করণে পারদর্শিতা, বিশুদ্ধ ধর্ম্মমত এবং উদার ব্যবহার দর্শনে প্রশংসা করিতে পারে, কিন্তু ইহাতে পরিত্রাণের আশা পাইবে না। যে সকল চঞ্চল মতি অস্থির প্রতিজ্ঞ প্রাচীন ও যুবা ব্রাহ্মের কথা উল্লিখিত হইল উহা দুই এক ব্যক্তির চরিত্রের কথা নহে, কিন্তু উক্ত তিন ব্যক্তিকে তিন শ্রেণীর মস্তকরূপে গণ্য করিতে হইবে। এ কথা শুনিয়া কাহার দুঃখিত হইবার প্রয়োজন নাই, কেন না ইহা সত্য, এবং সত্য বলিয়াই যাহা কিছু দুঃখ। কোন যুবা কিম্বা বৃদ্ধের জীবন এখনও আশাপ্রদ হয় নাই; শীঘ্র হয় এই আমাদের বাসনা। এক্ষণে সুবুদ্ধি পাঠক বিচার করিয়া দেখুন, এ প্রকার যাহাদের জীবন তাহাদের দৃষ্টান্তে জগতের উন্নতির কোন আশা আছে কি না। পরিত্রাণের আশা নাই এ কথা আমরা নির্ভয়ে বলিব, বরং অনেক সাধু ব্রাহ্মের অধঃপতনের দৃষ্টান্তে অনেকের নিরাশা বৃদ্ধি পাইবে। তাঁহারা সাধারণের তুলনায় সজ্জন হইলেন তাহাতে কি? অধঃপতন যদি তাঁহাদের হইয়া থাকে, তবে যে কিঞ্চিৎ সাধু ভাব তাঁহাদের আছে তাহাও মূল্যহীন হইয়া গেল। উন্নতির আশা যেখানে নাই সেখানে সহস্র গুণ থাকিলেও তাহা কোন কার্য্যের নহে। যাহা দ্বারা জীবের পরিত্রাণ হইবে সেই ধর্ম্মাবলম্বীগণ যদি এ প্রকার দুর্ব্বল সারহীন হইলেন তবে জীবনসম্বন্ধে কোন আশা বা উচ্চ দৃষ্টান্ত এখনও মনে স্থান পাইতে পারে না। যাহারা মুক্তির আশাবাক্য প্রচার করিয়া জগতের আর্ত্তনাদ নিবারণ করিবে তাহারা এখনও ভবিষ্যতের গর্ভে রহিয়াছে। এখন আমাদের আশা ভরসা কেবল ঈশ্বরের চরণে। সেখানে যদি কোন মহাত্মাকে দেখিতে পাই তবে আহ্লাদের সহিত বলিব, ভবিষ্যতের আশা শীঘ্র সফল হইবে। যদি সেখানে কেহ থাক তবে শীঘ্র উত্তর প্রদান কর। পরিত্রাণের দৃষ্টান্ত যদি এখন নাও হও তথাপি বল, উচ্চৈস্বরে প্রমুক্ত হৃদয়ে ধর্ম্মবীরের ন্যায় বল, আমরা চিরকাল উন্নতির দিকে যাইতে চেষ্টা করিব, সর্ব্বান্তঃকরণে প্রাণ দিয়া চেষ্টা করিব। অন্ততঃ এই কথাটী বল যে, ভীরু কাপু-

রুষের ন্যায় আর কপট হিন্দু হইব না, কর্ত্তব্য-পরায়ণতার ভাণ করিয়া স্বার্থপর সংসারী হইব না। বল,যদি কেহ সাহসী পুরুষ থাক,যে আমরা চিরকাল ব্রাহ্মব্রত পালন করিব। যাঁহারা অনেক আশা দিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে বিশেষ ব্যাকুলতার সহিত আমরা শেষ কথা এই বলিতেছি যে, তোমরা জ্ঞানগৌরব অথবা হিন্দুধর্ম্মের মধ্য দিয়া ধর্ম্মহীন সংসারী হইবার পূর্ব্বে এক বার পশ্চাতের দিকে ফিরিয়া এই কথাটীর উত্তর দিও যে, তোমরা ব্রাহ্ম থাকিবে কি না। হিন্দু ব্রাহ্মের কথা বলিতেছি না, ব্রাহ্ম ব্রাহ্ম থাকিবে কি না ইহাই আমরা শুনিতে চাই। ভবিষ্যতের আশা সফল হইবার পক্ষে অনেক শুভ চিহ্নও আমরা দেখিতেছি,কেবল জন কতক দৃঢ় প্রতিজ্ঞ সাহসী সরল সাধক পাইলেই আমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করি। পার্থিব সুখ সৌভাগ্য বিস্তারের জন্য পৃথিবীতে অনেক যোগ্য লোক আছে এবং ভবিষ্যতে আরও জন্মিবে, ঐশ্বর্য্য বিদ্যা বুদ্ধিতে তাহারা ব্রাহ্ম অপেক্ষা অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ সন্দেহ নাই,কিন্তু ব্রাহ্মদিগের উদ্দেশ্য অন্যবিধ। ব্রাহ্মগণ! যদি তোমরা ভবিষ্যতের মুক্তির পথ পরিষ্কারপূর্ব্বক আপনাপন জীবনে পরিত্রাণের প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে পার তবেই তোমাদের জীবন ধন্য হইবে। বিদ্যা বুদ্ধি ক্ষমতা দেখিলে জগতের কোন আশা হইবে না। এক জন মুক্ত পুরুষের স্বর্গীয় জীবনে যে উপকার হয়, সহস্র বিদ্বান্ ক্ষমতাশালী ব্যক্তির দ্বারা তাহা হইতে পারে না। পার্থিব ক্ষমতা স্বর্গীয় জীবন দান করিতে সক্ষম নহে।

তপস্যাচরণ।

যোগী ব্যক্তি ব্রহ্মচর্য্যব্রত অবলম্বন করিয়া সমাধিসাধনে ও ব্রহ্মমননে চিত্ত সমর্পণ করেন। যাঁহারা ধর্ম্মের উচ্চ সোপানে আরোহণ করিতে অভিলাষী, তপস্যাচরণ তাঁহাদের নিকট নিত্যব্রতরূপে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু তপস্বী ব্রাহ্ম কয় জন দেখিতে পাওয়া যায়? যাহাদের অন্তরে এখনও রিপুগণ বিলক্ষণ রাজত্ব করিতেছে, তাহারা কি কখন ঈশ্বরের মধুর নামে বিগলিত হইতে পারে? লোভ ও স্পৃহা যেরূপ প্রবল তাহাতে সমাধিভঙ্গ সহজেই হইতে পারে এবং ধ্যান ধারণায় তাহা ঘটিয়াও থাকে। কুপ্রবৃত্তি ও বেগবতী সুখাসক্তির তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে অতিশয় চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। সুতরাং ঈদৃশ মন লইয়া সমাধি ও যোগসাধন দুষ্কর বলিয়া অনুভূত হয়। সমুদায় ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার জন্য যখন ইচ্ছা এখনও নিরতিশয় বলবতী ও উন্মুখ, তখন সমুদায় মন সমুদায় হৃদয় ও সমুদায় আত্মার সহিত কে বলিতে পারে যে আমি ঈশ্বরকে চাই ও তাঁহাকে ভালবাসি? সুতরাং মোক্ষধর্ম্ম বহু দূরে অবস্থিতি করিতেছে। মানবজীবনের ধর্ম্ম অতি নিগূঢ়, কিন্তু সংসারের প্রচলিত আপাতসুখদ ধর্ম্ম সকলেরই প্রার্থনীয়। তাহাতেই যাবতীয় লোক সন্তুষ্ট, এখন আর কেহ সুখের রেখা মাত্র অতিক্রম করিয়া মোক্ষধর্ম্মের উচ্চ সোপানে আরোহণ করিতে চাহে না।

বাস্তবিক দেখিতে গেলে ধর্ম্মের সহিত যে রত্নাকরের সাদৃশ্য দৃষ্ট হয় তাহাতে আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। ইহাতে যতই নিমগ্ন হইবে ততই অভিনব রত্ন আবিষ্কৃত হইতে দেখিবে। গভীর হইতে গভীরতর স্থানে যাও,দেখিবে অনুপম অমূল্য রত্নরাজি বিরাজমান। কিন্তু যাহারা তপস্যাচরণ না করে তাহারা কিরূপে স্বর্গীয় ব্রহ্মতেজে তেজস্বান্ হইয়া ভৌতিক জগতের অতীত সেই সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বরের চরণতলে এক আশ্রমগৃহ নির্ম্মাণ করত সেখানে দিবানিশি যোগ সমাধিতে অতিবাহিত করিবে? অতএব যে তপস্যাচরণে সর্ব্বদা অনুরক্ত সেই প্রকৃত যোগী। তবে কিরূপে তপঃসাধন করিতে হইবে তাহা মোক্ষধর্ম্মাশ্রিত ব্যক্তি মাত্রেরই অবগত হওয়া আবশ্যক। প্রথমে আপনাকে পৃথিবীর ধূলির সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া দীনতা ও দরিদ্রতার মুকুট পরিধান করিতে হইবে। যাঁহারা এই ভাবে তপস্যাচরণ করেন, তাঁহাদের দীনতা ও দরিদ্রতার মধ্যে স্বর্গীয় সুখ সম্পদ। তপোধন সেই দরিদ্রতার শিরোভূষণে সুশোভিত হইয়া ত্রিভুবনপতি ঐশ্বর্য্যের স্বামীকে অন্তরে সম্ভোগ করেন।

হৃদয় তাঁহাদের সর্ব্বদা সন্ন্যাসী, কি আহার করিব কি পান করিব এ চিন্তা তাঁহাদিগকে আন্দোলিত করে না। সংসার তাঁহাদের পক্ষে সন্ন্যাসাশ্রম তাঁহারা বাহিরে দরিদ্র বটে কিন্তু বাস্তবিক ধনী, দুঃখী বটে কিন্তু স্বয়ং আনন্দজলধি, পর্ণকুটীরে তাঁহাদের বাস বটে, কিন্তু রাজপ্রাসাদ হইতেও তাহা সুন্দর ও স্থায়ী। পৃথিবীর নিকট অবমানিত ও ঘৃণিত কিন্তু ঈশ্বরের নিকট সমাদৃত ও ভক্ত সাধকদিগের সমক্ষে সম্মানিত। পার্থিব পদার্থ আর তাঁহাদের প্রার্থনীয় নহে। সম্পূর্ণ অভাবের মধ্যে নির্ম্মল শান্তিচন্দ্রমার প্রকাশ। তপস্বিদিগের এটী প্রথম সাধন। দ্বিতীয়তঃ তাঁহারা আপনার অঙ্গ হইতে সুখের আভরণ এক একটী করিয়া খুলিয়া লইয়া জগতের সমুদায় নর নারীর কণ্ঠের ভূষণ করিয়া দেন। এই রূপে তাঁহাদের আমিত্ব জগতে বিলীন হইয়া যায়। তাঁহারা সর্ব্বভূতে আপনাকে দর্শন করেন এবং আপনার মধ্যে জগৎকে প্রত্যক্ষ করেন। আপনার যত সুখ সম্ভোগ লোভ ও স্পৃহা তাহা অপরকে দান করিলেন এবং অপরের যত চিন্তা দুর্ভাবনা, ক্লেশ যন্ত্রণা বিপদ অপমান ও তিরস্কারের ভার তাহা আপনার মস্তকে বহন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই রূপে বৈরাগ্য ও ব্রহ্মচর্য্যের স্বর্ণহার কণ্ঠে পরিধান করিয়া স্বর্গীয় পরিবারে পিতার নামরসে নিমগ্ন ও গুণ কীর্ত্তন করিতে সাধক তপস্যায় প্রবৃত্ত হন। তখন তিনি তপোধন হয়েন। সমাধিতে বাহ্য জগৎ বিলুপ্ত প্রায় হয়, তাহাতে যখন তিনি উপবিষ্ট হন তখন অনুপম অলৌকিক সুখসাগরের মধ্যে প্রবিষ্ট হন। কোথায় যে প্রবষ্ট হইলেন তাহা আর কেহ অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে পাইল না। এই তপস্যাই ব্রাহ্মের সর্ব্বস্ব। অতএব ব্রাহ্মগণ নিত্য তপস্যাচরণ কর। সমাধিযোগে নিত্য উন্মত্ত হও।

সাধি

প্রেমোন্মত্ত।

তৃতীয়।

এক প্রেমোন্মত্ত সংসার পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যে চলিয়া গিয়াছিলেন। পিতা তাহার বিচ্ছেদে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছিল এবং তাহাকে অনেক অনুরোধ করিয়াছিল। তাহাকে পুত্র বলিলেন, "যখন বন্ধু আমাকে আপনার লোক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তখন আমার আর অন্য বস্তুর সঙ্গে আসক্তি রহিল না। সত্যই বলিতেছি, যখন বন্ধু তাঁহার প্রকৃত সৌন্দর্য্য আমাকে প্রদর্শন করিয়াছেন, তখন অন্য যাহা দেখিতেছি সমুদায় স্বপ্ন।"

যিনি সংসারের প্রতি বিমুখ হইয়াছেন, তিনি বন্ধুকে হারাইয়াছিলেন পাইয়াছেন; এরূপ ব্যক্তি নিরুদ্দেশ হন নাই। এ প্রকার সংসারবিরাগী উন্মত্ত লোকদিগকে দেবতা বলা যায় এবং অরণ্য জন্তুও বলা যায়। দেবতাদিগের ন্যায় সেই পরম দেবতার স্মরণ মননে তাঁহার বিশ্রাম নাই, এবং বন্য জন্তুর ন্যায় দিবা রাত্রি তিনি মনুষ্য সংসর্গ হইতে দূরে থাকেন। তিনি বাহিরে দুর্ব্বল কিন্তু অন্তরে মহাবলী; তিনি বুদ্ধিমান্ এবং উন্মত্ত, চেতনাবান্ এবং অচেতন। তিনি কখন নির্জ্জনে বিশ্রাম লাভ করেন, এবং কখন প্রেমোন্মত্ত ভাবে জনসমাজে বিচরণ করেন। তিনি আপনার জন্য চিন্তিত নন, কাহা হইতে ভীত নন। তাঁহার নিভৃত আলয়ে অন্য কাহারও প্রবেশাধিকার নাই। তাঁহার সাংসারিক বিষয়ে বুদ্ধি জ্ঞান বিলুপ্ত, তিনি অনুযোগ ভৎর্সনা শ্রবণে বধির। হংস যেমন নদীর উপরে ভাসিয়া বেড়ায় ডুবিয়া যায় না, তিনি তদ্রূপ সংসার নদীর উপরে ভাসমান থাকেন। তিনি নির্ধন, রিক্তহস্ত, অথচ পূর্ণ সাহসী। তিনি একাকী নিঃসহায় প্রান্তর ভ্রমণকারী, তিনি মনুষ্যের নিকট কোন রূপ প্রত্যাশী নন। তিনি ঈশ্বরের চিহ্নিত। এইরূপ ঈশ্বরানুগৃহীত লোকেরা মনুষ্য চক্ষুর অগোচর। তাঁহারা ভেখধারী সন্ন্যাসী নন, তাঁহারা ফলপূর্ণ ছায়াবান্ অঙ্কুর বৃক্ষের ন্যায়। যোগীর বেশ ধারণ করেন, অথচ পাপাসক্ত এরূপ নন। তিনি শুক্তির ন্যায় সগুণ মুক্তা অন্তরে ধারণ করেন, নদীর ন্যায় আপনার গুণগরিমা প্রকাশ করিয়া বেড়ান না।

চতুর্থ।

যদি প্রেমিক বট, আপনার ভাবনা ছাড়িয়া দেও, যদি তাহা না হও, বিশ্রামসুখ ভোগ কর। প্রেম তোমাকে মৃত্তিকায় পরিণত করিবে। ভয় করিও না, প্রেমের হস্তে যদি হত হও, অনন্ত

জীবন লাভ করিবে। যে পর্য্যন্ত মৃত্তিকার ভিতরে শস্যের বীজ ফাটিয়া না যায়, তাহা হইতে অশেষ শস্যপ্রসূ অঙ্কুর উদ্গত হয় না। প্রেম ঈশ্বরের সঙ্গে তোমার সম্মিলন স্থাপন করিয়া দিবে। প্রেম ব্যতিরেকে বল, কে তোমাকে আমিত্ব হইতে উদ্ধার করিবে? যে পর্য্যন্ত তুমি স্বার্থ, আমিত্ব লইয়া ব্যস্ত থাকিবে সে পর্য্যন্ত আপনাকে চিনিতে পারিবে না। যে আমিত্বশূন্য হইয়াছে, সে ভিন্ন অন্যে এ কথার গূঢ় তাৎপর্য্য বুঝিতে পারে না। তত্ত্বদর্শী প্রেম-মত্ত, একটী বিহঙ্গের স্বরে নৃত্য করিয়া উঠেন। স্বর্গীয় গায়ক কখন নিস্তব্ধ নহেন, কিন্তু সেই সঙ্গীত শ্রবণ করার জন্য সকল সময় কর্ণ কোথায় উন্মুক্ত থাকে? প্রকৃত প্রেমিক লোকেরা জলস্রোতের শব্দ শুনিয়াও মাতিয়া উঠেন। ভ্রাতঃ! সঙ্গীত কাহাকে বলে আমি তাহা বলিব, এবং শ্রোতাই বা কে তাহার পরিচয় দিব। স্বর্গোদ্যানের পক্ষী স্বরূপ যাঁহার আত্মা, সে সেই সঙ্গীত শ্রবণে এত দূর উর্দ্ধে উড্ডীন হয় যে দেবতারা তাহার সঙ্গে চলিতে পরিশ্রান্ত হইয়া যান। যাহারা নিকৃষ্ট শারীরিক প্রেমের প্রেমিক, তাহাদের হৃদয় তাহাতে আরও অবসন্ন হয়। নিকৃষ্ট প্রেমিক কি শ্রোতা? সে বরং মধুর ধ্বনি শ্রবণে নিদ্রিত হয়, মত্ত হইয়া উঠে না। পুষ্পই প্রভাত সমীরণের সংস্পর্শে নৃত্য করিয়া থাকে। জগৎ মধুর সঙ্গীতে পরিপূর্ণ, চতুর্দ্দিকে প্রেমের মত্ততা ও কোলাহল। কিন্তু অন্ধ জন দর্পণে কি দর্শন করিবে? অস্থির প্রমত্ত বলিয়া ঈশ্বরপ্রেমিককে উপহাস করিও না; তিনি সাগরে ডুবিয়াছেন, এ জন্য হস্ত পদ আস্ফালন করেন। দেখ নাই, সঙ্গীত বিশেষে উষ্ট্রকে কেমন নাচাইয়া তোলে? উষ্ট্রেরও আনন্দ মত্ততা আছে, যে মনুষ্যের তাহা নাই সে গর্দ্দভ।

পঞ্চম।

জান না, প্রেমোন্মত্ত লোকেরা কেন হস্ত পদ সঞ্চালন করিয়া থাকে? তাহাদের অন্তঃকরণে ঈশ্বরের কৃপাভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত হয়, এজন্য পৃথিবীকে তুচ্ছ করিয়া তাহারা হাত ঝাড়িয়া থাকে। যাহার বসনাঞ্চল বন্ধুর হস্তে রহিয়াছে, বন্ধুর স্মরণে তাহার নৃত্য করা বিধিসঙ্গত বটে। স্বীকার করি, তুমি সন্তরণে পটু, কিন্তু হস্ত পদ বস্ত্রমুক্ত না করিয়া সন্তরণে সক্ষম হইবে না। মান লজ্জা ও ভয়ের বস্ত্র পরিত্যাগ কর। বসনাবৃত লোকে সন্তরণে অপারক হয়। সংসারের সঙ্গে যদি সম্বন্ধ রাখ, নিরাশ হইলে। আসক্তির বন্ধন ছিন্ন করিতে পারিলেই উদ্ধার পাইলে।

তত্ত্বদর্শী প্রেমিকদিগের নিকট ঈশ্বর ব্যতীত অন্য সকলই ক্ষুদ্র। আকাশ ভূমি জীব জন্তু কি? হে জ্ঞানিন্! তুমি ভাল কথা জিজ্ঞাসা করিলে। যদি তোমার সন্তোষ হয়, উত্তর দান করিতেছি। পর্ব্বত প্রান্তর আকাশ নদী মনুষ্যাদি জীব জন্তু যত কিছু সমুদায় তাঁহা অপেক্ষা ক্ষুদ্র। তাঁহার অস্তিত্বেই এই সকল বস্তু অস্তিত্ব পরিগ্রহ করিয়াছে। হে অল্পবুদ্ধে! তোমার নিকট তরঙ্গাকুল নদী, সমুচ্চ আকাশ এক প্রকাণ্ড ব্যাপার। যে রাজ্যে তত্ত্বদর্শী প্রেমিকের চক্ষু, বহির্দ্দর্শী কোথায় তাহার অনুসন্ধান পাইবে? এই সূর্য্য কণিকা ভিন্ন কিছুই নয়। সপ্ত সাগর এক বিন্দু বৈ নয়। যখন সাধকের চক্ষে সেই বিশ্বরাজ প্রকাশিত হন, ভূমণ্ডল তাঁহার নিকটে আর প্রকাশ পায় না।

যোগ।

২। জ্ঞান যোগ।—জ্ঞান দ্বিবিধ; পরোক্ষ এবং অপরোক্ষ। শাস্ত্রাদি জন্য যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাকে পরোক্ষ জ্ঞান, এবং সাক্ষাৎ স্বীয় অনুভূতিতে যাহা প্রত্যক্ষ হয় তাহাকে অপরোক্ষ জ্ঞান বলে। শাস্ত্রে পরোক্ষ জ্ঞানকে জ্ঞান এবং অপরোক্ষ জ্ঞানকে বিজ্ঞান বলিয়া থাকে। কর্ম্মযোগে কর্ম্মের অনুষ্ঠান পরোক্ষজ্ঞানসমুৎপন্ন। কারণ শাস্ত্র আচার্য্য বা সাধুজনের উপদেশে প্রথমতঃ সাধক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। এই কর্ম্ম ঈশ্বরোদ্দেশে অনুষ্ঠান করিতে করিতে অল্পে অল্পে ঈশ্বরপ্রসাদে অপরোক্ষ জ্ঞানের সূত্রপাত হয়। অপরোক্ষ জ্ঞানের প্রারম্ভেই তর্ক বিতর্ক, বুদ্ধিভেদকর শাস্ত্রের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মে।

"পুরাণং ভারতং বেদাঃ শাস্ত্রাণি বিবিধানি চ।
পুত্রদারাদিসংসারো যোগাভ্যাসস্য বিঘ্নকৃৎ ॥"

পুরাণ, ভারত, বেদ, বিবিধ প্রকারের শাস্ত্র, পুত্র দারাদি সংসার, এ সকল যোগাভ্যাসের বিঘ্নকর।

"যদা যস্যানুগৃহ্লাতি ভগবানাত্মভাবিতঃ।
স জহাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্ঠিতাং।"

যে সময়ে ভগবান্ আত্মাতে প্রকাশিত হইয়া যাহার প্রতি অনুগ্রহ করেন, সেই ব্যক্তি লোকাচারের প্রতি অনুরাগ এবং বেদে নিষ্ঠা পরিত্যাগ করিয়া থাকে।

"যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ॥
শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগ মবাপ্স্যসি॥"

যে সময়ে তোমার বুদ্ধি মোহদুর্গ অতিক্রম করিবে, তৎকালীন শ্রুত এবং শ্রোতব্য বিষয়ের প্রতি তোমার বিরাগ উপস্থিত হইবে। নানা প্রকার লৌকিক ও বৈদিক বিষয়সকল শ্রবণ করিয়া ইতঃপূর্ব্বে যে বুদ্ধি বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল উহা যখন বিষয়ান্তর দ্বারা অনাকৃষ্ট হইয়া অভ্যাস পটুতাবশতঃ ঈশ্বরে অটল ভাবে অবস্থান করিবে, সেই সময়ে তত্ত্বজ্ঞানলক্ষণ যোগ লাভ করিবে।

জ্ঞান উৎপন্ন হইলে অবান্তরিক সমুদায় কর্ম্মানুষ্ঠান নিবৃত্ত হইয়া যায়।

" শ্রেয়ান্ দ্রব্য ময়াদ্যজ্ঞাৎ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে॥"

হে পরন্তপ! দ্রব্য সামগ্রীর আয়োজন করিয়া অনাধ্যাত্মিক যে সকল যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় তদপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ। জ্ঞান হইলে সমুদায় কর্ম্ম পরিসমাপ্ত হয়।

যখন সমুদায় মনোগত কামনা পরিত্যাগ করিয়া সাধক কেবল আত্মাতেই পরিতুষ্ট, দুঃখে অনুদ্বিগ্নচিত্ত, সুখে স্পৃহাশূন্য, ভয় ক্রোধ আসক্তি বিরহিত হন, মঙ্গলই হউক অমঙ্গলই হউক কিছুতেই হৃষ্ট বা উদ্বেজিত হন না, ইন্দ্রিয়গণ ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে নিয়োগ থাকিলেও তাহাতে কিছু মাত্র আসক্ত নহেন, এই রূপ অবস্থা জ্ঞানের স্থিরতার অবস্থা। জ্ঞান দ্বারা আত্মাকে শরীর হইতে ভিন্ন জানিয়া সাধক আত্মাতেই অবস্থিতি করেন, আমি করিতেছি আমি করাইতেছি এ অভিমান আর তাঁহাতে অবস্থিতি করে না। সুতরাং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় স্বভাব দ্বারা নীত হইয়া স্বস্ব কার্য্যে নিযুক্ত হইতেছে সাধক এই রূপ মনে করেন। এ দেশীয় প্রাচীন জ্ঞানিগণ আত্মাতে পরমাত্মাতে অভেদ পরিগ্রহ করিয়া সর্ব্বদা পরামাত্মাতেই অবস্থিতি করিতেন। ফল কথা এই, তাঁহারা উপাস্য সহ একতা লাভ করিয়া তাঁহারই গুণ লাভ করিতেন।

" বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনিচৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥
ইহৈব তৈর্জ্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ॥"

জ্ঞানিগণ বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, গো, হস্তি কুক্কুর সকলকে সমভাবে অবলোকন করিয়া থাকেন। যাঁহাদিগের মন এই রূপ সমভাবে অবস্থিত, তাঁহারা ইহলোকেই সংসার জয় করেন। কারণ ব্রহ্ম স্বয়ং নিষ্কলঙ্ক এবং সকলে তাঁহার নিকটে সমান, যাঁহারা তদ্ভাবাপন্ন তাঁহারা ব্রহ্মেতেই অবস্থিত।

সাধক আত্মাতে পরমাত্মাকে যতই সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে থাকেন, ততই তাঁহার প্রতি ভক্তি ও প্রীতির সঞ্চার হইতে থাকে। এই রূপে জ্ঞান হইতে ভক্তিযোগে প্রবেশ হয়। জ্ঞানযোগ দ্বারা সমুদায় ইন্দ্রিয় বশীভূত হইয়া সর্ব্বথা উদাসীন না হইলে ভক্তিতে প্রবেশ করা যায় না, এ কথা বলা যায় না। কারণ

" ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ॥"

একবারে নির্ব্বেদ লাভ করে নাই, অতিশয় আসক্ত নয়, এরূপ অবস্থাপন্ন ব্যক্তির ভক্তিযোগ সিদ্ধিপ্রদ হইয়া থাকে।

" তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথা শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥"

যে পর্য্যন্ত নির্ব্বেদ হয় নাই, অথবা মদীয় চরিত্র শ্রবণে শ্রদ্ধা হয় হয় নাই, সেই পর্য্যন্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। এই সকল বাক্যের দ্বারা জ্ঞান পরিপক্ক হইয়া সর্ব্বথা ইন্দ্রিয় জয় হইলে ভক্তিতে সাধকের অধিকার হয় এ কথা বলা হয় নাই। বরং অতি প্রথমেই শাস্ত্র উপদেশাদি দ্বারা ঈশ্বরবিষয়শ্রবণে শ্রদ্ধা জন্মিলেই ভক্তিতে অধিকার হয় এতদ্দ্বারা ইহাই বুঝা যাইতেছে। আধুনিক বৈষ্ণবেরা এই জন্য ভক্তিকে কর্ম্ম ও জ্ঞান নিরপেক্ষ বলিয়া থাকেন। কর্ম্ম ও জ্ঞান দ্বারা যে ভক্তির উদ্রেক হয়, তাঁহারা তাহাকে অবিশুদ্ধা ভক্তি বলেন। বাস্তবিক কথা এই, ভক্তিমার্গাবলম্বিগণ ভক্তিকে মনের একটী স্বাভাবিক বৃত্তি বলেন, এই বৃত্তি স্বয়ং ঈশ্বরকে অবলম্বন করিয়া উদ্দীপিত হয়। কর্ম্ম ও জ্ঞান ভক্তি উদ্রেক সম্বন্ধে অবান্তর ব্যাপার মাত্র, মূল কারণ নহে। একথার মধ্যে অনেক খানি সত্য আছে, কিন্তু যে চিত্ত বিকৃত হইয়া গিয়াছে, স্বাভাবিক ঈশ্বরজ্ঞান যাহাতে নানা প্রতিবন্ধকতায় স্ফূর্ত্তিহীন হইয়া রহিয়াছে, তাহার সম্বন্ধে কর্ম্মযোগ এবং জ্ঞান যোগকে প্রধান বলিয়াই গণনা করিয়া লইতে হইবে। বস্তুতঃ ভক্তি যেরূপ স্বাভাবিক, ঈশ্বরজ্ঞানও সেই রূপ স্বাভাবিক। সুতরাং আমাদিগের মতে ভক্তিযোগ জ্ঞানযোগ উভয়ই প্রধান। যেখানে ভক্তি ও জ্ঞান থাকিবে, সেখানেই অনুষ্ঠানও স্বভাবতঃ উপস্থিত হইবে। সুতরাং কর্ম্মযোগকেও আমরা অপ্রধান গণ্য করি না। জ্ঞানযোগের চরমাবস্থায় যখন সাধক ব্রহ্মেতে অবস্থিতি করেন, তখন সর্ব্বত্র তিনি ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করেন, এবং তৎপ্রতি তাঁহার মহতী ভক্তি উপস্থিত হয়।

" ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাং॥"

এই ভক্তি দ্বারা ঈশ্বরকে যথাযথরূপে অবগত হওয়া যায়।

" ভক্ত্যা মা মভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরং॥"

হরিদাস গোস্বামীর নামসাধন।

মহর্ষি চৈতন্যের পারিষদগণের মধ্যে দুই জন হরিদাস ছিলেন,অদ্য বড় হরিদাসের কঠোর নাম সাধন ব্রতই বর্ণনীয়। তিনি বুড়ন গ্রামে মুসলমান কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বটে কিন্তু বিষ্ণু ভক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করেন, এবং বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া প্রথমে কিছু দিন বেনা-পোল নামক বৃক্ষের জঙ্গলে বাস করিয়াছিলেন। পরে নির্জ্জন বনে একটী কুটীর ও তুলসীমঞ্চ নির্ম্মাণ করিয়া দিবা রাত্রে তিন লক্ষ নাম সংকীর্ত্তন করিতেন। কিন্তু এমন নির্জ্জনে থাকিয়াও আত্ম গোপন করিতে পারিলেন না, নিকটস্থ গ্রামের অধি-বাসীরা তাঁহার বিষয় জানিতে পারিয়া বিশেষ শ্রদ্ধা ভক্তি করিত। সেই প্রদেশের রামচন্দ্র খান নামক জনৈক বৈষ্ণব-বিদ্বেষী ভূম্যাধিকারী হরিদাসের প্রতি সাধারণের এই প্রকার ভক্তি দেখিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইল, এবং কোন প্রকারে তাঁহার অবমাননা করিবার জন্য ছিদ্র অন্বেষণ করিতে লাগিল। এক দিন কুচক্র করিয়া জনৈক বেশ্যাকে তাঁহার ধর্ম্ম নাশ করিবার জন্য প্রেরণ করিল। বেশ্যা বৈষ্ণবের নিকট গিয়া নানাপ্রকার বাকচাতুরী ও ভাব ভঙ্গি দ্বারা তাঁহার প্রণয় প্রার্থনা করিল ও তাঁহার পবিত্র হৃদয়ে অপবিত্রতা সঞ্চারের উপায় দেখিতে লাগিল। হরিদাস তাহার ভাব বুঝিয়া কহিলেন "ভাল এক্ষণে আমার নাম সংকীর্ত্তন সমাপ্ত হইতে দাও পরে তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে।" বেশ্যা সম্মত হইয়া সেই স্থানে বসিল এবং হরিদাস নাম সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন, কিন্তু সমাপ্ত না হইয়া প্রভাত হইয়া আসিল বেশ্যা তখন চলিয়া গেল, পুনরায় রাত্রি কালে আসিলে হরিদাস কহিলেন, তুমি কল্য বড় কষ্ট পাইয়াছ ভাল অদ্য নাম শেষ হইতে পারে তুমি ঐ স্থানে বসিয়া নাম শুন আমার নাম সাধন শেষ হইলে তো-মার ইচ্ছা সিদ্ধ হইতে পারে। বেশ্যা সম্মত হইয়া সেই স্থানে বসিল এবং হরিদাসের সন্তুষ্টির জন্য নিজেও এক একবার হরিনাম করিতে লাগিল, কিন্তু বুঝিতে পারে নাই যে সেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ তাহার সমস্ত পাপরাশি দগ্ধ করিয়া ফেলিবে। ক্রমে সূর্য্যোদয়ের উপক্রম দেখিয়া বেশ্যা ইতস্ততঃ করিতে লাগিল তখন হরিদাস কহিলেন দেখ আমি একমাসে কোটী নামগ্রহণ যজ্ঞ করিতে ব্রতী হইয়াছি, অদ্যই শেষ হইবে ভাবিয়াছিলাম কিন্তু সমস্ত রাত্রেও সমাপ্ত হইল না কি করিব; কাল অবশ্যই সমাপ্ত হইবে এবং তোমারও বাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। বেশ্যা অগত্যা প্রস্থান করিয়া পুনরায় সন্ধ্যাকালে আগমন করিল এবং দ্বারে বসিয়া হরিনাম শ্রবণ ও কপট ভাবে কীর্ত্তন করিতে লাগিল, সে দিনও প্রভাত হইয়া পড়িল বটে কিন্তু তখন আর তাহার সে ভাব নাই, তাহার পাষাণ হৃদয় হরিনাম রসে বিগলিত হইয়া গিয়াছে। নরক সমান অপবিত্র হৃদয় অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিল। সে তখন বৈরাগীর চরণতলে পতিত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল এবং নিজের পরিত্রাণের জন্য উপদেশ প্রার্থনা করিল। তখন সরল বৈরাগী কহিলেন, আমি পূর্ব্বেই তোমার আগমন বৃত্তান্ত বুঝিয়াছিলাম, তখনই এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতাম কেবল তোমাকে হরিনাম লওয়াইবার জন্যই তিন দিন রহিলাম। এক্ষণে তুমি যদি আপনার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে চাহ তবে সমস্ত ধন দরিদ্রকে বিতরণ কর, এবং এই কুটীরে আসিয়া পতিত পাবন হরিনাম সাধন কর, আর পাপের ভয় থাকিবে না। এই কথা বলিয়া মহাত্মা হরিদাস হরিনাম করিতে করিতে সেই কুটীর পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন। বেশ্যা গুরুর আদেশ প্রতিপালন করিয়া সেই কুটীরে সমস্ত দিবা রাত্রে তিন লক্ষ হরিনাম করিতে লাগিল।

অতঃপর হরিদাস সপ্ত গ্রামের মধ্যবর্ত্তী চাঁদপুরে আসি-লেন। তথায় হিরণ্য দাস ও গোবর্দ্ধন দাসের গৃহে এক দিন সভা হইয়া হরিনামের গুণ ব্যাখ্যা হইতে লাগিল পণ্ডিতগণ নানা প্রকার ব্যাখ্যা করিতে লাগিল, শেষে হরিদাস কহি-লেন "হরি নামের প্রধান গুণ এই রূপ যেমন সূর্য্য উদয় হই-বার পূর্ব্বে পৃথিবী হইতে অন্ধকার দূর হয়, দস্যু চোর ও নিশাচরেরা পলায়ন করে এবং সূর্য্য উদয় হইলে সমস্ত কর্ম্ম প্রকাশ হয়, সেই রূপ হরিনাম সাধনের পূর্ব্বেই মনুষ্যের অজ্ঞানান্ধকার দূর হইতে থাকে, পাপ সকল পলায়ন করে এবং নাম সাধন হইলে হরিপদে প্রেমোদয় হয়।" নাম সম্বন্ধে উক্ত সভায় এক তার্কিক ব্রাহ্মণের সহিত ঘোর তর্ক হইয়াছিল। পরে তিনি শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্য্যের নিকট আসিলেন, তথায় গঙ্গাতীরে একটী গোফা নির্ম্মাণ করিয়া পূর্ব্ববৎনাম সাধন আরম্ভ করিলেন। চৈতন্য চরিতে লিখিত আছে, যৎকালে তিনি ঐ স্থানে নাম সাধন করিতে ছিলেন, তখন মায়া আসিয়া পূর্ব্ববৎ বেশ্যার ন্যায় তাঁহাকে তিন দিবস বঞ্চনা করিয়াছিল কিন্তু তৃতীয় দিবসে সেই রূপ পরাস্ত হইয়া আপনার দোষ স্বীকার করিয়া হরিনাম প্রার্থনা করিল। তাঁহার এই প্রকার আচরণ দেখিয়া এক জন কাজি উক্ত স্থানের অধিপতির নিকট গিয়া অভিযোগ করিল, এই ব্যক্তি মুসলমান হইয়া হিন্দুর ন্যায় আচরণ করিতেছে অতএব ইহাকে যথোচিত শাস্তি দিতে হইবে এবং তদনুসারে তাহাকে বাইশ বাজারে লইয়া গিয়া প্রহার করিতে লাগিল। "প্রভো! ইহাদিগের যেন অপরাধ না হয়" তিনি এই বলিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে তাঁহাকে গঙ্গায় ভাসাইয়া দেওয়া হইল, কিন্তু তাহাতেও তাঁহার মৃত্যু হইল না দেখিয়া মুসল-মানেরা আশ্চর্য্য মানিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল।

চিন্তা।

অন্যের দোষ আলোচনা করিবার সময়ে নিজ জীবনের প্রতি দৃষ্টি করিও।

ঈশ্বরের সহিত গূঢ় প্রণয় না হইলে বিলম্বে কিম্বা অবিলম্বে, ঘোর সংসার কূপে এক দিন নিশ্চয় ডুবিতে হইবে।

বহুল জ্ঞানচর্চ্চা কর ক্ষতি নাই, কিন্তু দেখ যেন হৃদয়ের প্রেম সরোবর শুষ্ক হইয়া তোমার জীবনকে অসুখী না করে।

উদারচেতা প্রশস্ত মনা হইতে গিয়া দুর্ব্বিনীত অপবিত্র চরিত্র হইও না।

যদি প্রকৃতরূপে স্বাধীন হইতে চাও তবে ইন্দ্রিয়গণের এবং সংসারের দাসত্ব শৃঙ্খল হইতে আপনাকে অগ্রে বিমুক্ত কর।

সদ্বিবেকী হইতে গিয়া ক্রোধী অহংকারী কর্কশ ভাবী উদ্ধতস্বভাব হইও না।

যদি স্ত্রীর বিশুদ্ধ প্রণয়ানুরাগ প্রত্যাশা কর তব তাহাকে বুঝিতে দাও যে তাহার অবর্ত্তমানে পুনরায় তুমি আর দ্বার পরিগ্রহ করিবে না, কিন্তু তাহার সঙ্গে ইহ পরকালে আধ্যাত্মিক প্রেমযোগে সংযুক্ত থাকিবে।

সাময়িক উৎসাহে উৎসাহী হইয়া হঠাৎ কোন অঙ্গীকার করিও না। কেন না তোমার চঞ্চল চিত্ত কার্য্যকালে সত্য রক্ষা করিতে না পারিয়া শেষ তোমাকে মিথ্যাবাদী করিয়া ফেলিবে।

ঈশ্বরের পানে চাহিয়া সকল সহ্য করিবে।

কপট ক্রন্দন কাঁদিও না এবং বিনয়ের অনুরোধে অনুতাপ প্রকাশ করিয়া আরও কপটাচারী হইও না।

কর্ত্তব্যের ভাণ করিয়া সাংসারিকতা পোষণ করা উচিত নহে।

দয়া এবং প্রীতিতে যথার্থ শান্তি, ভোগ বিলাসে সুখ নাই।

শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের বক্তৃতা।

মাসিক সমাজ।

রবিবার ৮ই চৈত্র, ১৭৯৬ শক।

ভাবুক মনুষ্য জীবনকে জল বিন্দুর সঙ্গে তুলনা করেন। সমস্ত মানবজাতি একটী প্রশস্ত সমুদ্র। প্রত্যেক মনুষ্য একটী বিন্দু মাত্র। ধর্মশাস্ত্রে লিখিত আছে সৃষ্টির পূর্ব্বে সকল জলময় ছিল। তদুপরি ঈশ্বরের নিশ্বাস প্রক্ষিপ্ত হইল তিনি ইচ্ছা বলে এই সমুদায় সৃষ্টি করিলেন। সেই রূপ সমস্ত মানবজাতিরূপ সমুদ্রের উপরে ঈশ্বর ভাসিতেছেন, তাঁহার নিশ্বাসে ধর্ম্মজগৎ নির্ম্মিত হইয়াছে। অতএব যদি ঈশ্বরের পূর্ণধর্ম্ম সাধন করিতে হয় তাহা হইলে আমাদিগকে এই সমুদ্রের মধ্যে নিমগ্ন হইতে হইবে। যেমন একটী ক্ষুদ্র পাত্রস্থ জলে, সাগরের গভীরতা, এবং উহার গাঢ় নীল বর্ণ দেখা যায় না, যদিও তাহার তিক্ততা অনুভব করা যায়; সেই রূপ একটী মানবকে নির্ব্বাচন করিয়া লইলে সমস্ত মানবজাতির গাম্ভীর্য্য এবং সৌন্দর্য্য দেখা যায় না। সত্য যে, একটী মনুষ্যের মধ্যেও সৌন্দর্য্য আছে, এবং তাহার মধ্যে ঈশ্বরের জ্ঞান এবং করুণা দেখা যায়; কিন্তু তাহাতে সমস্ত মনুষ্যজাতির পূর্ণধর্ম্ম লাভ করা যায় না। এই জন্য ধর্ম্মজগতে যাঁহারা পরিশ্রম করেন তাঁহারা সমুদয় মানবজাতিকে একটী সামগ্রী বলিয়া দর্শন করেন। এবং যাহাতে সমস্ত মনুষ্যজাতির কল্যাণ হয় তাহার চিন্তাতে নিমগ্ন থাকেন। যেমন অর্ণবপোত সাগরবক্ষে পরিচালিত হইয়া কত অজ্ঞানিত দেশ অবিষ্কার করে এবং কত রত্ন সংগ্রহ করে তেমনই ধর্ম্মপ্রচারক আপনার প্রাণপোত ভাসাইয়া মানবপ্রকৃতিরূপ সমুদ্রের নিগূঢ় স্থানে যে সকল রত্ন আছে তাহা সংগ্রহ এবং যে সমস্ত দেশ অজ্ঞানিত তাহা আবিষ্কৃত করেন। ইহা দ্বারা নানা উপকার সাধিত হয়, জ্ঞানের গুরুত্ব বৃদ্ধি হয়, এবং প্রেমেরও গভীরতা বৃদ্ধি হয় এবং জগতের সুখসিন্ধুর জলরাশি প্রচুর পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত হয়। ধর্ম্মপ্রচারকেরা যতই এই রূপে মহা সাগর রূপ মানবপ্রকৃতি হইতে নানার্থ সংগ্রহ করেন, ততই জগতের সুখ শান্তির রাজ্য বিস্তৃত হয়। এই শিক্ষা কোথায় হইতে আইসে? ঈশ্বর নিজে এই শিক্ষা দেন। মঙ্গলময় ঈশ্বর প্রত্যেকেরই ঈশ্বর। প্রতি জনের সম্পদে বিপদে ঈশ্বরের কৃপা; কিন্তু মঙ্গলময় ঈশ্বরের বিধান আমার জন্য নয়, তোমার জন্য নয়; কিন্তু সমস্ত মানবজাতির জন্য। যদি বল ব্রাহ্মধর্ম্ম কেবল বঙ্গদেশের জন্য, তাহা হইলে ব্রাহ্মধর্ম্মকে সঙ্কীর্ণ করিলে। হয় বল, ব্রাহ্মধর্ম্ম সত্যধর্ম্ম নহে, নতুবা বল ব্রাহ্মধর্ম্ম সমস্ত মানবজাতির জন্য। ঈশ্বর যাহা প্রেরণ করেন তাহা সমুদয় মানবজাতির কল্যাণের জন্য। এখানকার যে সঙ্গীতের কোমল ধ্বনি, এবং উপদেশের যে মিষ্টতা আমরা আস্বাদ করিতেছি ইহা সমস্ত পৃথিবীর জন্য। এই জন্য এক দেশের উপদেষ্টা অন্য দেশের উপদেষ্টা হইতেছেন। এক দেশের সত্য অন্য দেশেও গৃহীত হইতেছে। সাগর পার হইয়া ধর্ম্ম বিস্তারিত হইতেছে। কি বিলাতীয়, কি বঙ্গদেশীয় লোক, কেবল মানব বলিয়া গৃহীত হইতেছে, এক সাধারণ বিধানে উপকৃত হইতেছে। জ্ঞানের বিধানে, প্রেমের বিধানে, ধর্ম্মের বিধানে, এক দেশের সম্পত্তি, অন্য দেশের সম্পত্তি হইল। খৃষ্টীয়ধর্ম্ম, হিন্দুধর্ম্ম, মহম্মদধর্ম্ম নিজ নিজ সীমাকে অতিক্রম করিয়া, জগতের নানা স্থানে অনেকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেছে ইহার অর্থ কি? এই সমস্ত ধর্ম্মের মধ্যেই সত্যস্বরূপের হস্ত আছে। যাহার উপর ঈশ্বর স্বহস্তে আপনার নাম স্বাক্ষর করিয়া দিয়াছেন সেই ধর্ম্মোপদেষ্টা যে দেশসম্ভূত হউন না, তিনি সর্ব্বত্র পূজ্য।

তাঁহার যাহা জানাইবার আছে তিনি এক জনকে জানাইয়া সন্তুষ্ট হন না। যিনি ঈশ্বরের ভৃত্য তিনি কাহার সেবা করিবেন তাহা ভাবেন না; কিন্তু তিনি মানবজাতিরূপ সাগর তটে দণ্ডায়মান থাকেন, সমুদায় মানবপ্রকৃতির কল্যাণ ও উদ্ধারের জন্য প্রাণ দিতে অঙ্গীকার করেন। এই রূপে যিনি জগতের সেবা করেন, এই রূপে যিনি শিক্ষা দেন, তাঁহার দৃষ্টান্তের আলোক, তাঁহার চরিত্রের ক্ষমতা কে পরাজয় করিবে? এক জন লোকের মুখ দিয়া ঈশ্বরের কথা বহির্গত হয়, সহস্র সহস্র লোক তাহাতে বিমোহিত হয় কেন? এক জন লোকের জ্ঞানালোক কেন সহস্র লোকের মধ্যে বিস্তৃত হয়? যদি মানবে মানবে নিগূঢ় সম্বন্ধ না থাকে তবে এ সমুদায় ঘটনার অর্থ কি? যদি সমুদায় মানব প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের যোগ হইল তবে পরের দুঃখ দূর করিবার জন্যই তো মনুষ্যের জীবন। নিজের অভাব মোচনে যিনি চিরব্রতী তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম ব্রত কি বুঝিলেন না। এক জন লোক কেবল নিজের স্বজনের জন্য দিবানিশি চেষ্টায় রহিলেন, তিনি বুঝিলেন ব্রাহ্ম কত উদার ও মহৎ। যাঁহার চক্ষুর ক্রন্দন ক্ষান্ত হইল না যতক্ষণ না তিনি দেখিলেন আর সকলের ক্রন্দন থামিল, তিনিই ব্রাহ্মধর্ম্ম বুঝিলেন। এই দুই জন মনুষ্যের মধ্যে যে কত প্রভেদ কে বুঝিতে পারে? ধর্ম্মোপদেষ্টারা যে প্রত্যেক মনুষ্যের স্বভাব সম্পূর্ণরূপে বুঝেন তাহা নহে। কিন্তু সমস্ত প্রভেদ বুঝিতে পারুন আর না পারুন, কোন্ স্থলে ঈশ্বরের আলোক তাহা দেখিতে পান। বিশ্বাসী যেমন নিরাকার ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ দর্শন করেন তেমনি তিনি নিরাকার মানবপ্রকৃতির আকার দেখিতে পান। দেখিতে পান যে এই স্থানে যদি সকল লোক আইসে, সকলের সঙ্গে মিল হইবে। ঈশ্বর যেমন প্রেমচক্ষে দেখিতে পান কোন্ বিধানে জগতে প্রেমরাজ্য সংস্থাপিত হইবে, সাধকও (যদি তাঁহার প্রেমচক্ষু সীমাবদ্ধ না হয়) পরিষ্কাররূপে দেখিতে পান কোন্ অবস্থায় মনুষ্যের মধ্যে ভ্রাতৃভাব বদ্ধমূল হইবে। সাধক সে রাজ্যের প্রেম দেখিয়া প্রেমলাভ করেন এবং প্রেম দান করেন, দিব্যজ্ঞানে মোহবন্ধন ছেদন করেন, তিনি প্রকৃত বৈরাগ্য লাভ করিয়া আপনাকে জগতের সেবায় নিযুক্ত করেন। অতএব যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারকে উৎকৃষ্ট কার্য্য মনে করেন, তাঁহাদের কর্ত্তব্য এখন হইতে অন্তরকে সংযত করিয়া সমস্ত মানবজাতিকে একটী সামগ্রী মনে করিয়া তাহার সেবায় নিযুক্ত হওয়া। অনেক মনুষ্য আসিবে অনেক মনুষ্য যাইবে, অনেক ব্রাহ্মসমাজ উঠিবে এবং পড়িবে; কিন্তু যে প্রচারক ঈশ্বরকে সহায় করিয়া সমুদায় মানবজাতির গভীরতা হইতে জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য লাভ করেন, এবং তাবৎ মানবপ্রকৃতির পাপত্যাগ ও পরিত্রাণের জন্য জীবনকে উৎসর্গ করেন, তাঁহার প্রচার ব্রত কখন শেষ হইবে না, এবং তাঁহার চিত্তের অবসাদ হইবে না। অতএব ঈশ্বরের জ্ঞান নিঃশ্বাস, প্রেম নিঃশ্বাস, এবং পুণ্য নিঃশ্বাস দ্বারা যাহাতে মনুষ্যস্বভাবরূপ সাগর উচ্ছ্বসিত হয় তাহার জন্য আমরা যথার্থ প্রচারক হইতে চেষ্টা করিব। ভ্রাতা ভগ্নীদের মুক্তিতে আমাদের মুক্তি হইবে।

—

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

রবিবার, ১৫ই চৈত্র, ১৭৯৬।

মন এমনই নির্ব্বোধ যে ধর্ম্মের বর্ণমালা পর্য্যন্ত ইহাকে বার বার শিক্ষা দিতে হয়। যতই ধর্ম্মজীবনে অগ্রসর হই, ততই যে আমরা গূঢ়তর সত্য সকল লাভ করি তাহা নহে; কিন্তু অত্যন্ত পুরাতন এবং অতি সহজ মূল সত্য সকল যাহাতে অন্তরে প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাহার জন্য আমাদিগকে বারম্বার চেষ্টা করিতে হয়। যে সকল সত্য পাইয়া আমরা সুখী হইয়াছি, যদি ১০ বৎসর পরে সে সমুদয় দৃষ্ট, পরীক্ষিত সত্যকে আবার পরিত্যাগ করিতে পারি তাহা হইলে আমাদের জ্ঞানও নাই, বুদ্ধিও নাই। আজ যাহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলে কাল যদি তাহাকে ছায়া বল, আজ যাহাকে পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিলে কাল যদি তাহাকে কল্পনা বল, তবে তোমরা মূর্খ, নিতান্ত নির্ব্বোধ, এবং কল্পনার রাজ্যে বাস করিতেছ। যাহারা যথার্থ বিশ্বাসী এবং জ্ঞানবান্ তাহাদের বিশ্বাসের পরিবর্ত্তন নাই। যদি অন্তরে যথার্থ বিশ্বাস থাকে তবে যাহা এক বার সত্য বলিয়া হৃদয়ের সঙ্গে বাঁধিয়াছি, সাহসপূর্ব্বক, মুক্ত কণ্ঠে, দৃঢ় বাক্যে, সমস্ত জগৎকে বলিব, তাহা সত্য, কদাচ মিথ্যা নহে। কেমন সত্য? অটল অপরিবর্ত্তনীয়। পাহাড় প্রস্তর যেমন ভাঙ্গে না, সেই রূপ সত্যের প্রস্তরের উপর কোটি কোটি তর্কের অস্ত্র পড়িলেও তাহার বালু মাত্র খসিবে না। সেই বিশ্বাস কাহাদের যাহাকে সাগরের সহস্র ঢেউ ভাসাইতে পারে না, ক্রমাগত অস্ত্রাঘাত করিলেও যাহা চূর্ণ হয় না, পৃথিবী যদি প্রলয়দশা প্রাপ্ত হয়, আকাশ হইতে যদি চন্দ্র সূর্য্য খসিয়া পড়ে তথাপি যাহা চিরস্থায়ী হইয়া থাকিবে? কেহ বলিবেন ব্রাহ্মদের, আমি বলি আমাদের, যাঁহারা এই ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা করেন। যাঁহার পদাশ্রয়ে আমরা আশ্রিত, যাঁহার আশাবাক্যে আমরা আশ্বাসিত, যে গুরুর শিষ্য আমরা, তাঁহারই কৃপাতে আমাদের কয় জনের বিশ্বাস এমন হইয়াছে। ঈশ্বরসম্বন্ধে আমাদের বিশ্বাস যেমন, পরস্পরের সম্বন্ধেও আমাদের বিশ্বাস তেমনই। যদি বুঝিয়া থাকি যে ভাই ভগ্নীদের সঙ্গে আমাদের প্রণয় হইয়াছে, ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া তাহা স্বীকার করিতে হইবে। যদি এখনও ভাই ভগ্নীকে ভালবাসিতে না শিখিয়া থাকি তবে কি এত দিন আমরা

কতকগুলি মিথ্যা ছবি আঁকিয়া আত্মপ্রতারিত হইলাম? আমরা কি ধর্ম্মরাজ্যের কবি যে স্বীয় রচিত কতকগুলি সুন্দর কবিতা লইয়াই ভুলিয়া রহিলাম? আমরা কি এত কাল কেবল কল্পনা দ্বারা বলিলাম, ঐ দেখ কেমন সুন্দর ঘর, ঐ দেখ কেমন আশ্চর্য্য প্রেমের ব্যাপার? না, এত বৎসরের ধর্ম্মরাজ্যের ব্যাপার কল্পনা নহে, কবিত্ব নহে। আমরা দেখিয়াছি যথার্থ প্রণয় আসিয়াছে। অযথার্থ নহে, কৃত্রিম নহে; কিন্তু যাহা ঈশ্বর স্বহস্তে হৃদয়ে রাখিয়া দিয়াছেন। বাহিরের বিবাদ, কলহ এবং বিপদ প্রলোভনের তরঙ্গে বন্ধু বান্ধব সমুদয় ভাসিয়া গেল; কিন্তু হৃদয়ের প্রেম গেল না। যাহাদের উপর একবার প্রেম শ্রদ্ধা দিয়াছি আর তাহা ফিরাইয়া লইতে পারি না। তাহা যথার্থ পদার্থ, কল্পনা নহে। ব্রাহ্মসমাজে এত অবিশ্বাস, এত অপ্রণয়, এত কলহ বিবাদ; যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে কোথায় প্রেম, কোথায় প্রণয়? আমরা বলিব এই দেখ হৃদয়ের মধ্যে যাহা আছে, কোন্ মুখে বলিব তাহা নাই। কাহারও অনুরোধে সত্যকে অসত্য বলিতে পারি না। যাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি তাহা আগুনে পুড়িবার নহে, সাগরে ডুবিবার নহে। যখন অন্তরে প্রেম দেখিতেছি তখন নিরাশ হইব কাহার কথায়? ক্রমশঃ শত্রু দল বৃদ্ধি হইল, তাহাতে আমাদের ভয় কি? আমাদের হৃদয়ের মধ্যে যে প্রেম তাহা ঈশ্বরপ্রতিষ্ঠিত, তাহা কিছুতেই কলঙ্কিত হইবার নহে। যাহা ঈশ্বর স্বহস্তে রচনা করিয়া স্বয়ং রক্ষা করিতেছেন কোন্ শত্রুর সাধ্য তাহা বিনাশ করিতে পারে? এই প্রকার দৃঢ় বিশ্বাস প্রত্যেক ব্রাহ্মের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। যখন দেখিব এ ব্যক্তির উপর যে প্রেম স্থাপন করিয়াছি তাহা মিথ্যা নহে, তখন সেই প্রেমের কথা কেন স্বীকার করিব না? আমাদের মধ্যে কাহারও কি সেই প্রেম হয় নাই যাহা বিপদ প্রলোভনে যায় না? বাহিরের বিবাদ কলহ দেখিয়া কি আমরা বলিব যে আমাদের মধ্যে প্রেম নাই? সময়ে সময়ে আমরা ঈশ্বরকে দেখিতে পাই না, তবুও কি আমরা বিশ্বাস করি না যে ঈশ্বর আছেন? আমরা পাপে পড়ি বলিয়া কি মনে করিব যে ঈশ্বর নাই? সময়ে সময়ে অন্ধকার দেখি বলিয়া কি সূর্য্য নাই বলিব? অন্তরের অন্তরে গভীর প্রেম, ব্রাহ্মোচিত প্রেম, ঈশ্বর দেওয়া ভালবাসা আছে। কেহই সেই প্রেম ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিতে পারে না। যিনি ভাল বাসিয়াছেন, যিনি ভালবাসিতে শিখিয়াছেন, যিনি ভাল বাসিতে জানেন, কে তাঁহার হৃদয়ের ভালবাসা দূর করিয়া দিতে পারে? সত্যকে অসত্য বলিতে পারে কে? কলহ হইয়াছে বলিয়া কি ভালবাসা চলিয়া গিয়াছে? অন্তরে সেই ভালবাসা, সেই প্রেম আছে যাহা স্বর্ণ অপেক্ষায়ও উজ্জ্বল। সেই প্রেম যেমন ঈশ্বরের দিকে, তেমনই মনুষ্যের দিকে রহিয়াছে। নিরাকার পরিবার যেখানে প্রতিষ্ঠিত সেখানে প্রবেশ কর, দেখিবে প্রবেশ করিবামাত্র, তোমার হৃদয়ে ঈশ্বর স্বহস্তে যে পবিত্র প্রেম রচনা করিয়াছেন তাহা উথলিয়া উঠিবে, এবং তাহা এক দিন সমস্ত জগতে উথলিয়া পড়িবে। আমাদের অন্তরে গভীর প্রেম আছে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। যতটুকু প্রেম আছে তাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিব। পূর্ণ প্রেম আমাদের হয় নাই, কেন বলিব আমরা পূর্ণ প্রেমের আধার? আবার ভাল যখন বাসি, তখন ভালবাসি না, মিথ্যা বলিব কেন? এবং যখন জানি যে আমরা শত শত পাপে কলঙ্কিত, তখন কেন বলিব আমরা কোন অধর্ম্মাচরণ করি নাই? যাহা সত্য তাহা স্বীকার করিব। কাটিয়া যদি কেহ দেখিতে পারেন আমাদের জীবন পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। যদি বালুকণার ন্যায় বিশ্বাস এবং প্রেম আমাদের অন্তরে থাকে, তাহা পৃথিবীর সমুদায় বাধা এবং শত্রুতা অতিক্রম করিয়া পর্ব্বত সমান হইবে। যে টুকু বিশ্বাস, যে টুকু প্রেম পাইয়াছি তাহা চিরকালের। এই বিশ্বাসই ব্রাহ্মের বাঁচিবার একমাত্র পথ। কে বাঁচিবে যদি অন্তরে এই বিশ্বাস না থাকে? যদি আমাদের জীবনের একটু অংশও দৃঢ়, অপ্রতিহত দুর্জ্জয় সত্য না হয় তবেত আমরা অসার, চঞ্চল বালুর উপর দণ্ডায়মান রহিয়াছি! না, দয়াময় ঈশ্বর আমাদিগকে এমন ভয়ানক দুর্দ্দশার মধ্যে রাখেন নাই। তিনি আমাদিগকে সার নিত্য ধন দিয়াছেন, এই জন্য সত্যকে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি, সত্য প্রেম পাইয়াছি। যতটুকু পাইয়াছি, কেহই তাহা অস্ত্রাঘাত করিয়া চূর্ণ করিতে পারে না। কদাচ পারিবে না। সেই প্রেম সেই যথার্থ প্রণয় বন্ধুদিগকে দিয়াছি, তাঁহাদের মুখাপেক্ষা করিয়া নহে। ঈশ্বর সম্পর্কে যেমন বলি, "তিনি যদি বিনাশ করিতে আসেন তথাপি তাঁহার উপর নির্ভর করিব এবং তাঁহাকে মানিব।" সেই রূপ বন্ধুরাও যদি অস্ত্রাঘাত করিয়া মারিতে আসেন তথাপি তাঁহাদিগকে ভালবাসিব। বন্ধুগণ! তোমরা ভয়ানক ভয়ানক কথা বলিয়া প্রাণকে ব্যথিত করিতে পার, শেষ হয়ত বন্ধু-বিচ্ছেদ দ্বারা প্রাণকে বিদ্ধ করিতে পার, কিম্বা তুমুল বিরহানল প্রজ্বলিত করিয়া ব্রাহ্মসমাজকে ভস্মীভূত করিতে পার, কিন্তু প্রাণের মধ্যে যে গভীর প্রেম রহিয়াছে তোমাদের মধ্যে কে তাহা বিনাশ করিতে পারে? আকাশের চারিদিক হইতে মেঘ সকল শ্রেণীবদ্ধ হইয়া আসিয়া চন্দ্রের মুখ ঢাকিল; কিন্তু চন্দ্র যেমন তেমনই রহিল, তাহার বিন্দুমাত্র জ্যোৎস্নার হ্রাস হইল না। সেই রূপ আপাততঃ মনুষ্যদিগের অবিশ্বাস অপ্রণয় বিরোধ বিবাদ আসিয়া মনুষ্যের হৃদয়কে, প্রেমচন্দ্রকে আচ্ছন্ন করিল; কিন্তু সেই প্রেমচন্দ্র পূর্ব্বে যেমন তেমনই উজ্জ্বল রহিল। এই প্রেমচন্দ্রের যদি সামান্য একটু অংশও আমাদের হৃদয়ে থাকে তবে আমরা কৃতার্থ হইয়াছি। যদি এই প্রেমের আস্বাদ না পাইতাম, তবে

ব্রাহ্মসমাজে আশ্চর্য্য ব্যাপার সকল হইত না, এবং এ সকল কথা বলিতে পারিতাম না। ব্রাহ্মসমাজে সহস্র বার বিরোধানল জ্বলিল, তথাপি পুনর্ম্মিলনের কথা, শান্তি সংস্থাপনের কথা উঠিতেছে কেন? ভালবাসা আছে, নিশ্চয়ই আমাদের অন্তরে সেই ভালবাসা জন্মিয়াছে যাহা কোন আক্রমণে নষ্ট হইতে পারে না। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে যে প্রকার কলহ এবং অপ্রণয় ইহা হইতে নিশ্চয়ই এক দিন ব্রাহ্মসমাজ অপ্রেমের ভয়ানক যুদ্ধক্ষেত্র হইয়া উঠিবে, এই বলিয়া যাহারা আমাদিগকে নিরাশ করিতে চায় তাহারা মিথ্যাবাদী এবং জগতের মহাশত্রু; এই ভয়ানক গরলময় নিরাশার কথা কাহাকেও আমরা বলিতে দিব না। ঈশ্বরপ্রসাদে যদি আমরা স্বর্গের প্রেম না পাইতাম, তবে এতদিন পরস্পরের সেবা করিতেছি কেন? এই অপ্রেম আসিল, অশান্তি আসিল, ঘোর নিরাশার জন্য প্রস্তুত হও। এ সকল মিথ্যা কথা দ্বারা বালকেরা ভীত হইতে পারে; কিন্তু আমরা যে ঈশ্বরের শ্রীমুখাৎ, প্রাণসখার মুখে আশার কথা শুনিয়াছি। কাহাদিগকে সম্প্রদায়ে বিভক্ত করিবে? যাহাদের হৃদয়ে প্রেমময়ের প্রেম তাহাদের মধ্যে দল কোথায়? যে খানে সকলের প্রাণ মন ঈশ্বরের চরণে গ্রথিত রহিয়াছে সেখানেত বিবাদ, অপ্রণয় নাই। সংসারবাজারেই এ সকল নীচ কথা শুনা যায়। পৃথিবীর অসার জঘন্য সম্বাদ পত্রে শুনিলাম অমুক স্থানে বিবাদানলে শত শত ঘর জ্বলিতেছে, এই জন্য দৌড়িয়া, ঈশ্বরের ঘরে, তাঁহার প্রেমনিকেতনে প্রবেশ করিলাম। বলিলাম হে দয়াল প্রভু! বল দেখি, এ সকল কি সত্য কথা? তিনি বলিলেন, এ সকল জঘন্য, অসার মিথ্যা কথা। যথার্থ কথা এই, যিনি একবার মনুষ্যকে প্রণয় দিয়াছেন, তিনি আর তাহা ফিরাইয়া লইতে পারেন না। এই প্রেম হইল, এই প্রেম গেল, এই ভয়ানক নিরাশার কথা বলিতে চাও, ব্রহ্মমন্দির পরিত্যাগ কর। ব্রাহ্মসমাজে অপ্রণয় আসিল, এই দলাদলি হইতে চলিল, এ সমুদয় নিরাশার কথা শুনিয়া যদি তোমার মনে কর ব্রাহ্মসমাজ ডুবিবে, তবে শীঘ্রই তোমাদের ব্রাহ্মসমাজ ডুবুক। তাহাতে তোমাদের এবং জগতের মঙ্গল হইবে। কিন্তু আমাদের যথার্থ ব্রাহ্মসমাজ ডুবিতে পারে না। আমরা যে প্রণয়ের কথা বলিতেছি তাহা যথার্থ প্রণয়, কিছুতেই যাইবার নহে। আধ্যাত্মিক হৃদয়নিকেতনে তাহা আছে। সেই প্রেমধনে ধনী হও, অনায়াসে ভবসাগর উত্তীর্ণ হইয়া যাইবে। মানুষের জঘন্য কথা শুনিও না। এখনই প্রেমপ্রস্রবণ হইতে ক্রমাগত প্রেম জল বিনিঃসৃত হইতেছে, তোমাদিগকে শীতল করিবার জন্য, তোমাদের পরিবারকে শীতল করিবার জন্য এবং সমস্ত জগৎকে শীতল করিবার জন্য। ঈশ্বরপ্রসাদে আমাদের মধ্যে ভালবাসা আছে, এবং ক্রমে ক্রমে বিস্তৃত হইয়া নিশ্চয়ই ইহা সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত হইবে।

ব্রহ্ম সঙ্গীত।

রাগিণী মল্লার তাল—আড়াঠেকা।

বহিছে জীবনস্রোতঃ কালস্রোতে নিরন্তর। কিন্তু কোথা যাইতেছ ভেবে দেখ একবার।

দেখ হে গণনা করে, আসিয়াছ কত দূরে, এক স্থানে আছ কিম্বা হইতেছ অগ্রসর।

ক্রমে দেহ হল জীর্ণ, বল বুদ্ধি অবসন্ন, নিকটে শেষের দিন অতি ভয়ঙ্কর; এইত বৎসর গেল, করিলে কি সম্বল, এরূপে বিদায় বল দিবে কত সম্বৎসর।

নব বর্ষ সমাগমে, উঠ হে নব উদ্যমে, প্রমত্ত হৃদয়ে সদা কর বৈরাগ্য সাধন; হইবে পুণ্য সঞ্চয়, থাকিবে না কাল ভয়, ব্রহ্মবরে চিরকাল হয়ে রহিবে অমর।

রাগিণী বেহাগ তাল ঐ।

কালের প্রতীক্ষায় আর কত দিন থাকিবে বল। ইচ্ছা থাকিলে বাসনা নিশ্চয় হবে সফল।

যিনি সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বকালে বিদ্যমান, তাঁহার মুক্তি-বিধানে শুভ ক্ষণ সদাকাল।

আশা পূর্ণ অন্তরে, ডাক হে ডাক তাঁহারে, বিশ্বাস করিয়া দেখ এখনই পাইবে বল; মোহ নিদ্রা ভঙ্গ হবে, হৃদয়ে স্বর্গ দেখিবে, পলকে জীবন বৃক্ষে ফলিবে অমৃত ফল।

বিজ্ঞাপন।

ভারত আশ্রমের অধ্যক্ষ ও উহার অধিবাসিনীদিগের বিরুদ্ধে সাপ্তাহিক সমাচারে যে সকল গ্লানিসূচক ও অলীক কথা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা খণ্ডন করিবার উদ্দেশে কলিকাতার প্রধান বিচারালয়ে অভিযোগ করা হইয়াছে। উক্ত অধ্যক্ষ মহাশয়ের অর্থাভাব দূর করিলে নিরপরাধীদিগকে অকারণ গ্লানি হইতে রক্ষা করিবার পক্ষে বিশেষ আনুকূল্য করা হইবে। অতএব সাধারণের নিকট প্রার্থনা যে, তাঁহারা ত্বরায় যথা পরিমাণে সাহায্য প্রদান করিয়া বাধিত করেন।

১৩ মৃজাপুর ষ্ট্রীট শ্রীকান্তিচন্দ্র মিত্র।

সংবাদ।

শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেনের "ইংলিস ভিজিট" এক্ষণে তিন টাকা মূল্যে বিক্রীত হইবে।

গত ৩০ শে চৈত্র সোমবার হাওড়া ব্রাহ্মসমাজের চতুর্থ সাম্বৎসরিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। প্রাতঃকালে শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল বসু, সন্ধ্যাকালে শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার উপাসনা কার্য্য করেন। সায়ংকালীন উপাসনায় প্রায় এক শত শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। ঈশ্বর, প্রাণের প্রাণ, এই বিষয়ে একটী সুন্দর বক্তৃতা হইয়াছিল।

ঐ দিন ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে বর্ষ শেষ উপলক্ষে রজনী দশ ঘটিকা হইতে একটা পর্য্যন্ত উপাসনা ও সঙ্গীত হয়।

শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র সেন গোয়ালপাড়া, গৌহাটী, বিশ্বনাথ, তেজপুর প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করিয়া নওগায়ে উপস্থিত হইয়াছেন। আসাম দেশীয় কয়েক ব্যক্তি ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়াছেন। এক জন সপরিবারে এ ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত দীননাথ মজুমদার গয়া ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব সমাপন করিয়া হাজারিবাগ গমন করিয়াছেন। গত ১লা বৈশাখ তথাকার উৎসব হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে দুঃখিদিগকে বস্ত্র এবং পয়সা দান করা হইয়াছিল।

এই পাক্ষিক পত্রিকা কলিকাতা ৯৩ নং কলেজ স্কোয়ার ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে ১৬ই বৈশাখ শ্রীগোপালচন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত হইল।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং।
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তুবৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৮ম ভাগ।
৯ম সংখ্যা।

১লা জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার, ১৭৯৭ শক।

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২॥৹
মফস্বল ঐ ৩।৹

প্রার্থনা

হে মঙ্গলের অনন্ত উৎস, প্রেমজ্যোতিঃ পরমেশ্বর! তোমার অপার লীলা, অনির্ব্বচনীয় মহিমা সন্দর্শন করিয়া আমি বিস্ময়াপন্ন হইতেছি। জীবনের পথে চলিতে চলিতে এক একবার বিপদের গভীর অন্ধকারে চারি দিক্ আচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে, দুঃখের উপর দুঃখ আসিয়া মনকে অবসন্ন প্রায় করিতেছে, কিন্তু তুমি যে রক্ষক হইয়া সর্ব্বদা আমার নিকটেই অবস্থিতি করিতেছ আমি মোহবশতঃ তাহা না দেখিয়া খিদ্যমান হই। জানি না হে নাথ! কত কত বিপদ বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আমাকে এই রূপে যাইতে হইবে। আমি দুর্ব্বল, অল্প-বিশ্বাসী, পাপভয়ে সর্ব্বদা অস্থির; তাহার উপর আবার বাহিরের শত শত পরীক্ষা ও প্রতিবন্ধক, কেমন করিয়া এই পাপ জীবন লইয়া দুর্গম ধর্ম্মাচলের উচ্চ শিখরে উত্থিত হইব, এই ভাবনা ভয়ে যখন আমি শঙ্কিত হই তখন দেখি যে তুমি মঙ্গলহস্ত দ্বারা আমার সকল ভয় তাপ দূর করিয়া দিতেছ। বন্ধুগণের কোলাহল যখন নিবৃত্ত হয়, সংসার চিন্তার প্রবল তরঙ্গ সকল যখন শান্ত ভাব ধারণ করে, এবং যখন আমি একাকী আপনার নিকট উপস্থিত হইয়া জীবনের চরম লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করি তখন দেখি তোমা ভিন্ন কেহই আর আমার নিকটে নাই। হে দেব! আমি নিজের কল্যাণ বিস্মৃত হইয়া আর যেন কোন অসার কার্য্যে মনকে নিযুক্ত না করি। হে অগতির গতি নিরুপায়ের উপায় ঈশ্বর! তোমার দয়া আমার পথের সম্বল আর আমার কিছুই নাই। তুমি যেমন বারম্বার স্বীয় উদার করুণাগুণে আমাকে বাঁচাইতেছ তেমনি আশীর্ব্বাদ কর যেন আর কখন আমি তোমার সঙ্গ ছাড়া না হই। সংসারের অসারতা চঞ্চলতা দেখিয়া যেন আমি তোমাতে দিন দিন অধিকতর আসক্ত হইতে পারি। দুঃখ বিপদের সময় প্রাণপণে তোমাকে ডাকিব, তোমাকে ডাকিতে ডাকিতে প্রাণত্যাগ করিব, সর্ব্বক্ষণ আমি তোমারই দিকে চাহিয়া থাকিব। বিপদ পরীক্ষায় হৃদয়কে তোমার জন্য আরও অনুরাগী করুক। তোমার নামে যদি আমি পথের কাঙ্গালী হইয়া থাকি তাহাও আমার পক্ষে মঙ্গল। পিতা, যখন ভাবি যে তোমার অনুগত ভক্ত হইতে পারিলাম না তখন দুঃখেতে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। যত দণ্ড দিতে হয় দাও, কিন্তু হে অনাথনাথ দীনবন্ধু ঈশ্বর! যাহাতে আমার উপায় হয় তাহা কর। আমি যেন

তোমার মঙ্গল স্বভাবের উপর নির্ভর করিয়া বিশ্বস্ত হৃদয়ে চিরকাল তোমার দ্বারে পড়িয়া থাকিতে পারি। সকল অবস্থাতে আমার চিত্ত যেন তোমার পদে স্থির থাকে, তুমি আমার প্রতি এই রূপ অনুগ্রহ কর।

ভারত আশ্রমসম্বন্ধীয় অভিযোগ।

ধর্ম্মরাজ্যের পার্থিব ঘটনাতেও ঈশ্বরের মঙ্গল হস্ত কেমন স্পষ্টরূপে লক্ষিত হয়, এবং তাঁহার প্রতি সুদৃঢ় ও একান্ত বিশ্বাস থাকিলে বিষয়ের ঘোর উত্তেজনা মধ্যেও শরণাগত সাধকেরা ধর্ম্মের মাহাত্ম্য কেমন আশ্চর্য্যরূপে রক্ষা করিতে পারেন! সম্প্রতি ইহার একটী সুন্দর উদাহরণ ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে ঘটিয়াছে। উহার আদি অন্তের ইতিবৃত্ত আলোচনার বিশেষ উপযোগী। উক্ত ঘটনাটী লইয়া ব্রাহ্মদিগের মধ্যে অনেক বাদানুবাদ হইয়াছে, এই জন্য উহার প্রকৃত তত্ত্ব সাধারণের নয়নগোচর করা অতীব আবশ্যক; তৎপাঠে ঈশ্বরের বিশেষ করুণা হৃদয়ঙ্গম করিয়া ব্রাহ্মমাত্রেই তাঁহাকে ধন্যবাদ করিতে অগ্রসর হইবেন। প্রায় এক বৎসর হইল কলিকাতাস্থ এক খানি বাঙ্গালা সংবাদ পত্রে ভারতআশ্রম নিবাসিনী ব্রাহ্মিকাদিগের এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারকদিগের বিরুদ্ধে অযথা অলীক ও হানিকর গ্লানি প্রকাশিত হয়। অপবাদের সার মর্ম্ম এই যে, উক্ত স্ত্রীলোকদের চরিত্র দূষণীয় এবং ভারতআশ্রমের অধ্যক্ষ দানব ও দৈত্য প্রকৃতিবশতঃ কোন স্ত্রীলোকের অলঙ্কার অন্যায়রূপে হরণ করিয়াছিলেন। এই রূপ অপবাদ লইয়া চারিদিকে মহা আন্দোলন হইতে লাগিল এবং আশ্রমের প্রতি অনেকে ঘৃণা ও বিদ্বেষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এমন কি কোন কোন নিরপেক্ষ উদার চরিত্র ব্রাহ্মও তথায় পরিবার পাঠাইতে সঙ্কুচিত হইলেন। যে পবিত্র আশ্রম কেবল ব্রাহ্মপরিবার সংগঠন ও ভ্রাতা ভগিনীদের মধ্যে সংস্কৃত সামাজিক যোগ সংস্থাপন উদ্দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহার বিরুদ্ধে চারি দিকে এত দুর্নামের রোল, ইহা ভাবিয়া আশ্রমের কর্ত্তৃপক্ষেরা অত্যন্ত ভাবিত ও দুঃখিত হইলেন। প্রতিবিধান আবশ্যক, কিন্তু কি উপায়েই বা অপযশঃ ঘোষণা বারণ হইতে পারে? এ অবস্থায় নিশ্চিন্ত থাকা অসম্ভব এবং অন্যায়। যদি প্রচারকদিগের প্রতি আক্রমণ করা হইত, ঐ আক্রমণ অতি তীব্র ও জঘন্য হইলেও ধৈর্য্য ও ক্ষমা গুণে উহা সহ্য করা উচিত ছিল। চির দিন তাঁহাদিগকে ঘৃণিত ও অপমানিত হইতে হইয়াছে এবং চিরকাল ঘৃণা ও অপমান সহ্য করিতে হইবে। প্রচারক হইয়া, দেশীয় অসত্য ও পাপের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহারা যে অগ্নি পরীক্ষা হইতে রক্ষা পাইবেন, ইহা কখনই সম্ভব নহে। অপবাদ ও উৎপীড়ন তাঁহাদের উচ্চ ব্রতের অনিবার্য্য পুরস্কার। ইহা তাঁহারা বিলক্ষণ জানেন এবং এত দিন তাঁহারা যে অক্ষুব্ধ ভাবে নানা প্রকার আক্রমণ ও নীচতম গ্লানি সহ্য করিয়া আপনাপন কর্ত্তব্য সাধন করিয়াছেন, ইহা সকলে অবগত আছেন। উপস্থিত আন্দোলনে তাঁহারা যে ক্রুদ্ধভাবে বৈরনির্যাতনের চেষ্টা করিবেন, ইহা তাঁহাদের পূর্ব্বচরিত্র যাঁহারা জানেন তাঁহারা কখনই বিশ্বাস করিবেন না। সত্যের জন্য অপমান সহ্য করাতেই তাঁহাদের গৌরব এবং শতবার যাঁহারা গ্লানি সহ্য করিয়াছেন তাঁহারা সামান্য অপবাদে বিচলিত হইতে পারেন না। কিন্তু নিজে স্তুতি নিন্দাতে উদাসীন থাকিলেও অপরের মান্য রক্ষা তাঁহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। ভারতআশ্রমের গুরুভার প্রচারকদিগের হস্তে, উহার অধ্যক্ষ বা অধিবাসিনীদিগের বিরুদ্ধে কেহ কলঙ্ক প্রচার করিলে সেই কলঙ্ক মোচন করিবার জন্য তাঁহারা দায়ী। যে আশ্রমে কতকগুলি ভদ্র পরিবার জীবনের উৎকর্ষ সাধনের জন্য বাস করিতেছেন, উৎসবাদি উপলক্ষে যেখানে

দেশ বিদেশস্থ ব্রাহ্মেরা সপরিবারে আসিয়া অবস্থিতি করেন, সেই আশ্রমকে গ্লানি-মুক্ত করা, বিশেষতঃ তথাকার মহিলাদিগের প্রতি তাঁহাদের নিজের ব্যবহার নির্দ্দোষ প্রমাণ করা তাঁহাদের পক্ষে যে অবশ্য কর্ত্তব্য তাহা কে অস্বীকার করিবে? সুতরাং কর্ত্তব্যের অনুরোধে এবং ধর্ম্মের আদেশে তাঁহারা এই স্থির করিলেন যে, যে সংবাদ পত্রে উল্লিখিত অপবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল উহার সম্পাদককে অনুতপ্ত ও নিবৃত্ত করিবার জন্য বিশেষরূপে চেষ্টা করা হয়। উকীলের পত্র দেওয়া এবং প্রধান বিচারালয়ে অভিযোগ করা, এই দুইটী উপায় কেবল উল্লিখিত উদ্দেশ্যেই অবলম্বিত হইয়াছিল। গ্লানিকারকের প্রতি ক্রুদ্ধভাবে প্রতিহিংসা করা অথবা তাঁহার নিকট ক্ষতিপূরণ জন্য টাকা লইয়া তাঁহাকে দণ্ডিত ও উৎপীড়িত করার কিছু মাত্র ইচ্ছা ছিল না। ঐ ব্যক্তি যদি অনুতাপিত হইয়া দোষ স্বীকার করিতেন, তাহা হইলে এত দিন সমুদায় নিষ্পত্তি হইয়া যাইত।

উকীলের পত্র দেওয়ার দিন হইতে বিচারের দিন পর্য্যন্ত আশ্রমের অধ্যক্ষ অপবাদকারী সম্পাদককে ক্ষমা করিবার জন্য সর্ব্বতোভাবে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু তিনি সরল ভাবে অনুতপ্ত হইয়া দোষ স্বীকার করিতে প্রথমতঃ অসম্মত হওয়ায় বাদীকে শেষ দিন পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিতে হইল। প্রথমে বন্ধুদিগের দ্বারা মীমাংসার চেষ্টা করা হয়, তাহাতে যখন কিছু হইল না তখন তাঁহাকে উচ্চ আদালতের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইল। কি রূপ ভদ্রতার সহিত অভিযোগ উত্থাপন করা হয় তাহা সেই অভিযোগ পত্র খানি পাঠ করিলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন। তাহাতে স্পষ্টাক্ষরে এই ভাব ব্যক্ত করা হইয়াছে যে, "বাদীর ইহাতে কিছু মাত্র বৈরনির্য্যাতনের ইচ্ছা নাই, মানহানি হইয়াছে বলিয়া তিনি তাহার পরিবর্ত্তে অর্থের আকাঙ্খাও রাখেন না, কেবল এই চান যে আদালত প্রতিবাদীকে অযথা গ্লানি প্রচারকার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করেন।" বিষয়ী লোকেরা সাধারণতঃ এ প্রকার উদার ভাবে কেহ কখন বিচারালয়ে অভিযোগ করে না, ইহাতেই সকলে বুঝিতে পারিবেন যে বাদীর উদ্দেশ্য কি রূপ মহৎ এবং ন্যায়সঙ্গত ছিল। ইহাতেও যখন প্রতিবাদী বিনীত এবং অনুতপ্ত হইলেন না তখন পুনরায় বিচারের ২।৩ দিন পূর্ব্বে আবার বন্ধুগণ দ্বারা মীমাংসার চেষ্টা করা হইল, এমন কি কথা বার্ত্তা এক প্রকার স্থির হইয়াছিল, বাদীর পক্ষের সকলেই সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত ও হইয়াছিলেন, কিন্তু সংবাদ আসিল যে না, প্রতিবাদী ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন না। অগত্যা শেষ এই স্থির হইল যে, বিচারালয়ে উপস্থিত হইয়া বিচারপতির নিকট বাদীর মনোগত ভাব, অর্থাৎ মীমাংসা করার ইচ্ছা প্রথম সুযোগেই প্রকাশ করা হইবে এবং তাঁহাকে মধ্যস্থ মানিয়া সকল গোলযোগ নিষ্পত্তি করিয়া লওয়া হইবে। এই অভিপ্রায় অনুসারে বাদীর পক্ষের বারিষ্টার অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ বিচারপতিকে অবগত করিয়া এই বলিলেন, যে বাদী এখনও প্রতিবাদীকে ক্ষমা করিতে প্রস্তুত আছেন, তিনি যদি দোষ স্বীকারপূর্ব্বক অনুতাপ করেন তাহা হইলে বাদী এই দণ্ডেই অভিযোগ উঠাইয়া লইবেন। অভিযুক্ত ঘৃণিত জঘন্য অপবাদ গুলি শ্রবণান্তে বিচারপতি যখন বাদীর উদার অভিপ্রায় অবগত হইলেন তখন তিনি গম্ভীরভাবে এই রূপ বলিলেন যে, এ সকল অপবাদ প্রচার করিতে কোন ভদ্রলোক লজ্জিত না হইয়া থাকিতে পারে না। যে সমস্ত কদর্য্য এবং জঘন্য কথা ব্যবহার করা হইয়াছে তাহা সভ্যসমাজের নিতান্ত অননুমোদনীয়। পরে তিনি প্রতিবাদীকে অনুতাপপূর্ব্বক সমস্ত অপবাদ প্রত্যাহার করিয়া লইতে অনুরোধ করিলেন এবং উভয় পক্ষের সম্মতিতে

শেষ বিচার নিষ্পত্তি হইয়া গেল। বিচারপতি মান্যবর ফিয়ার সাহেব এ সম্বন্ধে যে ভাব লিপিবদ্ধ করেন তাহা এখানে উদ্ধৃত করা াই যতেছে।

উমানাথ গুপ্ত বাদী।

বিহারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় প্রতিবাদী।

বাদীর পক্ষে কৌন্সলী লো, জাক্সন ও ম্যাক্রে সাহেব এবং বাবু আনন্দমোহন বসু।

প্রতিবাদীর পক্ষে কৌন্সলী ব্রান্সন সাহেব এবং বাবু উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাদীর পক্ষ হইয়া ম্যাক্রে সাহেব মকর্দ্দমা আরম্ভ করিয়া সমুদায় অপবাদ গুলি পাঠ করাতে বিচারপতি তন্মধ্যে একটী অপবাদের জঘন্যতা ও অভদ্রতা সম্বন্ধে তাঁহার প্রবল মত প্রকাশ করিলেন, এবং ব্রান্সন্ সাহেবকে বলিলেন যে, যে সকল গ্লানিকর কথা লইয়া নালিশ হইয়াছে তাহা বাদীর বিরুদ্ধে অথবা অন্য কোন লোকের বিরুদ্ধে লেখা হইয়াছে কি না এই আইনগত প্রশ্ন ছাড়িয়া তাঁহার মক্কেলদিগের উচিত যে তাঁহারা আহ্লাদের সহিত প্রথম সুযোগে ঐ সকল কথা অস্বীকার করেন এবং তজ্জন্য অনুতাপ প্রকাশ করেন।

ব্রান্সন্ সাহেব তৎপরে এই বলিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, যে সকল কথার প্রতি আপত্তি করা হইয়াছে তাহা প্রতিবাদীগণ আপনারা লেখেন নাই, তাঁহাদের সংবাদ পত্রে সকল দলেরই পত্র লিখিবার অধিকার আছে, যাঁহারা আশ্রমে বাস করিয়াছিলেন এই রূপ ব্রাহ্মেরাই উক্ত পত্র সকল কিম্বা তন্মধ্যে কতকগুলি বাস্তবিক লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। বাদী বা আশ্রমের অন্য কোন অধিবাসীর চরিত্রের উপর কোন দোষারোপ করিবার প্রতিবাদীগণের কিছু মাত্র ইচ্ছা ছিল না, এবং অভিযোগ পত্রে যে সকল ছাপান অপবাদ উল্লিখিত হইয়াছে তৎ সমুদায় তাঁহারা কিছু বাদ না দিয়া সম্পূর্ণ রূপে উঠাইয়া লইলেন উহা যে ছাপাইয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন তজ্জন্য তাঁহারা অনুতাপ প্রকাশ করাতে বিচারপতি নালিশ উঠাইয়া লইতে পরামর্শ দিলেন এবং বলিলেন যে উভয় পক্ষ আপন আপন খরচ আপনারা দিবেন।

উভয় পক্ষ এই ব্যবস্থায় সম্মত হইলেন।

ডবলিউ, আর, ফিঞ্চ,

অফিসিয়েটিং আসিষ্টাণ্ট

রেজেষ্টার।

বাদী ও প্রচারকগণ প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত মিথ্যা গ্লানিপ্রচারক প্রতিবাদীর সহিত যে প্রকার ব্যবহার করিয়া আসিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহাদের দুঃখিত বা লজ্জিত হইবার কিছু মাত্র কারণ নাই। সত্যের অনুরোধে এবং স্ত্রীজাতির মর্য্যাদা রক্ষার জন্য তাঁহারা এ সম্বন্ধে যে যে উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা উচ্চ ধর্ম্মভাবের সম্পূর্ণ উপযোগী সন্দেহ নাই। ইহাতে বৈরনির্য্যাতনের ভাব কিছু মাত্র ছিল না, দোষীকে অন্যায় ও পাপ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করা এবং সাধারণের মন হইতে অনিষ্টকর মিথ্যা সংস্কার দূর করাই ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। নিস্বার্থ ভাবে স্ত্রীলোকদিগের প্রতি যথা কর্ত্তব্য তাঁহারা পালন করিয়াছেন, সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেই এ কথা স্বীকার করিবেন। যে সকল বন্ধু না বুঝিয়া তাঁহাদিগকে এ জন্য প্রথমে অনুযোগ করিয়াছিলেন তাঁহারা এক্ষণে বাদীর পক্ষের আন্তরিক অভিপ্রায় বোধ হয় বুঝিতে পারিলেন। স্বদেশহিতৈষী ভদ্র মহোদয়গণের নিকট অধিক বলা বাহুল্য, প্রচারকদিগের দায়িত্ব যাঁহারা অবগত আছেন তাঁহারা অবশ্য ইহা স্বীকার করিবেন যে তাঁহারা কর্ত্তব্যানুরোধে সমূহ কষ্ট স্বীকার করিয়াও এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের অন্যান্য সৎকার্য্যে যাঁহারা চিরদিন সাহায্য করিয়া আসিতেছেন সেই সকল সদাশয় বন্ধুগণের নিকট আমরা এক্ষণে বিনীতভাবে এই ভিক্ষা করিতেছি যে তাঁহারা বাদীর ন্যায় ব্যবহার ও কর্ত্তব্য সাধন হৃদয়ঙ্গম করিয়া এ সময় তাঁহাকে যথাসাধ্য অর্থানুকূল্য করত ব্রাহ্মসমাজকে উপকৃত করেন। যাঁহার অপার কৃপা বলে প্রচারকগণ উপস্থিত বিষয়ে কৃতকার্য্য হইলেন তাঁহাকে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে আমরা বারবার ধন্যবাদ করি। যে সকল বন্ধু অর্থ ও পরিশ্রমের দ্বারা বাদীকে সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদিগের নিকটেও আমরা চির কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিলাম।

শুষ্ক ও সরস ধর্ম্ম।

এ দেশে নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্মবাদ একটী তুমুল তর্কের স্থল। বেদান্ত এবং দর্শনের ভিন্ন ভিন্ন ভাষ্যকার ইহার দুই পক্ষের এক পক্ষ অবলম্বন করিয়া অন্য পক্ষকে খণ্ডন করিয়াছেন। এই বিবাদ অন্যান্য দেশেও ছিল, অদ্যাবধিও আছে। এ কালে যাঁহারা ঈশ্বরকে অপরিজ্ঞেয় বলেন তাঁহারা ফলতঃ নির্গুণ ব্রহ্মবাদী। কারণ অপরিজ্ঞেয় ঈশ্বরবাদেও সত্তামাত্র স্বীকৃত হয়, সত্তা ভিন্ন ঈশ্বর সর্ব্বথা অনির্দ্দেশ্য। ঈদৃস ঈশ্বর উপাসনার বিষয় নহেন, শুষ্ক জ্ঞানের বিষয়। সগুণ নির্গুণ উভয়বাদের মধ্যেই অকাট্য সত্য আছে, সুতরাং যত দিন না এ উভয়ের সামঞ্জস্য হইবে, এ বিবাদের পর্য্যবসান নাই। আমাদিগের মধ্যে এই উভয়বাদ সামঞ্জস্য লাভ করিবে আমরা আশা করিতে পারি, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, জ্ঞান ও ভক্তি উভয়ের যথা নির্দ্দিষ্ট সীমা অনেকের মনে স্থির থাকে না। ইহাতে মতভেদ এবং সময়ে সময়ে শ্লেষ নিন্দা কটু কাটব্য পর্য্যন্ত সংঘটিত হয়। আমাদিগের মধ্যে নির্গুণ ব্রহ্মবাদ কি আকার ধারণ করিতেছে, এই সময় তাহা নির্দ্দেশ হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। কেন না নির্গুণ ব্রহ্মবাদ মনুষ্যহৃদয় হইতে ঈশ্বরকে দূরে নিঃক্ষেপ করিয়া পরিশেষে নাস্তিকতাতে পর্য্যবসান হয়।

মানবাত্মা এবং মানবসমাজ সম্বন্ধে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ সম্পর্কে ক্রিয়া আছে, ইহা স্বীকার করিয়াও ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে নির্গুণ ব্রহ্মবাদের সূত্রপাত হয়। অনেক ব্রাহ্ম প্রথমতঃ প্রার্থনার আবশ্যকতা অস্বীকার করেন, পরিশেষে নির্গুণ ব্রহ্মবাদের চরম সীমা অবিশ্বাসে গিয়া উপস্থিত হন। সমুদায় জগৎ মায়ার কার্য্য, ঈশ্বরের তৎসহ কোন সংশ্রব নাই, পূর্ব্বকালে এই বলিয়া ঈশ্বরকে মনুষ্য এবং মনুষ্যসমাজ হইতে দূরে নিঃক্ষেপ করা হইত; বর্ত্তমান সময়ে "নিয়ম" মায়ার স্থান অধিকার করিয়াছে। সকলই নিয়মে হইতেছে, ঈশ্বরের উহাতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন হস্ত নাই। মনুষ্য মাত্রেই নিয়মের অধীন, সুতরাং ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনাদি নিষ্ফল। ঈশ্বর মনুষ্যের বিষয়ে কোন সংবাদ লন না, তিনি সংবাদ লন মনে করা কুসংস্কার। যাঁহারা এই মতে অগ্রসর তাঁহারা ঈশ্বরের জ্ঞান মঙ্গল এবং পবিত্র ভাব স্বীকার করেন না। কেন না তাহা হইলে সৃষ্ট মনুষ্যের সঙ্গে তাঁহাকে এক করা হয়। ব্রাহ্মেরা যখন নির্গুণবাদী হন তখন জ্ঞান মঙ্গল পবিত্র ভাব প্রথমতঃ অস্বীকার করেন না, কিন্তু অল্পে অল্পে পূর্ণ মঙ্গল ভাবের প্রতি তাঁহারা সংশয়ী হন; ইহাঁদিগের পূর্ব্ব বিশ্বাস হইতে ক্রমে পতন হইতে থাকে, সুতরাং কেহ কেহ এমন আছেন যাঁহারা নির্গুণবাদের আরম্ভমাত্রে অবস্থিতি করিতেছেন। এ রূপ অবস্থিতির ফল এই যে, কতক দিন পর্য্যন্ত ইহাঁরা দোলায়মান অবস্থায় অবস্থিতি করেন, যেন ইহাঁরা কোন কোন বিষয়ে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ক্রিয়া মানেন এ রূপ প্রকাশ পায়; কিন্তু নির্গুণবাদের শুষ্ক ভাবে অত্যল্প দিন মধ্যে সে ভাব সমূলে শুষ্ক হইয়া যায়।

"নাহং মন্যে সুবিদেতি নোন বেদেতি বেদচ।
যোন স্তদ্বেদ তদ্বেদ নোন বেদেতি বেদচ।"

আমি ব্রহ্মকে সুন্দররূপে জানিয়াছি এমন মনে করি না। আমি ব্রহ্মকে যে না জানি এমনো নহে, জানি যে এমনো নহে। "আমি ব্রহ্মকে যে না জানি এমনো নহে, জানি যে এমনো নহে" এই বাক্যের মর্ম্ম যিনি আমাদিগের মধ্যে জানেন, তিনিই তাঁহাকে জানেন। এই প্রাচীন বাক্যের মধ্যে নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্মবাদের কেমন আশ্চর্য্য একত্র সমাবেশ রহিয়াছে! কে বলিতে পারে আমি ঈশ্বরকে সম্যক্ প্রকারে জানিয়াছি? কেই বা ঈশ্বরকে জানিয়া শেষ করিতে পারে অথবা কে বলিবে আমি তাঁহাকে জানি না? তাঁহাকে সুন্দররূপে জানি অথবা জানি না এ দুই অসত্য। জ্ঞানীর জ্ঞান তাঁহাকে আয়ত্ত করিতে গিয়া চিরদিনই হতাশ হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইয়া আসিবে, অথচ ভক্তি নয়নে যতই তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিবে ততই তিনি হৃদয়ের নিকটবর্ত্তী হইবেন। জ্ঞান বুদ্ধি দ্বারা তাঁহাকে বুঝিতে চাও তিনি দূর হইতে দূরস্থ হইবেন, সরল শিশু সন্তানের ন্যায় সমুদায় জ্ঞানগর্ব্ব পরিত্যাগ করিয়া বিনীত ভাবে তাঁহাকে অন্বেষণ কর তিনি অমনি দেখা দিবেন। ভক্তি প্রেমে আর্দ্র হৃদয় হইয়া সাধক যতই তাঁহাকে জানিতে অভিলাষী হন ততই তিনি তাঁহার নিকটে আত্মস্বরূপ প্রকাশ করেন। এই খানেই জ্ঞান ও ভক্তি, নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্মবাদ সামঞ্জস্য ভাব ধারণ করে। ভক্তি প্রেমানুরঞ্জিত জ্ঞানে যতই তাঁহাকে জানা যায় ততই তাঁহার সম্বন্ধে জানিবার এত অবশিষ্ট থাকে যে, সাধক হৃদয়ের সহিত এরূপ বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারেন না, এখনও তাঁহার সম্বন্ধে কিছুই জানা হয় নাই। শুষ্ক জ্ঞানে যে অনির্দ্দেশ্যত্ব প্রথমে প্রকাশিত হইয়াছিল, ভক্তি প্রেম তাহাই আবার অন্য বেশে সাধকের নিকটে উপস্থিত করিল। প্রভেদ এই, প্রথমটীতে নিরাশা ও অন্ধকার, দ্বিতীয়টীতে আশা, ভক্তি ও উচ্ছ্বাসের ক্রমিক বৃদ্ধি। ভক্তিতে প্রত্যক্ষ করিলাম তিনি কৃপাময়, কিন্তু ভক্ত্যনুগামী জ্ঞান বলিয়া দিল এ করুণার কোন দিন বিশ্রাম নাই বা অন্ত নাই। তখন সাধকের হৃদয় শত গুণ আশা ভক্তি ও উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ হইল। "ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি" ভক্তিতে ঈশ্বরকে দেখিতে পাওয়া যায়। "হ্লাদিনী সার সমবেত সম্বিদ পরোক্ষাজ্ঞানং" প্রেম সমবেত জ্ঞান অপরোক্ষ জ্ঞান। ঈশ্বর তখন সাধকের নিকটে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ হইলেন।

ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, উহার প্রথমাবস্থায় কেবল শুষ্ক জ্ঞান লইয়া ঈশ্বরতত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। সে কালের সঙ্গীত বক্তৃতা কেবল পরোক্ষ ঈশ্বর লক্ষ্য করিয়া বিরচিত এজন্য

তখনকার সমুদায় উক্তি প্রথম পুরুষে এবং পরোক্ষ-বাচক "যিনি" "তিনি" সর্ব্বনামে পরিপূর্ণ। যে অত্যল্প সংখ্যক ব্রাহ্ম ঈশ্বরের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ক্রিয়ায় তত বিশ্বাস করেন নাই তাঁহারা এখনও সেই প্রণালী অনুসরণ করেন। ব্রাহ্মসমাজে যে সময়ে অপরোক্ষ জ্ঞানের সূত্রপাত হয় সেই হইতে "তুমি" পদ ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এই অপরোক্ষ জ্ঞান দিন দিন যতই পরিবৃদ্ধ হইতেছে, ততই ভাষা হৃদয়ের ভাব প্রকাশে অক্ষম হইতেছে। ভাষার ভাবব্যঞ্জনে এই অক্ষমতা দূর করিবার জন্য রূপকের অনুসরণ না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। এজন্য দেখিতে পাওয়া যায়, ধর্ম্মের উচ্চ ভাব প্রকাশে সর্ব্বত্র কবিত্ব অবলম্বিত হইয়া থাকে। এই অপরিহার্য্য নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া ব্রাহ্মসমাজকেও অপরোক্ষ জ্ঞানের প্রারম্ভ হইতে রূপক ব্যবহার করিতে হইয়াছে।

"অমৃতধনে কে জানেরে? প্রখর বুদ্ধি না পেয়ে আসে ফিরে তিনি হে অকিঞ্চন গুরু।

ব্যাকুল অন্তরে,চাহরে তাঁহারে প্রাণ মন সকলি সঁপিয়ে, প্রেমদাতা আছেন ক্রোড় প্রসারি যে জন যায় নাহি ফিরে।"

"আইলেন প্রভু আজি হৃদয় কুটিরে, হইল আমার সব দুঃখ অবসান। ধন্য ধন্য দেব কি বলিব তোমায়, পাপি জনে এত করুণা

তব চরণামৃত, পান পিপাসিত নাহি চাহি ধন জন মানে।"

এখন দিন দিন যতই অপরোক্ষ জ্ঞান গাঢ়তর হইয়া আসিতেছে, ঈশ্বরের সহিত সাধকের অতি ঘনিষ্ঠতর মধুর সম্বন্ধ যতই প্রতিদিন জীবনে প্রত্যক্ষ অনুভূত হইতেছে, ততই ভাষার ভাব প্রকাশে দরিদ্রতা কবিত্ব অবলম্বনে বিদূরিত হইতেছে। যাহাদের হৃদয় প্রগাঢ় ভাবে উদ্দীপিত হয় নাই, যাঁহারা নির্গুণ ব্রহ্মবাদের কঠোর ভূমিতে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন অথবা পশ্চাদ্গমন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের সহানুভূতি লাভ করা এখন দিন দিন নিতান্ত সম্ভবাতিরিক্ত হইয়া পড়িতেছে। নিম্ন ভূমিতে দণ্ডায়মান ব্যক্তি ভাবুকের ভাবে অন্তর্নিবিষ্ট হইতে পারেন না, সুতরাং প্রত্যক্ষদর্শনজন্য যে সকল আধ্যাত্মিক গভীর সত্য ভাবুকের নিকট প্রকাশিত হয়, তাহা তাঁহার নিকট কুসংস্কার বা উপধর্ম্মের দিকে গতি বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে। ঈশ্বর স্বয়ং প্রতি আত্মার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া কি রূপে কার্য্য করিতেছেন, ভক্তের অন্তর্দৃষ্টি যতই বিকশিত হয় ততই তিনি তাহা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেখেন। দেখিয়া তাঁহার হৃদয় এমনি বিমুগ্ধ হয় যে তিনি তাহা ভাষায় অভিব্যক্ত করিতে যত্ন না করিয়া থাকিতে পারেন না। ভাষা এই গভীর ভাব ব্যঞ্জনে নিতান্ত দরিদ্র। সুতরাং স্বভাব তাঁহাকে উচ্চতর গভীরতর কবিতার নিকটে লইয়া যায়। তখন সাধক বলেন, "ঈশ্বর তোমাদিগকে এখানে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছেন" "তিনি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াও তোমাদিগের নিকট তোমাদের প্রাণ ভিক্ষা করিতেছেন" "তোমরা তোমাদের ভ্রাতা ভগিনীগণের গাত্রে যতগুলি দুর্ব্বাক্য বাণ বিদ্ধ করিয়াছ সকলই তাঁহার বক্ষে বিদ্ধ রহিয়াছে।" এ সকল কথা যে গভীর আধ্যাত্মিক ভাব হইতে সমুত্থিত, এই আলঙ্কারিক ভাষা তাহার শতাংশের একাংশও অভিব্যক্ত করিতে পারে না। যাঁহারা শুষ্ক জ্ঞানের ভূমিতে দণ্ডায়মান, তাঁহারা ভাবে প্রবেশ করিতে না পারিয়া কথা লইয়া বিতর্ক করেন, সুতরাং ভক্তের নিকট তাঁহাদের কথার মূল্য অতি অকিঞ্চিৎ।

ভক্তি প্রেমে অনুরঞ্জিত চক্ষু প্রতি ব্যক্তি, প্রতি জাতি, সমুদায় মনুষ্যমণ্ডলীর মধ্যে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ক্রিয়া অবলোকন করে। সুতরাং তাদৃশ চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তির নিকটে কোন ঘটনা অসমঞ্জস বা অকারণ উপস্থিত বলিয়া অনুভূত হয় না। বাহ্যজগতে যেমন শৃঙ্খলা এবং তন্মধ্যে ঈশ্বরের ইচ্ছার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ক্রিয়া, আধ্যাত্মিক জগতেও তিনি তেমনি অবলোকন করেন। মনুষ্যের পাপ অপরাধ সেই মঙ্গল ইচ্ছার বিরোধে দণ্ডায়মান হইয়াও তাহার গতি প্রতিরুদ্ধ করিতে পারে না। তিনি পাপীকেও পুণ্যাত্মা করেন এবং স্বীয় ইচ্ছার অধীন করিয়া জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া লন। সুতরাং প্রেমিক চক্ষু অতি সামান্য প্রতি নবদুর্ব্বাদলে যেমন ঈশ্বরের সাক্ষাৎ ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করে তেমনি অতি ক্ষুদ্র মনুষ্যেও তাঁহার ক্রিয়া বিদ্যমান দেখে। সে চক্ষু সক্রেটিস নিউটন ক্রাইষ্ট চৈতন্য প্রভৃতির মধ্যে ঈশ্বরের বিশেষ ক্রিয়া অবলোকন করিবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য ব্যাপার কি? শুষ্কপন্থাবলম্বীগণের সঙ্গে এখানেই একটী ঘোর বিবাদের ভূমি। তাঁহারা চন্দ্র সূর্য্য পর্ব্বত কানন ফল পুষ্প এ সকলের মধ্যে ঈশ্বরের করুণা দেখিয়া তাঁহার প্রশংসাবাদ করিতে পারেন; কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য মনুষ্যাত্মা মধ্যে তাঁহার ক্রিয়া অবলোকন করাকে কুসংস্কার বলিয়া উপহাস করেন। এরূপ অসমদর্শী অগভীরচিত্ত ব্যক্তি যে সরস পন্থাবলম্বী ভক্তের সঙ্গে মতে মিলিবেন না, অথবা তাঁহাদিগকে নিকৃষ্ট পন্থাবলম্বী বলিবেন তাহা কিছুই বিচিত্র নহে। ঈশ্বরতত্ত্ব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দৃষ্টিগম্য, বিচার তর্ক করিয়া কে কোন্ দিন তাঁহার অন্তস্তত্ত্ব বুঝিতে সমর্থ হইবে?

আমাদিগের প্রস্তাব নিতান্ত দীর্ঘ হইয়া পড়িল, আমরা সংক্ষেপতঃ উভয় মতের যে প্রভেদ প্রদর্শন করিলাম, পাঠকবর্গ ইহারই দ্বারা অন্যান্য প্রভেদও অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন।

বর্ত্তমান।

আমরা যদি একটু অল্প চিন্তা করিয়া দেখি, দেখিতে পাইব বর্ত্তমানই আমাদিগের অধিকারের বিষয়। বর্ত্তমান ছাড়িয়া আমরা ভূত এবং ভবিষ্যতে বাস করিতে যত্ন করিলে উহা আমাদিগের মূর্খতা। "কল্যকার নিমিত্ত ভাবিও না, কল্য আপনার বিষয় আপনি ভাবিবে। প্রত্যেক দিনের কষ্ট তাহার পক্ষে যথেষ্ট।" ইহা অতি গভীর জ্ঞানের কথা। যে বলে উহা উন্মাদের বাক্য, উন্মাদেই উহা সম্ভব, সে স্বয়ং উন্মাদ। যদি তোমার দর্শনশাস্ত্রে অত্যল্প দৃষ্টি থাকে, তুমি অনায়াসে বুঝিতে পারিবে, যাহা ভূত তাহা বর্ত্তমানের অন্তর্ভূত হইয়া রহিয়াছে, যাহা ভবিষ্যৎ তাহা বর্ত্তমানের ফল ও তদ্দ্বারা নিয়মিত। সুতরাং বলা যাইতে পারে, ভূত ভবিষ্যতের বিষয় চিন্তাশূন্য হও, বর্ত্তমানের সদ্ব্যবহার কর, ভবিষ্যৎ তাহাতেই তোমার অনুকূল হইবে। "কল্যকার বিষয় ভাবিও না, কল্য আপনার বিষয় আপনি ভাবিবে।" "তোমাদের মধ্যে ভাবিত হইয়াই বা কে শরীরের দীর্ঘতা এক হস্ত বৃদ্ধি করিতে পারে?" এ কথা কি মিথ্যা কথা? যে ভাবনাতে বর্ত্তমান ভুলিয়া গেল, তার দুঃখ কোন দিন ঘুচিবে না। হে অবোধ মনুষ্য! তুমি কি নিশ্চয় বলিতে পার, তুমি মনে মনে ভবিষ্যতের যে ছবি চিত্রিত করিতেছ, তাহাই বাস্তবিক হইবে। তুমিই কি ভবিষ্যতের কর্ত্তা? এমন কোন ঘটনা কি তোমার জীবনে ঘটিতেছে না, যাহার উপরে তোমার কোন হাত নাই? ভবিষ্যতে কি তেমন ঘটনা ঘটিবে না? তোমার চিন্তা কি তাহার জন্য অগ্রে উপায় করিয়া দিতে পারিবে? যে উপায় স্থির করিয়া রাখিলে তাহা কি ঘটনান্তর দ্বারা বিঘটিত হইয়া যাইতে পারে না? তবে চিন্তা কেন? বরং যদি তুমি বর্ত্তমানে তোমার মন এমন করিয়া প্রস্তুত কর, যাহাতে যে কোন অবস্থা কেন ভবিষ্যতে নিপতিত না হউক, অনায়াসে তন্মধ্যে প্রশান্ত ভাবে বিচরণ করিতে পারিবে এবং অবস্থার অধীন না হইয়া অবস্থাকে আপনার অধীন করিতে পারিবে। তাহা হইলে তোমার পক্ষে কি যথেষ্ট হইল না? তুমি যাহা এখন অনুষ্ঠান করিবে, তোমার ভবিষ্যৎ জীবনের অনেকগুলি ব্যাপার ও অবস্থা তাহারই অনুসরণ করিয়া উপস্থিত হইবে। এ জন্য কি বুঝিতে পারিতেছ না, তোমার বর্ত্তমানের প্রতি সমুদায় মন নিবিষ্ট করা উচিত? "ঈশ্বরের রাজ্য এবং তাঁহার ধর্ম্ম সর্ব্বাগ্রে অন্বেষণ কর, তাহা হইলে এই সকল দ্রব্যও তোমাদিগকে প্রদত্ত হইবে" যাঁহারা এই বাক্যের অনুসরণ করিয়া সর্ব্বদা ভূত ভবিষ্যৎ নিরপেক্ষ হইবেন, বর্ত্তমানেই অধিবাস করিবেন, তাঁহাদিগের জীবন সুখী, নিশ্চিন্ত এবং নির্ভয় হইবে।

রামকৃষ্ণ পরমহংস।

জাহানাবাদের নিকট কোন পল্লীতে ব্রাহ্মণকুলে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। বয়ঃক্রম যখন দশ কিম্বা একাদশ তখন হইতে ইহাঁর মনে অসাধারণ ধর্ম্মানুরাগের লক্ষণ প্রকাশিত হইয়াছিল। যে খানে অতিথি ফকির সন্ন্যাসী দেখিতে পাইতেন সেই খানে গিয়া ইনি বসিয়া থাকিতেন। রামকৃষ্ণের পিতাও এক জন সাধক ছিলেন। তিনি পুত্রকে পরিধানের জন্য বস্ত্র দিতেন পুত্র তাহা ছিন্ন করিয়া কৌপিন প্রস্তুত করিতেন। রামকৃষ্ণ লেখা পড়া শিক্ষা করেন নাই। লেখা পড়া শিখিলে পৌরহিত্য ব্যবসায় করিতে হইবে এই ভয়ে সে দিকে কখন যাইতে চাহিতেন না। ইহাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন, কলিকাতায় থাকিয়া শাস্ত্রালোচনা করিতেন, রামকৃষ্ণ কিছু দিন তাঁহার নিকটে ছিলেন। যৎকালে রাণী রাসমণি দক্ষিণেশ্বরে অতি সমারোহের সহিত দেবালয় প্রতিষ্ঠা করেন তখন রামকৃষ্ণ তাঁহার জ্যেষ্ঠের সঙ্গে তথায় নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম অনুমান অষ্টাদশ বর্ষ হইবে। রাসমণির জামাতা মথুর বাবু রামকৃষ্ণের ঔদাস্য ভাব দেখিয়া তাঁহাকে কিছু ভালবাসিতে লাগিলেন এবং কিছু দিন পরে কালীদেবীর মন্দিরে তাঁহাকে পরিচারকের কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। রামকৃষ্ণ এই রূপে কিছু দিন থাকেন, পুষ্প চন্দনাদি দ্বারা ঠাকুর সাজান আর ঠাকুরবাড়ীর প্রসাদ ভক্ষণ করেন। কিন্তু কোন বিষয়ে স্পৃহা বা স্বার্থপরতা তাঁহার ছিল না। এক দিন কালীপূজা করিতেছেন, করিতে করিতে নৈবিদ্য ফুল চন্দন ঠাকুরের মাথায় না দিয়া আপনার মাথায় দিতে লাগিলেন। কখন বা কালীর বেদীর উপর উঠিয়া বসিয়া থাকিতেন। মথুর বাবু এক দিন ইহা দেখিলেন, দেখিয়া তাঁহার রামকৃষ্ণের উপর আরও ভক্তি বৃদ্ধি হইল। তদনন্তর এই যুবা পরমহংস রিপুদমন ও যোগসাধনে নিযুক্ত হইয়া অতি কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর বাটীর পার্শ্বে গঙ্গাতীরে একটী রমণীয় স্থান আছে তথায় তিনি দিবা রাত্রি বসিয়া থাকিতেন। রিপুদমনের জন্য ভৈরবী পূজা করিয়াছিলেন এবং কিছু দিন স্ত্রীলোকের বেশ ভূষা পরিধান করিয়া থাকিতেন। আপনাকে প্রকৃতি বোধ না হইলে রিপু

জয় করা যায় না, এই জ্ঞানে তিনি কখন সখীভাবে কখন বা দাসীভাবে সাধন করিতেন। তাঁহার এক শিষ্য বলেন, দশ বৎসর কাল তিনি নিদ্রা যান নাই, আর শারীরিক সুখের প্রতি একবারে উদাসীন হইয়াছিলেন। কালী হইতে আরম্ভ করিয়া আল্লা পর্য্যন্ত জপ করিয়াছেন। শরীর রক্ষার ভার হৃদয় নামক উক্ত শিষ্যের উপর ছিল, তিনিই আহার করাইয়া দিতেন। এখনও তিনি ইঁহার সেবা করিয়া থাকেন। রামকৃষ্ণের ধর্ম্মানুরাগ অত্যন্ত প্রবল। সাধনের বলে এমনি হইয়াছে যে, টাকা অথবা সাল স্পর্শ করিলে তাঁহার হস্ত অসাড় হইয়া যায়। সংসার বাসনাশূন্য জিতেন্দ্রিয় হইয়া এখন সর্ব্বদা ধর্ম্মভাবেতেই তিনি অবস্থিতি করিতেছেন। উৎসাহ কিঞ্চিৎ অধিক হইলে একবারে অচেতন হইয়া পড়েন। এত দিন পর্য্যন্ত স্ত্রী পরিত্যাগ করিয়াছিলেন সম্প্রতি তাঁহাকে আপনার নিকটে রাখিয়াছেন। যদিও এখন তিনি পরিবারের মধ্যে থাকেন, কিন্তু সাংসারিক ভাবে নহে, জিতেন্দ্রিয় যোগীর ন্যায় অবস্থিতি করেন। এখন বয়ঃক্রম প্রায় চল্লিশ হইয়াছে। শরীর অতি শীর্ণ, দুর্ব্বলতার গতিকে মধ্যে মধ্যে মূর্চ্ছা হয়। অনেক ভাল ভাল গভীর ধর্ম্মকথা তাঁহার মুখে শুনিতে পাওয়া যায়, কোন কোন দৃষ্টান্তকথা যদিও আমাদের কর্ণে অতি অশ্লীল এবং কুৎসিত ভাবব্যঞ্জক বোধ হয় কিন্তু তাঁহার চরিত্রে কোন মন্দ ভাব না থাকায় সে সকল তিনি অম্লান বদনে বলিয়া থাকেন। তিনি বলেন শরীরের সকল অঙ্গই সমান তাহার মধ্যে মন্দ কি আছে? সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তনে তাঁহার বিশেষ ক্ষমতা আছে, স্বর অতি সুমিষ্ট। ব্যবহারে কোন প্রকার বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। সরল ভাবে সকল কথা বলেন। আবশ্যক হইলে দুই একটী গালাগালিও দিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা শুনিতে তত কটু বোধ হয় না। ধর্ম্মবিষয়ে মতামত তাঁহার যাহাই হউক, তিনি এক জন সরল সাধক এবং প্রেমিক ভক্ত। উৎসাহ এবং ভাবুকতা যথেষ্ট আছে। এখন এই বলিয়া খেদ করেন যে, ইচ্ছা হয় সর্ব্বদা বিভুগুণ কীর্ত্তন করিয়া আনন্দে নাচিয়া বেড়াই, কিন্তু শরীর রুগ্ন হওয়াতে তাহার বড় ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। তথাপি যথেষ্ট উৎসাহের ভাব আমরা তাঁহাতে দেখিতে পাই। তাঁহার স্বভাব অতি বিনম্র এবং সরল, দেখিতে পাগলের ন্যায় অথচ ধর্ম্মবুদ্ধি বিলক্ষণ উজ্জ্বল। তাঁহার সহিত আলাপ করিলে অনেক শিক্ষা পাওয়া যায়। তাঁহাকে দেখিলে ঘোর সাংসারিকের মনও টলিয়া যাইবে সন্দেহ নাই। তিনি বলেন, সাধনের অবস্থাতে আমার এত যন্ত্রণা হইত যে তাহা আর বলিতে পারি না। শীতকালে গায়ে মাখন মাখিয়া বাতাস করিতে হইত এত উত্তাপ। কিন্তু তাহার সঙ্গে আবার কিছু কিছু সুখও ছিল। এখন আর আমি ধ্যান করিতে পারি না, ধ্যান করিতে গেলেই মূর্চ্ছা হয়। তিনি যেমন সাধন করিয়াছেন তেমনি তাঁহার যথেষ্ট লাভও হইয়াছে। সংসার এবং সাংসারিক লোকের প্রতি তাঁহার কোন আস্থা নাই। তিনি বলেন, অনেকে আমার নিকট পূর্ব্বে আসিত, কিন্তু ধর্ম্মের জন্য কেহই ব্যাকুল নহে, সকলের মধ্যেই গোলযোগ দেখিতে পাইলাম। মনুষ্যের সাধনের বল এবং ঈশ্বরের করুণাবল সম্বন্ধে তাঁহার একটী দৃষ্টান্ত কথা আমরা এখানে প্রকাশ করিতেছি। ঈশ্বরের কৃপায় যাহার সম্পূর্ণ নির্ভর সে বিড়ালের বাচ্চা, আর সাধনের বলের উপর যাহার নির্ভর সে হনুমানের বাচ্চা। বিড়ালের বাচ্চা কেবল মেও মেও করিয়া ডাকিতে জানে, কিন্তু তাহার মাতা তাহাকে মুখে করিয়া লইয়া কোথায় ফেলিবে তাহা সে জানে না। আর যে হনুমানের বাচ্চা সে মাতৃবক্ষস্থল প্রাণপণ যত্নে ধরিয়া থাকে, তাহার মাতা তাহাকে পেটের নীচে রাখিয়া যেখানে সেখানে দৌড়িয়া যায়। রামকৃষ্ণ বলেন আমি বিড়ালের ছানা কেবল মেও মেও করিয়া ডাকিতে জানি। আর একটী উৎকৃষ্ট কথা এই যে, শিশু যখন রাঙ্গা লাঠি পাইয়া ভুলিয়া খেলা করে মাতা তখন গৃহকার্য্য করিতে থাকেন, যদি সে কাঁদিয়া উঠে অমনি মাতা সকল কাজ ফেলিয়া তাহাকে কোলে গ্রহণ করেন। সংসারাসক্ত মনুষ্য বালক সমান, ঈশ্বর তাহার জননী, যাই সে মাতার জন্য কাঁদিবে অমনি তিনি তাহাকে দেখা দিবেন। যখন সে সংসাররূপ রাঙ্গালাঠি লইয়া খেলা করিতেছে তখন মাতা বলেন ও খেলা করিতেছে করুক, আমি এখন অন্য কাজ করি। এক জন লোক লেখা পড়া না জানিয়াও কেবল অনুরাগের বলে কত

দূর ধার্ম্মিক হইতে পারে রামকৃষ্ণ তাহার দৃষ্টান্ত স্থল। ভাবের ভাবুক পাইলে তিনি মন খুলিয়া অনেক নূতন কথা বলেন। দক্ষিণেশ্বরের দেবালয়ে তাঁহার থাকিবার স্থান, তাঁহার সহিত আলাপ করিলে অনেক আনন্দ পাওয়া যায়। এই স্বার্থপর সংসারে তাঁহার মত এক জন বৈরাগী সাধক অতি বিরল দৃশ্য সন্দেহ নাই।

জগাই মাধাইয়ের মন পরিবর্ত্তন।

এক দিবস মহাত্মা চৈতন্য অন্যান্য বৈষ্ণবদিগের সহিত বসিয়া নানা প্রকার ধর্ম্মালোচনা করিতে করিতে হরিদাস ও নিত্যানন্দকে আদেশ করিলেন যে, তোমরা প্রতি গৃহে গমন করিয়া এই মাত্র ভিক্ষা কর যে, "হরিনাম ভজ, হরিনাম বল, হরিনাম শিক্ষা কর" আর কিছু বলিও না, কিন্তু প্রতি রাত্রে আসিয়া আমাকে সমস্ত দিবসের সংবাদ দিতে হইবে। নিত্যানন্দ এবং হরিদাস আনন্দ হৃদয়ে তৎক্ষণাৎ বাহির হইলেন এবং প্রতি গৃহে গমন করিয়া ঐ ভাবে নাম প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। যাঁহারা সাধু লোক তাঁহারা এই কথায় বিশেষ প্রীতি প্রাপ্ত হইতেন, সংসারের লোকেরা আশ্চর্য্য হইয়া বলিত, ইহারা কি অপরূপ কথা বলিতেছে! অনেক লোকে তাঁহাদের উপদেশ গ্রহণ করিত, কেহ কেহ উপহাসও করিত, কিন্তু প্রচারক দ্বয় তাহাতে পরাঙ্মুখ হইবার লোক ছিলেন না; তাঁহারা আবার পর দিন গিয়া ঐ ভাবে তাহারই গৃহে নাম প্রচার করিতেন। এই রূপ প্রতিদিন নাম প্রচার করিয়া রাত্রে গুরুর নিকটে গিয়া সংবাদ দিয়া তাঁহার আনন্দ বর্দ্ধন করিতেন। এক দিন দেখিলেন পথে দুই জন মাতয়াল পড়িয়া রহিয়াছে এবং মধ্যে মধ্যে দুই জনে গালাগালি ও মারামারি করিতেছে। নিত্যানন্দ এক জন পথিককে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহারা কোন্ জাতি এবং এমন করিতেছে কেন? সে ব্যক্তি কহিল মহাশয়! ইহারা দুই ভাই উত্তম ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু কুলাঙ্গারেরা ব্রাহ্মণত্ব পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে কেবল মদ্যপান করিয়া উন্মত্ত অবস্থায় থাকে; চৌর্য্য, দস্যুবৃত্তি, পরদার, নরহত্যা ইত্যাদি এমন পাপ কিছুই নাই যাহা এই দুই জন করে নাই। ইহারা যখন পথে বাহির হয় তখন পথিকদিগের পলায়ন ভিন্ন প্রাণ রক্ষার আর উপায় নাই, গৃহস্থেরা ভয়ে দ্বার বন্ধ করিয়া লুক্কায়িত হয়। যাহার অনিষ্ট করিতে ইহাদিগের ইচ্ছা হয় তাহার আর কোন মতে নিস্তার নাই; তাহার গৃহ ভস্মসাৎ করিবে ও তাহাকে ধন প্রাণে বধ করিবে। ইহারা ভুলিয়া একবারও ঈশ্বরের নাম গ্রহণ করে না। এই বিবরণ শুনিয়া নিত্যানন্দের কোমল হৃদয়ে আঘাত লাগিল। তিনি করুণার্দ্র হৃদয়ে উহাদিগের পরিত্রাণের জন্য চিন্তা করিতে লাগিলেন, এবং বলিতে লাগিলেন যে, এই রূপ পাপী পরিত্রাণ করিতে না পারিলে আর হরিনাম প্রচারের ফল কি? ইহাদিগের মন এক্ষণে যেমন অপবিত্র সুরারসে বিস্মৃত রহিয়াছে, যদি হরিনাম রসে তেমনি আত্মবিস্মৃত হয় তবেই আমি চৈতন্যের দাসের উপযুক্ত হইতে পারি। পরে হরিদাসকে বলিলেন, হরিদাস! শুনিলে? এমন পাপী আর কি কখন দেখিয়াছ? যখন যবনেরা তোমাকে বাইশ বাজারে লইয়া গিয়া প্রহার করিয়াছিল তখন তুমি তাহাদিগের জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলে, আর এই পাপীদের জন্য কি কিছু করিবে না? হরিদাস কহিলেন, আমি নিশ্চয় বুঝিয়াছি যখন নিত্যানন্দের মন ইহাদিগের উপর পড়িয়াছে তখন ইহারাত নিস্তার হইয়াছে, আমাকে আর কি করিতে হইবে? অনন্তর দুই জনে মাতয়ালদিগের নিকট গমন করিতে লাগিলেন; নিকটস্থ লোকেরা অনেক প্রকার ভয় প্রদর্শন করিয়া নিষেধ করিল কিছুতেই শুনিলেন না; হরিনাম করিতে করিতে নিকটে গিয়া বলিলেন, ওহে ভাই! তোমরা হরিনাম লও, হরিনাম ভজ, হরি ভিন্ন পাপীর আর গতি নাই, তিনিই একমাত্র মনুষ্যের উপায়, তোমরা তাঁহাকে ডাক, অনাচার পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে ভজ। এই কথা শুনিবামাত্র দুই জনে মস্তক তুলিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিল এবং মহাক্রোধে তাঁহাদিগকে মারিবার জন্য ধাবিত হইল। বৈষ্ণব দ্বয় আর অন্য উপায় না দেখিয়া পলায়ন করিলেন, জগাই মাধাইও পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল, বৈষ্ণবেরা শেষ চৈতন্যের নিকট উপস্থিত হইলেন। দস্যুরা তাঁহাদিগকে না পাইয়া পরস্পর মারামারি করিয়া গঙ্গাতীরে গিয়া পড়িয়া রহিল। বৈষ্ণব দ্বয় গুরু সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত বর্ণন করিলেন, শুনিয়া চৈতন্য তাহাদিগের নাম জিজ্ঞাসা করিলেন; সম্মুখে গঙ্গাদাস ও শ্রীনিবাস নামক দুই জন শিষ্য ছিলেন তাঁহারা জগাই মাধাইয়ের সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইয়াদিলেন। তখন নিত্যানন্দ কহিলেন, প্রভো! যাহাই বলুন, ঐ দুই পাপী থাকিতে আর আমি নাম প্রচারে যাইতে পারিব না। যাহারা স্বভাবতঃ ধার্ম্মিক তাহাদিগকেত সহজেই হরিনাম বলান যায়, কিন্তু ঐ দুই মহা পাপীকে যদি হরিনাম লওয়াইতে না পারিলেন তবে আর পতিতপাবন নামের অর্থ কোথায় থাকিল? এই কথা শুনিয়া মহাত্মা চৈতন্য আনন্দ মনে বলিলেন, নিশ্চয় তাহারা উদ্ধার হইবে; যখন তোমার দর্শন পাইয়াছে এবং তুমি যখন তাহাদিগের পরিত্রাণের জন্য চিন্তা করিতেছ তখন নিশ্চয় ঈশ্বর তাহাদের মঙ্গল করিবেন। তখন বৈষ্ণবমণ্ডলী মহা আনন্দে হরিবোল দিয়া উঠিলেন।* এ দিকে জগাই মাধাই গঙ্গাতীরে আসিয়া বাস করায় লোকের গঙ্গাস্নানের পক্ষে বিলক্ষণ ব্যাঘাত হইল। রাত্রে যৎকালে চৈতন্যের গৃহে হরিসংকীর্ত্তন হইত তখন বাটীর নিকট আসিয়া

তাহারা সংকীর্ত্তন শুনিত এবং মদ্যপান করিয়া আনন্দে নৃত্য করিত, কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিত না। এক দিন চৈতন্যকে সম্বোধন করিয়া বলিল, ওহে নিমাই পণ্ডিত! তোমার মঙ্গলচণ্ডীর পালা কি সমাপ্ত হইল! গায়েন গুলি খুব উত্তম, আমাদিগকে এক দিন দেখাইও, আমরা যে খাদ্যে যাহা পাইব তাহা তোমাকে আনিয়া দিব।

(ক্রমশঃ)

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

রবিবার, ১৩ই বৈশাখ, ১৭৯৭ শক।

ঈশ্বরের বিশ্বাসী সন্তানের কিছুতেই ভয় নাই, কিছুরই অভাব নাই। অভাবরাশির মধ্যে তিনি সুখী, ঘোর বিপদে আক্রান্ত হইলেও তিনি নির্ভয়, কেন না তিনি ভবকাণ্ডারীকে সহায় করিয়াছেন। বিশ্বাস বৈরাগ্যকে সরস করিয়া রাখে, বৈরাগ্য বিশ্বাসকে সজীব রাখে। ঈশ্বরের সত্তায়, ঈশ্বরের চরিত্রে যদি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি তাহা হইলে ঈশ্বর আমাকে কখন পরিত্যাগ করিতে পারেন না। পিতা মাতা এক দিন বিমুখ হইতে পারেন, অন্নপান না দিতে পারেন, কিন্তু ঈশ্বরসম্বন্ধে ইহা একবারে অসম্ভব। সকল বিষয়ে তিনি মঙ্গল করিবেন বৈরাগী শুদ্ধ এই কথা বলেন না, তিনি কখন পরিত্যাগ করিতে পারেন না, এই কীটকেও ভাসাইয়া দিতে পারেন না, তাঁহার এই রূপ দৃঢ় বিশ্বাস। ঈশ্বরের চরিত্র সম্বন্ধে এত দূর নির্ভর না থাকিলে সে ব্যক্তি অল্প বিশ্বাসীশ্রেণীর মধ্যে গণ্য। বিশ্বাসী বৈরাগীর কেহ নাই জানিয়া ঈশ্বর তাহাকে খাওয়াইবেন, এ কথা বলিলে অর্দ্ধেক বলা হইল। কোন কালে তিনি ভাসাইয়া দিতে পারেন না, লক্ষ বৎসর পরেও সেই জননীর ক্রোড়েই রহিয়াছি। তাঁহার সম্বন্ধে পরিত্যাগ করা একেবারে অসম্ভব। নিষ্ঠুর হইয়া তাড়াইয়া দেওয়া তাঁহার স্বরূপ সম্বন্ধে যদি অসম্ভব মনে না করি, তবে সন্দেহ আসিয়া বৈরাগ্যকে ঘন মেঘে আচ্ছন্ন করিবে, কখন নিশ্চিন্ত হইতে পারিব না। এক দিন বা এক মাসের মধ্যে যদি একবারও চিন্তা আসিয়া মনকে অধিকার করে যে অন্নপানের কি হইবে? বন্ধু বান্ধব সকলে পরিত্যাগ করিলে আমার কি হইবে? তবে জানিলাম ঈশ্বরে বিশ্বাসী হইতে পারি নাই। তিনি এক নিমেষের জন্য আশ্রিত সন্তানকে পরিত্যাগ করিতে পারেন না, ক্ষুদ্র কীটকেও তিনি বঞ্চনা করেন না। তিনি স্বয়ং আমার এবং পরিবারের ভার নিজহস্তে রাখিয়া মঙ্গল বিধান করিবেন, এই রূপ যাঁহাদের বিশ্বাস তাঁহারা পূর্ণবিশ্বাসীর মধ্যে গণ্য। তাঁহারা সন্দেহবিহীন চিন্তাবিহীন। ঈশ্বর কখন ছাড়িতে পারিবেন না, এই বিশ্বাসেই তাঁহাদিগকে নিশ্চিন্ত করিল এবং এই নিশ্চিন্ত বিশ্বাসেই তাঁহাদিগের ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ জন্মিল। এই রূপ অবস্থায় বৈরাগ্য কখন বিষণ্ণ ভাব অবলম্বন করিতে পারে না। বৈরাগ্যে অনুরাগ প্রফুল্লতা সর্ব্বদা বিরাজ করে।

বৈরাগীর জীবন এক সময়ে জীবন মৃত্যুতে, সরস নীরস, কঠোর সুকোমল ভাবে বিভূষিত। সংসারের বিলাস আমোদ প্রমোদ আসক্তি বিষয়লালসা এ সকল সম্বন্ধে বৈরাগীর জীবন শ্মশান, মৃত্যুর আগুণে পাথরের মতন কঠিন। ইহাতে বিষয়লালসা পড়িয়া দগ্ধ ও চূর্ণ হইয়া যায়। অনেক বৈরাগীর জীবন কেবলই কঠোর উহাতে কোমলতা নাই। ইহাঁরা শ্মশানবাসী বিষণ্ণ বৈরাগী। ইহাঁদের অপ্রসন্নতা ইহাঁদিগকে জগতের কাছে মনোহর করিতে পারিল না। ইহাঁদিগকে দেখিয়া ভয় হয়। ফলতঃ শ্মশানের সঙ্গে বৈরাগ্যের যোগ। কেহ মৃত্যুর মধ্য দিয়া না গেলে শান্তিনিকেতনে যাইতে পারিবেন না। এই শ্মশান ধূ ধূ করিতেছে, উহা ভয়ের ব্যাপার। উহারই ধারে বৈরাগীর বাসস্থান। তিনি কঠোর হইয়া সুখ বিলাস আত্মীয় স্বজন সকলকে বিদায় করিয়া দিলেন দেখিয়া লোকের মন ভীত হইল, কিন্তু ইহা বৈরাগ্যের এক ভাগ মাত্র। ইন্দ্রিয়গণ মনকে আকর্ষণ করিতে না পারে, এ জন্য বৈরাগ্যের মূর্ত্তি কঠোর, কিন্তু অপর দিক্ দেখিলে দেখিতে পাই উহাই বৈরাগ্যের সমুদায় নহে। দেখিব উহার পরপারে নবজীবন আরম্ভ হইয়াছে। কঠোরতা শেষ করিয়া শেষ সীমায় উপস্থিত হইয়াছে। এখানেই কোমলতার আরম্ভ হইল। মরুভূমিতে বৃক্ষ উদ্যান জলাশয় দেখিতে পাইলাম না, মরুভূমির শেষ ভাগে গিয়া দেখিলাম জলাশয়ের আরম্ভ হইয়াছে, ফল ফুল প্রস্ফুটিত হইতেছে। যত দিন প্রেমের কোমল রাজ্যে না যাই, তত দিন কঠোরতা দেখিব। বৈরাগ্যের এক দিকে যেমন শ্মশান অন্য দিকে তেমনি জীবন। জিজ্ঞাসা করি, যখন এই হস্ত কুক্রিয়ায় নিযুক্ত হয়, হৃদয় কুচিন্তায় উৎপীড়িত হয়, তখন কাহার না মনে হয় যে ঐ শ্মশানের পথ অবলম্বন করি? আপনাকে আপনি কে ইচ্ছাপূর্ব্বক নিগ্রহ করিয়া থাকে? পূর্ণ বৈরাগ্যে কঠোরতা কোমলতায় পরিণত হয়। যথার্থ বৈরাগীর জীবনে কি দেখিতে পাই? কঠোরতা পরাজয় করিলে যাহা কিছু বাহ্যিক আকর্ষণ প্রকাশ পায় তদ্দ্বারা তিনি সকলকে আকর্ষণ করিতেছেন। তখন তিনি প্রেমসাগরে নিমগ্ন। মৃত্যুর মধ্য দিয়া সুকোমল ভাব গঠিত হইয়াছে, কঠোরতা নিম্ন দেশে পড়িয়াছে। সত্যের ভাব কঠোর, বিশ্বাসের ভাব কঠোর, প্রেমের ভাব সুকোমল। পাপ দেখিয়া ঈশ্বর নির্য্যাতন করেন, এই নিষ্ঠুর নির্য্যাতন দেখিয়া ঈশ্বরের স্বভাব কঠোর বোধ হয়, কিন্তু বস্তুতঃ তিনি কোমল স্বভাব। সত্যের কোমলতাও তেমনি প্রচ্ছন্ন। বৈরাগ সংসারের ভোগাভিলাষ কঠোর দৃষ্টিতে দেখেন, লোকদিগকে নির্য্যাতন করেন, কিন্তু বস্তুতঃ কোমল প্রকৃতি।

বৈরাগী নিজের কষ্টের মধ্যেও সুখ পান, যদি কেবল কষ্ট হয়, তবে তিনি প্রকৃত বৈরাগী নহেন। হৃদ অতি কঠিন কার্য্যে নিযুক্ত; অনুরাগে সমুদায় জীবন মধুর এ প্রকার অনুরাগ না হইলে বৈরাগী হওয়া যায় না। বিশ্বাস বৈরাগ্যের আরম্ভ, বৈরাগ্যের পুষ্টি অনুরাগ ও প্রেম। ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ না হইলে বিষয়ানুরাগ যায় না। জগৎকে হৃদয়ের মধ্যে রাখিলে অনুরাগ হয়। অনুরাগ ভিন্ন বৈরাগ্য কঠোর। এই কঠোর বৈরাগ্য ঘৃণার বস্তু। যদি সেই বৈরাগী উর্দ্ধবাহু হইয়া থাকেন, মাঘের শীতে জলে বাস করেন, প্রখর গ্রীষ্ম সময়ে চারি দিকে অগ্নি জ্বালিয়া তাহার মধ্যে বসিয়া সূর্য্যের প্রতি দৃষ্টি স্থির রাখিয়া অবস্থান করেন, অনাহারে শরীর শুষ্ক করেন, দুই মাস চারি মাস, দুই বৎসর দশ বৎসর কঠোর ব্রত ধারণ করিয়া আত্মনির্যাতন করেন, তবে তাঁহাকে আমরা নিকৃষ্ট বৈরাগী বলি। আমাদের এত দূর ক্ষমতা নাই সত্য, কিন্তু এরূপ নিষ্ঠুর বৈরাগ্য প্রার্থনীয় নহে। ভাই বন্ধু সকলকে বিদায় করিয়া দিলাম, বাড়ী ছাড়িয়া উদ্যানে, উদ্যান ছাড়িয়া বনে গেলাম, মনুষ্যের সঙ্গে কথা বার্ত্তা পরিত্যাগ করিলাম, সকল প্রকারের অনুতাপবিহীন হইলাম, একাকী নির্জ্জনে বাস করিলাম; এরূপ করিয়া সংসারে সুখ হইল না, ধর্ম্মেও সুখ হইল না। এরূপ বিরক্ত বৈরাগ্য প্রার্থনীয় নহে। যাঁহাদিগের ইন্দ্রিয় দমন হইতেছে, সুখও হইতেছে সেই বৈরাগীই আমাদিগের হৃদয় মুগ্ধ করিয়া রাখিতে পারেন। অতএব মনুষ্যসমাজের বিকৃত ভাব পরিত্যাগ করিয়া ভাই ভগিনীগণের মধ্যে যাহা কিছু ভাল বিষয় আছে তৎপ্রতি অনুরাগী, এবং যাহা কিছু পাপ আছে তৎপ্রতি বিরক্ত হও। ভাই ভগিনীগণকে দেখিয়া সুখী হয়, তাহাদিগকে সুখী করে, এমন বৈরাগী দেখিতে পাওয়া যায় না। আমরা সেই রূপ বৈরাগ্য চাই, ইহাই আমাদিগের যত্নের বিষয়।

বৈরাগ্যের অবস্থায় আত্মা প্রথমে পাগলের ন্যায় হইয়া মৃত্যুর মধ্য দিয়া যাইবে, একটী একটী করিয়া সমুদায় বিষয় ছেদন করিবে। বিষয়সুখ পরিহার ইহার মধ্যে কত সুখ? এ সময়ে পরিবারের সঙ্গে সম্বন্ধ পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে। স্ত্রী পুত্র কন্যা ভাই ভগিনী পরিচিত অপরিচিত ব্যক্তি, ইহাদিগের সঙ্গে নূতনবিধ সম্পর্ক হইবে। পুরাতন সম্পর্কের রজ্জু ছিন্ন হইয়া নূতন সম্পর্কের রজ্জুতে বদ্ধ হইবে। নূতন সম্পর্কে নূতন আনন্দ। এক দিকে সংসারে বিরাগ অন্য দিকে ঈশ্বরে অনুরাগ। দয়াময় নাম করিতে করিতে কত সুখ হইবে। অন্য সময়ে এক টাকা পরিত্যাগে কষ্ট হয়, যদি দয়াময় নামসুধা পান করিয়া মত্ত হই, তবে অনায়াসে সমস্ত পরিত্যাগ করিতে পারিব। মত্ততার অবস্থা না হইয়া যে ত্যাগ করে, সে পুনরায় সংসারে ফিরিয়া আইসে। অনুরাগে বিরাগী না হইলে কেহ ত্যাগী হইতে পারে না। মত্ততার অবস্থায় যাহা করিবে তাহা চিরদিন থাকিবে। সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড যাঁহাতে সর্ষপকণার ন্যায় ভাসিতেছে, তাঁহাতে যিনি সুখ লাভ করিয়াছেন, তাঁহারই বৈরাগ্য চিরস্থায়ী।

ব্রাহ্মগণ! যদি এই বৈরাগ্য সাধন করিতে চাও, তবে জীবনে বৈরাগ্য ও অনুরাগ সাধন কর। যদি তোমরা কেবল বৈরাগ্য সাধন কর, তবে পরস্পরকে পরিত্যাগ করিবে, একাকী নির্জ্জনে গিয়া সুখী হইবে না, বিরক্ত হইবে। প্রেম-বৈরাগ্যে সংসারবাসনা পরিত্যাগ করিলে হৃদয়মধ্যে অমৃতসাগরে ডুব দিতে পারি। ত্যাগ বাহ্যিক ব্যাপার। অনুরাগী বৈরাগী সুখ ছাড়িতেছেন, ক্রমাগত ছাড়িতেছেন, বিষয়ীরা তাহা বুঝিবে না। যতই তিনি মত্ত হইতেছেন, ততই তিনি দীনভাবাপন্ন হইতেছেন। বাহিরের ধন সম্পৎ কিছুতেই তাঁহার ব্যাঘাত জন্মাইতে পারিতেছে না। স্বর্গ হইতে জলপ্লাবন আসিয়া সংসারের সমুদায় বস্তু ধৌত হইয়া যাইতেছে। নূতন ফুল ফুটিতেছে, পৃথিবীর ফুল পড়িয়া যাইতেছে, নূতন জলে পুরাতন জল তিরোহিত হইতেছে। নূতন জীবনে পুরাতন জীবন শেষ হইতেছে, নূতন সম্পর্কে পুরাতন বিষয়সম্পর্ক চলিয়া যাইতেছে। প্রেমের সঙ্গে বৈরাগ্য আসিল ভক্তি তাহার অনুগামিনী হইলেন। বৈরাগীর জীবনে প্রেম আসিল, ভক্তি আসিল, ভক্তি প্রেমে যথার্থ ভাই ভগিনী ভাব প্রকাশ করিল।

যে বৈরাগ্য সকল প্রকারের সুখ হৃদয় হইতে তাড়াইয়া দিয়া ভক্তিশূন্য মরুভূমি সমান হইল, সে বৈরাগ্য শুষ্ক বৈরাগ্য, উহা অতি কঠোর। যে বৈরাগ্য দ্বারা পবিত্র হইলে, সাধু হইলে উহা প্রেমসহ ভ্রাতার ন্যায় হৃদয়ে বাস করিল, তদ্দ্বারা সুখী হইবে; হৃদয়ে স্বর্গ অবতীর্ণ হইবে। সংসারের সুখসম্ভোগ ত্যাগ করিয়া যাহারা আপনাদিগকে সর্ব্বত্যাগী মনে করে তাহারা বৈরাগী হয় নাই, তাহারা পৃথিবীর বৈরাগী। যদি এক গুণ দিয়া দশ গুণ লাভ না হইল, তবে তাহাকে ত্যাগ কি প্রকারে বলিব? ত্যাগীর কখন অভাব হয় না, সুতরাং কেহ ত্যাগ করে না। সংসারের সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া কিছুই হ্রাস হইল না; বরং তাহার বৃদ্ধিই হইল। প্রেমিক সংসারসুখ ছাড়িয়া মনের ভিতরে গিয়া দেখিলেন ভিতরে কেবলই বৃদ্ধি, সুখ বৃদ্ধি হইতেছে, প্রেম বাড়িতেছে। তাঁহার বাহ্যিক দীনতা দুঃখ দারিদ্র্য আন্তরিক ধন সঞ্চয়ের পরিচয় দেয়। সম্বলবিহীন, ধন সম্পত্তি নাই দেখিয়া সকলে তাঁহাকে ঘৃণা করিবে, কিন্তু তাঁহার অনেক ধন আছে বলিয়াই তিনি নির্দ্ধন। যে খানে অন্তরে আনন্দচন্দ্রের জ্যোৎস্না, সে খানে বাহ্যিক অন্ধকারে কি করিবে? অন্তরে তাঁহার প্রফুল্লতা, বাহিরে তাঁহার ম্লান ভাব। বাহিরে তিনি মরুভূমি, অন্তরে তাঁহার সরোবর। বাহিরে তিনি উন্মাদ অন্তরে তিনি জ্ঞানজ্যোতিঃ। সাধু প্রেমমত্ত হইয়া মরিতে যাইতেছেন, দুঃখ দীনতাকে আলিঙ্গন

Register No. 66

করিতেছেন, এই ভাবিয়া জগতের লোকে তাঁহাকে অতি হীনাবস্থ মনে করিতেছে, কিন্তু তাহারই মধ্যে সেই সময়ে তাঁহার হৃদয়ে সহস্র গুণ সুখ শান্তি। যাহারা আপনাদিগকে সুখী মনে করিল, তাহারাই দুঃখী, এই সাধুই সুখী। সংসারে যে অপমান পাইল, ঈশ্বরের রাজ্যে সে মান লাভ করিল। ধূলি উন্নত হইল, উন্নত নত হইল। ধনে নির্দ্ধনতা আনন্দে ম্লানতা কি প্রকারে সমঞ্জস হয়, সংসারী লোকে ইহার কিছুই বুঝিতে পারে না। ভক্ত বৈরাগীর জীবনের লীলা কে বুঝিবে? এখানে আলোক অন্ধকারের সামঞ্জস্য। জগৎ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল, জগৎকে তিনি হৃদয়ে স্থান দিলেন। ভিতরে তাঁহার ধন ধরে না, বাহিরে তাঁহার দারিদ্র্য। হৃদয়ে স্বর্গ, বাহিরের দুঃখ দরিদ্রতা তাঁহাকে কি প্রকারে স্পর্শ করিবে? ব্রাহ্মগণ! পৃথিবীর লোকে যত অপমান বর্ষণ করিবে ততই জানিবে আমরা স্বর্গের দিকে যাইতেছি। পৃথিবী কি আমাদিগকে অসুখী করিতে পারে? ধন যদি নির্দ্ধনতার কারণ হয়, তাহাই প্রার্থনীয়, সুখ যদি বাহ্য দুঃখের আকার ধারণ করে, তাহাই আকাঙ্ক্ষণীয়।

অভয় সঙ্গীত।

রাগিণী বিভাস—তাল জৎ।

কি ভয় ভাবনা রে মন! রয়েছি যাঁর আশ্রয়, সর্ব্বশক্তিমান তিনি অনন্ত করুণাময়।

একবার ব্যাকুলান্তরে, দয়াল বলে ডাকলে তাঁরে, সেই অনাথের নাথ ভক্তবৎসল দেখা দিবেন তোমায়।

কি করিবে শত্রুগণে, অপমানে নির্যাতনে, না হয় মরিব প্রাণে গাইয়ে তাঁহার জয়।

শুনেছি আশাবচন, মরিলেও পাব জীবন, চিরকাল থাকিব সুখে এই তাঁর অভিপ্রায়।

নির্জ্জন হৃদিকুটিরে, লয়ে সেই প্রাণের ঈশ্বরে, পরম আনন্দে সদা করিব জীবন ক্ষয়।

তাঁর কাছে খাটি হয়ে, থাক হে তুমি নির্ভয়ে, বিশ্বাসের দুর্গে বসে বল জয় জয় দয়াময়।

যাঁর পদাশ্রয় করে, ভক্তগণ গেছেন তরে, তুমিও উদ্ধার হবে তাঁহার চরণ কৃপায়।

সম্বাদ।

ছোট নাগপুরের রাজধানী রাঞ্চি নগরে একটী ব্রহ্মোপাসনা মন্দির নির্ম্মিত হইতেছে শীঘ্রই সম্পন্ন হইবে। শ্রীযুক্ত দীননাথ মজুমদার তথায় কয়েক দিন অবস্থিতি করিয়া উপাসনাদি করিয়াছেন। দীনু বাবু তথা হইতে হাজারীবাগ হইয়া পুনরায় গয়ায় আসিবেন।

আমেরিকা নিবাসী মুডী এবং স্যাঙ্কী নামক যে চার্চ্চের দুই জন খৃষ্টীয়ান ধর্ম্মপ্রচারক নানা দেশ ভ্রমণ করিতেছেন। ইহাঁদের মধ্যে এক জন বক্তা এবং এক জন গায়ক। উভয়েই স্বীয় স্বীয় কার্য্যে বিশেষ নিপুণ। ইহাঁরা যেখানে গমন করেন সেখানে লোকের অত্যন্ত জনতা হয়। লণ্ডন নগরে এক্ষণে ইহাঁরা আসিয়াছেন, আঠার হাজার বিশ হাজার পর্য্যন্ত শ্রোতা এক একটী সভায় উপস্থিত হইয়া থাকে। মুডী ও স্যাঙ্কীর বক্তৃতা ও সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া শত শত নর নারী বিমুগ্ধ হইয়া অশ্রুজল বিসর্জ্জন করে। এখানেও তাঁহাদিগকে আনিবার জন্য প্রস্তাব হইতেছে, কিন্তু তাঁহাদের উপযুক্ত গৃহ এখানে নাই। এই শুষ্কতার সময় বিশেষতঃ ইংলণ্ড আমেরিকা প্রদেশে ইহাঁদের আবির্ভাব একটী সামান্য ব্যাপার নহে।

সম্প্রতি জার্ম্মণ সম্রাট যখন রাজকার্য্য পরিদর্শনার্থ মফস্বলে বাহির হন তখন একটী গ্রাম্য বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ কর্ত্তৃক তিনি বিশেষরূপে সমাদৃত হইয়াছিলেন। রাজা তাহাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া একটী কমলা লেবু হস্তে লইয়া বলিলেন, আচ্ছা বল দেখি ইহা কোন্ রাজ্যের অন্তর্গত? একটী ক্ষুদ্র বালিকা উত্তর করিল যে, ইহা উদ্ভিদ্ রাজ্যের অন্তর্গত। তদনন্তর রাজা একটী স্বর্ণ মুদ্রা লইয়া বলিলেন, এটী কোন্ রাজ্যের অন্তর্গত বল দেখি? বালিকা বলিল ইহা ধাতু রাজ্যের অন্তর্গত। তার পর রাজা বলিলেন, আমি কোন্ রাজ্যের বল দেখি? ইহা শুনিয়া বালিকা কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ ভাব ধারণ করিল, "প্রাণী রাজ্যের অন্তর্গত" বলিলে পাছে রাজা বিরক্ত হন এ জন্য সে কথা সে বলিতে পারিল না। ইত্যবসরে আর একটী সুন্দর বুদ্ধিমতী বালিকা নিকটে আসিয়া বলিল, মহাশয়! আপনি ঈশ্বরের রাজ্যের অন্তর্গত। বালিকার এই সুমধুর উত্তর শ্রবণে সম্রাটের চক্ষে জল আসিল। তখন তিনি সেই বালিকার মস্তকে হস্ত স্থাপনপূর্ব্বক বিগলিত ভাবে বলিতে লাগিলেন যে, "তাহাই হউক, আমি যেন সেই রাজ্যের উপযুক্ত বলিয়াই পরিগণিত হইতে পারি।" ঈশ্বরের নাম কি সুমিষ্ট! এমন মহা প্রতাপশালী নরপতির হৃদয়কেও তাহা আর্দ্র করিল।

বিজ্ঞাপন।

"শ্লোক-সংগ্রহ" নামক একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রচারকার্য্যালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। এই পুস্তকে এক ঈশ্বর প্রতিপাদক অনেক শ্লোক ও আখ্যায়িকা, এবং নীতিবিষয়ক প্রাচীন উপদেশ সকল পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে। ইহা বিলাতের মুদ্রিত, ছাপা পরিষ্কার এবং উত্তমরূপে বাঁধান। সেখানে ইহার মূল্য পাঁচ টাকা এখানে দুই টাকা মূল্যে বিক্রীত হইবে। মফস্বলে পাঠাইতে হইলে নয় আনার ষ্ট্যাম্প লাগিবে।

শ্রীকান্তিচন্দ্র মিত্র।
প্রচারকার্য্যালয়ের অধ্যক্ষ।

এই পাক্ষিক পত্রিকা কলিকাতা ১০ নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট মঙ্গলগঞ্জ মিশন যন্ত্রে ১লা জ্যৈষ্ঠ শ্রীগোপালচন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত হইল।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং।
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তুবৈরাগং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৮ম ভাগ। ১০ম সংখ্যা। | ১৬ই জ্যৈষ্ঠ, শনিবার, ১৭৯৭ শক। | বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২॥● মফস্বল ঐ ৩।●

প্রার্থনা

হে বাঞ্ছাকল্প তরু, অকিঞ্চনধন, দুঃখহারী পরমেশ্বর! আমি তোমার প্রীতিসুধা পান করিয়া আপনি সুখে দিন যাপন করিব কেবল ইহাই আমার হৃদয়ের একমাত্র কামনা নহে; আমার জীবন যাহাতে জগতের পরিত্রাণের আশা উজ্জ্বল করিতে পারে, এবং পাপ অবিশ্বাসের মধ্যে পুণ্য শান্তি ও মুক্তির দৃষ্টান্ত স্থল হয় তাহার জন্য আমি তোমার নিকট ভিক্ষা করি। আমি সত্য পথে থাকিয়া যথাসাধ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া যদি প্রাণত্যাগ করিলাম তাহা হইলেও আমার জীবনের উচ্চ অভিলাষ পূর্ণ হইল না, কিন্তু যদি দেখি পাপভারাক্রান্ত জীব সকল আমার সহযাত্রী হইয়া তদীয় পুণ্যধামের দিকে উৎসাহের সহিত আগমন করিতেছে, সাধনের প্রত্যক্ষ ফল দর্শন করিয়া তাহারা প্রলুব্ধ এবং আশ্বস্ত হইতেছে, তবে আমার সুখসিন্ধু উথলিত হইবে। দীননাথ! আমি ভাবিয়া দেখিলাম, যে প্রেম পুণ্যে পৃথিবীর আশা আনন্দ বর্দ্ধিত হয় না এবং যাহার অংশ অপরে সম্ভোগ করিতে পারে না তাহা আমার প্রার্থনীয় নহে। কল্পিত প্রেমে প্রেমিক হইয়া আমি একাকী সুখী হইতে চাই না। তোমার স্বর্গীয় প্রেমাগ্নির এমন ধর্ম্ম নহে যে তাহা এক জনকে সন্তুষ্ট করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবে। যেখানে সে অগ্নি প্রজ্বলিত হয় তাহার চতুর্দ্দিকের অন্ধকার বিনষ্ট হইয়া যায়। যাহাতে দরিদ্রের দুঃখ হরণ করে, সাধকের হৃদয় প্রফুল্লিত হয় সেই প্রেম শান্তি আমাকে তুমি প্রদান কর। হে দয়াময় ঈশ্বর! আমার সুখকে জগতের মঙ্গলের সহিত তুমি সম্মিলিত করিয়া দাও। আমি যেন স্বার্থপরের ন্যায় কখন তোমার প্রেম ভিক্ষা না করি। সাধারণের মঙ্গল ও শান্তিতে আমার মঙ্গল শান্তি জানিয়া তোমার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি যে. তুমি আমার জীবনকে অপরের সুখ শান্তি ও কল্যাণের হেতু কর।

বয়োবৃদ্ধি এবং ধর্ম্মোন্নতি।

মনুষ্য প্রথম বয়সে বিদ্যা, ধন উপার্জ্জন করিয়া কর্ম্মকাণ্ডাদি সমাপনান্তে শেষাবস্থায় তপস্যার্থ বনগমন করিবে, ইহা আমাদিগের দেশের চিরপ্রসিদ্ধ কথা। এত অধিক বয়সে প্রকৃতরূপে ধর্ম্মজীবন আরম্ভ হইতে পারে এ কথা শুনিলেও এখন আমাদের মনে আশার সঞ্চার হয়। আবার "যুবৈব ধর্ম্মশীলঃস্যাদনিত্যং খলু জীবিতম্, কোহিজানাতি কস্যাদ্য মৃত্যুকালো

ভবিষ্যতি।" এ কথাও ঋষিরা বলিয়া গিয়াছেন। এই শেষোক্ত বচন আমাদিগের মধ্যে বিশেষ-রূপে সমাদৃত হইয়াছে। "যুবাকালেই ধর্ম্ম-শীল হইবে" ইহা যেরূপ শ্রুতিমধুর এবং যুক্তিসঙ্গত, পূর্ব্বোক্ত বচন তেমনি আশাজনক এবং শান্তিপ্রদ। "পঞ্চাশোর্দ্ধং বনং ব্রজেৎ" পঞ্চাশ বর্ষ বয়ঃক্রম হইলে সংসার পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনে গমন করা বিধেয়। সাধারণ গণনানুসারে যে সময় আমাদের মর্ত্ত্যলীলা প্রায় সাঙ্গ হইবে, দেহ মনের বল বীর্য্য হ্রাস হইয়া যাইবে, এ সেই সময়ের কথা। এত দিন আমরা বাঁচিব কি না, বাঁচিলেও অচল অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িব ইহাই মনে হয়। যাহা হউক, ইহার মধ্যে অতি উৎকৃষ্ট ভাব নিহিত আছে। কিন্তু অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় যে অধিক বয়সের বিশ্বাসী সাধক আমাদের মধ্যে নিতান্ত বিরল। অধিকাংশ বিজ্ঞ প্রবীণ ব্রাহ্মের দৃষ্টান্ত অনুকরণীয় বোধ হয় না। পঞ্চাশ বর্ষ গতে বনে যাইতে হইবে ইহা যেমন প্রাচীন ঋষি বাক্য, তেমনি ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ অবস্থা আলোচনা করিয়া যদি আমরা কোন মত প্রকাশ করি তাহা হইলে এইরূপ বলিতে বাধ্য হইব, যে ত্রিশ বৎসর পরে স্থায়ীরূপে সংসারে জীবন সমর্পণ করা বহু সংখ্যক ব্রাহ্মের কার্য্য। কয়েক জন পরিণত বয়স্ক সাধক আমাদের মধ্যে না থাকিলে আমরা এত দিন এই রূপ মীমাংসা করিতে বাধ্য হইতাম যে, ব্রাহ্ম যত বৃদ্ধ হইবেন ততই তিনি সংসারী হইবেন; তপস্যা আরাধনা বৈরাগ্য সাধন প্রভৃতি যত কিছু সাধু কার্য্য ব্রাহ্মেরা সে সমস্ত যৌবন কালেই শেষ করিয়া থাকেন, কিন্তু প্রাচীন হইলে এ সকলের সঙ্গে তাঁহাদের আর কোন সম্বন্ধ থাকিবে না। "যুবৈব ধর্ম্মশীলঃস্যাৎ" কার্য্যতঃ ব্রাহ্মেরা এ উপদেশ বহুদিন হইতে মান্য করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু প্রাচীন বয়সে যে তাঁহাদিগকে পরমযোগী প্রেমিক সাধু হইতে হইবে ইহা তাহাদের জীবন পুস্তকে লিখিত হয় নাই। ইহা একটী ভয়ানক অমঙ্গল চিহ্ন বলিতে হইবে যে, যে সময়ে বিশ্বাসের গাঢ়তা, অনুরাগের সৌন্দর্য্য, ভক্তির মাধুর্য্য, সাধনের দৃঢ়তা পরিলক্ষিত হইবে, এবং যখন ধর্ম্মই একমাত্র জীবনের প্রধান অবলম্বন, সেই শেষ কালে বৃদ্ধ বয়সে ব্রাহ্মগণ সংসার মোহে মুগ্ধ হইয়া অবিশ্বাসীর ন্যায় জীবনের ভার বহন করিবেন।

ব্রাহ্ম যখন বিদ্যালয়ে তখন তিনি সিংহ শাবকের ন্যায় তেজস্বী; যখন তিনি সংসার সম্বন্ধে অতি দীন, অল্প বেতনে নিম্ন পদে প্রতিষ্ঠিত, অবিবাহিত অথবা সন্তান সন্ততি বিহীন, তখন তাঁহার ধর্ম্মভাব অতি উজ্জ্বল; সাধনের প্রতি যথেষ্ট অনুরাগ; কিন্তু যখন তিনি জনসমাজে মান্য গণ্য, অধিক বেতনের উচ্চপদে অধিরূঢ়, বহু সন্তান সন্ততির পিতা, তখন তাঁহার অবনতির আরম্ভ। বাহ্য সৌভাগ্যের অবস্থায় যতক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি সাধারণের মধ্যে বিলীন হইয়া না যান ততক্ষণ তিনি আপনার অধোগতি দেখিতে পান না, অন্যে দেখাইয়া দিলেও তাহা স্বীকার করেন না, বরং তজ্জন্য কিঞ্চিৎ বিরক্ত এবং দুঃখিত হন; কিন্তু তিনি স্বীকার করুন আর না করুন, যাহারা তাঁহার পূর্ব্ব জীবন দেখিয়াছে এবং মানবস্বভাবের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া ভবিষ্যতের বিচার করিতে পারে, বিশেষতঃ যাহারা বিগত চল্লিশ বৎসরের ব্রাহ্মচরিত পাঠ করিয়াছে তাহারা দেখিবা মাত্র বলিয়া দিবে যে ইনি অতি দ্রুত গতিতে ভূতপূর্ব্ব-ব্রাহ্মদিগের নিরাশ ও অবিশ্বাস চক্রাভিমুখে ধাবিত হইতেছেন, অচিরে ইহাঁর মৃত্যু সংবাদ বিঘোষিত হইবে।

যদি কোন চতুর চিন্তাশীল এ প্রকার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন যে কয়জন ব্রাহ্ম বয়োবৃদ্ধি সহকারে প্রকৃত সাধক শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন আমি তাহা দেখিব, এই মনে করিয়া যদি তিনি প্রত্যেক ব্রাহ্মের জীবনচরিত পাঠ করেন, তাহা হইলে নিশ্চয় আমাদের সমাজকে তিনি

সারহীন বিবেচনা করিবেন। যে সকল প্রাচীন ব্রাহ্মের জীবন দেখাইয়া আমরা তাঁহাকে মোহিত করিতে পারিতাম তন্মধ্যে প্রধান একটীর অসদ্দৃষ্টান্ত এবং বিকৃত রুচি অবলোকনে আমরা নিজেই ব্যথিত হইয়াছি। ইহাঁর নীচ রহস্যপ্রিয়তা, ধর্ম্মাবমাননা, অনুদারতা, অপ্রেমিকতা এবং আত্মগরিমা ও বাচালতা বৃদ্ধ বয়সে যাহা প্রকাশ পাইতেছে তাহা দেখিলে নির্জ্জনে বসিয়া কেবল ক্রন্দন করিতেই ইচ্ছা হয়। কোথায় তাঁহার ভক্তি বৈরাগ্য সাধুতা সন্দর্শনে যুবকদল আশা বিশ্বাসে সমুন্নত হইয়া উঠিবে, না তাঁহার ধর্ম্মানুরাগশূন্যতা দেখিয়া তাহারা আরও ধর্ম্মাবমাননা শিক্ষা করিল। হায়! প্রাচীন বয়সে ইহা অপেক্ষা ঘোর বিড়ম্বনা আর কি হইতে পারে? এক সময় যাঁহার বাক্য শ্রবণে কত লোকে মুগ্ধ হইয়াছে, শেষাবস্থায় তাঁহার এই শোচনীয় অবস্থা আমাদিগকে দেখিতে হইল। সুখের বিষয় যে একটী বৃদ্ধ অনেক বিষয়ে প্রাচীন ব্রাহ্মের আদর্শস্বরূপ হইয়া অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছেন। যদিও তিনি সমাজের উন্নতি সম্বন্ধে ভগ্নোদ্যম, হতাশ্বাস, নিরুৎসাহী, কিন্তু তাঁহার নিজ জীবন যুবাদিগের আশাপ্রদ এবং অনুকরণীয় সন্দেহ নাই। এক জন ব্রহ্মোপাসক সাধারণ উন্নতি বিষয়ে নিজ সঙ্কল্প সাধনে নিরাশ হইয়াও কেবল আপনার আনন্দে আপনি কিরূপ উৎসাহ ভক্তির সহিত প্রাচীন কাল অতিবাহিত করিতে পারে ইহার দৃষ্টান্তস্থলে আমরা ইহাঁকে উপরোক্ত অনুসন্ধায়ীর নিকট উপস্থিত করিতে পারি। এতদ্ব্যতীত অল্প সংখ্যক প্রাচীন ও পরিণত বয়স্ক কয়েকটী ব্রাহ্ম আমাদের মধ্যে যাঁহারা আছেন তাঁহাদের দৃঢ়তা, উপাসনাশীলতা, অনুরাগ ভক্তি দেখিয়া আমরা আশ্বাসিত হইয়া থাকি। কিন্তু ইহা সাধারণ নিয়ম নহে, অধিকাংশ ব্যক্তি ত্রিশের ঊর্দ্ধে সংসার গতিকে প্রাপ্ত হইতেছেন। যদিও আমাদের সমাজের বয়ঃক্রম অতি অল্প, তথাপি চিন্তাশীল নিরপেক্ষ ব্রাহ্ম বন্ধুগণের আলোচনার্থ আমরা এই প্রত্যক্ষ বিষয়ের অবতারণা করিলাম। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে অনেকে ব্রাহ্মধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন ইহা অবগত হইয়া তাঁহারা সকলে সাবধান হউন। শেষাবস্থায় বিকৃতবুদ্ধের ন্যায় যদি কাহাকে ইহলোক পরিত্যাগ করিতে হয়, মরিবার পূর্ব্বে যদি অবিশ্বাস অভক্তির দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া পরলোকে যাইতে হয়, তবে ইহা অপেক্ষা তাঁহার দুর্গতি আর কি অধিক হইতে পারে? সাবধান ব্রাহ্মগণ! অধোগামী কঠোর হৃদয় অল্পবিশ্বাসী বিজ্ঞদিগকে সাবধান। উৎসাহ উদ্যম আশা ভক্তি প্রেম পবিত্রতা থাকিতে থাকিতে যে ইহলোক পরিত্যাগ করিতে পারে সেই ব্যক্তিই পরম সুখী এবং ধর্ম্মপিপাসুদিগের আশার পরিবর্দ্ধক। বরং বিশ্বাসের অবস্থায় ধর্ম্মবীরের ন্যায় যৌবন কালে মৃত্যু প্রার্থনীয় তথাপি যেন অবিশ্বাসী বিষয়াসক্ত বৃদ্ধ ব্রাহ্ম কাহাকেও না হইতে হয়।

সাধু সঙ্কল্প।

জীবনের উন্নতির পথে যত প্রকার বাধা বিঘ্ন আমরা দেখিতে পাই, সে সমস্ত অন্তর ও বাহ্যপ্রকৃতির সহিত দুশ্ছেদ্য বন্ধনে এমনি সম্বন্ধ যে, তাহার কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে একবারে সৃষ্টির মূলে গিয়া আমাদিগকে উপনীত হইতে হয়। পৃথিবীর ঘটনা সকল পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হইয়া একটী প্রকাণ্ড অখণ্ড ঘটনা শৃঙ্খলের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে। ইহার এক স্থানে আঘাত করিলে তাহার বেগ কোথায় গিয়া প্রশমিত হয় তাহা কেহ জানে না। কোন একটী ঘটনা এমন দৃষ্ট হয় না যাহা একাকী পৃথক্ ভাবে অবস্থিত করিতেছে। ঘটনাস্রোতঃ অপ্রতিহত বেগে চলিতেছে; যদি বল প্রয়োগ দ্বারা তাহাকে অন্য দিকে ফিরাইয়া দিতে চাও তবে তাহার গতি বিপরীত দিকে বহুদূর পর্য্যন্ত ধাবিত হইবে। প্রতি মনুষ্যের জীবনের সহিত সমাজ ও বাহ্য বস্তুর এই রূপ নিগূঢ় সম্বন্ধ দর্শন করিয়া চিন্তাশীল

জ্ঞানীরা মনুষ্যের স্বাধীনতা অস্বীকার করেন। কিন্তু আমরা দিব্য চক্ষে দেখিতেছি যে, ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের ঘটনারাজি যতই কেন কার্য্যকারণ শৃঙ্খলে গ্রথিত থাকুক না, সাধুসঙ্কল্পের এমন বল আছে যে তদ্দ্বারা এ সমুদায় আপত্তি খণ্ডন হইয়া গিয়া পুনরায় এক অভিনব ঘটনাশৃঙ্খল রচিত হইতে পারে। পূর্ব্ব জীবন যদি ভবিষ্যজ্জীবনের একমাত্র কারণ হইত তাহা হইলে মনুষ্যসমাজ যে অবস্থায় সৃজিত হইয়াছিল এত দিন সেই অবস্থাতেই থাকিত, এক পদও অগ্রসর হইতে পারিত না।

আশানুরূপ উন্নতি না হইলে আমরা বলিয়া থাকি যে প্রকৃতরূপে উপাসনা না হওয়াই ইহার কারণ। উপসনা ভাল হয় না কেন, না বিশ্বাস ভক্তির অভাব; তাহাই বা কেন হয়, না ব্যাকুলতা নাই; ব্যাকুলতা কি জন্য হয় না, অভাব বোধ নাই; অভাব বোধ হয় না কেন, অসারতা, অন্তর্দ্দিষ্টিবিহীনতা; এই ভাবে যতই অনুসন্ধান করা যায় ততই দেখা যায় যে অগণ্য কারণ বিদ্যমান; যে খানে কারণস্রোতঃ নিঃশেষিত হয় সে খানে পুনরায় কার্য্যই কারণের স্থানকে অধিকার করে; অবশেষে সৃষ্টিকর্ত্তার সৃজন কার্য্যের উপর গিয়া সকল দোষ পতিত হয়। যাহারা কেবল পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিয়া বৈজ্ঞানিক তর্কের দ্বারা মনকে এই রূপে সন্তুষ্ট রাখিতে চায় তাহারা তাহাতে সন্তুষ্ট হউক; আমাদের এ প্রণালী কদাপি অবলম্বনীয় নহে। প্রত্যেক কার্য্যের কারণ আছে ইহা বলিয়া কে আপনাকে চিরকাল পাপের দাস করিয়া রাখিবে? কারণত থাকিবেই, সেই কারণ অপরিহার্য্য এবং অবশ্যাম্ভাবী কি না তাহাই বিচার্য্য। যদি তাহা হয় তবে মনুষ্যের জীবন জড় অপেক্ষাও নিকৃষ্ট। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। অবস্থাসম্বন্ধীয় যত প্রকার আপত্তি কেন উত্থাপন কর না, সাধুসঙ্কল্প ইহার শেষ মীমাংসার স্থল। সমস্ত অবস্থা প্রতিকূল তাহা মানিলাম, কিন্তু তাহা বলিয়া কি চিরকাল পাপ করিতেই হইবে? আপনার দোষ দুর্ব্বলতা বিজ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের দ্বারা কতদূর সমর্থন করা যাইতে পারে? সংসারসম্বন্ধে কিন্তু এ প্রকার যুক্তি অবলম্বন করিয়া কেহ নিশ্চিন্ত বা নিশ্চেষ্ট থাকে না, কেবল ধর্ম্মের নামেই এ সকল দুর্ব্বল আপত্তি উত্থাপিত হয়। প্রার্থনা কর, সংকল্প কর যে, এই পাপ আমি পরিত্যাগ করিব, সাধু অভ্যাস দ্বারা জীবনকে সর্ব্বদা ব্রহ্মানন্দে সরস করিয়া রাখিব, তাহা হইলে হইবে; তদ্ভিন্ন যে বাহিরের অনুকুল অবস্থা আসিয়া তোমার মনকে কখন বলীয়ান্ করিবে সে প্রত্যাশা করা বৃথা। সাধু সঙ্কল্পের দ্বারা জীবনের ঘটনার স্রোতঃ পুণ্যপথে ফিরিয়া আইসে, আপনাপনি কখন তাহা আসে না। বহুদিন হইতে যে পাপের স্রোতঃ চলিয়া আসিতেছে, একবার বিক্রমের সহিত তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হও, অমনি তাহার গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে, অভ্যাস দ্বারা অচিরে তাহা ধর্ম্মভাবে পরিণত হইবে। অতএব যাহা কিছু কর্ত্তব্য বোধ হয়, দুর্ব্বলতা এবং প্রতিকূলতার প্রতি দৃষ্টি না করিয়া তাহার জন্য এই রূপ সাধুসঙ্কল্প কর যে, "ইহা আমাকে করিতেই হইবে" সঙ্কল্প করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ দেখিতে পাইবে যে ঈশ্বরের নামে অন্তরে বলের সঞ্চার হইয়াছে। যুগে যুগে কালে কালে পাপীরা এই রূপে পুণ্যাত্মা হইয়াছে ও পুণ্যাত্মারা মুক্তিলাভ করিয়াছে এবং চিরকালই করিবে। সঙ্কল্প না থাকিলে জীবন তৃণের ন্যায় অবস্থার স্রোতে নীয়মান হয়।

ভালবাসা।

"মানসং সর্ব্বভূতেষু বর্ত্ততে বৈ শুভাশুভং।
অশুভেভ্যঃ সদাক্ষিপ্য শুভেষ্বেবাবতারয়েৎ।"

পৃথিবীর উদ্যানে যেমন সুগন্ধ পুষ্প লতা আছে, তেমনি বিষলতাও আছে। প্রথমটীর মনোহর গন্ধ এবং দৃশ্যে যেমন মন আপনা হইতেই মুগ্ধ হয়, তেমনি দ্বিতীয়টীর কুৎসিত দৃশ্য এবং উৎকট গন্ধে দূরে পলায়ন করিতে হয়। নির্দ্দোষ হরিণশিশুকে ক্রোড়ে লইয়া ক্রীড়া করিতে কত আহ্লাদ, কিন্তু কে কোন্ দিন হিংস্র শ্বাপদশিশুকে ক্রোড়ে লইয়া আমোদ করিতে পারে? বস্তুতঃ এই পৃথিবীতে মুগ্ধকর সামগ্রীও যেমন আছে, ঘৃণার উদ্দীপক বস্তুও তেমনি আছে। একটীতে যেমন আমাদিগকে তাহার দিকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়, অপরটী আবার তেমনি আমাদিগকে তাহা হইতে দূরে নিক্ষেপ করে। আকর্ষণী ক্ষেপণী শক্তিতেই সমুদায় সংসার। যে ব্যক্তি জগতের মনোহর দিক্টী সর্ব্বদা আপনার চক্ষের সম্মুখে জাগ্রৎ রাখিবে, এবং সর্ব্বদা তাহাতে বিচরণ করিবে, তাহার মনও তেমনি হইবে; আর যে ব্যক্তি কেবল তাহার কুৎসিত ঘৃণ্য দিক্টী

মনের আলোচনায় বিরত করিলে, তাহার মন তদ্ভাবাপন্ন না হইয়া থাকিতে পারিবে না। প্রাচীন মহর্ষিরা মনের পরিবর্ত্তন পেশকার এবং কীটের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। এ তুলনাটী অতি যথোচিত হইয়াছে। কথিত আছে, পেশকার যে কীটকে গ্রহণ করে, সেই কীট ভীত হইয়া পেশকার কীটকে ভাবিতে ভাবিতে তাহারই মূর্ত্তি ধারণ করে। মন সম্বন্ধেও তাহাই। মন যাহা সর্ব্বদা ভাবে, আপনিও তাহাই হয়। যাঁহারা "ভাবযোগের" সামর্থ্য জানেন, তাঁহারা ইহা সহজে বুঝিতে পারিবেন। এই দ্বিবিধ প্রণালীর চিন্তা হইতে ধর্ম্মে মঙ্গলবাদ (Optimism) এবং মায়াবাদ (Pessimism) উপস্থিত হইয়াছে।

" অত্যুচ্চ হিমালয় গিরিতে যেমন পৃথিবীর সর্ব্ব স্থানের বৃক্ষ লতা পল্লবাদির আদর্শ আছে, বলা যাইতে পারে মনুষ্যেতেও তেমনি সমুদায় প্রাণিজগতের আদর্শ আছে। মনুষ্যে সুন্দর ও কুৎসিত দুই ভাবই দৃষ্ট হয়। এক দিকে তিনি নরাকৃতি শ্বাপদ, অন্য দিকে নির্দ্দোষ হরিণশিশু। তাঁহাকে দেখিলে মন যেমন মুগ্ধ হয় তেমনি আবার ভয়ও হয়। কতক গুলি গুণ মনকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া লয়, আবার তদ্বিপরীত গুণ দূর হইতে দূরে ক্ষেপণ করে। যে ব্যক্তি কেবল মনুষ্যের সদ্গুণ গুলি নিয়ত মনের বিষয় করে, অসদ্গুণ মনে স্থান দেয় না, সে স্বয়ং সদ্গুণের আধার হয়।

" আবির্ভূয় মনোবৃত্তৌ ব্রজন্তি তৎ স্বরূপতাং। "

সেই সকল ভাব মনোবৃত্তিতে আবির্ভূত হইয়া তৎ স্বরূপতা লাভ করে, এ অতি উচ্চতর সত্য। হে ব্রাহ্ম! তুমি কি মনুষ্যমণ্ডলীকে প্রীতি করিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছ? যদি তোমার এই রূপ প্রতিজ্ঞাই হইয়া থাকে, তবে তুমি এখনও কৃতকার্য্য হইতেছ না কেন? ভালবাসা কি আলোচনা সাধ্য, না উহা আপনা হইতে সুন্দর বস্তুর উপরে গিয়া নিপতিত হয়? বহু দিন চেষ্টা করিলে, কৈ অতি নিকটবর্ত্তী চিরপরিচিত বন্ধুগণকেও তো ভালবাসিতে সমর্থ হইলে না? তুমি কি মনে করিয়াছ, যখন তোমার বন্ধু মুক্ত হইবেন, তাঁহার মুখ নিষ্কলঙ্ক শ্রী ধারণ করিবে, পুণ্য জ্যোতিতে তাঁহার অন্তর বাহির জ্যোতিষ্মান হইবে, তখন তুমি তাঁহাকে তোমার হৃদয়ের প্রেম অর্পণ করিবে? যদি এরূপ মনে করিয়া থাক, কখন যে উহা সিদ্ধ হইবে আশা করা যাইতে পারে না। এরূপ নিষ্কলঙ্ক ভাব দেবতাতেই সম্ভব পায়, সাধারণ মনুষ্যে নহে। এরূপ স্থির করিয়া থাকিলে, অগ্রে তোমাকেই সকলের প্রীতি হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। তুমি কি আপনাকে নির্দ্দোষ নিষ্কলঙ্ক মনে করিতে পার? যদি তাহা না হইল, তবে অন্যে সেরূপ না হইলে তাহাকে ভাল বাসিতে পার না এরূপ বল কেন? যদি কাহাকেও ভাল বাসিতে চাও তবে এ কথা বলিও না যাহার দোষ আছে তাহাকে ভাল বাসিতে পারি না। যদি বল, যে বস্তু স্বয়ং মুগ্ধ না করে, তাহাকে কি প্রকারে ভাল বাসিব? যাহা স্বয়ং কুৎসিত তাহা মনকে কি প্রকারে আকৃষ্ট করিবে? আমরা বলি এ কেবল বঞ্চনার কথা। জগতে এমন কে আছে যাহার মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন কুৎসিত ভাব, সুন্দর ভাব কিছুই নাই। ঘোর পাপীও কোন না কোন সময়ে সদ্ভাব প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারে না। বস্তুতঃ সমুদায় সৌন্দর্য্যের সার মনুষ্যত্ব কদাপি কোন মনুষ্যে কোন কারণে বিনষ্ট হয় না, কেবল উহার উদ্ভেদ প্রতিরুদ্ধ হইয়া থাকে মাত্র। উহার অঙ্কুর ঘোর পাপ অপরাধের মধ্যেও এক এক বার মেঘ নির্ম্মুক্ত চন্দ্রমার ন্যায় প্রকাশ পাইয়া থাকে। হে ব্রাহ্ম! তোমার কত সৌভাগ্য তাহা তুমি বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছ না। তুমি ভাগ্যক্রমে যাঁহাদিগের সঙ্গ লাভ করিয়াছ তাঁহাদিগের হৃদয় রূপ নির্ম্মলাকাশে কখন কদাচিৎ এক বিন্দু মেঘের ন্যায় অসদ্ভাব দৃষ্ট হয় বটে; কিন্তু তাহাতেই যদি তোমার অন্তরের ভালবাসা তাঁহাদিগের প্রতি ধাবিত না হইল, তবে তুমি পাপীর অন্তরে মনুষ্যত্বের অধিষ্ঠান আছে ইহাতে বিশ্বাস করিয়া কেমন করিয়া তাহাদের প্রতি তোমার করুণাবিমিশ্র সুকোমল ভালবাসা পোষণ করিবে? তুমি বলিবে নির্ম্মলাকাশে এক বিন্দু মেঘ অতি ভয়ঙ্কর; কেমনা কে জানে তাহা হইতে মুহূর্ত্তের মধ্যে ভয়ঙ্কর ঝটিকা উত্থিত হইবে না? সত্য, কিন্তু প্রীতিশিক্ষার জন্য তুমি যাঁহাদিগকে প্রথমতঃ তোমার ভালবাসা দিবে স্থির করিয়াছ, তাঁহারা সাধক। তাঁহাদিগের সরস হৃদয়াকাশ ঝঞ্ঝাবাতের আধার হইবে কেন বিশ্বাস করিবে? যদি কখন তাঁহাদিগের পতনই হয়, তবে তোমার পূর্ব্ব প্রীতি করুণাসঞ্চারে আরো উদ্দীপ্ত অবস্থা ধারণ করিবে, কিছুই ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই। ফল কথা এই, তোমার দর্শনাভিজ্ঞতার যতই কেন অভিমান থাকুক না তুমি এখনও মনুষ্যমনস্তত্ত্ব ভাল করিয়া বুঝিতে পার নাই। তুমি যখন সাধক হইয়াছ, তখনি যাহা নিত্য বস্তু তাহার উপরে তোমার প্রীতি সংস্থাপন করিবে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ। মনুষ্যের রাগ দ্বেষ হিংসা প্রভৃতি নিত্য, না উৎসাহ ভক্তি প্রেম নিত্য? যদি প্রথম গুলিকে নিত্য বল, তবে তোমার দর্শনশাস্ত্রে কিছুমাত্র দর্শন নাই। কোন বৃত্তি কি বিষয় না পাইয়া চিরবর্দ্ধিত হইতে পারে? রাগ দ্বেষ হিংসা আত্মবিষয়কে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত রহিয়াছে। সুতরাং বিষয়ের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে উহারাও বিনষ্ট হইতেছে। এ জন্য দার্শনিকেরা বলেন রাগ দ্বেষাদি মধ্যে আত্মবিনাশবীজ নিহিত আছে। উহারা জনসমাজের স্থায়ী ধর্ম্ম হইতে পারে না। প্রীতি আপনার বিষয় কিসে নিত্যকাল স্থায়ী হয়, তাহারই জন্য ব্যাকুল, সুতরাং উহা আত্মবিনাশ সাধন না করিয়া স্বয়ং বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে বর্দ্ধিত হইতে থাকে। এ কি সত্য কথা নয়? তবে কীর প্রতিজ্ঞা

অনুসারে মনুষ্যের মধ্যে যাহা স্থায়ী তাহাই হৃদয়ের অনুধ্যানের বিষয় কর, যাহা কিছু অস্থায়ী তাহাতে কাহার আসক্তি দেখিলে তোমার শোক হউক, কিন্তু তাহা চিন্তার বিষয় করিও না। সংসারের অন্যান্য অস্থায়ী পদার্থের ন্যায় তাহাদিগকে মন হইতে বিদায় করিয়া দাও। এরূপ করিলে মনুষ্যের যাহা কিছু অস্থায়ী তাহা পরিত্যাগ করিয়া স্থায়ী মনুষ্যত্বে প্রীতি করিতে শিক্ষা হইবে এবং তখন পাপীকে কি প্রকারে ভাল বাসিব এ প্রশ্নের উত্তর আপনা হইতেই জীবনে লাভ করিবে। ফলতঃ তোমার প্রীতিভাজন স্ত্রী পুত্র কন্যা প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রতিদিন যে প্রকার করিয়া থাক, অন্য সম্বন্ধে তাহাই কর, দেখিবে প্রীতি করা কেমন সহজ ব্যাপার।

যদি তোমাকে দেখিয়া কাহার অসদ্ভাব উদ্দীপিত হয় সে দোষ তোমারই। বিশেষতঃ যাঁহাদিগের ভালোর দিকে সর্ব্বদা মনের গতি, তুমি যদি তাঁহাদিগের অসদ্ভাবের কারণ হও, জানিবে তুমি কোন না কোন স্থলে প্রকৃতিস্থ নাই, তাই তাঁহাদিগের নিদ্রিতপ্রায় অসদ্ভাব সময়ে সময়ে বিষয় পাইয়া উদ্দীপিত হয়। অতএব সাবধান হইয়া আত্মদোষ অনুসন্ধান কর, এ স্থলে আপনাকে কখন নিরপরাধী মনে করিও না। যদি কোন অপরাধ জগতে গুরুতর থাকে, তবে সাধক হইয়া সাধকের হৃদয়ের নিদ্রোন্মুখ অসদ্বৃত্তিকে জাগ্রৎ করিয়া দেওয়া সর্ব্বপ্রধান। আমরা এইটী মনে রাখি না অথবা বুঝিতে পারি না, তাই আমাদিগকে অনেক সময়ে হৃদয়ে আঘাত পাইতে হয়। যদি তুমি এমন সাধন কর যে তোমার চরিত্রে বন্ধুগণ এরূপ কিছু দেখিতে পাইবেন না যাহাতে তাঁহাদিগের অসদ্ভাব উদ্দীপিত হয়, তাহা হইলে তাঁহারা তোমার প্রতি শুদ্ধ প্রসন্ন হইবেন তাহা নহে, সদ্ভাব পোষণের প্রধান উপায় দেখিয়া তোমাকে হৃদয়ের বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিবেন। জানিবে যখন সাধক বন্ধুগণ তোমার প্রতি প্রসন্ন হইলেন, বন্ধু বলিয়া হৃদয়ে স্থান দিলেন, তখন তুমি ঈশ্বরের প্রসন্নতা লাভ করিলে এবং তাঁহার মধুময় ক্রোড়ে স্থান পাইলে।

ভীষ্ম পর্ব্ব

(১) দুঃখেষনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধী র্মুনিরুচ্যতে॥

মহাভারতে ভগবদ্গীতায়াং অধ্যায়ঃ ২৬, শ্লোকঃ ৯৩৪

(১) দুঃখেতে যাহার চিত্ত উদ্বিগ্ন হয় না, সুখেতে যে নিস্পৃহ থাকে ও যাহার আসক্তি ভয় ক্রোধ বিদূরিত হইয়াছে, এরূপ সমাহিত ব্যক্তিকে মুনি বলিয়া থাকে।

(২) ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥
ক্রোধাৎ ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥

৯৪০।৪১ শ্লোকঃ

(২) বিষয় চিন্তা করিলে লোকের তাহাতে আসক্তি জন্মে। আসক্তি হইতে কাম, কাম হইতে ক্রোধ, ক্রোধ হইতে মোহ, মোহ হইতে স্মৃতিবিভ্রম, স্মৃতিবিনাশে বুদ্ধিনাশ হয় এবং বুদ্ধিনাশে মনুষ্য বিনষ্ট হয়।

(৩) বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহংকারঃ স শান্তি মধিগচ্ছতি॥

৯৪৯ শ্লোকঃ

(৩) যে ব্যক্তি সমুদয় বিষয় পরিত্যাগ করিয়া নিস্পৃহ নির্ম্মম ও নিরহঙ্কার হয় সে চির শান্তি লাভ করে।

(৪) তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তোহ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পূরুষঃ॥

৯৬৯ শ্লোকঃ

(৪) অতএব অনাসক্ত হইয়া সর্ব্বদা কর্ত্তব্য জানিয়া কর্ম্ম আচরণ কর। আসক্তি বিহীন হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে পরব্রহ্মকে লাভ করা যায়।

জগাই মাধাইয়ের মন পরিবর্ত্তন।

(১০২ পৃষ্ঠার পর)

কিছু দিন পরে চৈতন্য কহিলেন, বিশেষরূপে হরিনাম প্রচারার্থ এক দিন নগরকীর্ত্তন করা যাউক, কিন্তু বৈষ্ণবমণ্ডলী তাহাতে সভয়ে উত্তর করিল মহাশয়! দুরাত্মা জগাই মাধাইয়ের দৌরাত্ম্যে কিরূপে নগরকীর্ত্তন বাহির করিবেন। পাপীর দুঃখে কাতর মহাত্মা চৈতন্য এই কথার উত্তরে কহিলেন, জগাই মাধাই মহাপাপী বটে কিন্তু তাহাদের পরিত্রাণের জন্য আমার মন সর্ব্বদাই বিহ্বল রহিয়াছে, হরিনাম সংকীর্ত্তনই এক্ষণকার ধর্ম্ম, এই উপায়েই আমি কার্য্য সাধিব, অতএব যেখানে যত ভক্ত আছে সকলকে আহ্বান কর, সকলে মিলিয়া উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইব। তাঁহার এই আজ্ঞায় নিকটস্থ ভক্তগণ একে একে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইহাই প্রথম নগরসঙ্কীর্ত্তন। মহা উচ্চ রোলে নগরকীর্ত্তন বাহির হইল, নগরস্থ সমুদায় সাধু সচ্চরিত্র লোকে যোগ দিতে লাগিলেন। এ দিকে জগাই মাধাই আকণ্ঠ সুরাপান করিয়া অচৈতন্য অবস্থায় আছে, নগরকীর্ত্তনের শব্দে তাহাদের চৈতন্য হইল, ঈশ্বরের নাম যেন প্রস্তরের ন্যায় তাহাদের হৃদয়কবাটে আঘাত করিতে লাগিল। তাহারা তৎক্ষণাৎ উঠিয়া মহা ক্রোধে বলিতে লাগিল, "নিমাই পণ্ডিত! যদি তোমাদের প্রাণে ভয় থাকে তবে তোমরা অন্য পথে গমন কর এবং নিঃশব্দে চলিয়া যাও, নতুবা ধন প্রাণ কুল সকলই হারাইবে"। এই কথা শুনিয়া বৈষ্ণবগণ অধিকতর উচ্চ রবে

কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন এবং গৌর নিতাই উভয়ে দুই বাহু তুলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। যখন ভক্তমণ্ডলী তাঁহাদিগের দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন তখন পাষণ্ডেরা আর স্থির থাকিতে পারিল না, বাহির হইল, বাহির হইয়া দেখিল অপরাপর সকলে সভয়ে পলায়ন করিতেছে কেবল অদ্বৈত আচার্য্য, নিত্যানন্দ, হরিদাস, শ্রীনিবাস, মুরারী, মুকুন্দ গদাধর, নরহরি ও রঘুনন্দন, চৈতন্যকে বেষ্টন করিয়া উৎসাহের সহিত কীর্ত্তন করিতেছেন। তখন জগাই মাধাই মহা কোপে দণ্ড হস্তে দৌড়িয়া আসিতে লাগিল এবং সম্মুখে একটা কলসী ভাঙ্গা পড়িয়াছিল দুরন্ত মাধাই তাহা তুলিয়া ছুড়িয়া দলের মধ্যে নিক্ষেপ করিল। সেই কলসী ভাঙ্গা নিত্যানন্দের ললাটে লাগিয়া অজস্রধারে রুধির পড়িতে লাগিল। তাহা দেখিয়া জগাইয়ের মনে দয়ার উদয় হইল। মাধাই পুনরায় মারিবার উদ্যোগ করায় জগাই তাহাকে ধরিয়া তিরস্কার করিতে লাগিল। নিত্যানন্দের মস্তকে রক্তধারা দেখিয়া চৈতন্য আপন বস্ত্র দিয়া তাঁহার মস্তক বাঁধিলেন এবং কুপিত হইয়া পাষণ্ডদিগকে দমন করিতে ইচ্ছা করিলেন। তখন দয়াবান্ নিত্যানন্দ গুরুর চরণে পড়িয়া বলিতে লাগিলেন, ইহাদিগের শারীরিক দণ্ড দিলে কোন লাভ হইবে না, করুণা দ্বারা ইহাদিগকে উদ্ধার করিয়া পতিতপাবন নাম গ্রহণ করুন। মহাত্মা চৈতন্য এই বিনয় বাক্যে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া আশ্রমাভিমুখে গমন করিলেন। ইহা দেখিয়া জগাই মাধাই অবাক্ হইয়া রহিল এবং আপনাদিগের কৃত পাপ সকল স্মরণ করিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে দেখিল যে তাহারা অনেক মহাপাপ করিয়াছে, তখন অনুতাপানলে তাহাদের হৃদয় এমন দগ্ধ হইতে লাগিল যে, আর স্থির থাকিতে না পারিয়া উভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে ক্রন্দন করিতে করিতে চৈতন্যের আশ্রমের দিকে ধাবিত হইল। তাহা দেখিয়া নগরস্থ সকলে অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল। পরে তাহারা নিমাইয়ের দ্বারে গিয়া কাতর স্বরে চিৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল। তখন দয়ালু চৈতন্য তাহাদিগকে গৃহের মধ্যে লইয়া গেলেন এবং উভয়কে ভূমে পতিত হইয়া আর্ত্ত স্বরে কাঁদিতে দেখিয়া আপনার নিকটে আনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন ভাই! তোমারা কাঁদিতেছ, নদীয়ায় তোমরা দুই ভাই সর্ব্বপ্রধান, তবে তোমাদিগের দুঃখ কি? তখন তাহারা কাতর বচনে আপনাদিগের কৃত পাপ সকল প্রকাশ করিতে লাগিল, এবং বলিল মহাশয়! আমাদিগের মস্তকের কেশের সংখ্যা অপেক্ষা পাপের সংখ্যা অধিক, এক্ষণে আমাদিগের পরিত্রাণের কি উপায় হইবে বলিয়া দিন; এই বলিয়া পুনরায় ক্রন্দন করিতে লাগিল। তাহাদিগের এই ব্যাপার দর্শনে নিকটস্থ লোকেরা অবাক্ হইয়া চাহিয়া মনে মনে হরিনামের মাহাত্ম্য বর্ণন করিতে লাগিল। অতঃপর চৈতন্য অনুতপ্ত ভ্রাতৃদ্বয়কে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, আর তোমাদিগের ভয় নাই, এইবার যখন তোমরা আপনাদের পাপ দেখিতে পাইয়াছ তখন শীঘ্রই নিস্তার পাইবে; আমার সহিত আইস বলিয়া তিনি তাহাদিগকে গঙ্গাতীরে লইয়া গেলেন। নদীয়াবাসীরা এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিবার জন্য বালক বৃদ্ধ নরনারী সকলেই দৌড়িয়া নদীতীরে উপস্থিত হইল। চৈতন্য ভ্রাতৃদ্বয়ের হস্তে এক একটী তুলসী পত্র দিয়া কহিলেন, অদ্য আমি তোমাদের সমস্ত পাপ গ্রহণ করিব, ঐ তুলসী পত্র আমার হস্তে দাও, ইহা দ্বারা তোমরা সমস্ত পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইবে। জগাই মাধাই এ কথায় ভীত হইয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল। গৌর পুনরায় তাহাদের পাপ ভিক্ষা করিলে তাহারা বলিল, প্রভো! আমাদিগের পাপের সংখ্যা যে গণনা করা যায় না, আমরা যে অতি নরাধম, আপনার হস্তে এই তুলসীপত্র দিতে আমাদিগের প্রাণ যে কম্পিত হইতেছে! তাহাদিগের এই সরল অনুতাপে গৌরের কোমল নেত্র ছল ছল করিতে লাগিল; তিনি গম্ভীর স্বরে হরিনাম করিয়া আবার কর পাতিয়া পাপ ভিক্ষা চাহিলেন। তদনন্তর জগাই মাধাই বিশ্বস্ত মনে তুলসীপত্রের সহিত আপনাদের সমুদায় পাপরাশি চৈতন্যের পবিত্র হস্তে অর্পণ করিয়া আপনাদিগকে নিষ্পাপ জানিয়া হরিবোল বলিতে লাগিল; সেই সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে গম্ভীর স্বরে হরি সংকীর্ত্তন হইতে লাগিল, গৌর জগাই মাধাইকে আলিঙ্গন করিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। জগাই মাধাই গুরুর অঙ্গ সংস্পর্শে আপনাদিগকে অধিকতর পবিত্র বোধে পুলকে কম্পিত হইয়া তাঁহার চরণে লুটাইতে লাগিল এবং ক্ষণে ক্ষণে উঠিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। পরে চৈতন্য বৈষ্ণবদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, অদ্য আমি এই দুই জনের পাপ গ্রহণ করিলাম, এক্ষণে আর কেহ ইহাঁদিগকে পাপী মনে করিও না, তোমাদিগের ন্যায় ইহাঁরাও পবিত্র বৈষ্ণব, এই বলিয়া তিনি সেই স্থানে মহা মহোৎসব করিলেন।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

রবিবার, ১৩ই বৈশাখ, ১৭৯৭ শক।

অনেক দিন ব্রহ্মদর্শনের কথা বলা হয় নাই; আজ সেই বিষয়ে কিছু বলিব। ব্রহ্মদর্শন আন্তরিক সকলেই মুখে বলে। চক্ষু নিমীলিত করিয়া বাহ্যজ্ঞান রহিত হইয়া বাহিরের আকর্ষণ হইতে মন বিচ্ছিন্ন করিলে, হৃদয় কপাট বন্ধ করিলে, ব্রাহ্মগণ ভিতরে অন্ধকার মধ্যে নির্জ্জনে বিশ্বাস চক্ষে ইন্দ্রিয়ের অতীত ঈশ্বরকে দেখিতে পান। সে স্থান সমুদায় ইন্দ্রিয়ের অতীত, দর্শনের অতীত, চক্ষু সেখানে প্রবেশ করিতে পারে না। বাহিরের বিষয় সকল সেখানে প্রবেশ করিয়া মনকে বিক্ষিপ্ত করিতে

পারে না। এই প্রকার সাধন প্রাচীন হিন্দু সম্প্রদায় মধ্যে বহুকাল প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে, সম্প্রতি ব্রাহ্ম-গণও আত্মার অভ্যন্তরে নিমীলিত নয়নে ব্রহ্মদর্শনে চেষ্টা করেন। ঈদৃশ চেষ্টা হইলে, চেষ্টার ফল হইবেই হইবে। ধন্য সেই সাধন যাহা বিষয় হইতে অতীন্দ্রিয় উচ্চ স্থানে লইয়া যায়। এ সময়ে বিষয় আর মনকে অপহৃত করিতে পারে না, চঞ্চল করিতে পারে না। ব্রহ্মদর্শনের সুধাপান অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার, কিন্তু উহার গুণ বর্ণনা করা উপদেশের উদ্দেশ্য নয়। সাধক যখন হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিলেন বাহিরের বিষয় জ্ঞান চলিয়া গেল, তখন তিনি বলিলেন বিশ্বাস ও ভক্তি চক্ষুতে এই তো তাঁহাকে দেখিতেছি, তিনি প্রাণের মধ্যে বিরাজ করিতেছেন। যাই বলিলাম এই দেখিতেছি, বলিতেই দেখা হইল, আমাদিগের দৃষ্টির সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎকার হইল। এই অবস্থায় আত্মা তাঁহাতে নিমগ্ন হইয়া যায়, ভিতরের বাহিরের প্রভেদ বিলুপ্ত হয়। ভিতরের দর্শন বাহিরের দর্শন দুই এক হইয়া যায়। চক্ষু নিমীলিত করিয়াই দেখি আর উন্মীলন করিয়াই দেখি এ উভয়ের প্রভেদ থাকে না। ইহার একটী উৎকৃষ্ট একটী নিকৃষ্ট বলিতে পারা যায় না, ভিতরের দর্শনও উৎকৃষ্ট বাহিরের দর্শনও উৎকৃষ্ট।

চক্ষু নিমীলিত করিয়া সমুদায় বস্তুর চিন্তা হইতে নিবৃত্ত হইলে ঈশ্বরকে দেখা যায়। সর্ব্ব প্রকার কোলাহল শূন্য না হইলে অতীন্দ্রিয় দর্শন কি প্রকারে সম্ভবে সত্য, কিন্তু দক্ষিণে বামে কেবলই বিষয়ের আড়ম্বর, সকল দিকে কোলাহল, ইহার মধ্যে চক্ষু খুলিবা মাত্র যদি ঈশ্বরকে দেখা যায়, তবে সেই অবস্থা উচ্চাবস্থা। আত্মা স্বভাবতঃ জিজ্ঞাসা করে, তাঁহাকে ভিতরে দর্শন করিলাম, বাহিরে দেখিব না কেন? পৃথিবীতে কোলাহল অনেক, সাংসারিক বিভীষিকা অনেক, সংসারের সুখে হৃদয় মন বিক্ষিপ্ত ও চঞ্চল হয়। এ জন্য সাধনের বাল্যাবস্থায় পৃথিবী ছাড়িয়া হৃদয়ে প্রবেশ করি, চক্ষু মুদ্রিত করি, সেখানে বাহিরের বিষয় গিয়া বিরক্ত করিতে পারে না। সুতরাং উপাসনায় নিমগ্ন হই। এ সময়ে অতি সামান্য কারণে মন বিক্ষিপ্ত হয়, হৃদয়ের একাগ্রতা নষ্ট হয়, মন বাহিরে যায়, কর্ণ বাহিরের শব্দ শুনে, চক্ষু বাহিরের বিষয় দেখে। বাহিরে যে বিষয় দর্শন করিলাম, মনের ভিতরেও উহার ছায়া ঘোরে। সাধন করিতে করিতে অনেক চেষ্টার পর মন শান্ত হয়। মন শান্ত না হইলে একাগ্রতা হয় না একাগ্রতা না হইলেও ব্রহ্মদর্শন হয় না। সুতরাং প্রথমে হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া মনকে বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া ঈশ্বর দর্শন করিতে হয়। এতো বাল্যাবস্থার কথা। এখন তো আর তুমি বালক নও? এখনও কি তোমায় শুদ্ধ চক্ষু নিমীলন করিয়া ঈশ্বরকে দেখিতে হইবে? সমুদায় দিন চক্ষু খুলিয়া থাকিতে হইবে, দিনের মধ্যে পাঁচ মিনিট মুদ্রিত করিয়া ব্রহ্ম দর্শন করিলে, ইহা কি স্বাভাবিক অবস্থা নহে? এরূপ সাধনকে উৎকৃষ্ট সাধন বলিতে পারি না, ইহাতে অনেক ঘণ্টা বাদ দিতে হয়, অতি অল্প সময় ব্রহ্ম দর্শন সুখ হয়। এরূপ অবস্থায় প্রাণপণ করিয়াও কেহ আত্মাকে বিষয় কোলাহল মধ্যে স্থির রাখিতে পারে না। হৃদয় হইতে বাহির হইয়া বহির্জগতের সমুদায় আকাশের সমুদায় স্থানে ঈশ্বরকে দেখিতে হইবে। ব্রহ্মদর্শন অভ্যাসে এত ক্ষমতা জন্মা আবশ্যক যে ভিতর হইতে বাহির হইয়া যে দিকে দেখিব, দেখিব ফল পুষ্প তরু লতা পর্ব্বত কানন আকাশ সরোবর সকলই ব্রহ্ম আবির্ভাবে হাসিতেছে। উচ্চতর পর্ব্বত শিখরে উঠিলাম সেখানে ঈশ্বর, জল স্রোতের নিকটে গমন করিলাম সেখানে ঈশ্বর, সমুদ্রের উজ্জ্বল তরঙ্গজ্যোতি অবলোকন করিলাম সেখানে ঈশ্বর, কেবল শূন্য আর কিছুই নাই, সেখানেও ঈশ্বর। সকল স্থান ব্রহ্মানন্দে পূর্ণ, সর্ব্বত্র কেবলই তাঁহার প্রেমমুখ। চক্ষু নিমীলিত করিয়া ভিতরে আশ্চর্য্য শোভা দেখিতে পাইলাম, দেখিয়া প্রাণ তুষ্ট হইল, হৃদয় সুশীতল হইল। চক্ষু খুলিয়া দেখ আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না। একি? বাহিরের রাজ্য কি অপদেবতার রাজ্য? যাঁহার ঘর ভিতরে, তাঁহারই রাজ্য বাহিরে। সুতরাং যে হৃদয় বাহিরে তাঁহার দেখা পাইল তাহার দর্শনের দ্বার অবরুদ্ধ হইল না। সে যখন সংসারে ফিরিয়া আসিল, তখনও সেখানে তাঁহাকে দর্শন করিল। ঘরে গিয়া তাঁহার প্রেমমুখ দেখিতে পাইল, বাহিরে চারি দিকে তাঁহার সম্বন্ধে সেই প্রেমমুখ প্রকাশিত রহিয়াছে। ভিতরে বাহিরে তাহার কত আনন্দ। চক্ষু মুদ্রিত করিলেও প্রাণেশ্বরের মুখ দর্শন করিব, চক্ষু খুলিলেও তাঁহার মুখ দেখিতে পাইব এই অবস্থা প্রার্থনীয়।

বাহ্য জগতে দর্শন অতি মনোহর দর্শন। ভিতরে বাহিরে একই দর্শন এবং দুইই সমান বলা যায়। কোন কোন অবস্থাতে একটীকে বিশেষ বলিয়া অনুভূত হয়। কাহার পক্ষে কোন্‌টী কোন সময়ে অধিক সুখপ্রদ হইবে বলা যায় না। অন্তর বাহিরে দর্শন করিবার তত্ত্ব যদি জানিয়া থাক সাধন কর। অন্তরে দেখিতে দেখিতে এমন সাধন কর যে কার্য্যালয়ে গিয়া বিষয়ের মধ্যে থাকিলে তাহাতেই বা ক্ষতি কি; সমুদায় দিন চক্ষু খুলিয়া থাকিলে তাহাতেই বা ক্ষতি কি? চক্ষের সমক্ষে তিনি আত্মাকে প্রকাশ করিলেন দেখিয়া ভক্তি জলে ভক্তের নয়ন পূর্ণ হইয়া গেল। সপ্তাহে সপ্তাহে ব্রহ্মমন্দিরে আসিয়া তাঁহাকে দেখিয়াছ, হৃদয়ের মধ্যে তিনি যে মনোহর মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও প্রত্যক্ষ করিয়াছ, এখন শরীর মন সংযত করিয়া যাহাতে অন্তরে বাহিরে তাঁহাকে দেখিতে পাও এমন অবস্থা গ্রহণ কর। এমন অবস্থা লাভের জন্য যত্ন প্রাণান্তেও ছাড়িও না। বরং আর সকল ছাড়িয়া এই অবস্থা লাভের জন্য যত্নশীল হও।

যখন ছেলাবেলা ছিল তখন তাঁহাকে দেখিবার জন্য হৃদয়ের মধ্যে যাইতাম। বাহিরের কোলাহলে উত্তেজিত হইয়া দৌড়িয়া ঘরের মধ্যে গিয়া বসিতাম। এটী বালক বালিকাদিগের অভ্যাস, আর এখন ইহাতে হৃদয় পরিতৃপ্ত হয় না। এখন আর আমরা বালক বালিকা নহি, এখন আমাদের অনেক বয়স হইয়াছে, জ্ঞান চৈতন্য জন্মিয়াছে। সংসার আমাদিগের মন বিক্ষিপ্ত করিবে এখন আর এ ভয় করিলে চলে না। এখন এমনি চাই যে বিশ্বাস চক্ষু তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিয়াছে, এখন সর্ব্বত্র তাঁহাকে দেখিতে পাই। আমাদিগের হৃদয়ের সঙ্গে তাঁহার পাদপদ্ম এমনি সংলগ্ন হইয়া যাইবে যে তাঁহার এবং আমাদিগের মধ্যে কোন ব্যবধান বা বিঘ্নের কারণ উপস্থিত হইবে না। এমন কখন বলিতে হইবে না যে হৃদয়ের মধ্যে গিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না, চক্ষু খুলিয়া চারিদিক্ কেবল শূন্য প্রতীত হইল। বাহিরের ধন রত্ন বাহিরের চক্ষু দেখিল, মনের চক্ষু তাঁহাকে দেখিল। লোকে মনে করিল [illegible] বাহিরের বস্তু দেখিতেছেন, কিন্তু বাস্তবিক [illegible] মনের মনকে দেখিতেছেন, বাহ্য বস্তু অতিক্রম করিয়া সর্ব্বত্র ব্রহ্মের আবির্ভাব দর্শন করিতেছেন। ভিতরে বাহিরে ব্রহ্ম দর্শন তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন যেন জীবন থাকিতে থাকিতে আমাদিগের সেই দিন আইসে। তখন চক্ষু খুলিয়া দেখা ভিন্ন আর কোন কার্য্য থাকিবে না। যত দিন আমাদিগের জীবন এই রূপ না হয়, যেন আমরা তাঁহার দ্বারে হত্যা দিয়া পড়িয়া থাকি। এরূপ না হইলে আমাদের যন্ত্রণার শেষ নাই।

সংসার পথে পরিশ্রান্ত পথিক ৫ মিনিটের দর্শনে পরিতৃপ্ত হয় না। সংসারের কর্ম্মে দশ ঘণ্টা যায়। বিষয়ের ভারে অবসন্ন হইয়া নিস্তেজ হইয়া অতি অল্প সময় ঈশ্বরকে দেখিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করে। এই অল্প সময়ও আবার সাধন করিতেই গেল। আর কতক্ষণ সাধনে থাকিবে, এখনি কার্য্যালয়ে যাইতে হইবে। এই দশ সময় আগতপ্রায়, আজ বুঝি আর দেখা হইল না, বিনা দর্শনে কার্য্যালয়ে যাইতে হইবে। কাতরে চীৎকার করিয়া দর্শন প্রার্থনা করিল, বড় হইল তো ৫ মিনিটের জন্য সাক্ষাৎকার হইল, কিন্তু তাড়াতাড়ী সম্ভোগ করিতে না পারিয়াই কার্য্যালয়ে চলিয়া গেল। এইরূপ করিয়া সাধকের জীবন ভারবহ হইয়া উঠিল, আর তাহাকে কিছু ভাল লাগে না। এক ঘণ্টা কাল তাঁহাকে দেখিব তাহাও ঘটে না। সে সময়েও তাড়াতাড়ী করিতে হয়। লোভী আত্মার অল্প সময়ে লোভের বিরাম হয় না। অনেক সময় অন্য বিষয়ে দিলে আর চলে না। অধিকাংশ সময় অন্তরে থাকা যায় না, বাহিরে থাকিতে হয়, সুতরাং বাহিরে তাঁহাকে না দেখিলে আর চলিল না। যখন ইচ্ছা তখনি তাঁহাকে দর্শন করিব এ প্রকার সাধন এখন নিতান্ত প্রয়োজন। অন্তরে বাহিরে দেখিতে দেখিতে ভক্তি দ্বারা তাঁহাকে আয়ত্ত করিতে পারিব। ভক্তবৎসল! বলিতে বলিতে অন্তর বাহির পূর্ণ হইয়া যাইবে। যেমন তোমাকে এবং ভাই ভগ্নীগণকে সহজে অনায়াসে বিনা কষ্টে দেখিতেছি, তেমনি সহজ অবস্থায় যখন তাঁহাকে দেখিব, মন গভীর আনন্দে নিমগ্ন হইবে। চক্ষু বাহিরে রহিয়াছে, লোকে বলিবে এ ব্যক্তি উপাসনা ভুলিয়া গেল, এ কেবল বাহিরের বস্তুই সর্ব্বদা দর্শন করে, দেখিয়া উপহাস করিবে। গভীর ভাবে তথায় তাঁহার প্রেমমুখ বাহিরে দেখিতেছি, লোকে বুঝিল না। শরীর যাহা করিতে চায় করুক, কিন্তু মন তাঁহাতে লগ্ন রহিয়াছে, এ অবস্থা কি প্রার্থনীয় নহে? যখন যেখানে যাই, সেই ব্রহ্ম মূর্ত্তি আকাশে বিরাজমান। শত্রুর ঘরে যাই, বন্ধুর ঘরে যাই সেই মনোহর মূর্ত্তিতে পরিবেষ্টিত। আকাশ, পৃথিবী হৃদয় সেই মুখচন্দ্রে ঘেরিল। আর ব্রহ্মদর্শন ছাড়িতে পারি না। ভিতরে বাহিরে ঈশ্বর এমনি করিয়া ঘেরিয়া ফেলিলেন যে পলায়ন করিতে চাহিলেও আর পলায়ন করিবার উপায় রহিল না। যে দিকে যাই সেই দিকে তিনি, তিলার্দ্ধকাল আর এখন তাঁহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারি না। আমার কি সৌভাগ্য উপস্থিত? এ সকল দেখিয়া কি বলিব, মনে এই আলোচনা উপস্থিত। আর কি বলিব, জানিলাম ব্রাহ্মধর্ম্ম পরিত্রাণের ধর্ম্ম। সকলে নিয়ত ঈশ্বরের নাম সাধন কর, অন্তরে বাহিরে তাঁহাকে দেখিয়া কৃতার্থ হও।

মীমাংসা।

১। এক জন শ্রদ্ধেয় বন্ধু "বর্ত্তমান" প্রবন্ধটী লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, বর্ত্তমান ভিন্ন ভবিষ্যৎ ভাবিতে অধিকার নাই সত্য, কিন্তু লোকে এ কথার অর্থ বিপরীত দিকে লইতে পারে। কারণ মিল প্রভৃতি এই যুক্তিতে পরলোক আছে কি না তদ্বিষয়ে অনর্থক চিন্তা করিতে নিষেধ করিয়াছেন। ব্রাহ্মগণের নিকট মিল প্রভৃতির বুদ্ধিচাতুর্য্য লোপ পাইয়াছে। কেন না ব্রাহ্মগণের ইহলোক পরলোক এক, দুই নয়। আমরা সাধক হইয়া বলি, ইহ লোকেই আমরা পরলোকে বাস করিতেছি। মৃত্যু পরলোকের ব্যবধান নয়, উহা জীবনের আর আর সহস্র ঘটনার মধ্যে একটী অবশ্যম্ভাবী ঘটনা মাত্র। ব্রহ্ম আমাদিগের "লোক"। সুতরাং আমাদিগের "লোক" অনন্তলোক ব্রহ্মলোক। যাহাদিগের পরলোক (বৈষ্ণবদিগের ভাষায়) "বর্ত্তমান" "অনুমান" নয়, তাহাদিগের ভূত ভবিষ্যৎ নিরপেক্ষ বর্ত্তমানে অধিবাস করাতে আর পরলোকে বিশ্বাস শৈথিল্য হইবার ভয় কি?

২। এক জন বন্ধু অদৃষ্টবাদের প্রবন্ধটী লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, এখন লোকে অল্পে অল্পে বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইতেছে, মনুষ্যেতে ভবিষ্যৎ জানিবার উপযোগী একটী বৃত্তি আছে। এমন অনেক আশ্চর্য্য ঘটনা লিপি বদ্ধ আছে

যাহা ঘটিবার পূর্ব্বে স্বপ্ন বা অন্য উপায়ে এক জন জ্ঞাত হইয়াছিলেন। এ স্থলে মনুষ্য অল্প জ্ঞানে ভবিষ্যৎ জানিতেছেন, ঈশ্বর জানিতেছেন না এ কথা কি প্রকারে বলিব? আমরা গ্রন্থে এ রূপ ঘটনা অনেক পাঠ করিয়াছি, তন্মধ্যে একটী স্বপ্নের কথা। এই রূপে লিপি বদ্ধ আছে যে কোন এক যুবা জাহাজে যাইতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। তাঁহার মাতা স্বপ্ন দেখিলেন, সেই জাহাজ সমুদ্রের অমুক স্থানে ঝটিকায় জলমগ্ন হইল। এই স্বপ্ন দেখিয়া তাঁহার মাতা কোন মতেই সেই যুবাকে সে জাহাজে যাইতে দিলেন না। কতক দিন পরে সংবাদ আসিল, সে জাহাজ সেই স্থানেই জলমগ্ন হইয়াছে। সময়ে সময়ে আমরা নিজেও এমন স্বপ্ন দেখিয়াছি যাহা বাস্তবিক ঘটিয়াছে। এ সকল শুদ্ধ কল্পনা অথবা বাস্তবিক ইহার মূলস্বরূপ কোন বৃত্তি আছে কি না, ইহার বিচারে আমরা প্রবৃত্তি হইতে চাই না। আপত্তি মীমাংসা জন্য স্বীকার করিয়া লওয়া হইল এ রূপ বৃত্তি বিশেষ আছে, কিন্তু তাহা হইলেও আমাদিগের প্রদত্ত যুক্তির প্রতি কোন দোষ আসিতেছে না। অপূর্ণ এবং পূর্ণ জ্ঞানের প্রভেদ এখনও রহিয়া যাইতেছে। স্মৃতি এবং কারণ নূতন সংযুক্ত হইতেছে, ইহার প্রতিও দোষ পড়িতেছে না। কেন না ছয়মাস বা একবৎসর পূর্ব্বেও যদি কোন ঘটনা আমরা জানিতে পাই, তাহা হইলে বৈজ্ঞানিক রীতিতে গ্রহণাদির বিষয় বহু দিন পূর্ব্বে আমরা যেমন জানিতে পাই, তেমনি এ সকল স্থলে আমরা সেই রূপ প্রচ্ছন্ন বৈজ্ঞানিক রীতি স্বীকার করিয়া লইব। পূর্ব্বোক্ত স্বপ্নের দৃষ্টান্ত সত্য ঘটনা বলিয়া গ্রহণপূর্ব্বক ইহা অনায়াসে অনুমান করা যাইতে পারে যে যে কারণসংযোগে ঝটিকা উত্থিত হয়, সমুদ্রের সেই ভাগে সেই সময়ে সেই কারণের প্রারম্ভ হইতেছিল। স্মৃতরাং প্রাণিবিশেষের ঝটিকা বৃষ্টি আদির জ্ঞানের ন্যায় তৎকার্য্য মাতার স্নেহোদ্দীপ্ত হৃদয়ে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ প্রতিভাত হইয়াছে। মাতার মনে চিন্তা আছে কল্পনা আছে, তাঁহার চিন্তা কল্পনা সেই দিকে ধাবিত হইল, কিন্তু যাঁহার জ্ঞানে অপূর্ণতাদ্যোতক চিন্তা বা কল্পনা নাই, জ্ঞান ক্রিয়ার বিচ্ছেদ নাই, তাহাতে অগ্রে জানা কি রূপে বলা যাইবে। এইটী হইতে এইটী করিব এই রূপ ক্রমাগত চিন্তা করা ঈশ্বরের অনন্ত পূর্ণ জ্ঞানোপযোগী নহে। প্রবল ঝটিকা, জাহাজ নিমগ্ন, এ দুইটী অবশ্যম্ভাবী কার্য্য কারণ শৃঙ্খলে বদ্ধ, কিন্তু তাই বলিয়া ঈশ্বর আগে থাকিতে অমুক অমুককে জল নিমগ্ন করিয়া মারিব এরূপ চিন্তা দ্বারা স্থির করিয়া মারিলেন এ কথা কে বলিবে?

উপরে যাহা বলা হইল তাহাতেই দ্বিতীয় এক জন বন্ধু যাহা লিখিয়াছেন তাহাও মীমাংসিত হইতেছে। "যাহা কিছুই নহে, এখনও যাহার অস্তিত্ব নাই তৎসম্বন্ধে আবার জ্ঞান কি? কেন না স্রষ্টাসম্বন্ধে কোন বিষয়ে জ্ঞান এবং তাহার অস্তিত্ব সমকালিক।" এই যুক্তির উপরে এই আপত্তি হইয়াছে "যাহা এখনও সৃষ্ট হয় নাই তাহা না জানাতে তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতার দোষ আসিতে পারে না, তবে কি তাঁহার ভবিষ্যৎ আছে?" আমরা বলি, না। ভবিষ্যৎ একটী স্বতন্ত্র কোন পদার্থ নয়। যে বস্তু নাই, তৎসম্বন্ধে কাল এবং দেশও নাই। পারম্পর্য্য (Succession) হইতে কাল জ্ঞান হয়। যেমন আমি এখন লিখিতেছি; এই লেখার প্রত্যেকবর্ণবিন্যাসের সঙ্গে কাল জ্ঞান হইতেছে। যাহা এখনও হয় নাই তৎসম্বন্ধে জ্ঞান বিশ্বাসমূলক। যেমন চিরদিন সূর্য্য উদয় হইয়াছে, কল্যও সূর্য্য উদয় হইবে। সূর্য্য এবং পৃথিবী এ দুয়ের সম্বন্ধ নির্দ্দিষ্ট আছে, যে পর্য্যন্ত উহার একটীর বিলোপ না হইবে, সে পর্য্যন্ত দিবারাত্র অবিচ্ছেদে চলিবে, স্মৃতরাং এ অনুমানের ব্যত্যয় হয় না। কিন্তু পৃথিবীর এক বিন্দু হইতে অন্য বিন্দুতে গতি এ দুয়ের গণনায় কাল স্থির হইল বটে কিন্তু এক বিন্দু হইতে অন্য বিন্দুতে গিয়াই যদি কোন ধূমকেতু সহ প্রতিহত হইয়া উহার বিলোপ হয়, তবে উহার আর গতির ভবিষ্যৎ থাকিল না। স্মৃতাং বলিতে হইবে, ভবিষ্যৎ অনুমান, বাস্তবিক নয়। কারণ উহা হইলে হইতে পারে, নাও হইতে পারে। যখন হইল, তখন বলিলাম এইটী হইবার ছিল এই মাত্র। আমরা এখন দেখিতে পাইতেছি "যাহা কিছু নয়, এখনও যাহার অস্তিত্ব নাই, তৎসম্বন্ধে আবার জ্ঞান কি?" এ যুক্তি ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও ঘটিতেছে। ফলতঃ ঈশ্বরে অপূর্ণতাদ্যোতক কল্পনা বা চিন্তা কল্পনা করা যাইতে পারে না, এই মূলতত্ত্ব রক্ষার্থ এত যুক্তিপ্রয়োগ।

এক জন অদ্বৈতবাদের পক্ষপাতী অদৃষ্টবাদ খণ্ডনস্বরূপ পত্র লিখিয়াছেন। তাঁহাকে আমরা আর কি বলিব? তিনি "ভাগবতসন্দর্ভ" "সর্ব্বসম্বাদিনী" "বেদান্তস্যমন্তক" প্রভৃতি বৈষ্ণব গ্রন্থ পাঠ করিবেন, তাহা হইলে তাঁহার অদ্বৈতবাদমূলক ভ্রান্তি বিদূরিত হইবে।

তুলসী দাস।

মহাত্মা তুলসী দাস সম্রাট আকবরের সমকালবর্ত্তী ছিলেন তিনি ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম বয়সে তিনি এরূপ স্ত্রৈণ্য ছিলেন যে একদণ্ড স্ত্রীর সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে পারিতেন না। এক দিন তাঁহার স্ত্রী পিত্রালয়ে গমন করিতে চাহিলেন, তুলসীদাস কিছুতেই সম্মত হইলেন না, পরিশেষে অনেক অনুরোধে অনুমতি দিলেন কিন্তু আপনি গৃহে থাকিতে না পারিয়া শিবিকার পশ্চাতে ক্রন্দন করিতে করিতে চলিলেন। পথের লোকেরা নানা প্রকার উপহাস করিতে লাগিল ভদ্দৃষ্টে তাঁহার স্ত্রী অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া

বলিতে লাগিলেন, "নির্লজ্জ পামর! তোমার কি কিছুমাত্র জ্ঞান নাই? লোকে এত উপহাস করিতেছে ইহাতেও কি লজ্জা হয় না? ধিক্ তোমার জীবনে! ঈশ্বরের জন্য যদি তোমার এত ব্যাকুলতা থাকিত না জানি তাহা হইলে এত দিনে তুমি এক জন কতউচ্চ সাধক হইতে!" দয়াময় পরমেশ্বর যে কোন্ উপায়ে পলায়িত সন্তানকে ধরিয়া আনেন তাহা কে বলিতে পারে? স্ত্রীর এই লাঞ্ছনা বাক্যে মহাত্মা তুলসী দাসের চৈতন্যোদয় হইল, তিনি আর স্ত্রীর অনুগামীও হইলেন না গৃহেও প্রত্যাগমন করিলেন না, সাধন উদ্দেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, এবং ত্বরায় রাম মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া এক জন উচ্চ সাধকের মধ্যে পরিগণিত হইলেন। তাঁহার রচিত দোঁহা অর্থাৎ পদাবলী শ্রবণ করিলে, তিনি যে এক জন কত বড় সাধক তাহা বুঝিতে পারা যায়। তুলসী দাস এক জন প্রধান কবি ছিলেন, হিন্দি ভাষায় তাঁহার প্রণীত রামায়ণ ভিন্ন প্রধান কাব্য আর নাই। তিনি নাম মাহাত্ম্য এত বুঝিতেন যে, স্থানে স্থানে তাঁহার বর্ণিত নামগুণ পাঠ করিলে ব্যক্তি মাত্রেরই হৃদয় প্রেমে উচ্ছ্বসিত হয়। এক দিন কাশীধামে এক জন ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল মহাশয়! আমি গোহত্যা মহাপাপ করিয়া প্রায় সমস্ত তীর্থ পর্য্যটন করিতেছি, মুখে অনবরত রাম নাম জপ করিতেছি তথাচ আমার পাপ যাইতেছে না; অতএব আর আমিকি করিব অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা আমাকে বলিয়া দিন। তুলসী আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন এবং ভাবিতে লাগিলেন এই অবিশ্বাসী সামান্য পাপের জন্য রাম নাম জপ করিতেছে, তীর্থ পর্য্যটন করিতেছে এবং আরও কি করিবে জিজ্ঞাসা করিতেছে, কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! অতঃপর তিনি তাহাকে কহিলেন, ওহে অল্প বিশ্বাসী! একবার যে নাম করিলে এত পাপ যায়, যাহা কোন পাপী একটী বারও করিতে পারে না, তুমি সেই নাম অনবরত জপ করিতেছ, তীর্থ পর্য্যটন করিতেছ এবং আরও প্রায়শ্চিত্তের উপায় জিজ্ঞাসা করিতেছ? আর এক বার একটী রমণী সহমৃতা গমনে উপক্রম করিতেছিল এমন সময় তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া তাহাকে সান্ত্বনা বাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, যে তুমি সতমৃতা যাইতেছ কেন? তাহাতে সেই নারী উত্তর করিল, আমি এই উপায়ে স্বামীসহ চৌদ্দ মাহেন্দ্র কাল স্বর্গসুখ ভোগ করিতে পাইব। তিনি কহিলেন, এক্ষণে মোহবশতঃ চৌদ্দ মাহেন্দ্র কাল তোমার নিকট দীর্ঘ বোধ হইতে পারে, কিন্তু তাহার পর তোমার কি উপায় হইবে একবার ভাবা উচিত। এই রূপে উক্ত রমণীকে নামের মাহাত্ম্য শুনাইয়া দীক্ষাদান করিয়া গৃহে ফিরাইয়া দিলেন।

সঙ্গীত

রাগিণী খাম্বাজ—তাল জৎ।

ত্যজিয়ে সংসারআশা করিব যোগ সাধন। (এবার) আশীর্ব্বাদ কর নাথ যেন মনোবাঞ্ছা হয় পূরণ।

দেহ মন প্রাণ দিয়ে, পদানত ভৃত্য হয়ে, একান্ত হৃদয়ে প্রভু সেবিব তব চরণ।

তোমার ধ্যান চিন্তনে, জপ তপঃ নাম গানে, নিশ্চিন্ত আনন্দ মনে কাটাব চিরজীবন।

অসার সুখেতে ভুলে, বৃথা দিন গিয়াছে চলে নাথ, এখন প্রমত্ত বৈরাগী হয়ে থাকিব এই আকিঞ্চন।

বাউলে সুর—তাল একতালা।

ভুলব না আর সংসার মায়ায়। হল পণ্ডশ্রম, গেল দিন, অনিত্য সুখসেবায়।

আর কেন এখন রে মন শীঘ্র আমায় দাও বিদায়; প্রাণ হয়েছে আকুল, (রে) বিরহে চঞ্চল, না দেখে সেই জীবনসখায়।

বৈরাগ্য আশ্রম করিয়ে গ্রহণ তপস্যায় জীবন করিব ক্ষয়; হব প্রেমিক সন্ন্যাসী, উন্মত্ত উদাসী, ত্যজে অভিমান লজ্জা ভয়।

সম্বাদ।

শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় মুর্শিদাবাদ ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে তথায় গমন করিয়াছেন, তথা হইতে তিনি বহরমপুর যাইবেন।

গত ১১ জ্যৈষ্ঠ দিবসে বাঁকিপুর ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ মজুমদার উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন। দীন বাবু তথা হইতে মুঙ্গের জামালপুরে আসিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র সেন মহাশয় আসামের নূতন রাজধানী সিলং পাহাড়ে উপস্থিত হইয়াছেন। এখানে কিছুদিন অবস্থিতির পর তিনি শ্রীহট্টে গমন করিবেন।

"জগতের বাল্যইতিহাস" নামক এক খানি ১২ পেজি ফরমার ১৩৪ পৃষ্ঠা পুস্তক মুদ্রিত হইয়া প্রচার কার্য্যালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। ইহার মূল্য বার আনা। বিদ্যালয়ের উচ্চ শ্রেণির ছাত্রদিগের উপযোগী করিয়া এই পুস্তক লিখিত হইয়াছে। ইহা পাঠে মানবজাতির আদিমাবস্থা এবং তাহার ধর্ম্মোন্নতির বিবরণ কিছু কিছু জানা যাইবে। নিম্ন লিখিত বিষয় গুলি ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম ভাগে,—উপক্রমণিকা, মনুষ্যের প্রথম অভাব,

মনুষ্যের প্রথম ব্যবহার্য্য যন্ত্র বা অস্ত্র, অগ্ন্যুৎপাদন, রন্ধন এবং রন্ধনপাত্র, বাসস্থান, ধাতু ব্যবহার, মানবসমাজের উন্নতির সময়, মানবজাতির পশু পালন, কৃষি ও বাণিজ্যের কাল, ভাষা, হস্তলিপি, গণিত শিক্ষা, মনুষ্যের দেশান্তরে পরিভ্রমণ, সমুদায় বিষয়ে মনুষ্যের উন্নতি, মনুষ্য সমাজের ভগ্নাবস্থা। দ্বিতীয় ভাগে,—উপক্রমণিকা, প্রথম প্রশ্ন, কল্পিত উপন্যাস, অপদেবতা ইত্যাদিতে বিশ্বাস, মনুষ্যের আত্মজ্ঞান, ঈশ্বরজ্ঞান, জড়োপাসনা, প্রকৃতি পূজা, বহু দেবোপাসনা, পৌত্তলিক উপাসনা, দুই ঈশ্বরের পূজা, প্রার্থনা, প্রায়শ্চিত্ত ও বলিদান, একেশ্বরবাদ, পরকালে বিশ্বাস, ধর্ম্মপুস্তক অথবা ঈশ্বরবাণী, ধর্ম্মনীতি, জীবনের লক্ষ্য, উপসংহার।

কটক ব্রাহ্মসমাজের শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "সমদর্শী" সম্পাদকের কোন কোন লেখার প্রতিবাদ করিয়া এক খানি পত্র লিখিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, "সমদর্শী পাঠ করিয়া আমরা সময়ে সময়ে দুঃখিত হইতেছি। নিতান্ত ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরোধী মত প্রকাশ দ্বারা অনেক তরলপ্রকৃতি ব্রাহ্মকে স্বেচ্ছাচারী করিয়া তুলিতেছেন ইহাই বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইতেছি। আমাদের ইচ্ছা সমদর্শী একটু গভীর চিন্তার পরে মতামত প্রকাশ করেন।" সমদর্শির মতামত সম্বন্ধে দীন বাবু যাহা বলিতে ইচ্ছা করেন তাহা উক্ত পত্রিকার সম্পাদক শিবনাথ বাবুর নিকট প্রেরণ করিবেন, কেন না তিনি বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিবেন এরূপ অঙ্গীকার করিয়াছেন। আমাদের প্রিয় বন্ধু শিবনাথ বাবুর এক্ষণে অনেক বিষয়ে মতের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সুতরাং বিস্তারিতরূপে তাহা প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে লজ্জিত করিতে আমাদের আর ইচ্ছা হয় না। তবে সাধারণের কল্যাণের অনুরোধে কোন্ কোন্ বিষয়ে তাঁহার মত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে তাহা সংক্ষেপে বলিতে আমরা বাধ্য হইতেছি। প্রথমতঃ "হিন্দু" শব্দের প্রতি শিবনাথ বাবু যে এক্ষণে অনুরাগ প্রদর্শন করিতেছেন, প্রায় তিন বৎসর হইল ইহার বিরুদ্ধে মৃত গোরাচাঁদ দত্তের ভবনে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায়ের সহিত তিনি এক প্রকাশ্য বক্তৃতা করেন, তদ্ব্যতীত নূতন বিবাহ বিধি পাশ হইবার সময় তাহাতে মত দান করিয়াছেন। এখন বলিতেছেন, "ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্ম নয় বলিয়া চিৎকার করা অনাবশ্যক। আমার মতে ব্রাহ্মধর্ম্ম যেমন হিন্দুধর্ম্ম, তেমনি খৃষ্টীয়ান ও মহাম্মদীয় ধর্ম্ম, কোন সম্প্রদায়ের সহিত ইহা একীভূত হইতে পারে না।" রাজনারায়ণ বাবু হিন্দুধর্ম্মের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মকে একীভূত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন বলিয়াই শিবনাথ বাবুকে দিয়া উক্ত বক্তৃতা দেওয়ান হয়। দ্বিতীয়তঃ তিনি বলেন, "আমাদের মন্দির দেখিতে খৃষ্টীয়ান চার্চ্চের মত; অতএব আমার বিবেচনায় উহা সাধারণ লোকদিগকে আমাদের সমাজ হইতে বহু দূরে রক্ষা করিয়াছে।" এই মন্দির যখন নূতন হয় তখন আমাদের বন্ধু একটী অতি সুন্দর সুমিষ্ট কবিতা লেখেন বোধ করি অনেকে তাহা বিস্মৃত হন নাই। তৃতীয়তঃ শিবনাথ বাবু বলেন, "আমরা ভাবি স্ত্রী পুত্রের ভরণ পোষণে আবার মহত্ত্ব কি? ধর্ম্ম কি? সামান্য লোকেও তাহা করে, পিতা মাতার সুখ দুঃখে নিরপেক্ষ হইয়া কল্পিত প্রচারে ব্যস্ত থাকাই প্রকৃত মহত্ত্ব, এই ভ্রান্ত ও দূষিত মত শীঘ্রই দূর হওয়া উচিত; এ মত ধর্ম্মনীতির চক্ষে অত্যন্ত দূষনীয়। হে ব্রাহ্ম! আগে মনুষ্য হও মনুষ্যের কার্য্য কর পরে দেবতা হইও।" চারি বৎসরের বোধ হয় অধিক হইবে না, শিবনাথ বাবু এই মতের সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। কলেজ পরিত্যাগ করিয়া চাকরী করিবেন কি না এই রূপ আন্দোলন যখন তাঁহার মনে উপস্থিত হয় তখন বলিয়াছিলেন Direct inspiration হইয়াছে চাকরী না করার দিকে। সেই প্রত্যক্ষ আদেশানুসারে তিনি প্রচারক হইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এখন তিনি বলিতেছেন অগ্রে অন্নের সংস্থাপন পরে প্রচার ব্রত গ্রহণ, কিন্তু চারি বৎসর পূর্ব্বে এ কথা বলেন নাই, সেরূপ কাজও করেন নাই। এখানকার কয়টী বক্তৃতায় পৌত্তলিকতার উপর তীব্ররূপে ঘৃণা প্রদর্শিত হইয়াছে শিবনাথ বাবু তাহা দেখাইয়া দিলে আমরা বাধিত হইব। আমাদের বন্ধু উৎসাহের সহিত এক্ষণে যে যে মতের দোষ প্রদর্শন করিতেছেন কিছু দিন পূর্ব্বে সে গুলির সম্বন্ধে তিনি অতি মনোহর কবিতা লিখিয়াছেন এবং বক্তৃতা করিয়াছেন। "কবিমুখাৎ কাব্য" বলিয়া যদি তাঁহার এই চাঞ্চল্য দোষ ক্ষন্তব্য হয় তবে হউক; কিন্তু এত অল্প সময়ের মধ্যে এক জন প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষিত ব্রাহ্মের এরূপ বদতোব্যাঘাত নিতান্ত শোচনীয় সন্দেহ নাই।

বিজ্ঞাপন।

ভারতআশ্রমবাসী ও বাসিনীদিগের বিরুদ্ধে প্রচারিত মিথ্যাপবাদ খণ্ডনের নিমিত্ত যে অভিযোগ উত্থাপিত হইয়াছিল প্রতিবাদী সে জন্য বিচারপতির সম্মুখে দোষ স্বীকারপূর্ব্বক অনুতাপ সহকারে ক্ষমা প্রার্থনা করাতে তাহা নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে। একটী জঘন্য এবং কুৎসিত অপবাদের জন্য বিচারপতি প্রবল মত প্রকাশ করেন এবং তজ্জন্য প্রতিবাদীকে তিনি ভদ্রভাবে কিছু ভৎসনাও করিয়াছেন। এক্ষণে ব্রাহ্মসমাজের হিতাকাঙ্ক্ষী ও ব্রাহ্মবন্ধুগণ সমীপে আমার বিনীত নিবেদন যে, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক বাদীর যথার্থ পক্ষ সমর্থনের জন্য যে ব্যয় হইয়াছে তদ্বিষয়ে সকলে যথাসাধ্য সাহায্য করেন।

শ্রীকান্তিচন্দ্র মিত্র।

এই পাক্ষিক পত্রিকা কলিকাতা ৬০নং কলেজ স্কোয়ার ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে ১৬ই জ্যৈষ্ঠ শ্রীগোপালচন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত হইল।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৮ম ভাগ। ১৮শ সংখ্যা।	১লা আষাঢ়, সোমবার, ১৭৯৭ শক।	বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২৸০ মফস্বল ঐ ৩।০

প্রার্থনা।

হে সন্তানবৎসল পিতঃ! তোমার নিকটে শিশুর মত কাঙ্গাল ভাবে দাঁড়াইয়া বড় সুখী হইয়াছি। বল কেনই বা আমি চিরজীবন তোমার নিকট সেই ভাবে দাঁড়াইব না। সত্যই যে আমি শিশু। আমার নিজের কিছুই নাই। শরীর সম্বন্ধে আমার বয়স হইয়াছে, কিন্তু আমার আত্মার তো শৈশবাবস্থা ঘোচে নাই কখন ঘুচিবে না। শিশুর মনেও জ্ঞান, বুদ্ধি, ভাবের অঙ্কুর আছে, কিন্তু সে তাহা জানেও না ভাবেও না। আমার মনে জ্ঞান, বুদ্ধি, ভাব আছে, ইহা হইতে যাহা হইবে তাহার ইহা অঙ্কুরের অঙ্কুর। তবে আমার অভিমান কিসে? আমার পাইবারই বা কি সীমা আছে? যাহা এখন পাইতেছি, যাহা পাইব তাহার সঙ্গে তুলনা করিলে এ যে পুতুল। তোমার হাত হইতে যাহা পাইলাম, লইয়া আহ্লাদে নৃত্য করিব, কিন্তু তাহার পুতুলত্ব ভুলিয়া যাইব কেন? জগদীশ! আমি শরীর সম্বন্ধে বড় হইয়াছি, তার সঙ্গে সঙ্গে আমার শিশুত্ব ঘুচিয়া গিয়াছে, এ মিথ্যা কল্পনা হইতে আমাকে রক্ষা কর। সংসারে ধন সম্পত্তি মান মর্য্যাদা যদি আমার বাড়ে বাড়ুক, তাহাতে আমার আত্মার সম্বন্ধে শিশুত্ব কাঙ্গালত্ব যাইবে কেন? আমার শরীরের হ্রাস বৃদ্ধি বিনাশ আছে, এ সকলেরও তার সঙ্গে সঙ্গে হ্রাস বৃদ্ধি বিনাশ হইবে, আমি যে শিশু সেই শিশু অনন্তকাল থাকিয়া যাইব। যদি আমার সংসারে দুঃখ দারিদ্র্য কষ্ট যন্ত্রণা সার হয়, তাহা হইলেই বা কেন আমার হৃদয়ের আনন্দ বিলুপ্ত হইতে দিব? কেননা আমার আত্মার মঙ্গলের পক্ষে কোন্ অবস্থা শ্রেয়ঃ, তুমি তাহা ভাল জান, আমি তাহা কিছুই জানি না। হে পরম মাতঃ! আমি শিশুর বেশে দীনভাবে সর্ব্বদা তোমার নিকটে থাকিব, এই মনের বড় অভিলাষ হইয়াছে। আমি যাহা নই, বল আমি তাহা কেন মনে করিব? আমি শিশু ইহা জানিয়া বড় সুখী হইয়াছি, হে দীনশরণ অনাথ বন্ধো! আশীর্ব্বাদ কর যেন এই ভাবটী আমার মন হইতে কোন দিন অন্তর্হিত না হয়। হে নাথ! আমি তারুণ্য লাভ করিয়াছি এই অসত্য হইতে আমাকে নিয়ত রক্ষা কর। আমি যে শিশু চিরদিন সেই শিশুই যেন থাকি এই তোমার নিকটে হৃদ্গত প্রার্থনা।

ধর্ম্মের মানুষবিভাগ।

ঈশ্বরপরায়ণতা ও নীতির মূল যদিও এক, কিন্তু এ দুইকে এক বৃক্ষের প্রকাণ্ড দুই শাখা বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে। মানবপ্রকৃতিতে এই বিশাল বৃক্ষ নিহিত আছে। জনসমাজ এই দুই শাখার ছায়ায় বর্দ্ধিত হয়। কিন্তু সাধারণতঃ মনুষ্যগণ ইহার দুয়ের একটী প্রধানতঃ আশ্রয় করে। জন-

সমাজে অতি অল্প সংখ্যক লোক আছেন, যাঁহারা শাখাদ্বয়কে যুগপৎ অবলম্বন করিয়া থাকেন। পৃথিবীর ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়, এক পক্ষ যখন এক শাখাবলম্বী হইয়াছেন, বিপরীত পক্ষীয়েরা অপর শাখাকে এক মাত্র মনুষ্যের অবলম্বনীয় বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। এই ঊনবিংশ শতাব্দী উহার একটী প্রকৃষ্ট প্রমাণস্থল। এ সময়ে ধর্ম্মরাজ্যে ঘোর পরিবর্ত্তন উপস্থিত। নীতিবাদিগণ ঈশ্বরপরায়ণতা অমূলক, নীতি দ্বারাই মানবপ্রকৃতির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি এবং চরিতার্থতা হইতে পারে বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। নীতিবিহীন ঈশ্বরপরায়ণতা ঈশ্বরপরায়ণতা নহে সাধু ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণ বলিয়া থাকেন সত্য, কিন্তু পৃথিবীর বিবিধ ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের বিষয় যাঁহারা অবগত আছেন তাঁহারা জানেন, ধর্ম্মের ভাবুকতা মাত্র যাঁহাদিগের অনুসরণীয়, তাঁহারা নীতিকে সংসারের ধর্ম্ম বা ভ্রান্তিজ্ঞান বলিয়া কেমন উপেক্ষা করিয়া থাকেন *।

ব্রাহ্মধর্ম্ম এ দুয়ের কোনটীকে উপেক্ষা করিতে পারেন না। এ দুয়ের সমভাবে সম্মেলনই ব্রাহ্মধর্ম্মের পূর্ণতার লক্ষণ। যিনি দুয়ের একটীকে অবলম্বন করিয়া আপনাকে ব্রাহ্ম বলিতে চান, তাঁহাকে আমরা ভক্ত বা সাধু নাম দিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু ব্রাহ্ম বলিতে প্রস্তুত নই। ব্রাহ্ম বলিতে শুদ্ধ ব্রহ্মের উপাসক বুঝায় তাহা নহে, ব্রহ্মের দাসও বুঝাইয়া থাকে। যাঁহারা কেবল ব্রহ্মের পূজা করিলেন, তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিলেন না, তাঁহাদিগকে ব্রাহ্ম বলিলে সাধারণ প্রচলিত ধর্ম্ম হইতে উহার কোন বৈশিষ্ট্য রহিল না। ব্রাহ্মসমাজের অর্দ্ধ শতাব্দী আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, এখনও ব্রাহ্মধর্ম্ম পূর্ণতা লাভ করিতে পারেন নাই। এত কাল ব্রাহ্মসমাজ কেবল কতক গুলি ভক্ত উপাসক প্রস্তুত করিবার জন্য সমুদায় উদ্যম ব্যয় করিয়াছেন, এখনও ভক্ত উপাসক সাধু প্রস্তুত করিতে সমর্থ হন নাই। এরূপ বলাতে কেহ যেন মনে না করেন ব্রাহ্মসমাজের এত কাল কেবল পণ্ড শ্রম হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজ কেন আমরা যখন সমগ্র মানবসমাজের কার্য্য নিয়মাধীন স্বীকার করি, তখন ব্রাহ্মসমাজে এত কাল যাহা হইয়া আসিল তাহা যে অনিয়মিত হয় নাই বলিব এ কথা আর বলিবার অপেক্ষা রাখে না। ধর্ম্ম ও নীতির যিনি মূল, সর্ব্বাগ্রে তিনিই অবলম্বনীয়। তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া মন পরিশুদ্ধ না হইলে সর্ব্বথা নীতির অনুসরণ অনায়াস নহে। সত্য বটে জগতে অনেক নীতিমান্ লোক দৃষ্ট হন, যাঁহারা ভক্ত বা উপাসক নহেন। আমরা এ সকল লোকের প্রতি যথোপযুক্ত সম্মাননা প্রদর্শন করিয়া বলিতে পারি, ইহাঁদের নীতিমত্তা পরীক্ষাসহ নহে। যাঁহাদিগের নীতির মূলপ্রবাহ ঈশ্বরের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ নাই, তাঁহারা যে সত্য, প্রেম, ন্যায়কে অনতিক্রমণীয় বলিয়া অনুসরণ করিবেন, ইহা কখনই হইতে পারে না। কেবল নীতিবাদীরা সত্য, প্রেম, ন্যায়কে সর্ব্বথা অনতিক্রমণীয় বলেনও না।

আমরা এখন প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করি। আমরা বলিয়াছি, ব্রাহ্মসমাজ এত দিন ভক্ত উপাসক প্রস্তুত করিয়াছেন, ভক্ত উপাসক সাধু প্রস্তুত করিতে পারেন নাই। ভক্ত উপাসক হইলেই যে তিনি সাধু হইবেন বলিতে পারা যায় না। বৈষ্ণবগণের মধ্যে অনেক ভক্ত আছেন যাঁহাদিগের চরণ স্পর্শেরও আমরা উপযুক্ত নহি, কিন্তু তাঁহাদিগের নীতিমত্তা অতি হীন। লোকে ভক্ত হইয়া কি প্রকারে শিথিলনীতি হইতে পারে, এটী নিতান্ত দুরবগাহ্য হইলেও এ কথা বলিতে পারা যায়, ভক্তির প্রাণ দীনতা, ঈশ্বরের

* অশুচিত্ত মুচিতম্বা কর্ম্ম কোহয়ং বিভাগো
ভগবতি পরমাত্মাং ভক্তিযোগো মদীয়ঃ।
কিরতি বিষ মহীন্দ্রঃ সান্দ্রপীযুষ মিন্দু
র্দ্বয়মপি স মহেশো নির্ব্বিশেষং বিভর্ত্তি॥
পদ্যাবল্যাং

নিকটে যাইতে পাপী পুণ্যাত্মা উভয়েরই মস্তক অবনত হয়। সুতরাং দীনতা সত্ত্বে ভক্তি-লাভ অসম্ভব ব্যাপার নহে। ঈশ্বরের রাজ্যে যে যাদৃশ নিয়ম প্রতিপালন করিবে সে তাদৃশ ফল লাভ করিবে। দস্যুও শারীরিক নিয়ম প্রতিপালন করিলে সুস্থ শরীরে কালাতিপাত করিবে, ইহাতে আর সংশয় কি? ধর্ম্মে যিনি দীন হইবেন তিনি ভক্তি লাভ করিবেন, যিনি দাস হইবেন তিনি সাধু হইবেন, এই নিয়ম। এক জন দীন হইতে পারেন, অথচ দাস নাও হইতে পারেন। ফলতঃ আমরা মানবজীবনে এই রূপই দেখিতে পাইতেছি। বর্ত্তমানে ব্রাহ্মসমাজে দাস হইবার সময় আসিয়াছে এবং এই দাস্যভাব হইতেই মানুষ ধর্ম্মের আরম্ভ।

প্রভুর আদেশপালন দাসের কার্য্য। ঈশ্বরের দাস হইতে গেলে সম্যক্ প্রকারে তাঁহার আদেশ পালন করিতে হইবে। ঈশ্বর স্বয়ং পূর্ণ তাঁহার কোন অভাব নাই। তিনি সর্ব্বদা জগতের মঙ্গলে নিযুক্ত আছেন। যাঁহারা তাঁহার দাস হইবেন, তাঁহারা তাঁহার ইচ্ছার অধীন হইয়া নিষ্কাম ভাবে জগতের মঙ্গলে নিযুক্ত হইবেন। তিনি যে প্রকার প্রেমনয়নে সমুদায় জগৎকে দর্শন করিতেছেন, দাসকেও সেই প্রকারে দর্শন করিতে হইবে। ইহাই মানুষধর্ম্ম। ধর্ম্মের দৈববিভাগে শ্রবণ, কীর্ত্তন, ঈশ্বরপূজা; মানুষ বিভাগে আজ্ঞাপালন ও সেবা। সমুদায় নীচ কামনা, নীচ ভাব, পাপেচ্ছা অপনীত না হইলে মানুষধর্ম্মপালন অসম্ভব। মনে যে সকল পশুভাব আছে, তাহাদের বিষয় অন্তরে নহে বাহিরে। যদিও অনেক সময়ে মনুষ্য ভিন্ন পদার্থ এই সকল পশুভাবের বিষয় হইয়া থাকে, তথাপি বলিতে হইবে, প্রধানতঃ উহা অপর ব্যক্তিকে অবলম্বন করিয়া উদ্দীপিত ও বর্দ্ধিত হয়। এই নীচভাবসকল নির্জ্জিত না হইলে মানুষধর্ম্ম অসম্ভব। এই সকলকে জয় করিবার জন্য পূর্ব্ব কালের মহর্ষিগণ বহু কঠোর সাধন করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে অনেক সময়ে বিপরীত ফল উৎপন্ন হইয়াছে। পরিশেষে তাঁহারা বিলক্ষণ বুঝিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, ঈশ্বরে প্রগাঢ় অনুরাগ না হইলে মনুষ্যগণ কদাপি নীচ পশুভাব হইতে আত্মাকে রক্ষা করিতে পারে না।

এখন জিজ্ঞাসা হইতে পারে, অনেককে আমরা শ্রবণ, কীর্ত্তন, পূজা ও আরাধনায় নিমগ্ন দেখি, অথচ তাঁহাদিগের সামান্য রিপুর বেগ সম্বরণে সামর্থ্য দেখি না কেন? যাঁহারা শুদ্ধ নীতির অনুসরণ করেন, সাধুতা সম্বন্ধে ইহাঁদিগকে তাঁহাদের অপেক্ষা হীন দেখা যায় কেন? যদি ধর্ম্ম আত্মাকে বিশুদ্ধ পবিত্র না করিল, তবে জনসমাজের তাহাতে মঙ্গল কি? এক জন স্বয়ং শ্রবণ, কীর্ত্তন, ধ্যান, ধারণায় সুখী হইলেন হউন, যদি তিনি জনসমাজের কিছু না করিলেন, তবে তাঁহার তন্মধ্যে বাস করিবার প্রয়োজন কি? এ সকল প্রশ্নের একমাত্র উত্তর এই, যাহারা যাহা লক্ষ্য করিয়া সাধনে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদের তাহাই লাভ হয়, তদতিরিক্ত লাভ হওয়া নিয়মানুগত নয়। তাহারা তাহাদের মনে প্রথম হইতে একটী সীমা করিয়া রাখিয়াছে, যখন সেই সীমার সমীপবর্ত্তী হয়, আর তাহারা অগ্রসর হইতে চায় না, অলস হইয়া পড়ে। সহস্র কথা বা উপদেশেও আর তাহাদের চৈতন্যোদয় হয় না। যদি তাহারা নিজে সেই সীমাকে অতিক্রম করিবার জন্য লালসান্বিত না হয়, তবে সেই পর্য্যন্ত তাহাদের সাধন ভজন শেষ হইল। ভাবুকতা যাহাদিগের লক্ষ্য, তাহাদিগের ভাবুকতা লাভ। শ্রবণ কীর্ত্তনে অশ্রুবিন্দু নিপতিত হইবে, শরীর রোমাঞ্চিত হইবে, মনে সুখোদয় হইবে, এই পর্য্যন্ত তাহাদিগের সাধনের পর্য্যবসান। তাহারা সমুদায় রিপু পরাজয় করিয়া জনসমাজের পুণ্য শান্তি মঙ্গল বর্দ্ধনে আপনাদিগকে নিয়োগ করিবে, এ লক্ষ্য করিয়া সাধনে প্রবৃত্ত হয় নাই, ফলে তাহা কি রূপে দৃষ্ট হইবে? যাঁহারা ভাবুক ও সাধু দুয়ের

লক্ষ্য একত্র করিয়া সাধন করেন, তাঁহারা শুদ্ধ নীতিমান্ ব্যক্তিগণ হইতে সাধুত্বে এই বিষয়ে শ্রেষ্ঠ হন যে, তাঁহাদিগের অনুরাগোদ্দীপ্ত হৃদয় প্রলোভন পরীক্ষার অতীত। কোন কোন উচ্চ সাধকের অন্তরে এ দুই লক্ষ্য প্রতিফলিত হইয়াছে, কিন্তু সাধারণ্যে এ দুয়ের সম্মিলন এখনও হয় নাই।

সাধনের এত দিন পরে আমরা ইন্দ্রিয়-সংযমের বিষয় বলিতেছি, ইহা এ দেশীয় অনেকের নিকটে অতি আশ্চর্য্য প্রতীত হইতে পারে। কেন না সকলেই জানেন "শম" "দম" প্রভৃতিই সাধনের প্রারম্ভ। যাঁহারা জ্ঞান ও প্রীতি এই উভয় প্রণালীর সাধনতত্ত্ব জানেন, তাঁহারা ইহাতে বিস্মিত হইবেন না। ঘৃণা সংসারের পাপচক্রে নিপতিত না হইবার পক্ষে জ্ঞানাবলম্বী সাধকগণের রক্ষক। অনুরাগ প্রীতি মার্গাবলম্বীগণকে তাহা হইতে রক্ষা করিয়া থাকে। প্রথমটী সাধককে অসঙ্গ উদাসীন, নির্লিপ্ত ও অরণ্যবাসী করে। দ্বিতীয়টীতে সংসর্গী, মিত্র,করুণ, উপকারী এবং সংসারবাসী করিয়া থাকে। প্রথমটীতে বিষয়ের প্রতি ঘৃণা এবং তাহা হইতে চির বিদায় গ্রহণ করিয়া ইন্দ্রিয় পরাজিত হয়। দ্বিতীয়টীতে বিষয় সহ একত্র বাস করিয়া তৎসহ পবিত্র বিশুদ্ধ উচ্চ ভাবযোগ দ্বারা ইন্দ্রিয় নিরস্ত হইয়া যায়। প্রথমটীতে ইন্দ্রিয়জয় লক্ষ্যরূপে সাধিত, দ্বিতীয়টীতে অনুরাগের অবশ্যম্ভাবী ফলরূপে উহা সিদ্ধ হয়। সুতরাং ঈশ্বরানুরাগে ক্রমিক অগ্রসরতার সঙ্গে সঙ্গে উহা স্বয়ং সাধিত হইয়া আইসে। বিষয় হইতে বিদায় গ্রহণ করতঃ তৎপ্রতি ঘৃণা উদ্রেক করিয়া ইন্দ্রিয়নিগ্রহ এবং ইন্দ্রিয়োদ্দীপনের কারণের মধ্যে নিরত বাস করিয়া তত্ত্ববিষয়ের সঙ্গে অনুরাগজনিত নিষ্কাম বিশুদ্ধ পবিত্র ভাব যোগ করত ইন্দ্রিয়নিবৃত্তি এ দুয়ের কত প্রভেদ সকলেই বুঝিতে পারেন। প্রীতিমার্গে ইন্দ্রিয়জয় সাক্ষাৎ সম্বন্ধে লক্ষ্য না থাকাতে, উহা অনুরাগের প্রগাঢ়াবস্থায় উপস্থিত হয়, জ্ঞানমার্গে উহাই সর্ব্ব প্রথমে অনুসৃত হয়। সুতরাং আমরা এত কাল পরে যদি ইন্দ্রিয় সংযমের কথা বলি, তাহা হইলে কিছু পূর্ব্ব সাধনের ব্যর্থতা প্রদর্শিত হইল না*। তবে আমরা যে ইন্দ্রিয়নিবৃত্তির কথা বলিতেছি উহা অনুরাগের নিষ্কাম পবিত্র ভাব দ্বারা সাধ্য, অসারতা চিন্তন দ্বারা নহে। বরং অসার মধ্যে যাহা কিছু সার তচ্চিন্তন দ্বারা অনুরাগ উদ্দীপনই এ পথে প্রধানতর উপায়।

দীনতা ভক্তির প্রাণ, নিষ্কাম ভাব প্রীতির প্রাণ। নিজের সুখ পরিত্যাগ করিয়া অপরের সুখে সুখী না হইলে নিষ্কাম ভাবের সঞ্চার হয় না। "পর সুখে সুখী হ'লে বীজ জন্মায় অন্তরে" এ অতি নিগূঢ় কথা। এখনও যাহার ইন্দ্রিয়গণ চঞ্চল, আত্মসুখ অন্বেষণে প্রবৃত্ত, সে কি প্রকারে প্রেমোদ্দীপ্তহৃদয় হইবে? প্রেম আপনাকে বিস্মৃত হইয়া অন্যেতে অধিবাস করে, সুতরাং নিজসুখান্বেষী ইন্দ্রিয়গণের সে হৃদয়ে অধিবাস অসম্ভব। স্বার্থ এবং প্রেম এ দুয়ের বিনাশ্য বিনাশক সম্বন্ধ, ইহারা একত্র কি প্রকারে বাস করিবে? ঈশ্বরে প্রগাঢ় অনুরাগ বশতঃ হৃদয় তদ্ভাবাপন্ন না হইলে কে আত্মাকে বিস্মৃত হইয়া মনুষ্যমণ্ডলীতে বাস করিতে সক্ষম হইবে? যে আপ্তকাম না হইল, তাহার কি কামনা পরিত্যাগ সম্ভব? ঈশ্বর ভিন্ন অন্যত্র আপ্তকাম হওয়া অসম্ভব, এ জন্য আমরা দেখিতেছি ধর্ম্মের মানুষবিভাগ দৈববিভাগ সহ গাঢ় অনুস্যূত এবং তদ্দ্বারা জীবিত। দৈববিভাগ এবং মানববিভাগ এ দুয়ের অবিচ্ছেদ সম্বন্ধ আমরা আগামীতে প্রদর্শন করিব।

---

* " নৈতন্মনস্তব কথাসু বিকুণ্ঠনাথ
সংপ্রীয়তে দুরিতদুষ্টমসাধু তীব্রং।
কামাতুরং হর্ষশোকভয়ৈষণার্ত্তং
তস্মিন্ কথং তব গতিং বিমৃশামি দীনঃ॥"
প্রহ্লাদবাক্যং।

সম্বন্ধ।

দুই ব্যক্তির মধ্যে আত্মীয়তা সম্পাদক কোন প্রকার বন্ধন থাকিলে,সেই দুই ব্যক্তির সম্বন্ধ আছে বলিতে পারা যায়। সম্বন্ধ আত্মীয়তামূলক, এবং এই আত্মীয়তা সচরাচর শোণিতসম্পর্কে হইয়া থাকে, এ জন্য সাধারণতঃ লোকমুখে আমরা শুনিতে পাই, যেখানে শোণিত সম্বন্ধ নাই সেখানে আবার সম্বন্ধ কি? যদি কেহ বলপূর্ব্বক সে স্থলে সম্বন্ধ সংস্থাপন করিতে যায়, আত্মীয়তা জন্মা অসম্ভব। এই ভ্রমটী শীঘ্র অপনীত হওয়া আবশ্যক। গূঢ়রূপে এটী অনেকের মনে আছে বলিয়াই আমরা ব্রাহ্ম হইয়া যে উচ্চব্রত গ্রহণ করিয়াছি তাহা সাধন করিতে অক্ষম হইতেছি।

যাঁহারা বলেন শোণিত সম্বন্ধ বিনা আত্মীয়তা অসম্ভব, তাঁহাদিগকে অতি সহজে ভ্রম দেখাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। ভিন্ন ভিন্ন বংশের যে স্থান হইতে শোণিত সম্বন্ধ আরম্ভ হয়, সেখানেই শোণিত সম্বন্ধ নাই। অথচ সে স্থলে এত অনুরাগ এত প্রীতি যে অতি নিকট সম্পর্কীয়েরাও তাহার নিকট পর হইয়া যায়। দাম্পত্যসম্বন্ধ হইতে বংশ বা পরিবার সংগঠিত হয়, কিন্তু দাম্পত্যসম্বন্ধমধ্যে কি শোণিত সম্বন্ধ আছে? বরং শোণিতসংশ্রব না থাকে বিবাহে এইটীই বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিয়া দেখা হয়? এখানে উভয়ের আত্মীয়তার মূল কি? নীচ ইন্দ্রিয় সুখ? কখনই নহে। তাহা হইলে জনসমাজ এত দিন উচ্ছৃঙ্খলাচারে বিনষ্ট হইয়া যাইত। বরং বলিতে পারা যায় দাম্পত্যসম্বন্ধ, ইন্দ্রিয়সংযমের মূল। পরিণয়ব্যাপারের সঙ্গে সঙ্গে উভয়ের মধ্যে একটী বিশেষ সম্বন্ধ উৎপন্ন হয়। উভয়ের হয়ত ইতঃপূর্ব্বে বিন্দুমাত্রও পরিচয় ছিল না, যাই বিবাহ হইল, অমনি উভয়ে উভয়কে পরমাত্মীয় বলিয়া গ্রহণ করিলেন। এখানে আত্মীয়তা সম্বন্ধমূলক ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে। বন্ধুত্ব সম্বন্ধেও আমরা এইরূপ দেখিতে পাই।

জনসমাজের সঙ্গে আমাদিগের একটী বিশেষ সম্বন্ধ আছে ইহা যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে, সে যদি বিষয়ব্যাপার এবং ইন্দ্রিয়সুখে নিমগ্ন না হয়, তাহাকে সেই সম্বন্ধজন্য একটী বিশেষ ভাবের অধীন হইতে হইবে। এই ভাব যতই উদ্দীপিত হইতে থাকে, ততই আর সে জনসমাজের মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি উদাসীন থাকিতে পারে না; এবং সে উহার মঙ্গলের জন্য আপনার প্রাণ পর্য্যন্ত অর্পণ করিতে পারে। এরূপে অনেকে প্রাণ অর্পণ করিয়াছেন, এখনও অনেক কথঞ্চিৎ পরিমাণে প্রাণ দিতে প্রস্তুত আছেন। যে সকল ব্যক্তি এই সম্বন্ধ মানে না, নিজের সুখ সম্ভোগ একমাত্র জীবনের লক্ষ্য মনে করে, তাহাদের নিকট ঈদৃশ লোক উম্মত্ত বলিয়া পরিচিত। তাহারা বলিবে,আপনাকে ছাড়া দ্বিতীয় ব্যক্তির জন্য প্রাণ দেওয়া যায় না, ইহারা আবার জনসমাজের জন্য প্রাণ দিবে? অবশ্য ইহার মধ্যে যশোমানের লিপ্সা আছে।

জনসমাজের সঙ্গে যেমন বিস্তৃত সম্বন্ধ, স্বদেশের সঙ্গে তেমনি তদপেক্ষা সঙ্কীর্ণ সম্বন্ধ। স্বদেশের জন্য পুরাকালে অনেকে প্রাণ অর্পণ করিয়াছেন ইহা কে না জানেন? স্বদেশের মধ্যে আবার কোন বংশ, জাতি, পরিবার বা কতকগুলি বিশেষ লোকের সঙ্গে বিশেষ সম্বন্ধ জন্য অনেকে আত্মসুখ বিসর্জ্জন দিয়াছেন, এত নূতন কথা নয়? এ সকল ব্যাপার সম্বন্ধমূলক সন্দেহ নাই। উহাতে স্বার্থ গন্ধ ছিল কে বলিবে? হয়তো যিনি যাহাদিগের জন্য প্রাণ দিলেন, তাহারাই তাঁহার সহিত পরম শত্রুতা আচরণ করিল। প্রীতি সম্বন্ধে নিহিত, গুণাগুণ ভাল মন্দ ব্যবহারে নহে। বরং যাহাকে ভালবাসি তাহার অত্যাচারে উহা শুষ্ক না হইয়া আরো প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। জগতে এ দৃশ্য অতি মনোহর দৃশ্য এবং এইরূপ দৃশ্য মনুষ্যমণ্ডলী মধ্যে আদর্শস্বরূপ বিদ্যমান আছে বলিয়াই উহার এত মহত্ত্ব।

এখন আমরা দেখিতে পাইতেছি, শোণিতসংশ্রব ভিন্নও অতি উচ্চ মহত্ত্বর আত্মীয়তা সমুৎপন্ন হয় এবং সেই আত্মীয়তার নিকটে শোণিতের সম্বন্ধ অতি হীন এবং দুর্ব্বল। মনুষ্যের সম্বন্ধে "মনুষ্য" এই সম্বন্ধই যথেষ্ট। কোন কোন স্থলে আত্মীয়তা সম্ভব, কোন২ স্থলে অসম্ভব, এটী ভ্রান্তিজ্ঞানমূলক চিত্তবিকার। তবে সাধারণসম্বন্ধমধ্যে বিশেষ বিশেষ সম্বন্ধ আছে সত্য, কিন্তু সে সকল সম্বন্ধে আত্মীয়তা আরো প্রগাঢ়তর হয় এই মাত্র। যাঁহারা বলেন, শোণিতসম্পর্কীন ভিন্ন অন্যত্র প্রীতি অর্পণ করার অনেক প্রতিবন্ধক, তাঁহারা অন্ধ। শোণিত সম্পর্কীনগণকে

নিত্য সম্বন্ধে আবদ্ধ বিশ্বাসে আর এক চক্ষে দেখেন তাই তাঁহাদিগের নিকট এরূপ প্রতীতি হয়, অন্যথা প্রতিবন্ধক সর্ব্বত্রই সমান। স্ত্রীরা যখন প্রথমতঃ বিবাহিতা হইয়া আইসেন, তাঁহাদিগকে পরের ঘর করিতে হইবে বিশ্বাস জন্মাইয়া দেওয়া হয়। ইহাতে তাঁহারা কথায় কথায় "পর" কথা ব্যবহার করিতে ত্রুটি করেন না, কিন্তু এ ভ্রম দূর হইতে তাঁহাদিগের অনেক দিন যায় না। পরিশেষে পরই পৃথিবী মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা আত্মীয় হইয়া পড়েন। এ স্থলে প্রীতির প্রতিবন্ধক কি অল্প সংখ্যক হইয়া থাকে? কখনই নহে। বরং দিন যত যায় ততই কষ্ট যন্ত্রণার কারণ বর্দ্ধিত হয়, গৃহে বিবাদ বিসম্বাদের সূত্রপাত হয়, ভাবনা চিন্তা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে। পদে পদে দম্পতীর ত্রুটি হয়, কিন্তু প্রীতি চক্ষে সে ত্রুটি ত্রুটি বলিয়াই পরিগৃহীত হয় না। প্রীতি সমুদায় ত্রুটি ও দোষের, অপ্রীতি সমুদায় গুণ ও সৌন্দর্য্যের আবরক, ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। যদি কেহ অপরকে ভাল বাসিতে না পারেন, সে দোষ সে ব্যক্তির নহে নিজের। স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, জ্ঞাতি, কুটুম্ব যদি সহস্র দোষ সত্বে আমাদিগের প্রীতিভাজন হইতে পারিলেন, মনুষ্য পরিবার বলিয়া যাঁহাদিগের সঙ্গে মহত্তর উচ্চতর সম্বন্ধ, তাঁহাদিগের অপরাধ কি? যথার্থ জ্ঞানের চক্ষে এক পুরুষ, চতুর্দ্দশ পুরুষ, সহস্র পুরুষ সকলই সমান। তবে পূর্ব্বোক্ত স্থলসকলে এক একটী সম্বন্ধ স্বীকার করা হয়, শেষোক্ত স্থলে কোন সম্বন্ধ নাই এই ভ্রান্তিজ্ঞান পোষণ করা হয়, তাই এত পার্থক্য প্রতীত হইয়া থাকে। যাঁহারা এই ভ্রান্তিজ্ঞান দূর করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, তাঁহারা যদি সাধারণের যে আপত্তি তাহাই উত্থিত করিয়া ভ্রাতাভগিনীদিগকে প্রীতি ও মঙ্গল কামনা হইতে বঞ্চিত রাখেন, তবে কাহারা আর এই প্রীতিশূন্য মরুভূমি পৃথিবীকে সরস ও সজীব করিবে? যাহাদিগের সম্বন্ধজ্ঞান আবৃত রহিয়াছে, তাহারা অগ্রে প্রীতি দেখাইবে, পরে প্রীতি অর্পণ করিব, এরূপ যাঁহারা মনে করিয়া বসিয়া আছেন তাঁহারা কখন সমাজসংস্কারক হইতে পারেন না, তাঁহাদিগের তাদৃশ উচ্চ ব্রতের অভিমান দূরে পরিহার করা কর্ত্তব্য। প্রীতি দিয়া প্রীতি না পাওয়ার ক্লেশ যদি আমরা বহন করিতে না পারি, তবে আমরা আমাদিগের ব্রতের নিতান্ত অনুপযুক্ত। প্রীতি পাইবার আশা না রাখিয়া যদি আমরা প্রীতি দিতে পারি, তবে আমাদিগের প্রীতি লাভও যদি না হয়, আমাদিগের হৃদয়ের সুখ শান্তি কেহ অপহরণ করিতে পারিবে না, ভবিষ্যতের আশাকেও মলিন করিতে পারিবে না। এরূপ প্রীতি অর্পণ করা কিছু কঠিন ব্যাপার নহে। যদি অপরের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থির করিয়া তদনুসারে আমাদিগের হৃদয়কে নিয়মিত করিতে পারি, আমাদিগের সম্বন্ধে প্রীতি শ্রদ্ধা করা অতি সহজ কার্য্য হইবে। ভবিষ্যতে যত দূর পারি, আমরা বিশেষ বিশেষ সম্বন্ধ স্থির করিতে প্রবৃত্ত হইব।

যোগ।

৩। ভক্তিযোগ।—ঈশ্বরের দিকে মনের আভিমুখ্য ভক্তির প্রারম্ভ। কর্ম্মের অনুষ্ঠানই হউক বা জ্ঞানের অনুষ্ঠানই হউক ঈশ্বরের দিকে চিত্তের গতি না হইলে উহা কদাপি হইতে পারে না। এজন্য সর্ব্ব প্রথমে শ্রদ্ধার প্রয়োজন। সাধু সঙ্গে এবং ঈশ্বরগুণশ্রবণকীর্ত্তনে শ্রদ্ধার উদ্রেক হইয়া থাকে। ঈশ্বরগুণশ্রবণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে ভজনা করিবার জন্য প্রগাঢ় অভিলাষ জন্মে। এই ভজনা বা সেবাকে ভক্তি বলে।

"ভজইত্যেব বৈ ধাতুঃ সেবায়াং পরিকীর্ত্তিতঃ।
তস্মাৎ সেবা বুধৈঃ প্রোক্তা ভক্তিঃ সাধনভূয়সী॥"

ভক্তি অনুরাগমূলক। এই জন্য শাণ্ডিল্য ঈশ্বরে অনুরাগকে ভক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ভক্তিশাস্ত্রকারেরা ভক্তিকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। বৈধী এবং অনুরাগা। ঈশ্বরে ভক্তি কর্ত্তব্য এই প্রকার বিধিজ্ঞান হইতে যে ভক্তি উদ্রিক্ত হয় তাহা বৈধী এবং ঈশ্বরের গুণে আকৃষ্ট হইয়া তৎপ্রতি ভক্তি অনুরাগা।

"তত্র বিষয়িণঃ স্বাভাবিকো বিষয়ে সংসর্গেচ্ছাতিশয়ময়ঃ প্রেমা রাগঃ। যথা চক্ষুরাদীনাং সৌন্দর্য্যাদৌ; তাদৃশ এবাত্র ভক্তস্য শ্রীভগবত্যপি ইত্যুচ্যতে।

বিষয়ের সঙ্গে সংসর্গ হয় বিষয়ীর এই প্রকার নিরতিশয় অভিলাষময় প্রেম অনুরাগ। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের যে প্রকার সৌন্দর্য্যাদিতে, ভক্তের সেই প্রকার ভগবানে অনুরাগ হইয়া থাকে, এইরূপ কথিত হয়। ভক্ত অনুরাগবশতঃ আপনা হইতে ঈশ্বরের সন্তোষকর অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন, এজন্য বিধি অনুসরণ করিলেও তাহাকে রাগাত্মিকা ভক্তি বলা যায়।

"অত্র ক্বচিৎ শাস্ত্রোক্তক্রমবিধ্যপেক্ষা চ রাগরুচ্যৈব প্রবর্ত্তিতেতি রাগানুগান্তঃপাত এব।"

ভক্তিতে প্রবেশের চারিটী হেতু শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

"আর্ত্তোঽর্থার্থী চ জিজ্ঞাসুর্যোগী চ ভরতর্ষভ।"

পাপাদি হইতে বিমুক্তিলাভাকাঙ্ক্ষী আর্ত্ত, সুখাদি অর্থলাভাকাঙ্ক্ষী অর্থার্থী, তত্ত্বজ্ঞানাভিলাষী জিজ্ঞাসু, এবং ঈশ্বর সহ মেলনাকাঙ্ক্ষীকে যোগী বলে। এই চারি প্রকার লোকে ঈশ্বরের ভজনা করিয়া থাকে। এতন্মধ্যে যোগীকে আমরা রাগানুসারী বলিতে পারি। কেননা কেবল সম্মিলনের জন্য আকাঙ্ক্ষা অনুরাগেরই কার্য্য। যে ভক্তি অহৈতুকী এবং বিষয়ান্তর দ্বারা অব্যবহিত তাহাকে অকিঞ্চনা ভক্তি বলে।

"লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্যাপ্যুদাহৃতং।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে॥"

ভক্তিশাস্ত্রকারেরা বলেন, ঈশ্বরতত্ত্ব শ্রবণমাত্রেই তখনি বৈমুখ্যনিবারণ হইয়া ঈশ্বরোপাসনারূপ তৎসাম্মুখ্য এবং অন্তর্ব্বহির্দ্দর্শনরূপ অনুভব হইয়া থাকে।

"তেষাং তাদৃশপরতত্ত্বলক্ষণসিদ্ধবস্তূপদেশশ্রবণারম্ভমাত্রেণৈব তৎকালমেব যুগপদেব তৎসাম্মুখ্যং তদনুভবোঽপি জায়তে।" * * * তচ্চ (তৎসাম্মুখ্যং) উপাসনালক্ষণং, * * * সচ (অনুভবঃ) অন্তর্ব্বহিঃ সাক্ষাৎকার লক্ষণঃ।"

সুতরাং বলা যাইতে পারে ঈশ্বরসম্বন্ধে সাক্ষাৎ জ্ঞান হইতে ভক্তির আরম্ভ হইয়া থাকে *। আমরা জ্ঞানযোগের উপসংহারে ভক্তির প্রারম্ভসম্বন্ধে যাহা নির্দ্দেশ করিয়াছি তাহাতে এই প্রকারই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বাস্তবিক এই তিনি আমার সম্মুখে আছেন, ঈদৃশ বিশ্বাস হইতেই উপাসনা আরম্ভ হয়। জগৎ বা আত্মার তত্ত্ব আলোচনা পূর্ব্বক ঈশ্বরসম্বন্ধে পরোক্ষ জ্ঞান অর্জ্জনে যত দিন প্রয়াস থাকে, ততদিন দুর্জ্ঞেয়ত্ব বিশেষরূপে উপলব্ধি হয়, সুতরাং ভক্তি সেখানে অগ্রসর হইতে পারে না। কিন্তু আত্মা এবং জগৎসম্বন্ধে যতই তাঁহার সাক্ষাৎ জ্ঞান ও মঙ্গলভাবের ক্রিয়া অনুভূত হয়, ততই তাঁহার প্রতি ভক্তি কৃতজ্ঞতা উদ্রিক্ত হইতে থাকে। প্রার্থনা আত্মনিবেদন শরণাপত্তি প্রভৃতি ভক্তির অঙ্গ এই জন্য অপরোক্ষ জ্ঞান বিনা সম্ভব হয় না।

শ্রদ্ধাতে ভক্তির আরম্ভ আমরা সর্ব্বাগ্রে নির্দ্দেশ করিয়াছি। শ্রদ্ধার পর সাধুসঙ্গ, ভজন, অনর্থনিবৃত্তি, নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, ভাব, প্রেম, যথাক্রমে সাধকে এই সকল উদিত হইয়া থাকে। শ্রদ্ধার পূর্ণাবস্থায় অসত্যবর্জ্জন করিয়া সত্য গ্রহণ অনায়াস এবং সহজ সিদ্ধ হয়, তৎসম্বন্ধে কোন সংশয় অবস্থান করে না।

"কিং সত্যমনৃতঞ্চেতি বিচারঃ সংপ্রবর্ত্ততে।
বিচারেঽপি কৃতে রাজন্; অসত্যপরিবর্জ্জনং॥
সিদ্ধং ভবতি, পূর্ণাস্যাত্তদা শ্রদ্ধা মহাফলা॥"

সত্যের প্রতি আস্থা প্রগাঢ়তা লাভ করিলে স্বভাবতঃ সেই সত্যানুসারী সাধুগণের সংসর্গের প্রতি স্পৃহা জন্মে। সাধুসংসর্গ হইতে ভজনে প্রবৃত্তি হয়, এজন্য ভক্তিমার্গে সাধুসংসর্গ এত দূর প্রধান বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে যে এ স্থলে বিস্তৃতরূপে তৎসম্বন্ধে বিচার উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারা গেল না।

"'তমেতমাত্মানং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসানাশকেনে'তি শ্রুত্যাদিকন্তু তৎসাম্মুখ্যেনৈব প্রবৃত্তানি কর্ম্মাণ্যভিদধাতি। তর্হি তদেব সাম্মুখ্যং কথং স্যাদিতি? পুনরেব হেতুরেব প্রষ্টব্যঃ স্যাৎ। অথ ভগবৎকৃপৈব তৎসাম্মুখ্যে প্রাথমিকং কারণ মিতিচ গৌণং। সাহি সংসারদুরন্ততাপসন্তপ্তেষ্বপি তদ্বিমুখেষু স্বতন্ত্রা ন প্রবর্ত্ততে, তদসম্ভবাৎ। কৃপারূপশ্চেতোবিকারোহি পরদুঃখস্য স্বচেতসি স্পর্শে সত্যেব জায়তে, তস্য তু সদা পরমানন্দরসত্বেনাপহতকল্মষত্বেন চ শ্রুতৌ জীববিলক্ষণত্বসাধনাৎ, তেজোমালিন তিমিরযোগবৎ চেতস্যাপি তমোময়দুঃখস্পর্শাসম্ভবেন তত্র তস্যা জন্মাসম্ভবঃ। অতএব সর্ব্বদা বিরাজমানেঽপি কর্ত্তু মকর্ত্তু মন্যথাকর্ত্তুং সমর্থে তস্মিন্ তদ্বিমুখানাং ন সংসারতাপশান্তিঃ। অতঃ সৎকৃপৈবাবশিষ্যতে। সন্তোঽপি তদানীং যদ্যপি সংসার দুঃখৈর্ন স্পৃশ্যন্ত এব, তথাপি লব্ধজাগরাঃ স্বপ্নদুঃখবৎ তে কদাচিৎ স্মরেয়ুরপি। ইত্যতস্তেষাং সাংসারিকেঽপি কৃপা ভবতি; যথা শ্রীনারদস্য নলকূবরমণিগ্রীবয়োঃ। তস্মাৎ প্রস্তুতে ঽপি সাংসারিকদুঃখস্য তদ্ধেতুত্বাভাবাৎ পরমেশ্বরকৃপা তু "স এবাত্র মম শরণ" মিত্যাদি দৈন্যাত্মকভক্তিসম্বন্ধেনৈব জায়তে যথা গজেন্দ্রাদৌ; ব্যতিরেকে শ্রীনারদ বাক্যাদৌ। ভক্তিহি ভক্তকোটিপ্রবিষ্টতদাত্রী ভাবয়িতৃতৎশক্তিবিশেষ ইতি বিবৃতং বিবরিষ্যতে চ; দৈন্যসম্বন্ধেন সাধিকমুচ্ছলিতা ভবতীতি তত্র তদাধিক্যং। তস্মাৎ যা কৃপা তস্য সৎসু বর্ত্ততে সা সৎসঙ্গবাহনৈব বা সৎকৃপাবাহনৈব সতী জীবান্তরে সংক্রামতে ন স্বতন্ত্রেতি স্থিতং। * * * ততঃ সৎসঙ্গহেতুশ্চ সতাং স্বৈরচারিতৈব নান্যঃ। * * * সৎসু পরমেশ্বরপ্রযোজয়িতৃত্বঞ্চ সদিচ্ছানুসারেণৈব।"

'বেদবাক্যানুসারে ব্রহ্মজ্ঞ সাধকগণ যজ্ঞ দান এবং অবিনাশী তপশ্চরণ দ্বারা সেই আত্মাকে জ্ঞাত হয়েন' ইত্যাদি শ্রুতি ঈশ্বর সাম্মুখ্য জন্মিলে যে কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয়, সেই কর্ম্মের উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব সেই সাম্মুখ্য কি প্রকারে হয় পুনরায় এই হেতু জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইতেছে। ভগবানের কৃপা সেই সাম্মুখ্যে প্রাথমিক কারণ এ কথা বলিলে, উহা গৌণ কারণ। ঈশ্বরের কৃপা সংসারের দুরন্ত তাপে সন্তপ্ত তদ্বিমুখ ব্যক্তিগণেতে স্বয়ং প্রবর্ত্তিত হইতে

* "ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ।"
ভা, ১১ স্কন্ধ, ২ অ।

পারে না। এরূপ অসম্ভব। কারণ পরদুঃখ স্বীয় চিত্তে সংস্পৃষ্ট হইলে কৃপারূপ চিত্তবিকার জন্মিয়া থাকে। তিনি সর্ব্বদা পরমানন্দস্বরূপে অপহতকল্মষরূপে বিশ্রুত, সুতরাং জীব হইতে বিলক্ষণ। সূর্য্যে অন্ধকার যোগ হইবার ন্যায় চেতনময় তাঁহাতে দুঃখ সংস্পর্শ অসম্ভব। সুতরাং চিত্তরূপী তাঁহাতে কৃপা উৎপন্ন হওয়া অসম্ভব। অতএব তিনি করিতে না করিতে অন্যথা করিতে সমর্থ হইয়া সর্ব্বদা বিরাজমান থাকিতেও তদ্বিমুখ ব্যক্তিগণের সংসার তাপ শান্তি হয় না। সুতরাং উহা সাধুগণের কৃপাতে সিদ্ধ হয়, ইহাই অবশেষে থাকিতেছে। সে সময়ে সাধুগণকেও যদিও সংসার দুঃখ স্পর্শ করে না, তথাপি জাগ্রৎ হইয়া যেরূপ স্বপ্নের দুঃখ স্মরণ হয়, তেমনি সংসারের দুঃখ তাঁহারা কখন কখন স্মরণ করিতেও পারেন। অতএবই সাংসারিকগণের প্রতি কৃপা হইয়া থাকে। যেমন নারদের নলকুবর এবং মণিগ্রীবের প্রতি কৃপা হইয়াছিল। ফলতঃ সাংসারিকগণের দুঃখ বাস্তবিক হইলেও পরমেশ্বরে দুঃখের হেতু নাই বলিয়া, "ইহলোক তিনিই আমার শরণ" এই রূপ দৈন্যাত্মক ভক্তযোগে তাঁহার কৃপা হইয়া থাকে, যেমন গজেন্দ্রাদিতে তাঁহার করুণা হইয়াছিল। ইহার বিপরীত নারদবাক্যাদিতে জানা যায়। ভক্তি ঈশ্বরকে আর্দ্র করিবার পক্ষে তাঁহার শক্তি বিশেষ। উহা ভক্ত জনে প্রবিষ্ট হইয়া আছে পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে, পশ্চাৎও বিবৃত করা যাইবে। সেই ভক্তি দৈন্যসম্বন্ধে সমধিক উচ্ছ্বসিত হয়, সুতরাং সে স্থলে তাহার আধিক্য হয়। অতএব তাঁহার যে কৃপা সাধুগণেতে অবস্থিতি করিতেছে, উহা সৎ সঙ্গ বাহন অথবা সৎকৃপাবাহন হইয়া জীবান্তরে সংক্রামিত হয়, স্বতন্ত্র হয় না, ইহা স্থির হইল। সাধুদিগের নিজ ইচ্ছাতেই তৎসঙ্গ ঘটিয়া থাকে। সাধুগণকে যে ঈশ্বর নিয়োগ করেন, উহা সাধুগণের ইচ্ছানুসারেই।

উপরি উক্ত বিস্তৃত লেখার সার এই রূপে সংগ্রহ করা যাইতে পারে। সাধকগণেতে ঈশ্বরের প্রেম নিয়ত অবস্থিতি করিতেছে। এই প্রেম তাঁহাদিগের হৃদয়ে সর্ব্বদা সংসার সন্তপ্ত ব্যক্তিগণের প্রতি করুণা উৎপাদন করে। এই করুণার মধ্য দিয়া সংসারিগণের প্রতি ঈশ্বরের কৃপা প্রকাশিত হয়। ফলতঃ মনুষ্যের ইচ্ছা এবং ঈশ্বরের কৃপা এ দুই নিয়ত সম্মিলিত ভাবে কার্য্য করে। যেখানে এক জন সৎপথে যাইতে ইচ্ছা করিতেছে না, সে স্থলে ঈশ্বরের কৃপা তাহার উদ্ধারের পক্ষে উদাসীন রহিয়াছে বলিতে পারা যায় না। তবে সে সময়ে এই হয়, ঈশ্বর কৃপা কোন ঘটনা বিশেষ দ্বারা তাহার চৈতন্য সম্পাদন করিয়া তাহার ইচ্ছাকে উন্মুখীন করিয়া লয়। তখনই সাধু সংসর্গাদি চৈতন্য সম্পাদনে উপায় হয়। সাধু সংসর্গের ন্যায় চৈতন্য সম্পাদনে প্রকৃষ্ট উপায় অতি অল্প আছে, বিশেষতঃ অন্য উপায়ে মন ঈশ্বরের দিকে উন্মুখীন হইলেও সাধু সংসর্গ ভিন্ন তাহা বিকাশ লাভ করে না। সুতরাং ভক্তি মার্গে শ্রদ্ধানন্তর সাধু সংসর্গকে প্রকৃষ্ট উপায়রূপে গ্রহণ করা হইয়াছে।

সাধু সংসর্গ দ্বারা ভজনে প্রবৃত্তি হয়। ভজন দ্বারা ভক্তির প্রতিবন্ধক সকল অল্পে অল্পে নিরস্ত হইয়া নিষ্ঠা জন্মে। এই নিষ্ঠা হইতে রুচি, রুচি হইতে আসক্তি, আসক্তি হইতে অপূর্ব্ব ভাবোদয়, এবং তদনন্তর প্রেমে ঈশ্বরসহ চির সম্মিলন হইয়া থাকে। এ সকলের বিস্তার বর্ণন ভক্তি গ্রন্থে আছে, এ স্থলে তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। উহার আভাস পাওয়া যাইতে পারে, এ জন্য নিম্নে কয়েকটী শ্লোক উদ্ধৃত করা গেল।

"দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনোধিয়াং যো
জন্মাপ্যয়ক্ষুদ্ভয়তর্ষকৃচ্ছ্রৈঃ।
সংসারধর্ম্মৈরবিমুহ্যমানঃ
স্মৃত্যা হরে র্ভাগবতঃ প্রধানঃ॥"

হরিকে স্মরণ করিয়া দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন এবং বুদ্ধি সম্বন্ধে জন্ম, নাশ, ক্ষুধা, ভয়, তৃষ্ণা ইত্যাদি কষ্ট সাধক সংসার ধর্ম্ম দ্বারা যিনি মুগ্ধ হন না, তিনি ভাগবত প্রধান।

ত্রিভুবনবিভবহেতবে হপ্যকুণ্ঠস্মৃতি
রজিতাত্মসুরাদিভির্ব্বিমৃগ্যাৎ।
ন চলতি ভগবৎপদারবিন্দাৎ
লবনিমেষার্দ্ধ মপি স বৈষ্ণবাগ্র্যঃ॥

যিনি ত্রিভুবনের বিভব লাভ করিয়াও অভ্রান্ত মনে অজিতেন্দ্রিয় দেবতা প্রভৃতির অন্বেষ্য ভগবানের পদারবিন্দ হইতে কণার্দ্ধ নিমেষও বিচলিত হন না, তিনি বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ।

এবং ব্রতঃ স প্রিয়নামকীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদব নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥

এই রূপ ব্রত অনুষ্ঠান করতঃ প্রিয়তম ঈশ্বরের নাম কীর্ত্তন করিয়া তাহার অনুরাগ জন্মে। অনুরাগবশতঃ চিত্ত দ্রব হইয়া কখন হাসে, কখন রোদন করে, কখন চীৎকার করিয়া ডাকে, কখন উন্মাদের ন্যায় নৃত্য করে। এই রূপ তাহার আচরণ লোকবাহ্য হয়।

বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষাৎ
হরি রবশাদভিহিতো হপ্যঘৌঘনাশঃ।
প্রণয়রসনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্মঃ
স ভবতি ভাগবতপ্রধান উক্তঃ॥

যাঁহার নাম অবশভাবে গ্রহণ করিলেও সমূহ পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়, সেই হরি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যাঁহার হৃদয়কে পরিত্যাগ করেন না, প্রণয় বন্ধনে বদ্ধপাদপদ্ম হইয়া অবস্থিতি করেন, তিনিই ভাগবত প্রধান বলিয়া উক্ত হয়েন।

গুরু শঙ্কর দেব ও মহাপুরুষীয় ধর্ম্ম।

১৩৭০ শকে আসাম দেশে আলিপুখুরি নামক গ্রামে শিরোমণি ভূঁয়া কুসুমবরের গৃহে শঙ্কর দেব জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কায়স্থ কুলোদ্ভব ছিলেন। তাঁহার পিতা উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় লোক ছিলেন। আলি পুখুরি নওগাঁও জিলায় বড়দওয়া সত্রের নিকটে। শঙ্করদেবই মহাপুরুষীয় ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। এই মহাপুরুষীয় ধর্ম্ম বৈষ্ণব ধর্ম্মেরই রূপান্তর—ইহাকে সংক্ষেপে বৈষ্ণব ধর্ম্ম বলা যায়। মহাপুরুষ শঙ্করদেব প্রচার করিয়াছেন বলিয়াই ইহার নাম মহাপুরুষীয় ধর্ম্ম হইয়াছে। আসাম দেশীয় কি ইতর কি ভদ্র অধিকাংশ লোকই মহাপুরুষীয় ধর্ম্মাবলম্বী।

শিশুকালে শঙ্করদেব সংস্কৃত শিক্ষা করেন। সংস্কৃত ভাষায় নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তীর্থ পর্য্যটনে বহির্গত হন। নবদ্বীপ কাশী বৃন্দাবন উৎকল প্রভৃতি দেশ পরিভ্রমণ করিয়া নানা বিষয়ে উন্নত জ্ঞান লাভ করেন। নবদ্বীপে মহাত্মা চৈতন্যের সঙ্গে তখন সাক্ষাৎ হইয়াছিল। কথিত আছে, তিনি চৈতন্যের নিকটে হরিনামে দীক্ষিত হন। তীর্থপর্য্যটনান্তর স্বদেশে আগমন করিয়াই স্বর্গীয় উৎসাহে আসামের সর্ব্বত্র হরিনাম প্রচার করেন। তিনি সাকার দেব দেবী মানিতেন না। প্রতিমা পূজার এমন কি প্রতিমা দর্শনের পর্য্যন্ত মহাবিরোধী ছিলেন। তিনি বলিয়া গিয়াছেন "অন্য দেবী দেব, ন করিও সেব, ন খাইবা প্রসাদ তার। গৃহে ন পশিবা, মূর্ত্তিকো ন চাহিবা, ভক্তি হবে ব্যভিচার।" সহস্র২ লোক শঙ্করদেবের স্বর্গীয়ভাবে আকৃষ্ট হইয়া শিষ্যত্ব স্বীকার করে। তিনি জাতিনির্বিশেষে সকলকেই শিষ্য করিতেন। এক জন মুসলমানকে শিষ্য করিয়া তাঁহাকে জয় হরিনাম প্রদান করেন। একজন মিরির ও নাগাকে শিষ্য করেন, সেই মিরিরের নাম বলাই, নাগার নাম গোবর্দ্ধন রাখেন। ইহার কিছুকাল পূর্ব্ব হইতেই আসাম দেশে বৌদ্ধধর্ম্মের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হয়, শঙ্করদেব বৌদ্ধধর্ম্মকে সেদেশ হইতে সমূলে উৎপাটন করেন। তিনি গৃহস্থাশ্রমী ছিলেন, সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই। অজ্ঞানী সামান্য লোকের মন আমোদের দিকেই অধিক আকৃষ্ট হয়, ধর্ম্মের ভাব তাহারা সহজে বুঝিয়া উঠিতে পারে না এই ভাবিয়া তিনি তাহাদের জন্য ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ভাওনার (নাটক) সৃষ্টি করেন। ভাওনার আমোদের সঙ্গে সঙ্গে তিনি সাধারণ লোকের মন ধর্ম্মের প্রতি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা পান। এখনও আসাম দেশে ভাওনার বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব। ভাওনা দর্শন শ্রবণ করা পুণ্য বলিয়া সকলের বিশ্বাস আছে। রোগ বিপদে অনেকে ভাওনা মানস করিয়া থাকে। রুক্মিণী হরণ রাবণ বধ ইত্যাদি এক একটি বিষয় অবলম্বন করিয়া ভাওনা হইয়া থাকে।

শঙ্করদেব ধর্ম্ম প্রচারার্থ কোচবিহার প্রভৃতি অঞ্চলে গিয়াছিলেন। কোচবিহারের তদানীন্তন রাজা তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন। কিন্তু শঙ্করদেব তাঁহাকে শিষ্য করেন না, কোন রাজাকে শিষ্য করিবেন না তাঁহার এই রূপ প্রতিজ্ঞা ছিল। কিন্তু কোচবিহারের অনেক লোক শঙ্করদেবের নিকটে দীক্ষিত হয়। মহাপুরুষীয় শূদ্র মহন্ত ব্রাহ্মণ-জাতিকেও দীক্ষিত করিয়া থাকে, মহাপুরুষীয়দিগের মধ্যে মালা ও তিলক গ্রহণ ও ভেক ধারণ প্রথা নাই। আসামদেশে ভেকধারী বৈরাগী বাউল দেখিতে পাওয়া যায়। শঙ্করদেবের দুইটী প্রধান সত্র (আখড়া) আছে। একটী নওগাঁও জিলাতে বটদ্রবা গ্রামে (বটদ্রবাকেই বড় দওয়া বলিয়া থাকে), অপরটী গোহাটী জিলায় বড় পেটাতে। উভয় সত্রে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নামঘর ভাওনাঘর ইত্যাদি আছে। নামঘরে প্রতিদিন প্রাতে, মধ্যাহ্নে, অপরাহ্নে এবং রাত্রিতে এই চারি বেলায় ৩০।৪০, কখন কখন শত শত লোক একত্র হইয়া নাম কীর্ত্তনাদি করে। তথায় সময়ে সময়ে ভাগবতকীর্ত্তনাদি পুস্তক পাঠ হইয়া থাকে। বড়দাওয়া সত্রে ন্যূনাধিক এক শত পঞ্চাশ জন কেবলিয়া ভকত (যাহারা ভক্ত, সংসারাদি নাই খোসনাম কীর্ত্তনাদি করাই যাহাদের জীবনের এক মাত্র কার্য্য) আছে। বড় পেটা সত্রেও অনেক গুলি কেবলিয়া ভকত বাস করে। নামকীর্ত্তনে তাহাদের অবিচলিত ভাব ও ভক্তি নিষ্ঠা দেখিলে ব্রাহ্মদিগকে ধিক্কার করিতে ইচ্ছা হয়। প্রতিদিন চারি বেলা তাহারা আশ্চর্য্য প্রেম ও অটল উৎসাহে নাম গান করে। সত্রসকলে স্ত্রীলোকও আছে বটে, কিন্তু তাহারা বাহিরে থাকিয়া কীর্ত্তনাদিতে যোগ দেয়। বড় পেটাতে শঙ্করদেবের ও তাঁহার প্রিয়তম শিষ্য মাধবদেবের সমাধি আছে। মাধবদেব উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় লোক ছিলেন। ইনি এক জন অত্যন্ত সাধক ও ভক্ত ছিলেন শঙ্করদেবের পরলোক গমনের পরও মাধব দেব স্বর্গীয় উৎসাহে মহাপুরুষীয় ধর্ম্ম প্রচার করেন। পুরুষোত্তম দামোদর প্রভৃতি শঙ্করদেবের আরও অনেক শিষ্য ছিল। তাঁহারা ধর্ম্ম প্রচারে শঙ্করদেবের সহকারী ছিলেন।

এই ক্ষণ মহাপুরুষীয় ধর্ম্মের অনেক বিকৃত অবস্থা। সাধারণ লোকের মধ্যে সাধন ভজনা কিছুই নাই। গ্রামে গ্রামে নামঘর আছে মাত্র। কখন কখন লোকে বিশেষ কারণে বা বিশেষ সঙ্কল্পে নাম কীর্ত্তনাদি করিয়া থাকে। যাহা কিছু ধর্ম্মভাব আছে, উক্ত দুই সত্রে কেবলিয়া ভক্তদিগের জীবনেই দেখা যায়। অজ্ঞানতা বশতঃ তাহাদের মধ্যেও নানা কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতা আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে। সত্রে এক এক খণ্ড প্রস্তরে শঙ্করদেবের চরণ অঙ্কিত আছে, সেই পদচিহ্নকে ভক্তগণ অত্যন্ত সম্মান করে। শঙ্করদেবকে অনেকে অবতার বিশেষ বলিয়া থাকে।

বংশাবলী নামক শঙ্করদেবের জীবনচরিত পুস্তককে এক প্রকার বিগ্রহবৎ পূজা করে। অন্য লোককে প্রায় তাহা স্পর্শ করিতে দেয় না। অন্য দেব দেবীর প্রতিমা দর্শন অর্চনা নিষেধ, কিন্তু বিষ্ণু প্রতিমাতে তাহা নয়, এরূপ কেবলিয়া ভক্তদিগের মত। বাঙ্গালীদিগের দেখা দেখি আমোদের জন্য সাধারণ মহাপুরুষীয়দিগের অনেকে দোল দুর্গোৎসব আরম্ভ করিয়াছে। দামোদর গোস্বামী এবং পর্ব্বতীয়া গোস্বামী হইতেই আসামে স কার উপাসনা ও প্রতিমাপূজার বাহুল্য হইয়া উঠিয়াছে। দামোদর গোস্বামী কাণ্যকুব্জ হইতে আসেন, পর্ব্বতীয়া গোস্বামীদের নিবাস শান্তিপুর। পর্ব্বতে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন বলিয়া পর্ব্বতীয়া গোস্বামী আখ্যা হইয়াছে। পর্ব্বতীয়া গোস্বামীগণই আসাম রাজার গুরু। শঙ্করদেবের দেবগোপাল নামক এক শিষ্য ছিল। কোন কারণে সে শঙ্করদেবের প্রতি বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া যায় এবং অরীতিয়া নামক এক ধর্ম্ম মত প্রচার করে। অরীতিয়া ধর্ম্ম অর্থাৎ এই ধর্ম্মে কোন রীতি বা নীতির বন্ধন নাই। দেব গোপালের প্রচারিত ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক অবিশুদ্ধ কুৎসিত আচার ব্যবহার। এখনও আসামের নানা স্থানে দেব গোপালের মতাবলম্বী লোক আছে।

শঙ্করদেব সাধুভাসা, ব্রজভাষা, মিশ্রিত আসামীয় ভাষায় কীর্ত্তন, দশম, লীলামালা ও ভাগবতাদি পুস্তক সঙ্কলন ও অনুবাদ করেন। বড় দওয়া সত্রে অবস্থিতি করিয়াই তিনি পুস্তক সকল প্রকাশ করেন। বড় দওয়াতে একটী পুরাতন হরিতকী বৃক্ষ আছে, তথাকার লোকেরা বলে তিনি সেই বৃক্ষমূলে বসিয়া প্রতিদিন গ্রন্থ লিখিতেন। মাধবদেব নামঘোষা রত্নাবলী প্রভৃতি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। অনেকে বলেন, নাম ঘোষার প্রথমাংশ শঙ্করদেবের সঙ্কলিত, তাঁহার পরলোক গমনের পর মাধব দেব তাহা পূর্ণ করেন। নামঘোষা অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থ। তাহাতে নামের মাহাত্ম্যই বাহুল্যরূপে বর্ণিত আছে। ঘোষা শব্দের অর্থ গানের ধুয়া। নামঘোষার বচনসকল, সঙ্গীতের ন্যায় অনেকে গান করে। নামঘোষা পুস্তকের প্রথমে অনেকগুলি সংস্কৃত বচন আছে তাহা অন্যং গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

রবিবার ২৭ বৈশাখ ১৭৯৭ শক।

ব্রহ্মদর্শনের নিগূঢ় কথা সকলের নিকট বলা যায় না। যাহা বলিলে আদর হয় না, তাহা বলিলে অনিষ্ট সম্ভব। নিগূঢ় তত্ত্ব তাহাদিগের নিকট প্রচার করা কর্ত্তব্য যাঁহারা স্বভাবতঃ উহা আদরের সহিত গ্রহণ করে। তাহাদিগেরই সে সকল তত্ত্বে অধিকার। শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিয়া উহা সাধন দ্বারা জীবনে পরীক্ষা করা উচিত। ব্রহ্মের যদি ব্রহ্মদর্শন না হইল জীবন বৃথা। সুখের সমস্ত এই সংসার শ্মশান হইল। তোমাদিগের সম্বন্ধে ব্রহ্মদর্শন ইহ পরকালের সম্বল। আনন্দ, সুখ, শান্তি, ব্রহ্মদর্শন বীজমন্ত্রের উপরে নির্ভর করে। তোমাদিগের বিশ্রাম, পুণ্য, পবিত্রতা, সুখ, শান্তি সকলই ব্রহ্মদর্শন। এই ব্রহ্মদর্শনের কথা তোমাদিগের নিকট বলিব না তো আর কোথায় বলিব? একাকী নির্জ্জনে চিন্তা করিতেং কেনা আমাদিগের মধ্যে ব্রহ্মকে দর্শন করিয়াছেন? ব্রহ্মদর্শনের নিগূঢ় তত্ত্ব বিদ্যুতের ন্যায় আমাদিগের কাহার না হৃদয়াকাশে প্রকাশিত হইয়াছে? তোমাদিগের জীবনে সাধক হইয়া এরূপ ঘটিয়াছে, বার বার না ঘটুক অন্ততঃ একবারও ঘটিয়াছে। যুক্তির অতীত, উপদেষ্টার উপদেশের অতীত, এমন সাধন অতীব নিগূঢ়, উহা স্বয়ং সাধকের দর্শন পথে আসিয়া উপস্থিত হয়। সাধক চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া ব্রহ্মের নিকট হইতে উহা লাভ করেন। উহা দর্শন দ্বারা শিক্ষা করা যায়, অন্য উপায়ে লাভ করিতে পারা যায় না। সেই জন্য বলি কেহ উহা অনুমান দ্বারা বুঝিতে বা শিক্ষা করিতে পারে না। নির্জ্জনে বসিয়া সাধন কর, তোমাদিগের জীবনে নিগূঢ় তত্ত্ব আবির্ভূত হইবে। প্রেমমুখ দর্শনে মত্ত হইয়া সে মুখের কি প্রকার লক্ষণ, তখন হৃদয়ের কি প্রকার অবস্থা হয়, আপনি জানিয়াছি। অধিক পরিমাণে জানি আর না জানি উহার মুলতত্ত্ব বুঝিয়াছি। আমি যদি কিছু পাইয়া থাকি, বিনিময় করা যাইতে পারে। কেননা পরের সঙ্গে বিনিময় করিলে আরো উহা উজ্জ্বল হইবার পক্ষে তাহা সহায় হয়। এক দিন বসিয়া ভাবিতে ভাবিতে জানিলাম তিনি দর্শন দিয়া মনুষ্যের মন মোহিত করিয়া পরাস্ত করেন। এই তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা তিনি স্বয়ং দেখা দিলে দেখিতে পাওয়া যায়।

ঈশ্বর দর্শনের মধ্যে দুইটী ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ আমি ভক্তিতে ও প্রেমেতে উচ্ছ্বসিত হইয়া তাঁহাকে দেখিতে পাই। এই সময়ে হৃদয়ের প্রেম ভক্তি অনুরাগ উচ্চ পর্ব্বতশিখরে উত্থিত হইবার ন্যায় উচ্চ সীমা প্রাপ্ত হয়। প্রেম, ভক্তি, অনুরাগ পরিণতাবস্থা লাভ করিলে ব্রহ্মদর্শন হয়। এই সকল পরিণত না হইয়া কেহ কি ব্রহ্মদর্শন করিতে পারে? আমি ব্রহ্মকে দেখিয়াছি একথা মুখে বলিলে কি হইবে? ফলতঃ ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ, ভক্তি, ভালবাসা একত্র হইয়া প্রস্ফুটিত হইলে উহা ব্রহ্মদর্শনে পরিণত হয়। দর্শনে অভিলাষ হৃদয়কে উন্নত অবস্থায় টানিয়া লইয়া যায়, কেননা উন্নত না হইলে

ঈশ্বরকে দেখা যায় না। ঈশ্বর যেন ঊর্দ্ধে লুক্কায়িত আছেন, ঊর্দ্ধে গিয়া তাঁহাকে দেখিতে হয়। এই সময়ে হৃদয় উদ্যানের লাবণ্য সৌন্দর্য্য বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এই দর্শনের আনন্দ অতি উচ্চ আনন্দ। আমি মনুষ্য জন্ম ধারণ করিয়া এই অসার শরীর লইয়া জঘন্য সংসারের স্ত্রীপুত্র বন্ধু বান্ধব বাহিরের সমুদায় বস্তু ভুলিয়া পাপ মনে তাঁহাকে দর্শন করিতেছি, ইহার অপেক্ষা আর আহ্লাদের কারণ কি আছে? বস্তুতঃ এই আনন্দ আমাদিগের হৃদয়ের সমুদায় উৎকৃষ্ট উচ্চ উচ্চ ভাবগুলিকে প্রস্ফুটিত করিয়া ক্রমশঃ আনন্দের উপর আনন্দ উপভোগে সমর্থ করে। জীবনের এই অবস্থা অতি উচ্চ অবস্থা, অতি উৎকৃষ্ট অবস্থা। যাহারা ব্রহ্মকে দেখিতে চান, তাঁহারা যেন হৃদয়কে প্রেম ভক্তি অনুরাগের উন্নত সোপানে তুলিতে যত্ন করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের জীবন অতি উন্নত পবিত্র শান্তির অবস্থা প্রাপ্ত হইবে।

এইতো আমাদিগের দিক হইতে দেখিবার তত্ত্ব জানিলাম। হৃদয়কে উন্নত করিয়া ব্রহ্মের দিকে দৃষ্টি করিলে আনন্দ হয়, বিশ্বাস, প্রীতি, ভক্তি, অনুরাগ বর্দ্ধিত হয়, দিন দিন নির্ভর বাড়িতে থাকে। এখন ইহার অপর দিক্ দেখা যাউক। ব্রহ্মকে দর্শন করিতে গিয়া আমরা কি দেখিতেছি, আমাকে তিনি দেখিতেছেন আমি তাঁহাকে দেখিতেছি। জড় বস্তু দেখিয়া আমাদের কত আনন্দ হয়, জড়ের সমুদায় সৌন্দর্য্য আমাদিগের নিকটে প্রতিভাত হয়, কিন্তু উহা ছাড়িয়া চিন্তা আর অধিক দূর যায় না। ধর্ম্মের মধ্যে বিশ্বাসনয়নে যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই মুগ্ধ হইবার বিষয়। আমার চক্ষু তাঁহাকে দেখিতেছে, আর আমি তাঁহাকে চিন্তা করিতেছি, এ দুই পরস্পর ভিন্ন। কারণ ইহার একটী দর্শন, একটী স্মরণ। ইহার মধ্যে আবার আমি তাঁহাকে দেখিতেছি তিনি আমাকে দেখিতেছেন এই যে চক্ষে চক্ষে মিলন ইহাই পূর্ণ ব্রহ্মদর্শন। এই মিলনে অশ্রু কম্প রোমাঞ্চ প্রভৃতি লক্ষিত হয়। যেখানে সমুদায় স্বর্গীয় প্রেমের জ্যোৎস্না নিপতিত হইয়াছে, সেই স্থানে সাধকের দৃষ্টি পড়িয়াছে। তিনি মনে মনে বুঝিলেন, সাধারণ স্থানে দৃষ্টি পড়ে নাই। আর সেখান হইতে নয়ন ফিরাইবার ক্ষমতা নাই, উহা মুগ্ধ হইয়া সেই স্থানেই রহিয়া গেল। ফলতঃ এক দিক হইতে দৃষ্টি যাইতেছে, অন্য দিক হইতে দৃষ্টি আসিতেছে, এই দুয়ের মিলনে যে ব্রহ্মদর্শন হয়, তাহাই আমাদিগের বিশেষ লক্ষ্য। অনেকে দেখেন, কিন্তু সেই সকল লোক বিরল, ঈশ্বরকে দেখিতে গিয়া যাঁহাদিগের চক্ষে চক্ষে মিলন হয়। যাঁহারা এইরূপে ঈশ্বরকে নিরীক্ষণ করেন, তাঁহারা কৃতার্থ হন। কেবল তাঁহাকে দর্শন, দর্শনের অর্দ্ধাংশ মাত্র। ইহাতে অর্দ্ধেক সৌন্দর্য্য, পবিত্রতা ও মিষ্টতা চলিয়া যায়। আমি যেমন ছিলাম, তদপেক্ষা উন্নত, প্রেম, ভক্তি, অনুরাগ আমাকে উচ্চ স্থানে লইয়া গেল, বিশ্বাসনয়নে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলাম। তাঁহার দিকে যে দৃষ্টি গেল, তাহাতে তাঁহার চক্ষু নিপতিত হইল। ইহাতে শুধু ভক্তি বিশ্বাস বাড়িল তাহা নহে, আমার মধ্যে স্বর্গ ছিল না, নূতন স্বর্গ দেখিতে পাইলাম। সেই চক্ষু আমার চক্ষুকে আক্রমণ করিল। মনে করিয়াছিলাম, একবার তাঁহাকে দেখিয়া নমস্কার করিয়া ঘরে চলিয়া যাইব। কিন্তু তিনি প্রীতি কটাক্ষে এমনি দৃষ্টি করিলেন যে বিস্মিত হইয়া ভূতলে পড়িলাম, প্রাণ মন মুগ্ধ হইয়া গেল। অমন করুণাদৃষ্টি পার্থিব জননীর স্নেহ হইতেও অনুভব করা যায় নাই।

তিনি আমাকে দেখিলেন, আমি তাঁহাকে দেখিলাম, উভয় দৃষ্টির মিলন একটী স্বর্গের অদ্ভুত ব্যাপার। তোমাদের জীবনে উহা সাধন কর, ধর্ম্মজগতের নিগূঢ় সত্য সকল পরীক্ষা করিয়া গ্রহণ কর। এরূপ দৃষ্টিলাভ জীবনে প্রতিদিন হয় না। এপ্রকার প্রেমদৃষ্টিবাণে বিদ্ধ হইয়া পাপী পরাজিত হয়, আর পলায়ন করিতে পারে না। ঈশ্বর পরাজয় করিবার সময় উপস্থিত দেখিয়া পাপীর উপরে দৃষ্টিনিঃক্ষেপ করেন। তিনি দেখিলেন পাপী তাঁহা হইতে দূরে চলিয়া যাইতেছে, মনে করিতেছে, আমি উপাসনার সময়ে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে দেখিতে পারি, নাও পারি, তখন তিনি তাহাকে দৃষ্টিবাণে বিদ্ধ করিলেন, আর তাহার পালাইবার সামর্থ্য থাকিল না। যখন তাঁহার দৃষ্টি আমার উপরে পড়িল, দৃষ্টি রজ্জুতে বদ্ধ হইয়া পড়িলাম। আমরা তাঁহাকে আর দেখিতে না চাহিলেও তিনি বলপূর্ব্বক আমাদিগকে আপনারে দেখাইবেন। পাপাচরণ করিয়া মনে করিলাম, জননী আর এ দুরন্ত সন্তানকে দেখিবেন না, তাঁহার সম্মুখে যাইতে ভয় হইল। কিন্তু একবার সাহস করিয়া যাই তাঁহার সম্মুখে গেলাম, তিনি কিছু বলিলেন না, কিন্তু মা এমনি এক অসাধারণ দৃষ্টিতে সন্তানের প্রতি তাকাইলেন যে উহা দেখিবামাত্র মূর্চ্ছা হইল। মাতে এত দয়া, মার দৃষ্টি এমন দৃষ্টি, সে দৃষ্টি সন্তানের উপরে পড়িল। আর সে তাকাইতে পারে না, মুখও ফিরাইতে পারে না। জননীর স্নেহদৃষ্টিতে তাহার পাষণ্ড ভাব চলিয়া গেল। সন্তানের প্রতি জনক জননীর এরূপ দৃষ্টি সহজ ব্যাপার নহে। এক মিনিট তাকাইতে গিয়া আর চক্ষু ফিরিবে না, সেই দৃষ্টিতে ক্রমে আরও আকৃষ্ট হইতে থাকিবে। পাপী মনে করিয়াছিল একবার ব্রহ্মকে দেখিয়া চলিয়া যাইবে। দর্শন তাহার কর্ত্তৃত্বাধীন, ইচ্ছার অধীন, হয় সে তাহার দৃষ্টি ব্রহ্মের উপরে রাখিতে পারে, নয় সে উহা ফিরাইয়া সংসারে লইয়া যাইতে পারে। তুমি আপনাকে স্বাধীন বলিয়া স্পর্দ্ধা করিয়াছিলে, এক মিনিট দুই মিনিট তাঁহার দিকে তাকাইলে, দেখ সেই দৃষ্টি তোমার দৃষ্টিকে

Register No. 66

বাঁধিয়া ফেলিল। এখন অবিশ্বাসী হইয়া ফিরিয়া যাও দেখি? আর কি ক্ষমতা প্রকাশ করিবার সামর্থ্য আছে? একেবারে চক্ষুঃ স্থির হইয়া গেল। এখানে এত বিপদ্ বুদ্ধি তাহা পূর্ব্বে স্থির করিতে পারে নাই। ব্রহ্মের দৃষ্টিতে পাশবদ্ধ হইতে হয়, অগ্রে ইহা কে জানিত? বস্তুতঃ একবার ব্রহ্মের দৃষ্টিজালে পড়িলে আর তাহা হইতে বাহির হইতে পারা যায় না। জগতের বন্ধু বান্ধব ভাই ভগিনীর প্রেমজালে স্নেহজালে বদ্ধ হইয়া বশীভূত হইতে হয়, তাহারা সমক্ষে আসিলে নয়ন আর ফিরান যায় না, তাহারা হতবুদ্ধি করিয়া ফেলে, হৃদয় মন একেবারে কাড়িয়া লয়। যদি পৃথিবীর এই ব্যাপার হইল, কি জানি স্বর্গের দৃষ্টি প্রবল বাত্যার ন্যায় আমাদিগের মনকে কেমন তটস্থ করিয়া ফেলিবে। যখন সেই সুকোমল দৃষ্টি সাধকের উপর নিপতিত হয়, তখন কিরূপ অপূর্ব্ব ভাব হয়, কোন শাস্ত্রে ইহা বলিতে পারে না, কেবল সাধকের জীবনেই উহার তত্ত্ব প্রকাশিত হয়।

লোকে দর্শন কাহাকে বলে? নয়নে নয়নে সম্মিলন। ঈশ্বরকে এই প্রকারে দর্শন করাই আমাদিগের স্বর্গ। ঈশ্বর আমাদিগকে শুভ বুদ্ধি দিন, যেন এই প্রকারে তাঁহার সৌন্দর্য্য চিরদিন দেখিতে পাই। আমাদিগের সমুদায় অনুরাগ ভক্তি যেন তাঁহার দর্শন লাভের জন্য নিযুক্ত হয়। "তোমার চক্ষু আমার চক্ষু যেন এক হইয়া যায়" এ প্রার্থনা কখন অগ্রাহ্য হইবার নহে। তিনি যে আমাদিগকে প্রেম নয়নে দেখিতেছেন, তাঁহার সেই দৃষ্টি আমাদিগের উপর নিপতিত রহিয়াছে, আমাদিগের দৃষ্টি তাহা দেখে না। আমরাই কেবল তাঁহাকে দেখিতেছি আমরা এরূপ মনে করি। এ অবস্থায় তাঁহার করুণা ভাবিয়া ব্রাহ্ম যদি আত্মসমর্পণ করেন, সে আত্মসমর্পণ মানি না। যে দর্শনে যে ধ্যানে দুই দৃষ্টি মিলিত হইল না, সে দর্শন সে ধ্যান কিছুই হইল না। ফলতঃ তাহার সঙ্গে মিলন হইলে কোন ভয় কোন ভাবনা থাকে না। আশ্চর্য্য এই, পাপের সময়েও এমন শুদ্ধ নয়ন আমার দিকে তাকাইয়া আছে। এ দৃষ্টি কল্পিত দৃষ্টি নয়। আকাশে অগণ্য চক্ষু কল্পনা করিয়া বলিতে পারা যায়, আহা আকাশ কি মধুময় দেখাইতেছে! কিন্তু সেই অকল্পিত দৃষ্টির নিকটে কল্পনা যাইতে পারে না। সেই দৃষ্টি হইতে যে কিরণ আসিতেছে, সাধক ইচ্ছা করিলেও তাহার একটীকে নিবারণ করিতে পারেন না। এই দৃষ্টিতে অতি সুকোমল বল আছে। উহা মানুষকে হতবুদ্ধি করিয়া সমুদায় কুটিলবুদ্ধি দূর করিয়া দেয়। একবার সেই দৃষ্টিতে বিদ্ধ হইলে সংসারের সমুদায় অসার জঘন্য সুখ অনায়াসে বিসর্জ্জন করিতে পারা যায়। যদি একবার এই দর্শন হয়, সমুদায় বৎসর সুখে যায়, এমন কি সমুদায় জীবন সুখে অতিবাহিত হয়। কত সুখ, যদি প্রতিদিন এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। সংসারের সমুদায় কলহ শোক ভুলিয়া গিয়া অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ব্রহ্মের দিকে তাকাইয়া থাকিব। তাঁহার নয়নচন্দ্রের জ্যোৎস্না আমার ভক্তি নয়নের মধ্যে দিয়া আসিতেছে, তাঁহার দৃষ্টি আমার উপরে পড়িয়া তাঁহার প্রেম অনুরাগ আমার চক্ষের ভিতর দিয়া প্রবেশ করিয়া মধু বর্ষণ করিতেছে। দুই দৃষ্টিতে একটী প্রণালী হইয়া অনন্ত প্রেম আমার হৃদয় মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। একেবারে রস সাগরের ডুবিলাম। তাঁহার অমৃতময় চক্ষু ব্রাহ্মের চক্ষুর ভিতরে প্রকাশিত হইল। ব্রাহ্ম অমৃত সাগরে সন্তরণ করিতে লাগিলেন।

ব্রহ্মদর্শন এরূপ হওয়া চাই, যাহাতে তাঁহার দিকে তাকাইলে আর ছাড়িতে পারিব না। চিরদিন তাঁহার পদতলে বদ্ধ হইয়া থাকিব। ব্রহ্মদর্শন জীবনে সাধিত হইলে সুখের আর অবধি থাকিবে না। যত বার তাঁহাকে দেখিতে পাই, তিনি কি ভাবে দেখিতেছেন, ইহা দেখিবার জন্য যেন নয়ন স্থির করিয়া রাখি। তাঁহার দৃষ্টি দেখিতে না পাইলে কখনই ছাড়িব না। দেখিতে দেখিতে চৈতন্য-বিহীন হইয়া কি ছিলাম কি হইলাম ভাবিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িব, সে মুগ্ধভাব আর যাইবে না। সেই দৃষ্টিতে একেবারে মোহিত হইয়া যাইব। তাঁহার দৃষ্টি দৃষ্টিগোচর হইয়া আর নড়িতে পারিব না। হে ব্রাহ্ম! ব্রহ্মের নয়নের দিকে দৃষ্টি করিয়া থাকা তোমার সর্ব্বস্ব! বার২ বলিতেছি বিশ্বাস নয়নে অনিমেষ দৃষ্টিতে তাঁহার নয়নের দিকে তাকাও প্রেমচন্দ্র তোমার হৃদয়ে প্রকাশিত হইয়া অমৃতবর্ষণ করিবে। তখন কোথায় থাকিবে তোমার কুটিল বুদ্ধি, কুটিল যুক্তি তর্ক, সেই দৃষ্টি সমুদায় জয় করিবে। এই দৃষ্টিতে সমুদায় জগৎ পরাজিত হইবে, তোমাদিগের জীবন যেন সপ্রমাণ করিতে করিতে পারে। ঈশ্বর পাপও সন্তানকেও দেখা দিয়া পরাজয় করেন, ইহা দেখিয়া যেন জগতের আশা বৃদ্ধি হয়। আমাদিগের মধ্যে সেইরূপ সাধন হউক যে, আমরা চারিদিকে ধাবিত হইয়া বলিতে পারি, এই দেখ আমাদিগের কেমন সুখ হইয়াছে। দয়াময় নাম শুনিব, শুনাইব, সাধন করিব, সাধন করাইব, ইহাতে আমাদের পরিত্রাণ, জগতের পরিত্রাণ।

সম্বাদ।

শাঁটুরা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু লক্ষ্মণচন্দ্র আস তাঁহার মৃত ব্রাহ্মিকা পত্নীর উদ্দেশে প্রচার কার্য্যালয়ে এক শত টাকা দান করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ত্রৈলক্যনাথ সান্যাল প্রচারার্থ বর্দ্ধমান হইয়া রামপুর হাট গিয়াছেন।

আচার্য্য শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন এবং অন্যান্য প্রচারকগণ আচার্য্য মহাশয়ের পূর্ব্বপুরুষগণের নিবাসভূমি গরিফাতে গমন করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র সেন প্রচারার্থ শ্রীহট্টে উপস্থিত হইয়াছেন।

এই পাক্ষিক পত্রিকা কলিকাতা [illegible] নং কলেজ স্কোয়ার [illegible] ১লা আষাঢ় শ্রীগোপালচন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত হইল।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৮ম ভাগ। ১২ম সংখ্যা। | ১৬ই আষাঢ়, মঙ্গলবার, ১৭৯৭ শক। | বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২।০ মফস্বল ঐ ৩।০

প্রার্থনা।

হে পিতঃ! হে মাতঃ! তুমিই আমার বন্ধু, তুমিই আমার পরম প্রেমের আস্পদ। বল, শিশুর পিতা ভিন্ন মাতা ভিন্ন আর কে বন্ধু আছে? আর কে তাহার প্রেমের আস্পদ আছে? দুঃখে পড়িলে, আর কে তাহার সহায়তা করে? সহায়তার জন্য সে আর কাহার মুখপানে তাকায়? কোথায়ই বা সে শান্তি লাভ করে? যখন জ্ঞানের প্রয়োজন হয়, পিতা ভিন্ন মাতা ভিন্ন উপদেষ্টাই বা আর তাহার কে আছে? তুমি মহতো মহীয়ান্, আমি ক্ষুদ্রের ক্ষুদ্র, অথচ তোমার সঙ্গে এমন সম্বন্ধ যখন স্মরণ করি একেবারে মুগ্ধ হইয়া যাই। পিতঃ! আমার মনে আছে, আমি একবার তোমার মহত্ত্ব এবং আমার ক্ষুদ্রত্ব চিন্তা করিয়া তুমি কি আবার আমার সংবাদ গ্রহণ কর এই ভাবিয়া দু তিন দিন তোমার উপাসনা পর্য্যন্ত ভাল করিয়া করিতে পারি নাই। পিতঃ! তার পর তুমি ক্রমাগত এত তোমার স্নেহ দেখাইতেছ, এবং তুমি মহৎ হইয়াও তোমার অতি ক্ষুদ্র সন্তানের প্রতি কত আদর কর এমন করিয়া বুঝাইতেছ যে এখন আর আমি তোমার নিকট প্রার্থনা না করিয়া থাকিতে পারি না যে, নাথ! তুমি দিন দিন আমার আরও ক্ষুদ্রত্ব এবং তোমার আরও মহত্ত্ব আমাকে অনুভব করিতে দেও। দেখিয়াছি, বড় শিশুরা ক্রোড়ে উঠিবার জন্য মাতার অঞ্চল ধরিয়া ক্রন্দন করে, অনেক ক্রন্দনের পর মাতা ক্রোড়ে তুলিয়া লন, আবার তাহাদিগকে ভূমিতে অবতারণ করিয়া দেন যে আপনারা তাহারা দৌড়িয়া বেড়াইতে পারে। কিন্তু দুগ্ধপোষ্য শিশুর ক্রন্দনধ্বনি যেমনি মাতার কর্ণে প্রবেশ করে, অমনি মাতার মন চঞ্চল হয়, দৌড়িয়া গিয়া ক্রোড়ে তুলিয়া লন। বড় শিশু মাতার ক্রোড়ে উঠিয়া মাতৃবাহু আশ্রয় করিয়া নিজে জড়াইয়া ধরিয়া থাকে, দুগ্ধপোষ্য শিশু মাতার বাহুবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া অবস্থান করে। এ দেখিয়া হে পরমমাতঃ! শেষোক্ত দুগ্ধপোষ্য শিশুর ন্যায় তোমার বাহুবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া থাকিব, এবং একবার কাঁদিলেই তুমি আসিয়া ক্রোড়ে তুলিয়া লইবে, এইটী হৃদয়ের বাসনা হইয়াছে। যদি সর্ব্ববিধ অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া দিন দিন ক্ষুদ্রাপেক্ষা ক্ষুদ্র আত্মাকে বুঝিতে পারি, তবে জানি হে মাতঃ! এ অভিলাষ পূর্ণ না হইয়া থাকিতে পারে না। মাতঃ! তবে তুমি আমার সর্ব্ববিধ অহঙ্কার অপহরণ করিয়া লও যে আমি দিন দিন নিজের ক্ষুদ্রত্ব হইতে ক্ষুদ্রত্ব তোমার মহৎ হইতে মহত্ত্ব অনুভব করিয়া কৃতার্থ হই।

ধর্ম্মের দৈব বিভাগ ও মানুষ বিভাগের সম্বন্ধ।

আমরা ধর্ম্মের মানুষ বিভাগে বলিয়াছি, নীতির যিনি মূল, সর্ব্ব প্রথমে তিনিই অবলম্বনীয়। যে ব্যক্তির সেই মূলে আস্থা নাই, তাহার সম্বন্ধে নীতি অনতিক্রমণীয় নয়, উহা অস্থায়ী এবং অনিত্য। "সত্য কি?" পাইলেট্ জিজ্ঞাসা করিয়া চলিয়া গেলেন, তাহার উত্তরের জন্য প্রতীক্ষা করিলেন না, প্রত্যেক সংশয়ী সম্বন্ধে ইহা সত্য। তাঁহারা বলেন, মনুষ্যবুদ্ধি একান্ত সত্য কখন জানিতে পারে না, যাহা জানে তাহা আপেক্ষিক। পূর্ব্ব অনাবিষ্কৃত নূতন কোন সম্বন্ধ প্রকাশিত হইয়া যদি উহা অন্যথা হয়, তবে আর উহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইবে না। এরূপ আপেক্ষিক সত্যের জ্ঞানকে আমরা কখন অবহেলা বা নিন্দা করিতে পারি না, কারণ মনুষ্য বুদ্ধি যখন পরিমিত, তখন তাহার অধিকাংশ বিষয়ের জ্ঞান আপেক্ষিক হইবে, কিন্তু তাই বলিয়া ধ্রুব নিত্য মূলসত্যসম্বন্ধে কোন জ্ঞানের সম্ভাবনা নাই, একথা বলিলে সত্যের অতিরেক বলা হয়। বরং সকলকে এই কথাই স্বীকার করিতে হইবে, সমস্ত আপেক্ষিক সত্যের জ্ঞান মৌলিক সত্যসম্পর্কীয় জ্ঞানের উপরে সংস্থাপিত।

এই ধ্রুব নিত্য সত্য কি? যাহা সমুদায় পরিবর্ত্তনের মধ্যে স্বয়ং অপরিবর্ত্তনীয় থাকিয়া সমস্ত পরিবর্ত্তনের কারণ হইয়া অবস্থিতি করিতেছে। যাঁহারা নিত্য ধ্রুব সত্য অপরিজ্ঞেয় মনুষ্যবুদ্ধির অতীত বলেন, তাঁহারা এই সত্যকে "প্রাণ" বা "শক্তি" আখ্যা অর্পণ করেন। আমরা ইহাঁকে তদতিরিক্ত সত্য, জ্ঞান, ন্যায় ও মঙ্গল বলি। কেন বলি তাহা প্রদর্শন করা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নয়। তবে এইমাত্র বলিতে হইতেছে, তিনি যেমন পরিদৃশ্যমান জগতের মূল, তেমনি আধ্যাত্মিক রাজ্যের মূল। পরিদৃশ্যমান জগতে যেমন তাঁহার প্রত্যক্ষ ক্রিয়া, আধ্যাত্মিক রাজ্যেও তাঁহার তেমনি প্রত্যক্ষ ক্রিয়া। দৃশ্য জগৎকে যে প্রকার উন্নত হইতে উন্নত অবস্থায় লইয়া যাইতেছেন, অদৃশ্য জগৎকেও সেই প্রকার উন্নত হইতে উন্নত অবস্থায় অধিরূঢ় করিতেছেন। দৃশ্য জগৎসম্বন্ধে তাহার ক্রিয়ার প্রণালী বা নিয়ম যেরূপ অখণ্ড্য অপরিবর্ত্তনীয়, অদৃশ্য আধ্যাত্মিক জগৎসম্বন্ধেও তদ্রূপ। দৃশ্যাদৃশ্য জগতের আদর্শ আর কোথাও নাই, তাঁহাতেই অবস্থিতি করিতেছে। আমরা যখন সত্যেতে, জ্ঞানেতে, ন্যায়েতে, মঙ্গলেতে, আত্মাকে বিভূষিত করিতে চাই, তখন সেই সত্য জ্ঞান ন্যায় ও মঙ্গল ঈশ্বরকে আমরা আদর্শ করিয়া তাঁহারই অনুসরণ করি। ইনি স্বয়ং নিত্য, অখণ্ড্য এবং অনতিক্রম্য। সুতরাং এই আদর্শের নিকটে আমাদিগের আবনত্য নিত্য, অখণ্ড্য এবং অনতিক্রম্য।

ঈশ্বরের শক্তি, জ্ঞান, ন্যায় ও মঙ্গল দৃশ্যমান জগতের মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইতেছে। সুতরাং আদিমকাল হইতে ঈশ্বরের পূজা দৃশ্যমান জগৎকে অবলম্বন করিয়া হইয়া আসিয়াছে। মনুষ্য যখন সামান্য জড়ের মধ্যে তাঁহার শক্তি, জ্ঞান ও মঙ্গলের বিকাশ দেখিতে দেখিতে অসাধারণ লোকের মধ্যে উহার বিশেষ বিকাশ দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইল, তখন তাহার স্বীয় আত্মাতে তাঁহার শক্তি, জ্ঞান, ন্যায় ও মঙ্গল প্রত্যক্ষ করিবার পথ পরিষ্কৃত হইল। শেষোক্ত সোপানে অধিরূঢ় হইলে পূর্ব্ব২ সোপান বিলুপ্ত হইয়া যায়, তাহা নহে। তখন সর্ব্বত্র একমাত্র সেই অখণ্ড্য সত্য শিব সুন্দর পুরুষের বিকাশ প্রত্যক্ষ করিয়া মনুষ্য কৃতকৃত্য হয়।

বর্ত্তমানকালে যাঁহারা ধর্ম্মের দৈব বিভাগ পরিহার করিয়া একমাত্র মানুষবিভাগকে মনুষ্যের ধর্ম্মবলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাঁহারা ধর্ম্মসম্বন্ধে পশ্চদগামী হইয়া দ্বিতীয়

সোপানের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, অথচ সেই সোপানের মধ্যে যে উজ্জ্বলতর সত্য বিদ্যমান আছে, তাহা ধারণ করিতে সমর্থ হন নাই। প্রথম দ্বিতীয় সোপানের লোকেরা বস্তুতঃ পক্ষে জড় বা মনুষ্যের পূজা করে নাই। তাহারা যদি তন্মধ্যে ঈশ্বরের জ্ঞান শক্তি ও মঙ্গলভাব আবির্ভূত দর্শন না করিত, তাহা হইলে তাহারা কখন তাহাদিগের সম্মুখে আপনাদিগকে অবনত করিত না। প্রাচীনকালে এই সকলকে কখন দেবতা জ্ঞান না করিয়া পূজা করা হয় নাই। হার্ব্বার্ট স্পেন্সার এই জন্য "মানবধর্ম্মকে" নিতান্ত অসার এবং অযৌক্তিক বলিয়াছেন। তাঁহার মতে মনুষ্য সেই অনন্ত শক্তির বিকাশের সামান্য ক্ষুদ্র কণিকা মাত্র, তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এক দিন না এক দিন বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, অথচ তিনি এবং তাঁহাকে লইয়া ধর্ম্ম নিত্যকাল অবস্থিতি করিবে। আমরা হার্ব্বার্ট স্পেন্সারের এই কথার সহিত সম্পূর্ণ হৃদয়ে সায় দেই। ফলতঃ মানবধর্ম্মবাদীরা যাহা আদর্শ করিয়াছেন, তাহা সীমাবিশিষ্ট এবং ক্ষুদ্র; উন্নত ব্যক্তির পক্ষে একান্ত অগ্রাহ্য। কেননা তাঁহাদিগের যুক্তি অনুসারে ভূতকালের মনুষ্যমণ্ডলী হইতে বর্ত্তমান মনুষ্যমণ্ডলী উন্নত এবং বর্ত্তমান মনুষ্যমণ্ডলী হইতে ভবিষ্যৎ মনুষ্যমণ্ডলী আরো উন্নত। বর্ত্তমান মনুষ্যমণ্ডলীর নিকটে ভবিষ্যৎ অজ্ঞাত মনুষ্যমণ্ডলী অগম্য, সুতরাং আদর্শ হইতে পারে না; অথচ ভূত মনুষ্যমণ্ডলীও আদর্শ বলিয়া গৃহীত হইবার অনুপযুক্ত। কেননা যাহারা আমাদিগের হইতে অনুন্নত, তাহারা আমাদিগের আদর্শ কি প্রকারে হইবে? ভূতকালের কোন অসাধারণ লোককে আদর্শ করিলেও বর্ত্তমান কালের অসাধারণ লোকের নিকট তিনি আদর্শ হইতে পারেন না। সুতরাং এই অসাধারণ ব্যক্তি আদর্শ শূন্য হইয়া সাধারণ লোকের পূজনীয় হইলেন, তাঁহার আর কেহ পূজনীয় রহিল না। মানবধর্ম্মাবলম্বিগণ এত দূর অন্ধ নহেন যে, যিনি যতই কেন উন্নত না হউন, তাঁহার মনে আদর্শ তদপেক্ষা উচ্চতর থাকিবেই থাকিবে একথা অস্বীকার করিবেন। এখানেই তাঁহাদিগকে ধর্ম্মের দৈববিভাগের নিকট অগত্যা আবনত্য স্বীকার করিতে হইয়াছে; এবং পাকতঃ মনুষ্যজাতি চিরদিন যাঁহাকে আদর্শ করিয়া আসিয়াছে, তাঁহাকেই তাহাদিগকেও আদর্শ গ্রহণ করিতে হইয়াছে।

আমরা এক্ষণে দেখিতে পাইতেছি আমাদিগের আত্মার সুমহান্ আদর্শ সেই পরমেশ্বরকে কোন প্রকারে আমরা পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না। সংশয়ী নাস্তিককেও আপনাকে উন্নত করিতে হইলে স্পষ্টতঃ না হউক পাকত ঈশ্বর স্বীকার করিতে হয়। আত্মাকে এই অন্তর্নিহিত আদর্শের সম্যক বশবর্ত্তী করিতে না পারিলে নীতির উৎকর্ষ লাভ করা যায় না। মিল নীতির অখণ্ডনীয়তা অস্বীকার করিয়াও এইজন্য স্বসম্প্রদায়ের নেতা বেন্থামের নীতিকে অপূর্ণ বলিয়া গিয়াছেন। নীতির অনুল্লঙ্ঘনীয়তা সাক্ষাৎসম্বন্ধে ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া হইতেছে, অন্যথা উহা সুখ বর্দ্ধনোদ্দেশে অনুসৃত হইলে নিঃসংশয় স্বার্থান্বেষণ দ্বারা বিদলিত হইবে। ফলতঃ ফলাফল বিচার দ্বারা নীতির অনলুঙ্ঘনীয়তা স্থির হওয়া মনুষ্য বুদ্ধির অতীত। কে বলিতে পারে একটী কর্ম্ম যাহা অদ্য অনুষ্ঠিত হইল, আপাত সুখজনক হইলেও দশ বর্ষ, শত বর্ষ, সহস্র বর্ষ পরে উহা কোন্ প্রকার ফল প্রসব করিবে? এই হেতুতে স্পেন্সার ফলাফলবাদের প্রতিবাদ করিয়াছেন। তাঁহার প্রতিবাদে আমরা সম্পূর্ণ সায় দেই। কম্‌ট নীতির অত্যাদর করিতেন, তিনিও ফলাফলবাদ খণ্ডন না করিয়া পারেন নাই। অন্তর্নিহিত আদর্শ আমাদিগের কার্য্যের উচ্চতা নীচতা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যতা, পাপপুণ্যবর্দ্ধকতা প্রদর্শন করে। যদি তৎসন্নিধানে আমরা অবনত মস্তক না হই,

সর্ব্বদা বশম্বদতা স্বীকার না করি, জ্ঞান বিজ্ঞানে পরাকাষ্ঠা লাভ করিলেও আমাদিগের আত্মা উচ্চত্ব গভীরত্ব অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইবে না, কেবলই ঘটনাস্রোতে ইন্দ্রিয়গণের আধিপত্যে অবশভাবে নীয়মান হইবে।

আমাদিগের পরম আদর্শ ঈশ্বরের নিকটে সমস্ত হৃদয় মন প্রাণ ইচ্ছা ও শরীরকে অনুগত করিবার জন্য তাঁহার গুণকীর্ত্তন করি, তাঁহার পূজা করি, তাহার ধ্যান, আরাধনায় নিমগ্ন হই। এই প্রকার আনুগত্যে মনুষ্যত্বের বিরোধী রিপুনিচয় ক্রমে হীন তেজ হইয়া মানুষ ধর্ম্মে আমরা ক্রমে অধিকারী হইতে থাকি। এই রূপ বলাতে মনে হইতে পারে মানুষ বিভাগের উপযোগী হইবার জন্য দৈব বিভাগ। এটী ভ্রম। আমাদিগের আত্মা অনন্তের উন্মুখীন একথা কমট প্রভৃতিকেও স্বীকার করিতে হইয়াছে। অনন্তোন্মুখ আত্মার অচিরস্থায়ী মনুষ্যগুলীর সহিত সম্বন্ধ-নিবন্ধন মুখ্য উদ্দেশ্য কি প্রকারে হইবে? যাহা স্থায়ী তাহার অনুষ্ঠান করিতে করিতে উহা একটী ইহলোক সম্বন্ধে আনুষাঙ্গিক ফলরূপে পরিণত হয়। অনন্ত সত্য, অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত মঙ্গল আত্মার অনুসরণের বিষয়। ঈশ্বর আমাদিগের স্রষ্টা আমর তাঁহার সৃষ্ট, তিনি আমাদিগের পিতা, আমরা তাঁহার পুত্র কন্যা, তিনি আমাদিগের প্রভু, আমরা তাঁহার দাস দাসী, এই রূপ নিত্য সম্বন্ধ মনুষ্যমণ্ডলীর সহিত আমাদিগের সম্বন্ধের মূল। এই মূল পরিত্যাগ করিয়া যাঁহারা মানব বিভাগ সংস্থাপন করিতে যান, তাঁহারা শূন্যে গৃহ নির্ম্মাণ করিতে যত্ন করেন।

আত্মপ্রবঞ্চনার ধর্ম্ম।

যদি ধর্ম্ম পালন করিতে হয় তবে তাহার ষোলো আনাই কর্ত্তব্য, আর যদি তাহা না হয়, ধর্ম্ম কেবল সাংসারিক সুখ সাধন ও বাহ্য সভ্যতার পুষ্টিবর্দ্ধনের একটী উপায় হয়, তাহা হইলে উহাকে ধর্ম্ম নাম দিয়া আত্মবঞ্চনা করা কথন উচিত নহে। একেই তো মনুষ্য প্রবৃত্তির দাস, সংসারের কীট; তাহাতে আবার অবিশ্বাসী, সন্দিগ্ধ চিত্ত, ঈশ্বরের কার্য্যবিধানে উদাসীন; তাহার উপর যদি তাহার ধর্ম্মবিজ্ঞান, সাধন প্রণালী, ব্যবহার শাস্ত্র দোষ দুর্ব্বলতার প্রতিপোষক হইল তবে আর তাহার মুক্তিলাভের আশা কোথায়? বর্ত্তমান সময়ে আত্মপ্রবঞ্চনার ধর্ম্ম জনসমাজে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে। যাহারা অবিশ্বাসের সহিত শিথিল হৃদয়ে ধর্ম্মের জন্য পাপের বিরুদ্ধে কিছু দিন সংগ্রাম করিয়া শেষে পরাভূত হইয়াছে; কিম্বা যাহারা সংসারের প্রতি অত্যাসক্তি বশতঃ পাপজনিত সুখ স্বার্থকে পরিত্যাগ করিতে অক্ষম এবং অনিচ্ছুক, তাহারা যদি তাহাদের অবস্থার অনুযায়ী মনের মত একটী ধর্ম্মশাস্ত্র পায়, তবে কি তাহা আদরের সহিত গ্রহণ করিতে তাহারা বিলম্ব করিবে? দুর্ব্বল অলস সুখপ্রিয় মানব যখন দেখিবে তাহাকে কোন প্রকার ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে না অথচ ধার্ম্মিকের পুরস্কারও সে পাইবে, তখন তাহার সমস্ত ভাবনা চিন্তা বিদূরিত হইল। বিনা পরিশ্রমে মনুষ্য যখন এই রূপে আপনার বাসনানুরূপ ধর্ম্মশাস্ত্র পাইল, তখন তাহার নিকট মুক্তির পূর্ণ ধর্ম্মের আর কোন আকর্ষণ রহিল না, তাহাতে তাহার আকর্ষণ থাকিল না। কেবল তাহা নহে, যদি কেহ তাহাকে এবং তাহার আলম্বিত ধর্ম্মশাস্ত্রকে অতিক্রম করিয়া কোন উচ্চ ধর্ম্মের কথা বলে, তবে সে ব্যক্তিকে অহঙ্কারী দাম্ভিক প্রবঞ্চক বলিয়া সে নিন্দা করিবে। রাজনৈতিক ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া যিনি আপনাকে সুখী মনে করেন তিনি নিতান্ত আত্ম-প্রবঞ্চক। সেই আত্মপ্রবঞ্চকের মনের গতি অতি অদ্ভুত। সে যাহা সাধন করিতে পারে না অন্যকে তাহা সাধন করিতে দেখিলে তাহার অপমানের আর অবধি থাকে না। এই কারণে সে ব্যক্তি বিশ্বাসীর মুখে কোন স্বর্গীয় ধর্ম্মের কথা শুনিলে অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া উঠে। যে যে মতে বিশ্বাস আছে বলিয়া সে স্বীকার করে, সে সকল মতও যদি কেহ প্রত্যক্ষরূপে উপলব্ধি করিয়া নির্ভয়ে প্রচার করিতে উদ্যত হয়, তবে সেই অল্প বিশ্বাসী তাহাকে প্রতারক অহঙ্কারী বলিয়া তিরস্কার করিবে। পূর্ণ ক্ষমা, পূর্ণ প্রেম, পূর্ণ পবিত্রতা,

বিধাতার বিশেষ কৃপা, ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ, নিজের ইচ্ছা বিনাশ করিয়া সম্পূর্ণ রূপে বিধাতার মঙ্গল বিধানে নির্ভর, সর্ব্বাগ্রে স্বর্গরাজ্য অন্বেষণ, আপনার জন্য চিন্তা না করা সঞ্চয় না করা, প্রেম ভক্তিতে এককালে নিমগ্ন হওয়া, "তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক" প্রভৃতি মোক্ষধর্ম্মের উপদেশ সকল রাজনৈতিক ধর্ম্মের নিকট চিরকাল অযৌক্তিক ও বৈজ্ঞানিক বলিয়া ঘৃণিত হইয়া আসিয়াছে এবং এক্ষণেও হইতেছে। কিন্তু যাহারা সমস্ত জীবন দিয়া সাধু হইতে ইচ্ছা করে, তাহাদের নিকট এ সকল কথার গভীর অর্থ আছে। তাহারা নাস্তিকাপবাদ হইতে মুক্ত হইবার জন্য কোন বিশেষ ধর্ম্মে বিশ্বাস স্বীকার করে না, সুতরাং তাহাদের যাহা বিশ্বাস তাহাতে তাহারা লজ্জিত হয় না। মুক্তিপথানুবর্ত্তী সাধকেরা বিশ্বাসের মধ্যে প্রকৃত সারবস্তু দেখিতে পান, অল্পবিশ্বাসীরা তাহা বুঝিতে না পারিয়া নানাবিধ অসার প্রলাপবাক্য প্রয়োগ করে। যত দিন পর্য্যন্ত ভক্তিচক্ষু উন্মীলিত না হয়, তত দিন অজ্ঞান অন্ধকারে সকলকে এইরূপে ভ্রমণ করিতে হয়। অল্প জ্ঞানশিক্ষা যেমন বিপদের কারণ, অল্প ধর্ম্মশিক্ষাও তেমনি মহা দুর্গতির কারণ হইয়া থাকে। অল্পজ্ঞ ব্যক্তিরা প্রকৃত ধর্ম্মকে ছায়া ও কল্পনা মনে করিয়া আপনাদের আয়ত্তীকৃত রাজনৈতিক ধর্ম্মকে সর্ব্বস্ব মনে করে। বিজ্ঞানের আপাতরম্য মনোহরবর্ণে অনুরঞ্জিত করিয়া সেই শূন্যগর্ভ উপধর্ম্মকে লোকের চক্ষের সম্মুখে তাহারা ধারণ করে এবং স্থূলদর্শী হীনমতি ব্যক্তিরা তাহা দেখিয়া চমৎকৃত হয়। কিন্তু তাহা দ্বারা গুরুশিষ্য উভয়েই যে সংসারকূপে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করে, বিশ্বাসীর চক্ষু তাহা দেখিতে পাইয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে থাকে। এরূপ আংশিক ধর্ম্মপালনে জনসমাজের বাহ্য সৌভাগ্য বৃদ্ধি হয় বটে, কিন্তু মুক্তির পথ ইহকালের নিমিত্ত রুদ্ধ হইয়া যায়। আশুমনোরম দেখিয়া এই ধর্ম্মের প্রশংসা অনেকে করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহারা ধর্ম্মরূপী সংসারের বিচিত্র মায়ায় মুগ্ধ হইয়া কেবল আপনাকেই আপনি প্রবঞ্চিত করেন।

অযথাদোষারোপ।

সম্প্রতি "ব্রাহ্মধর্ম্মে খ্রীষ্টীয় অকরণ" শিরোনামে তত্ত্ববোধিনীতে একটী প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। যত দিন যাইতেছে, কলিকাতা সমাজের তত পশ্চাদ্গমন হইতেছে দেখিয়া আমরা দুঃখিত ও অবাক্ হইতেছি। তাঁহারা পূর্ব্বে যাহা বলিতেন, এখন নিজেরাই তাহা খণ্ডন করিতেছেন। পাঠকগণের মনে থাকিতে পারে, ইতঃপূর্ব্বে "কলিকাতা সমাজের পশ্চাদগমন" শীর্ষক প্রস্তাবে পূর্ব্ব উদারতা বিলুপ্ত হইয়া তাঁহারাদিন ২ কেমন সঙ্কীর্ণ হিন্দুধর্ম্মের সীমার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়িতেছেন, আমরা প্রদর্শন করিয়াছি। দিন ২ আরো কত দূর পশ্চাদ্গতি হইতেছে, "ব্রাহ্মধর্ম্মে খৃষ্টীয় অনুকরণ" প্রস্তাব পাঠে পাঠকগণ বিশেষ রূপে দেখিতে পাইবেন। আশ্চর্য্য হিন্দুধর্ম্ম জড় ও আধ্যাত্মিক অদ্বৈতবাদমূলক বিশিষ্টরূপে সপ্রমাণিত হইল, তাহার প্রতিবাদ করিতে তাঁহাদিগের কাহার সামর্থ্য হইল না; অথচ আজও তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্ম বলিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন না। পূর্ব্ব মহর্ষিরা তাঁহাদিগের ধর্ম্ম ভাল বুঝিতেন, কি কলিকাতা সমাজের কয়েকজন কৃতবিদ্য লোক তাঁহাদের অপেক্ষা তাঁহাদের ধর্ম্ম ভাল বুঝেন, এ কথা আমরা ভাল করিয়া শুনিতে চাই। ঋষিরা তাঁহাদিগের ধর্ম্ম ভাল বুঝিতেন, ইহা যদি আমরা প্রতিপন্ন করিতে না পারি, তবে তাঁহারা যাহা বলিতেছেন তৎপ্রতি সমাদর প্রদর্শন করিতে আমরা প্রস্তুত আছি। ব্রাহ্মধর্ম্ম কোন সম্প্রদায় বিশেষের ধর্ম্ম নহে, সমস্ত পৃথিবীর ধর্ম্ম। উহার নিকটে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টীয়ান, যিহুদীয় কোন ধর্ম্মের অগৌরব নাই। এই সকলের মধ্যে যে সমস্ত সত্য সেই সেই ধর্ম্মানুগামী সাধকগণের জীবনে প্রতিফলিত হইয়া শোভা বিস্তার করিয়াছে, তাহা ব্রাহ্মধর্ম্ম আদরের সহিত কেনই বা গ্রহণ করিবেন না? সত্যগ্রহণে কাহার মুখাপেক্ষা নাই। অমুক ধর্ম্মের অমুক সত্য গ্রহণ করিলে এবং সেই সত্য যাঁহাদিগের জীবনে প্রতিফলিত হইয়াছে তাঁহাদিগের প্রতি সম্মাননা প্রদর্শন করিলে দলপুষ্টি হইবে না, এরূপ নীচ ঘৃণ্য গণনার বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিতে আমাদিগের অণুমাত্রও প্রবৃত্তি নাই। আমরা কোন প্রকার অভিসন্ধি রাখিয়া অন্য ধর্ম্মের সত্য গ্রহণ এবং সাধুগণে সম্মাননা প্রদর্শন করি আমাদিগের সহযোগী যেন এরূপ আর কখন মনে না করেন। আমরা খৃষ্টানদিগকে ব্রাহ্মধর্ম্মে আনয়ন করিবার অভিপ্রায়ে তাহাদিগের অনুকরণ করি, এরূপ সংশয় করা আমাদিগের সহযোগীর পক্ষে স্বাভাবিক। কেননা হিন্দুধর্ম্মকে অসত্য পরিচ্ছদে সজ্জিত করিয়াও যদি হিন্দুদিগকে আকর্ষণ করিতে পারা যায় তাহাতে ক্ষতি নাই, কার্য্যতঃ তাঁহারা দিন দিন ইহাই বিলক্ষণ প্রদর্শন করিতেছেন।

আমাদিগের সহযোগী খৃষ্টীয় অনুকরণের প্রথম দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমাদিগের খৃষ্টের প্রতি অযথা ভক্তি উল্লেখ করিয়া-

ছেন। এটী এমনি ভাবে লেখা হইয়াছে যেন আমরা খৃষ্টকে অভ্রান্ত এবং অপাপবিদ্ধ বিশ্বাস করি। খৃষ্টের সহস্র ভ্রান্তি ছিল, অথবা তিনি অমুক সময়ে ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া রাজবিধির বিরুদ্ধে কার্য্য করিয়াছিলেন, বা অমুক২ নগরকে অভিসম্পাত প্রদান করিয়াছিলেন, ইহা প্রতিপন্ন হইলেও "তিনি যে এক জন অসাধারণ লোক ছিলেন" ইহা আমরা বলি এবং সহযোগীকেও উহা স্বীকার করিতে হইয়াছে। খৃষ্ট আপনার জীবন দান করিয়া যে আশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, এবং সেই দৃষ্টান্তে যে "অলৌকিক ধর্ম্মশূরত্ব" তাঁহার অনুগামিগণ মধ্যে প্রতিফলিত হইয়াছে, ইহাতে চির দিনই তিনি আমাদিগের তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত হইয়া অবস্থিতি করিবেন। এ প্রকার "অলৌকিক ধর্ম্মশূরত্ব" আর কোন ধর্ম্মোপদেষ্টার জীবনে প্রতিফলিত হয় নাই বলিয়া যদি তাঁহাকে ধর্ম্মোপদেষ্টাগণের রাজা বলিয়া গ্রহণ করা হয় তাহাতে আর তৎপ্রতি অযথাভক্তি কি প্রদর্শিত হইল? আমাদিগের স্ব স্ব ইচ্ছা ঈশ্বরের ইচ্ছার সম্যক্ অধীন হয়, এইটী ধর্ম্মের চরম লক্ষ্য। যে জীবনে তাহা সমগ্র প্রতিফলিত দর্শন করি, তাহাকে শ্রেষ্ঠত্ব অর্পণ করিতে আমরা কেন কুণ্ঠিত হইব? সত্য বলিলে যদি কাহার দুরভিমানের প্রতি আঘাত পড়ে তজ্জন্য আমরা দায়ী নহি।

দ্বিতীয় অবতারবাদ। এ অপবাদ ঈশ্বর প্রেরিত মহাত্মাগণের বিষয় লইয়া সংস্থাপিত। কলিকাতা সমাজ এ মত চিরদিন মানিয়া আসিয়াছেন, ইহা আমরা পূর্ব্বে আরো কত বার প্রদর্শন করিয়াছি। আমাদিগের আত্মাতে নিহিত ঈশ্বরের ভাব "প্রস্ফুটিত করিয়া দিবার জন্য [ঈশ্বর] মধ্যে২ তেজস্বী পুরুষদিগকে প্রেরণ করিতেছেন" "সকলের মঙ্গলের জন্য তিনি তাঁহার প্রিয় পুত্রদিগকে নানা কষ্টে নিপতিত করেন" "ঈশ্বরের যে সকল মহান্ ও রমণীয় মঙ্গল ভাব আমাদিগের প্রীতিকে আকর্ষণ করে, তাঁহার অনুরক্ত ভক্তদিগেরও তাহার অনুরূপ ভাব" (ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান, প্রথম প্রকরণ ১১ ব্যা ৭২ পৃ) "পরমেশ্বরই স্বয়ং ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক" এই সকল প্রেরিতমহাত্মালোক "ঈশ্বরের প্রতিনিধি হইয়া তাঁহার অখণ্ড মঙ্গলসঙ্কল্প প্রাণপণে সিদ্ধ করেন" (৯ ব্যা ৫৮ পৃ) ধর্ম্ম বিকৃতাবস্থা ধারণ করিলে "ঈশ্বরের অনুশাসনে এই অসাধারণ কালে তাহার উপযোগী ধর্ম্মোৎসাহবিশিষ্ট একান্ত ঈশ্বরপরায়ণ কষ্টসহিষ্ণু ধর্ম্মাত্মা বীরপুরুষ সকলও অবনীমণ্ডলে আবির্ভূত হয়েন" "তাঁহাদিগের মনের প্রকৃতি অন্য লোকের মনের প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র" "তাঁহাদিগেরই শুভসাধন জন্য ঈশ্বরকর্ত্তৃক ভূতকালের ঘটনাসকল বিহিত হইয়াছিল" "পাপী মনুষ্যের পরিত্রাণ জন্য তাঁহারা সর্ব্বদাই কাতর চিত্তে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করেন" "স্বর্গীয় ভাবে তাঁহাদের জিহ্বা অগ্নিময় হয়, তাঁহাদের মুখশ্রী বিদ্যুতের ন্যায় আভা ধারণ করে, বজ্রসম বলের সহিত তাঁহাদের মুখ হইতে সত্য বিনিঃসৃত হয়" "সম্মুখস্থ বন্ধুর ন্যায় তাঁহার [ঈশ্বরের] সহিত সহবাস ও আলাপ করেন" (রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা ২ ভাগ ৫৮-৬১ পৃ) এ সকল কথা তাঁহারা অনেক দিন পূর্ব্বে বলিয়াছেন। এমন কি এত দূর বলিতেও শঙ্কিত হন নাই যে, "বিবেচনা করিলে প্রতীত হইবে যে পূর্ব্ববর্ণিত ধর্ম্মের বিকৃতাবস্থার লক্ষণ সকল আমাদিগের জন্মভূমি ভারতবর্ষে দৃষ্ট হইতেছে এবং ধর্ম্মপরিবর্ত্তন জন্য লোকের একটি প্রবল ইচ্ছাও জন্মিয়াছে এবং এই অসাধারণ কালানুযায়ী কষ্টসহিষ্ণু লোকসকলও আমাদিগের মধ্যে উদিত হইতেছেন"। এই কথার সঙ্গে যদি, "প্রীতি দ্বারা ধর্ম্ম প্রচার করিবার ভার আমার প্রতি অর্পণ করিয়াছ" "এই অকিঞ্চন দ্বারা প্রথমে ব্রাহ্মধর্ম্মে প্রীতিভাবের বিশিষ্টরূপ সঞ্চার কিয়ৎপরিমাণেও সম্পাদিত হয়, অকিঞ্চন যেন চিরকাল সেই মধুর কার্য্যে নিযুক্ত থাকে" (ব ২ ভা ১৩ পৃ), এই সকল কথা যোগ করা যায়, তবে কলিকাতা সমাজের এক জন গণ্য মান্য মধ্যে গণ্য রাজনারায়ণ বাবু আপনাকে কোন চক্ষে দেখেন পাঠকবর্গ অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন। যাউক, ঈশ্বর "নজায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ নায়ং কুতশ্চিৎ ন বভূব কশ্চিৎ" এ কথা আমাদিগের লেখায় স্পষ্ট উল্লিখিত আছে, তবে এ কথা লইয়া বৃথা আন্দোলনে প্রয়োজন কি? সর্ব্বত্র তাঁহার আবির্ভাব এবং মহাত্মাগণে তাঁহার বিশেষ আবির্ভাব আমরা স্বীকার করি তাঁহারাও স্বীকার করেন, ইহাতে আর বিবাদের বিষয় কি আছে? "তোমার প্রীতি হইয়া শতধা বিরাজয়ে সতীর প্রেমে জননীহৃদয়ে করে বসতি,, "সেই অমৃতের প্রিয় আবাসস্থল পুণ্যাত্মার যে হৃদয় তাহা কেমন শীতল ও পবিত্র। তাহাতে তাঁহার আবির্ভাব কেমন সুস্পষ্ট। এমন আর কোথাও নাই; আকাশে নাই, পৃথিবীতে নাই, সমুদ্রে নাই। ব্রহ্মপরায়ন পুণ্যাত্মা মনুষ্যদিগের মুখশ্রীতেই তিনি আনন্দরূপে অমৃতরূপে প্রকাশ পাইতে থাকেন" (ব্যাখ্যা ২ পৃ ১০)। এসকল কবিত্ব না ইহার মধ্যে প্রগাঢ় সত্য আছে? ঈশ্বর যদি স্বয়ং "ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক" হইলেন, তবে তাঁহার "প্রতিনিধি" হইয়া যিনি কার্য্য করেন, তিনি কি উহা নিজের প্রতিভা বা "আত্মপ্রভাবের" ফল বলিয়া জগতের নিকটে প্রচার করিতে পারেন? যিনি এরূপ করিতে পারেন, তাঁহার তুল্য ঘোর বঞ্চক ও মিথ্যাবাদী জগতে আর কেহ হইতে পারে না।

পৌত্তলিকতা যে সকল সময়েই পাপ আমাদিগের সহযোগীর ইহা জানা নিতান্ত প্রয়োজন। আদিমাবস্থায় মনুষ্য যখন জড় বস্তুর মধ্যে ঈশ্বরের আবির্ভাব দর্শন করিয়া তৎসমীপে মস্তক অবনত করিত, তখন তাহারা পৌত্তলিক ছিল না; তাহাতে তাহাদের পাপ হইয়াছে কে বলিবে? জড় তাহাদের সম্মুখে থাকিত বটে, কিন্তু তাহাদের উহাতে জড় বুদ্ধি ছিল না সুতরাং আত্মা

তাহাদের জড়ের অতীত ঈশ্বরে বিচরণ করিত। জ্ঞানের অল্পতানিবন্ধন তাহারা উদ্দীপন আলম্বনে প্রভেদ করিতে পারে নাই বলিয়া মূল বিষয়ে কোন দোষ আইসে নাই। কিন্তু যে কালে লোকেরা জড়ের জড়ত্ব, এবং ঈশ্বর হইতে উহার একান্ত প্রভেদ বুঝিয়াও লোকভয়ে বা দুরভিসন্ধিতে কপট হইয়া জড় পুত্তলিকার অনুসরণ করে, তাহারা পৌত্তলিক। এই পৌত্তলিকতা ঘোর পাপ, এবং সেই পাপের বিরোধে সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র চালনা করিতে আমরা কোন দিন কুণ্ঠিত হই নাই, কুণ্ঠিত হইব না। "তিনি পুত্তলিকার উপাসনা দ্বারা আপনার প্রিয়তম ঈশ্বরকে কতক্ষণ অবমাননা করিতে পারেন?" (ব্রা-ব-ব-২ ভা, ৬৫ পৃ) মহল্লোক সম্বন্ধে ইহা যেমন সত্য, সাধারণ লোক সম্বন্ধেও তেমনি।

আদেশ "দৈববাণী" "প্রত্যাদেশ" "বিধান" "স্বর্গস্থ পিতা" "পুনর্জন্ম" (Regeneration) এই সকল বিষয়কে আমাদিগের বিরোধে তীক্ষ্ণ অস্ত্র করিবার জন্য আমাদিগের সহযোগী মিথ্যার আশ্রয় লইয়াছেন, ইহা অনল্প দুঃখের বিষয় নহে। হিন্দুধর্ম্মে ধর্ম্মোপদেষ্টারা ঈশ্বর কর্ত্তৃক উত্তেজিত হইয়া ধর্ম্মোপদেশ করিতেন না কিন্তু স্বয়ং ঈশ্বর হইয়া উপদেশ করিতেন, একথা আমাদিগের সহযোগীকে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। এই বিষয়ের মীমাংসার জন্য বেদান্ত সূত্রকারকে একটী সূত্র পর্য্যন্ত লিখিতে হইয়াছে। "শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তূপদেশোবামদেববৎ।" বৃহদারণ্যকে ইন্দ্র আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন, তাহা শাস্ত্রানুসারেই হইয়াছে। কেননা বামদেবও "অহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চেতি" আমি মনু ও সূর্য্য হইয়াছিলাম এই রূপ ব্রহ্ম দৃষ্টিতে উপদেশ করিয়াছেন। পুরাণে সকল আচার্য্যই স্বয়ং ঈশ্বর হইয়া উপদেশ করিয়াছেন, ইহা দেখিয়া সহযোগী ভয় পাইয়া জ্ঞান কাণ্ডের দোহাই দিয়াছেন। বৃহদারণ্যক প্রভৃতি কি জ্ঞানপ্রধান শ্রুতি নয়? বেদে "ধিয়ো যোনঃ প্রচোদয়াৎ" ইহা যেরূপ আছে "চোদায়িত্রী সূনৃতানাং চেতন্তী [অনুষ্ঠেয়ং জ্ঞাপয়ন্তী] সুমতীনাং" ইহাও আছে। "কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ" "শাস্তা জনানাং সর্ব্বাত্মা" "শাস্তা বিষ্ণুরশেষস্য জগতাং যো হৃদি স্থিতঃ। তমৃতে পরমাত্মানং জন্তুঃ কঃ কেন শাস্যতে॥" এ সকল কি হিন্দুধর্ম্মের জ্ঞান কাণ্ডের কথা নহে।

উপরে ঈশ্বর প্রেরিত মহাত্মাগণের সম্বন্ধে কলিকাতা সমাজের যে মত উদ্ধৃত করা গিয়াছে তাহাতেই তাঁহারা "বিধান" মানেন কি না বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইবে, আর বিশেষ বলিবার অপেক্ষা করে না। পূর্ব্বে যে সকল মাঘোৎসব হইত তাহার বক্তৃতা গুলি যদি কেহ পাঠ করেন, দেখিতে পাইবেন "মাঘোৎসব" যেন "মহাপুরুষ" রামমোহন রায়ের গুণকীর্ত্তন জন্যই অনুষ্ঠিত হইত। ঈশ্বর তাঁহাকে এ দেশের অজ্ঞানান্ধকার নিরসন করিবার জন্য "অবতীর্ণ" করিয়াছিলেন, মাঘোৎসব প্রবন্ধে ইহা ভূয়োভূয় উল্লিখিত আছে। "দেশ বিশেষ পাপ ভারে প্রপীড়িত হইলে যখন তাহার রাজ্যপ্রণালী একেবারে বিশৃঙ্খল হইয়া যায়" "তখন জগদীশ্বর যেমন প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন প্রবলপ্রতাপ অতুল তেজস্বী বীর পুরুষবিশেষকে প্রেরণ করিয়া সেই সমস্ত উপদ্রব নিবারণ করেন এবং নূতন শৃঙ্খলা ও সুনিয়ম সংস্থাপন করিবার উপায় করিয়া দেন" সেই রূপ অজ্ঞানান্ধতা, কুসংস্কার, মোহে দেশ যখন আচ্ছন্ন হয় "তখন ঈশ্বরেচ্ছায় কোন অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন ধীর প্রকৃতি ধর্ম্মপরায়ণ মহাপুরুষ সূর্য্যের ন্যায় উদয় হইয়া অজ্ঞানান্ধকার বিমোচন করেন এবং প্রাণপণে সত্য ধর্ম্ম প্রচার করিতে থাকেন" (মাঘোৎসব, ১৫২-৫৩ পৃষ্ঠা) এ কথাতে যুদ্ধবীর ধর্ম্মবীর এবং তাঁহাদিগকে লইয়া বিশেষ বিধান স্পষ্ট স্বীকৃত হইয়াছে। মহাত্মা রামমোহন রায় যে সেই রূপ এক জন স্পষ্ট বলা হইয়াছে। তবে আর এখন এ সকল কথা লইয়া ধৃষ্টতা কেন? বিধান বৎসর২ পরিবর্ত্তন হয়, ইহা কেহ বলে না। মনুষ্যজাতির উন্নতির সঙ্গে২ নূতন বিধান উপস্থিত হয় ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। "তিনি [ঈশ্বর] কহিতেছেন, আমাকে আত্মা ও মন সমর্পণ কর, আমাকে ভক্তি কর, আমাকে অর্চ্চনা কর, আমাকে নমস্কার কর" "তিনি এখনি আমারদের প্রীতি ভক্তি সকল প্রস্ফুটিত করিতেছেন। তিনি আমাদের মনে পবিত্র চিন্তা সকল উদ্দীপন করিতেছেন: মঙ্গল ভাব প্রেরণ করিতেছেন" (ব্যা, ৭, পৃ, ১১০-১১) "যাঁর মুখ হইতে যে অমৃতবাক্য নিঃস্যন্দিত হইতেছে, তাহা তিনিই প্রেরণ করিতেছেন। পূজার জন্য যিনি যাহা সংগ্রহ করিয়া পবিত্র স্বরূপকে উপহার দিতে ইচ্ছা করিতেছেন, তিনিই তাহা দান করিতেছেন" (মাঘোৎসব ১৮৪ পৃ), এ সকল কথায় বিশ্বাস করিয়াও যাঁহারা আদেশ বিধানাদি বিষয়ে বিরোধী হইয়া দাঁড়াইতে পারেন, তাঁহারা পূর্ব্ব পথ হইতে ভ্রষ্ট হন নাই কি প্রকারে বলা যাইবে?

"মঙ্গলরাজ্য" "প্রেমরাজ্য" "স্বর্গরাজ্য" এ সকল একই বিষয়ের ভিন্ন২ নাম মাত্র। কিন্তু "স্বর্গ" শব্দটী ঐ ভাব আরো স্পষ্ট অভিব্যক্ত করে। একমাত্র ঈশ্বরে সুখলাভ "স্বর্গ" শব্দের অভিধেয়। "আমাদের ঈশ্বর আমাদের সমীপে জাজ্জ্বল্যতর প্রকাশমান থাকিবেন। আমরা তাঁহার মহিমাকেই মহীয়ান্ করিব, তাঁহার উপাসনাতেই জীবন যাপন করিব" ইত্যাদি হইতে "ইহাই স্বর্গ ইহাই মুক্তি" (মত ও বিশ্বাস ৯৭-৯৮ পৃ) পর্য্যন্ত যাহা বলা হইয়াছে, অনেকে মিলিত হইয়া যখন সেইটী ভোগ করা যায়, তখন তাহাকেই স্বর্গরাজ্য বলে। এক দিন এই স্বর্গরাজ্য পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে ইহাতে

যদি সহযোগীর বিশ্বাস না থাকে, তবে আর যত্ন উদ্যমে প্রয়োজন কি, বৃথা জল্পনায় জীবনক্ষয় বিড়ম্বনা মাত্র। যাহাকে স্বর্গ বলা হয় সে স্থলে ঈশ্বরের আবির্ভাব স্পষ্ট উপলক্ষিত হয়, এ জন্য "স্বর্গস্থ পিতা" বলাতেও আমরা কোন ক্ষতি দেখি না। শব্দের ভাবব্যঞ্জনে শক্তি দেখিয়া তাহার ব্যবহার, যে ভেদের জ্বালায় দেশ অস্থির আবার শব্দের মধ্যেও সেই ব্রাহ্মণ ম্লেচ্ছ ভেদ আনিবার প্রয়োজন কি?

"পুনর্জ্জন্ম" (দ্বিজত্ব লাভ) সম্বন্ধে সহযোগী বলিয়াছেন "আমাদিগের শাস্ত্রে দ্বিজ শব্দ আছে, কিন্তু তাহা উপনয়ন সংস্কার দ্বারা পুনর্জন্ম বুঝায়।" আমরা বলি তাহাতে আরও কিছু বুঝায়।

"ন যোনির্নাপি সংস্কারো ন শ্রুতং ন চ সন্ততিঃ।
কারণানি দ্বিজত্বস্য বৃত্তমেব তু কারণং॥
সর্ব্বোঽয়ং ব্রাহ্মণো লোকে বৃত্তেন চ বিধীয়তে।
বৃত্তে স্থিতস্তু শূদ্রোঽপি ব্রাহ্মণত্বং নিযচ্ছতি॥
ব্রহ্মস্বভাবঃ কল্যাণি সমঃ সর্ব্বত্র মে মতিঃ।
নির্গুণং নির্ম্মলং ব্রহ্ম যত্র তিষ্ঠতি স দ্বিজঃ॥"

মহা ভারতের আনুশাসনিক পর্ব্বের এ সকল কথা পাঠ করিয়াও কি সহযোগী বলিবেন শাস্ত্রে দ্বিজ সম্বন্ধে আর কিছু বুঝায় না। দ্বিজত্ব লাভ (Regeneration) শব্দ দ্বারা আমরা যাহা বুঝাইতে চাই, এখানে কি তাহাই স্পষ্ট উল্লিখিত হয় নাই? উহা পুরাণের কথা বলিয়া উপেক্ষা করিলে চলিবে না। "বিপাপো বিরজোঽ বিচিকিৎসো ব্রাহ্মণো ভবতি" ইত্যাদি শ্রুতিও ঐ কথা বলিতেছে। "শুদ্ধসত্ত্ব" "ভাগবত তনু প্রাপ্তি," যোগ দ্বারা "কর্ম্মক্ষয়" পরিহার, "কেবলীত্ব" এ সকল "দ্বিজত্ব লাভের" নামান্তর মাত্র। শাস্ত্রে এ সকল কথার ভূয়োভূয় উল্লেখ থাকিতেও শাস্ত্রে "দ্বিজত্ব" উপনয়ন সংস্কার ভিন্ন অন্য অর্থে ব্যবহৃত হয় না, এ কথা উল্লেখ করার সাহসকে ধন্যবাদ দিতে হয়। একটু মিথ্যা মিশ্রিত না করিলে অত্যুক্তর হয় না, তাই কি ঈদৃশ গুরুতর স্পষ্ট মিথ্যা অনুসৃত হইয়াছে?

ঈশ্বর তিন, ইহা যাঁহারা বলেন তাঁহারা কখন ব্রাহ্ম হইতে পারেন না। সাধকের সাধনের সোপানানুসারে, প্রথমতঃ জগতের অভ্যন্তরে, তৎপরে বিশেষ বিশেষ মনুষ্যে, তৎপরে স্বীয় আত্মাতে ঈশ্বরের আবির্ভাব অনুভব করেন। এই ত্রিবিধ প্রকারে ঈশ্বরানুভব করাকে যদি ত্রিত্ববাদ বলা হয়, তবে আমাদিগকে হার মানিতে হইতেছে। যাহার একটু জ্ঞান আছে, সে আর কখন এরূপ বলিবে না। কলিকাতা সমাজের একটী সুমহান্ দোষ হইয়াছে যে কোন প্রকারে বৃথা দোষারোপ করিয়া আমাদিগকে সাধারণ সমীপে অপদস্থ করিবেন। এ কেবল কণ্টকে মুক্তাঘাত। তাঁহারা "খৃষ্টীয় অনুকরণই" লিখুন আর "ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ ও আমাদিগের বর্ত্তমান আধ্যাত্মিক অভাবই" লিখুন আমরা প্রতিপদে দেখাইয়া দিতে পারি, যাহা তাঁহারা নিজে পূর্ব্বে বলিয়াছেন, স্বয়ং তাহারই খণ্ডন করিতেছেন, কিছুই বেশি বলিতেছেন না। আপনি ভ্রষ্ট হইয়া অন্যের উপরে বৃথা দোষারোপ করিয়া তাহা আচ্ছাদন করিবার যত্ন উপহাসাস্পদ এবং শোকোদ্দীপক।

অবধূতের আখ্যায়িকা।

(ভাগবত হইতে অনুবাদিত)

যদু নামা অমিততেজা ধর্ম্মবিৎ নরপতি এক জন তরুণবয়স্ক, অবধূতবেশধারী, অকুতোভয়, সুপণ্ডিত পরিব্রাজক ব্রাহ্মণ সন্তানকে অবলোকন করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "হে ব্রহ্মন্! আপনি এই বিমল বুদ্ধি কোথায় লাভ করিলেন, যে বুদ্ধি লাভ করিয়া আপনি ইহলোকে বিদ্বান্ হইয়াও বালকের ন্যায় বিচরণ করিতেছেন? প্রায় মানবগণ ধর্ম্মার্থকামলাভে ব্যগ্র হইয়া যাহাতে আয়, যশ, সম্পৎ লাভ হয় তাহারই আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে, কিন্তু আপনি সুন্দর পণ্ডিত এবং সক্ষম হইয়াও নিরভিলাষী এবং মিতভাষী। আপনার কর্ত্তৃত্বাভিমান নাই এবং জড়ের ন্যায় পিশাচের ন্যায় আপনি নিশ্চেষ্ট। কামলোভরূপ দাবাগ্নিতে লোকেরা দগ্ধ হইতেছে, আপনি গঙ্গাজলস্থ দ্বীপের ন্যায় সেই অগ্নিযোগে পরিতপ্ত হইতেছেন না। হে ব্রহ্মন্! আপনি ইন্দ্রিয়বিকারশূন্য আত্মভাবাপন্ন। জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি আপনাতে আনন্দলাভের কারণ আমাদিগকে বলুন।" ব্রাহ্মণ বলিলেন "হে রাজন্! আমার গুরু অনেক। আমি স্বয়ং বুদ্ধিবলে তাহাদিগকে আশ্রয় করিয়াছি। যাহাদিগের নিকট হইতে জ্ঞান লাভ করতঃ ইহলোকে মুক্ত হইয়া বিচরণ করিতেছি, তাহাদিগের নাম শ্রবণ করুন। পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল, অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য্য, কপোত, অজগর, সমুদ্র, পতঙ্গ, মধুকর, হস্তী, মধ্বপহারী, হরিণ, মৎস্য, পিঙ্গলা, কুরর পক্ষী, শিশু, কুমারী, শরনির্ম্মাতা, সর্প, ঊর্ণনাভি, পেশকার কীট। হে রাজন্! আমি এই চতুর্ব্বিংশতি গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি এবং ইহাদিগের শিক্ষার অনুবর্ত্তন করিয়া ইহ লোকে আত্মসম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করিয়াছি।

হে নহুষাত্মজ হে পুরুষ ব্যাঘ্র! যাঁহার নিকটে যাহা শিক্ষা লাভ করিলাম আপনাকে বলিতেছি শ্রবণ করুন। আমি পৃথিবীর নিকটে এই ব্রত শিক্ষা করিলাম যে, দৈববশের অনুসরণ করিয়া ভূতগণ আক্রমণ করিলেও ধীর বিদ্বান্ ব্যক্তি স্বপথ হইতে বিচলিত হইবেন না। সাধু ব্যক্তি শিষ্য হইয়া পৃথিবীসম্ভূত পর্ব্বত ও বৃক্ষ হইতে পরার্থতা অর্থাৎ পরকে আপনা হইতে অভিন্নভাবে দর্শন

করিতে শিক্ষা করিবেন। সর্ব্বদা তাঁহার সমুদায় যত্ন চেষ্টা পরের জন্য হইবে এবং যাহা কিছু তাঁহা হইতে হয়, সকলই পরার্থে হইবে।

জ্ঞান বিনষ্ট না হয়, বাক্য ও মন চঞ্চল না হয়, এই রূপে প্রাণবৃত্তি অনুসরণ করতঃ প্রাণ রক্ষণোপযোগী আহারে পরিতুষ্ট হইবে, ইন্দ্রিয়প্রিয় পদার্থে নহে। যোগী ব্যক্তি নানাগুণবিশিষ্ট ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে আবিষ্ট হইয়াও তাহার গুণ ও দোষ নির্লিপ্ত থাকিয়া বায়ুর ন্যায় তাহাতে আবদ্ধ হইবেন না। আত্মদর্শী যোগী এই পার্থিব দেহে প্রবিষ্ট থাকিয়া তাহার গুণ আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন, অথচ বায়ু যেমন গন্ধ সহ একীভূত নহে, তেমনি তিনিও গুণ সহ একীভূত নহেন।

স্থাবর জঙ্গম সমুদায় পদার্থেই আকাশ অবস্থিতি করিতেছে, ব্যাপ্তি দ্বারা উহার কোন পরিচ্ছেদ করা যায় না, উহা কিছুরই সঙ্গে লিপ্ত নহে। ব্রহ্ম সকলের পরমাত্মরূপে অন্বিত হইয়া রহিয়াছেন। এই অন্বয়ের অনুসরণ করিয়া মুনি সর্ব্বগত আত্মাকে আকাশের ন্যায় চিন্তা করিবেন। ক্ষিত্যপ্তেজোময় পদার্থ এবং বায়ু দ্বারা পরিচালিত মেঘাদি কর্ত্তৃক আকাশসংস্পৃষ্ট হয় না, সেইরূপ গুণকর্ত্তৃক কালসংসৃষ্ট পুরুষ সংস্পৃষ্ট হন না।

হে নৃপ! জল এবং মুনি মিত্রভাবাপন্ন, ইহাঁরা স্বভাবতঃ স্বচ্ছ, স্নিগ্ধ, মাধুর্য্যগুণযুক্ত, তীর্থ ভূত, দর্শন, স্পর্শ, কীর্ত্তনেই পবিত্র করেন।

মুনি অগ্নির ন্যায় তেজস্বী, তপশ্চরণ দ্বারা দীপ্ত, দুর্দ্ধর্ষ, উদর ভিন্ন অন্য সঞ্চয়াধার বিবর্জ্জিত, সর্ব্বভক্ষ অথচ যোগযুক্ত এবং মলভাগ গ্রহণ করেন না। অগ্নি কোথায়ও প্রচ্ছন্ন, কোথায়ও স্পষ্ট অবস্থিতি করে, দাতা যাহা দেয় তাহা দহনান্তর সমুদায় অশুভ বিনষ্ট করে। আহার ও ব্যবহারে মুনিও এই রূপ করিয়া থাকেন। যাহারা মঙ্গল চায়, তাহাদিগের পক্ষে অগ্নি এবং মুনি উভয়ই অনুসরণীয়। সর্ব্বগত পরমাত্মা স্বীয় শক্তিযোগে সদসদাত্মক এই সমুদায় সৃষ্টি করিয়া কাষ্ঠে অগ্নির ন্যায় তত্তৎস্বরূপে প্রবিষ্ট হইয়া বিরাজ করিতেছেন।

চন্দ্রের ষোড়শ কলা যদ্রূপ নক্ষত্রভেদে উদয়াস্ত হয়, কখন বিনষ্ট হয় না, সেই রূপ এই দেহেরই জন্মাদি ষড়্বিকার হইয়া থাকে, আত্মার হয় না। প্রবাহবৎ বেগবান্ কালে ভূতগণের নিত্য উৎপত্তি বিনাশ হইতেছে। অগ্নিশিখার যদ্রূপ হ্রাস বৃদ্ধি হয়, অথচ স্বয়ং অগ্নি অবিকৃত থাকে, আত্মারও সেইরূপ জন্ম মৃত্যু নাই।

সূর্য্য যেমন কিরণ দ্বারা জল গ্রহণ করিয়া পুনরায় পৃথিবীকেই অর্পণ করেন, তেমনি যোগী ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা বিষয়সকল গ্রহণ করেন, উপযুক্ত সময়ে সমুদায় ত্যাগ করেন, সঞ্চয় ও দানে কিছুমাত্র অভিমান রাখেন না। লোকেরা আত্মাকে নিজ২ দেহাদিভেদে ব্যক্তিগত ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া মনে করে এবং সূর্য্যের প্রতিবিম্বের ন্যায় বহু করে।

(ক্রমশ.)

নামঘোষ হইতে উদ্ধৃত উদ্ধৃত শ্লোক।

"তদ্দিনং দুর্দ্দিনং মন্যে মেঘাচ্ছন্নং ন দুর্দ্দিনং।
যদ্দিনং হরিসংলাপকথাপীযুষবর্জ্জিতং॥"

যে দিন হরিনামামৃত বর্জ্জিত, সেই দিনই দুর্দ্দিন, মেঘাচ্ছন্ন দিন দুর্দ্দিন নয়।

"স স্নাতঃ সর্ব্বতীর্থেষু সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
সর্ব্বদানফলং প্রাপ্তো যস্তু সঙ্কীর্ত্তয়েদ্ধরিং॥"

যে হরি সঙ্কীর্ত্তন করে, সে সর্ব্ব তীর্থস্নান এবং সর্ব্ব যজ্ঞ ও সকল প্রকার দানের ফল প্রাপ্ত হয়।

"হে জিহ্বে রসসারজ্ঞে, সর্ব্বদা মধুরপ্রিয়ে।
নারায়ণাখ্যমমৃতংপিব জিহ্বে নিরন্তরং॥"

হে সদা মধুর প্রিয়ে রসসারজ্ঞে জিহ্বে! হরিনামরূপ অমৃত সর্ব্বদা পান কর।

"য এতং পুরুষং সাক্ষাৎ, আত্মপ্রভবমীশ্বরং।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি, স্থানভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ॥"

যাহারা স্বয়ম্ভু এই প্রত্যক্ষ ঈশ্বরকে ভজনা করে না অবমাননা করে, তাহারা স্থানভ্রষ্ট হইয়া অধোনিপতিত হয়।

"ভোগৈশ্বর্য্যমদোন্মত্ত স্তত্ত্বজ্ঞানপরাঙ্মুখঃ।
সংসারাখ্যে মহাপঙ্কে জীর্ণগৌরিব মজ্জতি॥"

ঐশ্বর্য্য ভোগে মত্ত তত্ত্বজ্ঞানবিমুখ ব্যক্তি জীর্ণ বৃষভের ন্যায় সংসার নামক ঘোর কর্দ্দমে নিমগ্ন হয়।

"অপহায় হরের্নাম ঘোরসংসারভেষজং।
আত্মনোলভতে মুক্তিং কেনোপায়েন পণ্ডিতঃ॥"

ঘোর সংসারের ঔষধ স্বরূপ হরিনাম পরিত্যাগ করিয়া পণ্ডিত ব্যক্তি অন্য কোন্ উপায়ে স্বীয় মুক্তি লাভ করিতে পারেন?

"হে জিহ্বে ময়ি নিঃস্নেহে, হরিং কিং ত্বং ন ভাষসে।
হরীতি বদ কল্যাণি! সংসারার্ণবনৌর্হরিঃ॥"

হে স্নেহশূন্য জিহ্বে! কেন হরি বলিতেছ না? কল্যাণি! হরি এই কথা বল, সংসার সমুদ্রের তরণি হরি।

"যত্র সঙ্কীর্ত্তনেনৈব, সর্ব্বস্বার্থোহি লভ্যতে।
ন হ্যতঃ পরমোলাভো দেহিনাং ভ্রাম্যতা মিহ॥"

যে স্থলে সঙ্কীর্ত্তনে সর্ব্ব কামনা সিদ্ধ হয়, ইহ সংসারে ভ্রমণশীল মনুষ্যদিগের পক্ষে তাহা অপেক্ষা পরম লাভ কিছুই নাই।

"অপরাধসহস্রাণি ক্রিয়ন্তেহহর্নিশং ময়া।
দাসোহয় মিতি মাংমত্বা ক্ষমস্ব পরমেশ্বর॥"

আমি অহর্নিশি সহস্র অপরাধ করিতেছি, হে ঈশ্বর! আমাকে দাস জানিয়া ক্ষমা কর।

"একঃ সদেবো ভয়দুঃখহন্তা,
পরঃ পরেষাং ন ততো হস্তি চান্যঃ।
স্রষ্টা সপাতা স তু চান্তকর্ত্তা
বিষ্ণুঃ সমস্তাখিলসারভূতঃ॥"

সেই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের সারভূত এক দেব বিষ্ণু ভয়দুঃখ-হারী শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠ তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অন্য কিছুই নয়। তিনিই স্রষ্ঠা পাতা এবং সংহার কর্ত্তা।

নামঘোষার অধিকাংশ বচন আসামী ভাষায় রচিত তাহা আর উদ্ধৃত করা গেল না। ভট্টিমা নামক পুস্তক হইতে গুরু শঙ্কর দেবের বর্ণনাংশটী উদ্ধৃত করা গেল।

ব্রজবুলি।

"জয় গুরু শঙ্কর, সর্ব্ব গুণাকর, যা করো নাহি উপমা, তেহ্মারি চরণক রেণু শত কোটি বারেক করোঁ প্রণাম। দর-শিত সুন্দর, গৌর কলেবর, যৌবন সুপরকাশ। সকল সভাসদ রঞ্জন, যা করি দরশন, পাপেরি বিনাশ। বিনি অঙ্গভূষণ, পেখি সুশোভন, গহন গম্ভীর ধীরমতি। আয়ত কমল, নয়ন বড় সুন্দর, বয়ন চাঁদকহো জ্যোতি। লীলা গজ-গতি গমন বিলোকন, বাণী মেঘ গম্ভীর। পাষণ্ড মর্দ্দন, কলিকালে যাকো সম নাহি ধীর।"

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

রবিবার ৩রা জ্যৈষ্ঠ ১৭৯৭ শক।

ধর্ম্মরাজ্যে যোগ আছে এবং মহাযোগ আছে। যোগ হইতে উন্নত মহাযোগ। অদ্য যোগ এবং মহাযোগের বিষয় বলিতে প্রবৃত্ত হইব। যোগ সুধাসমুদ্র, মহাযোগ সুধার মহা সমুদ্র। যোগ এবং মহাযোগ ভিন্ন বিষয় নয়, এ দুয়ের মিলন আছে। যোগ হইতে মহাযোগ উপস্থিত হয়। ঈশ্বরের সঙ্গে জীবনের যোগে কত আনন্দ। যদি উচ্চ যোগ কল্পনা করা যায়, তাহা হইতে উচ্চতর যোগ আছে, সাধক অনুভব করিতে পাইবেন এবং বুঝিতে পারিবেন "ধর্ম্মরাজ্যে যোগ আছে এবং মহাযোগ আছে।" ব্রহ্মদর্শনে সাধক হৃদয়ে কি উপলব্ধি করেন? সেই অনন্ত ঈশ্বর কোথায়, আর নিতান্ত ক্ষুদ্র আমি মনুষ্য কোথায়? অথচ এ দুয়ের মধ্যে যোগ। সে যোগ কেমন পবিত্র কেমন উচ্চ। এই অদ্ভুত যোগ পরিশেষে কিসে পরিণত হয়? ব্রহ্ম দৃষ্টি মনুষ্য দৃষ্টি এ উভয়ের যোগে। যোগের অবস্থা উন্নত অবস্থা। ইহার পূর্ব্বে ভক্তিপূর্ণ নয়নে দেবালয় দর্শন হয়, দেবতা বহু দূরে থাকেন। আকাশ, ভূমি, পর্ব্বত, কানন, সাগর, মহাসাগর, নদ, নদী, জীব, জন্তু এবং পবিত্র উন্নত সাধু ঐ সকল দর্শনে দেবালয় দর্শন হয়। ক্রমে ক্রমে সেই দেবালয়ে দেবতার আবির্ভাব অনুভূত হইতে থাকে। দেবালয়ে পরম দেবতার আবির্ভাব দর্শন করিতে করিতে যখন অন্তরে তাঁহার আবির্ভাব অনুভূত হয়, তখন সাধকের মনস্কামনা পূর্ণ হয়। বিষয় লোভ বিষয় পাইয়া যেমন পরিতৃপ্ত হয় না, দর্শনে তেমনি দর্শন-লোভ বৃদ্ধি পায়, যত দেখে আরো দেখিতে চায়। সাধক ঈশ্বরের দিকে নয়ন স্থির করেন, ঠিক সেই স্থানে তাঁহার নয়ন স্থির হয়, যেখানে ঈশ্বরের নয়ন বিদ্যমান। সেই স্থান অব্যবহিত এবং সেই স্থানে মঙ্গল চক্ষু স্থির রহিয়াছে। চন্দ্রের পানে তাকাইয়া থাকিতে থাকিতে সমুদায় সুখ-স্রোত নয়নের ভিতরে প্রবেশ করে, নয়ন মধ্যে চন্দ্রের জ্যোৎস্না আইসে। চন্দ্র চক্ষুর ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়াছেন পরীক্ষা দ্বারা জানিতে পারা যায়। সুধার সাগর আপনি সুধা দর্শকের চক্ষে ঢালিয়া দিতেছেন। চক্ষু দেখিয়া সাধকের নয়ন মত্ত হইল, হৃদয় তাহার অংশী হইল। চক্ষের সঙ্গে চক্ষুর মিলনে চক্ষুর কেমন শোভা হইল, হৃদয়ের আনন্দ বর্দ্ধিত হইল। সুখসমুদ্রের সঙ্গে ক্ষুদ্র সুখ চক্ষুর মিলন হওয়াতে প্রাণযোগ হইল। সেই সুধাস্রোত আমা-দের চক্ষের ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া এত সুধা লাভ হয় যে, উহা গ্রহণে আমাদের সামর্থ্য নাই। স্থান অল্প, পাত্র ক্ষুদ্র, পথ সঙ্কীর্ণ। প্রেম চন্দ্রের নয়নের সঙ্গে যোগ হইয়া একটী প্রণালী সৃষ্ট হইল। চক্ষু চক্ষু অন্বেষণ করে, চক্ষু চক্ষু চায়। ব্রহ্মের চক্ষু অগ্রসর হইয়া প্রেম চক্ষু অবতারণ করিল। যাই উভয় চক্ষুর মিলন হইল, অমনি চক্ষু স্থির, মন স্থির, উহারা সুধা পানে নিমগ্ন হইল। প্রেম, পবিত্রতা, পুণ্য, শান্তি, সুখে নয়নের জলপ্লাবন হইল, মনেরও সেই দশা হইল। ক্রমাগত প্রবাহ আসিতে লাগিল, সকল আর উহার পরিমাণ ধারণ করিতে পারিলেন না, পূর্ণ হইয়া উথলিয়া পড়িতে লাগিল। দৃষ্টিতে মত্ততা বৃদ্ধি হইল, যত দেখেন আর দেখা ছাড়িতে পারেন না। ব্রহ্মের দিকে তাকাইয়া সমুদায় সংসার অসার হইয়া গেল, সাধক বলিতে লাগিলেন "হে প্রেমের চন্দ্রমা! যদি শুভক্ষণে সাক্ষাৎ হইয়াছে, অস্তমিত হইও না।" সংসারী বিষয়ী জননীর দিকে তাকাইয়া যে আনন্দ পাইল, তাহাই পরম লাভ এই বলিয়া প্রেমময়ী জননীর মুখের প্রতি ভক্ত অনিমেষনয়নে তাকাইয়া রহিল। ইহাকে বলি যোগ। যোগের পূর্ব্বে দেবালয় দর্শন, পরে দেবদর্শন ও চক্ষু দর্শন।

যোগান্তে মহাযোগ উপস্থিত হয়। দর্শন ও শ্রবণের একত্র যোগ মহাযোগ। ব্রহ্মকে দেখা যায়, ব্রহ্মকে শুনা যায়, এই বেদী হইতে এ সম্বন্ধে প্রচুর উপদেশ হইয়াছে। অদ্য এ দুয়ের মিলন উল্লিখিত হইতেছে। দর্শনে শ্রবণ শ্রবণে দর্শন, এই রূপে দর্শন শ্রবণ সমকালিক হয়। দর্শনে অপূর্ণতা রহিল লোভ তৃপ্ত হইল না। সাধক সংসারে পাপে ক্ষত বিক্ষত হইল, দর্শনে নয়ন বিগলিত হইল। কি আশ্চর্য্য কৃপা! দেখিয়া সাধ মিটিল না। অগ্নিতে ঘৃত দিলে যে-

প্রকার ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, তেমনি অভিলাষ বর্দ্ধিত হইল। এখনও মহাযোগ হয় নাই, বাঁকী আছে। দর্শনে আনন্দ লাভ হয় বটে কিন্তু উপদেশেরও প্রয়োজন আছে। বিপদের সময় কোন্ পথে চলিব উপদেশ পাইবার জন্য সাধক গুরু অন্বেষণ করেন। ক্ষুদ্র বিশ্বাসী এ পাড়ায় উপদেষ্টা আছেন কি না? ও পাড়ায় উপদেষ্টা আছেন কি না? অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়। নিম্ন দিকে দৃষ্টি না করিয়া পরমগুরু সদ্গুরুর দিকে দৃষ্টি নিঃক্ষেপ কর, তিনি স্বয়ং মন্ত্র দিবেন, পথ দেখাইবেন, পথপ্রদর্শক এবং নেতা হইয়া সৎপথে লইয়া যাইবেন। জিজ্ঞাসায় উত্তর চাই, ঈশ্বর কথা কহিয়া উপদেশ দিলেন না, কিন্তু তাঁহাকে দেখিতে দেখিতে মন উজ্জ্বল হইয়া যায়, শুনিতে শুনিতে জ্ঞান লাভ হয়। আর একবার দর্শন ও শ্রবণের কথা বলিয়াছি, আজ বলিতেছি দেখা শুনা একই সময়ে হয়। দেখা ও শুনা এই দুয়ের যোগে মহাযোগ হয়। তাঁহার প্রেমদৃষ্টিই বাক্য। তিনি কথাবিহীন হইয়াও সন্তানের সঙ্গে কথা কন। সত্যকে সাক্ষী করিয়া সাধককে স্বীকার করিতে হইবে, ঈশ্বরের দর্শনে সুখ হয়, এবং সেই দর্শনের মধ্যে তাঁহার মধুর কথা শ্রবণে হৃদয় মুগ্ধ হয়। এ সম্বন্ধে বলিতে গেলে জীবনের গূঢ় কথা বলিতে হয়, গোপন বৃত্তান্ত প্রকাশ করিতে হয়। মা বলিয়া তাঁহাকে ডাকিলাম তিনি দেখা দিলেন, প্রেম দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাইয়া রহিলেন, তাঁহার প্রেমদৃষ্টির ভিতরে সহস্র সহস্র কথা শুনিলাম। কে না জানে জননীর স্নেহের দৃষ্টির মধ্যে প্রেমের কথা আছে? যথার্থ বন্ধু দেখিয়া থাকিলে তাহার চক্ষু বন্ধুতার কথা বলিয়াছে। যিনি যথার্থ গুরু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার মুখের দিকে তাকাইলে শিষ্য তাঁহার দৃষ্টিতে শত শত সহস্র সহস্র সত্য শিখিয়াছেন। সাধক "দেখা দাও" বলিয়া প্রার্থনা করিলেন, ব্রহ্মের এই প্রার্থনার উত্তর অতি গভীর। তিনি কি দেখাইলেন? আপনার মুখ, আপনার দৃষ্টি। তিনি দেখা দিলেন, উচ্চ স্বর্গীয় ভাষায় কথা বলিলেন। চক্ষু এমন কথা কয়, ইহাতো জানি না। ব্রহ্মের চক্ষু ভাষাবিহীন কথা প্রয়োগ করে। উহা অতি উচ্চ ধ্যানের সময় অনুভূত হয়। সাধক তাঁহার দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইয়া বলিলেন "শীঘ্র দ্বার খোল, ঘোর বিপদ আক্রমণ করিয়াছে, একবার উপদেশের প্রয়োজন?" তিনি গৃহে প্রবেশ করিলেন, ব্রহ্মের মুখ বিনিঃসৃত কথা শুনিলেন, কার্য্যক্ষেত্রে আসিয়া কার্য্য করিলেন। সংশয় মেঘে মন আচ্ছন্ন হইল, মনে হইল এবার সংশয়েতেই প্রাণ যাইবে। পুস্তক সংশয় দূর করিতে পারিল না, জ্ঞানের প্রয়োজন হইলে সহস্র গুরুও জ্ঞান শিখাইতে পারিলেন না। ঈশ্বর একটী কথা বলিলেন, সমুদায় সংশয়চ্ছেদ হইল সমুদায় শিক্ষা লাভ হইল। সাধক সংশয়ের হাত হইতে বাঁচিলেন। যখন উপদেশের প্রয়োজন হয়, তখন তিনি তাঁহারই নিকট উপদেশ শ্রবণ করেন। এই রূপে সমুদায় সংশয় মিটিয়া যায়, সমুদায় শাস্ত্র পাঠ করা হয়, সাধক জ্ঞানের উচ্চ শ্রেণীতে আরোহণ করেন। এমন অবস্থায় উপনীত হইলে গম্ভীর ধ্যানে সাধক ঈশ্বরের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকেন, কোন উপদেশ শুনিবার প্রয়োজন থাকে না। জীবনাকাশ মেঘে আচ্ছন্ন হইল, চারিদিক হইতে ক্লেশ বিপদ আসিয়া মনকে বিদ্ধ করিতে লাগিল। প্রাণ কেমন করিতেছে, আজ প্রেমময়ের সহবাসে থাকিব, আজ দয়াল বন্ধুর নিকটে থাকিব। প্রাণ উদ্বেজিত হইতেছে, অস্থির হইতেছে, মন কোথাও থাকিতে চায় না, আজ তাঁহাকে লইয়া দিন কাটাইত। এঅবস্থায় কি হয়? সাধক আস্তে আস্তে ঘরে গেলেন, ঈশ্বর তাঁহার নিকটে প্রকাশিত হইলেন। দয়াময়ের প্রেমপূর্ণ চক্ষু পূর্ণ জ্যোতি প্রকাশ করিল, মনের সমুদায় অন্ধকার ঘুচাইল। নদীকূলে হউক, বৃক্ষতলে হউক, নিজ গৃহে হউক, স্বজন বন্ধু বান্ধব লইয়া হউক, সাধক সেই প্রেম চক্ষুর উপরে দৃষ্টি স্থির করিয়া বসিয়া রহিলেন। যাহা আশা করেন নাই, লব্ধ হইল, দর্শন মধুময় হইয়া গেল। অনেক কার্য্য আছে, মনে ছিল চলিয়া যাইবেন, এমনি মুগ্ধ হইয়া গেলেন, আর চলিতে পারিলেন না। যে জড়প্রায় হইল সে আর চলিবে কি রূপে? সাধক দৃষ্টিবাণে একেবারে পরাস্ত হইয়া গেলেন। শত বাণ সহস্র বাণ কোটি বাণে বিদ্ধ হইয়া শত্রুসন্তান নিরস্ত হইল। জ্যোৎস্নার উপরে জ্যোৎস্না, সহস্র চন্দ্রের উপরে কোটি চন্দ্র উদিত হইল, সাধক আর কোথা যাইবেন? এমন অবস্থায় কি হইল? সেই চক্ষু অবাক্, সন্তানের চক্ষু অবাক্। ভাষার সম্পর্ক যেখানে নাই, দৃষ্টি ভাষার কার্য্য করিল। সে ভাষা মুগ্ধ সন্তান বুঝিলেন, আর কেহ বুঝিলেন না।

সংসারের লোকে ইহাঁকে পাগল বলে। কিন্তু সংসারের ভিতরেও দেখিতে পাওয়া যায়, মাতার চক্ষু কথা কহিতে পারে। জগতের জননীর দিকে তাকাইয়া সাধক শুনিতে লাগিলেন সেই চক্ষু কথা কহিতে লাগিল। কি যে বলা হইল, যিনি বলেন যিনি শুনেন তাঁহারাই জানেন। সেই ঈশ্বরের চক্ষু বলিল "কেমন সন্তান আর কি পলায়ন করিতে পারিবে? পাপ করিয়া তহোতে কি লজ্জা হইতেছে না?" কে বলিতেছেন? সেই মাতা বলিতেছেন "সন্তান তুমি আমায় আর ছাড়িয়া থাকিতে পারিবে না।" সাধক যতই শুনিতে লাগিলেন ততই অবাক্ হইতে লাগিলেন। বিশেষ উপদেশের আর প্রয়োজন রহিল না, নয়নই কথা কহিতে লাগিল। জননীর দৃষ্টি সাধকের হৃদয়ে পড়িয়া শুদ্ধ জ্যোতি আসিল শান্তি আসিল তাহা নহে, প্রাণপর্য্যন্ত মুগ্ধ হইয়া গেল। পুস্তক পাঠ বৃথা। শিশু হইয়া মাতৃ দৃষ্টি পাঠ কর। উহাই জ্ঞানগর্ব্বশাস্ত্র। মাতার চক্ষু দর্শন কর, পাঠ কর, মনের মধ্যে যে জ্ঞানের সুধাসরোবর আছে,

তাহা উৎসারিত হইবে, এবং সেখানে আপনাকে ভাসাইয়া দিলে সুধা সঞ্চয় হইবে। সেখানে সন্তরণ করিলে এত কথা আসিবে, জ্ঞানের উপদেশ পাইবে যে বাহিরের শ্রবণ বন্ধ হইয়া গেল, তথাপি সেখানে সমুদায় জ্ঞানের কার্য্য একত্র সম্পাদিত হইবে। আর জিজ্ঞাসা করিও না, আর শ্রবণ করিও না। মা বলিয়া তাকাইয়া থাক, সমুদায় দুষ্টতা চূর্ণ হইয়া যাইবে, সমুদায় অজ্ঞানতা তিরোহিত হইবে। এ অবস্থার ন্যায় মনের অবস্থা আর হইতে পারে না। যখন আর জিজ্ঞাসা করিতে হইল না, জড়ের ন্যায় পড়িয়া রহিলাম, উহাতেই তখন আনন্দ পাইলাম, জ্ঞান পাইলাম। আর জানিবার লাভ করিবার কি অবশিষ্ট রহিল? ঈশ্বরের চরণ ধরিয়া তাঁহার চক্ষুপানে দুমিনিট তাকাইয়া থাকিলে, সমুদায় দুঃখ চলিয়া যাইবে, সমুদায় সন্দেহ মিটিবে।

জ্ঞানের কথা শক্ত কঠোর, উহা অর্জ্জনে যত্ন করিয়া কি হইবে? ঈশ্বর সন্তানের দিকে তাকাইলেন আর এ গুরুর চূর্ণ হইয়া গেল। সেই চক্ষু দর্শন করিয়া চক্ষু পাষণ্ড ভাব ভুলিয়া গেল। জীবন যেমন চলিতেছে তেমনি কাটাইব, আর লোভ কমাইব না, আর ইহা অপেক্ষা বৈরাগ্য অবলম্বন করিব না, মন্দিরে আসিয়া যদি ঈশ্বরের চক্ষু দর্শন করিয়া থাক তবে এ প্রতিজ্ঞা বিসর্জ্জন দিয়া ঘরে ফিরিয়া যাইতে হইবে। মনে হইবে এমন জঘন্য প্রতিজ্ঞা কেন করিলাম? আর যে সংসার বাসনা থাকিল না, আর যে সে পাষণ্ড ভাব থাকিল না। হে ঈশ্বর! কি ক্ষমতা জাল বিস্তার করিলে, কি মোহিনী মূর্ত্তি প্রকাশ করিলে, কি অপূর্ব্ব জ্যোৎস্না চারিদিকে বিকীর্ণ হইল। এ যে উপদেশের উপর উপদেশ, কথার উপর কথা, বাণের উপর বাণ! হা দুষ্ট মন! তোমার উপযুক্ত শাস্তি হইল, আজ তুমি দুষ্টতার উপযুক্ত দণ্ড পাইলে। প্রাণসখার মুখের দিকে তাকাইলাম! এমন দু একবার তাকাইয়া পরে আর জ্ঞান থাকে না। একবারে তাকাইয়াই ব্রহ্ম কর্ত্তৃক পরাস্ত হইল, আর নয়ন দেখিতে চায় না। আর একটু দেখিলেই সমস্ত পাপ থাকিত না, দুষ্ট মন আর সে টুকু দেখিল না। আর ২।১ মিনিটে সমুদায় পাপ ভস্ম হইবে এই আশা হৃদয়ে রাখিয়া আপনাকে সাধনে নিয়োগ কর। এইরূপ সাধন দ্বারা ব্রহ্মরস পানে তৃষ্ণা বাড়িবে। ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমরা নিয়ত ব্রহ্মরস পান করিতে সমর্থ হই।

ব্রহ্মসংগীত।

রামপ্রসাদী সুর।

লও মন বৈরাগ্য ব্রত। হয়ে বিষয়ের কীট, পাপের অধীন থাকিবে আর বল কত।

ঘুখের লোভে ঘুরে ঘুরে এতদিন বেড়াইলেত; এখন বাপের সুপুত্র হয়ে হও তাঁর শরণাগত।

বাসনা থাকিতে কভু ভাবনা ঘুচিবেনাত; ও মন ভাবনা চিন্তা না ঘুচিলে সুখ শান্তি পাবেনাত।

ভক্তিজটা শিরে ধরি বিনয়ে হও অবনত; মাখি প্রেমের বিভূতি অঙ্গে ভজ নিত্য ব্রহ্মপদ।

সংসারে নিযুক্ত থাক পদ্মপাতের জলের মত; ও মন পরের সুখে হয়ে সুখী কর জগতের হিত।

সম্বাদ।

পূর্ব্ববারে শিবনাথ বাবুর মত পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছিল, তিনি তাহার প্রতিবাদ করিয়া পত্র লিখিয়াছেন। আমরা তাঁহার পত্র যন্ত্রস্থ করিয়াছিলাম, স্থানাভাব বশতঃ এবার প্রকাশিত হইতে পারিল না।

বিগত ১লা আষাঢ় রামপুরহাট ব্রাহ্মসমাজের প্রথম সাম্বৎসরিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্ব দিন বৈকালে গ্রামের মধ্যে নগরকীর্ত্তন হইয়াছিল। উৎসবের দিন দুই বেলা উপাসনা হয়, তাহাতে স্থানীয় ভদ্রলোক অনেকগুলি উপস্থিত ছিলেন। নগরকীর্ত্তনে গ্রামবাসিগণ ভক্তি উৎসাহের সহিত যোগ দিয়াছিলেন। উৎসবের উপাসনাদির কার্য্য শ্রীযুক্ত দীননাথ মজুমদার ও শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য নাথ সান্যাল নির্ব্বাহ করেন। পর দিন অপরাহ্নে পার্শ্বস্থ গ্রামের দুঃখী গরিব সহস্রাধিক লোককে ভোজন করাইয়া তন্মধ্যে অনুমান ৬০ জন বিশেষ দুঃখীকে নূতন বস্ত্র প্রদান করা হয়। ভোজনের সময় স্থানীয় অনেক গুলিন ভদ্রলোক পরিবেশনাদি করিয়াছিলেন। এই উৎসবে এখনকার লোকদিগের মনে ভাল সংস্কার জন্মিয়াছে। সমাজের সভ্যগণ যথেষ্ট উৎসাহের সহিত এ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। রামপুরহাট সমাজ গত ১লা আষাঢ় স্থাপিত হইয়াছে। ইহার সভ্য সংখ্যা দশ জন। কএকটী ভদ্র মহিলাও নিয়মিতরূপে উপাসনায় যোগ দিয়া থাকেন। ব্রাহ্মেরা একটী রজনীবিদ্যালয় স্থাপন করিয়া বিনা বেতনে প্রায় ৪০ জন শ্রমজীবী লোককে জ্ঞান দান করিতেছেন। প্রতি রবিবার ত্রিশ জনের অধিক ভিক্ষুককে তণ্ডুল দেওয়া হইয়া থাকে। সমাজ গৃহের জন্য স্থান লওয়া হইয়াছে, শীঘ্রই ভিত্তিসংস্থাপনের সম্ভাবনা আছে। সভ্য সংখ্যা যদিও অল্প, কিন্তু তজ্জন্য আমরা অসন্তুষ্ট নহি। জীবন থাকিলে ইহা দ্বারা যথেষ্ট উপকার হইবে। ইহাঁদের উৎসাহ অনুরাগ স্থায়ী হয়, এই আমাদের প্রার্থনা।

বিজেনীর রাজা শ্রীযুক্ত কুমুদনারায়ণ ভূপ শিলঙ্গ ব্রাহ্মসমাজ গৃহ নির্ম্মাণার্থ ৫০ টাকা দান করিয়াছেন।

এই পাক্ষিক পত্রিকা কলিকাতা ১৩ নং কলেজ স্কোয়ার ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে ১৬ আষাঢ় শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত হইল।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৮ম ভাগ।
১৩শ সংখ্যা।

১লা শ্রাবণ, শুক্রবার, ১৭৯৭ শক।

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফস্বল ঐ ৩।০

প্রার্থনা।

হে পরম সুহৃদ্ চিরমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী দয়াময় ঈশ্বর! জীবের প্রতি তোমার যে প্রকার স্নেহ অনুগ্রহ দেখিতে পাই, জন্মাবধি তোমা কর্ত্তৃক আমি নিজেও যেরূপ যত্নে প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছি, তাহাতে কখন এমন মনে হয় না যে তোমার আদেশ প্রাণ থাকিতে অবহেলা করিতে পারি। তবে যে তোমার অবাধ্য হইয়া সময়ে সময়ে দূরে পলায়ন করি তাহা কেবল শুনিতে পাই না বলিয়া। অনেক সময় বুঝিতে পারি না বলিয়াও দুঃখিত থাকি। নতুবা হে জীবনের জীবন! সংসারের মধ্যে এমন কি আকর্ষণ আছে যে তোমা হইতে আমাকে তাহা ভুলাইয়া রাখিবে? তোমার কথা অমান্য করিতে অনুরোধ করিবে এমনত আমি কাহাকেও দেখিতে পাই না। সে অনুরোধ আমি শুনিবই বা কেন? তোমা অপেক্ষা কেহ আমাকে অধিক ভাল বাসে না তাহা আমি জানি। তুমি যেমন উপকারী বন্ধু শুভাকাঙ্ক্ষী পিতা তেমন আর কেহ নাই, তবে আমি কোন্ প্রাণে তোমার আজ্ঞা অবহেলা করিব? তুমি আমাকে সৃষ্টি করিলে, তুমি আমাকে পালন করিতেছ, পরলোকে তুমিই আমার সহায়, তুমি আমার জীবনসর্ব্বস্ব ধন হৃদয়ের রাজা। এত নিকটতর সুমিষ্ট সম্বন্ধ থাকিতে তথাপি যে আমি তোমার অধীন হইয়া চলি না তাহার কারণ তুমি জানিতেছ। হে করুণাসিন্ধো! এক এক বার মনের গতি কেমন হয়, কিছুই ভাল লাগে না, সংসার কোলাহলের মধ্যে বধির হইয়া থাকি; তোমার আদেশ স্পষ্টরূপে বুঝিয়া উঠিতে পারি না। যদি তুমি দয়া করিয়া তোমার আদেশ সকল আমাকে পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়া দাও এবং তাহা যে তোমারই আদেশ এমন বিশ্বাস আমাতে জন্মাইয়া দাও, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ আমি তাহা পালন করিব, তিলার্দ্ধকাল বিলম্ব করিব না। কারণ আমি জানি, যাহা তুমি করিতে বল তাহাতে আমার পরম মঙ্গল লাভ হয়। যদি বুঝিতে পারি যে ইহা তুমি আমাকে করিতে বলিতেছ তাহা হইলে আর আমার কিছু বলিবার থাকে না। দয়াময় আমি পাপে বধির হইয়াছি এই জন্য কি করিব না করিব তাহা সকল সময় স্থির করিয়া উঠিতে পারি না। হে প্রেমময় পিতঃ! তোমার আদেশ শ্রবণ ও পালনের জন্য আমার চিত্ত ব্যাকুল হইয়াছে। তোমার শ্রীমুখের আজ্ঞা পাইলে আমি জীবন দিয়া তাহা পালন করিব। দাস প্রস্তুত আছে, বল কি করিতে হইবে। আমি

তোমার প্রসাদে তোমার আদেশ পালন করিব, আর ভাবনা কি বিলম্ব কি, বল হে দয়াময় বল, বল যাহা বলিবে বল, আমি শুনিয়া শীতল হই।

পরিবর্ত্তনই কি উন্নতি?

পরিবর্ত্তন উন্নতির দিকে হইতে পারে, আবার অবনতির দিকেও হইতে পারে; সুতরাং কেবল মাত্র পরিবর্ত্তনকেই উন্নতির লক্ষণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে না। কোন ভ্রমাত্মক বা অসত্য মত পরিহার করা সরলতা ও সত্যপ্রিয়তার পরিচায়ক সন্দেহ নাই। যখনই আমরা কোন বিষয়ে অসত্য বা কুসংস্কার আছে ইহা বুঝিতে পারিব, তৎক্ষণাৎ কাহারো মুখাপেক্ষা না করিয়া তাহা পরিত্যাগ করিব; কিন্তু কোন মতের ভ্রম, কল্পনা, অসত্যতা পরিত্যাগ করা এবং তাহার পরিবর্ত্তে যেটী অবলম্বন করিব তাহা সত্য হওয়া এক কথা নহে। যেখানে অসত্যের স্থানে সত্য সংস্থাপিত হয় তাহাই উন্নতিশীল পরিবর্ত্তন; সেরূপ পরিবর্ত্তন আমাদের চিরকালই প্রার্থনীয়। যদি কোন একটী অসত্য আমরা বহুকাল পোষণ করিয়া থাকি, এমন কি তাহাতে যদি বৃদ্ধ হইয়াও যাই, তথাপি সেই বৃদ্ধ বয়সে সত্যের অনুরোধে আমাদিগকে যদি সেই পুরাতন মত পরিত্যাগ করিতে হয় তাহাও কর্ত্তব্য। কিন্তু এরূপ উদার সত্যপ্রিয়তার পক্ষপাতী হইয়া কি আমরা এমন মনে করিতে পারি যে, এখন যে সকল মত সত্য বলিয়া অতি যত্নে হৃদয়ে স্থান দিয়াছি, এক দিন এমন আসিবে যখন এ সমস্তই অসত্য হইয়া যাইতে পারে? সামান্য সামান্য বিষয়ে এরূপ হওয়া সম্ভব, কিন্তু মূল বিষয়ে এ প্রকার যাঁহার মত থাকে, তিনি কোন কালে কোন সত্যের প্রতি নিঃসন্দেহ চিত্তে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন না। যে সকল মতের উপর জীবনের পরিত্রাণ নির্ভর করে, তাহা যদি চিরপরিবর্ত্তনশীল হয়, তবে কোন কালে কেহ বিশ্বাসের স্থিরভূমি প্রাপ্ত হইবেন না। এই জন্য আমরা বলিতেছি যে, যিনি গুরুতর মত সকল পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তন করেন, তাঁহার পরিবর্ত্তন অবনতির দিকে উন্নতির দিকে নহে।

নাস্তিকতা কিম্বা উপধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ গ্রহণ করেন, এবং চরিত্রসংশোধনসম্বন্ধে যথেচ্ছাচারমূলক অপবিত্র নৈতিক মত পরিত্যাগ করিয়া নীতির পূর্ণ পবিত্র আদর্শ অনুকরণে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদিগের মতপরিবর্ত্তন অবস্থা ও কাল নির্ব্বিশেষে সকল সময়েই প্রসংশনীয় এবং মঙ্গলজনক; কিন্তু যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নত ব্রত অবলম্বন করিয়া স্বীয় দোষ দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত তাহার মাহাত্ম্য বুঝিতে অসমর্থ হন, অসমর্থ হইয়া শেষে উহাকে কুসংস্কার অসত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করত আর একটী নীচ আদর্শ গ্রহণ করেন এবং তাহার অনুরোধে নানাবিধ অনিষ্টকর অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদের পরিবর্ত্তন দেখিলে জগতের পরিত্রাণসম্বন্ধে নিরাশা বৃদ্ধি হয়। এ প্রকার পতনোন্মুখ পরিবর্ত্তনে যদি উদারতা সত্যপ্রিয়তা কিছু থাকে তাহা কল্যাণের জন্য নহে, প্রত্যুত তদ্দারা মহা অনিষ্টপাতেরই সম্ভাবনা। যদি কোন পরিবর্ত্তনপ্রিয় সত্যানুরাগী সাধক মহাযোগী ভক্তশ্রেষ্ঠ ঈশার প্রচারিত "সর্ব্বাগ্রে ঈশ্বরের রাজ্য অন্বেষণ কর, পরে আর আর যাহা কিছু তোমাকে প্রদত্ত হইবে" এই বিখ্যাত উপদেশকে অতিক্রম করিয়া বলেন, "অগ্রে সংসার অন্বেষণ কর, পরে আর আর যাহা কিছু প্রয়োজন সকলই পাইবে" তাহা হইলে আমরা কি সেই মানবধর্ম্মপ্রচারকের মতকে অধিক মূল্যবান্ জ্ঞান করিব? অধিক দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা বাহুল্য, যে পরিবর্ত্তনে উন্নতি প্রকাশ পায় তাহাকেই লোকে মঙ্গলের কারণ মনে করে, এবং পরিবর্ত্তনমাত্রেই উন্নতি নহে তাহা স্বভাবতঃই সকলে বুঝিতে পারে। আবার যে পরিবর্ত্তনে পুষ্টি বর্দ্ধন হয়, তাহাই অধিকাংশের নিকট উন্নতির

চিহ্ন বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। এক জন উন্নতচিত্ত ব্রাহ্ম যদি কোন কারণে পৌত্তলিকগণের কোন২ আচার ব্যবহার অবলম্বন করেন, হিন্দুগণ তাঁহাকে প্রকৃত জ্ঞানী বলিয়া স্থির করিবেন। এ বিষয়ে কোন সাধারণ আদর্শ গ্রহণ করা যাইতে পারে না। কুসংস্কার পৌত্তলিকতা ভ্রম কল্পনার ধর্ম্ম অতিক্রম করিয়া যিনি ব্রহ্মজ্ঞানের দিকে অগ্রসর হন, তাঁহার পরিবর্ত্তন উন্নতিসূচক। যিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কোন উপধর্ম্মের শরণাপন্ন হন তাঁহার অধোগতি হয়। আবার যিনি পরিত্রাণপ্রদ ব্রাহ্মধর্ম্ম ছাড়িয়া সভ্যতার রাজনৈতিক ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন,তিনি চঞ্চলচিত্ত নীতিবাদী। বিশ্বাসী সাধক ব্রাহ্মের কোন মূল বিষয়ে পরিবর্ত্তন হয় না, কিন্তু মূল সত্যের বিকাশ হইয়া তাঁহার ধর্ম্ম ও জীবনকে ক্রমাগত উন্নত করে, ইহাকেও এক প্রকার পরিবর্ত্তন বলা যায়। অস্থিরবিশ্বাসী জ্ঞানী ব্রাহ্মের মূল মতসম্বন্ধে যখন পরিবর্ত্তন হয়, তখন তাঁহার চিত্ত সর্ব্বদা চঞ্চল থাকে,কিন্তু যখন তাঁহার মূল মত বিশ্বাসে পরিণত হইয়া দিন দিন তাহার বিকাশ আরম্ভ হয়, তখন তিনি সাধক শ্রেণীতে উন্নমিত হন, এইরূপ পরিবর্ত্তনই তাঁহার পক্ষে মঙ্গলদায়ক। সমগ্র ধর্ম্ম অসত্য সত্যের সন্ধিবন্ধন স্থান পায় না, সুতরাং যাঁহাদের ধর্ম্ম সমগ্র, কালসহকারে তাঁহাদের মূল মতের ভিন্ন২ বিকাশ হইয়া থাকে। কাহার পক্ষে কোন্ পরিবর্ত্তন মঙ্গলদায়ক ও উন্নতির পরিচায়ক তাহা মতের উচ্চ নীচতা ধরিয়া মীমাংসা করা বড় কঠিন; কিন্তু জীবনে উহার যথার্থ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে পরিবর্ত্তনে স্বর্গীয় জীবন সংগঠিত হয়, তাহাকেই প্রকৃত পক্ষে উন্নতিশীল পরিবর্ত্তন বলা যাইতে পারে, তদ্ভিন্ন এই পরিবর্ত্তনশীল জগতে পরিবর্ত্তনের আর অভাব কি আছে?

একাত্মতা।

ঈশ্বর যেমন এক, সমুদায় মনুষ্যমণ্ডলী তেমনি এক, এ কথা শুনিতে আপাততঃ নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া প্রতীত হয়, কিন্তু বিজ্ঞানের চক্ষে ইহা একটী উচ্চতর সত্য। মনুষ্যের সমগ্র অবয়বের সঙ্গে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের যে সম্বন্ধ, মনুষ্যমণ্ডলীর সঙ্গে প্রত্যেক মনুষ্যের ঠিক সেই সম্বন্ধ, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। অবয়বের সঙ্গে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সম্বন্ধ আমরা সহজে নির্দ্ধারণ করিতে পারি; কিন্তু মনুষ্যমণ্ডলীর সঙ্গে প্রতি মনুষ্যের বিশেষ বিশেষ সম্বন্ধ আমরা সহজে নির্দ্ধারণ করিতে পারি না, এ বলিয়া কখন এরূপ সিদ্ধান্ত হইতেছে না যে এ উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য ভ্রান্তিমূলক। যাহা যত জটিল, তাহার সূক্ষ্ম২ অংশের সম্বন্ধ নির্দ্ধারণ হওয়া তত সুকঠিন ব্যাপার। মনুষ্য শরীরেরই সমগ্র সম্বন্ধ আমরা এ পর্য্যন্ত সম্যক্ নির্ণয় করিয়া উঠিতে পারে নাই, তাহাতে মনুষ্যমণ্ডলী সহ প্রতি মনুষ্যের বিশেষ২ সম্বন্ধ কি প্রকারে নির্ণীত হইবে? সমগ্র নির্ণয় হইবার উপযুক্ত সময় হয় নাই বলিয়াই যে আমরা এ সম্বন্ধে কিছু বলিব না তাহা হইতে পারে না। যখন সত্যটী অভ্রান্তরূপে জানিতে পাওয়া গিয়াছে, তখন উহা গ্রহণ করিতেই হইবে। ভবিষ্যতে উহা লইয়া একটী স্বতন্ত্র বিজ্ঞান হইবে, ইহা স্বতন্ত্র কথা।

উপনিষৎকারগণের ন্যায় পুরুষরূপী মনুষ্যমণ্ডলীর যদি অবয়বসংস্থান নির্দ্দেশ করা যায়, তবে এই রূপ বলা যাইতে পারে, বিজ্ঞান উহার মস্তক, ধর্ম্ম উহার হৃদয়, শ্রম উহার হস্ত, সম্পত্তি উহার উদর, বাণিজ্য উহার পদ। শেষোক্ত তিনটী আমাদের আলোচ্য নহে. প্রথম দুইটী আমাদিগের আলোচ্য। সমুদায় শরীরের মধ্যে হৃদয় ও মস্তক যে প্রকার সর্ব্ব প্রধান; শারীরিক প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেমন উহাদিগেরই ক্রিয়াতে সংরক্ষিত, পরিবর্দ্ধিত এবং পরিচালিত হয়, ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানও সেই রূপ পুরুষরূপী সমুদায় মনুষ্যমণ্ডলীর পরিচালক, রক্ষক এবং পরিবর্দ্ধক। এ দুয়ের অনুসরণ না করিয়া শ্রম, সম্পত্তি, এবং বাণিজ্য রক্ষিত, বর্দ্ধিত, এবং যথাযথ প্রযুক্ত হইতে পারে না। শুদ্ধ এই পর্য্যন্ত হয় তাহা নহে, সমুদায় একেবারে বিপর্য্যস্ত এবং বিকারগ্রস্ত হয়।

যাঁহারা বিজ্ঞানের অনুশীলন করেন, তাঁহারা সমষ্টিতে পুরুষরূপী মনুষ্যমণ্ডলীর মস্তক, যাঁহারা ধর্ম্ম প্রচার করেন, তাঁহারা সমষ্টিতে হৃদয়। ইহাঁরা কাল এবং দেশসম্বন্ধে পরস্পর যত দূরস্থ হউন না কেন, তথাপি ইহাঁরা এক। দেশ ও কাল আমাদের নিকট যত ব্যবধায়ক প্রতীত হউক না কেন, বাস্তবিক উহা ব্যবধায়ক নহে। এক মস্তক এক হৃদয় হইয়া ইহাঁরা দিন দিন বর্দ্ধিত এবং পরিপুষ্ট হইতেছেন, সুতরাং বলা যাইতে পারে, ইহাঁরা দিন দিন নূতন উপাদানরূপে সংযুক্ত হইয়া মনুষ্য মণ্ডলীর মস্তক ও হৃদয়ের আয়তন বর্দ্ধিত করিতেছেন এই মাত্র। অতি প্রথম হইতে যাঁহারা বিজ্ঞানের সূত্রপাত করিয়াছেন, ধর্ম্মভাব উন্নত, তেজস্বী এবং বলীয়ান্ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের সহিত পর পর সময়ের বিজ্ঞানবেত্তা এবং ধর্ম্মপ্রচারকদিগের এক অখণ্ড্য অভেদ্য সম্বন্ধ অবস্থিতি করিতেছে। অঙ্গের প্রতি পরমাণু যেমন পরস্পর সংশ্লিষ্ট হইয়া রহিয়াছে, এবং তাহাদিগের সমষ্টি ভিন্ন সেই অঙ্গ যেমন অবস্থিতি করিতে পারে না, প্রতি বিজ্ঞানবেত্তা তেমনি অপর বিজ্ঞানবেত্তা, প্রতি ধর্ম্ম প্রচারক তেমনি অপর ধর্ম্ম প্রচারকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং সম্মিলিত ভাবে অবস্থিতি করিতেছেন। অঙ্গের পরমাণুপুঞ্জের মধ্যে কথঞ্চিৎ ব্যতিক্রম সংঘটিত হইলে যেমন উহার বিকার উপস্থিত হয়, ইহাঁদের মধ্যে অসম্মিলন অসদ্ভাব তেমনি পুরুষরূপী মনুষ্যমণ্ডলীর বিকারের কারণ হয়। ইতিহাসে মনুষ্যমণ্ডলীর অনিষ্টসাধক যত আধিব্যাধি আমরা দেখিতে পাই, এই দুই প্রধান অঙ্গের বিকারে সমুস্থিত হইয়াছে। স্নায়ুমণ্ডলী এবং শোণিত যে প্রকার শারীরিক প্রধান প্রধান ব্যাধির মূল, ধর্ম্ম এবং বিজ্ঞানের নেতৃগণের পরস্পর সংঘর্ষ এবং অসামঞ্জস্য সেই প্রকার মনুষ্যমণ্ডলীর দুঃখ বিপদ এবং বিপ্লবের কারণ। এ দুই প্রধান অঙ্গের প্রকৃতিতে অবস্থিতিই সমগ্র মনুষ্য সমাজের স্বাস্থ্য এবং মঙ্গলের নিদান।

যাঁহারা বিজ্ঞানের নেতা হইয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাদিগের স্বীয় ক্রিয়া কত দূর সম্পাদন করিতেছেন, আমরা বলিতে চাই না। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারা যায়, তাঁহারা যেমন বিকারের কারণ হইতেছেন, ধর্ম্মানুসরণে আমাদিগের দ্বারাও সেই প্রকার নানা বিকার উপস্থিত হইতেছে। যাঁহারা ধর্ম্মানুসরণ করিতেছেন, তাঁহাদিগকে সাবধান করাই আমাদিগের অধিকারের বিষয়। তাঁহারা মনুষ্যমণ্ডলীর হৃদয়; পরস্পরে শরীরসম্বন্ধে যত দূর কেন দেখিতে ভিন্ন হউন না, আত্মাতে তাঁহারা এক; মনুষ্য মণ্ডলীরূপ দেহের একটী প্রধান অঙ্গ; শারীরিক পরমাণুপুঞ্জের পরস্পর বিসম্বাদী সম্বন্ধের ন্যায় তাঁহাদিগের পরস্পরের বিসম্বাদ সমুদায় মনুষ্যমণ্ডলীর বিকারোৎপাদক, এ কথা স্মরণ রাখিলে আর ইতিহাস নানা অমঙ্গলকর ঘটনায় কলঙ্কিত হইত না। আমরা বাস্তবিক সকলে একাত্ম, এই একাত্মতার বিরোধে কার্য্য করিতে গিয়াই সামাজিক সুবহু অকল্যাণ উৎপন্ন হইতেছে। নিজ নিজ স্বার্থান্বেষণ পরিত্যাগ করত সমুদায় নরনারীকে আত্মা হইতে অভিন্ন জানিয়া যদি তাঁহাদিগের কল্যাণে আত্ম কল্যাণ, তাঁহাদিগের অমঙ্গলে আত্ম অমঙ্গল আমরা বিশ্বাস করিতাম, তবে আর পৃথিবী শোক মোহে অভিভূত হইত না। আমরা ভরসা করি, ব্রাহ্মগণ যখন এই সত্য জানিতে পারিয়াছেন, তখন উহা জীবনে পরিণত করিয়া মনুষ্যমণ্ডলীর সুমহৎ কল্যাণের সূত্রপাত করিতে যত্নবান্ হইবেন।

পুরাতন প্রহেলিকা।

মঙ্গলময় ঈশ্বরের রাজ্যে বহুল অমঙ্গল ঘটনা সন্দর্শন করিয়া তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীগণ চির দিন নানা প্রকার মত প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন কিন্তু ইহার সদুত্তর এ পর্য্যন্ত কেহই দিতে সক্ষম হন নাই। ঈশ্বর যদি অনন্ত শক্তির আধার পূর্ণ মঙ্গল দয়াময় হন, তবে তাঁহার সৃষ্ট এই পৃথিবীতে এত দুঃখ যন্ত্রণা অন্যায় অত্যাচার কেন হয়? যিনি সর্ব্বশক্তিমান্ মঙ্গলসঙ্কল্প, জীবের কল্যাণ বিধান করাই যাঁহার অভিপ্রায়, তাঁহার রচিত জগতে এমন ভীষণ দুর্ভিক্ষ, মহামারী, রাজবিপ্লব, জলপ্লাবন, ঝটিকা, অকাল মৃত্যু সকল কেন ঘটে? এই কঠিন প্রশ্নের মীমাংসা করিতে গিয়া লোকে হতবুদ্ধি হইয়া ফিরিয়া আইসে। কিন্তু মানবের কৌতূহলাক্রান্ত জ্ঞানপিপাসু আত্মা সহজে নিরাশ হইবার নহে; উহা ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা রক্ষা করিয়া যত দূর ইহার অনুসন্ধান করিতে সক্ষম হইয়াছে তাহাতে ত্রুটি করে নাই। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রকার ধর্ম্মমতাবলম্বীগণ এ বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। বিশ্বাসীগণ স্রষ্টাকে মঙ্গল স্বরূপ এবং সৃষ্টকে চিরকল্যাণপ্রসূত বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য কেহ অপর এক দৈত্যপ্রকৃতি ঈশ্বর কল্পনা করিয়াছেন, কেহ

মনুষ্যের স্বাধীনতার উপর সমস্ত দোষ অর্পণ করিয়াছেন, কেহ বা দুঃখ বিপদকে মঙ্গল ও উন্নতির পূরক ও অপূর্ণ স্বভাবের অবশ্যম্ভাবী ফল বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ইহার কোন সিদ্ধান্তেই বুদ্ধি এ পর্য্যন্ত তৃপ্তি লাভ করিতে পারে নাই। যাহা হউক, ইহার শেষ মীমাংসার স্থান কোথায়, এবং ইহা বুদ্ধি বিচারের দ্বারা কত দূর মীমাংসনীয় তাহা আমরা নিম্নে প্রকাশ করিতেছি।

পৃথিবীতে অমঙ্গলের আবির্ভাব দেখিয়া অগ্ন্যুপাসক পারসীরা আর একটী স্বতন্ত্র ঈশ্বর কল্পনা করত দুই ঈশ্বরের ধর্ম্ম প্রচার করিয়া গিয়াছে। এক জন নিয়ত কল্যাণ করেন, আর এক জন কেবল সর্ব্বদা অনিষ্ট করিয়া থাকেন। যত কিছু বিপদ, অমঙ্গল, দুর্ঘটনা শেষোক্ত ঈশ্বরের প্রতি তাহারা আরোপ করিত। পারসীদিগের এই মত য়িহুদী ধর্ম্মের মধ্য দিয়া শেষে খৃষ্টীয়ান ধর্ম্মকে অধিকার করিয়াছে। এই জন্য খৃষ্টীয়ানেরা ডেবিলকে পাপ অমঙ্গলের কর্ত্তা বলিয়া থাকে। এই ডেবিলের প্রতি লুথারের বৎপরোনাস্তি ঘৃণা ছিল। তিনি মনুষ্যের স্বাধীনতাকে ডেবিলের কার্য্য বলিয়া অগ্রাহ্য করিতেন। জগতের মঙ্গলামঙ্গলবিষয়ক বিবাদভঞ্জন পক্ষে এই মত এক প্রকার পরিষ্কার বটে, ইহা দ্বারা সমস্ত বিতণ্ডা একেবারে নিষ্পত্তিও হইয়া যায়, কিন্তু ইহাতে ঈশ্বরের স্বরূপসম্বন্ধে একটী মহা দোষ আসিয়া পড়ে। তাঁহার অসীম শক্তি ডেবিল কর্ত্তৃক সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ হইয়া যায়। তদ্ভিন্ন আরও একটী দোষ ইহাতে ঘটিতেছে। একটী প্রশ্ন মীমাংসা করিতে গিয়া আর একটী নূতন প্রশ্নের সূত্রপাত করা হয়। সেই ডেবিলের উৎপত্তি কোথা হইতে হইল?

খৃষ্টীয়ানেরা বলেন, যত কিছু অমঙ্গল সে সমস্ত মনুষ্যের পাপ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। জনসমাজে দুঃখ, শোক, জরা, দারিদ্র্য, বাহ্য জগতের অনিষ্টকর ঘটনা সকল মনুষ্যের পতনের ফল। পৃথিবী প্রথমে অতি সুখের স্থান ছিল, মনুষ্য যাই পাপ করিল, অমনি চারিদিক্ হইতে নানাপ্রকার অমঙ্গল আসিয়া ইহাকে পরিবেষ্টন করিল। এই মতানুসারে সমস্ত দোষ মনুষ্যের স্বাধীন ইচ্ছার উপর আসিয়া পতিত হইতেছে। কিন্তু ইহা ঈশ্বরকে এবং তাঁহার সৃষ্টিকে দোষোন্মুক্ত করিতে গিয়া আর এক দিকে তাঁহাকে মনুষ্যের ন্যায় দুর্ব্বল করিয়া ফেলিয়াছে। তিনি যে উদ্দেশ্যে জগৎ সৃষ্টি করিলেন, তাহা সৃষ্ট জীব কর্ত্তৃক যেন বিফল হইয়া যাইতেছে। মনুষ্যের পাপে ভৌতিক নিয়ম পরিবর্ত্তিত হয়, স্বভাবের কার্য্য বিকৃত হইয়া যায় ইহাই বা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? অতএব এরূপ মীমাংসা দ্বারাও জ্ঞান বুদ্ধি সন্তুষ্ট হইতে পারিল না।

ষ্টোয়িক্‌সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিরা বলেন, মঙ্গলামঙ্গল সুখ দুঃখ এ সকলের সঙ্গে মানবাত্মার কোন সম্বন্ধ নাই, এতদ্দ্বারা আন্তরিক শান্তির কোন ব্যাঘাত জন্মে না। জ্ঞানীদিগের নিকট পৃথিবীর সুখ দুঃখ, শান্তি অশান্তি গ্রাহ্যযোগ্য নহে। তাঁহারা এ কথা যে কেবল মুখে বলিতেন তাহা নহে, কার্য্যেতেও ইহা দেখাইতেন। ভয়ানক কষ্ট যন্ত্রণার মধ্যেও তাঁহারা সুখী থাকিবার জন্য চেষ্টা করিতেন, কদাপি তাঁহারা তাঁহাদের মুখ ম্লান হইতে দিতেন না। দুঃখ যে কিছুই নয়, ইহা দেখাইবার জন্য তাঁহারা এই রূপ বাহ্য শান্তির লক্ষণ সকল প্রদর্শন করিতেন। কিন্তু বিজ্ঞানের চক্ষে ইহাও প্রস্তাবিত প্রশ্নের উত্তর বলিয়া বোধ হয় না।

এ সম্বন্ধে মঙ্গলবাদ পক্ষীয় ব্যক্তিরা যাহা বলেন তাহা অনেকটা যুক্তিযুক্ত। তাঁহারা বলেন, ঈশ্বরসৃষ্ট এই পৃথিবী যত দূর উৎকৃষ্ট হইতে পারে তাহা হইয়াছে, ইহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পৃথিবী। কোন ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে কেবল ইহা সুখের স্থান নহে, সাধারণ ভাবে ইহা সমস্ত জীবের পক্ষে সুখের স্থান। এই মঙ্গলবাদ মতানুসারে যাহা কিছু অমঙ্গল তাহা সীমাবিশিষ্ট জীবের প্রয়োজনীয় সম্বল, ইহা সৃষ্টিক্রিয়ার একটী প্রধান অঙ্গ এবং জীবের অপূর্ণ সীমাবিশিষ্ট স্বভাবের ফল। অমঙ্গল না থাকিলে উন্নতি হইত না, অতএব উহা একটী উন্নতির প্রধান উপাদান। এইরূপ চির অতৃপ্তিকর উন্নতিই মানব জীবনের আদর্শ। সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর কাহাকেও অনন্ত এবং পূর্ণ স্বভাব করিয়া সৃষ্টি করিতে পারেন না, কিম্বা অপূর্ণ জীবকে পূর্ণ সুখ দিতে পারেন না এ কথা বলিলে তাঁহার অবমাননা হয় না। তিনি ২ আর ২ এ ৫ করিতে অক্ষম বলিয়া কি তাঁহাকে আমরা সর্ব্বশক্তিমান্ বলিব না? যাহার স্বভাব সীমাবিশিষ্ট তাহার সুখভোগেরও সীমা থাকিবে। শক্তি ও ক্ষমতা যেখানে নিঃশেষিত হয়, সেই খানে অভাব অশান্তি আরম্ভ হইতে থাকে। এ সকল সত্ত্বেও এই পৃথিবী যত দূর শান্তির আলয় হইতে পারে তাহা হইয়াছে; অধিকসংখ্যক জীবের সম্ভবমত অধিকতর সুখ এখানে আছে; ঈশ্বরের পূর্ণতা ও মঙ্গল স্বভাব প্রদর্শন পক্ষে ইহা অপেক্ষা আর অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন রাখে না। দুঃখশূন্য যন্ত্রণাশূন্য সংসার সৃজন করা ঈশ্বরের পক্ষে অসম্ভব ছিল না ইহা সত্য, কিন্তু তাহা হইলে পূর্ণ অমিশ্রিত সুখ হওয়া দূরে থাকুক, এখন যে সুখ আছে তাহাতেও ব্যাঘাত ঘটিত। কেন না উন্নতি এবং আশা এই দুইটী সুখোৎপত্তির প্রধানতম মূল উপাদান।

সর্ব্বাপেক্ষা শেষোক্ত সিদ্ধান্ত অতীব শ্রদ্ধেয় এবং সন্তোষকর বলিয়া প্রতীত হয়, কিন্তু এ সম্বন্ধে কোন প্রকার বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত বুদ্ধি মনকে কখন সন্তুষ্ট করিতে পারে না। বিজ্ঞান যাহা বলিতে পারে তাহাতে সকল প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় না। যতই কেন আমরা সুযুক্তি প্রদর্শন করি না, হৃদয়সরোবর যখন শোক দুঃখ দারিদ্র্য কষ্টে উদ্বেলিত হইয়া উঠে, গভীর যন্ত্রণায় যখন মন এক কালে ভগ্ন হইয়া যায়, তখন কিছুতেই চিত্তকে স্থির করা যায় না।

কেবল বিশ্বাসের দ্বারা এ প্রশ্নের মীমাংসা হইতে পারে। বিশ্বাসের এক স্বতন্ত্র মঙ্গলবাদ মত আছে, তাহাতে বলিয়া দেয় এবং বুঝাইয়া দেয় যে, যাহা কিছু ঘটে সকলই মঙ্গলের জন্য। বন্ধু বিয়োগ, ধনহানি, রোগ শোক মৃত্যু প্রভৃতি ঘটনা, এ সকল এক একটী মঙ্গলজনক রহস্য, ইহার মধ্যে বিধাতার মঙ্গল হস্ত অবস্থিতি করিতেছে। এ সকল বিপদ দ্বারা মনুষ্য অটল সুদৃঢ় হইয়া উঠে। পৃথিবীর সহিত মনুষ্যের যে পরিমাণে নিকট সম্বন্ধ আছে, সেই পরিমাণে তাহাকে এখানকার অবস্থার অধীনতা স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু এখানকার যন্ত্রণা কষ্টসকল তাহার নবজীবনের প্রারম্ভ, তাহা দ্বারা সে সমস্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া নিরাপদ হইবে।

অবিশ্বাসী বিজ্ঞানবিদেরা এ বিষয়ে অদ্ভুত সিদ্ধান্ত করেন। তাঁহারা বলেন, যদি বাহিরের দুঃখ কষ্ট বাস্তবিক সুখের প্রতিবন্ধক না হয়, ধর্ম্ম যদি এক মাত্র সুখের কারণ হয়, তবে তাহাতে পৃথিবী কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। তাঁহাদিগের মতে ঈশ্বর সৃষ্টি কর্ত্তা নহেন নির্ম্মাতা। ঈশ্বর যে সকল মূল পদার্থে জগৎ যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন তাহাতে এমন কোন দোষ ছিল যাহা তিনি নিবারণ করিতে পারেন নাই। তাঁহার ইচ্ছা মঙ্গলময়ী, কিন্তু শক্তিতে কুলন হয় নাই। শক্তির অল্পতাই এই অমঙ্গলের কারণ। তাঁহাদের শেষ সিদ্ধান্ত এই যে, মনুষ্য বুদ্ধিকৌশলে এবং ক্রমাগত সংগ্রাম দ্বারা অমঙ্গলের পথ ক্রমশঃ বন্ধ করিয়া আসিতেছে, তদ্বিষয়ে দিন দিন কৃতকার্য্য হইতেছে, কিন্তু সম্যক্ প্রকারে নহে। এ প্রকার সিদ্ধান্তকেও অকাট্য বলা যাইতে পারে না।

এ বিষয়ে বিশ্বাসই আমাদের সদ্গুরু, তদ্ভিন্ন কিছুতেই ইহার স্থির মীমাংসা হয় না। বুদ্ধি কেবল দৃশ্যমান নিয়ম শিক্ষা দিতে পারে, বিশ্বাস স্বয়ং প্রেমময় ঈশ্বরকে হৃদয়ে আনিয়া দেয়। ইহারা পরস্পরের পূরক। কেবল বুদ্ধির সহায়তায় কিছু বুঝিতে পারা যায় না। বুদ্ধি কিছুতেই সন্তুষ্ট না হইয়া শেষে বলে, কেন ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিলেন? যাহা কিছু সৃষ্ট হইয়াছে সমস্তই অপূর্ণ সীমাবিশিষ্ট, তাহারা পূর্ণতার দিকে যাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছে, সুতরাং প্রতিবন্ধকের সহিত তাহাদের পদে পদে সংগ্রাম হয়। বিশ্বাস এ বিষয়ে কোন প্রশ্ন করে না, কেবল এই বিবেচনা করে যে, যদি ভোগবাসনা চরিতার্থ করা জীবগণের পক্ষে সর্ব্বোচ্চ মঙ্গল হইত তাহা হইলে ঈশ্বর তাহা করিতে পারিতেন, কিন্তু মানব জীবন সে জন্য নহে। কেবল মাত্র সুখভোগ কখন তাহার উন্নতি হইতে পারে না। যন্ত্রণা, অভাব, কষ্ট এ সকল তাহার পক্ষে উন্নতির কারণ হয়। পরিণামে মঙ্গলোদ্দেশ্য সম্পন্ন করিবার জন্য অমঙ্গল অপ্রস্ফুটিত মঙ্গলরূপে প্রকাশ পাইতেছে। সম্পদ সুখ কি বিবিধ অকল্যাণের কারণ নহে? তবে আর ভোগসুখকে কিরূপে মঙ্গলের নিদান বলা যাইতে পারে? বিপদ সম্পদ্ উভয়ই পরিণামে ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করে। যাঁহারা সৃষ্টির দোষ স্থির করিয়া ঈশ্বরকে অল্পশক্তিবিশিষ্ট মনে করেন তাঁহারা কি ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জগৎ রচনা করিতে পারেন? কিরূপ হইলে জগৎ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইত তাহার একটী পরিষ্কার আদর্শ অঙ্কিত করিতে কি তাঁহারা সক্ষম? একটী বিশেষ ঘটনার দোষ বাহির করা অতি সহজ, কিন্তু জাগতিক সমস্ত ঘটনার সহিত সামঞ্জস্য করিয়া তাহাকে বুঝা বড় সহজ হইবে না। ঈশ্বর কি কৌশলে জগৎ শাসন করিতেছেন, তাহা কি তাঁহার হস্তনির্ম্মিত ক্ষুদ্র মানব বুঝিতে পারিবে? ঈশ্বরের দোষ কেবল মূর্খেতে ধরিতে পারে, আর যে ব্যক্তি তাঁহা হইতেও আপনাকে শ্রেষ্ঠ মনে করে সেই পারে। তাঁহার অতলস্পর্শ গভীর জ্ঞানসমুদ্রে কেবল বিনীত বিশ্বাসী মগ্ন হইতে সক্ষম। তিনি ঈশ্বরের মঙ্গল সঙ্কল্পের উপর বালকের ন্যায় নির্ভর করিয়া এই রূপ বলেন যে, "যদি ঈশ্বর আমাকে বিনাশ করেন, তথাপি আমি তাঁহার উপর নির্ভর করিব।" ঈশ্বর বিচ্যুতিই জীবের অমঙ্গলের কারণ। সুখের বিষয় যে তাহাতে মানব সমাজ নিরাশ হয় নাই। ইহ পরকালে জীব সকল তাঁহারই দিকে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে অগ্রসর হইতেছে। ধন্য তাঁহারা যাঁহারা দুঃখে পড়িয়াও শিক্ষা লাভ করেন; অমঙ্গল দেখিয়াও ঈশ্বরেতে আত্মসমর্পণ করেন।

সেণ্ট ক্লেয়ারের জীবনচরিত।

সেণ্ট ক্লেয়ার ফেভোরিনো নামক এক জন ইটালী দেশস্থ ভদ্রলোকের কন্যা ছিলেন। ক্লেয়ার, এনগিস ও বিট্রিস তিন ভগিনী ছিলেন। ক্লেয়ার বাল্যাবস্থা হইতে উদারস্বভাবা এবং ধর্ম্মপরায়ণা ছিলেন। তাঁহার পিতা মাতা তাঁহার অল্প বয়সে বিবাহের কথা বলিতেন, কিন্তু তিনি ঈশাকে বিবাহের জন্য বরণ করিয়াছিলেন বলিয়া পিতা মাতার প্রস্তাবে অত্যন্ত ব্যথিত হইতেন। এই সময়ে সুবিখ্যাত সেণ্ট ফ্রান্সিস জীবনের পবিত্র দৃষ্টান্ত দেখাইয়া চারিদিকে প্রশংসা লাভ করিতেছিলেন, ক্লেয়ার কোন প্রকারে এক দিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া লইয়াছিছিলেন। সেণ্ট ফ্রান্সিসের অপূর্ব্ব বৈরাগ্য, জীবনের অনিত্যতা ও ঈশ্বরের প্রেমের কথা শুনিয়া তাঁহার হৃদয় এমনি চমকিত হইয়া উঠিল যে তিনি সেই স্থানেই সংসার ছাড়িবার প্রতিজ্ঞা লইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। অপর এক দিন সেণ্ট ক্লেয়ার আপন জননীর সহিত সেণ্ট ফ্রান্সিসের মন্দিরে উপস্থিত হইয়া অনেক উপদেশ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার মন ক্রমে নিতান্ত অস্থির ও সংসারের প্রতি বিরক্ত হইয়া উঠিল। পরিশেষে তিনি আর সংসারে থাকিতে না পারিয়া এক দিন সঙ্গোপনে বাটী হইতে পলায়ন করিয়া ফ্রান্সিসের আশ্রমের আশ্রয় গ্রহণ

করিলেন; তথায় যাইয়া আপনার উৎকৃষ্ট বসন ও বহুমূল্য অলঙ্কারাদি অঙ্গ হইতে চিরকালের মত উন্মোচন করিয়া বেদির সম্মুখে উৎসর্গ করিয়া ফেলিলেন। সেণ্ট ফ্রান্‌সিস স্বহস্তে তাঁহার সুন্দর চাঁচর কেশ কাটিয়া মস্তক মুণ্ডন করিয়া দিলেন এবং বৈরাগ্য বস্ত্র ও এক গাছি ডোর পরিধান, জন্য প্রদান করিলেন। তাঁহার আশ্রমে স্ত্রীলোক থাকিবার কোন বিশেষ স্থান না থাকায় সেই অষ্টাদশবর্ষীয়া বৈরাগিণী ক্লেয়ারকে তিনি একটী স্বতন্ত্র সন্ন্যাসাশ্রমে রাখিয়া দিলেন। ক্লেয়ারের বৈরাগ্যের কথা প্রচার হইতে না হইতেই সংসারের লোক একবাক্য হইয়া তাঁহার প্রতি অত্যাচার ও ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিল। তাঁহার আত্মীয় বন্ধুগণ এক দিন বলপূর্ব্বক তাঁহাকে গৃহে ফিরাইয়া আনিবার জন্য একত্রে তাঁহার আশ্রমে বলপূর্ব্বক প্রবেশ করিয়া তাঁহার হস্ত পদাদি ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিলেন। বিনীত বৈরাগিণী ক্লেয়ার কোন প্রকারে তাঁহাদের পরাক্রম অতিক্রম করিতে সক্ষম হইলেন। তিনি এমনি প্রাণপণে বেদি ধরিয়া রহিলেন যে তাঁহার বস্ত্রের অর্দ্ধাংশ তাঁহার আত্মীয়দিগের হস্তে ছিঁড়িয়া আসিল। আক্রমণকারীদিগের দয়া ও ঘৃণার উদ্রেক করিয়া দিবার জন্য তিনি বার বার তাঁহার মণ্ডিত মস্তক দেখাইতে লাগিলেন, এবং চীৎকার করিয়া কহিতে লাগিলেন "ঈশা তাঁহাকে তাঁহার কার্য্যের জন্য আহুত করিয়া আনিয়াছেন, তাঁহার আত্মার তিনি ব্যতীত অন্য কেহ স্বামী নাই।" তিনি নিশ্চয় জানিতেন যে তাঁহারা যতই তাঁহার প্রতি বল প্রকাশ করিবেন, ততই ঈশ্বর তাঁহাকে তদতিক্রমে বল বিধান করিবেন। তাঁহারা এই বলিয়া তাঁহাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন যে এ প্রকার নীচ ও ঘৃণিত বৃত্তি অবলম্বন করিয়া তিনি তাঁহাদিগের উচ্চ বংশে যৎপরোনাস্তি অপমান আনয়ন করিয়াছেন। তিনি সকল প্রকার অপমান ও তিরস্কার অম্লান বদনে বহন করিলেন এবং পরিশেষে ঈশ্বর তাঁহার মধ্য দিয়া জয় লাভ করিলেন। কিছু দিন পরে ক্লেয়ারের কনিষ্ঠা ভগিনী তাঁহার ন্যায় আবার বাটী হইতে পলায়ন করিয়া তাঁহারই নিকট আসিয়া বৈরাগ্য ব্রত অবলম্বন করিলেন। এই ঘটনাতে ক্লেয়ারের বংশের এবং সংসারের কোপাগ্নি সহস্র গুণে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। অন্যূন ১২ জন মল্ল ফ্রান্‌সিসের আশ্রমে বলপূর্ব্বক প্রবেশ করিয়া সেই চতুর্দ্দশবর্ষীয়া বালিকা এগিনিসকে তিরস্কার করিতে করিতে প্রহার করিতে লাগিল এবং সেই নবীনা বৈরাগিণীকে ধূলির উপর দিয়া টানিয়া লইয়া যাইতে আরম্ভ করিল। অসহায়া এগিনিস এই বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন "ভগ্নি ক্লেয়ার আমাকে রক্ষা কর আমাকে প্রভু ঈশার সেবা ও তোমার প্রেমপূর্ণ সহবাস হইতে বিচ্যুত হইতে দিও না।" পরিশেষে তাঁহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞাই জয় লাভ করিল। দস্যুরা তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল। পরে এক দিন আর্য্য ফ্রান্‌সিস আসিয়া স্বহস্তে সেই পরমা সুন্দরী বালিকার মস্তক মুণ্ডন করিয়া তাঁহাকে বৈরাগ্য বাস প্রদান করিলেন। সত্য ও পবিত্রতার এমনি আশ্চর্য্য মহিমা যে অল্প দিন পরেই সেণ্ট ক্লেয়ারের মাতা এবং তাঁহার বংশের বোল জন স্ত্রীলোক আসিয়া তাঁহার অনুকরণ করিয়া সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করিলেন ও তাঁহার অনুগামিনী হইলেন। এই সময়ে অনেক গুলিন সম্ভ্রান্ত পরিবারের স্ত্রীলোক আসিয়া ফ্রান্সিসের বৈরাগ্য আশ্রমের শরণাপন্ন হইলেন। ফ্রানসিস এই অবসরে একটী স্ত্রীলোকদিগের আশ্রম (নানারি) সংস্থাপন করিয়া ক্লেয়ারকে তাহার অধ্যক্ষতার পদে নিযুক্ত করিলেন। ক্রমে সেণ্ট ক্লেয়ারের পবিত্র বৈরাগ্য ও ঈশ্বর প্রেমের কথা স্বর্গীয় অগ্নির ন্যায় চারিদিকে এমনি ছড়াইয়া পড়িল যে রাজকন্যারাও অপূর্ব্ব বস্ত্র, অলঙ্কার, ধন, সম্পত্তি ও রাজ্য ভোগ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার জীবন অনুকরণ করিতে লাগিলেন এবং চিরবৈরাগ্য ব্রত অবলম্বন করিলেন। অল্পদিনের মধ্যে ক্লেয়ারের দৃষ্টান্তে ইউরোপের অনেক স্থানে তাঁহার আশ্রমের অনেকগুলিন শাখা আশ্রম আপনাপনি প্রতিষ্ঠিত হইয়া পড়িল। সেণ্ট ক্লেয়ারের শিষ্যগণ কোন প্রকার পাদুকা পরিধান করিতেন না, শয্যাবিহীন ধূলিতে শয়ন করিতেন, মৌনব্রত অবলম্বন করিতেন, বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত কাহারও সহিত কোন কথা কহিতেন না। সময়ে সময়ে অন্ন জল বিবর্জ্জিত হইয়া অভুতপূর্ব্ব কঠোর সাধনে নিযুক্ত থাকিতেন। ভয়ানক কৃচ্ছ্র সাধন করিয়া ক্রমে ক্রমে ক্লেয়ারের শরীর শীর্ণ বিবর্ণ ও যৎপরোনাস্তি বলহীন হইয়া উঠিল, কিন্তু তাঁহার স্বর্গীয় আত্মা তাঁহার অতি দুর্ব্বল শরীর মধ্যে থাকিয়া সর্ব্বদাই প্রসন্ন ও ঈশ্বরে নিমগ্ন থাকিত। তাঁহার মুখ সর্ব্বদাই হাস্য করিত। তিনি দীনতা ও বৈরাগ্যকে অন্তরের সহিত প্রেম করিতেন; এবং ইহাকে রিপু দমন, সংসারাসক্তি পরিত্যাগ ও অহংবিনাশের উৎকৃষ্ট উপায় বলিয়া জ্ঞান করিতেন, এবং ধৈর্য্য ও আত্মসংযম করিবার প্রধান কারণ বলিয়া জানিতেন, দুঃখ দারিদ্র্য ও কষ্টসাধনকে তিনি বহু মূল্য সম্পত্তি অপেক্ষা প্রাণপণে ভাল বাসিতেন। কিছুদিন পরে তাঁহার পিতার মৃত্যু হইলে তিনি অপর্য্যাপ্ত ধনের অধিকারিণী হইলেন। এ সমস্ত ধন লইয়া দরিদ্রদিগকে দুই হস্তে বিতরণ করিলেন, এক পয়সাও নিজের বা আপন আশ্রমের জন্য রাখিলেন না। পোপ গ্রেগরি তাঁহার ধনের এ প্রকার ব্যয় দেখিয়া যাহাতে তাহার কিয়দংশ তাঁহার আশ্রমের জন্য ব্যবহৃত হয় ইহার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। সেণ্ট ক্লেয়ার ধনসম্বন্ধে নিতান্ত অনাসক্ত ছিলেন। তিনি আকাশের পক্ষীদিগের দৃষ্টান্তে মুগ্ধ হইয়া পোপের নিকট সানুনয়ে এই বলিয়া প্রার্থনা করিলেন, যেন তিনি তাঁহাকে দারিদ্র্য, দীনতা ও বৈরাগ্যের অনুপম সুখ সম্ভোগ হইতে বঞ্চিত না করেন।

যদিও তিনি তাঁহার আশ্রমসমূহের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদে নিযুক্ত ছিলেন, তথাচ তিনি আপনাকে দাসদাসীদিগের অপেক্ষা কোন প্রকারে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিতেন না। আশ্রমের দাসদিগের দাস হওয়াই তাঁহার জীবনের সর্ব্বোচ্চ আশা ছিল। তিনি আশ্রমের নীচতম অধিবাসীদিগের পদদ্বয় প্রতিদিন স্বহস্তে ধৌত করিয়া দিতেন। ভিক্ষোপজীবী আশ্রমবাসীরা ভিক্ষা হইতে ফিরিয়া আসিলে প্রতিদিন তাহাদের মুখ চুম্বন করিয়া অভ্যর্থনা করিতেন এবং আহারকালীন তাহাদের পরিবেশন প্রভৃতি করিয়া সেবা করিতেন। সর্ব্বদাই রোগীদিগের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিতেন এবং তাহাদের মল মূত্র প্রভৃতি স্বয়ং পরিষ্কার করিতেন। কোন দাসদাসীকে এ সমস্ত কার্য্য করিতে দিতেন না। নীচতা দীনতা ও পরোপকারের অপূর্ব্ব সুখ ও পুণ্যের জন্য তাঁহার মন সর্ব্বদাই ব্যাকুল থাকিত। তাঁহার জীবন আচার্য্যের ও গুরুজনের অধীনতা শিক্ষা করিবার দৃষ্টান্ত স্থল। গুরু সেণ্ট ফ্রান্সিস যখনই তাঁহাকে যে আদেশ করিয়াছেন অত্যন্ত কঠোর হইলেও আনন্দ ও উৎসাহের সহিত তিনি তাহা সম্পন্ন না করিয়া ছাড়েন নাই। তাঁহার নিজের ইচ্ছা সম্পূর্ণরূপে বিনাশ হইয়াছিল। তিনি আচার্য্য ফ্রান্সিসকে এই রূপ লিখিয়াছিলেন যে "আমাকে যে প্রকারে হয় নিয়োগ করুন, আমি সম্পূর্ণরূপে আপনারই, ঈশ্বরকে আত্মসমর্পণ করিয়া আমি আর নিজের নাই।"

উপাসনাই তাঁহার জীবনের এক মাত্র বল ও শান্তির স্থল ছিল। সর্ব্বদাই তিনি সাষ্টাঙ্গে মৃত্তিকার উপরে প্রণিপাত করিয়া থাকিতেন। বার বার মৃত্তিকা চুম্বন করিয়া চক্ষের জলে ধৌত করিতেন। রজনী প্রভাত হইতে না হইতে সর্ব্বাগ্রে তিনি গাত্রোত্থান করিতেন। আশ্রমবাসীদিগের সকলকে জাগ্রৎ করিবার ঘণ্টা নিজে বাজাইতেন। যখন তিনি উপাসনা ঘর হইতে বাহির হইতেন, তাঁহার মুখ এবং চক্ষু দিয়া এমনি এক প্রকার জ্যোতি নির্গত হইত যে তাঁহাকে যে দেখিত তাহার মন অত্যন্ত কঠোর হইলেও তাহাতে স্বর্গের ভাব উদ্দীপ্ত হইত এবং তাঁহাকে সে অবস্থায় দেখিয়া সকলেই কহিত যে তিনি জ্যোতিস্বরূপ ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিলেন। তিনি উপাসনা কালে আপনাকে ও সংসারকে সম্পূর্ণ রূপে ভুলিয়া ঈশ্বরেতে নিমগ্ন হইতেন।

ক্রমে রোগ আসিয়া সেণ্ট ক্লেয়ারের শরীরকে আক্রমণ করিয়া ফেলিল। শয্যাগত ও মুমূর্ষু অবস্থায়ও তাঁহার ঈশ্বরপ্রেম ও স্বর্গীয় উদ্যম দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। তিনি আটাইশ বৎসর যাবৎ অসহ্য রোগযন্ত্রণা ভোগ করিয়া জীবনের শেষ অবস্থায় এই রূপ কহিয়াছিলেন "যে আমি ঈশ্বরকে প্রণাম করি, তিনি আমাকে দুঃখ সহ্য করিতে শিক্ষা দিয়াছেন। আমাকে পৃথিবীর রোগ ও দুঃখ কখনই যন্ত্রণা দিতে পারে নাই। যে ঈশ্বরকে ভাল বাসে তাহার নিকট কিছুই কষ্টকর নহে। কিন্তু যে হৃদয়ে তাঁহার প্রেম নাই, তাহার কাছে সকলই অসহ্য।" ক্রমে ক্লেয়ারের আসন্ন মৃত্যু দেখিয়া তাঁহার শিষ্যগণ, ভগিনী ও অন্যান্য সকলেই ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। স্বর্গের অনুপম শোভা ও আকর্ষণের কথা বলিয়া সকলেকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। অবশেষে ঈশ্বরধ্যানে ও তাঁহার নিকট উপাসনা করিতে করিতে আনন্দচিত্তে সকলের নিকট বিদায় লইয়া ১১ই আগষ্ট ১২৫৩ খৃঃ ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

রবিবার ২৪ শে জ্যৈষ্ঠ,১৭৯৭ শক।

আনন্দ মহাযোগ কোন্ সাধকের স্পৃহনীয় নহে? ব্রহ্মপূজা ব্রহ্মসেবা করিলে যে আনন্দ লব্ধ হয়, তাহার সমষ্টি কোন্ যোগী না প্রার্থনা করিবেন? আমরা সুখের জন্য প্রাণ ধারণ করিতেছি, অনন্তকাল ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিব এ জন্য সৃজিত হইয়াছি। আমরা দুঃখ পাই বিপদে নিপতিত হই সংশোধনের জন্য, লক্ষ্য সেখানে, গম্যস্থান সেখানে, যেখানে নির্ম্মলানন্দ উপভোগ করিব, ঈশ্বর পূজা করিয়া সিদ্ধকাম হইতে সক্ষম হইব। এক ঘণ্টা ঈশ্বরসহবাসের কি আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলা যায় না; এরূপ ভাবে সমস্ত দিন মগ্ন থাকিতে পারা যায়। পূজার আনন্দ বিশুদ্ধ, সুমিষ্ট, তাহাতে ব্রাহ্মের সমস্ত ভাব মগ্ন হয়। কেবলই ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মানন্দ রসপান। নামরসে মত্ততা, উপাসনার অঙ্গ সাধন, এ সকলই আনন্দ বর্দ্ধক। যে পরিমাণে ব্রহ্মের পূজা করি, সেই পরিমাণে হৃদয় ভৃত্য হইয়া সেবা করিতে চায় "হে নাথ! বল, আমার এই জীবন তোমায় দিয়া যেন কৃতার্থ হইতে পারি" উপাস্য উপাসকের মধ্যে এ প্রকার সেবার ভাব স্বাভাবিক। বিবেচনা করিলে প্রতিপন্ন হইবে উপাস্য কখন উপাসককে ভৃত্যভাব হইতে দূরে রাখিতে পারেন না। আমরা উপাসনার স্রোতে ভাসিয়া যাই; প্রেম উদ্বেলিত হইয়া উঠে; অন্তরের গভীর স্থানে প্রেম ভক্তি উদিত হইয়া সমস্ত হৃদয়কে প্লাবিত করে। আমরা সংসারকে নিকটে আসিতে দেই না; পাছে সেই দ্বার অবরুদ্ধ হয়, বিষয়চিন্তায় ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব আত্মাতে প্রতিভাত না হয়।

সাধক বিষয়চিন্তা হইতে নিবৃত্ত হইয়া ঈশ্বরের কার্য্য করিতেছেন, ভক্তি প্রেম উচ্ছ্বসিত হইতেছে, প্রাণ আকুল হইয়া অনুরোধ করিতেছে "হে ঈশ্বর! তুমি কি চাও, গরিবের হাত হইতে তুলিয়া লও। প্রভুর সেবা করিতে না পারিলে জীবন বৃথা। অন্তরে প্রভু ভক্তি আরও যথেষ্ট

নাই, সেবকের মন ইহাতে সন্তুষ্ট হইবে না।" আজ্ঞা পালন করিতে গিয়া, তিনি হাতে তুলিয়া যে কাজ দেন সেবক তাহাই গ্রহণ করে, তিনি হাতে তুলিয়া না দিলে সেবকের মনে আনন্দ হয় না। নামের গুণে তাহার মন মাতান গেল, কিন্তু ভৃত্যভাবে দাসভাবে কর্ম্ম করিতে না পাইলে, কে তাঁহাকে পরিতৃপ্ত করিবে? এ আনন্দে ভৃত্য কৃতকৃতার্থ হয় না। উপাসককে আনন্দ দিয়া কৃতার্থ করিলেন, আজ্ঞা দিলেন এই কর্ম্ম কর, তখনি তাহার পূর্ণ আনন্দ হইল। এই আজ্ঞা পাইবার জন্য ২৪ ঘণ্টা প্রভুর দ্বারে দাঁড়াইয়া থাকিল, যাই আজ্ঞা পাইল আর আনন্দ ধরে না। অদ্য তাঁহার আজ্ঞা উপার্জ্জন হইল, এই অপদার্থ শরীর তাঁহার কার্য্য করিবে, এই বলিয়া ভৃত্য আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। কার্য্য করা দূরে থাকুক, আদেশ শ্রবণ মাত্র প্রফুল্ল হইতে লাগিল। গরীব, কাঙ্গাল, ব্যাধি ও রোগগ্রস্ত এই শরীর, নিতান্ত অক্ষম, আমি করিব? প্রভু যে আজ্ঞা করিলেন, আমাকে প্রেম দৃষ্টিতে দেখিলেন, এই আমার পক্ষে পরম সৌভাগ্য! আদেশ পালন করিতে পারিলে না জানি কত আনন্দ হইবে। ক্ষমতা নাই, ঈশ্বর বলিয়াছেন সে কার্য্য সাধন করিতেই হইবে। কার্য্যের উপকরণ সমুদায় একত্র করিল, প্রাণসখার আজ্ঞা পালন করিতে উদ্যোগ করিল, অল্প পরিমাণে পালন করিতে সমর্থ হইল, আনন্দ ধরে না। ভৃত্যের এই অপদার্থ শরীর দ্বারা তাঁহার আজ্ঞা পালন হইল, ইহার অপেক্ষা আর আনন্দের কারণ কি আছে? সামান্য কাজ করিয়া হস্ত আরো সক্ষম হইল, মন আত্মপ্রসাদ সম্ভোগ করিল। তাঁহার আদেশ সুসম্পন্ন করার আনন্দ ভৃত্যের সমুদায় মনকে সুপ্রসন্ন করিয়া রাখিল। ভৃত্য আবার তাঁহার আদেশ শুনিবার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া রহিল। শুনিতে পাইল না, আদেশ পালন করিতে পারিল না, তবু আশা উৎসাহে কর্ণপাত করিয়া এক দৃষ্টে তাঁহার দিকে তাকাইয়া রহিল, আবার আদেশ আসিল, সেই আজ্ঞা প্রতিপালনে বাহির হইল। যেখানে যায়, সেইখানেই তাঁহার কার্য্য করে, ১ বৎসর ২ বৎসর পরম আনন্দে অন্যের প্রতি দয়া বিস্তার করিয়া অতিবাহিত হইল, কত আনন্দ কত আহ্লাদ! আজ এক আজ্ঞা পালন করিলাম, আবার সন্ধ্যার সময় এই কথা শুনিলাম, তিনি বিশেষ ভার অর্পণ করিলেন। নিকটে আসিতে বলিলেন, প্রথমে বিশেষ স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন, বিশেষ লোকের পদ সেবা করিতে বলিলেন, আর শরীর অস্পৃশ্য মন অগ্রাহ্য রহিল না, আর মরিবার ভয় রহিল না; কেননা প্রভু আনন্দে মরিতে দিবেন। দাস মরণ দিনের প্রতি আনন্দ দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল। তিনি সেই দিনে বলিবেন, "দাস তোমার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়াছি, তুমি অনন্তকাল পুরস্কার সম্ভোগ কর।" অনুগত ভৃত্য নিশ্চিত জানেন, এখানে সেবায় যৎপরোনাস্তি আনন্দ লাভ হইবে, মৃত্যু যন্ত্রণারও ভয় থাকিবে না। সে সময়ে ঈশ্বর প্রসন্ন হইয়া আশীর্ব্বাদ করিবেন, ভৃত্য পরম আহ্লাদে পরলোক যাইতে সক্ষম হইবে।

ঈশ্বরের আদেশ পাইয়া যদি একটী কাজ করা যায়, একটী অল্প হউক তাহাই যথেষ্ট। সাধু ব্যক্তি অনেক কাজ করেন, কিন্তু উহা ঈশ্বরের কাজ নহে। তিনি পরোপকার করিয়া সে সুখ সম্ভোগ করিতে পারেন না। পৃথিবীর ধর্ম্ম যেখানকার, পুরস্কার সেখানেই থাকিয়া যায়। ঈশ্বরের ভৃত্য সমুদয় বৎসর যদি তাঁহার একটী আদেশ সাধন করিতে পারে, তাহা হইলেই কৃতার্থ হয়। ধন্য সেই সাধক যিনি প্রতিদিন তাঁহার আদেশ শুনিতে চান, শুনিতে পাইয়া তাহা পালন করেন। তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতে গিয়া আমার সমুদায় তাঁহাকে দিতে হইবে। আমার বলিবার যাহা কিছু আছে তাহা তিনি স্বহস্তে তুলিয়া লইলেন এই জন্য আমি বৈরাগী। সমুদায় বিষয় সম্পত্তির উপরে আর আপনার বলিবার কিছুই রহিল না। প্রথমে কেবল চাহিবে, কিছু দিব না এরূপ হয় না। তিনি যখন যাহা চান, তখন তাহাই দিতে হইবে। সংসারের বিষয়সুখ সকলই তাঁহার চরণতলে সমর্পণ করিয়া রাখিব। যখন বলিবেন উহার একটী তুলিয়া দাও, তখন তাহাই তুলিয়া দিব। যে বৈরাগী আপনি কষ্টে শ্রেষ্ঠে সব দিতেছেন তাঁহার পুরস্কার লাভ হইল না। তিনি ঈশ্বরের উদ্দেশে দিতেছেন বটে, কিন্তু তাঁহার অন্তরে প্রসন্নতা নাই। তিনি একটী একটী বস্তু চাহিতেছেন, এক একটী করিয়া দিতেছি এরূপ বৈরাগ্য না হইলে সুখ হয় না। এত দিলাম সংসারের বৈরাগী কেবল এই ভাবে। ঈশ্বর মন্ত্রে দীক্ষিত বৈরাগী দেখে ঈশ্বর আমার নিকটে একটী টাকা চাহিয়াছেন, আমি তাহা তাঁহাকে তুলিয়া দিয়াছি, অন্ন চাহিলেন অন্ন দিয়াছি, এই সুখ হইতে বঞ্চিত হও বলিয়াছেন বঞ্চিত হইয়াছি। আজ ভোগবিলাসবিবর্জ্জিত আমোদ করিতে বলিয়াছেন সেই রূপ করিয়াছি। বলিলেন ও পথে অগ্রসর হইও না অগ্রসর হইলাম না, তৃষ্ণায় জলপান করিতে গেলাম বলিলেন তৃষ্ণায় জল মুখে দিও না, অমনি দূরে বিষবৎ পরিত্যাগ করিলাম, বন্ধু বান্ধব ছাড়িয়া নির্জ্জনে গিয়া কঠোর ব্রত সাধন করিতে বলিলেন, তাহাতেই প্রবৃত্ত হইলাম! যথার্থ বৈরাগ্যের বিধি এই, যথার্থ বৈরাগী ভৃত্য এবং দাস। এরূপ বৈরাগীর কার্য্যে তৃপ্তি ও প্রসন্নতা লাভ হয়। বৈরাগী হইব বলিয়া সমুদায় সুখে জলাঞ্জলি দিলাম, যাহা কিছু ছিল সকলই ত্যাগ করিলাম, ইহা বিকৃত বৈরাগ্য। ইহার সমুদায় ত্যাগ ভস্মে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। ঈশ্বর অমুক সামগ্রী চাহিলেন, আমি তাঁহাকে অর্পণ করিলাম, এরূপ জানিয়া যে ত্যাগ করিতে পারিল না, তাহার সমুদায় ত্যাগের সামগ্রী নদীজলে নিক্ষেপ করা হইল। যখন ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার অর্পিত সামগ্রী তাঁহার চরণতলে অন্বেষণ করিতে লাগিল তাহা দেখিতে পাইল না। জিজ্ঞাসা করিল, অমুক সামগ্রী তোমায় অর্পণ করিয়াছিলাম তাহা কৈ? সে দ্রব্য তুমি তোমারই হস্তে দিয়াছিলে, তিনিতো তাহা নিজ হস্তে গ্রহণ করেন নাই, তিনি তাহা স্পর্শও করেন নাই। ভ্রাত! বিবেচনা করিয়া দেখ তুমি উদাসীন হইয়া প্রত্যেক সামগ্রী তাঁহাকে প্রদান করিলে, তাহা তিনি গ্রহণ করিলেন না, আর তিনি যাহা তোমার নিকট চাহিলেন তুমি দিলে তিনি গ্রহণ করিলেন। তাঁহার আদেশ পালন করিবে বলিয়া সকল ছাড়িয়া ধর্ম্ম পালন করিলে, হৃদয়ে তোমার সাধুত্ব ফুল ফুটিল, তিনি তোমার হৃদয় উদ্যান হইতে স্বয়ং সেই ফুল তুলিয়া লইলেন, তোমার প্রত্যেক কষ্ট সুখ উৎপাদন করিল, নিরুপম প্রফুল্লতা লাভ করিলে।

ঈশ্বরের ভৃত্যের দুই অধিকার লাভ হয়। তাঁহার বলে সাধন, তাঁহার প্রসাদে তুলিয়া দেওয়া। উপাসক নয়ন নিমীলিত করিয়া ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন, যতই ভাবেন উচ্চ গভীর ভাবে নিমগ্ন হন, স্মর মাত্রেণ উচ্চ আনন্দ লাভ করেন। নাম শুনিয়া আনন্দ সাগরে ভাসেন, কিন্তু ইহাতেও অর্দ্ধেক সুখ লাভ হইল, সমস্ত সুখ ভৃত্য না

হইলে পাওয়া যায় না। প্রাণসখার ইচ্ছা পালন না করিলে হৃদয় বিষাদে আচ্ছন্ন হয়। হৃদয় বিপদের ঘন মেঘে আচ্ছন্ন, মনের অন্ধকার ঘুচিল না। দয়ার সাগর দুঃখ দূর করিবেন বলিয়াছেন, তাঁহার আদেশ পালন করিলাম, তাঁহার নিকট গিয়া দেখি তাঁহার মুখে সেই কথাটী লিখিত আছে। সেই আনন্দচন্দ্রের উপরে এক খানি মেঘ আবৃত রহিয়াছে। যখন তাঁহার মুখে শুনিলাম, "সন্তান কেন নিজের দুঃখ বৃদ্ধি করিতেছ, কেন আমার আদেশ অবহেলা করিতেছ", তখন বুঝিলাম যত দিন তাঁহার বাধ্য দাস না হইব তত দিন এ দুঃখ সহ্য করিতেই হইবে। আর দুঃখ সহ্য করিব না। আজ এই আসক্তি তুলিয়া ফেলিতেই হইবে। ছাড়িতে হইবে বলিয়া অনুগত ভৃত্য ৫০ বৎসরের আসক্তি ছাড়িতে যত্ন করিল তথাপি ছাড়িতে পারিল না। এখন এ আসক্তি ছাড়িবার জন্য শক্তি আসিবে কোথা হইতে? তিনি স্বয়ং দিবেন। যিনি ভৃত্য করিলেন, তিনি অবশ্য সাধন করাইয়া লইবেন। এ সম্বন্ধে ক্ষমতা বল তিনিই দিবেন। সম্মুখে বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে চলিতে হইবে, যে দশ ক্রোশ মধ্যে এক ক্রোশ ভাবিবে সে অনায়াসে চলিতে পারিবে, পথ সুগম প্রতীত হইবে। কেননা পথ সংকীর্ণ করিয়া লওয়া হইয়াছে। যে মনে করিল ৪০ বৎসর বাঁচিব, উঃ! এত দিন অমুক পাপ করিব না, মনে ভাবিয়া হতাশ হইয়া পড়িল। এত রিপু কিরূপে ছেদন করিব ভাবিতে ভাবিতে মন অবসন্ন হইল, আশা প্রদীপ নির্ব্বাণ হইল। বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রকে সঙ্কীর্ণ কর। আমার বল নাই, সম্বল নাই নিবেদন কর, বল, আমি এক সপ্তাহ কেবল ভৃত্য থাকিব; এক সপ্তাহের সেবা ভার গ্রহণ করিয়া তুষ্ট করিবার যত্ন করিব, ঠিক থাকিতে চেষ্টা করিব, ঈশ্বর এ উক্তি শ্রবণ করিবেন। এ প্রকার প্রণালী অবলম্বন করিলে নিশ্চয় কৃতকার্য্য হইবে। যে ব্যক্তি মনে করে আমি একেবারে সমস্ত জীবন নিষ্কলঙ্ক থাকিব, সে ভয়ানক অহঙ্কারী। তাহার পদে পতনের সম্ভাবনা। বল "হে ঈশ্বর! আমি সপ্তাহ ব্রত গ্রহণ করিতেও সাহসী নই, দুই দিন তোমার নিকটে দাস হইয়া পড়িয়া থাকিব।" ঈশ্বর স্বর্গ হইতে তোমার উপরে কত আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিবেন। তোমার কিছুতেই রাগ পরাজয় হয় না, বল এই ব্রত গ্রহণ করিলাম দুদিন রাগ করিব না। দুদিন রাগ করিলে না। ৪০ বৎসর জীবিত রহিলে, সে ৪০ বৎসরের মধ্যে দুদিনও নির্ম্মল রহিয়াছে, দুদিন পাপ কর নাই স্মরণ করিয়া প্রসন্নতা লাভ করিবে। ফলতঃ দেখিবে দুই দিন বলিয়া আরম্ভ করিলে, দুই দিবস হইতে ১ সপ্তাহ ১ মাস ১ বৎসর রিপু আক্রমণ হইতে মুক্ত থাকিতে পারা যায়। যে দুদিন বিশুদ্ধ থাকিতে পারে, সে সমুদায় জীবন বিশুদ্ধ থাকিতে পারে। অতএব বলি ব্রত গ্রহণে সমুদায় জীবন প্রমুক্ত থাকিব, ইহা বলিয়া লোভ করিও না। অল্প সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া লও যদি এক দিন প্রভুকে সন্তুষ্ট করিতে পারি, সেইটী চির জীবনের জন্য আদর্শ রহিল। সেই দিকে দৃষ্টি করিয়া উৎসাহের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত থাকিবে। এক দিনও যে পবিত্র ভাবে তাঁহার সেবা করিয়াছি, ইহা স্মরণ করিয়া সকল দুঃখ চিন্তা ভাবনা চলিয়া যাইবে। যদি ভৃত্য একবার ব্রত গ্রহণ করিয়া পালন করিতে সমর্থ হয়, তবে তাহার চির-জীবনের আশা হইল।

প্রেরিত।

সম্পাদক মহাশয়!

গত ১৬ ই জ্যৈষ্ঠের ধর্ম্মতত্ত্বে আমার মত পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলা হইয়াছে। এই কয়েকটী কথাতে আমার সকল কথা প্রকাশ হয় নাই সুতরাং আরও কিছু বলা আবশ্যক বোধ হইতেছে। অনুগ্রহ করিয়া সমগ্র পত্র খানি প্রকাশ করিবেন, কিছু মাত্র ছাড়িবার বা পরিবর্ত্তন করিবার আবশ্যকতা নাই। পত্রটী কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হইবে কিন্তু সে অপরাধ ক্ষমা করিতে হইতেছে, কারণ আমার প্রতি প্রকাশ্য দোষারোপ করিয়া যদি আমাকে নিজের পক্ষ সমর্থন করিতে না দেন তাহা হইলে ন্যায় থাকে না।

প্রধানতঃ তিনটী বিষয়ে আমার মত পরিবর্ত্তনের কথার উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রথমতঃ আমি পূর্ব্বে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মকে হিন্দুধর্ম্ম বলিতাম না। এক্ষণে হিন্দুধর্ম্ম বলিতেছি। দ্বিতীয়তঃ আমি পূর্ব্বে ব্রহ্মমন্দিরকে লক্ষ্য করিয়া কবিতা লিখিয়াছিলাম, এক্ষণে সেই মন্দিরকে খৃষ্টীয় গির্জ্জার অনুরূপ বলিয়া আপত্তি করিতেছি। তৃতীয়তঃ আমি পূর্ব্বে ঈশ্বরের নিকট আদেশ প্রাপ্ত হইয়া প্রচার ব্রত অবলম্বন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলাম এক্ষণে, সে লক্ষ্য পরিত্যাগ করিয়া চাকরী স্বীকার করিয়াছি। প্রথম দুইটী সম্বন্ধে আপনি আমার ভাব গ্রহণ করিতে সমর্থ হন নাই, তৃতীয়টীর বিষয়ে আপনাদের প্রদর্শিত পরিবর্ত্তন সত্য। প্রত্যেক বিষয়ে আমার যাহা কিছু বক্তব্য আছে তাহা সংক্ষেপে লিখিতেছি, সবিস্তার বর্ণনা জ্যৈষ্ঠ মাসের "সমদর্শীতে" প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। পাঠকগণকে তাহা দেখিবার জন্য অনুরোধ করি।

প্রথমতঃ রাজনারায়ণ বাবু যখন বলেন যে ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্ম তখন এ কথা অযথার্থ বোধে আমি তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিলাম। আমার এখনও সংস্কার আছে যে একথা যুক্তি সঙ্গত নয়। ব্রাহ্মধর্ম্ম উদার ও বিশ্বজনীন ইহা সত্যের সহিত সমব্যাপী সুতরাং ইহাকে কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের সহিত অভিন্ন বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিলে সত্যের ব্যাঘাত করা হয়; কিন্তু অপরদিকে "আমরা হিন্দু নই" "আমরা হিন্দু নই" এরূপ চীৎকারকেও আমি অনুচিত মনে করি। কারণ এতাদ্দ্বারা কেবল নিরর্থক দেশের স্নেহ শ্রদ্ধা ও মমতা হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। বিশেষতঃ যখন হিন্দুর রক্ত আমাদের প্রত্যেক শিরাতে প্রবাহিত—হিন্দু সমাজের বক্ষে আমরা প্রতিপালিত—হিন্দুজাতির শত শত শতাব্দীর উপার্জ্জিত সদ্গুণ সকলের উত্তরাধিকারী, তখন 'আমরা হিন্দু নই' আমরা হিন্দু নই' একথা শুনিতেও ভাল নয়। আমরা দিন দিন দেশস্থ বন্ধুদিগের বিদ্বেষ ও ঘৃণার ভাজন হইয়া পড়িতেছি, ইহাতে কোন্ ব্রাহ্ম না দুঃখিত হইবেন। যে ভারত আশ্রমে বাবু কেশবচন্দ্র সেন ও বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের ন্যায় ব্যক্তিরা সপরিবারে বাস করেন—যেখানে আমি সপরিবারে ছিলাম এবং আপনারা আছেন—সেই আশ্রমবাসীনী কুল কামিনীদের প্রতি লোকে অতি অভদ্রোচিত ভাষা ব্যবহার করেন তাহাতে দেশের লোকের রোষ বা ক্ষোভের উদয় হইল না, পরন্তু লোকে আনন্দ প্রকাশ করিল, ইহা দেখিয়া আমরা কত দূর পর হইয়া পড়িতেছি তাহা কি জানিতে বাকি থাকে? আমি দেখিতেছি যে আমরা ক্রমেই দেশীয় খৃষ্টীয়ান অথবা চৈতন্য

বৈষ্ণবদিগের ন্যায় লোকের ঘৃণিত একটী ক্ষুদ্র দল হইয়া পড়িতেছি। ভারতবর্ষে এরূপ দলের অপ্রতুল নাই; আর একটী বাড়াইয়া লাভ কি? এই জন্যই বলি যথা সাধ্য দেশের লোকের সহিত সদ্ভাব ও বন্ধুত্ব রক্ষা করার জন্য চেষ্টা করা উচিত। এই ভাব দ্বারা প্রণোদিত হইয়াই আমি "হিন্দু নই" "হিন্দু নই" এই চীৎকারকে অবিবেচনার কার্য্য মনে করিতেছি (১)। দেশের লোকে দেখুন তাঁহাদের সুখে আমাদের সুখ; তাঁহাদের দুঃখ দারিদ্র্য আশা, ভরসা আমরা এ সমুদায়েরই অংশী, তাহা হইলেই তাঁহারা আমাদের কথা শুনিবেন; নতুবা সকল সম্পর্ক অস্বীকার করিয়া সকল বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিয়া ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিলে তাহাতে দেশের সংস্কার হইবে না। দুঃখের বিষয় যে আমরা দেশের লোকের শ্রদ্ধা মমতা অপেক্ষা বিদেশীয়দিগের শ্রদ্ধা ও প্রশংসা লাভের জন্য অধিক ব্যস্ত। ইংলণ্ডের লোকে বাহবা দিল তাহাতে আমাদের কি? আমরা ভারতবাসী সর্ব্বাগ্রে ভারত-বাসিদের মঙ্গল চাই, তাহারা আমাদের কথা না শুনিলে সকলি বিফল।

আমাদের মন্দিরের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহা কেবল মাত্র ব্রহ্মমন্দিরের গঠন প্রণালীকে লক্ষ্য করিয়া লিখিত হয় নাই। আমার বক্তব্য এই যে আমাদের সামাজিক উপাসনা প্রণালী, প্রার্থনা, সার্মন, হারমোনিয়ম অর্গান প্রভৃতি সমুদয় দেখিলেই খৃষ্টানদিগের অনুকরণ বোধ হয় এবং এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন। দেশের সামান্য লোকেরা এই জন্যই আমাদিগকে এক প্রকার খৃষ্টান মনে করে। আমরা যদি দেশীয় রীতি সঙ্গত কোন প্রণালী উদ্ভাবন করিতে পারিতাম অথবা পারি, তাহা হইলে বোধ হয় দেশের লোকের সহানুভূতি পাইবার একটু সুবিধা হয় (২)।

অবশেষে শেষ প্রশ্নে প্রবেশ করিতেছি। আদেশের মত সম্বন্ধে বাস্তবিক আমার কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। মনুষ্য যে আদিষ্ট অর্থাৎ ঈশ্বর দ্বারা "অনুপ্রাণিত" হয় তাহা আমি এখনও স্বীকার করি (১)। কিন্তু আপনারা যে প্রণালীতে আদেশ স্বীকার করেন তাহাকে ভ্রান্ত বলিয়া প্রতীতি হইয়াছে। ব্রাহ্ম সমাজে যে দিন "আদেশ" এই কথাটী উচ্চারিত হয়, তদবধি বহুদিন আমাকে অসহ্য যাতনা ভোগ করিতে হইয়াছে। আমি পূর্ব্বে জানিতাম বিবেকই ঈশ্বরের আদেশ কিন্তু পরে শুনিলাম, যে বিষয়ে বিবেকের কোন সম্পর্ক নাই তাহাতেও ঈশ্বরের আদেশ শুনিতে পাওয়া যায়। ভারত আশ্রম কোন বাড়ীতে থাকিবে প্রশ্ন করিলে ঈশ্বর উত্তর দিয়া থাকেন। আচার্য্য মহাশয়ের ন্যায় ব্যক্তি যখন এই মত প্রচার করিলেন তখন হঠাৎ অগ্রাহ্য করিতে পারিলাম না। হৃদয়ে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হইতে লাগিল। প্রতিদিন উপাসনার সময় ঈশ্বরকে নানা প্রকার প্রশ্ন করিতে লাগিলাম কিন্তু সন্তোষজনক উত্তর পাইতাম না। যদি বা কখনও এক প্রকার ভাব ও বিশ্বাস উপস্থিত হইত, পরক্ষণেই তাহার বিরুদ্ধে অনেক যুক্তি আসিত। তখন আমার মনে এই প্রশ্ন উদিত হইল "হৃদয়ে যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া প্রতীত হইতেছে, ইহা আমার কল্পনা কিম্বা ঈশ্বরের বাণী কি না বুঝিবার উপায় কি?" আচার্য্য মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন "গলা চিনা" অর্থাৎ তাহা আমার কথা নয় ঈশ্বরের কথা এরূপ বুঝিতে পারা। এইটীইত আমার প্রশ্ন, সুতরাং এ উত্তরে সন্তুষ্ট হইতে পারিলাম না। আরও ব্যাকুলতা বৃদ্ধি হইল। তখন আপনাদিগকে আত্ম প্রতারিত ভাবা অথবা নিজেকে আধ্যাত্মিক উন্নতিসম্বন্ধে অতি হীন বিবেচনা করা, এই দুইএর একটা পক্ষমাত্র রহিল। আমি দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিলাম এবং মনকে আচার্য্য মহাশয় যাহা যাহা আদেশ বলেন তাহাকে আদেশ বলিয়া কেন বুঝে না বলিয়া তিরস্কার আরম্ভ করিলাম (২)। এই সময়ে কলেজ পরিত্যাগ করিয়া আমরা জীবনের লক্ষ্য স্থির করা আবশ্যক হইল। ধর্ম্মবিষয়ে আলাপ করা আমার অতি প্রিয় ও পুণ্যকর কার্য্য সুতরাং সেই দিকেই আমার হৃদয় বলবৎ রূপে আকৃষ্ট হইতে লাগিল এবং একবার প্রচার কার্য্যই আমার ঈশ্বরাদিষ্ট কার্য্য বলিয়া প্রতীত হইল; সেই মর্ম্মে আচার্য্য মহাশয়কে লিখিলাম। কিন্তু তখনও দুইটী বিষয়ের জন্য আমার হৃদয়ে বার বার দ্বৈধা উপস্থিত হইতে লাগিল। প্রথমতঃ আমার জীবনে এমন কিছু কলঙ্ক আছে ও আমার চরিত্র তখনও এত ঘৃণার্হ বোধ হইতে লাগিল যে আমার পক্ষে প্রচারক

(১) আমরা "হিন্দু নই" যখন বলা হয়, তখন উহা কোন্ ভাবে বলা হইয়া থাকে, শিবনাথ বাবু তাহা বুঝিতে পারেন না এ কথা কি প্রকারে বলা যাইবে? যখন তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মকে হিন্দু ধর্ম্ম বলা "অযথার্থ" এবং "যুক্তি সঙ্গত নয়" মনে করেন, তখন তিনি "হিন্দু" অর্থাৎ তদ্ধর্ম্মাবলম্বী নন স্বয়ংই বলিতেছেন, তবে আর বিবাদের বিষয় কি? বিবাহের আইন অনুসারে যখন হিন্দু নই বলা হয়, তখন তাহাতে জাতি না ধর্ম্ম বুঝাইয়া থাকে? শিবনাথ বাবু কি জানেন না আচার ব্যবহারাদিতে আমরা আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষগণের কেমন পক্ষপাতী? উপনিষদাদিতে আমাদিগের কেমন আদর? কতবার তিনিই তো কলিকাতা সমাজের সভ্যগণকে বিপরীতাচারী বলিয়া উপহাস করিয়াছেন। সং।

(২) বর্ত্তমান উপাসনা প্রণালী, প্রার্থনা, সার্মান, হারমোনিয়ম ইত্যাদি পরিত্যাগ করিয়া "দেশীয় রীতি সঙ্গত কোন উৎকৃষ্টতর প্রণালী উদ্ভাবন" করণান্তর শিবনাথ বাবুর এ কথা বলিলে ভাল হইত। নতুবা খৃষ্টীয়ান বলিয়া নিন্দা করিলে কল্য অবধি সমুদায় ব্রাহ্মসমাজ বন্ধ করিতে হয়। বস্তুতঃ শিবনাথ বাবুকে বাড়াবাড়ী করিলে সামাজিক উপাসনা উঠাইয়া দিতে হয়। কেননা সহস্র উপায় উদ্ভাবন করিলেও উহা বিজাতীয় থাকিয়া যাইবে। কারণ হিন্দুগণের উপাসনা একক, সমাজ বদ্ধ হইয়া কোন দিন ছিল না। সং।

(১) "অনুপ্রাণিত শব্দে শিবনাথ বাবু "আদিষ্ট" [Inspired] স্বীকার করিয়াও উহার জীবনব্যাপিতা স্বয়ং অনুভব করেন নাই বলিয়াই গোলে পড়িয়াছেন।

(২) আমাদিগকে এবং তার সঙ্গে২ আচার্য্য মহাশয়কে যদি "আত্মপ্রতারিত" বলিয়া আশঙ্কা হইল এবং সর্ব্বশেষে সেই সিদ্ধান্তই দাঁড়াইল, তবে আমরা যাহাকে আদেশ বলি তাহাকে আদেশ বলিয়া মন বুঝে না এজন্য আত্মতিরস্কারের আবশ্যকতা কি? মতে যাহা স্বীকার করা যায় হৃদয় তাহাতে সায় না দিলেই আপনাকে তিরস্কার করিতে হয়। শিবনাথ বাবুর সেই অবস্থা ঘটিয়াছিল। তাঁহার মত ও হৃদয়ে মিল হইল না বলিয়া তিনি মত পরিত্যাগ করিলেন। সং।

হওয়া লোককে প্রতারণা করা বলিয়া সংকোচ জন্মিল। দ্বিতীয়তঃ আমার উত্তমর্ণ ও স্ত্রী পুত্রের দাওয়া সকল কার্য্য অপেক্ষা গুরুতর বোধ হইতে লাগিল। বিবেক আমাকে তিরস্কার করিতে লাগিল। অবশেষে আমার পক্ষে অতি উচ্চ প্রচারক জীবনের আশা অকর্ত্তব্য বিবেচনায় তাহা পরিত্যাগ করিলাম। আমার বর্ত্তমান মত এই যে ঈশ্বর প্রীতি বর্দ্ধিত হইলে মানুষকে আদেশের জন্য ব্যস্ত হইতে হয় না। প্রীতি মনুষ্যকে ঈশ্বর দ্বারা 'অনুপ্রাণিত' করে এবং যাহা কিছু সৎ, যাহা কিছু মঙ্গল, যাহা কিছু সত্য ও যাহা কিছু পবিত্র তাহার দিকে হৃদয় স্বতই প্রধাবিত হয়। "আদেশ" "আদেশ" করিয়া চীৎকারের কিছু মাত্র প্রয়োজন নাই; তাহাতে আমার ন্যায় অনুন্নত ব্রাহ্মদিগকে ভ্রম ও কল্পনার হস্তে ফেলিয়া দেওয়া হয়। আমি যখন ব্রাহ্মসমাজে প্রবিষ্ট হই, তখন আদেশের মত প্রচার হয় নাই; সুতরাং আদেশ বিবেচনায় আমি নাই। যখন পৌত্তলিকতার সহিত সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করি তখন আদেশ বোধে করি নাই, যখন উপবীত পরিত্যাগ করিয়া নিম্ন লিখিত কবিতাটী লিখি

"ভাসারে জীবন তরি বিপত্তির সাগরে,
যাই দেব! দেখ দেখ রক্ষা করো আমারে।
মোর পক্ষ ছিল যারা বিপক্ষ হইল তারা
ঘেরিল সকল দিক অপবাদ আঁধারে।
বহিল প্রলয় ঝড় মস্তকের উপরে।"

তখন আদেশের মত বুঝিয়া করি নাই। কেবল যাহা উচিত ভাবিয়াছি করিয়াছি এখনও নিশ্চিন্ত আছি। আদেশের মত জানিবার পূর্ব্বেও ঈশ্বর যদি আমাকে এত সুপথে আনিয়া থাকেন, তবে সরল ও সত্যপ্রিয় থাকিলে এখনও আমাকে সুপথে লইয়া যাইবেন। আশীর্ব্বাদ করুন তাঁহার প্রতি আমার প্রীতি বর্দ্ধিত হউক। আদেশের মত মাথায় থাকুক, আপনারাও মাথায় থাকুন। এই অল্প বুদ্ধি শুদ্ধি ও অল্প বিবেকে যাহা উচিত বুঝিব তাহাই করিব এবং তাহাই বলিব। আপনারা ভয় করিয়াছেন, আমি লজ্জিত হইব। লজ্জার কারণ কি? আমি যাহা বাস্তবিক বুঝিতে পারি না তাহা বুঝিতে পারি না বলা এবং সরল বিশ্বাসের অনুরূপ কার্য্য করা কি দুষ্কর্ম্ম? হয়ত কোন কোন পাঠক আমাকে অবিশ্বাসী ও পতিত মনে করিতেছেন, কি করি যাহা ঘটিয়াছে তাহাই অকপটে বলিলাম। ইহাতে যদি কেহ আমাকে অব্রাহ্ম বলিতে চান সচ্ছন্দে বলিবেন। কারণ আমি সে রূপ শত সহস্র কটূক্তিতে কিছু মাত্র ভীত বা ক্রুদ্ধ হইব না। তবে যদি কেহ উদার ভাবে বিচার করিতে চান তাঁহাকে বলি যে আদেশের মত না মানিলেও এক জনের যথেষ্ট ঈশ্বর প্রীতি থাকিতে পারে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে আমার ন্যায় মন খুলিয়া বসিলে পনর আনা লোকের আদেশ কেবল কর্জ্জ করা আদেশ বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে (১)। তাঁহাদের মন ভাঙ্গিয়া উপহাসাস্পদ হইবার প্রয়োজন নাই, মনে মনে বিচার করিয়া দেখিবেন। এবং যাহাতে অকপট ঈশ্বর প্রীতি বর্দ্ধিত হয় তাহার চেষ্টা করিবেন। ব্রাহ্মের পক্ষে অন্য মন্ত্র নাই।

শ্রী শিবনাথ ভট্টাচার্য্য।

অন্ততঃ তাঁহার নিজের সম্বন্ধে তো যাহা বলিয়াছেন তাহাই হইয়াছে। সং।

সম্বাদ।

খাটুরা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু লক্ষ্মণ চন্দ্র আস মৃত ব্রাহ্মিকা পত্নীর স্মরণার্থ প্রচারকগণের পরিবারের বস্ত্র জন্য প্রতি মাসে ৮৲ টাকা দান করিবেন।

ইন্দোরস্থ শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাগোবিন্দ নন্দী প্রচারকদিগের আহারার্থ ৩ মোন চাউলের মূল্য স্বরূপ ১০৲ টাকা প্রতি মাসে দান করিয়া থাকেন।

"অযথাদোষারোপ" প্রবন্ধে পৌত্তলিকতা সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহাতে "পৌত্তলিক ছিল না" স্থলে, এখনকার ন্যায় পৌত্তলিক ছিল না; "তাহাতে তাহাদের পাপ হইয়াছে কে বলিবে?" স্থলে জ্ঞানকৃত পাপ হইয়াছে কে বলিবে; "সুতরাং তাহাদের আত্মা" স্থলে, সুতরাং বলিতে পারা যায় তাহাদের আত্মা; "তাহারা পৌত্তলিক" স্থলে, বিশেষ পৌত্তলিক, এই রূপ পাঠ সঙ্গতি করিয়া ভ্রম শোধন করিয়া লইতে হইবে।

আমরা নানা কারণে প্রচার কার্য্যালয়ের গত ১২ মাসের আয় ব্যয় হিসাব প্রকাশ করিতে পারি নাই। সুবিধা মত সে সমুদায় হিসাব দেখাইবার ইচ্ছা রহিল। এ বারে যে টাকা প্রাপ্তি স্বীকার করা গেল, তাহা ১লা জুলাই হইতে ১৫ই জুলাই পর্য্যন্ত ১৫ দিনে হইয়াছিল।

মাসিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,	(রাওলপিণ্ডি)		৫৲
বে[illegible]ধব ঘোষ,	ঐ		৩৲
মহেন্দ্র নাথ ঘোষ,	ঐ		২৲
কৈলাস চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,	ঐ		২৲
মধু সূদন সেন ...	...	...	১৲
নরেন্দ্র নাথ সেন	...	...	৬৲
,, মতি লাল শীল	...	...	৷৷০
মহেন্দ্র নাথ নন্দন	...	...	৷০
কৃষ্ণদয়াল রায় ...	...	...	১৲
গোপাল চন্দ্র মল্লিক	...	...	৪৲
,, হরি দাস শ্রীমানি	...	...	২৲
কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজ	..	...	৪৲
অক্ষয় কুমার রায়	...	...	১৲
,, রাখাল দাস দত্ত	...	...	৷৷০
			৩২৷৷০

এক কালীন দান।

শ্রীযুক্ত সর্দ্দার দয়াল সিংহ, (অমৃতসর)	২০০৲
	২০০৲

পাথেয় হিসাব।

রামপুর হাট ব্রাহ্মসমাজ	...	...	৫৷৷/০
মুঙ্গের ব্রাহ্মসমাজ	...	...	১৷৷০
গরিফা ব্রাহ্মসমাজ	...	...	৸০
কুমার খালী ব্রাহ্মসমাজ	...	...	৫৲
			১২৸/০

শুভ কর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্র নাথ সেন	...	...	১০৲
			১০৲
		মোট,	২৫৩৸/০

[illegible] কলিকাতা ১৮ নং কলেজ স্কোয়ার ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে ১লা শ্রাবণ শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত হইল।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং ॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে ॥

৮ম ভাগ।
১৪শ সংখ্যা।

১৬ই শ্রাবণ, শনিবার, ১৭৯৭ শক।

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফস্বল ঐ ৩।০

প্রার্থনা।

হে পরমশান্তির নিকেতন আনন্দময় জগদীশ্বর! সুখস্পৃহাশূন্য হইয়া নিস্বার্থভাবে অকাতরে তোমার সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া আত্মপ্রসাদ সম্ভোগ করিব এই তোমার নিকট আমার প্রার্থনা। আহার পান বিলাস আমোদ এবং ধন মান বিদ্যা সম্ভ্রমে যে সুখ তাহাতে জীবনকে বড় নীচ করিয়া ফেলে, তোমার উপর নির্ভর করিতে দেয় না, অবশেষে একাকী শ্মশান মধ্যে ফেলিয়া পলায়ন করে; কিন্তু হে দয়াময়! তোমার সেবা এবং যোগসাধনের যে শান্তি তাহা অতি অপূর্ব্ব। তোমার সন্তানগণকে পবিত্র সুখে সুখী করিবার জন্য যে নিস্বার্থ পরিশ্রম তদ্দারা হৃদয় পরিতৃপ্ত হয়। তদপেক্ষা তোমার যোগসাধনের আনন্দ আরও অধিক। নীচ সুখের বাসনা যতক্ষণ হৃদয়ে বাস করে ততক্ষণ তোমা হইতে আমাকে দূরে পড়িতে হয়, এই জন্য হে কৃপাসিন্ধো! তোমার নিকট এই নিবেদন করিতেছি যে, তুমি বাসনাবিবর্জ্জিত কৃতদাস করিয়া তোমার সেবায় আমাকে নিযুক্ত রাখ। সংসারের নিকট কি পুরস্কার চাহিব আছেই বা কি, তোমারই দ্বারের চিরভিখারী আমি, তুমি আমাকে তোমার সেবাতে সন্তুষ্ট রাখ। এমন কার্য্যের কৌশল আমাকে তুমি শিক্ষা দাও যে আমি পরিশ্রম করিলে অন্যে তাহার ফলভোগে সুখী হইবে। তাহার সুখ আনন্দ দেখিয়া আমি উৎফুল্ল হইয়া হৃদয়ে তোমাকে ধন্যবাদ করিব। পূর্ব্ব জীবনে যে যে বিষয়ে সুখী হইতে শিক্ষা করিয়াছিলাম, তাহা একবার ফিরাইয়া দাও। এখন অন্য পথ দিয়া বিপরীত দিক্ দিয়া আমাকে প্রীতি দান কর। অপরের সুখ আনন্দ দেখিয়া যেন আমার নিজের হৃদয় পরিপূর্ণ হয়। আমার মধ্য দিয়া যদি তুমি আমাকে সুখী না করিয়া অন্যের মধ্য দিয়া আমার অন্তরে সুখের স্রোত খুলিয়া দাও, তাহা হইলে আমার স্বার্থ বিনষ্ট হইল অথচ বিশুদ্ধ সুখও আমি পাইলাম। এ পথ অতি সুন্দর পথ। হে জীবনবল্লভ! এই নূতন পথ দিয়া তুমি আমাকে নিত্য নিত্য সুখধামের দিকে লইয়া চল।

আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্যসম্ভোগ।

যেমন সাধন ব্যতীত কোন বিষয় সম্ভোগ করা যায় না, পরিশ্রম না করিলে পুরস্কার মিলে না, তেমনি ব্যায়াম না করিলে স্বাস্থ্যসুখ সম্ভোগ করা যায় না। পরিশ্রম না

করিয়া যাহারা ফল ভোগের প্রত্যাশা করে, তাহারা প্রকৃতির প্রত্যক্ষ আদেশ জানে না। অতএব অগ্রে সাধন, পরিশ্রম, ব্যায়াম, তাহার পর সম্ভোগ; অথবা পরিশ্রমের সঙ্গে সঙ্গে ফলভোগ।

অলস অকর্ম্মণ্য নিদ্রাতুর বচনসর্ব্বস্ব ব্যক্তিরা যেমন শারীরিক স্বাস্থ্যভোগে বঞ্চিত, অল্প পরিশ্রমে ক্লান্ত, আহার নিদ্রা প্রভৃতি সুখ সম্ভোগে অতৃপ্ত ও নানা রোগে প্রপীড়িত; সাধনবিহীন, অলসচিত্ত, সন্দিগ্ধমনা, চঞ্চল-স্বভাব ধার্ম্মিকের আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্যভোগসম্বন্ধেও ঠিক তদ্রূপ। যে পরিশ্রম না করিয়া দিবা নিশি কেবল গৃহে বসিয়া থাকে, অপরিমিত ইন্দ্রিয়সেবনে লোলুপ হয়, সর্ব্বদা শয্যায় শয়ান করিয়া থাকিতে ভাল বাসে, বিবিধ উপাদেয় সামগ্রী আহার করিয়াও তাহার তৃপ্ত্যনুভব হয় না। সুকোমল শয্যা তাহার পক্ষে কণ্টকশয্যা হইয়া উঠে, চক্ষে নিদ্রা নাই, ভোজনে রুচি নাই, অর্দ্ধক্রোশ পথ চলিতে হইলে তাহার গলদ্ঘর্ম্ম হয়, যাহা আহার করে তাহা জীর্ণ হয় না; অবশেষে নানা ব্যাধিতে তাহার শরীর অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। শ্রমজীবী কৃষক, কিম্বা অপর কোন পরিশ্রমশীল ব্যক্তিদিগকে দেখ অতি সামান্য ভোজ্য বস্তুতে কেমন তাহাদের তৃপ্তি, কেমন কঠিন শয্যায় তাহারা সুখে নিদ্রিত, ইন্দ্রিয়ভোগের প্রত্যেক পদার্থ তাহাদিগের নিকট কেমন সুমিষ্ট রসাস্পদ; তাহারা অবলীলাক্রমে উচ্চ পর্ব্বতোপরি উত্থিত হইবে। যেমন তাহাদের পরিশ্রম, তেমনি তাহাদের স্বাস্থ্যসম্ভোগ। তাহারা পরিশ্রমে কাতর হয় না, যাহা কিছু ভোজন করে সুন্দররূপে পরিপাক হইয়া যায়। প্রথোমোক্ত অলস ক্রিয়াহীনদিগের অপেক্ষা দেখ ইহারা কেমন সুখী, কার্য্যদক্ষ, স্বাধীন, আত্মবশীভূত।

সংগ্রামে পরাঙ্‌মুখ সাধনশূন্য উপাসক অলস হইয়া ধর্ম্মালয়ে গমনাগমন করিতেছেন, রাশি রাশি জ্ঞানগর্ভ প্রেমপূর্ণ উপদেশ শুনিতেছেন, ধ্যানপরায়ণ উপাসকমণ্ডলীর মধ্যে ঈশ্বরের নাম গাইতেছেন, কিন্তু কিছুতেই তৃপ্তি নাই, সকলই ইহাঁর পক্ষে পুরাতন হইয়া গিয়াছে। ঈশ্বরের গুণের কথা শুনিলে তাঁহার হৃদয় বিগলিত হয় না, তাঁহার ধ্যানে চিত্ত স্থির হয় না, তাঁহার সেবায় মন লাগে না, অধ্যবসায়শীল সাধকমণ্ডলীর ধর্ম্ম সাধনের কঠোরতার মধ্যে পড়িলে তাঁহার নিদ্রা আইসে, অধিক ক্ষণ ধর্ম্মবিষয় লইয়া তিনি থাকিতে পারেন না, শূন্যের মধ্যে শূন্য, অন্ধকারের মধ্যে ঘোর অন্ধকার দেখিয়া তাঁহার নিশ্বাস প্রশ্বাস যেন রুদ্ধ হইয়া পড়ে; কত ক্ষণে চঞ্চল ভাবে সংসারের বিচিত্র বিষয়ে চিত্ত অর্পণ করিবেন এই তাঁহার ভাবনা। অতৃপ্তি ও অরুচিকর ভোজনে আলস্যপ্রিয় ব্যক্তির যেমন উদরস্ফীত হইয়া নানা রোগ উৎপাদন করে, গৃহে বসিয়া বসিয়া সে যেমন পরনিন্দা পরচর্চ্চা করিতে ভাল বাসে; পরিশ্রম কাতর ধার্ম্মিক তেমনি ধর্ম্মরাজ্যের নিম্ন সোপানে বসিয়া উচ্চ কথাসকল শ্রবণ করেন, কেবল শ্রবণই করেন এই মাত্র, হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না, অথচ তাহার উপর মত চালাইতে ত্রুটি করেন না, ইহা তাঁহার অজীর্ণ দোষের ফল। তাঁহাকে প্রতিদিন গাঢ়রূপে যুক্তমনা হইয়া ব্রহ্মোপাসনা করিতে বল, বাক্য এবং কার্য্য ধর্ম্মশাসনের অধীন করিতে উপদেশ দাও, তাহা পালনে তিনি অক্ষম হইবেন, কিন্তু বচনে তিনি অতি সুদক্ষ। এ অবস্থায় বাক্যই তাঁহার সর্ব্বস্ব; নিষ্কর্ম্মা হইয়া ঘরে বসিয়া থাকিলে লোকে যেমন বাচাল এবং মুখভারতী হয়, সাধনবিমুখ ধার্ম্মিক তেমনি কিছু না জানিয়া না করিয়া অতি উচ্চ শ্রেণীর সাধকের উপর মত চালাইয়া থাকেন। তাহাতে কি তিনি সুখী? কর্ম্মহীন রুগ্ন ব্যক্তি যেমন বিরক্তস্বভাব সর্ব্বদা ক্রোধের বশীভূত তিনিও

তেমনি বিরক্তচিত্ত এবং ক্রোধান্ধ হয়েন। এই উভয় বিধ ব্যক্তিদিগের মধ্যে কার্য্যের ও তাহার ফলের সম্পূর্ণ সৌসাদৃশ্য আছে। পক্ষান্তরে শ্রমশীল সত্যনিষ্ঠ ব্রতপরায়ণ সাধকের জীবন দেখ, তিনি যে পরিমাণে যত্ন চেষ্টা করিতেছেন, সেই পরিমাণে তাঁহার ধর্ম্ম সুমিষ্ট সুরস। শ্রমজীবী কৃষক যেমন প্রত্যেক অন্নগ্রাসে তৃপ্তিসুখ অনুভব করে, অধ্যবসায়-শীল অনলস সাধক তেমনি উপাসনাসাধনের প্রত্যেক অঙ্গে অমৃতরস ভোজন করেন। ধ্যান করিতে গেলে তাঁহার নিদ্রা আসে না, ঈশ্বরাজ্ঞাপালনে তিনি শ্রান্ত হন না, উচ্চ ধর্ম্মকথা শুনিলে তাঁহার কর্ণপীড়া উপস্থিত হয় না, বরং আরও আনন্দ বৃদ্ধি হয়। তিনি দুঃখী পরিশ্রমী, সুতরাং ঈশ্বরের প্রেমের প্রসাদ তাঁহার অতি আদরের ধন। দুঃখ কষ্টে যাহা তিনি উপার্জ্জন করেন, তাহাতে চিত্ত বড় অনুরক্ত হয়। আর যিনি ধন ও জ্ঞান দ্বারা ধর্ম্ম ক্রয় করেন, তাঁহার ধর্ম্মেতে কেবল বিলাস-গৃহ সুসজ্জিত হইয়া থাকে। আহার পান নিদ্রা আমোদের মধুরতা যদি কেহ দেখিতে চাও শ্রমজীবীর পর্ণকুটীরে গিয়া দেখ। যদি ধর্ম্মের মধুরতা ভক্তি মাধুর্য্য দেখিতে চাও তবে দীনাত্মা পরিশ্রমশীল সাধকের হৃদয়কুটীরে গমন কর, দেখিবে সেখানে আনন্দময় পিতা দুঃখী দরিদ্রের নিকটে থাকিতে কেমন ভাল বাসেন; তাহাদের দৈনিক শ্রমের বেতন তিনি কেমন স্বহস্তে বিতরণ করেন এবং তাহাদের আত্মা কেমন বলিষ্ঠ, দৃঢ়িষ্ঠ, সুস্থ ও সবল।

আমাদের সীমাবদ্ধ ক্ষমতায় যত দূর ঈশ্বর আমাদিগকে পরিশ্রম করিতে সক্ষম করিয়াছেন তাহাতে যেন আমরা ত্রুটি না করি। পরিশ্রমেই আনন্দ সুখ শান্তি। পরিশ্রমেই সন্তুষ্ট হইয়া ঈশ্বর বর প্রদান করেন। তিনি যদি দেখিতে পান আমরা পরিত্রাণের জন্য ব্যাকুল হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতেছি, তাহা হইলে তিনি আমাদিগকে সাহায্য করিবেন। তাঁহার মঙ্গল নিয়মেই আমাদের আত্মা স্বাস্থ্যসুখ ভোগ করিয়া মুক্তিধামের দিকে অগ্রসর হইবে। অত এব সকলে অলস অকর্ম্মণ্য বচনসর্ব্বস্বের ন্যায় না থাকিয়া সাধন কর। সাধন করিতে২ মৃত্যু হয় তাও ভাল, জীবিত থাক তাও ভাল। কেননা সাধন দ্বারা অনন্ত জীবন বল বীর্য্য স্বাস্থ্য সখ পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে।

বৈষম্যে সাম্য।

জগতের সর্ব্বত্র অবস্থাবৈষম্য আছে, ইহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় না। সর্ব্ব-সাধারণ মধ্যে এই বৈষম্য জন্য অল্প বিস্তর অসন্তুষ্টি দেখিতে পাওয়া যায়। প্রশ্ন এই, এই বৈষম্য স্বাভাবিক অথবা অস্বাভাবিক? বৈষম্য স্বভাবতঃ উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। কারণ সমাজের অতি প্রাথ-মিক অবস্থা ধরিয়া বিচার করিলেও দেখিতে পাওয়া যায়, মনুষ্যগণের পরস্পরের শক্তিগত বৈষম্য বশতঃ অবস্থাগত বৈষম্য উপস্থিত হইয়াছে। সবল, দুর্ব্বল; নির্ব্বোধ, সুবোধ; সক্ষম, অক্ষম মনুষ্য সমাজের অতি আদিমাবস্থাতেও ছিল সন্দেহ নাই। সুতরাং সবল দুর্ব্বলের উপর, সুবোধ নির্ব্বোধের উপর, সক্ষম অক্ষমের উপর আধিপত্য করিয়াছে ইহা নিশ্চয়। তবে কোন২ পণ্ডিত এই কথা বলিবেন, মনুষ্য প্রকৃতির দাস নহে, প্রকৃতির প্রভু। যতই তাহার জ্ঞান সভ্যতা বর্দ্ধিত হইবে, ততই সে প্রকৃতিকে করতলস্থ করিয়া আত্মবশীভূত করিবে, দাসের ন্যায় যেরূপ ইচ্ছা সেইরূপে নিয়োগ করিবে। সুতরাং এখন যে বৈষম্য দৃষ্ট হইতেছে, মনুষ্য জ্ঞানসভ্যতাবলে তাহা তিরোহিত করিয়া সর্ব্বথা সাম্যাবস্থা মনুষ্যসমাজে আনয়ন করিবে।

এ কথার উপর আমরা এই কথা বলি, প্রকৃতি নিয়োজ্যা একথা সত্য। কিন্তু তাহার উপরে আমাদিগের প্রভুতা সর্ব্বতোমুখী নহে। আমরা এক দিকে প্রকৃতির প্রভু, অন্য দিকে তাহার দাস। যতই কেন আমরা প্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়া উঠিতে যত্ন করি না, আমরা প্রকৃতিকে সর্ব্বথা অতিক্রম করিতে পারিব না। পশু চ

ব্যক্তি যে বৈষম্য লইয়া জন্ম গ্রহণ করে, ক্রমিক উন্নতিতে সেই বৈষম্যানুসারে তারতম্য থাকিয়া যাইবে। প্রকৃতিকে নিয়োগ করিতেও সামর্থ্যের প্রয়োজন। এই নিয়োগ করিবার সামর্থ্য সকলের সমান হইবে না। অন্ততঃ তদনুসারেও পরস্পরের বৈষম্য হইবে। অন্যদিকে আবার কিন্তু একথাও স্বীকার করিতে হইবে, মনুষ্য সাম্যাবস্থা চায়। এই সাম্যাবস্থার আকাঙ্ক্ষা স্বাভাবিক। প্রকৃতি বৈষম্যে সাম্য চান। পূর্ব্বোক্ত পণ্ডিতেরা এই সাম্যাবস্থা যে উপায়ে আনয়ন করিতে চান, আমরা তাহা অনুমোদন করি না। কারণ আমরা জানি, বিজ্ঞানাদি সাহায্যে যে পরিমাণে আমরা প্রকৃতিকে অতিক্রম করিব, প্রকৃতি আমাদিগকে সেই পরিমাণে অন্য দিক্ দিয়া অতিক্রম করিবে। আবার আমরা নূতন উপায় উদ্ভাবন করিয়া প্রকৃতিকে বশীভূত রাখিতে যত্ন করিব, প্রকৃতি পুনরায় স্বীয় ক্ষমতা প্রকাশ করিবে। ক্রমান্বয়ে এইরূপ চলিতে থাকিবে। এরূপ না হইলে আমাদের উন্নতির স্রোত অবরুদ্ধ হইয়া যাইত; সুতরাং আমাদিগের ইহাতে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিবার কোন কারণ নাই। প্রকৃতির সহিত এই সংগ্রাম হইতে বৈষম্য উপস্থিত হইবে; এ বৈষম্য কোন কালে মিটিবে না; এবং এই বৈষম্য হইতেই আবার আমাদিগের এবং সমাজের উন্নতি চলিতে থাকিবে।

আমরা বলি বাহ্যাবস্থা বা আন্তরিক অবস্থা এক করিয়া সমতাসাধন অপ্রাকৃতিক, উহা কোন কালে সংসিদ্ধ হইবে না। সেরূপ করিতে গেলে বারম্বার সামাজিক বিপ্লব হইবে, কিন্তু বিপ্লবের ফল কোথাও দাঁড়াইবার স্থান পাইবে না। কারণ যাঁহারা বিপ্লব করিবেন, তাঁহাদিগের মধ্যেও বিপ্লবের কারণ বিদ্যমান থাকিবে। স্বভাবের নিয়মাধীনে তাহার মধ্যে কেহ প্রধান কেহ অপ্রধান হইবেন। সাম্যের নিয়মানুসারে সমুদায় কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়, এজন্য কতকগুলি উপযুক্ত লোক নিযুক্ত হইবেন; তাঁহারা পরম উদার হইলেও শ্রেষ্ঠগুণ জন্য তাঁহাদিগের শ্রেষ্ঠতা কেহ বিলোপ করিতে পারিবে না। বাহ্যে সমান হইলেও আন্তরিক বিষয়ে তাঁহারা প্রধান থাকিয়া যাইবেন। সকল কার্য্য তাঁহাদের পরামর্শ মত চলিবে। যদি এই দোষ নিবারণ জন্য অশ্রেষ্ঠের হস্তে ভারার্পণ হয়, সাম্যের স্থলে বৈষম্য না আসিয়া থাকিতে পারিবে না। যে অত্যাচার নিবারণ জন্য সমুদায় বিপ্লব, তাহাই পুনরুদ্দীপিত হইবে। সমাজ মধ্যে কেহ২ ধর্ম্মবিষয়ে, কেহ২ বিজ্ঞানবিষয়ে, কেহ২ কবিত্বে, কেহ২ শিল্পে, কেহ২ রাজনীতিতে শ্রেষ্ঠ থাকিবেন; ইহা না হইলে সমাজ নিশ্চয় অবনতির অবস্থা ধারণ করিবে। সুতরাং এ সকল স্থলে বৈষম্য সকলকেই কল্যাণার্থ গ্রহণ করিতে হইবে। বাহ্যিক বিষয় লইয়া যে সকল শ্রেষ্ঠতা অশ্রেষ্ঠতা সমুৎপন্ন হয়, তাহা লইয়াই বিবাদ হয়। কিন্তু এস্থলেও দেখিতে হইবে অনেক সময়ে উহা ব্যক্তিগত ক্ষমতাবিশেষ হইতে উৎপন্ন হয়। আমরা বুঝিতে পারিনা, যে স্থলে এরূপ স্বাভাবিক ক্ষমতা বশতঃ বৈষম্য উপস্থিত হয়, সে স্থলে অযথাবলপ্রয়োগদ্বারা সেই ক্ষমতা সঙ্কোচ করিবার কাহার অধিকার আছে কি না? যে পর্য্যন্ত ক্ষমতাশীল ব্যক্তি অন্যকে তাহার ন্যায্য অধিকার হইতে বিচ্যুত না করিয়া স্বীয় ক্ষমতা বলে প্রাধান্য লাভ করিতে যত্ন করিবেন, সমাজের আভ্যন্তরীণ উন্নতি রক্ষার জন্য তাঁহাকে স্বাধীনভাবে সমুন্নত হইতে দেওয়া সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর। সক্ষম অক্ষম সকলকে এক সমতল ভূমিতে রক্ষা করিবার জন্য বলনিয়োগ সমাজের উন্নতির কারণ না হইয়া স্পষ্টতঃ অবনতির কারণ হইবে।

আমরা বলিয়াছি, সাম্যাবস্থার আকাঙ্ক্ষাও স্বাভাবিক। প্রকৃতি বৈষম্যে সাম্য চান। এ কথার দ্বারা আমরা কি বুঝাইতে চাই, পাঠকগণকে জ্ঞাপন করা আবশ্যক। আমরা বলি, যিনি যেরূপ গুণশালী যেরূপ অবস্থাপন্ন, তিনি সেই গুণের সেই অবস্থার উৎকর্ষ সাধন করিয়াও তদপেক্ষা হীনগুণ হীনাবস্থের সহিত সমান হইবেন। আপাততঃ একথা শুনিতে নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া প্রতীত হয়, বাস্তবিক ইহার মধ্যে কিছুই অসঙ্গত নাই। বৃথা অভিমান, অহঙ্কার, স্বার্থান্বেষণ যদি সমাজ হইতে অন্তর্হিত হয়, তাহা হইলে গুণ এবং অবস্থার তারতম্যসত্ত্বেও সমতা স্বাভাবিক বলিয়া আমরা অনায়াসে বুঝিতে পারিব।

"—সর্ব্বে তস্যাসন্ পরার্থৈকফলা গুণাঃ।"

"প্রজানামেব ভূত্যর্থং স তাভ্যো বলিমগ্রহীৎ।"

পরপ্রয়োজনই তাঁহার সমুদায় গুণের ফল ছিল, তিনি প্রজাগণের উন্নতিবর্দ্ধন জন্যই তাহাদিগের নিকট হইতে কর গ্রহণ করিতেন, এসকল কথা অতি সাধারণ কাব্যেও দেখিতে পাওয়া যায়।

"শশ্বৎপরার্থসর্ব্বেহঃ পরার্থৈকান্তসম্ভবঃ।"

"সাধুঃ শিক্ষেত ভূভৃত্তো নগশিষ্যঃ পরাত্মতাং॥"

"সমুদায় উদ্যম যত্ন পরের জন্য, উদ্যমযত্নে যাহা কিছু হয় পরের জন্য" এই রূপ "পরাত্মতা" অর্থাৎ অন্যকে আপনা সহ অভেদ দর্শন প্রাচীন কালের উন্নত ব্যক্তিগণ উন্নত চরিত্রের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

"ন যস্য স্বঃ পরইতি বিত্তেষ্বাত্মনি বা ভিদা।"

যাঁহার বিত্ত বা আত্মাতে আত্মপর ভেদ নাই তিনিই পরম ভাগবত, এ কথা অনেক দিন পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। এসকল কথা শুদ্ধ উচ্চ নয়, সত্য এবং স্বাভাবিক। অবস্থা এবং গুণগত তারতম্য সত্ত্বেও সমতা শ্রেয়ের নিদান এবং প্রকৃতির অভিপ্রেত বলিয়া স্থির হইলে আমরা দেখিতে পাইব, বৈষম্য মধ্যেও কেমন সাম্য সংস্থাপিত হইতে পারে।

যথার্থ দৃষ্টিতে এ বিষয়ের আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, বাহ্যে মনুষ্যগণ মধ্যে অবস্থা ও গুণগত যত প্রভেদ কেন লক্ষিত হউক না, প্রকৃতি গূঢ়রূপে তাদৃশ বৈষম্যের মধ্যেও সমতা রক্ষা করেন। একজন বৃহত্তম অট্টালিকা উপরে নানা উপচারে সেবিত হইয়াও সুখসম্বন্ধে পর্ণ-কুটীরবাসী দরিদ্রের সমান হইতে পারেন; এক জন বহুবহু বিদ্যায় পারদর্শী এবং জ্ঞানী হইয়াও কোন২ বিষয়ে এক জন সাধারণ শিল্পীর নিকটে অর্ব্বাচীন বলিয়া গৃহীত হইতে পারেন। ধনী যদি দরিদ্রের দুঃখভার বহন করেন, দরিদ্র ধনীর সুখে সুখী হয়েন, বিদ্বান্ ও জ্ঞানী যদি সামান্য শিল্পীর বিশেষ গুণের নিকটে আবনত্য স্বীকার করেন, এবং শিল্পী তাঁহার বিদ্যা এবং জ্ঞানানুসারে তাঁহার প্রতি সম্মাননা প্রদর্শন করেন, বৈষম্য সত্ত্বেও সমতা হইল। যে যেরূপ তাহার প্রতি ঠিক সেই রূপ ন্যায় ব্যবহার এবং সহানুভূতি অর্পণ করিলে গুণ ও অবস্থা বৈষম্য জন্য অসন্তুষ্টি কখন উপস্থিত হইতে পারে না। জগতে যাহার যাহা প্রাপ্য তাহা হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিয়াই কলহ বিবাদ এবং অনৈক্যের বীজ রোপণ করা হয়। প্রকৃতি যাহাকে যাদৃশ গুণসম্পন্ন এবং অবস্থায় অবস্থাপিত করিয়াছেন, সে যদি তাহার প্রকৃত ব্যবহার এবং উৎকর্ষ সাধন করে; অপরে আবার যদি তাহাকে তদনুসারে বর্দ্ধিত হইবার জন্য সহায়তা করে, উচিত সমাদর প্রদর্শন করে; তবে সমাজের এখন যে অসমঞ্জস অবস্থা অবস্থান করিতেছে, তাহা থাকিতে পারে না। বট বটের ন্যায়, অশ্বত্থ অশ্বত্থের ন্যায়, নারিকেল নারিকেলের ন্যায়, জম্বীর জম্বীরের ন্যায়, দুর্ব্বা দুর্ব্বার ন্যায় যদি বর্দ্ধিত হইতে পায়, তবেই প্রকৃত উন্নতি সাধিত হইল এবং পরস্পর সমতা রক্ষা পাইল। স্বভাবতঃ যে যাহা সে তাহা হইলেই তাহার অভ্যুদয় হইবে। এই জন্য এক জন সম্রাট্ এবং এক জন ভিক্ষাশন কৌপীনধারী উদাসীন এ দুয়ের অবস্থাগত সুবহু তারতম্য সত্ত্বেও শেষোক্ত ব্যক্তি নিজানুরূপ আচরণ করিলে এমন এক অভূতপূর্ব্ব সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়া যাইতে পারেন যে পৃথিবীর সাম্রাজ্য বিলুপ্ত হইয়া গেলেও সে সম্রাজ্য বিলুপ্ত হইবার নহে। ইতিহাসে এই রূপই দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং আমরা বলি, যাহার যে প্রাকৃতিক গুণ এবং ক্ষমতা আছে তাহার সদ্ব্যবহারে সে সেই সেই বিষয়ে রাজসদৃশ, কিছুই ন্যূন নহে।

আদেশ।

আজ কাল আদেশ লইয়া ব্রাহ্মদের মধ্যে বিশেষ আন্দোলন চলিতেছে। সুতরাং এ বিষয়ে কিছু নিগূঢ় কথা বলা আবশ্যক। আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে ব্রাহ্ম মহাশয়েরা যেন এই কথা গুলি বিশেষ [illegible]পূর্ব্বক বিচার করিয়া উহার গভীরতর সত্যের মধ্যে [illegible] হন। ইহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয় যে আদেশের বিষয় আলোচনা করা তত সঙ্গত নহে, কারণ ইহা জীবনগত সত্য; জীবনে না হইলে কেহ ইহা বুঝিতে পারে না। তবে কেবল একটী সত্যের অনুরোধে আমরা এ বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

এক্ষণে দৃষ্ট হইতেছে যে, বিবেক ও আদেশ এই দুই কথার প্রকৃত বিতণ্ডা। যেমন স্বাভাবিক জ্ঞানে জড়

পদার্থের মূল সত্য জানা যায়, বিবেকের দ্বারাও সেই রূপ কতক গুলি সাধারণ নীতির ভাব বুঝিতে পারা যায়। কিমিতি বিজ্ঞানের সত্য যে রূপ পরীক্ষিত, আদেশও তদ্রূপ পরীক্ষিত সত্য। মানবজীবনের সমক্ষে অসীম কর্ত্তব্য-সাগর সুবিস্তৃত রহিয়াছে; সুতরাং সেই সাধারণ দুর্ব্বল বিবেক দ্বারা মনুষ্য অসংখ্য কর্ত্তব্য কি রূপে প্রতীতি করিবে। বিশেষতঃ রাশি রাশি প্রলোভন, পর্ব্বত সমান পরীক্ষা, আবার প্রবৃত্তিনিচয়ের বিষম আকর্ষণ; সুতরাং এ অবস্থায় কর্ত্তব্যবুদ্ধি নিস্তেজ হইয়া যায় এবং কার্য্য কালে ইতিকর্ত্তব্যতা অবধারণ করিতে সমর্থ হয় না। এ জন্য যাঁহারা প্রকৃত সাধক ও ভক্তজীবন অবলম্বন করিতে দৃঢ়ব্রত, সাধারণ বিবেকে তাঁহাদের কুলায় না। তিমিরাবৃত স্থানে তাঁহাদিগকে কে পথ প্রদর্শন করিবে? অজ্ঞানতার মধ্যে কে তাঁহাদের আলোক হইবে? দুর্গম পথে কে তাঁহাদিগকে হস্ত ধরিয়া লইয়া যাইবে? মনুষ্য স্বীয় হৃদয়স্থিত আলোকে কতটুকু দেখিতে পায়? জীবনের অসীম আকাশের তুলনায় তাহা যৎসামান্য বলিলেই হয়। সুতরাং এস্থলে এক অনন্ত মহান্ পুরুষের কথা ভিন্ন এই ঘনতমসাচ্ছন্ন ভ্রান্তিসংকুল পথে দুর্ব্বল জীব কি রূপে চলিতে পারে? এখানে পাঠকদিগকে কিছু স্থির হইয়া প্রণিধান করিতে হইবে। সংসারে যাহাকে সাধুতা বলে সেই আদর্শানুসারে যদি কেহ ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে চান, তবে তাঁহার সাধারণ বিবেকে কুলায়। আর যদি কোন সাধক ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ আবির্ভাবের জ্বলন্ত অগ্নির ভিতর প্রবিষ্ট হইয়া আত্মার সমুদায় পাপ দগ্ধ করিতে অভিলাষ করেন, তবে তাঁহার সাধারণ উৎকোচগ্রাহী বিবেক তাঁহাকে কুলাইবে না। ইন্দ্রিয়াসক্ত দুরাচারী অবিশ্বাসীর নিকট বিবেক দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। কারণ তাহাদের দৌরাত্ম্যে ও অনাদরে উহাকে পদে পদে তিরস্কৃত ও অবমানিত হইতে হয়। সুতরাং এ অবস্থায় বিবেক আর উচ্চ কথা বলিতে সাহস করে না; স্বর্গীয় আলোক প্রদর্শন করিতেও পারে না।

বিবেক দ্বিবিধ—সামান্য বা নৈতিক, বিধানগত বা আধ্যাত্মিক। যখন ইহা জীবনের নিম্ন ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া আপাতসম্পাদ্য সামান্য নীতির অনুমোদিত সত্য প্রকাশ করিয়া থাকে, তখন ইহাকে নৈতিক বলা যায়। মুশার দশাজ্ঞাও এই সাধারণ নীতির অন্তর্গত। অপরাপর সমুদায় সভ্য অসভ্য দেশে মনুষ্য যে সকল সামাজিক পারিবারিক কর্ত্তব্য পালনে যত্নশীল হয়, তৎসমুদায় স্বাভাবিক বিবেকের অনুগত হইবার ফল। এরূপ বিবেকের অধীন হইয়া মনুষ্য কেবল কথঞ্চিৎ পরিমাণে সাংসারিক ধর্ম্ম পালন করিতে সমর্থ হয়। এরূপ বিবেকের আলোক তত উজ্জ্বল নহে; ইহার দ্বারা লোকে কেবল কতকগুলি চির প্রচলিত মানবীয় নীতি জীবনে পরিণত করিতে সক্ষম হয়। বালকের পক্ষে শরীর রক্ষার্থ নির্ভর ও ক্রন্দন যেমন স্বাভাবিক, সংসারে সামাজিক ও পারিবারিক সম্বন্ধ রক্ষার্থ এই বিবেকও সেই রূপ স্বাভাবিক। স্বাভাবিক সম্বন্ধ রক্ষার জন্য মনুষ্যের পক্ষে যত দূর কর্ত্তব্যবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া আবশ্যক তাহার মূল নিয়ম সকল এই বিবেকের আলোকে দেখিতে পাওয়া যায়। মানবজীবনের বিবিধ পাপ, কুপ্রবৃত্তি ও ইন্দ্রিয়গণের চাঞ্চল্যের মধ্যে ইহার জ্যোতি মিট মিট করিয়া থাকে। মনুষ্যাত্মা পাপে লিপ্ত ও রিপুগণের দ্বারা নিপীড়িত হইয়াও কথঞ্চিৎ ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য সাধন করিয়া থাকে সত্য; কিন্তু ঈদৃশ বিবেকের অনুগত হইয়া চলিলে মনুষ্য আর স্বর্গীয় জীবন লাভ করিতে পারে না।

যখন মনুষ্য আপনার সুখ স্বচ্ছন্দ জ্ঞান বুদ্ধি স্বাধীনতা ধন প্রাণ ঈশ্বরের হস্তে সমর্পণ করিয়া তাঁহার বিধানের সম্পূর্ণ অনুগত হয়, তখন ঐ বিবেকের উচ্চ অধিকার জন্মে। যৎকালে ঈশ্বরের জ্বলন্ত আবির্ভাবের মধ্যে আত্মা নিমগ্ন হইয়া যায়; তখন তাঁহার সঙ্গে হৃদয়ের সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ যোগ অনুভূত হয় এবং বিবেক পবিত্র হইয়া ঈশ্বরের নির্ব্বাক নিঃশব্দ ভাষা বুঝিতে সক্ষম হয়। এ অবস্থায় ঈশ্বর স্বয়ং মনুষ্যের উপদেষ্টা ও গুরু হয়েন; এবং তিনি নিজেই বিবেকের আলোক, হৃদয়ের প্রেম, জীবনের আশ্রয় ও বল এবং সমুদায় আত্মার নেতা হন। তখন বিবেকের নূতন জীবন হয়। ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ প্রতিনিধিরূপে উহা প্রতীয়মান হয়। বিধানের মধ্য দিয়া ঈশ্বর যাহা বলেন তাহাই আত্মা এই বিবেক কর্ণে শুনিতে পায়। এই বিধানের সম্পূর্ণ অধীন হইলে ব্যক্তিত্ব একেবারে বিলুপ্ত হয়। এখানে বুদ্ধির তীক্ষ্ণতাও খাটে না ধূর্ত্ততা ও শঠতাও চলে না; কোন মনুষ্যের প্রতারণা এখানে তিলার্দ্ধ স্থান পায়না। ঈশ্বরে পূর্ণ বিশ্বাস" তাঁহার সম্পূর্ণ অধীনতা প্রতীতি করিতে না পারিলে আদেশ যে কল্পনা বলিয়া বোধ হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? কারণ উচ্চ বিবেকের কথা শুনিতে কে সাহস করিতে পারে? প্রবঞ্চক মনুষ্য উৎকোচগ্রাহী বিবেককে সন্তুষ্ট রাখিয়া কৃতার্থ হয়। যাঁহারা অসংস্কৃত মলিন বিবেকের কথা শুনিয়া চলেন, "আদেশ আমার মাথায় থাকুক" তাঁহাদের পক্ষে এ কথা বলা অস্বাভাবিক নহে। ঈশ্বরকে যে সর্ব্বস্ব না দেয়, তাঁহার প্রত্যক্ষ কথা শুনিবার তাহার ক্ষমতা জন্মে না। ফলতঃ পাপীর পরিত্রাতা পরমেশ্বর মনুষ্যকে স্বর্গীয় দেবতা করিবার জন্য যে যে বিশেষ২ সত্য প্রেরণ ও তৎসাধনের উপযোগী ভিন্ন ভিন্ন উপায় বিধান করেন, যাঁহারা সেই সত্য ও সাধন সম্পূর্ণ ভাবের সহিত গ্রহণ করিয়া ঈশ্বরের পবিত্র দর্শনে বিমুগ্ধ হন, তাঁহাদের নিকট বিবেক ও আদেশ এক, কোন পার্থক্য লক্ষিত হয় না।

এই ক্ষণে ব্রাহ্মেরা যে আদেশ মানিতে চাহেন না তাহার কারণ কি? যাঁহারা গভীর ধর্ম্মজীবনের প্রার্থী নহেন, বৈরাগ্য সমাধি ও যোগে নিত্য যোগী হইয়া ঈশ্বর

প্রেমে উন্মত্ত হইয়া থাকিতে না চাহেন, তাঁহার পুণ্যময় আবির্ভাবের ভিতর সর্ব্বদা বাস করিতে না চাহেন; তাঁহারা কি রূপে আদেশ শুনিতে পাইবেন? কিন্তু এ অবস্থায়ও কখন কখন তাঁহাদের মধ্যে আদেশ আসিয়া থাকে তাহাও আবার তাঁহাদের বিশ্বাস হয় না। অতএব ব্রাহ্মেরা পূর্ব্বোক্ত অবস্থা পাইতে অভিলাষী না হইলে আদেশ কি রূপে অনুভব করিবেন? আদেশ সম্বন্ধে ব্রাহ্ম পাঠকদিগের কি সংশয় বিদূরিত হইবে না?

আদেশের লক্ষণ কি রূপ তাহা বলা আবশ্যক। প্রথমতঃ ইহা এক অদ্ভুত অলৌকিক স্বর্গীয় বল। হৃদয়ে উহার গুরুত্ব বুঝিতে পারিলে মনুষ্য অসাধ্য ব্যাপার সাধন করিতে পারে। ঈশ্বরাদিষ্ট ব্যক্তি কাহাকেও গ্রাহ্য করেন না, তৃণের ন্যায় সকলই তুচ্ছ করেন, কোন বাধা তাঁহার পথ অবরুদ্ধ করিতে পারে না। তিনি ধর্ম্ম জগতের বীর। দ্বিতীয়তঃ ইহা একটী স্বর্গীয় উন্মত্ততা। মনুষ্যেকে প্রমত্ত ব্যক্তির ন্যায় ধর্ম্মেতে বিহ্বল করিয়া রাখে, তাহাতে সাধকের মন অবাক্ হইয়া থাকে। কোন প্রলোভন তাঁহার নিকট আসিয়াও কিছু করিতে পারে না। তিনি আপনি আপনার নিকট অবাক্ হইয়া যান। পৃথিবীর কোন পরীক্ষাই তাঁহার চিত্তকে আকর্ষণ করিতে পারে না। সকলই তাঁহার নিকট অন্যরূপ ধারণ করে। অধীনতা ইহার আর একটী প্রকাশ। ইহার লাভ ক্ষতির দিকে বিন্দুমাত্র দৃষ্টি থাকে না, দুর্ব্বল সবল বলিয়া গণনা করে না, ইহার প্রভাবে ভক্ত সর্ব্বস্ব দিয়াও তাঁহার ইচ্ছার অধীনতা অমূল্য নিধি বলিয়া গ্রহণ করেন। আদেশের আর একটী কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়, মনুষ্য বুদ্ধি বিচার করিয়া যাহা জানিতে অক্ষম হয়েন, আদেশের বলে ধর্ম্মজগতে সেই সকল নিগূঢ় সত্য উপলব্ধি করেন। ইহাতে নূতন জ্ঞান, নূতন সত্য, নূতন ভাব লাভ হয়।

আর এক কথা এই যে যাঁহারা নিত্য প্রার্থনা করেন, তাঁহারা যদি সাক্ষাৎ আদেশ না পান, তাহা হইলে তাঁহাদের পক্ষে প্রার্থনা মানা ও করা অসম্ভব। যাঁহারা নিত্য প্রার্থনা করেন, তাঁহারা ঈশ্বরের নিকট নূতন সত্য, ভাব, বল ও প্রেম লাভ করেন। এ সকল আধ্যাত্মিক ব্যাপার, সুতরাং তাহা ভাষাবিহীন শব্দবিহীন প্রণালীতে তাঁহাদের হৃদয়ে প্রকাশিত হয়। যাঁহারা প্রার্থনা না করেন আদেশও পান না এবং যাঁহারা আদেশ না পান তাঁহারাও সত্যে প্রেমে ভাবে পুণ্যে বলে উন্নত হইতে পারেন না। অতএব প্রার্থনার উত্তর ও আদেশ একই, অথবা প্রার্থনার ফল ও আদেশ সমান। এ জন্য দেখা যায় যে প্রার্থনা সম্বন্ধে পরিষ্কার ভাব না থাকিলে মনুষ্য বিশ্বাস করিয়া ঈশ্বরের নিকট কি চাহিবে এবং চাহিয়া তাহা পাওয়া গেল কি না কিরূপে বুঝিতে পারিবে তাহা জানে না। এরূপ প্রার্থনা কেবল অন্ধকারে ঢিল ফেলা।

যাঁহারা জগতে প্রকৃত সাধক ও ধর্ম্ম জগতে অদ্ভুত পরিবর্ত্তন আনিয়াছিলেন, কেবল ঈশ্বরের আদেশ পাইয়াই তাঁহারা এরূপ স্বর্গীয় জীবন প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তৎসম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে।

(১) "নিষ্পাদিতেশ্বরাদেশোযদর্থ মিহ জজ্ঞিবান্।"
ঈশ্বরের আদেশ সম্পাদন করাই ইহলোকে মনুষ্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য।

(২) "যোঽন্তঃ প্রবিশ্য মম বাচমিমাং প্রসুপ্তাং
সংজীবয়ত্যখিলশক্তিধরঃ স্বধর্ম্মা।"

তুমি সর্ব্বশক্তিমান্ তুমি অন্তরে প্রবেশ করিয়া আমার নির্জ্জীব বাক্যকে সজীব করিতেছ।

(৩) "বালানতি কুতস্তভ্যমেষ বুদ্ধিবিপর্য্যয়ঃ?
যথা ভ্রাম্যত্যয়ো ব্রহ্মন্ স্বয়মাকর্ষসন্নিধৌ।
তথামে ভিদ্যতে চেত শ্চক্রপানের্যদৃচ্ছয়া॥"

তোমরা অতি বালক তোমাদের এবুদ্ধি বিপর্য্যয় কিরূপে ঘটিল? তাহার উত্তরে, লৌহ যেরূপ চুম্বকের সন্নিকর্ষে স্বয়ং পরিভ্রমণ করে, আমার চিত্ত সেই রূপ চক্রপাণির ইচ্ছাতে ভিন্ন রূপ ধারণ করিয়া থাকে।

এস্থলে ঐরূপ আদেশই স্বীকার করা হইয়াছে।

(৪) "ভয়ং ভয়ানামপহারিণি স্থিতে
মনস্যনন্তে মম কুত্র তিষ্ঠতি।"

সেই অভয় দাতা অনন্ত ঈশ্বর হৃদয়ে অবস্থিতি করিলে আর ভয়ের সম্ভাবনা কি?

"শাস্তা জনানাং সর্ব্বাত্মা" (শ্রুতিঃ)।

ইহার দ্বারা কি প্রমাণ হইতেছে না যে স্বয়ং ঈশ্বর মনুষ্যহৃদয়ে বিশেষরূপ আদেশ করেন?

চারিশত বৎসর পূর্ব্বে এক জন সাধক গ্রন্থ সঙ্কলন আরম্ভ করিয়া বলিয়াছেন

"হৃদিগতজগদীশাদেশমাসাদ্য সদ্যঃ"

"হৃদয়ে ঈশ্বরের আদেশ পাইয়া" আমি এই গ্রন্থ সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

শঙ্করাচার্য যখন মাতার সহিত একটী নদী পার হইতেছিলেন সহসা তাঁহার হৃদয়ে ঈশ্বরের স্বর্গীয় বাণী আসিল "তুমি একাকী তপস্যায় প্রবৃত্ত হও"। একথা শুনিবামাত্র তিনি তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেলেন।

(৫) গুরু নানক যখন ব্যবসায় করিতেন তখন এক দিন চাউল মাপিতে মাপিতে "বারা রাম বারা, তেরা রাম তেরা" এই কথা বলিবামাত্র তাঁহার দিব্য জ্ঞান হইল; তাঁহার হৃদয়ে ঈশ্বরের আদেশ আসিবা মাত্র ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া তিনি ধর্ম্মচর্চ্চায় নিযুক্ত হইলেন। আবার এক দিন স্নান করিতে করিতে তিনি ঈশ্বরের আবির্ভাবে

(১) ভাগবত ৪ স্কন্ধ। (২) ভাগবত ৫ স্কন্ধ।
(৩) ভাগবত ৭ স্কন্ধ। (৪) বিষ্ণুপুরাণ।
(৫) জনম সাক্ষী।

মুগ্ধ হইয়া নব জীবন লাভ করিলেন এবং ঈশ্বরের দ্বারা আদিষ্ট হইয়া আপনার জীবনের আদর্শানুসারে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

তুলসী দাস অতিশয় স্ত্রৈণ ছিলেন; যখন তিনি স্ত্রী পিত্রালয়ে যাইবার সময় অস্থির হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তুলির পশ্চাৎ যাইতেছিলেন; স্ত্রীর তিরস্কারে তাঁহার চৈতন্য হইল, এবং ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ রূপ কথা শুনিয়া তাঁহার জীবনের মহাব্রত সাধনে তৎপর হইলেন।

চৈতন্য প্রথমে আপনার সাধন ভজনেই নিযুক্ত ছিলেন, যখন প্রেমাবেশে বিমুগ্ধ হইয়া অন্তরে এই মহা বাক্য শুনিলেন "আমার নাম পাপী জীবদিগকে বিতরণ কর" তখন তিনি সব ছাড়িয়া পথে পথে ঘরে ঘরে মধুর নাম বিতরণ করিতে লাগিলেন।

এই সকল দৃষ্টান্ত দ্বারা কি প্রমাণীকৃত হইল না যে ঈশ্বরের আদেশ ভিন্ন মনুষ্য উচ্চ জীবন লাভ করিতে পারে না? আদেশ যে খৃষ্টানী নয় শাস্ত্র ও জীবনের দ্বারা তাহার সিদ্ধান্ত হইল।

চীন দেশীয় দার্শনিক কৃফি বলেন, খৃষ্টীয় শকের ৫৫১ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ পিথাগোরসের সমকালীন ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক কংফুচ যখন জন্ম গ্রহণ করিয়া ধর্ম্ম বিষয়ে মনোনিবেশ করেন তখন তাঁহার বয়ঃক্রম পনের বৎসর হইবে। কংফুচ নিজেই বলিয়াছেন, "আমি পনের বৎসর বয়সে পরমার্থতত্ত্বের অন্বেষণে নিযুক্ত হই। চল্লিশ বৎসর বয়সে পরিষ্কার রূপে কতকগুলি স্বাভাবিক সত্য দেখিতে পাই। পঞ্চাশ বৎসর বয়সে ঈশ্বর প্রদত্ত নিয়ম সকল প্রতীতি করিয়াছিলাম, ষাট বৎসরে আমি ঈশ্বরের নিকট হইতে যাহা শুনিয়াছিলাম তাহা সহজেই বুঝিয়াছিলাম। সত্তর বৎসরে ঈশ্বরের কথা উল্লঙ্ঘন করিতে আমার আর ইচ্ছা হয় নাই।" (১)

পার্শিদিগের ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক জোরোয়েস্টার বা জরদস্ত বলেন যে "আমি ঊর্দ্ধ হস্তে প্রার্থনাতেই আনন্দ অভিলাষ করি, হৃদয়ে পবিত্রাত্মা মজ্দার পবিত্র কার্য্য প্রতীত করি। হে আহুর মজদা! স্বর্গ হইতে স্বীয় মুখে তুমি আমায় শিক্ষা দাও।" ইহা কি সেই আদেশের কথা নহে? (২)

যখন মহম্মদ ধর্ম্মার্থী হইয়া তত্ত্বান্বেষণে প্রবৃত্ত হন, তখন তিনি একাকী হিরাট পর্ব্বতে নিভৃত স্থানে ধ্যান ধারণা ও প্রার্থনায় কিছু দিন অতিবাহিত করেন। তথায় তাঁহার সমুদায় প্রশ্নের মীমাংসা হয় ও জীবনের মহাব্রত ও আদর্শ ঈশ্বরের আদেশে উপলব্ধি করেন। (৩)

"সরোশ আমদ্ আজ করদগারে জলিল
বহায়বদ্ মলামৎ আয় খলিল
মমনা দাদঃ সদসালা কজী উম্র্!
তোরা নফ্রৎ, আমদ্ আজো এক জম্!।(৩)

খলিল নামে এক জন মুসলমান ধর্ম্মপ্রচারক কোন সময়ে তাঁহার গৃহাগত অতিথিকে আহারের সময় ঈশ্বরকে ধন্যবাদ না দিয়া ভোজন করিতে দেখিয়া তাঁহাকে বিধর্ম্মী বলিয়া তিরস্কার করিয়া বহিষ্কৃত করিয়া দেন। এই ঘটনার পরেই অমনি তাঁহার প্রতি ঈশ্বরের আদেশ হইল, হে খলিল! আমি যাহাকে শত বর্ষ অন্ন পান ও প্রাণ দিয়া জীবিত রাখিয়াছি তুমি এক মুহূর্ত্তে তাহাকে ঘৃণা করিলে?

"জিস্ সকস্ পর ইয়ে রাঃ খুলী হ্যায়, আগর খল্ককী সলাঃ খোদা উসী বতায়ে, আওর উয়োঃ সবকো বোলায়ে, আওর হিদায়ৎকরে তো যো কুছ খোদানে উস্ সকসকো বতায়ে উসে শরীয়ৎ কহতেঁ হ্যাঁয়, আওর খুদ উস্ সকসকো প্যায়গাম্বর কহতেঁ হ্যাঁয়।" (৪)

শত শত লোককে পথ প্রদর্শন করিবার জন্য পরমেশ্বর যাহাকে বিশেষ কথা বলিয়া প্রেরণ করেন এবং যিনি ঈশ্বর যাহা বলেন তাহাই কেবল সকলকে শিক্ষা দেন, তাহাকে প্রেরিত মহাজন বা প্যায়গাম্বর বলা যায়।

অতএব পাঠকেরা সূক্ষ্ম দৃষ্টি সহকারে দেখুন যে আদেশ না হইলে উচ্চ জীবন লাভ হয় না। মুসলমানদিগের ধর্ম্ম পুস্তকে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়, বাহুল্য ভয়ে আমরা আর উল্লেখ করিলাম না।

আদেশেতেই খৃষ্টের জীবনের গঠন হয়। তাঁহার সমুদায় জীবনের জ্বলন্ত তেজ, বিশ্বাস ও গভীর সত্য এ সকলই ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ আদেশে লব্ধ হইয়াছে। বাইবেলের সর্ব্বত্র তাহার প্রমাণ লক্ষিত হইয়া থাকে। নরশোণিত লোলুপ পল যৎকালে খৃষ্টের শিষ্যদিগকে নিপাত করিবার জন্য সৈনিকবেশে অশ্বারোহণ পূর্ব্বক ডামস্কাস নগরাভিমুখে যাইতেছিলেন, তখন কোন্ এক স্বর্গীয় আলোক দেখিয়া মুগ্ধ ও অচেতন হইয়াছিলেন ও কাহার কথা শুনিয়াই বা একেবারে নব জীবন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন? সেই জ্বলন্ত প্রেমময় পরমেশ্বরের আবির্ভাব দেখিয়া ও তাঁহার জীবন্ত বাক্য শুনিয়া তাঁহাতে স্বর্গীয় অলৌকিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল।

ডেবিড প্রভৃতি বড় বড় সাধু লোকেরা ঐ আদেশ শুনিয়াই মহান্ সত্য সকল প্রচার করিয়া গিয়াছেন। ঘোর দুরাচারী পাপাসক্ত অগাষ্টাইন কাহার কথা শুনিয়া একেবারে সম্পূর্ণ দেবত্ব লাভ করিলেন? খৃষ্টধর্ম্মের সংস্কারক লুথার কাহার বলে বলীয়ান্ হইয়া ও কাহার কথা শুনিয়া পৌত্তলিকতা বিনাশ করিতে সংকল্প করত প্রভূত পরাক্রমশালী সম্রাটগণের সমক্ষে অকুতোভয়ে স্বীয় বি-

(১) Clarke's Ton Great Religions P. 8-48.
(২) Zend Avesta
(৩) Alkoran
(৩) বোঁস্তা ২ অধ্যায়।
(৪) আক্সীর হিদায়ৎ।

শ্বাস প্রচার করিয়াছিলেন? আধ্যাত্মিক জগতের অধিবাসী কোয়েকার সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক জন ফক্স্ সমাধি ও নিত্য যোগ অবলম্বন করিয়া কাহার নিকট হইতে আদেশ লাভ করিতেন, এবং কাহার কথানুসারে আড়ম্বরপূর্ণ নীরস উপাসনাকে সরস করিয়া গিয়াছিলেন? এই সকল ভূরি প্রমাণ সত্বে যাঁহারা আদেশ মানে না, তাঁহারা স্পষ্ট সত্য অস্বীকার করেন। ফলতঃ ধর্ম্মরাজ্যে এমন কেহ নাই যিনি কোন না কোন আকারে আদেশ স্বীকার না করিবেন।

আধুনিক সুবিজ্ঞ জ্ঞানালোকসম্পন্ন লোকেরাও আদেশের গভীরতা না মানিয়া থাকিতে পারেন নাই। "ঈশ্বরের পবিত্র ভাব উপদেষ্টা। চক্ষুর নিকট আলোক যেরূপ মনের নিকট ঐ ভাবও সেইরূপ। উহাই ধর্ম্মজগতের সত্য প্রদর্শন করে। সেই আদেশেই মনুষ্যের সন্দেহ ও অবিশ্বাস তিরোহিত হয় এবং পবিত্র পরমেশ্বর স্বয়ংই সাধককে সত্যেতে লইয়া যান। ঐ আদেশ কেবল বুদ্ধির নিকট আলোক নহে কিন্তু ইচ্ছার সম্বন্ধে লক্ষ্য ও নেতা (৮)।

প্রসিদ্ধ একসিহোমো পুস্তকের কোন স্থলে লিখিত হইয়াছে যে, মনুষ্যের উন্নতি যেমন অনন্ত, কর্ত্তব্য শ্রেণীও সেই রূপ অসীম; সুতরাং মনুষ্যের সামান্য বুদ্ধি সে সমুদায় আয়ত্ত করিতে সমর্থ হয় না। অতএব যখন ঈশ্বরের সহিত আত্মার প্রত্যক্ষ যোগ হয় তখন উহা তাঁহার কথা শুনিয়া প্রত্যেক কর্ত্তব্যসাধন করিতে সক্ষম হয়। তৎকালে আর নীতি শাস্ত্রের প্রণয়ন প্রয়োজন হয় না, আত্মা স্বয়ংই সমুদায় বিষয়ে ব্যবস্থাপকের পদ প্রাপ্ত হয় (৯)।

এক্ষণে আমরা আদেশের মত পরিষ্কার রূপে ব্যক্ত করিলাম। যাঁহারা বাল্যাবস্থোচিত ধর্ম্মেতেই সুখী হইতে চাহেন, তাঁহারা আদেশ না লইতে পারেন; কিন্তু যাঁহারা আধ্যাত্মিক জীবনের গভীর হইতে গভীরতর স্থানে প্রবেশ করিতে চান, তাঁহারা ঈশ্বরের সহিত ঈদৃশ সম্বন্ধ প্রতীতি না করিলে সন্তুষ্ট হইতে পারেন না। যাঁহারা প্রকৃত ধর্ম্ম চান, তাঁহারা ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ কথা না শুনিলে ধর্ম্ম পথে চলিতেই পারিবেন না। ব্রাহ্মেরা যেন ইহার গভীর ভাব প্রতীতি করেন।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

১০ জ্যৈষ্ঠ ১৭৯৭।

যথার্থ বৈরাগ্যবৃক্ষ পরলোকে জন্মে ইহলোকে নহে। পরলোক ভিন্ন অন্য ভূমিতে উহার বীজ রোপণ করিলে ফল ফুল হয় না। পৃথিবীর উৎকৃষ্ট স্থান পরীক্ষা করিয়া লইয়া খনন করিয়া তাহাতে নিক্ষেপ কর, সে বীজে বৃক্ষ হইবে না। বীজ প্রস্ফুটিত না হইয়া বিনষ্ট হইয়া যাইবে। যথার্থ স্বর্গীয় বৈরাগ্য পরলোকভূমি ভিন্ন অন্যত্র জন্ম গ্রহণ করে না। প্রকৃষ্ট বৈরাগ্য পারলৌকিক সামগ্রী, ইহলোকের নহে। উহার মূল ও ফল পারলৌকিক। এই পৃথিবীতে থাকিতে থাকিতে পরলোক সাধন কর। জ্ঞানী হইয়া ধীর হইয়া ইহলোক এবং শ্মশান ছাড়িয়া বৈরাগ্য সাধন কর। ইহলোক এবং শ্মশানের অতীত ভূমি পরলোক। তন্মধ্যে বৈরাগ্য বীজ রোপণ করিয়া স্বর্গীয় ফল লাভ করিবে। সংসারে থাকিয়া ইন্দ্রিয় দমন চেষ্টা কর, মৃত্যু চিন্তা করিও না। মৃত্যুচিন্তার দিক্ দিয়া না গিয়া রিপুদমনে যত্নশীল হও। পৃথিবীর সুখ পরিমিতরূপ সম্ভোগ কর। বিষয় ব্যাপার যথাপরিমাণ অনুসরণ কর। যেরূপ অনুসরণে রিপু দমন অসম্ভব তাহা পরিত্যাগ কর। সর্ব্বদা সেই পরলোক লাভের জন্য লালায়িত এবং যত্নবান্ থাক। এক সম্প্রদায় বলেন, ধর্ম্মবুদ্ধি সহকারে এক একটী সীমা করিয়া লও। যাহাতে তাহা অতিক্রম করিতে না হয় এরূপ যত্নবান হও। ইহলোকে অল্প বৈরাগ্য সঞ্চয় কর। এরূপ করিলে বিষয়ে আসক্তি জন্মে সুতরাং এ গুলি পরিত্যাগ করিতে হইবে, এরূপে আসক্তি জন্মিবার সম্ভাবনা নাই, সুতরাং এ গুলি ভোগ করিবে, এই রূপ অঙ্কশাস্ত্রের গণনা করিয়া বিচার কর, সাধন কর। কত দূর অগ্রসর হইলে সর্ব্বদা সুখের দ্বারা ধর্ম্মের দ্বারা পরিমাণ কর। আর এক সম্প্রদায় বলেন, যথার্থ বৈরাগ্য পৃথিবীর মধ্যে থাকিয়া উপায় অবলম্বন করিয়া লাভ করা যায়। শ্মশানে বসিয়া মনুষ্যের অস্থি সম্মুখে রাখিয়া ক্রমাগত মনুষ্যের পরিণাম চিন্তা কর। দেখ এই মনুষ্য শরীর দগ্ধ হইতেছে, উহার সমুদায় সৌন্দর্য্য সমুদায় অভিমান ভস্ম হইয়া গেল, উহার আর কিছু থাকিল না। ভাবিতে ২ শরীরের অসারতা উপলব্ধি করিবে। শ্মশানে বসিয়া কেহ সংসারের ধন মান মর্য্যাদা দেখিতে পায় না। সেখানে কোন লালসা মনে উদয় হয় না। স্ত্রী পুত্র পরিবার আর সেখানে থাকিতে পারে না। চারি দিকে কেবলই ধূ ধূ করিতেছে, সকলই শূন্য। মনে কেবলই ভয়ের উদয় হয়, প্রাণ কাঁদিয়া উঠে, বিষয় বাসনা চলিয়া যায়। শ্মশানে বসিয়া শরীর যাহাতে কষ্ট পায়, সেই বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা হয়। সাধনে কি না হয়? উহাতে অসাধ্য সিদ্ধ হয়। শ্মশানের সকলই ভয়ানক, চারি দিকে কেবল মৃত দেহেরই ব্যাপার। পৃথিবীর সুখ সেখানে মুহূর্ত্তের মধ্যে ভস্ম হইয়া যাইতেছে চিহ্নও থাকিতেছে না। এ সকল দেখিতে২ সংসারের প্রতি অনুরাগ হ্রাস হইয়া যায়, সংসার মনেও থাকে না। সমুদায় বাসনা দগ্ধ হইয়া এই রূপে বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। ৫ বৎসর ১০ বৎসর এই রূপ ভয়ের সামগ্রী সাজাইয়া সাধন করিতে২ সংসার সুখ বিসর্জ্জন হইল। এ কোন্ প্রকারের বৈরাগ্য উপস্থিত? শ্মশানবৈরাগ্য। এত সাধন করিয়া এত কষ্ট করিয়াও উহা উৎকৃষ্ট বৈরাগ্যে পরিণত হইল না। উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বৈরাগ্যলাভের সাধন স্বর্গীয় এবং সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। যে কোন সম্প্রদায় পৃথিবীর ধর্ম্ম সাধন করে, আমরাও কি তাহাই করিব?

ইহলোক, পরলোক, মধ্যে মৃত্যু, ব্রাহ্ম একথা স্বীকার করেন না। ইহলোক তাঁহার নিকটে পরলোক, তিনি মৃত্যুকে বিশ্বাস করেন না। এই পৃথিবীতে বসিয়া সাধন ভজন কর মনকে বশীভূত কর, শ্মশানের ভিতর থাকিয়া পৃথি-

---

(৮) Reason in Religion by Hedge P. 8 287.

(৯) Ecce Homo—The Christian a Law unto himself.

বীকে জয় করিতে চেষ্টা কর, অগ্নিতে জলের শীতলতা জলে অগ্নির উষ্ণতা যেমন অসম্ভব, ইহা তেমনি অসম্ভব। সংসারে থাকিয়া কেহ বৈরাগ্য শিখিবে, ইহা নিতান্ত অসম্ভব কথা। অসারের মধ্যে সার সংগ্রহ করিয়া পরিশেষে সমুদায় সার বস্তু লইয়া হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে। যাহার মধ্যে সার নাই, তাহা লইয়া সাধন করিলে তাহা হইতে অসার বস্তুই উৎপন্ন হইবে, অসার সাধনে সার উৎপন্ন হইবে ইহা কেহ বিশ্বাস করিতে পারে না। পাপের ভিতর দিয়া পুণ্য আসিবে এ কথা বিশ্বাস করা যায় না। এরূপ চেষ্টা দ্বারা এরূপ কষ্ট সাধন দ্বারা ভাল হওয়া অসার। যে ধর্ম্মভাব স্থায়ী হয় না, তাহাও অসার। শ্মশান চিন্তা করিতে করিতে যে বৈরাগ্য উপস্থিত হইল, সেই বৈরাগ্য আবার সেই রূপ সংসার দেখিতে২ চলিয়া যাইবে। অসার বৈরাগ্য চলিয়া যাইবে না কেন? যে বৈরাগ্য আগুন সংসারকে গ্রাস করিল সেই সংসারের আগুন আবার বৈরাগ্যকে গ্রাস করিবে। শ্মশান বৈরাগী সংসারের বৈরাগ্য চান, সুতরাং তাহার পরিণাম এইরূপ হইবে। যে স্থান সংসারের ক্রীড়ার অতীত, ব্রাহ্মেরা সেই স্থানের বৈরাগ্য চান, সুতরাং তাহাদের বৈরাগ্য স্থায়ী। এই জন্যই তাঁহারা মৃত্যু আছে ইহা স্বীকার করেন না। মৎস্যের স্থান জলে, জল ভিন্ন মৎসের জীবিত থাকা অসম্ভব! বৈরাগ্যও জলস্থ মৎস্যের ন্যায় পরলোকে থাকিবে এ জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। পরলোকে উপস্থিত হইলে বৈরাগী হইতে পারিবে। ইহলোক পরলোকের মধ্যে যে একটী চিহ্ন আছে লোকে বলে, তাহা বিলুপ্ত করিতে হইবে। মরণকে বিলোপ করিয়া ইহলোককে পরলোকে পরিণত কর। ইহলোকেই পরলোকের আরম্ভ হয়, তবে যে মৃত্যুর পর পরলোক বলা উহা কেবল চলিত ভাষার ব্যবহার মাত্র। যিনি ব্রাহ্ম তিনি পরলোকগত, তিনি সংসার সম্বন্ধে মৃত হইয়াছেন। তাঁহার মৃত্যু হইবে, ইহা নহে। অমুক২ ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে বলিতে পারা যায়। ব্রাহ্ম যিনি তিনি সংসারের ভিতরে বাস করিয়াও পৃথিবীতে বাস করেন না, পরলোকে বাস করেন। বিশ্বাসী ব্যক্তি উপাসনা সময়ে ধ্যানযোগে পরলোকে আরূঢ় হন এবং তিনি পরলোকে বসিয়া ধ্যানে নিমগ্ন থাকেন। এই অবস্থায় বৈরাগ্যসাধন সুলভ। সংসারী লোক শ্মশানে বসিয়া বৈরাগ্যকে আহ্বান করে, উহাকে স্বদেশ হইতে বিদেশস্থ করিতে চায়। যে স্থানের বস্তু সেখানে উহা যত তেজে বাড়ে, বিদেশস্থ হইয়া উহা তেমন কেন বাড়িবে? সাবধান, বৈরাগ্যবৃক্ষকে পরলোকের ভূমিতে বাড়িতে দাও, দেখিবে ফল ফুল শাখা পল্লবে কেমন উহার শোভা হইবে। সেখানে আপনার সার আপনি টানিয়া লইবে, সার দেওয়ার জন্য প্রয়াস পাইতে হইবে না। মৎস্যকে জলে আনিয়া ছাড়িয়া দাও তৎক্ষণাৎ সে আমোদে সন্তরণ করিবে। সেখানে স্বাভাবিক বায়ু এবং জল বৈরাগ্যবৃক্ষকে দৃঢ়িষ্ঠ এবং বলিষ্ঠ করিতে লাগিল, আমাদের আর চিন্তা রহিল না। শ্মশানবৈরাগ্য পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র পরিবার ধন সম্পত্তির বিষয় চিন্তা করিব না বলিয়া ক্রমাগত চেষ্টা করে, কিন্তু সংসারের চিন্তা বার২ সংসারে ফিরিয়া আইসে। বৈরাগ্যের জন্মভূমি যেখানে নয়, সেখানে উহা একটু প্রতিকূল ব্যবহার পাইলেই চলিয়া যায়। এখানে বৈরাগ্যকে বারম্বার ডাকিয়া আনিতে হয়, পরলোকে আর ডাকিয়া আনিতে হয় না। মৃত্যু আমাদিগকে গ্রাস করিবে ইহা বলিয়া আর চিন্তা করিতে হয় না। ধন, জন, মান, সম্ভ্রম, এ সকল অসার অস্থায়ী একথাও ভাবিতে হয় না। পরলোকবাসীর নিকটে সকলই সার, অসার বলিয়া বিশেষণ নাই। যত সামগ্রী দর্শন স্পর্শ শ্রবণ করেন, সার চির কাল স্থায়ী। বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া সমুদায় পরাজয় করিতে হইবে, এ উপদেশ দিতে হয় না। এ পথে সমুদায় অনুকূল এবং স্থায়ী। বৈরাগ্য বৃদ্ধি করিবার জন্য চিন্তা করিতে হয় না, সংসার হইতে মনকে টানিয়া আনিয়া বুদ্ধিকে বারম্বার বৈরাগ্যে স্থাপন করিতে হয় না। বৈরাগ্য নিঃশ্বাসের ন্যায় সহজ হইয়া পড়ে। উপাসনা ধ্যানে বৈরাগ্য ভাব বৃদ্ধি হইয়া উঠে। চিন্তা, পাঠ, অনুষ্ঠান সকলই পরলোকে বাস করিবার ভাব অনুভব করিবার পক্ষে সহায় হয়।

ইহলোক পরলোক স্বতন্ত্র এই ভ্রান্তি বৈরাগ্য পথে প্রতিবন্ধক হইয়া রহিয়াছে। আমরা ইহলোকের সুখে কেন মুগ্ধ হইব? আমাদিগকে পরলোকের সুখ লাভ করিতে হইবে, এবং ভাবনা দ্বারা সেই পরলোক মনের ভিতরে আনিতে হইবে। ইহা হইলে বৈরাগ্য স্ফূর্ত্তি পাইবে। ইহলোককে পদাঘাত করিয়া শ্মশানকে অতিক্রম করিয়া আত্মা উড্ডীন হইয়া পরলোক প্রাপ্ত হয়। যাহা কিছু করা যায় সকলই বৈরাগ্য সহকারে। সেখানে বলের দ্বারা আর বৈরাগ্য সাধন করিতে হয় না। পৃথিবীর লোকে বৈরাগ্য সাধন করিতে গিয়া ইহলোকের সীমা মৃত্যুতে পর্য্যবসান করে। মৃত্যু তাহাদিগের সম্বন্ধে প্রাচীর, কিন্তু ব্রাহ্মসাধক প্রাচীর দেখিতে পান না। ইহলোক পরলোক মধ্যে মৃত্যু দ্বার, একথা তিনি বলেন না। তিনি বলেন, সাধক সম্বন্ধে ইহলোক নাই পরলোক আছে। তিনি ইহলোকবাসী হইয়াই পরলোকবাসী। তাঁহার সম্বন্ধে লোক এক দুই নয়। সে লোক—অনন্ত লোক, ব্রহ্মলোক। সকল অবস্থার মধ্যে থাকিয়াই তিনি সেই লোকে বাস করেন। তাঁহার সম্বন্ধে প্রাচীরের ব্যবধান নাই। ব্রহ্মসাধক দিব্য চক্ষে দেখেন চারি দিক্ ধূ ধূ করিতেছে। সমুদ্র, প্রান্তর, প্রসারিত ভূমিখণ্ড অতিক্রম করিয়া ক্রোশ ক্রোশান্তর চক্ষু চলিল, ইহলোক পরলোক এক হইয়া অনন্ত কালের দিকে ধাবিত, তাহার অন্ত পাইল না, চক্ষু কোথাও ব্যবধান দেখিতে পাইল না। ফলতঃ এমন প্রাচীর দেখিতে পাওয়া যায় না, যাহা ব্রহ্মলোককে বিভক্ত করিয়াছে। আত্মার জন্ম হইয়াছে, মৃত্যু নাই। দৃষ্টি যত অগ্রসর হয়, তত উজ্জ্বল হইয়া ইহলোকে পরলোক দেখিতেছে। ব্রহ্মসাধক ব্রহ্মকে দেখেন, পরলোককে দেখেন। শুষ্ক বিশ্বাসের বস্তু নহে, ব্রহ্ম আছেন যেমন প্রমাণ করিতে হয় না, পরলোক আছে এ কথাও তেমনি প্রমাণ করিতে হয় না। ঈশ্বর আছেন, পরলোক আছে মানিতে হইবে। মৃত্যু নামে অবরোধক কোন প্রাচীর নাই। এই জীবনই প্রসারিত হইতেছে, বিস্তৃত হইতেছে, উহা ইহলোক নহে, পরলোক নহে, একই লোক। ব্রাহ্মের জীবনে উহার আরম্ভ হয়, কিন্তু অন্ত নাই দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইতেছি।

ইহলোক পরলোকের ব্যবধান চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া সাধনে প্রবৃত্ত হও। সংসারের অনিত্য বস্তু সকলকে ছাড়িবে বটে কিন্তু চেষ্টা করিয়া নয়। কালে যেমন শুষ্ক পত্র সকল পড়িয়া যায়, পুরাতন বিষয় বাসনাসকল সেইরূপ পড়িয়া যায়। যখন উপযুক্ত সময় আইসে, তখন পুরাতন পত্রের স্থলে নূতন পল্লবে বৃক্ষলতা সুশোভিত হয়, সংসারের বৃথা আড়ম্বরের সম্বন্ধ চলিয়া গিয়া বিশুদ্ধ পবিত্র সম্বন্ধ উপস্থিত হয়। সমুদায় বাসনা খসিয়া পড়িতে লাগিল, মান মর্য্যাদা ধন সম্পত্তি যাহা কিছু পাপ সঙ্গে২ পড়িয়া গেল। চেষ্টা

করিয়া দূর হইল তাহা নহে। যাইতেছে না সাধন করিয়া তাড়াইব শ্মশান বৈরাগী সংসারী বৈরাগীরা এইরূপে সাধন করে। কোন প্রকারে বাসনা দূর হয় না, মনে করে পরলোকে গিয়া বাসনা মরিবে। এরূপ করিলে বাসনা নিবৃত্ত হয় না। যেখানে ব্রহ্ম ভিন্ন পদার্থ নাই, শরীর নাই, আত্মা কেবল পরমাত্মাতে প্রতিষ্ঠিত, সেখানে শারীরিক বিষয় যাইবে কেমনে? পৃথিবী মনকে অধীর করিবে কি প্রকারে? এখানে আর কোন সামগ্রী নাই যে মনকে তাহা হইতে টানিয়া আনিয়া বৈরাগ্য অভ্যাস করিতে হইবে। সমুদায় পার্থিব বস্তুর আকর্ষণ চলিয়া গেল, আর তাহাদের সাধকের উপরে অধিকার নাই। ধন মান সম্পত্তি অধিকার নাই বলিয়া প্রস্থান করিল। সেখানে কেবল ঈশ্বর এবং তাঁহার দাস। আত্মা যখন ব্রহ্মেতে স্থাপিত হইয়া যায়, সে অবস্থায় কোন বস্তু আর আকর্ষণ করিতে পারে না। তথায় কেবলই ব্রহ্মের আকর্ষণ। এ সময়ে কেবল ব্রহ্ম দর্শন, ব্রহ্মস্পর্শ, ব্রহ্ম শ্রবণ, অন্য বস্তুর আকর্ষণ কিরূপে হইবে? সাধক তখন সংসারের পথে বেড়ান বটে কিন্তু সংসার তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। এই সময় প্রকৃতিস্থ বৈরাগ্য কাহাকে বলে বুঝিতে পারি। প্রেম আকাশে অমৃতসাগর ঈশ্বর উদিত হন, শুষ্ক কঠোর অসার ভূমিতে তাঁহার উদয় কি প্রকারে হইবে? সহজে প্রাণ রসসাগরে ডুবিয়া সেই বস্তুর প্রতি লোভ বাড়িতে লাগিল। সংসার আকর্ষণ বিহীন হইল, পরলোকের আকর্ষণ প্রবল হইল। দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ সকলই পারলৌকিক। এ অবস্থায় বৈরাগ্য অনন্তকাল স্থায়ী। অমৃতের সাগরস্বরূপ এই বৈরাগ্য আমাদিগের অন্তরে প্রবিষ্ট হউক। বৈরাগ্যগৃহে বসিয়া থাকিব, প্রেমযোগে সমুদায় বিষয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখিব, পৃথিবীতে থাকিয়াও উহা বিনষ্ট হইবে না; কিছুতেই আর অপহৃত হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না; অনন্তকাল অমৃতলাভ হইবে, আর কোন বস্তুর কামনা বা বাসনা থাকিবে না। বৈরাগ্য নিঃশ্বাসের ন্যায় সহজ হইবে, সুতরাং সকল অবস্থায় পৃথিবীতে নির্লিপ্ত হইয়া সাধক অবস্থান করিবেন। বৈরাগ্যসাধনে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়া সমুদায় শারীরিক বাসনা কামনা ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে, সাধক পরলোকে বসিয়া আছেন, দিব্য চক্ষে দেখ। শ্মশানের অতীত পরলোকভূমিতে তাঁহার বাস। যখন দেখিবে পরলোকবাসী বৈরাগ্য পাইয়াছ, তখন জানিবে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছ। তখন বৈরাগ্য দৃষ্টিতে দেখিবে, বৈরাগ্য ভাল বাসিবে, বৈরাগ্য আত্মার ভূষণ ও আনন্দ হইবে।

প্রেরিত।

মহাশয়!

গতবারে ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশিত শ্রীযুত শিবনাথ ভট্টাচার্য্যের পত্র সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে, প্রকাশ করিলে বাধিত হইব।

শিবনাথ বাবু বলেন "আমি দেখিতেছি যে আমরা ক্রমেই দেশীয় খৃষ্টীয়ান অথবা চৈতন্য বৈষ্ণবদিগের ন্যায় লোকের ঘৃণিত একটী ক্ষুদ্র দল হইয়া পড়িতেছি" এই দুঃখ ও ভয় নিবারণের জন্য তিনি এক্ষণে হিন্দুদিগের সমদুঃখ হইতে চাহেন, "হিন্দু নই" এ শব্দ সুতরাং এখন আর তাঁহার ভাল লাগে না। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি, বিবাহ বিধি পাশ করিবার সময় আবেদন পত্রে তিনি নাম স্বাক্ষর করিয়াছিলেন কি না? শ্রীমতী গণেশসুন্দরীর বিবাহ কালীন "হিন্দু নই" একথায় যোগ দিয়াছিলেন কি না? বিগত বর্ষে বাবু রজনী নাথ রায়ের বিবাহের পৌরহিত্য করিয়া "হিন্দু নই" একথার অনুমোদন করিয়াছিলেন কি না? এই গুলি সমস্ত করিয়া এক্ষণে "হিন্দ" শব্দের প্রতি অনুরাগ প্রকাশের তাৎপর্য্য কি? নূতন বিধি অনুসারে পুনরায় ভবিষ্যতে আরও হয়ত তাঁহাকে বিবাহ দিতে আমরা দেখিতে পাইব। তবে কি গুটিকতক মিষ্ট কথা শুনিয়া হিন্দু সমাজ শিবনাথ বাবুকে আলিঙ্গন দান করিবে? উপবীত ত্যাগ করিয়া, র্যাডিকেল রিফর্ম্মার হইয়া শিবনাথ বাবুর একথা বলা শোভা পায় না। এত দিন পরে কি তিনি এই বুঝিলেন যে ইংলণ্ডের লোকের বাহবা লইবার জন্য হিন্দু সমাজের সহিত ব্রাহ্মসমাজ সকল সম্পর্ক পরিত্যাগ করিতেছে? দেশীয় লোকের সহিত সমভাবী হইয়া কার্য্য করিতে হইবে একথা শিবনাথ বাবু যেন নূতন একটী আবিষ্কার করিলেন!! এ বিষয়ে অনেক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আমরা মিরারে পাঠ করিয়াছি, সন্দয় ব্রাহ্মেদের কার্য্যেতেও তাহা দেখিয়াছি। শিবনাথ বাবু হিন্দু সমাজের অনুরাগভাজন হইবার জন্য কেবল লিখিবেন, না কার্য্যে কিছু করিয়া থাকেন তাই আমি শুনিতে চাই। বাবু কেশবচন্দ্র সেন এবং আরো অনেকে হিন্দু পরিবারের মধ্যে অবস্থিতি করেন, শিবনাথ বাবুই বরং এ বিষয়ে সমাজত্যাগী। "হিন্দু নই" এ কথাটী বলিতে পারিলেই অধিক দেশহিতৈষী হওয়া যায় এখন আর বোধ হয় না। আর তাই বা তিনি ছাড়িতে পারিতেছেন কৈ? পুনরায় হয়তো এই কথায় আবার সায় দিতে হইবে।

উপাসনাপ্রণালী ও মন্দিরসম্বন্ধে শিবনাথ বাবুর কথার উপর সম্পাদকীয় উক্তি যাহা প্রকাশিত হইয়াছে তাহাই যথেষ্ট। আমি এক্ষণে জানিতে পারিলাম যে কেবল মন্দির নয় তাহার উপাসনা পর্য্যন্ত শিবনাথ বাবুর অননুমোদনীয়। আশ্চর্য্য এই যে, অথচ তিনি স্বয়ং ঐ রূপ প্রণালীতে উপাসনা কার্য্য করেন। তিনি কি রূপ উপাসনা পদ্ধতি এবং মন্দির করিতে চান তাহা শুনিবার জন্য বড় কৌতূহল জন্মিতেছে।

আদেশ সম্বন্ধে তাঁহার মত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে তাহা একটু অহংকারের সহিত স্বীকার করিয়াছেন এবং তন্মতাবলম্বীদিগকে কিছু উপহাস করিয়া ভ্রান্ত বলা হইয়াছে। কিন্তু তিনি এখন যে মত ধরিয়াছেন তাহা কত দিনের জন্য সেইটী অনুগ্রহ করিয়া বলিয়া দিবেন। "আমি পূর্ব্বে জানিতাম বিবেকই ঈশ্বরের আদেশ, তার পরে শুনিলাম, যে বিষয়ে বিবেকের কোন সম্পর্ক নাই তাহাতেও ঈশ্বরের আদেশ শুনিতে পাওয়া যায়" এই কথা বলিয়া তাঁহার মনে এ বিষয়ের আন্দোলনের কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। তার পর কলেজ ছাড়িয়া "এক বার প্রচার কার্য্যই আমার ঈশ্বরাদিষ্ট কার্য্য বলিয়া প্রতীত হইল, সেই মর্ম্মে আচার্য্য মহাশয়কে লিখিলাম" এই যে আদেশ বোধ হইল, অবশ্য তাহা বিবেকের আদেশ। তার পর শিবনাথ বাবুর পক্ষে "প্রচারক হওয়া প্রতারণা করা বলিয়া সঙ্কোচ জন্মিল" এবং "উত্তমর্ণ ও স্ত্রী পুত্রের দাওয়া সকল কার্য্য অপেক্ষা গুরুতর বোধ হইতে লাগিল"। অগ্রে "প্রচার কার্য্যই আমার ঈশ্বরাদিষ্ট কার্য্য বলিয়া প্রতীত হইল" পরে শেষটী "গুরুতর বোধ হইল"। যদি শেষটী গুরুতর বোধ হইল তবে প্রথমটী ভ্রম হইল, যখন প্রথমে বিদ্যালয়ের শিক্ষক হইলেন তখন স্পষ্টরূপে ইচ্ছা প্রকাশ করা

হয় নাই কেন? "আমার বর্ত্তমান মত এই যে ঈশ্বর-প্রীতি বর্দ্ধিত হইলে মানুষকে আদেশের জন্য ব্যস্ত হইতে হয় না"। ইহা কবে হইতে হইল, কত দিন থাকিবে, তাহাও জানিতে দিবেন। "ঈশ্বরপ্রীতি বর্দ্ধিত হইলে" সাধকের পক্ষে যাহা কিছু প্রয়োজন তাহা সকলই হয় একথা কি তিনি পূর্ব্বে জানিতেন না? ইহাতো অত্যন্ত প্রাচীন কথা। "আদেশ" "আদেশ" করিয়া "চীৎকার" ত তিনিই করিতেছেন দেখিতেছি। যখন প্রচারক হইতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন তখন কি তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হন নাই? এত জ্ঞান সংস্কারের উপর যে মত দাঁড়াইল তাহা পরিবর্ত্তিত হইল। তাহা আবার "অকপটে" "সরল ভাবে" অন্যের স্কন্ধে দোষ দিয়া ব্যক্ত করিয়া চঞ্চলতার পরিচয় দিবার প্রয়োজন কি ছিল? অধিক বয়সে কৃতবিদ্য অবস্থার যে মত ত্যাগ করিতে হয়, সে ত্যাগ ভবিষ্যৎ জীবনের দৃঢ়তার পরিচয় দেয় না। নিউ-ম্যান সাহেবের খৃষ্টীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগের পর ব্রাহ্মধর্ম্মের মত গ্রহণের ন্যায় শিব নাথ বাবুর পরিবর্ত্তন গুরুতর নহে। তাঁহার লেখা পাঠ করিয়া বোধ হয় যেন কেহ তাঁহাকে বল পূর্ব্বক "আদেশ" মানিতে বাধ্য করিয়াছিল। কারণ তিনি বলিতেছেন "আদেশের মত মাথায় থাকুক, আপনারাও মাথায় থাকুন"। এ কথার অর্থ কি? এ কথা না বলিয়াও বিনীত ভাবে লোকের নিকট মত পরিবর্ত্তনের কারণ প্রদর্শন করা যাইতে পারে। ইহাতেও কি আবার বাহবা লইতে হয়? "পনর আনা" লোকের কর্ত্তৃক করা "আদেশ" যদি হয়, তবে এক আনা লোকের "আদেশ" উপার্জ্জন করা ইহা তো ঠিক হইল? শিব নাথ বাবু কি প্রচারক হওয়ার আদেশটী কাহার নিকট কর্জ্জ করিয়া লইয়াছিলেন? দুঃখের বিষয় যে তিনি তাঁহার আদেশসম্বন্ধে নূতন মত ইহারই মধ্যে প্রচার করিতে লজ্জিত হন নাই। এক বার ঠেকে শিখিলেন, এবার একটু মতটা বসিলে তার পর যেন প্রচার করেন। "ব্রাহ্মের পক্ষে অন্য মন্ত্র নাই" একথা এখন বলিলে তাঁহার কথা লোকে শুনিবে কেন? পুনরায় যদি এ মতও পরিবর্ত্তন হয় তখন কি করিবেন? অতএব বার বার চঞ্চলতা না দেখাইয়া অগ্রে নিজে একটু স্থির হউন। তাঁহার নিজের লেখাতেও পরস্পর বিরোধী ভাব প্রকাশ পাইতেছে, তাহাও কি দেখিতেছেন না? এক স্থানে বলিতেছেন, "অবশেষে আমার পক্ষে উচ্চ প্রচারক জীবনের আশা অকর্ত্তব্য বিবেচনায় তাহা পরিত্যাগ করিলাম"। "উচ্চ" আর থাকিল কোথায়? যাহা নীচ তাহাকেইত তিনি উচ্চ বলিয়া শেষ ব্যাখ্যা করিতেছেন? এক্ষণে যাহারা আদেশের মত দৃঢ়তার সহিত মানে তাহারা ভ্রান্ত আর শিব নাথ বাবু অভ্রান্ত! যে আদেশকে তিনি আত্মপ্রতারণা স্থির করিয়াছেন, প্রধান আচার্য্য দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয় এই রূপ আত্মপ্রতারণায় পড়িয়া কষ্ট পাইতেছেন, শিব নাথ বাবু তাঁহাকে কিছু উপদেশ দিলে ভাল হয়! শিব নাথ বাবুর "যথেষ্ট প্রীতি" নাই, কিম্বা তিনি চাকরী স্বীকার করিয়া মহা পাপী হইয়াছেন একথা কি কেহ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন? তবে লিপি বাহুল্যের প্রয়োজন কি ছিল? যাহা হউক এক্ষণে আমি ভদ্রতার অনুরোধে শিব নাথ বাবুকে এই বলি যে তিনি হয় নূতন বিধিমতে বিবাহ দিবেন না, আর যদি দেন তবে তাঁহার দোষ ঘোষণা করিয়া অসারতা দেখাইবেন না। বর্ত্তমান প্রথানুসারে উপাসনা করিবেন না, আর যদি করেন তবে তাহার বিরুদ্ধে চীৎকার করিবেন না, তাহাতে চঞ্চলতা প্রকাশ পায়। আদেশ মানিয়া এক সময় তিনি বিনম্র ভাবে যেরূপ বৈরাগ্য ভাব দেখাইয়াছিলেন, সেই দীন বৈরাগ্যের মূর্ত্তিটী স্মরণ করিয়া এখন সাবধানে তদ্বিপরীত সাংসারিক নীচ মত প্রচার করিবেন। প্রচারকালে "ঈশ্বরাদিষ্ট" হইয়াও যদি সরলতা ও বিনয়ের অনুরোধে লোককে "প্রতারণা" করিতে সঙ্কুচিত হইলেন, স্বীয় জীবনের কলঙ্ক ও ঘৃণিত ভাব দেখিয়া ভীত হইয়াছিলেন, তবে এখনও সেই মধুময় বিনীত ভাবটীর অনুরোধে চঞ্চল বিবেকের কথা সহসা প্রচার করিতে কুণ্ঠিত হউন, অন্ততঃ কিছু দিন বিলম্ব করুন। আদেশের মত ধরা এবং ছাড়া ইহাতে তাঁহার গৌরব ও সরলতা কিছু বৃদ্ধি হইল তাহা মনে করিয়া আত্মপ্রতারিত হইবেন না। চঞ্চলতা আর সরলতা এক জিনিশ নহে।

সত্যপ্রিয়।

সম্বাদ।

১৬ আষাঢ়ের ধর্ম্মতত্ত্বে "ব্রাহ্মধর্ম্মে খৃষ্টীয় অনুকরণ" প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়া যে প্রস্তাব লিখিত হয়, এবারকার তত্ত্ববোধিনী পাঠে আমরা এই ভাবিয়া আহ্লাদিত হইলাম যে আমাদিগের সহযোগীর ভ্রমাপনয়নে উহা সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইয়াছে। এমন প্রতিবাদের পরও যদি আমরা প্রতিবাদ দেখিতে পাইতাম তবে আর আমাদের দুঃখের সীমা থাকিত না। আমরা আশা করি, আমাদিগের সহযোগী ভবিষ্যতে আর এরূপ বৃথা আন্দোলনে হস্তক্ষেপ করিবেন না। ইহাতে শুভ ফল নাই তাহা নহে, ইহা অন্তর্গূঢ় অসদ্ভাব উদ্দীপন এবং পরিবর্দ্ধন করে। তদ্রূপ ভাব কার্য্য করিতে না পাইয়া যাহাতে স্বয়ং বিলুপ্ত হইয়া যায়, তাহা করাই সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর।

ব্রাহ্মনিকেতনে সাত জন অধিবাসীর স্থান শূন্য আছে, যাঁহারা অধিবাসী হইতে অভিলাষী হন, শীঘ্র অধ্যক্ষের নিকট তাঁহাদিগের অভিলাষ জানাইবেন।

প্রচার কার্য্যের সাহায্যার্থ দান সংগ্রহ।

(গত প্রকাশিতের পর)

মাসিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাগোবিন্দ নন্দী ইন্দোর	২০
" " শ্রীনাথ পাল	॥০
বেণেপুকুর ব্রাহ্মসমাজ ...	৩
শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্ন কুমার ঘোষ	১
" " কৈলাস চন্দ্র সেন	১
" " তারক নাথ দত্ত	১
লক্ষ্ণৌ ব্রাহ্মসমাজ ...	৩
শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্র নাথ নন্দন	১
" " গোপালচন্দ্র দাস	।০
" " প্রসন্নকুমার বসু (ময়মন সিংহ) ...	২
" " গোপীকৃষ্ণ সেন ঐ ...	৪

শুভ কর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ চক্রবর্ত্তী	২

ভিক্ষা।

শ্রীমতী মহালানবীস ১টা সিদা আন্দাজ মূল্য ...	২
শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীনাথ দত্ত ১ জোড়া চাদর ঐ ...	১৸৹

এককালীন দান।

শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ দে	১

এই পত্রিকা কলিকাতা ... নং ... যন্ত্রে ... ই শ্রাবণ শ্রীগোপালচন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত হইল।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৮ম ভাগ। ১৬শ সংখ্যা। | ১লা ভাদ্র, সোমবার, ১৭৯৭ শক। | বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফস্বল ঐ ৩।০

প্রার্থনা।

হে দুর্ব্বলের বল বিপদের বন্ধু পরমেশ্বর! এই দুর্গম সংসার অরণ্য মধ্যে তোমার অন্বেষণে আমি আসিয়াছি। এখানে অন্তর বাহিরে ভীষণ রিপু সকল দিবানিশি তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছে, তাহাদের দুর্জ্জয় প্রতাপে জীবন সর্ব্বদা সশঙ্কিত। অন্তরের রিপুগণ মনের মধ্যে বিষম বিপ্লব উৎপাদন করিয়া যোগ ভঙ্গ করিতেছে, তাহারা শান্ত হইতে না হইতে বাহিরের রিপুসকল আসিয়া চারি দিক্ হইতে আক্রমণ করিতেছে। এই ভয়ঙ্কর সংসার অরণ্য, এখানে পদে পদে তপস্যার ব্যাঘাত; ধ্যানভঙ্গ যোগভ্রষ্ট করিবার জন্য সকলে যেন ষড়যন্ত্র করিয়াছে কিছুতেই তোমার নিকট যাইতে দিবে না। দয়াময়! বল কোথায় গিয়া আর তোমার শ্রীচরণ সাধন করিব। শত্রুমণ্ডলীমধ্যে বাস করিয়া দুর্ব্বল পাপভারাক্রান্ত জীবনে কিরূপে তোমাকে এখানে পাইব, প্রলোভনের মধ্যে থাকিয়া কেমন করিয়া নির্ব্বিকার হইব তাই ভাবি। কিন্তু হে দেব! তোমার বিধান তো ব্যর্থ হইবে না। তবে নাথ! উপায় বলিয়া দাও এবং বল দাও যাহাতে আমি রিপুদিগকে সংগ্রামে পরাজয় করিয়া তোমার পাদপদ্ম ধ্যান করিতে পারি। তপস্যার বিঘ্নসকল যাহাতে আমাকে দুর্ব্বল এবং শিথিল না করিতে পারে তজ্জন্য আমাকে অভয় দান কর। হিংস্র জন্তু সমাকীর্ণ এই ভবার্ণবের বিঘ্নরাশি ভেদ করিয়া যাহাতে তোমার প্রেমধামে গিয়া উত্তীর্ণ হইতে পারি এমন করিয়া দাও। পুনঃ পুনঃ পরাজিত হইয়া দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছি। জীবন সখা! যদি তোমাকে নিকটে পাই তবে আর এ সকল শত্রুকে কিছু ভয় করি না। মধ্যে মধ্যে তুমি এক এক বার আশা বাক্য প্রচার করিয়া আমার জীবনকে সবল কর। তোমার স্বর্গীয় অভয় বাণী শুনিতে না পাইলে কাহার সাধ্য এক দিনের জন্য এখানে থাকিতে পারে। তুমি জান তোমার সন্তানের কত বল। পিতা দয়া করিয়া এই পরীক্ষার অনল হইতে আমাকে শীঘ্র উদ্ধার কর। বড় ইচ্ছা যে নির্ব্বিঘ্নে পবিত্র হৃদয়ে তোমার সাধন করিয়া কৃতকার্য্য হই, জীবন্মুক্ত হইয়া তোমাকে ধন্যবাদ করিতে করিতে লোকান্তরে চলিয়া যাই। হে কৃপাসিন্ধু! আমার হৃদয়ের এই গভীর বাসনা তুমি পূর্ণ কর।•

আমাদিগের অভাব।

ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে যাঁহারা বিশেষরূপে সাধনে প্রবৃত্ত, তাঁহারা প্রত্যক্ষ করিতেছেন দিন দিন উপাসনা গভীর হইতে গভীরতর ভাব ধারণ করিতেছে। সেই আরাধনা, সেই ধ্যান, সেই প্রার্থনা, প্রণালীতে একই আছে, কিন্তু যাঁহার আধ্যাত্মিক বিষয়ে অত্যল্পও দৃষ্টি আছে তিনিও বলিবেন, এ আরাধনা সে পূর্ব্বের আরাধনা নহে, এ প্রার্থনা সে পূর্ব্বের প্রার্থনা নহে। ক্রমিক উন্নতি যাঁহাদিগের ধর্ম্মের সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ, তাঁহাদিগের সম্বন্ধে যে এরূপ হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? যে আরাধনা যে প্রার্থনা পূর্ব্বে করিতাম, যেরূপ ধ্যানে পূর্ব্বে নিমগ্ন হইতাম, তাই যদি থাকিয়া গেল, দিন দিন মাস মাস বৎসর বৎসর যদি উহার গভীরতা বর্দ্ধিত না হইল, তবে আর আমরা উন্নতিশীল বলিয়া কি প্রকারে পরিচিত হইতে পারি। সৌভাগ্যের বিষয় এই, এ সময়ে অন্ততঃ অতি অল্পসংখ্যক সাধকের মধ্যেও আমরা এ সম্বন্ধে বিশেষ উন্নতি দেখিতেছি। এ উন্নতি হইতে ক্রমে যে কি মধুময় ফল উৎপন্ন হইবে, এখন আমরা তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারি না। তবে এই মাত্র বলিতে পারা যায়, নিরবয়ব ব্রহ্মকে কেমন সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ ভক্তি প্রীতির আস্পদ করিয়া তাঁহাকে সমুদায় প্রাণ মন সমর্পণ করিতে পারা যায় ব্রাহ্মসমাজ তাহার এক অভূতপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত এ দেশে সংস্থাপিত করিবেন। যাঁহারা ব্রহ্মের উপাসক তাঁহারা যদি পৌত্তলিকগণকে এ দৃষ্টান্ত না দেখাইতে পারেন, তাঁহাদিগের সমুদায় যত্ন বিফল হইল এবং সাকারবাদিগণ যে যুক্তিতে সাকারোপাসনাকে অবশ্য অনুসরণীয় বলেন তাহাই স্থির রহিয়া গেল। অসত্য স্থায়ী হইতে পারে না সত্য, কিন্তু ব্রাহ্মেরা যদি সেই সত্যকে সমুজ্জ্বলবেশে দেশীয় লোকের নিকটে উপস্থিত করিতে না পারেন, তাঁহারা নিন্দনীয় হইবেন সন্দেহ নাই। আনন্দের বিষয় এই, এমন শুভ লক্ষণ উপস্থিত যাহাতে অন্ততঃ কতিপয় সংখ্যক সাধক দেশীয় চিরসংস্কার বিলুপ্ত করিতে পারিবেন এরূপ আশা করা যাইতে পারে।

বর্ত্তমান সময়ে উপাসনা সম্বন্ধে উন্নতি দেখিয়া আমরা আহ্লাদিত হইতেছি সত্য, কিন্তু আমাদিগের আক্ষেপ করিবার কারণও বিদ্যমান রহিয়াছে। মানিলাম পূর্ব্বে আরাধনায় প্রতিস্বরূপ বিচ্ছিন্ন ভাবে অবস্থিত ছিল, এখন দিন দিন বর্ণের সহিত বর্ণান্তর একীভূত হইয়া নূতন শোভা বিস্তার করার ন্যায় প্রত্যেক স্বরূপ অন্যান্য স্বরূপের সহিত গ্রথিত, মিলিত ও একীভূত হইয়া এক অখণ্ড ঈশ্বরকে আমাদিগের আত্মার অভ্যন্তরে নূতন শোভায় অনুরঞ্জিত করিয়া উপস্থিত করিতেছে। মানিলাম আমাদের ধ্যানস্থ চিত্ত দিন দিন প্রেমময়ের নিরুপম অরূপ রূপমাধুরীতে নিমগ্ন হইয়া প্রশান্ত সাগরের ন্যায় চিরশান্ত ভাব ধারণ করিবার উপক্রম করিতেছে আমাদিগের প্রার্থনা নিশ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় সহজ ও সরল হইয়া আসিতেছে, কিন্তু অপর দিকে আমরা আমাদিগের বিলক্ষণ অভাব বুঝিতে পারিতেছি। আমরা উপাসনার রাজ্যে বসিয়া উচ্চতর উপাসনা করি, কিন্তু উপাসনান্তে যখন দৈনিক জীবনের কার্য্যে প্রবেশ করি, তখন উপাসনার সহিত আর উহার যোগ থাকে না। উপাসনাসময়ের প্রশান্ত গম্ভীর ভাব উপাসনা স্থানেই রহিয়া যায়, কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে পায় না। উপাসনারাজ্য যদি একটী সরস গভীর সরোবরেও পরিণত হয়, তথাপি উহার এক বিন্দু জল কর্ম্মক্ষেত্ররূপ মরুভূমিতে প্রবেশ করিতে পারে এরূপ একটী প্রণালী নাই। যেন দুই এই রাজ্য মধ্যে একটী অভেদ্য প্রাচীর অবস্থিতি করিতেছে। সেই প্রাচীরের কোন স্থানে এমন একটী ক্ষুদ্র রন্ধ্রও

নাই যে অন্ততঃ কার্য্যক্ষেত্রের অতি সন্নিহিত ভূমিও সেই গভীর সরোবরের স্বচ্ছ সলিলে সরস হইতে পারে। এই অভেদ্য প্রাচীরের মধ্য দিয়া যদি একটী জলাগমের প্রণালী প্রস্তুত করিতে পারা না যায়, আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি আমাদিগের উপাসনা ও জীবন অত্যন্ত ভিন্ন হইয়া পড়িবে এবং উপাসনা জীবনে থাকিবার স্থান না পাইয়া উহা ব্যর্থ নিষ্ফল ভাবুকতামাত্রে পরিণত হইবে।

উচ্চ গভীর উপাসনাকে প্রখরবীর্য্য সুরা বা প্রজ্বলিত অগ্নি সহ তুলনা করা যাইতে পারে। এই উপাসনারূপ মদিরা পানে যদি এতদূর মত্ততা না হয় যে সেই মত্ততা সমুদায় জীবনে পরিব্যাপ্ত হয়, অথবা সেই অগ্নির উষ্ণতায় সমুদায় জীবন উত্তপ্ত এবং সমুদায় রিপুগণ ম্লান এবং দগ্ধ না হয়, তাহা হইলে উপাসনা ব্যর্থ হইল। এ সংসারের প্রলোভন বিপদ রাশির মধ্যে প্রমত্ত ভিন্ন কে আর তাহাদিগের বেগ সম্বরণ করিতে পারে? উপাসনার প্রবল উত্তাপ ব্যতীত কে তাহাদিগকে ভস্মীভূত করিতে পারে? ফল কথা এই, প্রতিদিন উপাসনান্তে আমাদিগের এত বল সঞ্চয় হওয়া চাই যে তাহার নিকট রিপুগণের বল অতি অকিঞ্চিৎকর হইয়া যায়। যাহার উপাসনায় বল সঞ্চার হইল না, উপাসনার ভাব উপাসনাতেই বিলীন হইল, সে যদি বলে আমার উপাসনা অতি উচ্চ, আমি উপাসনাতে অতি গভীর আনন্দ লাভ করি, তাহার একথা কথাতেই রহিয়া গেল, আমরা তাহার কোন নিদর্শন পাইলাম না। হয়তো কালে তাঁহার চরিত্রে এমন দোষ বাহির হইয়া পড়িবে যাহাতে একথা বিশ্বাস করিতেও সঙ্কুচিত হইতে হইবে এমন জীবনে ওরূপ উপাসনা কিরূপে হইতে পারে। হয় তিনি বঞ্চনা করিতেছেন, নয় তিনি আত্ম-প্রবঞ্চিত হইতেছেন, এ দুই কথার এক কথায় আমাদিগকে সায় দিতে হইবে।

উপাসনা জীবনে পরিব্যাপ্ত হইবার পক্ষে প্রতিবন্ধক আছে। এই প্রতিবন্ধক ঈশ্বরের করুণা এবং মনুষ্যের পক্ষ হইতে সাধনে অন্তরিত হয়। আমরা সাধনে যে পরিমাণে অগ্রসর হই, ঈশ্বরের করুণাও সেই পরিমাণে আমাদিগকে অগ্রসর হইয়া গ্রহণ করে। কোন কোন স্থলে ঈশ্বরের করুণা আমাদিগকে অলক্ষিতভাবে উচ্চ সোপানে তুলিয়া লয়, আমাদিগের পক্ষ হইতে কি অনুষ্ঠিত হইল আমারা বুঝিতে পারি না এ কথা সত্য*, কিন্তু তাহা বলিয়া আমরা সাধনে শিথিলযত্ন হইতে পারি না। কেননা আমাদিগের পক্ষ হইতে যাহা অনুষ্ঠেয় তাহা অনুষ্ঠিত না হইলে করুণা অবতীর্ণ হইবার পথ অবরুদ্ধ করিয়া দেওয়া হইল। বর্ত্তমানে দেখিতে হইবে, উপাসনার গভীরতার সঙ্গে২ আমাদিগের জীবন অগ্রসর হইতেছে না কেন? সমুদায় দিনের মধ্যে উপাসনার স্রোত বহিয়া যাইতেছে না কেন? অবশ্য কোথাও প্রতিবন্ধক আছে। এই প্রতিবন্ধক কি? ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্য। এই ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্য প্রকৃত উপাসনা হইবার পক্ষে অন্তরায়। উপাসনা সময়েও যাহাদিগের মনে বিষয় চাঞ্চল্য আসিয়া একাগ্রতা বিনষ্ট করে, তাহাদিগের উপাসনাতে বল সঞ্চয় হইবার সম্ভাবনা কোথায়? একাগ্রতা সাধন কর, ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্য বিদূরিত হইবে। উপাসনার অন্যতর সময়ে যাহাতে ইন্দ্রিয় অদান্ত অশ্বের ন্যায় কার্য্য করিতে না পারে এরূপ যত্ন কর, দেখিবে উপাসনার সময়ে কেমন একাগ্রতা লাভ হয়। একাগ্রতা এবং ইন্দ্রিয়সংযম এ দুই

---

* তস্য ভূমিষু বিনিয়োগঃ।৩।৬। তস্য সংযমস্য জিতভূমের্যানন্তরা ভূমিস্তত্র বিনিয়োগঃ। ন হ্যজিতাধরভূমিরনন্তরভূমিং বিলঙ্ঘ্য সংযমং লভতে; তদভাবাচ্চ কুতস্তস্য প্রজ্ঞালোকঃ। ঈশ্বর প্রসাদাৎ জিতোত্তরভূমিকস্য চ নাধরভূমিষু পরচিত্তজ্ঞানাদিসংযমো যুক্তঃ। কস্মাৎ? তদর্থস্যান্যত এবাবগতত্বাৎ। ভূমেরস্যা ইয়মনন্তরা ভূমিরিত্যত্র যোগ এবোপাধ্যায়ঃ। কথমেবং? উক্তং—"যোগেন যোগো জ্ঞাতব্যো যোগো যোগাৎ প্রবর্ত্ততে। যোঽপ্রমত্তস্তু যোগেন স যোগে রমতে চির" মিতি। পাতঞ্জলং।

ইহার ভাব এই, যোগে পরং অবস্থায় যথাক্রমে উত্থিত হইবে। এক অবস্থা উল্লঙ্ঘন করিয়া অন্য অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ঈশ্বরানুগ্রহে কোন অবস্থা প্রাপ্ত হইলে আর তন্নিম্নাবস্থার সাধন নিষ্প্রয়োজন। কেননা ঈশ্বরানুগ্রহই উহা সাধন করিয়া দিল। সেই অবস্থা লাভ হইয়াছে যোগই জানাইয়া দেয়।

অন্যোন্য সাপেক্ষ। যাঁহারা এ দুয়ের প্রতি শিথিল যত্ন হইবেন, তাঁহাদিগের জীবনের অধিকাংশ ভাগ মরুভূমিতে পরিণত হইবে, উহা চরিত্রের শোভা বর্দ্ধন না করিয়া কলঙ্কিত করিবে এবং পরিত্রাণ পর্য্যন্তের অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইবে।

ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ প্রভাব।

অনন্তগুণশালী পরমেশ্বর প্রতিষ্ঠিত এই বিচিত্র বিশ্বরাজ্য এবং তৎসম্বন্ধীয় অসংখ্য ঘটনা-পুঞ্জের সহিত মানবজীবনের অতি নিগূঢ় সম্বন্ধ অবস্থিতি করিতেছে। ঘটনা স্রোতে আমাদের জীবন সর্ব্বদা চঞ্চল, এক দণ্ড কাল আমরা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না। প্রতি নিমিষে চতুর্দ্দিকের পদার্থ ও ঘটনারাজি আমাদিগকে বিবিধ প্রকার চিন্তা ও ভাবের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া নানা ভাবে পরিণত করিতেছে। ইন্দ্রিদের সহিত যোগ হইবা মাত্র আমাদের চিত্তবিকার উপস্থিত হয়। যাহার প্রভাবে এই সমস্ত বাহ্য বস্তু ও ঘটনা আমাদিগের উপর এমন প্রভাব বিস্তার করে, তিনি স্বয়ং যে কি মহা প্রভাবশালী জাগ্রৎ দেবতা তাহা আত্মতত্ত্বদর্শী ধ্যানপরায়ণ সাধক মাত্রেই অবগত আছেন। তিনি যাবদীয় শক্তি সৌন্দর্য্য ও আকর্ষণের মূল, সুতরাং তাঁহার অসামান্য প্রভাবে মানব হৃদয় যে আশ্চর্য্যরূপে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

বসন্তানিলের স্নিগ্ধকর সংস্পর্শে, নব পল্লবিত কুসুম কাননের মনোহর শোভা দর্শনে, মধুর-কণ্ঠ বিহঙ্গকুলের সুললিত সঙ্গীত শ্রবণে কেনা অপূর্ব্ব সুখ শান্তি অনুভব করে? প্রাবৃটের গভীর কৃষ্ণবর্ণ মেঘমালায়, চন্দ্রালোকশোভিত ভাগী-রথীর স্ফীত বক্ষস্থলে, সুবিস্তীর্ণ হরিদ্বর্ণ প্রান্তরে বিচিত্র সৌন্দর্য্যচ্ছটা অবলোকন করিয়া কে না মুগ্ধ হইয়া থাকে? পরলোকগামী পিতা মাতার স্নেহ স্মরণে হৃদয় বিগলিত হয়, ইহলোকবাসী স্ত্রী পুত্রের প্রীতিকর সহবাসে, হৃদয় বন্ধুর পবিত্র প্রেম সম্ভোগে কতই আনন্দ আমরা লাভ করি। এ সকলের প্রভাব আমাদিগের উপর যে কত অধিক তাহা সকলেই অবগত আছেন। কঠিন-হৃদয় চিন্তাশীল বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত যিনি শুষ্ক নীরস নিয়মের রাজ্যে বাস করেন, ভাবরসের আস্বাদ যাঁহার বোধ নাই; সংগ্রামকুশল প্রকাণ্ড বীর পুরুষ যিনি রণভূমিতে রাক্ষসের ন্যায় নরশোণিত পান করেন, এবং সহস্র সহস্র লোকের মস্তকচ্ছেদন করিয়া হৃদয়কে পাষাণবৎ করিয়াছেন, তাঁহাদেরও সেই কঠোর চিত্ত স্ত্রী পুত্রের মুখাবলোকনে দ্রবীভূত হইয়া যায়। এ সমস্ত প্রত্যক্ষ ঘটনা সকলেই স্বীকার করিবে, কিন্তু যিনি এ সমুদায়ের মূলে বাস করেন তাঁহার দিকে কাহার দৃষ্টি সহজে পতিত হয় না। তাঁহার প্রভাবে যে পাপহৃদয় পুণ্যে পরিণত হয়, শুষ্ক কঠোর আত্মা প্রেমে ভাসিয়া যায় অল্প বিশ্বাসী ও উদাসীন ব্যক্তিরা তাহা বুঝিতে পারে না এবং ইচ্ছাও করে না।

যাঁহাদের ঈশ্বরজ্ঞান যুক্তি তর্ক এবং পুস্তকে বদ্ধ তাঁহারা বিশ্বাস করিতে পারেন না যে ঈশ্বর স্বয়ং মানবের হৃদয়কে পুণ্য ও প্রেমপ্রভাবে প্রভা-বিত করেন। প্রার্থনা বা উপাসনায় যে চিত্তের পরিবর্ত্তন হয় তাহা মনেরই ধর্ম্ম, আন্দোলন ও সংঘর্ষণ করিতে করিতে হৃদয়ের বৃত্তিগুলিন উত্তেজিত হইয়া উঠে এরূপ অনেকের বিশ্বাস। তাঁহারা নিজেরাই নিজের প্রার্থনা পূর্ণ করেন। বুদ্ধি ও বিচারশক্তি তাঁহাদের সর্ব্বস্ব ধন; ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁহাদের জীবনের যে কোন নিকট সম্বন্ধ আছে, তিনি যে প্রত্যক্ষরূপে মানব হৃদয়ে আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন আনিয়া দেন এ বিশ্বাস তাহাদের নাই। কিন্তু প্রকৃতির প্রভাব আমাদের উপর আছে ইহা যেমন সত্য, মনো জগতের মধ্যে ঈশ্বরের জী-বন্ত ক্রিয়া তেমনি অভ্রান্ত সত্য কি নয়? ধর্ম্মের ইতিহাস সাধুজীবন ইহার দৃষ্টান্তস্থল। সাধু মহাত্মারা ঈশ্বরের প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া মানব-সমাজকে সংগঠন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদেরই স্বর্গীয় শক্তি দ্বারা সাধারণ জনসমাজ রাজশাসন, সামাজিক ও ধর্ম্মনীতির শাসনের অধীনতা স্বীকার করিয়াছে। কেবল যে তাঁহারা সমাজগঠন বা শাসন করিয়াছেন তাহা নহে, লোকের পরিত্রাণের পথও প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। পৃথিবীর ইতি-হাসের প্রথম অধ্যায় এবং শেষ অধ্যায়ে এ বিষয়ের ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

নবোদিত সূর্য্যের তরুণ জ্যোতি নিরীক্ষণ

করিলে, সদ্য প্রস্ফুটিত গোলাপ পুষ্পের আঘ্রাণ লইলে, সঙ্গীতের সুমধুর রব শুনিলে, সুকুমার শিশুর মুখারবিন্দ দর্শন এবং তাহার অঙ্গস্পর্শ করিলে যদি এত ভাবের পরিবর্ত্তন হয়, তবে এই সকলের রচয়িতা ও প্রাণদাতা ঈশ্বরের সহবাস এবং তাঁহার স্মরণ মনন ধ্যানে অন্তরে প্রেম এবং পুণ্য সঞ্চারিত হইবে না ইহা কোন্ অজ্ঞানে বিশ্বাস করিবে? যাঁহার দাসানুদাস শরণাগত সেবকের সদ্গুণ আলোচনা করিলে মনে কত সাধু ভাবের সঞ্চার হয়, তিনি স্বয়ং কি মৃত জড় অপেক্ষা নির্গুণ হইতে পারেন? হায়! কি মোহ! লোকে চিত্তের প্রফুল্লতার জন্য প্রকৃতির শোভা দর্শন করিতে যায়, স্ত্রী পুত্রের নিকটে যায়, আমোদ করে, ক্রীড়া করে; মনের শোক দুঃখ অবসন্নতা দূর করিবার জন্য মাদক সেবন করে, তথাপি সেই প্রেমময়ের সুখকর সহবাসে যাইতে চাহে না। তিনি আনন্দ এবং মত্ততা যদি না দিতে পারেন তবে এ সকল পার্থিব সুখ শান্তি কোথা হইতে আসিয়াছে? যেমন বাহিরের সূর্য্যালোকে বাহ্য জ্ঞান প্রকাশিত হইয়া আমাদিগকে আনন্দ দান করে, তেমনি বিশ্বাসালোকে ব্রহ্মজ্ঞান হৃদয়ে প্রকাশিত হয়। যে ব্যক্তি তাঁহার আলোক এবং উত্তাপ পাইবার জন্য আশা বিশ্বাসের সহিত ব্যাকুল হৃদয়ে সত্যের পথে দণ্ডায়মান হয়, সে তাঁহা হইতে প্রত্যক্ষ ভাবে জ্ঞান প্রেম পরাক্রম এবং শক্তি লাভ করিয়া স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করে।

হাফেজ।

উপবাসব্রতের (রোজার) মাস চলিয়া গিয়াছে, পান পাত্রদাতা! মদিরা আনয়ন কর; দাও পান পাত্র, মান মর্য্যাদার দিন আর নাই। এস, সময় চলিয়া গেল এইক্ষণ সার্থক করিয়া লই, বহুকাল মদিরার অভাবে কাটাইয়াছি। অনুতাপের অগ্নিতে শুষ্ক দারুর ন্যায় আর কত দগ্ধ হইব! জীবন অসার মায়া মত্ততায় বৃথা গেল, এইক্ষণ প্রেম মদিরা দেও। আমাকে এরূপ মত্ত কর, যেন অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া কে আসিল বা চলিয়া গেল মনে কিছুই টের না পাই। এক পাত্র মদিরা পাইব, এবং ভজনালয়ে প্রাতঃসন্ধ্যা তোমার গুণ কীর্ত্তন করিব এই আশায় বসিয়া আছি। হায়! হৃদয় মৃত ছিল, তাহাতে নবজীবনের সঞ্চার হইল। যেহেতু সুরার সুগন্ধি তাহার মজ্জাতে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে। সন্ন্যাসী অহঙ্কারী হইয়া পথ হারাইল, প্রেমিক বিনয়যোগে প্রিয়তমের রাজধানীতে উপনীত হইল। যে হৃদয়রূপ ধন ছিল, তাহা সুরাতে বিক্রয় হইল। তাহাতে ক্ষতি নাই, তদ্দ্বারা মলিন মন প্রিয়তমের নিকেতনে চলিয়া গেল। হাফেজ পথ পাইল না বলিয়া আর তাহাকে তিরস্কার করিও না, সে প্রেম মদিরা পানে আপনাকে হারাইয়া মনোরথ সিদ্ধ করিল।

উষাকালে উদ্যানের পাখী নব বিকশিত পুষ্পকে বলিল, আমার কণ্ঠকে কোমল করিয়া দাও, যেহেতু এই উদ্যানে তোমার ন্যায় অনেক কোমল পুষ্প বিকশিত হইয়াছে। কুসুম হাসিয়া বলিল, সত্য কথায় আমরা দুঃখিত হই না। কোন প্রেমিক কঠোর কথা তাহার প্রেমাস্পদ বন্ধুকে বলিতে জানেও না।

যদি সেই সুবর্ণ পাত্রে প্রেম সুরা পানের আকাঙ্ক্ষা রাখ, তবে নেত্ররূপ সূচিকা দ্বারা মুক্তা গাঁথিতে থাক। যে ব্যক্তি মদিরালয়ের দ্বারের মৃত্তিকা মুখমণ্ডলে বিলেপন করে নাই, তাহার মস্তিষ্কে স্থায়ী প্রেমের সৌরভ প্রবেশ করিতে পারে নাই।

প্রেমের কথা সেরূপ নয় যে বলা যাইতে পারে। পানপাত্রদাতা! সুরা দান কর, আর সব কথোপকথন ছাড়িয়া দেও। হাফেজ এরূপ ক্রন্দন করিয়াছে, যে তাহার অশ্রুরূপ নদীতে ধৈর্য্যজ্ঞান ডুবিয়া গিয়াছে। কি করা যায়, প্রেমের আগুন ঢাকিয়া রাখা যায় না।

হরিদাস বৈরাগীর ভ্রমণ।

এইরূপ প্রবাদ আছে। একদা হরিদাস ভ্রমণ করিতে করিতে বর্দ্ধমানের পশ্চিম মানকর গ্রামে এক বৈষ্ণব-গৃহে উপস্থিত হন। গ্রামস্থ শাক্ত ব্রাহ্মণেরা বৈষ্ণবধর্ম্মের অত্যন্ত বিদ্বেষ্টা ছিল, তাহারা কেবল কুতর্ক করিত এবং বৈষ্ণব দেখিলে তাহাকে অপমান করিত। হরিদাস বৈষ্ণব গৃহে বসিয়া আছেন, গৃহস্থ তাঁহাকে সেবা করিতেছে, এমন সময় দুই চারি জন ব্রাহ্মণ তথায় উপস্থিত

হইয়া গর্ব্বিত ভাবে বিতণ্ডা আরম্ভ করিল এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে কটূক্তি করিতে লাগিল। পরাভব হইয়াও তাহা স্বীকার করে না। সাধু হরিদাস তাহাদের নিন্দা ও শ্লেষ বাক্যে কিছু মাত্র বিরক্ত না হইয়া সকল সহ্য করিতে লাগিলেন। দুষ্ট ব্রাহ্মণেরা তাঁহার কিছু করিতে না পারিয়া শেষ মহাত্মা চৈতন্যের নিন্দা আরম্ভ করিল। তখন হরিদাস গুরুনিন্দা আর সহ্য করিতে না পারিয়া উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। উত্তেজিত হইয়া এমন এক হুঙ্কারধ্বনি করিলেন যে, তাহাতে ব্রাহ্মণ কয় জন একবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। এতক্ষণ তাহারা নানা ভাব ভঙ্গিতে বাগ্বিতণ্ডা করিতেছিল, হরিদাসের গম্ভীর হুঙ্কাররবে সকলে নিস্তব্ধ হইল। অতঃপর হরিদাস তথা হইতে অন্য এক গৃহে গমন করিলেন, ব্রাহ্মণেরা আর কথাও কয় না, উঠিয়া বাড়ীও যায় না, কেহ ডাকিলে উত্তরও দেয় না, নির্ব্বোধের ন্যায় বসিয়া রহিল। কিছুকাল পরে তাহাদের পিতা মাতা আত্মীয় স্বজন ইহা দেখিয়া কাঁদিতে লাগিল। আর আর যাহারা সেখানে ছিল তাহারা বলিল যে, বৈষ্ণবের অপমান করাতে ইহাদের এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। তখন কতিপয় ব্রাহ্মণ হরিদাসের অনুসন্ধানে বাহির হইল এবং গ্রামান্তরে তাঁহার সাক্ষাৎ পাইয়া বিনয় বচনে সকলে তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিল। তাহারা বলিল এক্ষণে কি উপায় করিব বলিয়া দিন, নতুবা ব্রহ্মহত্যা হয়। হরিদাস সদয় হইয়া বলিলেন চৈতন্যের শ্রীচরণে শরণাপন্ন হইতে বল, আর তোমাদের গ্রামের তাল পুষ্করিণীর পাড়ে এক বৈষ্ণব আছে তাহার চরণামৃত পান করাও। ইহা করিলে সকল ভাল হইয়া যাইবে উদ্বিগ্ন হইও না। ব্রাহ্মণেরা বলিল মহাশয়! সে যে জাতিতে ডোম!! তদনন্তর হরিদাস শাস্ত্র প্রমাণ দ্বারা বুঝাইয়া দিলেন যে বিষ্ণুভক্ত চণ্ডাল বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তখন ব্রাহ্মণেরা বুঝিয়া সেই বৈষ্ণবের নিকট উপস্থিত হইল। সাধু দর্শনে এবং সাধু কথা শ্রবণে পথে আসিতে আসিতে তাহাদের মন অনেকটা ফিরিয়াছিল। তাল পুষ্করিণীর পাড়ে বৃক্ষের আড়ালে থাকিয়া কেহ যুক্তি করিতে লাগিল যে গোপনে গোপনে উহার পাদোদক লইয়া আইস আমরা এখানে দাঁড়াইয়া থাকি। কেহ বলে কেন, ভয় করিব কেন? আমিত ঐ পথে যাব, এই বলিয়া সে বৈষ্ণবের চরণামৃত আনিয়া বিপদগ্রস্ত ব্রাহ্মণদিগকে দান করিল, তাহারা তাহাতে বাঁচিয়া উঠিল, ইহার পরেই মানকর গ্রামের বহু লোক বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করে, ঘরে ঘরে চৈতন্যের সেবা আরম্ভ হয়। শেষ এই সকল বৈষ্ণব সনাতন গোস্বামীর সহযোগী শ্রীজীবের পরিবার ভুক্ত হইয়াছিল।

ব্রাহ্মিকার প্রার্থনা।

২৯শে চৈত্র রবিবার প্রাতঃকাল।

হে পতিতপাবন প্রভু! বড়ই কঠিন পরীক্ষাতে পড়িয়াছি। কঠিন দেখিতেছি এক দিকে, আর এক দিকে দেখিতেছি তোমার অপার করুণা। তুমি যখন সহজ পথ দিয়া যাইতে বলিয়াছিলে তখন যাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু বোধ হইল এত শীঘ্র গিয়া কি হইবে, বিলম্বে যাইব। মনে হইল আমার কতকগুলি সুখ ও অভিলাষ আছে, আগে তাহাদিগকে চরিতার্থ করি, তার পরে পিতার ঘরে যাইব। এত শীঘ্র যদি যাই তাহা হইলে আমার এত সুখ, এ সকল বিষয়, আমার সুন্দর সাজান ঘর কাহাকে দিব? অতএব আমি কিছু বিলম্বে যাইব। যাই এই কথা বলিলাম দয়াময় তুমি নীরব হইলে, আমাকে আর ডাকিলে না। আমি তোমার কথা না শুনিয়া সংসারে সুখী হইতে যাইলাম। এমন যে প্রিয় বন্ধু সুখ, সে আমার প্রতি তাকাইয়া দেখে না। আমি যার জন্য পিতার কাছ হইতে পলায়ন করিলাম সে আমায় ফিরিয়া দেখে না। সুখী হইতে কত প্রকার চেষ্টা করিলাম কিন্তু চেষ্টা বিফল হইল; সুখ ঘনং আসিতে লাগিল কিন্তু মিসিল না। আমি ভাবিলাম এ কি! যে সকল সুখ কল্পনায় ভাবিয়া সুখী হইতাম এখন তাহারা আসিয়াও সুখী করিতে পারিল না! কেন নির্ব্বোধ মন তখন বুঝে নাই যে পিতা অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছেন, একবার পাপী অহঙ্কারীকে ধরিব, একে ধরিতে পারিলে আর সকল স্ত্রীলোককে শীঘ্র ধরা যাইবে। এ পাসণ্ড কপটীকে আগে ধরি। কিছুতেই এ ধরা দেয় না, আমার সঙ্গে দেখা হইলে কেবল বলে আমার এমন সময় নাই যে আসি। আমার ছেলেরা খাইতে পাইতেছে না আমার সংসার বিশৃঙ্খলা হইয়া রহিয়াছে, আমি এখন কি করে সব ফেলে যাই, এমনি করে দিন যায়। হঠাৎ বিপদে রোগ যন্ত্রণায় পড়িয়া ডাকিতেছি, কোথায় বিপদ ভঞ্জন, যন্ত্রণা নিবারণ প্রভু, তুমি এস আমি এবার তোমায় ধরা দিব, বড় কষ্ট পাইতেছি, প্রভু যদি আমায় বাঁচাইবে দেখ যেন আমি আর সে যন্ত্রণা না পাই। সেই সকল পাপ তোমার নিকট হইতে আমাকে দূরে লইয়া গিয়া বড় কষ্ট দিতেছিল; সে যন্ত্রণার চেয়ে আমার মৃত্যু ভাল। তুমি সেই যে কাছে বসিয়া বলিলে, সে কি কল্পনা? না, নিশ্চয়ই তোমার কথা যে আমি তোমাকে সুখী করিব. একথা যখন ভাবি আমার আহ্লাদ হয়, সকল সময় ভাবিতে পারি না বলে কষ্ট পাই। আর এক দিন কোন কারণে ভাবিতেছিলাম যে আমার ছেলেদের কেহ ভাল বাসে না, আদর যত্ন করে না, তুমি সেই যে বলিলে বৎসে, আমি তোমার ছেলেদের লইয়া রহিয়াছি আবার কে দেখিবে, দুঃখিত হইও না, তুমি দুঃখিত হলে আমার প্রাণে লাগে। পিতা এ সব কেমন করে কল্পনা

ভাবিব? যদি কল্পনা হইত তবে লিখিতে গিয়া চখে জল আসে কেন? আমি যে এ সব তোমার শ্রীমুখের কথা শুনিয়াও আবার দুষ্ট হই। সেই যে ব্রাহ্মিকা সমাজের দিন যাহা হল, তুমি জান আর আমি জানি, কোন দ্বি-মুস জানে না। তুমি যে শিক্ষা দিলে সকলকেই শ্রদ্ধা কেমন করে করিতে হয় আর সকলের পদানত দাসী হইয়া থাকিতে হয়, আমি কি এ সব কথা ভুলিব? না কখনই না। আমি এ সব কি লিখিলাম? আমি কি ভাবিলাম কি লিখিব, কি হইল? বুঝিয়াছি নাথ তোমার সত্য ঢাকিয়া রাখিয়াছিলাম তাই তুমি নিজে প্রকাশ করিলে। এখন মূলকথা আমার এই, যে ব্রত—সেই পবিত্র অতি উচ্চ ব্রত—যাহা তোমার সম্মুখে তোমাকে সাক্ষী করিয়া আমরা লইয়াছি, তাই যেন এ জীবনে প্রতিপালন করিতে পারি এমন বল দেও। কঠিন পরীক্ষা সহজ হইয়া যাউক, অভিমানী মস্তক সকলের পদানত হউক, তোমাকে এ প্রাণ সঁপিয়াছি, তুমি যাহা হয় কর, আমারত এখন আমি নই। ধূলি কর, গুঁড়া কর, যাহা ইচ্ছা তাই কর, আমি যেন এ জীবনে ধরা দিয়া আর পলায়ন না করি। রেখ প্রভু চিরদিন বেঁধে রেখ।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

১৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৭।

দুইটী আনন্দের পাত্র লইয়া অমৃতময় জগৎস্বামী জগদ্বাসিগণকে সর্ব্বদা গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতেছেন। দুই আনন্দের রসই অমৃত। একটী ভোগানন্দ, আর একটী সেবানন্দ। ব্রহ্ম সাধককে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, দুই আনন্দের মধ্যে যেটী অভিরুচি গ্রহণ কর। ব্রাহ্ম কোনটী গ্রহণ করিবেন কোনটী ফিরাইয়া দিবেন, সেবার আনন্দ না ভোগের আনন্দ চিন্তায় নিমগ্ন। হৃদয়কে জিজ্ঞাসা করিলে হৃদয় এই উত্তর দিবে, দুই পাত্রই গ্রহণ করিতে হইবে। দুইয়ের একটীকে ছাড়িয়া আর একটী গ্রহণ করিলে পাপ হয়। একটী ছাড়িয়া আর একটী গ্রহণ করিয়াছেন এমন ভক্তের কথা আমরা শুনিয়াছি, কিন্তু এটী ভক্তের লক্ষণ নহে, ইহাতে ভক্তিতে দোষ পড়ে। অল্প বুদ্ধি বশতঃ ভক্ত দুইটীর একটী গ্রহণ করিয়াছেন ইহা বলিতে হইবে। আমাদিগের এ দুই অবলম্বনীয়। আমাদিগের কখন একটীতে পরিতৃপ্ত হইতে পারে না। সেবার আনন্দ এবং ভোগের আনন্দ দুইকেই আমরা শ্রেষ্ঠ গণ্য করি। সেবা সোপান, ভোগ স্বর্গ, একটী উপায় একটী লক্ষ্য। "যাও সেবা কর" ঈশ্বর যাহাদিগকে আদেশ করিলেন, তাহাদের সেবাতে অধিকার জন্মিল। ঈশ্বর সেবা, জগদ্বাসী ভ্রাতা ভগ্নীগণের সেবা—সেবা। সেবাতেই উন্নতি সেবা না করা পাপ। সেবা অস্বীকার অধর্ম্ম। সামান্য নীতিতেও মনুষ্যের প্রতি কর্ত্তব্য আছে। সাধকের পক্ষে উহা কেমন গুরুতর। ঈশ্বর পরিবার জগদ্বাসীর প্রতি দয়া ন্যায় প্রেম এবং চিত্তশুদ্ধি সাধকের পক্ষে প্রধান কর্ত্তব্য। ইহার একটীও পরিত্যাগ করা অপরাধ। নীতিতত্ত্ব চির জীবন ধর্ম্মসাধনে অবলম্বন করিতে হইবে, কেননা সেবক না হইলে পরিত্রাণ হয় না। সেবা ধর্ম্ম অবলম্বন করিলে সেবার আনন্দ পুরস্কারস্বরূপ সিদ্ধ হইবে; সেবা করিতে করিতে আনন্দ ভোগ হইবে; সেবানন্দ ভোগানন্দ উভয়ের পরিচয় হইবে। এ সময়ে সেবার আর ভার বোধ থাকিবে না। প্রেম বিতরণ, সত্য কথন, দয়া ও কর্ত্তব্যপালন এ সকল সহজ হইবে। অনুতাপ দ্বারা মনোমালিন্য দূর হইবে।

সেবাতে আনন্দ নাই, ভোগেতেই আনন্দ, উপাসনা সহবাসে আনন্দ, সেবা নিম্নশ্রেণীর পাঠের ন্যায় অসার, ভক্ত হৃদয় সাধক হৃদয় ভোগের আনন্দে নিমগ্ন, এরূপ মত আছে বটে কিন্তু ইহা প্রকৃত নীতি নহে, প্রকৃত তত্ত্ব নহে। ইহলোকে সাধক ভোগ চান সেবা চান। যাহার যে প্রকার তৃষ্ণা তাহাকে সে প্রকার সামগ্রী গ্রহণ করিতে হইবে। দুইতেই আনন্দ আছে, কিন্তু দুয়ের পীপাসা ভিন্ন। সেবার তৃষ্ণা সহস্র বর্ষ ভোগে নিমগ্ন থাকিলেও কিছুতেই পরিতৃপ্ত হয় না। সেবা করিবার ইচ্ছা নিয়ত বলবতী থাকিবে। ঈশ্বরের আনন্দে আর কিছু ভাল লাগে না, উৎকৃষ্ট সোপানে আছি, আর নিম্ন সোপানে প্রয়োজন কি, সর্ব্বদা উৎকৃষ্ট উপাসনা হইতেছে, উচ্চ শ্রেণীভুক্ত গভীর ভোগানন্দে সর্ব্বদা নিমগ্ন আছি, ইহা যতই কেন বলি না, নিশ্চয় স্বভাবিক ক্ষুধা তৃষ্ণার এখনও শান্তি হয় নাই, হৃদয় সেবার আনন্দ এখনও অন্বেষণ করিতেছে; এখনও তাহার প্রাণ ব্যাকুল রহিয়াছে। প্রকৃতি বিকৃত না হইলে মতের অনুরোধে একবিধ আনন্দ মনকে তুষ্ট করিতে পারে না। প্রকৃতিস্থ আত্মার উভয় আনন্দ লাভ দ্বারা সমুদায় ক্ষুধা পিপাসার শান্তি চাই। ঈশ্বরকে দর্শন করিব, তাঁহার প্রেমমুখ নিরীক্ষণ করিয়া গভীর আনন্দে হৃদয়কে প্লাবিত করিব, মন প্রকৃতিস্থ থাকিলে উহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সেবা করিব এ প্রকার ইচ্ছা হইবে; তাঁহার সংস্পর্শে আনন্দ, তাঁহার সেবায় আনন্দ ভোগ করিব এ ইচ্ছা কখন নিবৃত্তি হইবে না।

সেবার আনন্দ কি? প্রকৃতিস্থ আত্মা কেনই বা তাহা চায়? কেনই বা তজ্জন্য ব্যাকুল হয়? সেবার আনন্দ স্বাভাবিক এই জন্য আত্মা তাহার আকাঙ্ক্ষা করে, তজ্জন্য লালায়িত হয়। সেবার আনন্দ না পাইলে আত্মার পূর্ণ উন্নতি হয় না। যেখানে জীবনের ক্রমিক বৃদ্ধি, সেখানে বৃদ্ধি এক অংশে নহে, প্রত্যেক অংশে। আত্মা সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি লাভ করিয়া থাকে।

উন্নতি প্রকৃতির নিয়ম, প্রকৃতি আত্মা ও জীবনকে পূর্ণ উন্নতির দিকে টানিয়া লইয়া যাইতে চায়। হৃদয়ে যে সকল সাধুভাব আছে উহারা প্রস্ফুটিত হইবার জন্য উদ্যোগী রহিয়াছে, চেষ্টা করিতেছে, সংগ্রাম করিতেছে। বৃদ্ধি হওয়া, স্ফূর্ত্তি হওয়া সাধুভাবের নিয়ম; ম্লান ও বিনষ্ট হইবার জন্য উহা সৃষ্ট হয় নাই। ক্ষমা, স্নেহ, দয়া, ন্যায় প্রত্যেক সাধু বিশুদ্ধ ভাব স্ফূর্ত্তির চেষ্টা করিবে, উহাদের গতি অবরোধ করিলে অন্তরকে উৎপীড়ন করিবে। হৃদয়ের কপাট বন্ধ করিয়া ধ্যানে প্রমত্ত হইলাম, ঈশ্বরদর্শনের আনন্দে নিমগ্ন হইলাম, যোগানন্দে মন চরিতার্থ হইল, তথাপি দুঃখী অন্বেষণ করিবে। দয়া দুঃখীর দুঃখ মোচন করিতে না পারিলে কিছুতেই চরিতার্থ হইবে না। ভ্রাতা ভগিনীগণকে অবলম্বন করিয়া সাধুভাব সকল পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল, হৃদয় চরিতার্থ হইতে লাগিল। হৃদয়ে হিংসা ক্রোধ প্রভৃতি যে সকল নীচ ভাব ছিল নিস্তেজ হইয়া মরিল। দুঃখীর দুঃখে ব্যাকুল হইয়া দয়া তাহার উচ্চ ব্রত পালনে বাহির হইল, যত ব্রত প্রতিপালন করিতে লাগিল, তত ইচ্ছা বলবতী হইল। স্বভাবের উত্তেজনায় ঘরে থাকিতে না পারিয়া অন্যের সেবা করিতে গেল। আত্মা উপাসনা করিল, স্তব করিল, ব্রহ্ম সঙ্গীত করিল। এ সকল আত্মাকে পরিপুষ্ট করিল, আত্মা সুখী হইল, সাধনের পুরস্কার লাভ হইল, কিন্তু তাহাতে সাধু ভাব ম্লান হইবে, তাহা নহে। প্রকৃতির নিয়ম, এক দিকে উন্নতি হইলে চারি দিকে উন্নতি হইবে। ন্যায়ব্যবহার, ইন্দ্রিয় সংযম এ সকলের সাধনে ইচ্ছা থাকিবেই। আমি যোগানন্দে আছি, জগৎ সংসারের অন্যায় করিলামই বা যোগী এরূপ কখন মনে করিতে পারেন না। যোগানন্দ যে পরিমাণে, অন্যায় সেই পরিমাণে সহ্য করা অসম্ভব হইবে। অন্যায় চিন্তা নিরস্ত হইয়া গিয়া ন্যায় ভাব প্রবল হইয়া উঠিবে। দয়া আপনার ব্রত পালনে বাহির হইল, ন্যায় বলিল "আমি বুঝি নির্জ্জনে বসিয়া খেদ করিব, কখনই না। জগতের উদ্ধারের জন্য আমিও যাইব।" যেখানে অন্যায় হইতেছে দেখ ন্যায় ভাব সেখানে গমন করিল, আর সে ঘরে থাকিতে পারিল না। জগৎকে সুবিচারের পথে আনিব ন্যায় ভাব এই প্রতিজ্ঞায় বাহির হইল। এই প্রকারে এক একটী সাধু ভাব প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল এবং জগতের উপরে বিস্তৃত হইয়া বাড়িতে লাগিল। বৃক্ষ যেমন উপযুক্ত ভূমি পাইয়া সতেজ ও বর্দ্ধিত হয় সাধুভাবসকলও তেমনি উপযুক্ত পাত্র লাভ করিয়া সতেজ ও বর্দ্ধিত হয়। সমুদায় জীবনের গতি যে প্রকার উন্নতির দিকে আত্মারও সেই প্রকার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির দিকে গতি। একই নিয়ম ভৌতিক ও মানসিক জগৎকে শাসন করিতেছে, সুতরাং স্বভাবের উৎপীড়নে সাধুতা বাহির না হইয়া থাকিতে পারে না।

ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন হইতে সেবার আরম্ভ। সেবা পরম ব্রত। ভক্ত এই ব্রত গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হন। জগতের সেবা ঈশ্বরের সেবা। সুতরাং সেবার আনন্দ লাভ করিয়া তিনি পরম আনন্দিত হন। সাধুভাব প্রস্ফুটিত হইয়া যে আনন্দ লাভ হয় সে আনন্দ বাহির হইতে আইসে না। ব্রহ্ম নাম শুনাইয়া সাধক আপনার হৃদয় আনন্দরসে প্লাবিত করিলেন, অন্যকেও আনন্দে ভাসাইলেন। অন্যের অভাব মোচন করিলেন, প্রাণ নিজ গৃহে প্রবেশ করিয়া আত্মপ্রসাদ সম্ভোগ করিল, ঈশ্বরের চরণ ধারণ করিয়া পূর্ণ আনন্দ লাভ করিল। উপাসনার অনুপম আনন্দলাভ করিয়া আত্মা জিজ্ঞাসা করে জগতে এই পর্য্যন্তই কি শেষ? ঈশ্বরের আরাধনা করিলাম, তাঁহার চরণ সেবা কি করিব না? এক ঘণ্টা দুই ঘণ্টা তাঁহার উপাসনা করিলাম, সমস্ত দিন কি করিব? যদি তাঁহার চরণ সেবা না করি সমস্ত দিন যে বৃথা অতিবাহিত হইবে। সাধক এরূপ অলস ভাবে থাকিতে পারেন না। সমস্ত সাধু ভাব তাঁহাকে চরণ সেবার দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। তিনি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জানিতেছেন, ঈশ্বরের আজ্ঞা জগতের সেবা করিবার জন্য, জগতে প্রেম বিলাইবার জন্য, অন্যায় দূর করিবার জন্য। সুতরাং আমরা ঈশ্বরের আদেশ জানিয়া সেবাব্রত গ্রহণ করিব। সমস্ত দিন কার্য্য করিব, রিপু সকলকে দমন করিব, ঈশ্বরের আদেশপালনে যত ত্যাগ স্বীকার করিতে হয় করিব, কর্ত্তব্যসাধনে নিয়ত তৎপর থাকিব। এই রূপ বিশ্বাসী ভৃত্য হইয়া যিনি ঈশ্বরের নিকটে আসিবেন, তিনি আসিতে পারিবেন। সমস্ত দিন পরে যখন তাঁহার নিকটে যাইব বলিতে পারিব "আজ তোমার অনুগত ভৃত্য সেবা করিয়া আসিয়াছে। আজ পাঁচটী কাজ করিতে সমর্থ হইয়াছে। দুঃখীর দুঃখ মোচন করিয়াছে অত্যাচরিতকে অত্যাচার হইতে রক্ষা করিয়াছে, ক্ষুধার্ত্তকে আহার, শোকার্ত্তকে সান্ত্বনা দিয়াছে, পাপব্যাধিগ্রস্তকে তোমার নাম সুধা পান করাইয়াছে। দীন অনুগত দাস তোমাকে নমস্কার করিতে আসিল।" ভৃত্য নমস্কার করিয়া আনন্দ সাগরে ভাসিল। যোগানন্দ সেবানন্দ উভয় আনন্দের মহা সাগর উথলিত হইয়া উঠিল। এ দুই আনন্দের একটী হইতে আর একটী বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে পারে না। ভক্ত হইলে সমস্ত দিন তাঁহার সেবা করিয়া হৃদয়কে আনন্দে পূর্ণ করিতে হইবে। আজ ভৃত্য হই নাই, অনুগত হইয়া তাঁহার কার্য্য করি নাই, রিপু দমন করি নাই, তাঁহার কথা শুনি নাই, এই অনুতাপে আত্মগ্লানি উপস্থিত হইয়া ভক্ত যোগানন্দের সুখ অনুভব করিতে পারিবেন না। "ঘরে বসিয়া তোমার মুখদর্শন করিয়া সুখী হইব" ভক্ত এ কথা কখন বলিতে পারেন না। ভক্ত যিনি তিনি ব্রহ্মের দর্শন স্পর্শন এবং তাঁহার সেবাতে নিয়ত সুখী হন।

হে ব্রাহ্মগণ! তোমরা সৎ পথে থাকিয়া উভয় আনন্দ লাভের চেষ্টা কর। আমরা তাঁহার উপাসনা করিয়া সুখী হইয়াছি, কিন্তু সেবার মধ্যে কি আনন্দ মহাসাগর আছে এখনও জানিতে পাই নাই। প্রেমময় বলিয়া ডাকিয়া আনন্দিত হইয়াছি, প্রভু বলিয়া ডাকিয়া এখনও আনন্দিত হইতে পারি নাই। প্রেমমুখ দর্শনের সুখ সম্ভোগ করিয়াছি, উহা স্মরণ করিয়া মনকে সুখী করিয়াছি। কিন্তু যখন চরণ সেবা করিয়া সুখী হইব, তখন আর সুখের শেষ থাকিবে না, নিয়ত সুখ-সমুদ্রে সন্তরণ করিতে থাকিব। তখন আর আমাদিগের আত্মাতে আনন্দ ধরিবে না। দুই আনন্দের প্রয়াসী হইয়া নিয়ত যত্ন কর, চেষ্টা কর। রিপু সকল দমন করিয়া পর-সেবায় নিযুক্ত হও, ঈশ্বরের কার্য্য কর। প্রভু বলিয়া যত তাঁহার আজ্ঞা পালন করিবে, প্রসন্ন হইয়া তিনি তোমাকে তত সুখী করিবেন। বিনীত হইয়া যত সেবায় নিযুক্ত থাকিবে, তত প্রভুর প্রতি ভক্তি বাড়িবে, অন্তরে বাহিরে ব্রহ্ম দর্শন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবে। ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন এই প্রকারে যেন চির দিন আমরা উভয় আনন্দ ভোগ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

১০ শ্রাবণ, রবিবার।

এখানে যে জনসমাজ দেখিতেছি, এখানেও কোলাহলে কর্ণভেদ হয়, এখানে সংসারিকতার দুর্গন্ধে চারিদিক্ পূর্ণ, এখানে তপস্যার বাধা হইবার সম্ভাবনা, এই বলিয়া সংসারত্যাগী বনান্বেষী সাধক আরও অগ্রসর হইয়া চলিলেন। সম্মুখে নগর, তাহাও পশ্চাতে ফেলিয়া মনে করিলেন সংসার পরিত্যাগ করিয়া নির্লিপ্ত ভাবে ঈশ্বরের সাধন করিব। প্রাচীন হিন্দুগণ সমুদায় ত্যাগ করিয়া যেখানে লোকালয় আছে, কার্য্য আছে, বিষয় চিন্তা আছে সমুদায় ত্যাগ করিতেন। ১০ ক্রোশ, ১০০ ক্রোশ ক্রমাগত চলিলেন, সেখানেও লোকের শব্দ কর্ণে প্রবেশ করিল, বলিলেন এ স্থানও আমার জন্য নহে। সমুদায় লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া গভীর অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন, সেখানে লোকের সমাগম নাই। দেখিলেন সেখানে আর পৃথিবীর কোলাহল ক্রোশ ক্রোশান্তর উল্লঙ্ঘন করিয়া আসিল না, পৃথিবী তীক্ষ্ণ বাণ বর্ষণ করিলেও সেখানে গেল না, সংসারের শব্দ সংসারের বস্তু সেখানে দেখিতে পাওয়া যায় না, লক্ষ হয় না। যোগা উপযুক্ত স্থান পাইয়া মনের আনন্দে যোগারম্ভ করিলেন। যত ক্ষণ সেই স্থান অন্বেষণ করিয়া পান নাই, এ দেশ ছাড়িয়া ও দেশ, এ নগর ছাড়িয়া ও নগর, এ পল্লী ছাড়িয়া ও পল্লী এইরূপে এক মনুষ্যহীন নিভৃত স্থান অন্বেষণ করিয়া বেড়াইয়াছেন। যাই সেইরূপ স্থান পাইলেন অমনি তপস্যাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন।

প্রাচীন রীতি এই ছিল ; বর্ত্তমান রীতি কি? প্রাচীন কালে বনবাসী হইয়া সাধক ঈশ্বরের সহবাস সম্ভোগ করিতেন, বর্ত্তমান সময়ে ঈশ্বরসহবাসসম্ভোগের পদ্ধতি কি? যদি শত বার বল সংসারে থাকিয়া সাধন করিতে হইবে, ব্রাহ্মধর্ম্মের উহা প্রথম পরিচ্ছেদ। বিষয়ের সহিত সংগ্রাম করিতে গিয়া পরিশেষে অনেকের মনে নিরাশা অসম্ভাব বর্দ্ধিত হইয়াছে, সংসার ঈশ্বর একত্র করিতে গিয়া মনুষ্য দুর্ব্বিপাকে পড়িয়াছে। হয় সংসার জয়ী হইবে, নয় সংসারত্যাগীর কল্পিত ধর্ম্ম লাভ করিবে, সংসার ঈশ্বর একত্র করিয়া কেহ সুখী হইতে পারিবে না। এ পুরাতন মত আর দাঁড়াইতে পারে না। এই জন্য বলি ঈদৃশ যত্নকে ভ্রম বলিয়া বিদায় করিয়া দাও। তর্ক করিয়া এই মত স্থির রাখিবার চেষ্টা বৃথা। সাধন ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া দেখিতে পাইবে কি ভয়ানক রণক্ষেত্র, সংসার এবং ধর্ম্মে কি প্রবল বিবাদ! বিচার করিয়া বহু চিন্তা করিয়া স্থির হইল সংসার ত্যাগ করিয়া সংসারাশ্রমে বনবাসী হইয়া যোগাভ্যাস করিব। বনবাসী হইয়া তপস্যাচরণ, সেই পথ কি আমাদিগের অবলম্বনীয় নহে? বনবাসী ব্রাহ্ম ভিন্ন কেহ যথার্থ ব্রাহ্ম হইতে পারে না। এ দেশ ও দেশ করিয়া কি আমাদিগকে সেই বন অন্বেষণ করিতে হইবে? সে বন কোথায়? কোথায় গেলে বনবাসী ব্রাহ্ম হওয়া যায়। সংসারকে পদ দ্বারা বিগলিত না করিলে শান্তি লাভ করা যায় না, কিন্তু সে বন কোথায়? ভূগোল পাঠ করিয়া দেখ, ধর্ম্মরাজ্যের কোন্ দিকে গেলে সেই বন উপলব্ধি হইবে? প্রাচীন ঋষিগণের ন্যায় সংসার ত্যাগ করিয়া বনে গেলে উপদ্রব কমিয়া যায়, এই ভাবিয়া বনে গমন করিব। কিন্তু এই বন গমনে ব্রাহ্মধর্ম্মের সঙ্কেতে গমন করিব। বাহ্যিক পদ্ধতি গ্রহণ না করিয়া যুক্তি দ্বারা মূল গ্রহণ করিব, অসার ভাগ পরিত্যাগ করিয়া উহার সার গ্রহণ করিব।

যদি বাহ্যে সংসার ছাড়িয়া যাইতে চাও, এক সংসার ছাড়িয়া আর এক সংসারে গিয়া পড়িবে। বাহিরে সংসার পরিত্যাগ করিলেও যে রিপুগণের অতীত স্থানে উপস্থিত হওয়া যায় তাহা নহে। সেই জন্য সংসার ত্যাগ করিয়া পূর্ণ ফল লাভ হয় না। সেখানেও সংসার সঙ্গে সঙ্গে চলে। সংসার ছাড়িয়া যে পথে যাও, দেখিতে পাইবে সম্মুখে উহা প্রতীক্ষা করিয়া আছে। ৪০ বৎসর এক জন ব্রাহ্ম হইয়াছেন, অদ্যাপি যৌবনকালের সমুদায় ব্যাঘাত বিদ্যমান রহিয়াছে। এত দূর আসিয়া বৃদ্ধ হইতে চলিলাম, এখনও একটা না একটা লালসা লোভ দেখাইতেছে ; মনের ভিতরে কুপ্রবৃত্তি রহিয়া গিয়াছে। যত চলি এ

পথের অন্ত নাই, যোগ লাভ দূরের কথা। পরিশেষে এই সিদ্ধান্ত করিতে হইতেছে, সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া দুর্গম বনের ভিতরে প্রবেশ না করিলে ঈশ্বরের কাছে বসিবার উপায় নাই। সংসার লালসা যত দিন থাকিবে, দুষ্প্রবৃত্তির উত্তেজনা যত কাল থাকিবে গভীর আনন্দ সম্ভোগের সম্ভাবনা নাই। যথার্থ আনন্দ সম্ভোগ করিতে হইলে সম্পূর্ণ বনবাসী হওয়া কর্ত্তব্য।

যথার্থ সাধক ক্রমাগত মনের ভিতরে চলিবেন। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া মনের ভিতরে যে যে স্থানে প্রলোভন আছে উহা ছাড়িয়া চলিবেন। সে চক্ষু এমনি নিপীড়ন করিয়া বন্ধ করিতে হইবে যেন সেখানে সংসারের একটী বস্তুও যাইতে না পারে। সেখানে গিয়া বিষয় অন্তর্দৃষ্টিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া বিরক্ত করিলে, তদপেক্ষা আরো একটী গভীর স্থানে গিয়া প্রবেশ কর। সেখানেও সংসারের অত্যাচার উত্তেজনা একেবারে যায় না। অন্তরে এক স্বর্গ হইতে অপর স্বর্গ এইরূপ সপ্ত স্বর্গে উত্থিত হইলেও একটী না একটী রিপুর আক্রমণ থাকিয়া যাইবে; মনের মধ্যেও বিঘ্নপূর্ণ প্রলোভনপূর্ণ এক একটী নগর প্রকাশিত হইবে। মনকে ভেদ করিয়া আরো গভীরতার মধ্যে বন অন্বেষণ কর। এমন করিয়া মাসের পর মাস বর্ষের পর বর্ষ চলিতে থাকিবে, উপাসনা গভীর ভাব ধারণ করিবে। এমন স্থান নিকটবর্ত্তী হইতেছে, যেখানে পৃথিবীর সংস্রব যাইতে পারে না। হিমালয়ের উপরে নহে, সাগর পারে নহে, মনের ভিতরে এমন স্থান আছে যেখানে যোগী যোগ সাধন করেন, ভক্ত উপাসক উপাসনা করেন, সাধন করেন, ঈশ্বরের রাজ্য অন্বেষণ করেন। উপাসনা করিতে করিতে, সাধন করিতে করিতে ভিতরে গিয়া একটী সুন্দর স্থান পাইবে। আজ যে স্থান পাইয়াছ তাহা পরিত্যাগ করিয়া যত্ন চেষ্টা দ্বারা সেই স্থান লাভ করিতে হইবে। ঈশ্বর করুন যেন এ জীবন সেই স্থান অন্বেষণ করিতে করিতে ক্ষেপণ না হয়।

আমরা সংসার ছাড়িব না। ভিতরে গমন করিয়া বেশ একটী চমৎকার স্থান পাইব। সেখানকার ঘাসগুলি কেমন সুন্দর, কেমন অপূর্ব্ব পুষ্প সকল শোভা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে, মনোহর পাখীগুলি ডাকিতেছে, এই সেই বন, চির দিন যাহা অন্বেষণ করিতেছিলাম। এখানে বসিয়া যোগী হইয়া যোগারম্ভ করিব। এখানে স্তব স্তুতি করিয়া দেব দর্শন লাভ করিব, মনোহর ভাব উপার্জ্জন করিব। এ স্থান যত দিন না পাইতেছি ধ্যান ভঙ্গের পদে পদে সম্ভাবনা। যেমনি পাপ আসিয়া হৃদয়ে দেখা দিল, কোথায় গেল ধ্যান, কোথায় গেল তপস্যা, কোথায় গেল যোগির যোগ, কোথায় গেল প্রেমিকের প্রেম। চন্দ্র ঘন মেঘে আবৃত হইল, ঝড় উঠিল, শক্ত গৃহ আন্দোলিত হইল, তপস্যার ঘর ভাঙ্গিয়া গেল, যত্নের ধন হারাইল। চক্ষু মুদ্রিত করিলে সেই পাপ, চক্ষু খুলিলে সেই পাপ। ৪০ বৎসর ৫০ বৎসর সাধন করিলাম, কোথা হইতে কে আসিয়া সর্ব্বনাশ করিল। এইরূপে দিন যায়। যোগী নিরুপায় হইয়া কান্দিতে লাগিলেন। সংসার ছাড়িলেন, সব ছাড়িলেন, প্রলোভন কিছু নাই, আবার নূতন প্রলোভন উপস্থিত হইল, দুষ্প্রবৃত্তি সকল লুক্কায়িত ছিল, নির্ব্বাণ প্রায় হইয়াছিল আবার পুনরুদ্দীপিত হইল। চারি দিকে প্রবঞ্চনার জাল বিস্তারিত দেখিয়া যোগী আকুলিত হইয়া বলিতে লাগিলেন "হে প্রভু! বিপন্ন যোগীকে উদ্ধার কর। ৫০ বৎসর সংগ্রামে গেল, আমার কি এ জীবন সংগ্রামেই অতিবাহিত হইবে? ইহকালে আশা পূর্ণ হইল না মৃত্যুর পর কি বাঞ্ছা পূর্ণ হইবে?" ভক্ত বৎসল যোগীর প্রার্থনা শুনিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না, তাঁহার হৃদয় যন্ত্রে আঘাত করিলেন, সঙ্কেত দ্বারা স্বর্গীয় ভাষায় বলিয়া দিলেন "উচ্চতর স্থানে যাও," যোগী অমনি চলিলেন, সেই উচ্চ স্থানে গিয়া প্রকৃত বন পাইলেন। নিরাপদ স্থান কাহাকে বলি, যেখানে সংসারের কর্জ্জ সম্পূর্ণ পরিশোধ করা হইয়াছে। সংসার ঋণীকে ধরিবে। ঋণ পরিশোধ করিয়া না গিয়া কোথাও আরাম নাই। ঋণ তোমার সঙ্গে২ যাইবে। যত দেনা পাওনা আছে পরিশোধ করিয়া না গেলে কষ্ট পাইতে হইবে। তোমার মন বেশ সংযত হইলে মনে করিলে, বিষয় কামনা কিন্তু সঙ্গে রহিল তার বস্তু সে অন্বেষণ করিয়া লইবেই। এ জন্য বলি রিপুগণকে সম্যক্‌রূপে পরাজয় করিয়া, সংসারের সমুদয় ঋণ পরিশোধ করিয়া বনে গমন কর। আর কেহ তোমায় সেখানে বিরক্ত করিবে না, সকলেই অনুকূল হইবে, যোগের পক্ষে সহায় হইবে। বন সেখানে যেখানে বিষয় চিন্তা নাই। এখানে উপাসনা আরাধনা একাগ্রতা ভঙ্গ হয় না। ঈশ্বর চিন্তা, ক্রমাগত ঈশ্বর চিন্তা, সেখানে আর বিষয় চিন্তা আসিতে পারে না। বনবাসী ব্রাহ্ম ব্রহ্মেতে মত্ত হন। অন্য কামনা আর তাঁহাকে বিরক্ত করিতে পারে না। যে পরিমাণে একাগ্রতা ভঙ্গ হয়, সেই পরিমাণে সেই সাধক বনবাসী হন নাই। যে পরিমাণে একাগ্রতা সেই পরিমাণে বনবাস। বনে সংসার চিন্তা আসিয়া প্রাণকে ঈশ্বর হইতে টানিয়া লইয়া যাইতে পারে না, বনে পৃথিবীর মায়া জাল আসিয়া প্রাণকে স্পর্শ করিতে পারে না। সকলি বনের বাহিরে পড়িয়া রহিল, নিবিড় বনে সংসারের শব্দ গেল না! নিশ্চিন্ত বৈরাগী এই পৃথিবীতেই সুফল লাভ করিলেন, সংসারের ভিতরে থাকিয়াই বনের মধ্যে থাকিলেন, মনকে আর কিছুতেই কলুষিত করিতে পারিল না, সংসারকে জয় করিলেন, ১ দিনের ধ্যানে ৫০ বৎসরের কার্য্য সমাধা হইল। বনের বাহিরে চলিলে ধ্যান ভঙ্গ হইল, যাই বনের ভিতরে প্রবেশ করিলাম,

একটী পাপ চিন্তাও আর সেখানে আসিয়া উত্যক্ত করিতে পারিল না। সেখানে একটী তরঙ্গ নাই, চাঞ্চল্য নাই; ঈশ্বরের আরাধনা ধ্যান সুস্থ সুগভীর হইবে। এই প্রকার স্থান অন্বেষণ করিয়া বনের মধ্যে বসিয়া যোগ সাধন কর, ঈশ্বর সহবাসের প্রকৃত আনন্দ সম্ভোগ করিতে সক্ষম হইবে।

মীমাংসা।

কলিকাতা সমাজের ভূতপূর্ব্ব প্রচারক শ্রীযুক্ত ঈশান চন্দ্র বসু আমাদিগের মত পরিবর্ত্তন প্রদর্শন করিয়া এক খানি পত্র লিখিয়াছেন। তিনি এই কয় বিষয়ে আমাদিগের মত পরিবর্ত্তন দেখাইয়াছেন। (১) ঈশ্বরের প্রতিনিধিগণের উপর নির্ভর করিয়া পরিত্রাণ লাভ করা যায়, তৎপরিবর্ত্তে স্বয়ং ঈশ্বরের মুখ হইতে সত্য লাভ না করিলে পরিত্রাণ লাভের সম্ভাবনা নাই। (২) যথেচ্ছ প্রার্থনা ও ক্রন্দন, তৎপরিবর্ত্তে "বিশুদ্ধ ইচ্ছাই নিয়ত প্রার্থনা" "To feel a want is to pray for its removal"। (৩) সংসারী শব্দে "সংসারাসক্ত" "অধার্ম্মিক" অর্থে নির্দ্দেশ পূর্ব্বক পশ্চাৎ সংসার "ধর্ম্মক্ষেত্র," জীবনের আদ্যন্ত বর্ণ সংসার, সংসারে জন্মিয়াছি স্বর্গরাজ্যে জন্মি নাই, এই রূপ নির্দ্দেশ। (৪) উপাসনা কালীন ক্রন্দনধ্বনিকে ব্রহ্মপ্রীতির লক্ষণ নির্দ্দেশ পূর্ব্বক, পরে উহাকে অসার বলিয়া নির্দ্দেশ। ঈশান বাবুর যদি এ সকল বিষয়ে অর্থ বুঝিতে ভুল হইয়া থাকে তবে তিনি আমাদিগকে তাহা জ্ঞাপন করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। আমরা দেখিতেছি প্রথমতঃ তাঁহাকে এইটী বুঝান প্রয়োজন যে এ সকলের মধ্যে যাহাকে পরিবর্ত্তন বলা যায় তাহার কিছুই নাই। ঈশ্বরের প্রতিনিধিগণের উপরে নির্ভর করিলে পরিত্রাণ লাভ করা যায় পরিত্রাণে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই, এ মত কোন দিন আমরা পরিপোষণ করি নাই। "যাঁহারা এক প্রকার করুণাময় পিতার প্রতিনিধি হইয়া এত দিন আমাদিগকে উপদেশ দিলেন, আমাদিগকে প্রস্তুত করিবার জন্য নানা প্রকার চেষ্টা করিলেন, তাঁহারা এখন আমাদিগের নিকট হইতে দূরস্থ হইয়া পড়িতেছেন। আর বাহ্য অবলম্বনের উপর নির্ভর করিবার যো নাই, করিলেও চলিবে না। বস্তুতঃ যত দিন না আমরা স্বয়ং ঈশ্বরের মুখ হইতে সত্য লাভ করিতে পারি, তত দিন আমাদিগের চির শান্তি ও পরিত্রাণ লাভের সম্ভাবনা নাই।" এ কথার মধ্যে প্রতিনিধি সদৃশ ব্যক্তিগণকে পরিত্রাতা কোথায় বলা হইয়াছে? তাঁহারা "উপদেশ দিলেন" "প্রস্তুত করিবার জন্য চেষ্টা করিলেন," ইহাতে ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ যাহাতে হয় তাহারই পথ পরিষ্কার করা তাঁহাদিগের কার্য্য স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। সুতরাং সর্ব্বদা তাঁহাদিগের সংসর্গ ঘটে না বলিয়া যদি ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধের জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করা হইয়া থাকে, তাহাতে আর মত পরিবর্ত্তন কি হইল? এখনও আমরা সাধুগণকে পরিত্রাণ পথে সহায় বলি, কোন দিন পরিত্রাতা বলিও নাই, বলিবও না। ঈশান বাবুকে আর একটী বিষয় জানা উচিত ছিল যে উদ্ভেদের (Evolution) নিয়মে নিম্নাবস্থা হইতে সাধক উচ্চাবস্থায় উত্থিত হন। অনুতাপের সময়ে ক্রন্দন, আর্ত্তনাদ, প্রার্থনার বাহুল্য হওয়া স্বাভাবিক। সে সময় অনুতাপের, সে সময়ে যদি কাহাকেও ঐ সকল লক্ষণাক্রান্ত দেখিতে পাওয়া না যায়, তবে তাহাকে সাধক কি প্রকারে বলা যাইবে? ক্রমে পাপ নির্জ্জিত হইয়া ইচ্ছার দৌর্ব্বল্য যত অল্প হইয়া আইসে, তত ভাব প্রার্থনার প্রেরক না হইয়া ইচ্ছা উহার প্রযোজক হয় এবং ক্রমে ইচ্ছা ও প্রার্থনা একীভূত হইয়া যায়। একি উন্নতি না অবনতি? তবে আর উহা নিন্দার বিষয় কি হইল? "এত দিন কেবল আমাদের যখন যাহা মনে ভাব হইত, তখন তাহাই চাহিতাম; কিন্তু এরূপ প্রার্থনায় হৃদয়ের চঞ্চলতা পাপ শুষ্কতা কিছুই বিদূরিত হয় না" উপাসক মণ্ডলীর সভা এ কথা প্রকাশ করিয়া কি চাঞ্চল্য প্রকাশ করিয়াছেন? ঈশান বাবুর জানা উচিত, একটী শব্দ কত প্রকার অর্থে ব্যবহার হইয়া থাকে। প্রাচীন কাল হইতে সংসার শব্দ চির দিন নিন্দনীয় অর্থে ব্যবহৃত হইয়া আসিয়াছে। সংসারাসক্তি হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য এক জন তাদৃশ অর্থে উহা বিনাদোষে ব্যবহার করিতে পারেন। কিন্তু কে বলিতে পারে সংসার "ধর্ম্মক্ষেত্র" নয়, সংসারে জন্ম গ্রহণ করিয়া উহাকে স্বর্গরাজ্য করিয়া তোলা যায় না? "পিতা মাতা ভাই ভগ্নী স্ত্রী পুত্র কাহারো সঙ্গে প্রকৃত সম্বন্ধ স্থাপিত হইল না" এই যে উদ্ধৃতাংশের মধ্যে আছে, তাহাতে কি বুঝাইতেছে ঈশান বাবুই বলুন। যে জঘন্য সম্বন্ধের জন্য সংসার নিন্দনীয়, সেই সম্বন্ধ বিপরিবর্ত্তিত করিয়া উহাকে স্বর্গরাজ্য করিতে উপদেশ দেওয়া কি ওরূপ বলার উদ্দেশ্য নয়? তবে আর ইহাতে পরিবর্ত্তনের দোষ কোথায় হইল? সঙ্গীত ও কথার সামর্থ্যে অনেক সময়ে যেমন চিত্ত আর্দ্র হয় অশ্রু বিনিসৃত হয়, সাক্ষাৎ ঈশ্বর দর্শন ঈশ্বর সম্ভোগ হইতেও সেইরূপ লক্ষণ বাহিরে প্রকাশ পায়। প্রথমোক্ত ব্যাপারটীকে যদি অধঃকৃত করিবার জন্য উপদেশ করা হইয়া থাকে, তাহাতে ঈশ্বরের করুণায় প্রকৃত ভাব সাধকে উদ্বেলিত হয় এ কথা কি প্রকারে অস্বীকার করা হইল? সেই উদ্ধৃতাংশের মধ্যেও তো আছে, "গোপনে হৃদয় মধ্যে থাকিয়া এক জন অশব্দ স্বরে বলিলেন 'ভ্রান্ত সাধক, আপনার ভাবে তুমি আপনি ভুলিয়া গেলে, যাহার নাম লইয়া তুমি উপাসনা করিলে, তাহাকে তুমি দেখিলে না।'" ইহা দ্বারা কি সাক্ষাৎ ঈশ্বরের ক্রিয়াতে যখন ভাবোদয় হয়

সাধক তাহা বুঝিতে পারেন, ইহা বলা হইল না? তবে আর "উপাসনা কালে ঐ সকল লক্ষণ লক্ষিত হইলে তাহা দয়াময়ের আশ্চর্য্য কৃপা এবং ব্রহ্মমন্দিরের অদ্ভুত ক্রিয়া বলিয়া বারম্বার ঘোষিত হইয়াছে" সে ভ্রম দূর হইয়াছে, এ কথা বলিয়া কি হইল? যদি ঈশান বাবু উহা ভ্রম মনে করেন, আমরা কোন দিন ভ্রম বলিয়া মনে করিব না। ওটী একটী গম্ভীর সত্য আমরা চির কাল বলিব, কাহার নিন্দার ভয়ে বলিতে কুণ্ঠিত হইব না। ঈশান বাবু আমাদিগের আরো মত পরিবর্ত্তন প্রকাশ করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, যদি এইরূপ পরিবর্ত্তন দেখান হয়, আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন, আমরা তাহার উত্তর লিখিয়া ধর্ম্মতত্ত্বের স্থান পূর্ত্তি করিতে অসমর্থ।

সম্বাদ।

ভাদ্রোৎসব—আগামী ৭ই ভাদ্র রবিবার ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠোপলক্ষে ষষ্ঠ সাম্বৎসরিক উৎসব হইবে। স্থানীয়, বিদেশীয় ও অনতিদূরবর্ত্তী ব্রাহ্মগণ যাহাতে অন্তরের সহিত শুভ উৎসবে যোগ দান করিয়া নিজ নিজ পাপ ভার হইতে মুক্ত হইয়া জীবনে প্রেম পবিত্রতা ও শান্তি সঞ্চয় করিতে পারেন, তাহার জন্য প্রস্তুত হইবেন। ভক্তি ভাজন আচার্য্য মহাশয়ের বাসভবনে প্রাতঃ ৯৷৷০ ঘটিকার সময় যে দৈনিক উপাসনা হইয়া থাকে, যাঁহাদের সুবিধা হইবে তাঁহারা তাহাতে যোগ দান করিয়া আপনাদিগকে উৎসবের জন্য প্রস্তুত করিতে পারেন।

বাউলে সুর।—তাল এক তালা।

সহজে হওয়া যায় না বৈরাগী। ত্যজে বিলাস বাসনা, বিষয় কামনা, হতে হবে প্রেমানুরাগী।

হয়ে শান্ত দান্ত, নির্ভয় নিশ্চিন্ত, জিতেন্দ্রিয় পরম যোগী; করে মহাযোগ সাধন, আত্মবিসর্জ্জন, ব্রহ্মলোভে হতে হয় লোভী।

আপনারে ভুলে, পরের মঙ্গলে, থাকিতে হইবে উদ্যোগী; ও মন জগতের সুখে, আনন্দিত হয়ে, নিজে হতে হবে সর্ব্ব-ত্যাগী।

বাউলে সুর।—তাল একতালা।

আমরা সবাই। ধুয়া।

প্রেমরসে মগ্ন হয়ে, থাকব সদাই।

হয়ে সর্ব্বত্যাগী, প্রেমিক বৈরাগী, হব তোমার প্রেমে অনুরাগী। (স্বার্থ অভিমান ত্যজে হে)

ভক্তিযোগ বলে, তোমারে দেখিব, (মহাযোগে যোগী হয়ে হে) প্রেম যোগেতে উন্মত্ত হব।

আমরা ঘুরে এলাম, অনেক ঠাঁই, প্রভু তোমা বই আর গতি নাই। (দেখ্‌লাম নানা মতে হে)

চিরভক্ত হয়ে তোমার সঙ্গে রব, তুমি যা বলিবে তাই করিব। (আর কারো কথা শুনবো না হে)

প্রেমানন্দ সুধা, সুধা করে পান, ভাবে ভুলিব আত্ম-অভিমান। (দিব্য জ্ঞানালোক পেয়ে হে)

ভাব রসে মন, মম মত্ত হলে, সুধা পান করিব সবে মিলে। (ভক্তবৃন্দের সঙ্গে বসে হে)

প্রেম সুরার ঘোরে, অজ্ঞান হব, হয়ে আবার সুরা পান করিব। (তার উপরে আরো চাব হে)

করে প্রাণ ভরে, সুধা পান, আনন্দে গাইব তোমার নাম। (মধুর দয়াল নাম হে)

হয়ে এক হৃদয়, এক প্রাণ, মহানন্দে গাইব দয়াল নাম। (শুনে পাপী তরে যাবে হে)

তোমার অনন্ত, প্রেম সাগরে, এবার জীবনতরী দিব ছেড়ে। (জয় দয়াময় বলে হে!)

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ।

প্রচার কার্য্যের সাহায্যার্থ দান স্বীকার।

গত প্রকাশিতের পর।

মাসিক দান সংগ্রহ।

শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাগোবিন্দ নন্দী … …	২০
,, ,, নবীন চন্দ্র রায় (বম্বে) … …	১০
,, ,, জয়গোপাল সেন … …	৫
,, ,, কৃষ্ণদাস রায় … …	১
,, ,, নেপাল চন্দ্র রায় … …	১
,, ,, প্রসন্ন কুমার ঘোষ … ..	১
,, ,, বৈকুণ্ঠ নাথ সেন … …	১
,, ,, চন্দ্রনাথ মল্লিক … …	১
,, ,, শ্রীকৃষ্ণ হাজরা … …	১৷৷০
,, ,, মধু সূদন সেন … …	১
,, ,, ঈশ্বর চন্দ্র দত্ত … …	৷৷০
,, ,, মাধব চন্দ্র সিংহ … …	৷৷০
,, ,, রাখালদাস দত্ত … …	৷৷০
,, ,, কৈলাস চন্দ্র সেন … …	১
হাজারিবাগ ব্রাহ্মসমাজ … …	৭৶৴০
কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজ … …	৪
	৫৬৸৴০

ভিক্ষা প্রাপ্তি।

এক জন ১ জোড়া সাল, মূল্য … …	৪০
আদিত্য কুমার চট্টোপাধ্যায় চাউল /৫ মূল্য …	।৴১০
ব্রাহ্মনিকেতনের দৈনিক সিদা ১৪ দিনে আন্দাজ মূল্য	২৶০
	৪২৷৷/১০

এক কালিন দান।

শ্রীযুক্ত বাবু রাজকুমার গুহ, চট্টগ্রাম … …	৬
,, ,, রাজেশ্বর গুপ্ত চট্টগ্রাম …	২৫
,, ,, নরেন্দ্র নাথ সেন … …	২০
	৫১

পাথেয় হিসাব।

কটক ব্রাহ্মসমাজ … …	৯৷৷৴০

ইহা ভিন্ন আরও অনেক টাকা ব্যয়িত হইয়াছে এ কাল পর্য্যন্ত তাহার হিসাব পাওয়া যায় নাই।

এই পাক্ষিক পত্রিকা কলিকাতা ৭৫ নং কলেজ স্কোয়ার ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে ১লা ভাদ্র শ্রীগোপালচন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত হইল।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৮ম ভাগ। ১৬শ সংখ্যা। | ১৬ই ভাদ্র, মঙ্গবালর, ১৭৯৭ শক। | বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফস্বল ঐ ৩।০

প্রার্থনা।

হে পুণ্যের জ্বলন্ত জ্যোতিঃ জাগ্রত পরমেশ্বর! তুমি এই সংসারে আমাদিগের নিমিত্ত যে সকল ইন্দ্রিয় ভোগ্য সামগ্রী সৃজন করিয়াছ তাহা কত পরিমাণে কি নিয়মে উপভোগ করিব এ বিষয়ে মনের মধ্যে অনেক সময় মহা আন্দোলন উপস্থিত হয়। যাহাকে নির্দ্দোষ বিশুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করি, দেখি যে তাহাতেও তোমা হইতে আমাকে বিচ্যুত করে। তোমার প্রদত্ত স্নেহের দান বলিয়া ভোগ করিতে গিয়া শেষ ঘোর বিপদে পতিত হই। মোহ এবং আসক্তি আসিয়া অজ্ঞাতসারে জীবনকে অল্পে অল্পে পাপের পথে লইয়া ফেলে। সেই আসক্তি যখন একবারে প্রবৃত্তির শৃঙ্খলে বাঁধিয়া আমাকে ঘোর অন্ধকার মধ্যে লইয়া যায়, তোমাকে ডাকিয়া উত্তর পাই না, তখন বুঝিতে পারি লোকে যাহাকে নির্দ্দোষ ভোগ সুখ বলে তাহা কি ভয়ানক অনিষ্টের কারণ। তোমা অপেক্ষা যাহাকে অধিক ভালবাসি তাহা হইতেই গরল উত্থিত হয়। এখন হে দয়াময় ঈশ্বর! বুঝিতেছি যে তোমার ভাবের মধ্য দিয়া যাহা না পাই তাহাতে পাপ সঞ্চারিত হয়। তোমার সঙ্গে ব্যবহার অগ্রে ঠিক না হইলে সংসারের পথে কিছুতেই বিচরণ করা যায় না। যুক্তি ও বুদ্ধিতে যাহা সত্য বলিয়া মীমাংসিত হয় তাহা অনেক সময় নীচ স্বার্থপরতার পক্ষকেই পরিপোষণ করে। হে মঙ্গলময় পরমদেবতা! তুমি স্বয়ং এ প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া দিয়া আমাকে পাপ হইতে বাঁচাও। বলিয়া দাও হে অকিঞ্চনগুরু পরমজ্ঞানী প্রভো! বল কিরূপে আমি সংসারের সহিত ব্যবহার করিব। অগ্রে তোমার জ্যোতিতে আমার জীবনকে বিশুদ্ধ করিয়া দাও তার পর আমি সংসারধর্ম্ম পালন করি। আশীর্ব্বাদ কর হে অনাথ নাথ! যেন আমি তোমাকে অতিক্রম করিয়া সংসারের কোন সুখের প্রত্যাশা না করি। সংসারের অন্ধকারময় পথে তোমার আলোক দেখাও, আমি সেই আলোকের সাহায্যে নির্ভয়ে পবিত্র মনে বিচরণ করি। হে করুণাসিন্ধু সৎপথের নেতা ঈশ্বর! আমাকে তুমি স্বয়ং হস্তে ধরিয়া সংসারের মধ্য দিয়া লইয়া চল এই আমার বিনীত প্রার্থনা।

কথোপকথন।

তিনি আছেন এই কথা একটী আশার কথা যাহার ভিতরে মানুষ চিরকাল বাস করিতে

পারে, বাস করিয়া সুখী হইতে পারে। যথার্থই কি তিনি আছেন? তবে তো আর সন্দেহ করিবার যো নাই। আমি যেমন আছি নিশ্চয়, তেমনি তিনি আছেন কি নিশ্চয়? এই চারি দিকে আকাশ, আলোক, বৃক্ষ, নদী, ফুল, পক্ষী, প্রাণী, ইহারা আছে যেমন নিশ্চয়, তিনি আছেন তেমনি নিশ্চয়। যদি নিশ্চয় হয় তবে আমি দেখিতে পাইলাম না কেন? যাহা এত নিশ্চয় তাহা না দেখিয়া আমি কিরূপে সুস্থির আছি? আর সব সামগ্রী দেখিলাম কেবল তাঁহাকে দেখিলাম না অথচ মনে সুস্থির আছি! তবে জিজ্ঞাসা করি, তিনি কোথায় আছেন আমাকে বল। আমি তাঁহাকে অন্বেষণ করিব, আমি তাঁহাকে দেখিয়া সকল সন্দেহ দূর করিব ও নিশ্চয় হইব। তিনি আছেন শুনিয়া যে ব্যক্তি আশ্চর্য্য না হইল, চমকিয়া না উঠিল, সে কি প্রকারে তাঁহাকে দেখিতে পাইবে? এক জন আছেন, আমার নিকটে, প্রকাণ্ড, যথার্থ, জীবন্ত, নিঃসন্দেহ আমার কাছে আছেন, অথচ আমি নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছি; ঠিক যেন আমি একাকী যখন আমি একাকী নহি! এ বিশ্বে কেহ একাকী নহে, দুই জন, তিনি আর তাঁর সৃষ্টি। সৃষ্টির সঙ্গে তিনি, সৃষ্টির মধ্যে তিনি, তাঁর সঙ্গে সৃষ্টি, তাঁর মধ্যে সৃষ্টি। আবার সেই সৃষ্টির সঙ্গে আমি। তবে আমার মধ্যে তিনি ও তাঁহার মধ্যে আমি। আমার মধ্যে তিনি অর্থাৎ আমার দেহ তাঁহার মন্দির, ইহাতে তিনি বাস করেন। এই জন্য ভক্তেরা দেহকে দেবমন্দির বলেন, এবং নরদেহকে অপবিত্র করিতে এত ভয় করেন। আমরা কি ভয় করি? এখন বুঝিতে পারিলাম আমার এই দেহের কল কে চালাইতেছেন। চক্ষু তুমি অন্ধ, কর্ণ তুমি বধির, রক্ত তুমি গতিহীন, নিশ্বাস তুমি স্থির, মাংস তুমি ছিলে মৃত্তিকা হইবে মৃত্তিকা, কেবল তিনি দেহমন্দিরে বাস করিতেছেন তাই তোমরা চলিতেছ। তবে তুমি আমার প্রাণের আধার, তুমি আমার প্রাণেশ্বর, তুমি আমার প্রাণের প্রাণ, আমার সঙ্গে তুমি চিরকাল থাক আমি অমর হইব।

হবে কি হবে না?

নানা বিঘ্নপূর্ণ এই ভূমণ্ডলে বাস করিয়া পূর্ণপবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধ্যানুসারে প্রতিপালন করা যায় কি না, অথবা এখানে থাকিয়া ব্রাহ্মদিগের মুক্তির সাধন হইবে কি হইবে না, এই প্রশ্নের উত্তর সকলকে দিতে হইবে। যাঁহারা অপেক্ষাকৃত সরলহৃদয় বিনীত স্বভাব তাঁহারা প্রকাশ্যে কিম্বা মনে মনে এই কথা বলেন যে, সম্পূর্ণরূপে মুক্তির সাধন অবলম্বন করিলে এ সংসারে বাস করা যায় না; এই বলিয়া তাঁহারা উন্নত সাধু মুক্তাত্মা হইবার আশা একবারে পরিত্যাগ করত ধর্ম্মসংগ্রামে শিথিল প্রযত্ন হন; সুতরাং তাঁহারা যাহা কিছু পারেন তাহাও অসম্ভব বিবেচনা করিয়া দিন দিন ভয়ে ভাবনাতে দুর্ব্বল হইতে থাকেন। ঈদৃশ ভরসাহীন অল্প বিশ্বাসী ব্যক্তিদিগের নিকট স্বর্গীয় বলের মাহাত্ম্য অপ্রকাশিত রহিয়াছে; এই জন্য তাঁহারা আপনার এবং অপর সাধারণের জীবনের ভূতকালের ইতিহাস ও বর্ত্তমানের অবস্থা সন্দর্শন করিয়া সিদ্ধান্ত করেন যে মুক্তির আশা করা বৃথা, যেহেতু অধিকাংশের জীবনে ইহার বিপরীত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছে। যে সকল ব্যক্তি সুচতুর বুদ্ধিমান্ তাঁহারা পূর্ব্বে যে বলিয়াছিলেন, সংসারে থাকিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম পালন করা যায় তজ্জন্য বনচারী হইতে হয় না সে কথা এখনও তাঁহারা স্বীকার করিতেছেন। কিন্তু প্রথমোক্ত ব্যক্তিরা যে সকল পাপ অপরিহার্য্য জানিয়া এখানে ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে পালন করা অসম্ভব বলেন, শেষোক্তেরা সে গুলিকে পাপ না বলিয়া কর্ত্তব্যশ্রেণীর মধ্যে গণ্য করিয়া লয়েন। তথাপি ইহাঁদের জীবন দেখিলে

বোধ হয় যে মুক্তি হইবে একথা ইহাঁরাও মনে মনে বিশ্বাস করেন না। তাঁহাদের আদর্শ মুক্তি পর্য্যন্ত গমন করে না। প্রচলিত নীতি এবং বিশুদ্ধ সামাজিকতাই একমাত্র তাঁহাদের উচ্চ লক্ষ্য।

এক্ষণে "হবে কি হবে না?" এই প্রশ্নের কে কিরূপ উত্তর প্রদান করেন তাহাই আমরা শুনিতে চাই। যাঁহারা বলেন এখানে পরিত্রাণের সাধন কোন কালে হইবে না তাঁহাদের ধর্ম্মসাধনের কোন উদ্দেশ্য নাই। এখানেও হয় না, অরণ্যে গেলেও হয় না, তবে আর হইবে কোথায়? যদি বল পরকালে, তাহাও কল্পনামূলক অনুমান সিদ্ধ। মনুষ্য এখানে পূর্ণতা লাভ করিতে অক্ষম, অথবা অনন্ত উন্নতিশীল মানবের পূর্ণতা লাভের সম্ভাবনা কোথা? কিন্তু সে এখানে থাকিয়াই মুক্তির পথ ধরিয়া সেই পথে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে পারে। পৃথিবীতে তাহারও যে দৃষ্টান্ত না আছে এমন নহে। সাধুজীবন সকল ইহার প্রমাণ, তবে আর অসম্ভব কিরূপে বলা যায়? যাঁহাদের ইচ্ছা নাই তাঁহাদের পক্ষে চিরকালই "হবে না" এই কথা; তিনি যদি দেবলোকে মুক্তাত্মা সাধুদিগের মধ্যেও থাকেন সেখানেও তিনি বলিবেন "হবে না"। যাঁহারা বলেন হবে, তাঁহারা জীবনে তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করুন, নতুবা মুক্তি আকাশ কুসুমের ন্যায় পরিগণিত হইবে। নানা জাতীয় পুষ্প সংগ্রহপূর্ব্বক পুষ্পস্তবকের ন্যায় একটী ধর্ম্মশাস্ত্র রচনা করা তত কঠিন কার্য্য নহে, কিন্তু সংসারের মলিন পঙ্কিল হ্রদোত্থিত বিমল পদ্মের ন্যায় পরিত্রাণোন্মুখ সাধুজীবন প্রস্তুত করা অত্যন্ত কঠিন। অতএব যদি "হবে" এ কথা বলা হয় তবে তাহার লক্ষণ কৈ? কেবল মুখে হবে বলিলে মন তো প্রবোধ মানিবে না। এক্ষণে সচরাচর যেরূপ ব্রাহ্মজীবন পরিলক্ষিত হইতেছে মৃত্যুর পূর্ব্বে অনেকের সম্বন্ধে তাহার কোন পরিবর্ত্তন ঘটিবে এমন বোধ হয় না; মৃত্যুর পূর্ব্বে কত ব্রাহ্মের ইহা অপেক্ষা আরও কতদূর অধঃপতন হইবে তাহাই বা কে জানে? এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই যে, যদি "হবে" এই আশা বাক্য প্রচার করিতে হয় তবে আইস বন্ধুগণ! আমরা সাধন করিয়া দেখি। হবে, নিশ্চয় হবে, যদি না হয় তবে ব্রাহ্মধর্ম্মের আবশ্যকতা কি ছিল? ইহ জীবনে, ইহ জগতেই এই প্রশ্নের মীমাংসা হইবে। যত দূর মনুষ্য করিতে ক্ষমতাবান্ হইয়াছে তত দূর কেন যে হবে না তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। যাঁহারা শেষ রক্ষা করিতে চান তাঁহারা দৃঢ় সংকল্পের সহিত ব্রহ্মব্রত পালনে প্রতিজ্ঞারূঢ় হউন, দেখিতে পাইবেন ইহার ফল কি সুমধুর! ইন্দ্রিয় সংযম দ্বারা চিত্তকে বিশুদ্ধ করিয়া প্রাণগত যত্নে সাধন করিলে আমরা পরিত্রাণের পথে অগ্রসর হইতে পারিব এ আশা যদি না থাকে তবে অনেকে নিরাশ হইয়া সংসারকেই সার করিবেন। সৌভাগ্যের বিষয় যে সে আশা দিন দিন উজ্জ্বল হইতে চলিল। ধন্য তাহাদের জীবন যাহারা এই আশার রাজ্যে বাস করে।

দেবর্ষি নারদের নবজীবন লাভ।

একদা অমিতদ্যুতি দিব্যলাবণ্য পরিশোভিত বীণাপাণি দেবর্ষি নারদ তন্ত্রী সংযোগ পূর্ব্বক তান লয় বিশুদ্ধ সুমধুর স্বরে হরি গুণ কীর্ত্তন করিতে করিতে নিখিল কারণ পরমেশ্বরের প্রিয় সেবক অপ্রসন্নচিত্ত মহর্ষি ব্যাস দেবের আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সত্যবতীসুত ব্যাস দেবপূজিত নারদ ঋষিকে সহসা অভ্যাগত দেখিয়া সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক যথাবিধ তাঁহাকে অভ্যর্থনা ও পূজা করিলেন। অনন্তর দেবর্ষি ঈষৎ হাস্য করিয়া নিকটে সুখে উপবিষ্ট বিপ্রর্ষিকে কহিলেন, হে মহাভাগ ব্যাস! আপনার শরীর মন অপ্রসন্ন কেন? বিশেষতঃ আপনি যখন এই মহাবিস্তৃত বহুজ্ঞানগর্ভ মহাভারত প্রণয়ন

করিয়াছেন তখন আপনার আর দুঃখের কারণ কি? হে মহর্ষে! সেই নিত্য পরব্রহ্মকে জানিয়াও কেন আপনার অন্তরে শোকানল প্রদীপ্ত হইল? বোধ হইতেছে যেন আপনার কোন বিশেষ ত্রুটি হইয়াছে। তখন ব্যাস বলিলেন আপনি যাহা বলিতেছেন তাহা সত্যই বটে, আমার অন্তরে কোন গূঢ়তম দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে।

রূপং রূপবিবর্জ্জিতস্য ভগবতো ধ্যানেন যদ্বর্ণিতং
স্তুত্যাঽনির্ব্বচনীয়তাঽখিলগুরো দূরীকৃতা যন্ময়া।
ব্যাপিত্বঞ্চ বিনাশিতং ভগবতো যত্তীর্থযাত্রাদিনা
ক্ষন্তব্যং জগদীশ! তদ্বিকলতা দোষত্রয়ং মৎকৃতং।

হে পরমেশ! তুমি নিরাকার রূপ রহিত, কিন্তু আমি ধ্যানেতে তোমার রূপ বর্ণনা করিয়াছি, হে অখিল গুরো! তুমি অনির্ব্বচনীয়, কিন্তু আমি তোমার অবতারাদি রূপে স্তব করিয়া তোমার অনির্ব্বচনীয়তা দূর করিয়াছি, তুমি সর্ব্বব্যাপী তীর্থযাত্রাদি দ্বারা তোমার সর্ব্বব্যাপিত্ব বিনষ্ট করিয়াছি, হে জগদীশ! বিকারজনিত আমার এই দোষত্রয় ক্ষমা কর। এই রূপে তিনি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া বাষ্পাকুলিত নয়নে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। নারদ বলিলেন আপনার বিশেষ দুঃখের কারণ ইহা নহে, আপনার মন যে নিরন্ত অশান্তিতে পরিপূর্ণ তাহা দেখিয়া আমার বোধ হইতেছে যে আপনি সর্ব্বার্থপ্রতিপাদক বিবিধাঙ্ক্যানালঙ্কৃত মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে হরি গুণ কীর্ত্তন করেন নাই বলিয়া আপনার চিত্ত অশান্ত রহিয়াছে। যাঁহার গুণ কীর্ত্তনে ধরা পবিত্র হয় ও ভক্তগণ নিরত যাঁহার চরণারবিন্দ পূজা করিতে করিতে বিমুগ্ধ হয়েন, আপনার ঈদৃশ গ্রন্থে তাঁহার যশোকীর্ত্তন করেন নাই। এই কথা বলিয়া তখন দেবর্ষি নারদ তাঁহার শান্তনোদ্দেশে আপনার জীবনবৃত্তান্ত বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

পূর্ব্বে আমি কোন মুনির দাসীর পুত্র ছিলাম। বর্ষাকালে চাতুর্মাস্যোপলক্ষে যোগিগণ তথায় বর্ষে বর্ষে একত্রিত হইতেন, আমি তাঁহাদের সেবা শুশ্রূষায় তৎপর থাকিতাম। আমাকে অল্পভাষী ক্রীড়াহীন অনুকূল সুশীল বালক দেখিয়া ও সেবা শুশ্রূষায় সন্তুষ্ট হইয়া আমার প্রতি তাঁহাদের কৃপা হইল। তাঁহাদের ভোজনাবশেষ উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া আমার চিত্ত পবিত্র হইল। এই রূপে চিত্ত পবিত্র হওয়াতে আমার ধর্ম্মের প্রতি রুচি জন্মিল। তদবধি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক হরিগুণকীর্ত্তন শুনিতে আমার দিন দিন অনুরাগ জন্মিতে লাগিল। এইরূপে সেই প্রেমময় পরমেশ্বরে আমার দৃঢ়তর মতি হইতে লাগিল। মহাত্মা মুনিগণ যাঁহার নির্ম্মল যশঃ কীর্ত্তন করিতেন, অনুদিন সেই হরিগুণ কীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে আমার চিত্তে ভক্তির উদয় হইল। পরে দীনবৎসল মহর্ষিগণ আমায় ধর্ম্মানুরক্ত শুদ্ধচিত্ত জিতেন্দ্রিয় ও দাসানুদাস বালক দেখিয়া কৃপা করিয়া সাক্ষাৎ ঈশ্বরপ্রেরিত গূঢ়তম ঐশ্বরিক জ্ঞানের উপদেশ দিলেন। বিপ্রর্ষি ব্যাস তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া পুনরায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি এইরূপে উপদেশ পাইয়া পরে কি করিলেন? তাঁহার বাক্যাবসানে যোগস্থ দেবর্ষি নারদ বলিলেন, গুরুগণ আমায় দেশান্তরিত হইতে বলিলেন। আমিই জননীর একমাত্র সন্তান, সুতরাং তিনি আমার অনন্যগতি দেখিয়া নিরতিশয় স্নেহে আবদ্ধ করিলেন। আমার জননীর সহিত দেশাভিগমনে যাত্রা করিয়া আমি বহির্গত হইলাম। যাইতে যাইতে সহসা পথে এক কাল সর্প আমার জননীকে দংশন করিল। আমি তাঁহার মৃত্যুকে ভক্তগণের পরম হিতার্থী পরমেশ্বরের অনুগ্রহ মনে করিয়া উত্তর দিকে প্রস্থান করিলাম। সমৃদ্ধিশালী নানা দেশ, সুরম্য হর্ম্ম্যে পরিশোভিত বিবিধ নগর, প্রকৃতির স্বাভাবিক লাবণ্য সংযুক্ত কত বন উপবন অতিক্রম করিয়া অবশেষে এক ভয়ানক নিবিড় বনের নিকটবর্ত্তী হইলাম। এ দিকে আমার শরীর অতিশয় ক্লান্ত, ইন্দ্রিয় অবশপ্রায়, ক্ষুৎপিপাসায় মৎপরোনাস্তি কাতর হইল। আপনাকে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত বোধ করিয়া নিকটবর্ত্তী এক সরোবরে স্নান করিলাম, গণ্ডূষ মাত্র জল পান করিয়া ক্ষণকাল এক নদীতীরে উপবেশন করিলাম, তাহাতে অনেকটা শ্রান্তি দূর হইল। পরে সেই নিভৃত অরণ্যের এক প্রান্তরে একটী অশ্বত্থ বৃক্ষের তলে বসিলাম। আমি যেরূপ শুনিয়াছিলাম সেই রূপেই পরমাত্মাকে আত্মস্থ জানিয়া স্বীয় আত্মাতে চিন্তা করিতে লাগিলাম।

তাঁহার চরণারবিন্দ ধ্যান করিতে করিতে

আমার চিত্ত ভাবসাগরে ডুবিয়া গিয়া বিহ্বল হইল। আমি অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইলাম, চক্ষু হইতে অশ্রু পতিত হইতে লাগিল, পুনঃ পুনঃ আমার চিত্তে হরি আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

হে মুনে! পরে প্রেমভরে আমি বিমুগ্ধ হইলাম, শরীর পুলকিত হইল, আমার চিত্ত সমাহিত হইল। আনন্দ প্লাবনে বিলীন হইয়া আপনাকে ও প্রিয় দেবতাকে একেবারে আমি ভুলিয়া গেলাম।

পরে যে রূপ দর্শন করিলে শোক সন্তাপ বিদূরিত হয়, ঈশ্বরের সেই মনোহর রূপ দর্শন করিয়া আমি যেন উন্মনা হইয়া সহসা উত্থান্ করিলাম।

সেই রূপ পুনরায় দর্শন করিতে ইচ্ছা করিয়া আমি চিত্ত সমাধান করিলাম, কিন্তু এক বার দর্শন পাইয়াও আর দেখিতে পাইলাম না, সুতরাং অতিশয় বিমর্ষ হইলাম।

এই রূপে উঁহার রূপ দেখিতে যত্ন করাতে সেই বাক্যাতীত পরমেশ্বর গম্ভীর সুক্ষ্ম কথায় যেন শোক প্রশান্ত করিয়াই সংগোপনে হৃদয়মধ্যে আমায় এই কথা বলিলেন।

হে বৎস। ইহ জন্মে আর তুমি আমার দর্শন পাইতেছ না। কারণ ইন্দ্রিয়াসক্ত কুযোগীরা আমায় দেখিতে পায় না। অতএব পাপসত্ত্বে তুমি আমায় আর কি রূপে দেখিবে?

তবে একবার যে আমি তোমায় আমার রূপ দেখাইয়াছি তাহা কেবল তোমার অনুরাগ বৃদ্ধির জন্য। সাধু ব্যক্তি অল্পে অল্পে আমার প্রতি অনুরক্ত হইয়া সমুদায় কামনা পরিত্যাগ করেন। অতএব কিছু দিন বিলম্ব কর।

আরও অল্প দিন সাধুসেবা করিয়া আমার প্রতি দৃঢ় ভক্তি স্থাপন করিবে, এবং এই অপবিত্র দেহ পরিত্যাগ করিয়া আমার লোক হইবে। আসক্তিবিহীন হইয়া সন্তুষ্ট চিত্তে পৃথিবী পর্য্যটন করিতে করিতে আমার প্রতি চিত্ত স্থাপন করিয়া সেই শুভ সময়ের জন্য প্রতীক্ষা কর। ভক্তবৎসলের এই কথা শুনিয়া লজ্জা পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার গম্ভীর পবিত্র নাম পাঠ ও স্মরণ করিতে করিতে দেশ পর্য্যটনে প্রবৃত্ত হইলাম। বহু দিনান্তর সেই সময় উপস্থিত হইল।

তখন এই শারীরিক জীবন পরিত্যক্ত হইয়া পাঞ্চ ভৌতিক দেহের পরিবর্ত্তে আমি বিশুদ্ধ ভাগবত শরীর প্রাপ্ত হইলাম। অনন্তর আমি এই রূপে সেই ভক্তবৎসল দয়াময়ের কৃপায় নবজীবন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলাম এবং দেবদত্ত সমধুর স্বরভূষিত বীণায় স্বর সংযোগ পূর্ব্বক কলকণ্ঠে হরিগুণ কথা গান করিতে করিতে পৃথিবীতে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। এখন যখন আমি বীণা বাদন পূর্ব্বক তাঁহার গুণ গান করি তখনই তিনি ডাকিবামাত্র সত্বরে আমার হৃদয়ে দর্শন দেন। ভক্ত শ্রেষ্ঠ নারদ মহর্ষি ব্যাসকে এই কথা কহিয়া অলৌকিক স্বর্গীয় স্বরে ভগবানের গুণানুকীর্ত্তন করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন। ব্যাসও "আমি হরির গুণানুকীর্ত্তন শুনিয়া কৃতার্থ হইলাম, আজ আমার জীবন ধন্য ও পবিত্র হইল" এই কথা বলিয়া তপস্যায় চলিয়া গেলেন।

---

১ উৎসবে পঠিত।

এব্রাহিম।

আপন প্রভুকে আপনার বন্ধু করিয়া লও, আর সকল ছাড়িয়া দেও। বদ্ধকে মুক্ত কর, মুক্তকে বদ্ধ কর। শিষ্য বলিলেন এই কথাটীর মর্ম্ম বুঝিতে পারিলাম না। এব্রাহিম বলিলেন, বদ্ধ মুদ্রাধারকে দানের জন্য মুক্ত কর। অসার কথার জন্য মুক্ত রসনাকে বদ্ধ কর। সুখের দ্বার নিজের প্রতি বদ্ধ কর, পরিশ্রমের দ্বার মুক্ত কর। সম্মানের দ্বার বদ্ধ কর অপমানের দ্বার মুক্ত কর। নিদ্রার দ্বার বদ্ধ কর, চৈতন্যের দ্বার মুক্ত কর। সম্পদের দ্বার বদ্ধ কর, দীনতার দ্বার মুক্ত কর।

এক ব্যক্তি এব্রাহিমের নিকটে আসিয়া নিবেদন করিল, আর্য্য! আমি নিজের প্রতি বড় অত্যাচার করিয়াছি, আমাকে কিছু উপদেশ দিন, আমি তাহা জীবনের অবলম্বন করিব।

এব্রাহিম বলিলেন যদি পাপ কর, তাহা হইলে তাঁহার প্রদত্ত জীবিকা গ্রহণ করিও না। শিষ্য বলিল তিনি যখন অন্নদাতা, তাঁহা হইতে অন্ন গ্রহণ না করিয়া আমি অন্ন কোথায় পাইব? এব্রাহিম বলিলেন ইহা উচিত নয় যে যাঁহার অন্ন গ্রহণ করিবে তাঁহার প্রতি অপরাধ করিবে। আচ্ছা যদি পাপ করিতেই চাও, তাঁহার রাজ্যের বাহিরে গিয়া করিও। শিষ্য বলিল যখন পূর্ব্ব পশ্চিম

সমুদায় রাজ্য তাঁহার, আমি কোথায় যাইব? এব্রাহিম বলিলেন ইহা অনুচিত যে যাঁহার অন্ন খাইবে ও যাঁহার রাজ্যে বসতি করিবে তাঁহার প্রতি পাপ করিবে। আচ্ছা যদি তাঁহার রাজ্যে থাকিয়া পাপ করিতে চাও, তবে এমত স্থানে যাইয়া করিবে যে তিনি দেখিতে না পান। শিষ্য বলিলেন তিনি নিগূঢ় জ্ঞানী অন্তর এবং সূক্ষ্মদর্শী। এব্রাহিম বলিলেন ইহা নিতান্ত অবিহিত যে তাঁহা হইতে জীবিকা গ্রহণ করিয়া তাঁহার রাজ্যে বাস করিয়া আবার তাঁহার দৃষ্টির সম্মুখে তাঁহার বিরুদ্ধে পাপ করিবে। আচ্ছা আর একটী কথা বলি, যখন মৃত্যু উপস্থিত হইবে তখন মৃত্যুকে বলিবে যে আমাকে কিঞ্চিৎ সময় দাও আমি অনুতাপ করিয়া লই। শিষ্য বলিলেন মৃত্যু আমার এই কথা শুনিবে কেন? এব্রাহিম বলিলেন যখন মৃত্যুকেও নিবৃত্তি করিবার ক্ষমতা রাখ না, তখন মৃত্যু আগমনের পূর্ব্বেই অনুতাপ কর, এবং এই মুহূর্ত্তকেই অনুতাপের সময় বলিয়া মান। আচ্ছা যদি তাহাও নাই কর, যখন বিচারের দিন এই আদেশ হইবে যে অপরাধীদিগকে নরকে পাঠাও, তখন তুমি বলিও আমি যাইব না। শিষ্য বলিলেন, বল করিয়া লইয়া যাইবে। এব্রাহিম বলিলেন, অতএব বলিতেছি পাপ করিও না। শিষ্য বলিলেন, যাহা আজ্ঞা করিলেন তাহা সম্পূর্ণ হইল। তখন হইতে সে পাপের জন্য অনুতপ্ত হইল।

এব্রাহিম এক ব্যক্তিকে বলিয়াছিলেন তুমি কি যোগী হইতে চাও? সে বলিল চাই। এব্রাহিম বলিলেন ইহলোক পরলোকের কণিকা মাত্র পদার্থের প্রতি আকাঙ্ক্ষা রাখিও না। সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের অভিমুখী হইয়া থাক। ঈশ্বর ব্যতীত যাহা কিছু তাহা হইতে আপনাকে দূরে রাখ। নির্দ্দোষ খাদ্য ভক্ষণ কর।

এব্রাহিম বলিলেন একদা এক দাস ক্রয় করিয়াছিলাম, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম কি নাম? সে বলিল যে নামে ডাক। কি খাইবে? যাহা খাওয়াও। কি পরিবে? যাহা পরাও। কি করিবে? যাহা আজ্ঞা কর। কি বলিবে? দাসের আর বলার কি আছে? আমি ইহা শুনিয়া আপনি আপনাকে ধিক্কার দিলাম এবং বলিলাম যে অধম! তুই সমুদায় জীবনে ঈশ্বরের এরূপ দাস হইতে পারিলি না, দাসত্ব শিক্ষা কর, এই বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম।

কতকগুলি প্রশ্নোত্তর।

উপাসনা মন্দির হইতে সকলে চলিয়া গেল, তুমি একা নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিয়াছ, ইহার কারণ কি?

আমি যে প্রার্থনা করিয়াছি তাহার উত্তর এখনো পাই নাই। উত্তরের প্রতীক্ষায় বসিয়া আছি।

তুমি ঐ সুন্দর পুষ্পকে এত আদরের সহিত চুম্বন করিতেছ কেন?

উহা আমাকে ঈশ্বরের সুন্দর মুখ দেখিতে শিখাইয়াছে, তাই আমার এত আদর।

তুমি ও পথ ছাড়িয়া এ পথ ধরিলে কেন?

ও পথে কিয়দ্দূর গিয়া দেখিলাম অনেকের অস্থি পড়িয়া রহিয়াছে, যে পথিক গিয়াছে সকলেরই প্রাণ বধ হইয়াছে। এ পথে দেখিতেছি মহাজনদিগের পদ চিহ্ন; তাই সাহস করিয়া এই পথে যাইতেছি।

তোমার চক্ষের ভাব ও রং আজ ওরূপ কেন হইয়াছে?

আজ আমি কিছু অধিক পরিমাণে প্রেম সুরা পান করিয়াছি, তাই শরীর মন কেমন প্রমত্ত হইয়া রহিয়াছে।

গাছের তলায় এত ক্ষণ বসিয়া কি করিতেছিলে?

দয়াময়ের সঙ্গে আজ ঢের কথা হইল। তিনি কিছুতেই ছাড়িলেন না, সুতরাং আমায় এত ক্ষণ তাঁর সঙ্গে বসিয়া থাকিতে হইল।

তোমার মুখে অন্ন উঠিতেছে না কেন? ক্ষুধা বোধ কি হয় নাই?

অদ্য উপাসনার সময় শরীর রোমাঞ্চিত হয় নাই এবং ততটা ভক্তির উচ্ছ্বাস হয় নাই, এই কারণেই আমার আহারে প্রবৃত্তি হইতেছে না। কত ক্ষণে আবার মধুর উপাসনায় ডুবিব?

তোমরা দুই জনে এত কলহ করিতেছ কেন?

আজ আমাদের ভাল উপাসনা হয় নাই।

তুমি দৌড়িয়া কোথায় যাইতেছ?

এই মাত্র স্বর্গ হইতে সংবাদ আসিল ঈশ্বরের সঙ্গে দেখা করিতে হইবে, তাঁহার বিশেষ কিছু বলিবার আছে। আমি তাই খবর পাইবা মাত্র দৌড়িতেছি।

তুমি লুকাইয়া পাপোশের নীচে পড়িয়া রহিয়াছ কেন?

সাধু ভ্রাতারা চলিয়া যাইবেন, তাঁহাদের দুর্ল্লভ পদধূলি আমার গায়ে লাগিবে এবং তদ্দ্বারা আমার দেহ মন পবিত্র হইবে।

এত হাঁসিতেছ কেন?

গোপনে অন্তরাত্মার নিকটে বসিয়াছিলাম, এমনি একটী মজার কথা বলিলেন আমার হাসি আর মুখে ধরে না। কেবলই হাসি পাইতেছে।

তুমি চন্দ্রের প্রতি অনিমেষ নয়নে তাকাইয়া রহিয়াছ কেন?

নাস্তিক ও অপ্রমত্তদিগের বিরুদ্ধে কতকগুলি চমৎকার কথা বলিতেছে, আমি তাই স্থির হইয়া মনের আনন্দে শুনিতেছি।

তোমার ঘরে দুই জন লোক আসিল, তুমি এক জনকে অভ্যর্থনা করিলে, আর এক জনকে করিলে না ইহার কারণ কি?

যিনি অভ্যর্থনা পাইবার মানসে আসিয়াছিলেন তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলাম না। করা উচিত নহে।

তোমার শরীর অস্থির হইয়াছে কেন?

মনের ভিতর ভাবের বেগ আসিয়াছে, লোক পাইতেছি না, কাহাকে বলি?

ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতেছ কেন?

সন্ধ্যা আগত প্রায়, পারের নৌকা খুলিয়া যাইবে, আর পার হওয়া হইবে না, এই ভয়ে ঘাটের দিকে দৌড়িতেছি।

একা সাধন করিলে কি হয় না? পাঁচ জনকে ডাকিতেছ কেন?

পাঁচ জন না হইলে তত আমোদ হয় না। দিয়ে খেলে অধিক সুখ।

শরীরকে এত কষ্ট দিতেছ কেন?

অত্যন্ত দুষ্ট ও বিলাসপরায়ণ হইয়াছে, উহাকে তাই জব্দ করিতেছি।

তোমার জীবনকে ভাগ ভাগ করিতেছ কেন?

ভাগ করিলে মনকে সংযম করিবার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হয়। একেবারে সমস্ত জীবন ভাল করা যায় না; এক সপ্তাহ অথবা এক মাস শুদ্ধ থাকিব এইরূপ ব্রত লইয়া পালন করিলে, অনায়াসে ফল লাভ হয়।

নড়িতে পারিতেছ না, স্থির হইয়া পড়িয়া রহিয়াছ, ইহার কারণ কি?

ঈশ্বরের প্রেমজালে জড়িত হইয়া পড়িয়াছি, কোন মতে আর নড়িতে চড়িতে পারিতেছি না।

তোমার সর্ব্বোচ্চ ইচ্ছা কি?

ভ্রমর হইয়া ব্রহ্ম পাদপদ্মে সদা বসিয়া থাকি ও সুধা পান করি।

তোমার কি ঘর নাই, সুরার দোকানে সর্ব্বদা পড়িয়া আছ কেন?

আজ কাল আমার এই দোকানই ঘর হইয়াছে, প্রেম-সুরা ভিন্ন এখন আর কিছুই ভাল লাগে না। দূর হইতে আসা যাওয়াও আর করিতে পারি না, তাই এখানে পড়িয়া আছি।

তোমাকে সকলে গালি দিতেছে, তুমি হাসিতেছ কেন?

লোকের গালিতে ফাঁকি দিয়া আমার অনেক উপকার হইয়াছে। এই ভাবিয়া হাসিতেছি যে তারা আমাকে জব্দ করিবার জন্য কটূক্তির আগুন আমার উপরে ফেলিল, ঐ আগুন আমার মনকে শুদ্ধ করিয়া দিল।

পুরাতন অভ্যস্ত পাপ কত দিন মনের মধ্যে থাকে?

যত দিন বলি পুরাতন পাপ শীঘ্র যায় না।

পৃথিবীতে তোমার শত্রু কে?

আমি নিজে আমার এক মাত্র শত্রু।

তুমি আরাধনার সময় কি কর?

বিশ্বাস তুলি লইয়া মানস পটে ঈশ্বরকে দেখিয়া তাঁহার সুন্দর মুখ চিত্রিত করি।

ধ্যানের সময় তুমি কি কর?

একাকী ঘোরান্ধার মধ্যে তাঁহার পানে তাকাইয়া থাকি।

প্রার্থনার সময় কি কর?

বক্ষঃস্থলে তাঁর চরণারবিন্দ রাখিয়া কাতর অন্তরে ভিক্ষা চাই।

তুমি যে পূর্ব্বাপেক্ষা শুদ্ধ হইতেছ তাহার প্রমাণ কি?

আমি আমার শরীরকে স্পর্শ করিতে তত ঘৃণা বোধ করি না।

ঈশ্বরকে কি কোন অলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে দেখিয়াছ?

এ পাপ জীবনে অনেক দেখিয়াছি।

ঈশ্বর ও সংসার, হৃদয়ের মধ্যে এ দুইয়ের সামঞ্জস্য কি স্থাপন করিতে পারিয়াছ?

আমার প্রাণ একখানি, আমি দুই জনকে কিরূপে দিব? আমি সমুদায় খানি ঈশ্বরকে দিয়াছি।

তবে তুমি সংসার সেবা কিরূপে কর?

আমার হাত, পা, চক্ষু, কর্ণ ইহাদিগকে উৎসর্গ করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছি, উহারা সংসারের সেবা করে, এ দিকে প্রাণ দিন রাত্রি আপন বন্ধুর সহবাস অবিচ্ছেদে সম্ভোগ করে।

তুমি প্রীতি ফুলটী হাতে করিয়া বসিয়া আছ কেন? তাঁহাকে দেও না।

তিনি নিজ হস্তে তুলিয়া না লইলে তত তৃপ্তি হয় না। প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছি কখন তিনি তুলিয়া লইবেন।

কত দিনে পরিত্রাণ লাভ হইলে বিলম্ব হইল না মনে কর।

যদি দশ হাজার বৎসরে পাই আমি পরম সৌভাগ্য জ্ঞান করি।

তোমার ধর্ম্ম কি তবে কেবল দুরাশার ধর্ম্ম?

না, আমি প্রতিদিন কিছু কিছু নগদ আদায় চাই, কেবল ধারে ধর্ম্ম সাধনা করা আমার পক্ষে অসহ্য। প্রত্যহ পুণ্য শান্তি সঞ্চয় করিব, তবে পূর্ণ ষোল আনা পরিত্রাণ আদায়ের জন্য দশ হাজার বৎসর অপেক্ষা করিতে পারি। এমত অমূল্য রত্নের জন্য আর এক টুকু বিলম্ব করা যায় না?

তুমি ব্রহ্ম হইয়া মালা পর কেন?

আমার বড় সাধ তাই প্রতিদিন স্বহস্তে মালা গাঁথিয়া গলায় পরি। সত্য জ্ঞান অনন্ত আনন্দ দয়া অদ্বিতীয় ও শুদ্ধ, উপাসনার সময় এই সাত রকম ফুলের সাত ছড়া মালা গাঁথিয়া গলায় পরি। যেমন সৌন্দর্য্য তেমনি সৌরভ; ঘর শুদ্ধ লোক আমোদিত হয়। মালা পরিলে প্রাণটা প্রফুল্ল হয়, পবিত্র হয়।

তোমার প্রধান বন্ধু কে কে?

পৃথিবীতে সুকোমল ফুল ফল ও আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ।

ব্রহ্মনগরে তুমি বাসা করিয়া থাক, না তোমার নিজ বাটী আছে?

এতকাল বাসা করিয়া ভাঙ্গা ঘরে থাকিতাম, সম্প্রতি একটী ঘর নির্ম্মাণ করিয়া সুস্থির হইয়াছি। আর ভয় ভাবনা নাই।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ষষ্ঠ ব্রহ্মোৎসব।

আচার্য্যের উপদেশ।

রবিবার প্রাতঃকাল, ৭ই ভাদ্র ১৭৯৭ শক।

একটা জাল কাটিতেছি, আবার একটা জালে জড়িত হইতেছি। এ প্রকার অবস্থা আত্মার কেন হইতেছে? মনে করিয়াছিলাম, ব্রাহ্ম হইয়া বাহিরে বাহিরে উপাসনা সাধন, ভজন কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইব; কিন্তু কখনও জালে জড়িত হইব না। দিনের মধ্যে একবার উপাসনা করিব, সত্যবাদী হইতে চেষ্টা করিব, পরোপকার করিব, দশ জনের সঙ্গে প্রণয় রাখিব, কিন্তু ধরা দিব না। ধরা দিলে পাছে সুখ সম্পদ সর্ব্বস্ব হারাইতে হয় এই ভয়ে মনে করিতাম আপনার বুদ্ধি ও স্বাধীনতাকে ধর্ম্মের মধ্যে নির্লিপ্ত রাখিব। যেখানে দেখিব কি একটা মনোহর ব্যাপার প্রাণকে টানিতেছে, দেখিতে দেখিতে নয়নে মত্ততার ন্যায় কি আসিতেছে, যাই বুঝিব কোথা হইতে বিপাকে ফেলিবার একটা স্রোত আসিতেছে, সেখান হইতে তখনি পলায়ন করিব। ত্বরায় সেই স্থান হইতে গিয়া যেখানে বিপদ নাই সেইখানে বসিব। প্রেমের হাতে বন্দ হওয়া, প্রেমের ফাঁসে আপনাকে বদ্ধ হইতে দেওয়া মহা বিপদ কে না জানে? এই জন্য জ্ঞানী বুদ্ধিমান সুচতুর ব্রাহ্মেরা পলাইয়া বেড়াইতেছে। যেখানে একটু টান, যেখানে জোরে প্রেম বায়ু বহিতেছে, সেখানে ব্রাহ্মের পদ চিহ্ন নাই। যেখানে টানিবার কারণ আছে তার দশ ক্রোশ দূর দিয়া ব্রাহ্ম পলাইতেছে। আমরা সে প্রকার লোক নই যে ধরা দিব। আমরা পৃথিবীর লোকদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিব, তাহাদিগকে ঈশ্বরের চরণতলে আনিতে চেষ্টা করিব, সুখত্যাগ করিব, একটু ইন্দ্রিয় দমন করিব; কিন্তু ধরা দিব না, প্রেমের হাতে পড়িব না। এমন পথে চলিব না, এমন স্থানে যাতায়াত করিব না, যেখানে ধরা পড়িব। সেই সকল লোক আমরা যাহারা এই সিদ্ধান্ত করিয়া নির্লিপ্ত ভাবে ধর্ম্ম সাধন করিতেছে। আমাদের ইচ্ছা হইলে আমরা সাধন করি, ইচ্ছা না হইলে করি না, প্রচার করিতে পারি নাও করিতে পারি, আমরা আপনারা আপনাদের আয়ত্ত, আমরা আপনাদের প্রভু আপনারা, নিজের দাস নিজেরা, আর কাহারও নিকট দাসত্ব স্বীকার করি নাই। এই প্রকারে দিন চলিতেছিল। অবশেষে আকাশের স্বাধীন পক্ষী ধরা পড়িল। পাখী ধরা পড়িল কিরূপে তাহা বলি, শ্রবণ কর। যখন আহারের উপায় বিলক্ষণ ছিল, নিকটস্থ জলাশয়ে প্রচুর জল ছিল, ততক্ষণ পক্ষীর ভাবনা ছিল না। ক্ষুধা হইল, যথেষ্ট আহার করিয়া পক্ষী তৃপ্ত হইল; তৃষ্ণা হইল, প্রচুর পরিমাণে জলাশয় হইতে জল পান করিল। সুখভোগের ইচ্ছা হইল, বৃক্ষশাখার পত্রে পক্ষ বিস্তার পূর্ব্বক গান করিতে আরম্ভ করিল, বেড়াইতে বাসনা হইল, সচ্ছন্দে বিচরণ করিয়া আপনাকে সুখী করিল। কিন্তু পক্ষীর এই সৌভাগ্য চিরস্থায়ী হইল না। ক্রমে সেই অরণ্য মধ্যে অন্ন কষ্ট, জল কষ্ট আরম্ভ হইল। নিকটের জলাশয় শুকাইয়া গেল, একটু দূরে গিয়া জল আনয়ন করিতে হইল, কিছু কাল পর অনেক দূর যাইতে হইল। শরীর পুষ্টির জন্য অনেক কষ্ট করিতে হইল। পক্ষী আপন শরীরের প্রতি তাকাইয়া দেখিল, শরীর আর তেমন সুন্দর নাই, অনেক কষ্টে উহা জীর্ণ শীর্ণ হইয়াছে। অরণ্য মধ্যে পাঁচ জনে মিলিত হইয়া পক্ষীরা আগে কত সুখ ভোগ করিত, এখন পরস্পর দেখা হয় না, এক পক্ষী থাকে এক বৃক্ষে, আর এক পক্ষী অপর বৃক্ষে। পক্ষীর সঙ্গী, সহচর, অনুচর প্রায় নাই। ক্রমে জঙ্গলের অবস্থা অতি ভয়ানক হইয়া উঠিল। যে পক্ষী প্রবল, সে দুর্ব্বল পক্ষীকে ধরিয়া পীড়ন করিতে লাগিল। যার বল তার রাজ্য। প্রবল পক্ষীদের অত্যাচার খুব বৃদ্ধি হইল। বাসায় নিদ্রিত থাকিলে সাপ আসিয়া পক্ষীদিগকে বধ করে। আবার যদি উড়িয়া যায় দুরন্ত নিষ্ঠুর ব্যাধের তীক্ষ্ণ তীর উহাদিগকে বিদ্ধ করে। এই রূপে অরণ্য অত্যন্ত ভয়ানক হইয়া উঠিল। ব্যাধের ভয়, সর্পের ভয়, পরস্পরের ভয়। পক্ষীদিগের বড় কষ্ট হইতে লাগিল। এমন সময় বিধাতা পক্ষীদিগকে ধরিবার জন্য তাঁহার মায়াজাল, প্রেম জাল বিস্তার করিলেন। দয়ালু ঈশ্বর, পাখীর প্রতিও যাঁহার অনেক প্রেম, তিনি পাখীদের দুর্গতি দেখিয়া সযতনে তাহাদিগকে বাঁচাইবার উপায় করিলেন। সমুদয় পক্ষী বিপন্ন হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে ছিল, চারিদিক হইতে তাড়া পাইয়া ঐ জালের ভিতর পড়িল। জাল অতি সুকৌশলে নির্ম্মিত, একটী ক্ষুদ্র

পক্ষীরও পলায়ন করিবার ক্ষমতা নাই। ছোট বড় সকল পাখীই ক্রমে ক্রমে সেই জালে পড়িতে লাগিল। অতি দুরন্ত যাহারা, কেহ যাহাদিগকে ধরিতে পারে নাই, তাহারাও পড়িল। দশ বৎসর যে পক্ষী ধরা দেয় নাই, আজ সেও আসিতেছে। হায়! অসহায় পক্ষী! তোমার পলায়নের চেষ্টা যে বিফল হইল। নির্ব্বোধ পাখীত দেখে নাই এ কাহার জাল, তাই বলিল কোন দুরন্ত দৈত্য বুঝি আমাকে বধ করিবার জন্য জাল পাতিয়াছে! যতই চেষ্টা করিতেছে উড়িবার জন্য তার মুখ ডানা পা সব জড়িত হইল। কেমন পাখী! এত দিনের পর পরাস্ত হইলে? কোথায় রহিল পাখীর বন্ধুগণ? পাখী চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া বলিল, আমি যে মরি, আমাকে এ সময়ে একবার দেখা দেও। আমার এইবার বুঝি শেষ হইল, কিছুতেই আমাকে এত দিন ধরিতে পারে নাই, এবার ধরা পড়িলাম। যিনি একবার বিধাতার দয়া জালে জড়িত হন, আর তাঁহার উড়িবার ক্ষমতা থাকে না। তখন ভক্ত বলেন, অন্য দিন শরীরকে যাহা বলি তাহাই করে। বসিতে বলিলে বসে, উঠিতে বলিলে উঠে, আজ কেন আমার শরীর আর আমার নাই, আজ কেন প্রাণ এমন অবসন্ন হইল, আজ আমার চারিদিকে জালের ন্যায় এ সকল কি? আমার বাক্য জড়িত হইতেছে কেন? আমার প্রাণ মন, হস্ত পদ জড়িত হইল কেন? যতই সাধক ভাবেন, ততই দেখেন এক জন এই সমুদায় বন্ধনের কারণ। ঈশ্বর তাঁহাকে বিপন্ন অবস্থায় জালে ধরিয়াছেন। সাধক বলেন আমি যে এক জন লোক, আমার শরীর আগে আমারই কথা শুনিত, আজ ইহা আমার কথা শুনে না, আমার বশে আর আমার শরীর মন নাই। আমি মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছি। একি! আবার দেখি এক প্রকার আঠা আমাকে জড়াইয়া ফেলিয়াছে, আমার পক্ষ বিস্তার করিবারও উপায় নাই। আমি উড়িতে ছিলাম, বেড়াইতে ছিলাম, আর আমার স্বাধীনতা নাই। আমি দশ বৎসর ক্রমাগত জাল কাটিয়া আসিতেছি। আমার জাল কাটা ব্যবসায়। কি জানি কে একটা নূতন গাণ বাঁধিবে, কি জানি কে একটা নূতন মধুর উপদেশ দিয়া আমার প্রাণ কাড়িয়া লইবে, কি জানি কে কোন্ দিন ভাল উপাসনা করিয়া আমার সর্ব্বস্ব হরণ করিবে, এই ভয় করিয়া আমি ছুরি লইয়া চলিতাম। কেবল উপাসনা স্থানে নয়, পথে, ঘাটে, কে জানে চন্দ্রের জ্যোৎস্না দেখে, নদীর রূপ দেখে, কিম্বা রাস্তার মধ্যে এক জনের বৈরাগ্যের গাণ শুনে প্রাণটা পাছে গলে যায়, পাছে সেই লালা বাবুর ন্যায় আমারও হঠাৎ বৈরাগ্য দশা হয় এই ভয়ে চতুরের ন্যায় ছুরি লইয়া বেড়াইতাম। এই ছুরির সাহায্যে বড় বড় উৎসবেও কিছু করিতে পারে নাই, মন্দিরে বসিয়া জালটী কাটিলাম, নির্লিপ্ত হইয়া বাড়ী চলিয়া গেলাম। মনে করিতাম ভাগ্যে অস্ত্র লইয়া আসিয়া ছিলাম, নতুবা প্রাণত যাইত! যাই উৎসবের জালে জড়াইতেছিল, অমনি বলিলাম, ওরে বুদ্ধি আয়, সহায় হ, ঐ ওরা গান ধরিয়াছে "গৃহে ফিরে যেতে মন চাহেনা যে আর;" বুঝি সর্ব্বনাশ করিল, ওরে সুচতুর বুদ্ধি! আয়, শীঘ্র অস্ত্র লয়ে আয়, প্রাণটা কেমন করিয়া আসিতেছে, এই বেলা ভক্তি জালটা কাটিয়া ফেলি। এই রূপে ঐ ছুরি দিয়া কত জাল কাটিয়াছি, তাই সাহস হইয়াছিল, কোন জালে আর এ জীবনে বদ্ধ হইব না। কিন্তু আজ আমার কি হইল? হে আত্মন্! আজ তোমার শরীরে ব্রহ্ম প্রেমের আঠা লাগিয়াছে, তুমি হাত দিয়া আঠা দূর করিতে গিয়া তোমার হাতই জড়িত হইল। হে প্রেমময় ঈশ্বর, হৃদয়কে ধরিবার জন্য বেশ উপায় নির্ম্মাণ করিয়াছ। এমন তেজস্বী আমি, এত আমার তেজ ছিল, এমন প্রকাণ্ড শরীর, ইহাকে তুমি ভূতলে ফেলিলে! ও আবার কি? তোমার হাতে যে একটী স্বর্গের পিঞ্জর দেখিতেছি। আমাকে ধরিয়া রাখিবে বুঝি? প্রাণেশ্বর! আমার সৌভাগ্য কত? এই যে আমার শরীরের উপর দয়ালের হস্ত পড়িল। মৃতপ্রায় পাখীকে ঈশ্বর স্বহস্তে ধরিলেন। আহা! হাতটী কেমন সুমিষ্ট। আমি এমন হাতেত আর কখন পড়ি নাই। বেশ হইয়াছে, ঈশ্বর! পাঁচ শত বার তুমি আমাকে ঐ হাতে ধর। আমার শরীর দিয়া কত রক্ত পড়িতেছে দেখ। তখন কত বলিলাম, নির্দ্দয় ব্যাধ, আমাকে ধরিও না। ব্যাধের প্রাণ যে পাথর দিয়া বাঁধা। ব্যাধ আমার কথা শুনিল না। ব্যাধের বাণ আমাকে বিঁধিল। কাটা ঘায়ে লবণের ছিটা দিলে যে কি কষ্ট হয় ঈশ্বর, তাহা আর কি বলিব? তার উপরে ব্যাধ মারিয়াছে, জ্বালায় অস্থির হইয়া তোমার হাতে পড়িয়াছি। আঃ! কি আরামই হইতেছে! দুঃখের শরীরে তোমার কোমল হস্ত! কত দিন আহার করি নাই, হে ঈশ্বর! তোমার সুমিষ্ট হাত পদ্মের ন্যায়, গোলাপ ফুলের ন্যায়, আমি বাঁচিলাম, সুখী হইলাম। কেহ বলে ৫০০০ বৎসর পরে পরিত্রাণ হবে, কেহ বলে দাস্যভাবে, কেহ বলে সখ্যভাবে, কেহ বলে একাকী বৈরাগী হইয়া গেলে, কেহ বলে সকলের সঙ্গে গেলে মুক্তি, আমরা বলি আমাদের প্রাণেশ্বরের হাতে পড়িলেই মুক্তি, পরিত্রাণ। জগতের রাজা দয়াময় কোথাকার জঙ্গলের একটী পাখীকে ধরিলেন। যতক্ষণ হস্ত সংস্পর্শ ততক্ষণ কত পবিত্রতা, কত প্রেম, কত সুখ, কত আনন্দ! দর্শন হইয়াছে, শ্রবণ হইয়াছে, এখন স্পর্শও হইল। ঈশ্বর! কেন আমাকে ধরিলে? তুমি ধর আমি কাটি, তুমি বাঁধ, আমি ছিঁড়ি; কিন্তু এখন তোমার ঐ হাতের যে স্পর্শ সুখ আস্বাদন করিতেছি, আমি আর যাইব না। আমি বলিব, আমার ডানা কাটিয়া দেও, আমাকে কাণা কর, খোঁড়া কর।

আমি আর তোমাকে ছাড়িয়া সংসারে যাইব না। আমি এবার জঙ্গলের কোথায় কি বিপদ দুঃখ সমুদায় দেখিয়া আসিয়াছি। দয়াল, এখন তুমি আমাকে ছাড়িলেও আমি তোমাকে ছাড়িতে পারি না। আমার সংসার আগে প্রলোভন ছিল, এখন যে আর প্রলোভন কোথায়ও দেখিতে পাই না। আমি যে অন্ধ। কতকগুলি ঘাস রাখ, আর প্রচুর টাকা কড়ি রাখ, আমার নিকট দুই সমান। লোভ তো হইল না। লোকে বলে ঐ যে তোমার স্ত্রী পুত্র বন্ধু বান্ধব, আমি দেখি কেহ নাই। আমার বাড়ী, আমার আপনার লোক কেহ নাই। অন্ধের কেহ নাই। আগে লোকে বলিত এত কীর্ত্তন করিও না, কিছু সংসারের সুখ ভোগ কর; কিন্তু কালা আর কি সে কুমন্ত্রণা শুনে? কালার ভয় নাই, কালা মরে না। যদি বল, ও বাড়ীতে চল ভাই ওখানে অনেক সুখ পাইবে। আমি খোঁড়া, আমার যে পা নাই আমি চলি কিরূপে। ঈশ্বর যে সব শেষ করিয়া দিয়াছেন। আমার সংসার আর নাই, আমার আপনার আর কেহ নাই। হে ঈশ্বর, হে ঈশ্বর, তুমিই আমার সর্ব্বস্ব। আমার দুট চক্ষু ছিল, তারা কত কি দেখিত, পৃথিবীর টাকা কড়ি, সুখ সম্পদ, রূপ, গুণ, কত কি দেখিয়া মোহিত হইত, এখন অন্ধ হইয়াছি, সেই চক্ষু আর নাই, তারা আমার শত্রু ছিল, এখন ঈশ্বরের দয়াতে আমি অন্ধ হইয়া বাঁচিয়াছি। আমি মনে করিয়াছিলাম, আমি ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা করি, সংসারের কথা আমাকে কি ভুলাইতে পারে? এই অহঙ্কারে মরিয়া ছিলাম। কত বার সংসারের কুপরামর্শে পাপে ডুবিয়াছি। আজ এ কাণ কালা হইয়া গেল। আর ভয় নাই, বাঁচিয়া গেলাম। পা! তুমিও একেবারে গেলে, আজ প্রচার করিতে যাই, আজ ধর্ম্মের কথা শুনিতে যাই, এই বলিয়া অহঙ্কার করিয়া মরিতাম; সেই সময় বলে ছিলাম দৌড়া দৌড়ি কর না, এমন এমন স্থান আছে যেখানে গেলেই মরিবে। যাক্, দুট চোখ, দুট কাণ, দুট পা, সব গেল। আমি ছিলাম কি, আর আমার হল কি! কত লোক বল্‌ছে সংসারে অনেক প্রলোভন, তুই তাকাইস্ না। কিন্তু আমিত আর প্রলোভন দেখিতে পাই না। কৈ প্রলোভন, কৈ বিপদ? সংসার আর তোমার ক্ষমতা নাই। এখন আমাকে ধর দেখি, মার দেখি? ঈশ্বরের হাতের পাখীকে মারিতে হয় না, বাঁধিতে হয় না। আমি আমার বাপের হাতে বসেছি, সংসার আর তুমি আমার কুপ্রবৃত্তিকে উত্তেজিত করিতে পার না? তুমি ভয় দেখাইলে আমি বাবাকে বলিয়া দিব। মানস পক্ষী, তুমি যাও ঐ প্রেম পিঞ্জরে। দেখ দেখি ঐ পিঞ্জরে কাহারা বসিয়া আছে। তাঁহারা ঈশ্বরের প্রেমিক ভক্তবৃন্দ। ঐ পাখী গুলি তোমার ভাই। ঐ শুন, পিঞ্জরের ভিতর বসিয়া কেমন সুমিস্ট স্বরে উহারা 'দয়াময়' 'দীনবন্ধু' 'অধমতারণ' 'কলুষনাশন' বলিয়া ডাকিতেছে। আহা! এ সকল পাখীকে এমন কথা কে শিখাইল? আমাকে জঙ্গলের পাখী গুলি কিছুই শেখায় নাই। ও ভক্ত পাখী গুলি! আমাকে তোমাদের মধ্যে এক জন করিয়া লও। আমার দুই হাত তুলে যদি নাচিবার ক্ষমতা থাকিত নাচিতাম। কোথাকার জঙ্গলের একটী জঘন্য পাখী আমি, আমার এত কি সৌভাগ্য যে আমি ঈশ্বরের ঐ সোণার প্রেমপিঞ্জরে বসিয়া ভক্ত ভ্রাতাদের সঙ্গে পিতার গুণ গাইব? হে ঈশ্বর! ইহাঁদের যে অনেক পাঠ অগ্রেসর হয়েছে। আমাকে বর্ণমালা আরম্ভ করিতে হইবে। কত সৌভাগ্য! একশত নাম কীর্ত্তন করিব, তাতে ভক্তদের মাঝে বসিয়া ভক্তি স্রোতে ভাসিব। নাম কীর্ত্তনের সঙ্গে আবার নাম শ্রবণ। তোমরা শুন আমার মুখে, আমি শুনি তোমাদের মুখে, পিঞ্জরের বাহিরে এই কথা ছিল; কিন্তু পিঞ্জরের মধ্যে ঈশ্বর আপনার নাম আপনি শুনাইতেছেন ও শিখাইতেছেন। ঈশ্বর বলেন, হে আমার ভক্তগণ! দয়াময় বল, দীনবন্ধু বল, তোমাদের মুখে আমার নাম শুনিতে খুব ভাল লাগে। এই রূপে ঈশ্বরের নিকট দীক্ষিত হইয়া তাঁহার প্রেমপিঞ্জরে বসিয়া তাঁহার নাম গান করিতে কেমন সুখ, এবং তাঁহার হস্ত হইতে খাদ্য লইয়া আহার করিতে কেমন আনন্দ! আজ উৎসবের দিন, কত ভক্ত এখানে আসিয়াছেন। এই সময়ে যদি তাঁহারা ধরা দেন, তাঁহারাও বাঁচেন ঈশ্বরের ইচ্ছাও পূর্ণ হয়। দয়াময় একটী পরম সুন্দর উদ্যান স্বর্গধামে নির্ম্মাণ করিয়াছেন, সংসার জঙ্গলের পাখীগুলি ধরিয়া খাঁচায় রাখিয়া, কিছু দিন শিক্ষা দিয়া তাহাদিগকে সেই উদ্যানে ছাড়িয়া দিবেন। সেই উদ্যান লতা পল্লবে কেমন শোভিত! কত অমৃতবৃক্ষ, কত প্রেম সরোবর, কত সুন্দর ফুল, কত সুমিষ্ট ফল! তথায় উড়িয়া বেড়াইতে কত আনন্দ হইবে! আজ এস বন্ধুগণ ঐ পিঞ্জরে প্রবেশ করি এবং জীবনের দুঃখ দূর করি, জঙ্গলের মধ্যে নিজে কত কষ্ট করিয়াও সর্ব্বদা আহারের আয়োজন করিতে পারা যায় না। আর ঐ খাঁচার মধ্যে যার পাখী তিনি নিজের হাতে দুই বেলা খাওয়ান। দয়াময়, ধন্য তোমার করুণা! তুমি নিজে কোথাকার একটী জঙ্গলের পাখীকে তোমার সোণার পিঞ্জরে বসাইলে, নিজে তাহাকে তোমার নাম গাণ করিতে শিখাইলে! ভক্তগণ! তোমারা এস এই সুখের পিঞ্জরে প্রবেশ কর। প্রাণের ভাই, প্রাণের বন্ধু, এতদিন একত্র থাকিয়া কত কথা বলিলাম, ভাল মন্দ কত করিলাম, এখন শেস কথা বলি শুন। আর মানুষের ক্ষমতা নাই তোমাদের ভাল করে। যত দিন বুদ্ধি ছুরি তোমাদের হাতে থাক্‌বে তত দিন এই মন্দিরে আসা বৃথা। সেই জাল, সেই আঠা, সেই পিঞ্জর যদি কোন দিন তোমাদিগকে ধরে তবে এ যাত্রায় বাঁচিবে। যে এত দিন তোমাদের সেবা করিল সে লোক আর কি

করিতে পারে? তোমরা সহজে ধরা দিবে না বুঝিয়াছি। এখনও বুঝি তোমাদের উপরে সংসারের মোহিনী শক্তি আছে। এখনও টাকা কড়ি, স্ত্রী পুত্রের আসক্তি তোমাদের মনের ভিতরে আছে। এখনও তোমরা বলিতেছ সংসার ধর্ম্ম দুই সমান চাই। সংসারে থাকিলে একেবারে ভাল হওয়া যায় না, সংসারে থাকিয়া বৈরাগী যোগী, ঋষি, সন্ন্যাসী হওয়া যায় না, অতএব অল্প অল্প ধর্ম্ম লইয়া সংসারে থাকা ভাল। কিন্তু আমি যে জ্বাল, যে আঠা, যে মন্ত্রের কথা বলিলাম, ইহাদের কাছে তো তর্ক নাই। আমি ঐ সকল কুতর্ক শুনিব না। কি হবে ঈশ্বর! ইহাঁদের দশা? ব্রাহ্মগণ তোমরা বলিতেছ ধর্ম্মকে সোজা করিয়া দাও। আমি ধর্ম্মকে সোজা করিতে পারিব না।° সপ্তাহে সপ্তাহে ধর্ম্ম কঠিন হইয়া উঠিতেছে, উপদেশ কঠিন হইয়া উঠিতেছে। আমি বুঝিতেছি, কিন্তু কি করিব? ধর্ম্মের অঙ্গ ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে। প্রথমে, সত্যানুরাগ, পরে উপাসনা, পরে সদনুষ্ঠান পরে ভক্তি, পরে নাম সাধন, পরে ঈশ্বরের প্রেমসুরাপানে মত্ততা, পরে বৈরাগ্য, ভবিষ্যতে আরও কত হইবে কে জানে? আমি নিরপরাধী দীন, আমি তোমাদের অনুমতিতে ও আশীর্ব্বাদে বেদীতে বসি, অনেকে বলেন এ ব্যক্তিটা সপ্তাহে সপ্তাহে নূতন নূতন মত বলিয়া লোক গুলির সর্ব্বনাশ করিতেছে। কিন্তু আমার কি দোষ? আমি কি আমার কথা বলি, আমি ঈশ্বরের নিকট যাহা শুনি তাহাই তোমাদিগকে বলি, দোষ দিতে হয় ঈশ্বরকে দাও। তোমাদের কিছু বলিতে হয় তাঁহাকে বল, আমাকে বলিলে কি হইবে? আমি নিশ্চয়ই দোষী নহি। তোমরা দোষ দিলে আমি শুনিব কেন? যথার্থ ধর্ম্ম চিরকালই কঠিন। পাপ ছাড়িব না, অথচ ধার্ম্মিক হইব, ইহা আমাদের ধর্ম্মে লেখে নাই। আর যদি কএক বৎসর সেবা করিতে দেও এই ধর্ম্ম আরও কত কঠিন হইয়া উঠিবে। সে দিন আমার আহ্লাদ হইবে, যখন দেখিব সকলেই শুদ্ধ হইল, সকলেই যোগী প্রেমিক ভক্ত হইল। যখন দেখিব, প্রতিদিন শুদ্ধাচার, এবং কেবলই প্রেমত্ত পবিত্রতা। ধর্ম্ম কঠিন হইয়া আসিতেছে ইহাতে বরং আমার আহ্লাদ হইতেছে। ধর্ম্মরাজ্যের যত উচ্চ স্থানে যাওয়া যায় ততই সুখ শান্তি। যদি প্রাণসম প্রাণাধিক পিতার উচ্চ প্রেমে না মাতিতাম, যদি তাঁহার কাছে এমন গভীর যোগ ধ্যান না শিখিতাম তবে জীবন বৃথা হইত। কেবল বাঁচিয়া আছি এই জন্য যে যত যাই সেই প্রেম উৎসের নিকট ততই নূতন শোভা দেখি, নূতন আনন্দ পাই। অতএব, ভ্রাতৃগণ! আমার দোষ দিও না, তোমরা নিতে হয় নেবে, মজবার হয় মজিবে, মত্ত হইতে হয় মত্ত হইবে। শক্ত ধর্ম্ম বলিয়া আর কুতর্ক করিও না। আমি জানি যখন সংসার জঙ্গলে আহারের কষ্ট, জলের কষ্ট হইবে তখন এই পিঞ্জর মধ্যে সকলকে আসিতেই হইবে। ঈশ্বর! তুমি সত্য, তুমি সুন্দর, তোমাকে লাভ করিয়া এ সমুদয় ভ্রাতৃমণ্ডলী, উপাসকমণ্ডলীর প্রাণ শীতল হউক! তোমার নাম কীর্ত্তনে, তোমার নাম শ্রবণে, ইহাঁদের দুঃখ দূর হউক, দয়াময় তুমি এই আশীর্ব্বাদ কর।

বাউলে সুর।—তাল একতালা।

প্রেমপিঞ্জরে রাখ হে আমায়, বন্দী করে চির দিন।
পোষা পাখী হয়ে থাকি, আর ডাকি তোমায় অনুক্ষণ॥
ধর আমায় প্রেমের জালে, বেঁধে রাখ প্রেমশৃঙ্খলে,
বশ কর সুকৌশলে, যেন পলাইতে না চায় মন।
নিজ হাতে দাও আহার, পবিত্র প্রেম আধার,
প্রেম ভরে বারম্বার, শুনাও সুমিষ্ট বচন॥
কর মোরে শিক্ষা দান, গাইতে তোমার নাম,
করে তব গুণ গান, সার্থক করি জীবন॥
চাহিয়ে তোমার পানে, অনুরাগ নয়নে,
মগ্ন হব নাম গানে, তুমি করিবে শ্রবণ।

নাম মালা।

ব্রহ্মের অষ্টোত্তরশত নাম।

একবার বল বল বল আনন্দে (সবে)
জয় অকিঞ্চননাথ, অমৃত, অক্ষয়;
অন্তর্যামী, অন্তরাত্মা, অনাথসহায়।
জয় অগতির গতি, অখিলতারণ;
অনাদি, অসীম, অনন্ত, অধমতারণ।
জয় করুণানিধান, কাঙ্গালশরণ;
কৃপাসিন্ধু, কৃপাময়, কলুষনাশন।
জয় গতিনাথ, গুণনিধি, জ্ঞানময়;
চিরসুহৃদ্, চিন্তামণি, চিদানন্দময়।
জয় জগতের জ্যোতি, জগতজীবন;
জগন্নাথ, জগদীশ, জগতকারণ।
জয় দয়ার ঠাকুর, দারিদ্রভঞ্জন;
দীনবন্ধু, দীননাথ, দুঃখনিবারণ।
জয় দরিদ্রপালক, দেব, দয়াময়;
ধর্ম্মরাজ, নয়ন অঞ্জন, নিরাময়।
জয় নিঃসঙ্গ, নির্ম্মল, নিখিলকারণ;
নিরাকার, নির্ব্বিকার, নিত্য, নিরঞ্জন।
জয় পিতা, পাতা, ত্রাতা, পতিতপাবন;
পরব্রহ্ম, পরাৎপর, পাতকিতারণ।
জয় প্রভু, পরিত্রাতা, পূর্ণ, পুণ্যময়;
প্রাণধন, প্রাণেশ, পবিত্র, প্রেমময়।
জয় পরম ঈশ্বর, পরম কারণ;
পরমাত্মা, প্রজাপতি, প্রীতিপ্রস্রবণ।
জয় ব্রহ্মাণ্ডের পতি, বিপদভঞ্জন;
বিশ্বাধিপ, বিশ্বনাথ, বিঘ্নবিনাশন।
জয় ভকতবৎসল, ভুবনমোহন;
ভবের কাণ্ডারীভূমা, ভবভয়হরণ।

জয় মনোমোহন, মহেশ, মহান,
মুক্তিদাতা, মোক্ষধাম, মঙ্গলনিধান।
জয় শুদ্ধ, শান্তিদাতা, স্বয়ম্ভূ, সুন্দর ;
স্বপ্রকাশ, স্বর্গরাজ, সদাত্মক, সারাৎসার।
জয় স্রষ্টা, সর্ব্বোত্তম, সর্ব্বজ্ঞ, সুখময় ;
সুধাসিন্ধু, সিদ্ধিদাতা, শান্তির আলয়।
জয় সর্ব্ব অধিপতি, সংসারের সার;
সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বসাক্ষী, সর্ব্বমূলাধার।
জয় সর্ব্বশক্তিমান, সত্য, সনাতন ;
হৃদয়নাথ, হৃদয়বন্ধু, হৃদয়ভূষণ॥

সম্বাদ।

বিগত ৭ই ভাদ্রের উৎসব যথা নিয়মে নির্ব্বাহিত হইয়াছে। প্রাতঃকালের উপাসনায় গভীর ভাবে সাধকগণের চিত্ত দ্রবীভূত হইয়াছিল। প্রায় চারি ঘণ্টা কাল নিস্তব্ধ ভাবে সকলে ইহাতে যোগ দিয়াছিলেন। অন্যান্য বারের অপেক্ষা এবার কিছু অধিক সময় লাগিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে শ্রান্তি বোধ হয় নাই। সাধকদিগের পক্ষে প্রাতঃকালের উপাসনা এবং আচার্য্যের উপদেশ বিশেষ তৃপ্তিকর হইয়াছিল। বক্তৃতাটী আমরা যথা স্থানে প্রকাশ করিলাম, কিন্তু ইহা যে কেবল আভাস মাত্র তাহা বলা বাহুল্য। তদনন্তর বেলা একটার সময় শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র সেন মহাশয় ও শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ গুপ্ত মহাশয় যে পাঠ করেন তাহা অতিশয় প্রীতিকর হইয়াছিল। গিরিশ বাবুর পঠিত রাজা এব্রাহিমের বৈরাগ্যবৃত্তান্ত এবং অঘোর বাবুর পঠিত নারদের নবজীবন লাভ শ্রবণ করিয়া অনেকেই প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন। পঠিত বিষয়ের কোন কোন অংশ আমরা উদ্ধৃত করিলাম। পরে সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তনান্তে সায়ং কালীন উপাসনা হইয়া উৎসব ভঙ্গ হয়।

বর্ত্তমান সময়ে প্রচার কার্য্যালয় হইতে নিচের তালিকা লিখিত ব্যক্তিগণের আহারীয় দ্রব্য দুগ্ধ, বস্ত্র,

৯ই ভাদ্র মঙ্গলবার চুঁচুড়া ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ব্রহ্মোৎসব হইয়াছিল। কলিকাতা হইতে প্রায় ত্রিশ জন ব্রাহ্ম তথায় গিয়াছিলেন। প্রাতে রীতিমত উপাসনা হইয়া অপরাহ্নে পাঠ আলোচনা ও নগরসংকীর্ত্তন হয় পরে সায়ংকালীন উপাসনা হয়। যুবক ব্রাহ্মগণ বিশেষ উৎসাহের সহিত উৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন। তাঁহারা যেমন মন্দির প্রতিষ্ঠা করিলেন তেমনি আপনার জীবনকে দেবমন্দির স্বরূপ করিয়া প্রকৃত সাধকের মধ্যে পরিগণিত হউন এই আমাদের প্রার্থনা।

বহু দিন হইতে আমরা একটী পুস্তকালয়ের অভাব অনুভব করিয়া আসিতেছিলাম সম্প্রতি তাহা মোচনের উপায় হইয়াছে। ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ও অন্যান্য যে সকল পুস্তক ব্রাহ্মসমাজের হস্তে ছিল সেগুলি লইয়া আপাতত একটী ক্ষুদ্রাকারে পুস্তকালয় স্থাপিত করা হইয়াছে এবং যাহাতে তাহার উন্নতি হয় তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা হইতেছে। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় ইহার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। বিদ্যোৎসাহী ব্রাহ্ম বন্ধুগণ পুস্তক ও অর্থ দ্বারা এ বিষয়ে সাহায্য করিলে ব্রহ্মজ্ঞান পিপাসু ব্রাহ্মগণের পক্ষে বিশেষ উপকার হইবে। এক্ষণে ৩নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট ব্রাহ্মনিকেতনের একটী ক্ষুদ্র গৃহে উহা স্থাপিত হইয়াছে।

ধোপা ও বাটীভাড়া প্রভৃতিতে সর্ব্ব সমেত মাসিক প্রায় ২৫০ টাকা ব্যয় হইতেছে।

পুরুষ	স্ত্রীলোক	বালক বালিকা	শিশু
১২	১২	১৪	১০

ইহা ভিন্ন ঢাকাস্থ বন্ধুগণ কর্ত্তৃক শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্গচন্দ্র রায়ের পরিবারগণের ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রচার কার্য্যের সাহায্যার্থ দান স্বীকার।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

মাসিক দানসংগ্রহ।

শ্রীযুক্ত বাবু পার্ব্বতীচরণ গুপ্ত পূর্ণিয়া	৩০
,, ,, নবীনচন্দ্র ঘোষ জামালপুর	৮
,, ,, কালীনাথ দেব কুমিল্লা	৬
,, ,, আনন্দমোহন বৰ্দ্ধন ঐ	২॥০
,, ,, পীতাম্বর সিংহ ঐ	১॥০
,, ,, তারকবন্ধু চক্রবর্ত্তী ঐ	৫
,, ,, গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রয়েলপিণ্ডি	৯
,, ,, লক্ষ্মণচন্দ্র আস খাঁটুরা	৩০
,, ,, চন্দ্রনাথ চৌধুরী বরাহনগর	২
,, ,, মহেন্দ্রনাথ নন্দন	॥০
,, ,, গোপালচন্দ্র দাস	॥০
লক্ষ্ণৌ ব্রাহ্মসমাজ	৩

পাথেয় হিসাব।

শ্রীযুক্ত বাবু অম্বিকাচরণ সরকার বর্দ্ধমান	৩
,, ,, মতিলাল ঘোষ সাহেবগঞ্জ	১
মুঙ্গের ব্রাহ্মসমাজ	৫
রাণীগঞ্জ ব্রাহ্মসমাজ	১।৴
রামপুরহাট ঐ	৩
চুঁচুড়া ব্রাহ্মসমাজ	১৭।০

ভিক্ষাপ্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু জয়গোপাল সেন	১
একটী হিন্দুমহিলা একটী সিদ আন্দাজ মূল্য	৪
কুমারী রাধারাণী লাহিড়ী	২
,, মনোমোহিনী কাস্তগিরী	॥০
শ্রীমতী কুমারী সিংহ	১
,, কৃষ্ণ কামিনী দেবী রানাঘাট	১
ব্রাহ্মনিকেতন দৈনিক সিদা আন্দাজ মূল্য	২

এককালীন দান।

শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন	৪০
,, ,, যদুনাথ রায় রামপুরহাট	২
রামপুরহাট ব্রাহ্মসমাজ	২
কয়েকটী বন্ধু	১

বিজ্ঞাপন।

নূতন পুস্তক।

রাজা ইব্রাহিমের বৈরাগ্য বৃত্তান্ত ... মূল্য ৴০
দেবর্ষি নারদের নবজীবন লাভ ৴১০
কতক গুলি প্রশ্নোত্তর ৴১০
নাম মালা (ব্রহ্মের অষ্টোত্তর শতনাম) ... ৴৫
ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।
১৩ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এই পাক্ষিক পত্রিকা কলিকাতা ১৩ নং কলেজ স্কোয়ার ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে ১৩ই ভাদ্র শ্রীগোপালচন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত হইল।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৮ম ভাগ। ১৭শ সংখ্যা।	১লা আশ্বিন, বৃহস্পতিবার, ১৭৯৭ শক।	বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফস্বল ঐ ৩।০

প্রার্থনা।

হে হৃদয়বাসী অন্তরাত্মা ঈশ্বর! তুমি আমার জীবনসর্ব্বস্ব, প্রাণের আরাম, তুমি হৃদয়ে বিরাজিত থাকিতে আমি নয়নোন্মীলন করিয়া বাহিরে আর কি দেখিব? তোমার মধুর সহবাস ছাড়িয়া যাইবই বা কোথায়? অনেক ক্ষণ তোমার সঙ্গে চখোচখি করিয়া কাছে থাকিতে হইলে মন যেন চঞ্চল হইয়া উঠে, অন্য স্থানে গিয়া অন্য বস্তু দেখিতে চায়, কিন্তু বাহিরে কিই বা আছে তাই সে দেখিবে, এবং কোথায় গিয়াই বা শান্তি পাইবে! তুমি হৃদয়ের ধন হৃদয়ে রহিলে আমি তোমাকে ছাড়িয়া কোথায় যাই বল। তোমার সত্তাসাগরে ডুবিয়া নিমীলিত নয়নে তোমাকে দেখি আর তোমার সুমিষ্ট স্বভাবের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তোমার কাছে বসিয়া থাকি এই প্রার্থনা। যেখানে দুই এক জন ভিন্ন প্রায় কেহ যাইতে চাহে না, ভক্তির সাহায্যে তোমার সেই গুপ্ত অন্তঃপুরে আমি প্রবেশ করিব, সেই কোলাহল শূন্য নিভৃত প্রদেশে গিয়া ঠিক একবারে তোমার সম্মুখটীতে আমি বসিব, বসিয়া মনের সাধে তোমার রূপ দেখিব আর এই পাপীকে তুমি কি বল, তাহার প্রতি তোমার কি অভিপ্রায় তাই শুনিব। দূর হইতে তোমার কথা শুনিতে পাই না, ভাল করিয়া স্পষ্টরূপে তোমাকে দেখিতেও পাই না। একে আমার চক্ষু পাপে অন্ধ কর্ণ বধির, তাতে আবার বহু দূরে পড়িয়া আছি, তাহার উপর প্রবৃত্তির কোলাহল, সংসারের চীৎকার রব, ভাল করিয়া কিছু শুনাও যায় না, স্পষ্টরূপে কিছু দেখাও যায় না। হে কৃপাময় প্রেমসিন্ধো! কিছু দিন তোমার সঙ্গে নির্জ্জনে থাকিতে না পারিলে আর আমার ক্ষোভ নিবারণ হইতেছে না, নিরাপদ হইতেও পারিতেছি না। আহা! যেমন তোমার রূপ তেমনি তোমার গুণ, এ সকল ছাড়িয়া আর কি কোথাও থাকিতে ইচ্ছা হয়। অতি দুর্ভাগ্য মন্দমতি আমি তাই তোমার নিকট হইতে শীঘ্র শীঘ্র বিদায় লইয়া সংসারে ফিরিয়া আসিবার জন্য ব্যস্ত হই। এই চক্ষু এখন কিছু কালের জন্য মুদ্রিত থাকুক, অন্তরে তোমার প্রেমালোকের মধ্যে মগ্ন থাকিয়া তোমাকে দেখি। যদি চক্ষু খুলিতে হয় তবে তুমি নিজে বাহিরে দাঁড়াইয়া উহা খুলিয়া দাও, যেন সে উন্মীলিত নয়ন বাহিরেও তোমাকেই দেখে। নাথ! বল কি সুখে কি লোভে তোমার নিকট হইতে শীঘ্র চলিয়া আসিব?

কিছু যদি কাজও না থাকে তবু যেন নিস্পন্দ ভাবে অবাক্ হইয়া তোমার কাছে বসিয়া থাকি; কেন না তোমার পবিত্র সহবাসে আমার পাপ সকল ধ্বংস হইয়া যাইবে। কোন কাজ না থাকিলেও তোমার কাছে বসিয়া থাকাতে অনেক পুণ্য আছে। অনন্যকর্ম্মা হইয়া যে তোমার নিকট কেবল বসিয়া থাকিতে পারে তাহার জীবন প্রচুর মঙ্গলের কারণ হয়।

আরাধনা।

যাহারা ঈশ্বরকে কেবল নিরাকার বলিয়া অন্ধকার দেখিয়া শেষ করিয়া দেয় তাহাদের উপাসনা করিতে আর প্রবৃত্তি জন্মে না। এই কারণেই লোকে উপাসনা ও আরাধনাকে শক্ত বলিয়া ছাড়িয়া দেয়। কিন্তু যে সময় মনের এই রূপ অবস্থা দেখিয়া লোকে ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করিয়াছে সে সময় আর এখন নাই। পূর্ব্বে লোকে ঈশ্বরের নিকট দুইটী মনের দুঃখের কথা বলিয়া উপাসনা শেষ করিতে পারিলেই বাঁচিতেন, কিন্তু যাঁহার উদ্দেশে কথা বলিলাম তাঁহার সহিত দেখা হইল কি না এবং সে কথা গুলিন পৌঁছিল কি না ও যাঁহাকে বলিলাম তাঁহার নিকট হইতে কোন উত্তর আসিল কি না তাহার কেহ তত্ত্ব লইতেন না।

পনের ষোল বৎসর হইল ব্রাহ্মসমাজে ঐরূপ উপাসনার ভাবই চলিয়া আসিয়াছে। বলিতে কি উপাসনায় আর কুলায় না; জীবনটা যে খোঁটাতে বাঁধা ছিল তাহার দুই পাওও আর সরিয়া যায় নাই। যেখানকার জীবন সেই খানেই আছে বলিলে হয়। এখন উপাসনাটী খাটি ষোল আনা হইয়া আসিতেছে; উপাসনার ভিতর চাতুরী, লম্বা লম্বা বক্তৃতা ও বড় বড় প্রার্থনা আর চলে না। আসল আরাধনা হইলে সমস্ত উপাসনাটী জলের মত হইয়া যায়। বর্ত্তমান সময়ে দয়াময় পরমেশ্বর সার উপাসনার এক বিন্দু সম্ভোগ করিতে দিয়াছেন। যে লোক তাঁহাতে মজিয়াছে সেই জানে আরাধনা ব্যাপারটা কি; নতুবা অন্য লোকের নিকট এ সব ফাকির ব্যাপার। ভক্তের নিকট ঈশ্বরের এক একটী স্বরূপ এক একটী অসীম সাগর সমান; তিনি আরাধনার সময় ঐ এক এক সাগরের মধ্যে ডুবিয়া যান, আর তাঁহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; কারণ তিনি তাহার ভিতর একেবারে তলিয়ে যান; সেই সময় ভাবের তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে এক এক বার ভাসিয়া উঠেন; তখন এমনি আশ্চর্য্য ভাবের কথা বাহির হয় যে তাহা শুনিয়া অবাক্ হইয়া যাইতে হয়। সে স্বরূপ গুলির ব্যাখ্যা আবার এমনি স্পষ্ট যে তাহার কাছে আকাশের চাঁদ বা কোথায় লাগে। তাহা দেখিলে আর জ্ঞান চৈতন্য থাকে না, মন উন্মত্ত হইয়া নাচিতে থাকে। যেমন আকাশের রামধনুর মধ্যে সাতটী রঙ্গের পর পর সুস্পষ্ট মিল দেখা যায় তেমনি সাধকের নিকট "সত্যং" প্রভৃতি এই সাতটী স্বরূপের পর পর বেশ মিল হইয়া আসে। তাহা দেখিলেই মনের ভিতর কি এক অদ্ভুত কার্য্য হইতে থাকে। তাহা আবার কেমন থরে থরে সাজান। রামধনুর রঙ্গ যেমন কোথায় সাদা, কোথায় লাল, কোন স্থানে নীল ও কোন স্থানে বা কাল খাটে, তাহা যেমন সাজান, একটুও তাহার ব্যতিক্রম ঘটে না; ভক্ত প্রেমিকের আরাধনাতে ঈশ্বরের সমুদায় স্বরূপ তেমনি মনোহর ও সুচিত্রিত যে তাহা দেখিতে দেখিতে মন মত্ত হইয়া যায়, তাহাতে আর ভ্রম সংশয় জন্মিতে পারে না। আরাধনাটী আপাততঃ অভ্যাসের জন্য কঠোর বলিয়া বোধ হয় বটে; কিন্তু উহা রসে ভরা। এমন মন ভুলাইতে আর কিছুতেই পারে না, হৃদয়কে একেবারে মুগ্ধ করিয়া রাখে। যদি কেহ যোগ শিক্ষা করিতে চান তবে এরূপ আরা-

ধনা ভিন্ন তিনি যোগী হইতে পারিবেন না। এখন কোন ব্রাহ্ম যদি ঐ আরাধনা শিক্ষা করিতে ব্যাকুল হন তাহা হইলে তিনি যেন নিত্য ভক্তির সহিত বসিয়া ঈশ্বরকে দেখিয়া জীবনকে কৃতার্থ করেন।

প্রীতিরউচ্চ ব্যবহার।

যেখানে প্রীতি বিরাজ করে সেখানে তাহার বাহ্যক্রিয়া অবশ্যই আছে; যে হেতু ইহার মধুর আঘ্রাণ লুকায়িত থাকিবার নহে। কিন্তু অবস্থা এবং পাত্রভেদে প্রীতির ব্যবহার বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। ক্রিয়া বিহীন হইয়া প্রীতি যেমন থাকিতে পারে না, তেমনি কোন নির্দ্দিষ্ট ক্রিয়া বা বাহ্য প্রকাশ প্রীতির পরিমাপক নহে। প্রেমাস্পদ ব্যক্তিকে বিপদের সময় সাহায্য করা, সুখ সম্পদের সময় সহানুভূতি দেওয়া স্বাভাবিক হইলেও কেবল এই রূপ ব্যবহারে প্রকৃত প্রেমের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সন্তানের প্রতি জননীর যে অকৃত্রিম ভালবাসা তাহা সচরাচর আদর্শ বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে, স্বামীর প্রতি পতিব্রতা স্ত্রীর যে প্রগাঢ় প্রেমানুরাগ তাহা অতি সুমিষ্ট সন্দেহ নাই, কিন্তু দেখিতে গেলে ইহাঁদের প্রেম এক দিকে নিতান্ত অন্ধ; কারণ ইহাদের ভালবাসা স্বামী পুত্রের শারীরিক সুখ সাধনে এবং পার্থিব মঙ্গল অন্বেষণেই প্রায় পর্য্যবসিত হয়। তথাপি এই পৃথিবীতে আমরা পিতা, মাতা, সহধর্ম্মিণী প্রভৃতি আত্মীয়গণের স্নেহ প্রীতি রসে বিমুগ্ধ হই। কিন্তু ইহাঁদের নিস্বার্থ প্রীতিব্যবহার কিম্বা অন্যান্য উপকারী বন্ধু বা প্রিয়তম ভ্রাতা ভগিনীদিগের প্রেম এবং মমতা অপেক্ষা উচ্চতর প্রেমের কার্য্য কি আর কিছু নাই? আছে, একটী বিষয়ে অত্যন্ত অধিক এবং প্রকৃত ও যথার্থ ভালবাসা প্রকাশ পাইতে পারে। সেটী অন্য আর কিছুই নহে কেবল বন্ধুর জন্য নির্জ্জনে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা। যাহাতে প্রেমাস্পদ ব্যক্তি সাধুতা এবং পবিত্র শান্তি লাভ করিয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হন তজ্জন্য হৃদয় দ্বার উন্মুক্ত করিয়া অকৃত্রিম ভাবে প্রার্থনা করা। যাহার জন্য সাধুদিগের বাঞ্ছনীয় পুণ্য শান্তির প্রার্থী হইয়া আমি প্রেমময় ঈশ্বরকে মনের দুইটী সরল কথা বলিতে পারি এবং যিনি মুক্তিলাভ করিয়া দেবতার তুল্য হইলে আমি আপনাকে সুখী মনে করি, তাঁহারই প্রতি আমার যথার্থ ভালবাসা আছে। কিন্তু এ কথাটী শুনিতে যেরূপ সহজ বোধ হইল কার্য্যকালে তদ্রূপ সহজ হয় না। বরং অর্থ, পরিশ্রম এবং অন্যান্য বিষয়ে সহৃদয়তা প্রকাশ করিয়া বন্ধুর মনকে মোহিত করা যায়, কিন্তু তিনি প্রেমিক সাধু ঈশ্বরভক্ত হইয়া দেবত্ব লাভ করুন এ প্রকার উচ্চ বাসনা এবং পবিত্র আকাঙ্ক্ষা সহজে উদিত হয় না। যিনি সাধুদিগের আনন্দের আস্বাদ পাইয়া আপনি মুক্তির প্রয়াসী হইয়াছেন, যিনি পবিত্রাত্মা ঈশ্বরভক্তের উচ্চ পদের অভিলাষী তিনিই কেবল বন্ধুর প্রতি এই রূপ উচ্চ ব্যবহার প্রদর্শন করিতে পারেন। প্রীতির উচ্চ ব্যবহার ইহা অপেক্ষা আর অন্য কিছু মনে ধরে না। যাহারা বন্ধুর মুক্তির জন্য ব্যাকুল হৃদয়ে ঈশ্বরের দ্বারে প্রার্থনা করিতে শিখিয়াছে তাহারাই যথার্থরূপে ভালবাসিতে সক্ষম হইয়াছে।

নিরুদ্যমে উদ্যম।

ভারতবর্ষীয় মহর্ষিগণ সমুদায় বিষয়ব্যাপার হইতে বিনিবৃত্ত হইয়া উচ্চ পর্ব্বত শৃঙ্গে বা গহ্বরের নিম্নতম স্থানে বসিয়া নিরন্তর ধ্যান ধারণায় নিমগ্ন থাকিতেন, জন সংসর্গ বিষবৎ পরিত্যাগ করিতেন, সংসারের কোলাহল কোন ক্রমে মনের যোগ ভঙ্গ করিতে না পারে এ জন্য সকল ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া স্থগিত রাখিতেন, সমাধিস্থ হইয়া ভেকাদির ন্যায় নিশ্চেষ্ট ভাবে অবস্থিতি করিতেন। "শান্তমুপাসীত" এ বাক্যের এই চরম সীমা। সকল দেশের

ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে এই ভাব অল্প বা বিস্তর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। কোন ধর্ম্ম এ ভাবের হস্ত হইতে বিমুক্ত হইতে পারে নাই। সাধকগণ ঈশ্বরকে যে ভাবে গ্রহণ করেন তাঁহাদিগের জীবনও সেইরূপ হয়। আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ এক দিকে ঈশ্বরকে নিষ্ক্রিয় নিঃসঙ্গ উদাসীন, অপর দিকে জড়ের ন্যায় মনুষ্যের নিয়ামক বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, সুতরাং তাঁহারা নিজে সেইরূপ হইতে গিয়া নিরুদ্যম হইয়া পড়িতেন। "তোমার স্বর্গস্থ পিতা যেরূপ পূর্ণ তেমনি পূর্ণ হও" ইহা যেমন খ্রীষ্ট ধর্ম্মের তেমনি আর্য্যধর্ম্মের উপদেশ। "নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ" যাঁহারা সর্ব্বত্র সমদর্শী তাঁহারা ব্রহ্মেতে অবস্থিত; যেহেতু ব্রহ্ম সমদর্শী এবং নির্দ্দোষ, এ কথা ঐ সত্যটীকেই অন্যরূপে প্রকাশ করিতেছে। ফলতঃ সকল ধর্ম্ম এই সত্যের উপরে সংস্থিত, এ জন্য এক দিকে যেমন কোন কোন দার্শনিকেরা বলিয়া থাকেন মনুষ্য আত্মানুরূপ ঈশ্বর গঠন করিয়া লয়, অপরদিকে আবার তেমনি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারা যায়, যে ব্যক্তি যেরূপ ঈশ্বরের পূজা করে সে সেইরূপ গুণাপন্ন হয়। ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তিগণ ধর্ম্মের এই দুর্জ্জয় সত্যের বশীভূত হইয়া মনুষ্যের ক্ষমতাকে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর এবং হেয় মনে করেন। যাহা কিছু ধর্ম্মমতের বিরোধী বলিয়া তাঁহাদিগের নিকট প্রতীত হয়, তাহা তাঁহারা ঘৃণার সহিত দূরে পরিহার করেন। বিজ্ঞানবিদেরা এই স্থলে ধর্ম্ম মনুষ্যের ক্ষমতাকে নিতান্ত তুচ্ছ মনে করে, সুতরাং উহা বিজ্ঞান এবং উন্নতির বিপক্ষ এই বলিয়া তাহার দোষ খ্যাপন করেন। শুদ্ধ দোষ খ্যাপন করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন না, উহা আর বৈজ্ঞানিক সময়ের উপযোগী নহে, এ সময় উহার তিরোধানের সময়, ইহা বলিতেও কুণ্ঠিত হন না। এই নির্দ্ধারণ কত দূর সত্য একবার আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

ধর্ম্ম এই অসীম বিশ্বের এক জন নিয়ন্তা মানে, যিনি অবিশ্রান্ত এই জগৎকে নিয়মিত করিতেছেন, কাহারো সাধ্য নাই যে তাঁহার নিয়মকে অতিক্রম করে। এ স্থলে ধর্ম্ম এবং বিজ্ঞান একই ভূমিতে দণ্ডায়মান। নিয়মবাদী বিজ্ঞানবিদের নিয়ম নিয়ন্তা অপেক্ষা কোনক্রমে শিথিলশাসন নহে। বরং তাঁহারা এই নিয়মকে পূর্ণ আধিপত্য দিতে গিয়া মনুষ্যের যে এক বিন্দু স্বাধীনতা আছে, তাহাও একেবারে বিলোপ করিয়া ফেলিয়াছেন। কোন কোন ধর্ম্মমতে যদি বিজ্ঞানবিদ্গণের এই ভ্রম অনুসৃত হইয়া থাকে, তবে তজ্জন্য তাঁহারা তাঁহাদিগের নিকট নিন্দিত হইতে পারেন না। নিয়মসূত্রে মনুষ্যের হস্ত পদ এক কালে বদ্ধ হইলে যেমন মনুষ্যশক্তিকে অকর্ম্মণ্য তুচ্ছ করা হইল, নিয়ন্তার একান্ত অধীনতাতেও তাহাই হইল, ইহার মধ্যে ইতর বিশেষ কিছু রহিল না। বিজ্ঞানেরও যে দিকে গতি, ধর্ম্মেরও যদি সেই দিকে গতি হয়, তবে ইহাতে কেহ কাহার উপরে দোষারোপ করিতে পারে না। বিজ্ঞানের দৃষ্টি নিয়মের দিকে, ধর্ম্মের দৃষ্টি নিয়ন্তার দিকে এই মাত্র প্রভেদ। নিয়ম যেমন পূর্ণ, নিয়ন্তা তেমনি পূর্ণ। এক দিনের জন্য নিয়ম যেমন শিথিল, চঞ্চল বা পরিবর্ত্তিত হয় না, নিয়ন্তাতেও তেমনি চাঞ্চল্য শৈথিল্য বা সঙ্কল্পপরিবর্ত্তন নাই ইহা সিদ্ধ হইলে নিয়মাধীনে কার্য্য যেরূপ চলে, নিয়ন্তার অধীনে কার্য্যও সেইরূপ চলিবে তাহাতে আর সংশয় কি? সুতরাং আমরা বলি বিজ্ঞান এবং ধর্ম্ম এখানে এক, দুই নয়। ধর্ম্ম বিধাতার বিধাতৃত্ব মানিয়া বিজ্ঞানের সীমাকে কিছুতেই অতিক্রম করে নাই।

আমরা বিজ্ঞান সহকারে এক মত হইয়া মানিলাম মনুষ্য নিয়ম এবং নিয়ন্তার অধীন। যখন সে ঘোরতর পাপানুষ্ঠান করে, তখনও সে যেমন নিয়ম এবং নিয়ন্তার অধীন, যখন পুণ্যানুষ্ঠান করে তখনও সেইরূপ। পুণ্য এবং পাপ যে নিয়মে অনুশাসিত হয় পুণ্যাত্মা এবং পাপাত্মা সেই নিয়মে নিশ্চয় অনুশাসিত হইবে। ধর্ম্ম এ স্থলে নিয়ম বা নিয়ন্তার সঙ্কল্প জন্য ফলকে দণ্ড পুরস্কার বলিবে, বিজ্ঞান না হয় অবশ্যম্ভাবী কল্যাণ ও অকল্যাণ আখ্যা অর্পণ করিবে এই মাত্র। ধর্ম্মের চির দিনের উদ্দেশ্য এই, মনুষ্যকে পাপ হইতে বিরত করিয়া পুণ্যের অনুসরণে প্রবৃত্ত করে, বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য এই, নিয়ম অনবগতি বা ভঙ্গ জন্য যে অকল্যাণ উপস্থিত হয়, তাহা নিয়মের অনুসরণ দ্বারা নিবারণ করে। প্রকৃত পক্ষে নিয়ম এবং নিয়ন্তার অধীন করা দুয়েরই উদ্দেশ্য

হইল। এইরূপ অধীনতা আনয়ন করিয়া যদি মনুষ্যের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা সঙ্কুচিত করা হয়, তবে সে দোষ ধর্ম্ম এবং বিজ্ঞান উভয়েরই সমান।

এখন আমাদিগের বিচার করিয়া দেখা উচিত, এইরূপ পূর্ণ অধীনতা স্বীকারে যে নিরুদ্যমের সম্ভাবনা সেই নিরুদ্যমের মধ্যে পূর্ণ উদ্যম অবস্থিতি করিতেছে কি না? কোন স্থলে যদি এই সুমহৎ সত্যের ব্যভিচার হইয়া থাকে তাহা ধরিয়া আমরা বিচার করিব না, যাহা ঐ সত্যের অবশ্যম্ভাবী ফল তাহা লইয়াই বিচার। নিয়ন্তা এবং তাঁহার নিয়মের পূর্ণ অধীন হইতে গিয়া এক দিকে আত্মসম্বন্ধে যে প্রকার নিরুদ্যম উপস্থিত হয়, সেই প্রকার আবার নিয়ন্তা এবং তাঁহার নিয়ম হইতে পূর্ণ উদ্যম আসিয়া মনুষ্যে প্রবিষ্ট হয়। তুমি যদি হস্ত পদ বদ্ধ করিয়া এক স্থানে বসিয়া থাক, আমি বলিব তুমি এ স্থলে তোমার নিয়ন্তা এবং তাঁহার নিয়মের অধীন নহ, তুমি তোমার আপনার ইচ্ছার অধীন। কারণ, যে বলিতে পারে যে আমি চির দিন একই ভাবে এক স্থানে বসিয়া থাকিব, সে আর অন্যের অধীন কিরূপে হইল? অন্যের অধীন হইলে তখনি তাহাকে সে নির্ব্বন্ধ ত্যাগ করিতে হইবে। কারণ, সে যাহার অধীন তিনি তাহাকে যেখানে লইয়া যাইবেন সেখানে যাইতে হইবে, তাহার তখন বলিবার উপায় নাই যে যাইব না। সুতরাং সিদ্ধ হইতেছে, নিয়ন্তা যদি স্বয়ং উদ্যমপূর্ণ হন, তবে তিনি তাঁহার অধীনকে সেই উদ্যমে উদ্যমী করিবেন। তখন তাহার এমন উদ্যম হইবে যে পূর্ব্ব উদ্যম ইহার নিকটে কিছুই নহে।

এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে যদি ধর্ম্ম সাধককে নিয়মাধীন করিয়া আত্মোদ্যমবিনাশপূর্ব্বক ঈশ্বরের উদ্যমে উদ্যমী করে, তবে পৃথিবীতে ইহার ব্যভিচার দৃষ্ট হয় কেন? কোন স্থলে ইহার ব্যভিচার নাই এ কথা আমরা বলি না। ঈদৃশ ব্যভিচারে ক্রমোন্নতি স্থগিত হইয়া থাকে, কিন্তু আমরা বলি, সংসারী জনগণের নিকটে ধর্ম্মানুরাগী সাধক বাহ্যে নিরুদ্যম বলিয়া প্রতীত হইতে পারেন, কিন্তু বাস্তবিক তিনি নিরুদ্যম নহেন। আমরা বলিয়াছি ধর্ম্মানুরাগীগণের আদর্শ ঈশ্বর। ঈশ্বর যেমন নিস্তব্ধ গম্ভীরভাবে গূঢ়রূপে জগতের বাহ্যাভ্যন্তরে থাকিয়া কর্ম্ম করিতেছেন, অথচ স্থূল দৃষ্টিতে তাঁহাকে নিঃসঙ্গ উদাসীন নিষ্ক্রিয় বলিয়া প্রতীত হয়, সাধকগণকে স্থূল দৃষ্টিতে তেমনি দেখা যায়। "তোমার দক্ষিণ হস্ত যে কর্ম্ম করে, বাম হস্ত যেন তাহা জানিতে না পায়" এই সুগভীর উচ্চ উপদেশ ধর্ম্মের। এক জন যশস্কামী যেখানে পরহিতের কার্য্য করিয়া সাধারণের প্রশংসা ধ্বনিতে জনসমাজকে কম্পিত করিয়া তুলে, এক জন ধর্ম্মানুরাগী সাধক সেখানে নিস্তব্ধ গূঢ় ভাবে অলক্ষিতরূপে জগতের এমন হিত করেন যাহা তখন লোকে গ্রাহ্যও করে না, সংবাদও লয় না, অথচ উহা সমুদায় জনসমাজকে পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলে। আমাদিগের দেশের ঋষিগণকে নিঃসঙ্গ, উদাসীন, নিষ্ক্রিয় বলিয়া আমরা নিন্দা করিতে পারি, কিন্তু এক সময়ে তাঁহাদিগের প্রাণে অনুপ্রাণিত হইয়া সমুদায় ভারতবর্ষ সকল জাতির শীর্ষদেশে উত্থিত হইয়াছিল, এখনও তাঁহাদিগের সেই প্রাণের বেগ মন্দীভূত হইয়াও প্রবাহিত রহিয়াছে, সুযোগ পাইলেই আবার বেগবান্ হইবে। এ সকল কি স্বপ্নের কথা? না সকল দেশের ধর্ম্মের ইতিহাস ইহা সপ্রমাণ করে? যদি বাস্তবিক ঘটনা এই হইল, তবে ধর্ম্ম নিরুদ্যমে উদ্যম, ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত হইল। আমরা ভরসা করি ব্রাহ্মগণ অহং ভাব ছাড়িয়া সেই অনন্ত সত্য, অনন্ত মঙ্গল, অনন্ত পুণ্য ঈশ্বরের সম্পূর্ণ অধীন হইবেন। প্রশংসা বা যশস্কামনা নহে, কিন্তু সত্য, মঙ্গল, পুণ্য কেশাকর্ষণ করিয়া তাঁহাদিগকে যথা তথায় লইয়া যাইবে এই আমাদিগের দেখিতে একান্ত অভিলাষ।

মুসলমান সাধুদিগের ভক্তি।

যোগীদিগের তিনটী প্রধান ভাব। সমুদায় পদার্থে ঈশ্বর আছেন ইহা বিশ্বাস করা; সমুদায় পদার্থের প্রতি নিরাকাঙ্ক্ষ হওয়া; সমুদায় পদার্থের মধ্যে বাস করিয়া এক মাত্র সেই পরম পদার্থের মধ্যে নিমগ্ন থাকা।

যে পরিমাণে তুমি ঈশ্বরকে প্রেম করিবে, সেই পরিমাণে তাঁহার প্রেম বুঝিতে পারিবে; যে পরিমাণে ঈশ্বরকে তুমি ভয় করিবে, সেই পরিমাণে লোক তোমাকে ভয় করিবে; যে পরিমাণে তুমি ঈশ্বরেতে লিপ্ত হইবে, সেই পরিমাণে তোমার কার্য্যে লোকে লিপ্ত হইবে।

যখন কেহ আত্মানুরোধে পাপ পরিত্যাগ করেন তখন তিনি আপনাকে ভর করিলেন। যখন ঈশ্বর হইতে লজ্জিত হইয়া—যে তিনি দেখিতেছেন, যাহা তাঁহার নিষিদ্ধ সেই কার্য্য করা হইতেছে —এই জন্য পাপ পরিত্যাগ করেন, ঈশ্বরানুরোধে ও ঈশ্বরের ভয়ে ঈশ্বরের সেবায় যিনি সন্তুষ্ট, সকলে তাঁহার সেবাতে সন্তুষ্ট হয়। ঈশ্বরেতে যাহার চক্ষুঃ উজ্জ্বল হইয়াছে, তাহাকে দেখিলে অন্য লোকের চক্ষুঃ উজ্জ্বল হয়।

[ইহি মাজেলরাজি]

হোসেন বসোরী লোকদিগকে বলিলেন, "আমার কথা শুন, আমার জ্ঞান পাইলে তোমাদিগের মঙ্গল হইবে।" তাহারা বলিল, "আমাদিগের মন নিদ্রিত, তোমার উপদেশ তাহাতে সংক্রামিত হয় না। হোসেন বলিলেন, "নিদ্রিত নয় মৃত, নিদ্রিত ধাক্কা পাইলেই জাগরিত হয়, মৃতকে জাগান যায় না।"

হোসেনকে কেহ বলিলেন, "বহুসংখ্যক লোক যে তোমার উপদেশ শ্রবণ করিতে আগমন করে, তাহাতে কি তুমি সন্তুষ্ট? তিনি বলিলেন "না, মুক্তির প্রার্থী দীনহীন এক জন যদি আসে তবে সন্তুষ্ট হই।"

কেহ হোসেনকে বলিলেন, "কতকগুলি লোক তোমার উপদেশ শুনিয়া অবিশ্বাস করে ও তোমাকে নিন্দা করে, তিনি বলিলেন আমি ঈশ্বরের সহবাসে ও স্বর্গ ভোগের আকাঙ্ক্ষা করি। লোকের নিকটে নিরাপদ থাকিবার আকাঙ্ক্ষা রাখি না। আমি কে? তাহাদের সৃষ্টিকর্ত্তাও যে তাহাদের জিহ্বার আক্রমণ হইতে নিরাপদ নহেন।

[হোসেন বসোরী]

পান পাত্র দাতা! যাহা কিছু আছে আনয়ন কর। আমাকে মত্ততার শৃঙ্খলে বাঁধ। মত্ততাতেই সুখ, আমি চৈতন্য চাহি না। সুফি! আমাকে ক্ষমা কর, আমি অনুতাপ করিয়া ধৈর্য্যকে বিদায় করিয়াছি। হৃদয়! যদি সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে চাও, তবে তাঁহার প্রেম শৃঙ্খলে বদ্ধ হও। হাফেজ! তুমি তিক্ত তিরস্কারের উপযুক্ত যেহেতু তুমি অবহেলা করিয়া সময় নষ্ট করিয়াছ।

হজর (একজন পেকম্বর) আমার পান পাত্র দাতা, অমৃত আমার মদিরা। হায়! আমি কি সেই মদিরা পরিত্যাগ করিতে পারি। তাহা'র গন্ধে শত বৎসরের মৃতকে প্রাণ দান করে। সেই আগ্নেয় বারি অর্থাৎ মদিরা ব্যতীত আমার জীবনের সঙ্কট কিছুতেই ঘুচে না। যিনি সেই সুরাবিক্রেতার পল্লীতে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহার আত্মা কৃতার্থ হইয়াছে। হাফেজ! নির্ম্মল প্রেম মদিরা পানেতেই তোমার জীবন, অন্যথা মৃত্যু।

জগতে তোমার মন্দির ব্যতীত আমার আশ্রয় নাই, এই দ্বার ব্যতিরেকে মস্তক রাখিবার স্থল নাই। শত্রু যদি অসি প্রহার করিতে আসে, আমি ঢাল ধরিব, দীর্ঘ নিশ্বাস ও আর্ত্তনাদ ব্যতীত আমার বাণ নাই। মদিরা বিপণীর পল্লী হইতে আমি কেন ফিরিয়া যাইব? জগতে ইহা অপেক্ষা আমার সদুপায় ও সৎ পন্থা নাই। কাল যদি আমার জীবন সম্পত্তিতে অগ্নি জ্বালিয়া দিতে চাহে বল, প্রজ্বলিত করুক, ভয় করি না। যেহেতু আমি শুষ্ক পত্র ও তৃণেতে জড়িত নই। সৌন্দর্য্য রাজ্যের রাজা আগমন করিতেছেন এই সময় কে, সেই পথের দিকে গমন করে না? কে নিবেদনকারী নয়? সমুদায় নগরেই উৎপীড়নের ক্লেশ পক্ষ বিস্তার করিয়াছে, আমার নির্জ্জন বাসরূপ ধনুঃ দীর্ঘ নিশ্বাস রূপ বাণ নাই। দেখ সম্পূর্ণ মত্ততার সহিত তোমার পথ প্রতীক্ষা করিয়া আছি, তোমার অনুকূল ভাব ব্যতীত আমার আশ্রয় নাই।

[হাফেজ]

থিয়োডোর পাকারের কথা।

প্রত্যাদেশ ব্যতীত মনুষ্য ধর্ম্মের সমস্ত সত্য পাইতে পারে আমি এরূপ বিবেচনা করি কি না তাই তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছ। আমি বলি যে না; না, না, তাহা কেহই পাইতে পারে না। কিন্তু সেই প্রত্যাদেশ কিরূপে আসে? যে আধ্যাত্মিক জীবনের বিধিতে সঞ্জীবিত তাহারই আত্মজ্ঞানে কেবল প্রত্যাদেশ প্রচার হইতে পারে। ইহাই একমাত্র প্রত্যাদেশের নিয়ম। এই নিয়ম যেখানে প্রতিপালিত হয় সেইখানে প্রত্যাদেশ হইয়া থাকে। সত্য যেমন নানা প্রকারের আছে তেমনি বিভিন্ন ব্যক্তিতে উহা বিভিন্ন মাত্রায় প্রকাশিত হয়; কিন্তু সকল সত্যকেই আমি প্রত্যাদেশ বলি; এবং সমস্ত প্রত্যাদেশ ঐশিক শক্তি ও নিয়মের অনুযায়ী। আমি বিশ্বাস করি আধ্যা-

স্থিক নিয়মে আত্মার মধ্যে সদা সর্ব্বদা প্রত্যাদেশ হইয়া থাকে, অন্য কোন বাহ্যোপায়ে হয় না। ঈশা মুশার প্রত্যাদেশ সক্রেটিশের প্রত্যাদেশের সঙ্গে জাতিগত কোন প্রভেদ নাই পরিমাণে কেবল প্রভেদ।

চৈতন্যের সহিত রামানন্দের কথোপকথন।

(চৈতন্যগীতা হইতে)

রামানন্দ রায় বলে প্রভু দয়াময়।
উপাসনা পর্ব্ব মোরে শিখাও নিশ্চয়।
কি প্রকারে হরি ভক্তি কিসে পাই গতি।
কি কার্য্য করিলে হয় হরি প্রতি মতি॥
শ্রীহরি সাধনা রায় অতি চমৎকার।
তাঁহার অর্চ্চনে নাহি থাকে অন্ধকার॥
দিব্যগতি অনায়াসে হরিভক্ত পায়।
হরিভক্ত সদা পূজ্য রামানন্দ রায়॥
সাধন অঙ্গেতে হয় দ্বিবিধ বিভাগ।
ঈশ্বরে অর্পিত কার্য্য আর অনুরাগ॥
সকর্ম্ম প্রেমীর হয় উৎকৃষ্ট সাধনা।
অকর্ম্ম প্রেমীর অঙ্গহীন উপাসনা॥
প্রেমহীন কর্ম্মী কভু শ্রেষ্ঠ নাহি হয়।
তার কার্য্যে ফলবাঞ্ছা আছে ত নিশ্চয়॥
অর্জ্জুনে শিখায় কৃষ্ণ হইতে নিষ্কাম।
নিষ্কাম হইয়া কর্ম্মী হও গুণধাম॥
দুই পদে নর যেন করিছে গমন।
প্রেম আর কার্য্য দ্বারা তেমনি সাধন॥
একের অভাবে নাহি হয় উপাসনা।
অবশেষে খণ্ড ভক্ত পাইছে যাতনা॥
নিষ্কাম কর্ম্মেতে হয় বৈরাগ্য গ্রহণ।
বৈরাগ্য না হলে কভু না হয় সাধন॥
বৈরাগী জানিহ সার এ ভব সংসারে।
মুক্তিলাভ করে নর বৈরাগ্য আচারে॥
প্রকৃত বৈষ্ণব সেই বৈরাগ্য যে লয়।
বিষয়ে আসক্ত হলে বৈষ্ণবতা ক্ষয়॥
বৈষ্ণব আচার যদি চাহ মহাশয়।
একবারে কর তবে বৈরাগ্য আশ্রয়॥
যথার্থ বৈরাগ্য লোকে বুঝিতে না পারে।
দণ্ড কমণ্ডলু ধরি বৈরাগ্য আচারে॥
কেহ বা সংসার ত্যজি বৈরাগী বলায়।
কেহ বাঘাম্বর পরি দণ্ডাশ্রমে যায়॥
পূর্ব্বোক্ত ভ্রমের মধ্যে এও ভ্রম হয়।
এ ভ্রম শোধনে যত্ন কর মহাশয়॥
যেহেতু মার্জ্জিত মনে বৈরাগ্য গ্রহণ।
সদা কাল করিতেছে বুদ্ধিমান্ জন॥
যথার্থ বৈরাগ্য হয় বিষয়ে বিরাগ।
আত্মার উৎকর্ষ আর জ্ঞানে অনুরাগ॥
ঈশ্বরেতে আত্মদান কর্ত্তব্য সাধন।
নিষ্কাম হইয়া কার্য্য কর সম্পাদন॥
আরো সংক্ষেপে বলি তবে বৈরাগ্যলক্ষণ।
মনোযোগী হয়ে রায় করহ শ্রবণ॥
সকর্ম্ম প্রেমের সহ স্রষ্টার সাধন।
স্বার্থহীন ভ্রাতৃভাব জগতে স্থাপন॥
ত্যাগ শব্দে বৈরাগ্যের কর্ম্ম বুঝা যায়।
কিন্তু ত্যাগ শব্দ-অর্থ বুঝা বড় দায়॥
এই বাক্য শ্রেষ্ঠ গণি কত মহাশয়।
সংসার ত্যজিয়া ঘোর কাননেতে রয়॥
ভ্রান্তিজ্ঞান দোষে দোষী সে সকল হয়।
স্বার্জ্জিত ভ্রমকে মনে দিয়াছে আশ্রয়॥
অশ্রেষ্ঠ ফলের লাভ তাহারা করিবে।
শ্রেষ্ঠ ফল সদা কাল দূরেতে রহিবে॥
ত্যাগ শব্দে দুই অর্থ করে বুধগণ।
লিপ্সার অভাব আর সংসার বর্জ্জন॥
লিপ্সাহীন হওয়া জান হয় শ্রেষ্ঠতর।
অধিক শক্তির কার্য্য জান ভক্তবর॥
সংসারেতে থাকি লোভে করে পরাজয়।
বিরাগী তাহারে শ্রেষ্ঠ কহি মহাশয়॥
লোভেতে বেষ্টিত হয়ে বাঞ্ছা নাহি করে।
সে জন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নাহি আর নরে॥
জনকাদি মহাজন এই সে প্রণালী।
অবলম্বি এ বৈরাগ্য রাখে গৃহস্থালি॥
জ্ঞানিবর শুকদেব পরীক্ষা করিল।
বৈরাগী গৃহস্থে শ্রেষ্ঠ মনেতে জানিল॥
যে জন সন্ন্যাস লয় ত্যজিয়া সংসার।
তাহার অন্তর জান দুর্ব্বল অসার॥
প্রলোভনে ভয় করি হেন স্থানে রয়।
যথা প্রলোভনে নাহি দেখিবে নিশ্চয়॥
উভয় সন্ন্যাসে কিন্তু উদ্দেশ্য সমান।
পাপ হতে মুক্ত থাকা শাস্ত্রের প্রমাণ॥
অশ্রেষ্ঠ বলিয়া জানি সংসার বর্জ্জন।
সংসারী বৈরাগী হয় শ্রেষ্ঠ মহাজন॥
যদিও এ কথা কৃষ্ণ অর্জ্জুনে কহিল।
দুষ্ট লোকে অর্থ তার বিকৃত করিল॥
স্বার্থলোভে বুদ্ধিহীন শাস্ত্রলোপ করে।
অপ্রকৃতে শ্রেষ্ঠ করি প্রকৃত উপরে॥

(ক্রমশঃ)

ষষ্ঠ ভাদ্রোৎসব।

৭ই ভাদ্র, ১৭৯৭ শক।

ধ্যানের উদ্বোধন।

ধ্যান সাধনে সকলে নিযুক্ত হউন। প্রথমতঃ চিত্তের উত্তেজনা সমাহিত করুন। ধ্যানের এক কারণ নিবৃত্তি, আর এক কারণ প্রবৃত্তি। বাসনা মনুষ্যকে ঈশ্বর হইতে দূরে লইয়া যায়। অতএব এস বাসনা বিনাশ করিয়া, সংসার ছাড়িয়া অনেক দূর চলিয়া যাই যেখানে পৃথিবীর কোলাহল কর্ণগোচর হইবে না, যেখানে সংসারের প্রলোভন নয়ন মন আকর্ষণ করিবে না। সংসারাসক্তি নিবৃত্ত না হইলে ধ্যানের আরম্ভ হয় না। প্রবৃত্তি কি হইবে? আনন্দময়ের মনোহর রূপ দর্শন। ঘোরান্ধকার ভেদ করিয়া সূর্য্য উঠিতেছে। সেই দৃশ্য দেখিবার জন্য লালসা হয়, তেমনি অন্তরের গাঢ়তম অন্ধকার ভেদ করিয়া এক জন জ্যোতির্ম্ময় স্বর্গীয় পুরুষ বহির্গত হন, তাঁহাকে দেখিবার জন্য যে প্রবল প্রবৃত্তি তাহাই ধ্যানের একটী প্রধান সহায়। ভিতরের অন্ধকার কে সহিতে পারে? এখানে একটী প্রদীপ নাই, একটী তারা নাই, এক জন মানুষ নাই। কে পথ দেখাইয়া দিবে, কে সহায়তা করিবে? কিন্তু সাহস করিয়া এই অন্ধকার মধ্যে চলিয়া যাও, দেখিবে, এই গাঢ় অন্ধকারের ভিতর হইতে এক জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ বাহির হইবেন, যাঁহার তেজের নিকট শত সহস্র সূর্য্য অন্ধকার বোধ হয়। আবার যেমন আলোকে প্রিয় হইয়া ধ্যানে নিমগ্ন হইব তেমনই ঈশ্বরকে রস সাগর জানিয়া রস পিপাসু হইয়া তাঁহার সঙ্গে ধ্যান যোগ সাধন করিব। প্রাণের সমুদয় দুঃখ দূর হইবে যদি রস সাগরে ডুবিতে থাকি। ধ্যানের এক শোভা ঈশ্বরের মুখ দেখা, ধ্যানের আর এক শোভা তাঁহার স্নেহরস পান করা। ধ্যানবলে যে কেবল সংসারাসক্তি নিবৃত্ত হয় তাহা নহে; কিন্তু যথার্থ ধ্যান সাধনে হৃদয় ব্রহ্মরস পানে প্রফুল্ল হয়। হৃদয়ের অভ্যন্তরে অন্তরাত্মার প্রসন্ন মুখ দেখিয়া যখন আত্মার চক্ষু বিমোহিত হয়, এবং তাঁহার সেই মুখের রসামৃত পান করিয়া যখন আত্মার কর্ণ সুশীতল হয়, তখন মনুষ্য বলে যখন এমন রূপ, এমন সুধা ঘরে পাইলাম তখন আর বাহিরে যাইব কেন? যাহারা সংসারের মলিন সুখে মত্ত, তাহাদের ধ্যান করা কত কষ্ট। কিন্তু ধ্যানশীল যোগীর পক্ষে ধ্যান ছাড়িয়া আবার সংসারে আসা কত কষ্ট। যাহারা ঈশ্বরের রূপ দেখিয়া, এবং তাঁহার স্নেহবাক্য শুনিয়া ভিতরে ভিতরে বিমোহিত এবং বিগলিত হইয়া যায় ধ্যান করা তাহাদের জীবনের একটী সুখের কারণ। যাহারা ধ্যানপরায়ণ, সকল দেশে এবং সকল সময়েই তাহাদের ধ্যানের ভাব জাগ্রৎ থাকে। তাহারা সকল স্থানেই ধ্যানের অমৃত লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতেছে। সংসার পরিত্যাগ করিয়া বৈরাগী হইয়া চলিলাম। বিশ্বাস বৃক্ষতলে প্রেমনদীর তটে বসিয়া তাঁহাকে ভাবি, সেই রূপ ধ্যান করি, যাঁহার রূপে আমার ন্যায় কত পাপী মুগ্ধ হইল। সেই প্রেমে সুন্দর, সেই স্বর্গের বর্ণে অনুরঞ্জিত সুধাময় মনোহর মুখ, আমার প্রাণবন্ধুর, আমার হৃদয়েশ্বরের মুখ, দুঃখের সময় যিনি কথা কহেন, তাঁহার এই মুখ ইহা ভাবিতে ভাবিতে মোহিত হইয়া যাইব। এই মুখ চক্ষের আড় করিয়া রাখিব না। নয়ন ছাড়া করিতে পারিব না, এই মুখ দেখিতে দেখিতে এমনই মত্ত হইয়া যাইব, যে আর অন্য সুখের কামনা থাকিবে না। "কেমন তুমি যে এত কাল পর আসিলে? এই না তুমি আমাকে ছাড়িয়া সংসারে মজিয়া ছিলে? এখন আমার প্রেমে মত্ত হইবার সময় কি আসিয়াছে? আমাকে ছাড়িয়া আর কোথায়ও কি যাইতে পারিবে?" তখন ব্রহ্মের চক্ষু এ সকল কথা জিজ্ঞাসা করিবে। সেই চক্ষু আমার পাষণ্ডতা চূর্ণ করিবে। যখন এইরূপে তাঁহার রূপে গুণে মোহিত হইব তখন ঠিক যোগী হইব। ক্রমাগত সেইরূপ-গুণসাগরে ডুবিয়া যাইব। নদীতে ডুবিলে যেমন শরীর শীতল হয়, ধ্যানের রাজ্যে প্রবেশ করিয়া সেই রস সাগরে ডুবিলে এই বহু কালের পাপ দগ্ধ প্রাণ তেমনই শীতল হইবে। পরমেশ্বর দয়া করিয়া আমাদের সহায় হউন! যোগী হইয়া যোগের আনন্দ সম্ভোগ করিব। ব্যাকুলান্তরে যোগেশ্বরকে ডাকিব। শত শত ব্রাহ্ম এক স্থানে, অথচ বিভিন্ন ভাবে আমাদের প্রাণেশ্বরের ভিতরে বসিয়া ব্রহ্মানন্দরস পান করি। দয়াময় দীনবন্ধু তাঁহার অরূপ রূপ মাধুরী এই গরিবদের চক্ষে প্রকাশিত করিয়া আমাদের দেহ মন শুদ্ধ করুন!

সায়ং কালীন।

আচার্য্যের উপদেশ।

নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা কি? চল্লিশ বৎসর পর এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা আবশ্যক হইয়াছে, সেই জন্য জিজ্ঞাসা করিতেছি। নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনায় কি ফল? কি উপকার হয়? অনেকে এই দেশে নিরাকার ঈশ্বরের পূজা করেন; কিন্তু (যথার্থতঃ) নিরাকার ঈশ্বরের পূজা করেন অতি অল্প লোক। যদি 'নেতি' 'নেতি' বলিলেই ঈশ্বরের পূজা হইত, যদি ঈশ্বরের প্রত্যেক নামের পূর্ব্বে 'অ' দিয়া অনাদি, অনন্ত, অশব্দ, বলিয়া পূজা করিলেই হইত তাহা হইলে অনেকেই এতকালে স্বর্গে যাইত। আমরা আজ কাহার পূজা করিতেছি? যাঁহার রূপ নাই, পরিমাণ নাই। কাহাকে ভাবিতেছি? যাঁহার শরীর নাই। কাহার নিকটে প্রার্থনা করিলাম? যাঁহার হৃদয় মন নাই, যিনি বাক্য এবং চিন্তার অতীত, যাঁহার নিকটে যাওয়া যায় না। কাহার নিকট প্রেম চাহিতে আসিয়াছি? যাঁহার প্রেম মানুষের প্রেমের ন্যায় নহে। এই প্রকারে ইহা নহে, ইহা নহে, এই নেতি পূজা অনেকে করেন। যাঁহাকে কেহ জানে না, চেনে না, কেহ

দেখিতে পায় না, শুনিতে পায় না, ধরিতে পারে না, সেই জ্ঞানের অতীত, ইন্দ্রিয়ের অতীত নিরাকার ঈশ্বরের নিকট আরাধনা, স্তব, স্তুতি করিয়া আসিয়াছি। কিন্তু এই প্রকার ঈশ্বরের পূজাতে কি ফল ? ইহাতে আমাদের জ্ঞান বুদ্ধি চরিতার্থ হইতে পারে, কুসংস্কার হইতে বাঁচিতে পারি ; কিন্তু মনুষ্যের পক্ষে আরও কিছু চাই। কেননা আমরা কেবল বুদ্ধিবিশিষ্ট নহি, আমাদের কোমল হৃদয় আছে। যেমন দোকানের ধাতুনির্ম্মিত পুত্তলকে দেবতা বলিয়া গৃহে স্থান দিতে পারি না, তেমনি মনুষ্যের বুদ্ধিকল্পিত এরূপ শুষ্ক নিরাকার ব্রহ্মের পূজা করা আমাদের পক্ষে মহা পাপ। ক্রমাগত 'অ' দিয়া কে চির কাল পূজা করিতে পারে ? কাহাকেও যদি না পাই, আমরা যে পাপী কার কাছে দাঁড়াই ? মানিলাম, তাঁহার কোন উপমা নাই, তিনি নিরুপম ; কিন্তু একটা কিছু চাই। তুমি কেবল ইহা নয়, ইহা নয় বলিয়া আমার ঈশ্বরকে বিদায় করিয়া দিতে চাও ; কিন্তু আমি আমার ঈশ্বরকে এ প্রকার 'অ' অক্ষরের বশবর্ত্তী দাস হইতে দিতে পারি না। আমার হৃদয় আমার হৃদয়েশ্বরকে দেখিতে চায়, তুমি বল তিনি অদৃশ্য। আমি আমার প্রভুর কথা শুনিতে চাই, তুমি বল তিনি অবাক্, তিনি অশব্দ। আমি আমার ঈশ্বরকে আমার প্রাণের কাছে বসাইতে চাই, তুমি বলিবে তিনি অশরীর। যদি তিনি কিছুই নহেন, তাঁর স্বভাব তবে কি ? তিনি কি মনুষ্যের ন্যায় কতকগুলি গুণ বিশিষ্ট ? তিনি মানুষের ন্যায় বাড়ীতে আসেন, মস্তকে হাত রাখেন, তোমার দিকে তাকান, স্বহস্তে তোমার চক্ষের জল মোচন করেন, তিনি বলেন, হাঁ আমি তোমার পিতা হইয়া আসিয়াছি। এরূপ উপমা দিলে তিনি মনুষ্যের তুল্য বলা হয়। কিন্তু আমাদের নিরাকার ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায়, এককথার উপর সমুদয় নির্ভর করে। আমরা এমন দেবতা চাই যিনি আমাদের দুঃখ মোচন বিষয়ে মনুষ্যের ন্যায়। আমরা মনুষ্য, আমরা পশুভাবে, জড়ভাবে, ঈশ্বরকে ভাবিতে পারি না। আমাদের মধ্যে যত গুণ আছে, সমুদয় অনন্তগুণ করিয়া আমরা ঈশ্বরকে ভাবিব। তাহা না হইলে আমাদের উচ্চতর ভাব সকল যখন প্রস্ফুটিত হইবে তখন সেই অপূর্ণ ঈশ্বর আমাদের কার্য্যকর হইবে না। যাঁহাকে পাইলে আমাদের জ্ঞান হৃদয় সমুদয় পরিতৃপ্ত হইবে এমন ঈশ্বর আমরা চাই। আমি সমস্ত দিন রাত্রি কাঁদিব, আমার ঈশ্বর আমার ঘরে আসিবেন না, আমার চক্ষের জল মোচন করিবেন না, স্বর্গের কোন্ দূরস্থ অনির্দ্দিষ্ট স্থানে বসিয়া কেবল চক্ষের জল দেখিবেন। সংসার শুদ্ধ যদি পাপে পুড়িয়া মরে তথাপি ঈশ্বর তাঁহার স্বর্গ ছাড়িয়া আসিতে পারেন না। এমন ঈশ্বরকে মানিয়া আমার কি হইবে ? সমুদয় নিরাকার মানিব ; কিন্তু আমাদের হৃদয়ের সমুদয় সদ্ভাব অনন্ত গুণ করিয়া ঈশ্বরেতে আরোপ করিব। আমার একটু কষ্ট হইলেই, সমস্ত দিন আমার কাছে বসিয়া আমার বন্ধু আমার সেবা করেন ; আর যদি ইহা সত্য হয় যে আমি পাপ দুঃখে মৃতপ্রায় হইলেও আমার ঈশ্বর নিতান্ত হৃদয় বিহীন, এবং শুষ্ক হইয়া দূরেই থাকেন, তাহা হইলে প্রাণবন্ধু, হৃদয়বন্ধু, আমার প্রাণের প্রাণ, আমার অন্তরস্থ গুরু, আমার হৃদয়ভূষণ, আমার পথপ্রদর্শক, আমার নিকটস্থ অন্তরাত্মা, তাঁহার এ সকল সুমধুর নাম ছাড়িয়া দিতে হইল। অর্থাৎ আমার ঈশ্বরকে কোন উচ্চতম পর্ব্বতের উপরে দূরে না রাখিলে আর হইল না। কিন্তু যতদিন আমার হৃদয় আছে ততদিন আমি এই দূরস্থ শুষ্ক ঈশ্বরের পূজা করিয়া তৃপ্তি লাভ করিতে পারি না। তত দিন এই পৃথিবীর মধ্যে যত প্রেম আছে সমুদয় ঠিক দিয়া অঙ্ক কশিব, এবং সেই প্রেম অনন্ত গুণ হইলে যাহা হয় আমার ঈশ্বরের মধ্যে আমি তাহাই দেখিব। দুঃখে, বিপদে, রোগে, শোকে, পিতা, মাতা, ভাই, বন্ধু, স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয় কুটুম্বের যে প্রেম প্রকাশিত হয় তাহা ঠিক দিব, পরে পুরুষের ভালবাসা, স্ত্রীলোকের দয়া, শিশুর কোমলতা, বৃদ্ধের গম্ভীর প্রণয়, সমুদয় জগতের প্রেম ঠিক দিয়া দশ লক্ষ গুণ প্রেম পাইলাম; কিন্তু তাহাতেও হইল না, দেখিলাম আমার ঈশ্বরের প্রেম অনন্ত। এই অনন্ত প্রেম ভাবিতে ভাবিতে প্রাণ একেবারে মোহিত হইয়া গেল। আমার দুঃখ দেখিলে আমার বন্ধুর চক্ষে জল পড়ে। তবে আমি কেমন করিয়া ভাবিব আমার ঈশ্বরের চক্ষু নাই, সুতরাং আমার দুঃখ দেখিয়া তাঁহার চক্ষে জল পড়ে না। ক্ষুদ্র হৃদয় মানুষ যদি বন্ধু হইয়া এত করিতে পারে, তবে অনন্ত করুণাময় ঈশ্বর কি আমাদের দুঃখ দূর করিবার জন্য কিছুই করেন না ? নিরাকার বলিয়া কি জগতের দুঃখ দেখিলে তাঁহার চক্ষের জল পড়ে না ? ভক্ত দেখিতে পান নিরাকার হইলেও তাঁহার চক্ষু আছে, সেই চক্ষু প্রেম চক্ষু। ঈশ্বর নিরাকার তাঁহার হস্ত নাই; কিন্তু ভক্ত যখন বলেন ঈশ্বর নিজে হাতে আমার মুখে অন্ন তুলিয়া দিলেন, ইহার কি অর্থ নাই ? নিরাকার হস্তে নিরাকার ঈশ্বর ভক্তের মুখে অন্ন তুলিয়া দিলেন। প্রেমময় প্রেমের আশ্চর্য্য কৌশলে অন্ন তুলিয়া দিলেন। অবিশ্বাসী জানে না যে ঈশ্বর স্বয়ং তাহার হাতকে যদি শিখাইয়া না দেন, তাহার হাত তাহার মুখে অন্ন তুলিয়া দিতে পারে না। আমার হাতকে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, সে বলিল আমি জড়, আমি নিজে কিছুই করিতে পারি না। অন্ন আসিল ঈশ্বর কৃপায়, হাত উঠিল ঈশ্বর কৃপায়। এই জন্যই ভক্ত বলেন আমার ব্রহ্ম যদি নিজে আমার মুখে অন্ন তুলিয়া না দেন, তিনি আমার ব্রহ্ম নহেন। আমার রোগ হইলে ঔষধ আনিয়া দেন তিনি, ঔষধ খাওয়াইয়া দেন তিনি, রোগে তিনি আমার চিকিৎসক, বিপদে তিনি আমার নিকটস্থ বন্ধু। যে সকল বস্তু চারি দিকে দেখিতেছি, এরা

জড়, অসার, কিন্তু যখন দেখি যাহা খাই ঈশ্বরের খাই, কেবল খাই তাহা নহে, তিনি নিজের হাতে খাওয়াইয়া দেন, যে জল পান করি তাহা ঈশ্বরের, তবে ত আর পরব্রহ্ম শুষ্ক দূরস্থ হইলেন না। নিরাকার ঈশ্বর তিনি সাকার মনুষ্যের ন্যায় না হইয়াও আমাদের কাছে থাকিয়া আমাদের জন্য সকল কার্য্য করিতেছেন। মনুষ্যের সকল প্রকার অসাধুভাব ছাড়িয়া দিয়া তাহার জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য, ক্ষমতা এবং আনন্দ অনন্ত গুণ করিয়া ঈশ্বরে আরোপ করিব। ঈশ্বরের হাস্য নাই কে বলিল? ঈশ্বর অনন্তকাল হাসিতেছেন, চির-প্রসন্নতা, সদানন্দ নাম, নিত্যানন্দ প্রভু তিনি। যাই কোন দুঃখীর ম্লান মুখ দেখিয়া আমরা বুঝিতে পারি দুঃখে তাহার হৃদয় ভাঙ্গিয়াছে, তখন আমাদেরও হৃদয় ভাঙ্গে। দুঃখীকে দেখিলে দুঃখের উদয় হয়, সুখীকে দেখিলে অন্তরে সুখের উদয় হয়, ইহাই হৃদয়ের ধর্ম্ম। দুঃখীর ঘরে গেলেও দুঃখের সঞ্চার হয়। সুখীর ঘরে আসিয়াছি, সুখীর হাত ধরিলাম, আর কি আমি দুঃখী থাকিতে পারি? ঈশ্বর চির-প্রসন্ন সুখের সাগর, যখন তাঁহার মধ্যে নিমগ্ন হইলাম, যখন প্রসন্নতার সাগরে ডুবিলাম, তখন আর আমার দুঃখ রহিল কোথায়? যাই সুখস্বরূপ ঈশ্বরের দ্বারে প্রবেশ করিলাম তিনি কি কতকগুলি সুখের কথা বলিয়া আমাকে হাসাইলেন। ঈশ্বর বলিলেন, আমি আনন্দময়, আমার ঘরে বসিয়া আর কি দুঃখ করিস্? ঈশ্বর বলিয়াছেন তিনি আনন্দময়, তুমি আমি সকলেই ব্রহ্মের সঙ্গী, উৎপীড়িত হইলেও এই কথা বলিব। আমরা ছিলাম নিরানন্দ হইলাম কেন আনন্দিত? এই জন্য যে আমাদের হৃদয়াকাশে সেই প্রেমচন্দ্র সেই পূর্ণ আনন্দ চন্দ্রকে দেখিয়াছি। মানুষ যেমন দয়ার্দ্র হইয়া দুঃখ দূর করিবার জন্য আমাদের কাছে আসে ঈশ্বরও নিগূঢ় ভাবে, আধ্যাত্মিক ভাবে আমাদের কাছে আসেন। কাছে আসেন কি? তিনি কি দূরে? হাঁ, যখন মনের মধ্যে পাপ থাকে তখন তিনি দূরে থাকেন। ঈশ্বরের কাছে আসাতেই আমাদের স্বর্গ লাভ হয়। বাহিরের সব সাকার ছাড়িয়া দাও,; কিন্তু মানুষের হৃদয়ের ভিতরে যত সাধু এবং কোমল ভাব আছে সে সকল অনন্তগুণ করিয়া ব্রহ্মে আরোপ করিয়া সেই পূর্ণ ঈশ্বরের পূজা এবং সেবা কর দেখিবে সকল দুঃখ দূর হইবে। এই ব্রহ্মোপাসনা অতি সুমিষ্ট, হৃদয়-প্রফুল্লকর, নিরাকারই বল আর যাহাই বল তোমার কাছে কাছে এক জন বেড়াইতেছেন। যদি না দেখিতে পাও তাহার জন্য তুমি আপনাকে আপনি শাস্তি দিও। যিনি তোমার নিকটে বেড়াইতেছেন ইহাঁকে ছায়া মনে করিও না। ইনিই সার সত্য, সকল দেশের এবং সকল কালের ভক্তেরা ইহাঁকে দেখিয়াছেন। আমি যদি আমাকে দেখি বলি সেটা বরং কল্পনা, যদি আমাকে সত্য বলি সেট বরং ভ্রম। অসারকে দেখ কি? তুমি জগৎ দেখ, সূর্য্য দেখ, চন্দ্র দেখ, এসব মিথ্যা। তুমি পক্ষীর গান শুনিতে পাও; কিন্তু ঈশ্বরের কথা শুনিতে পাও না, শেষ কথাটী মিথ্যা। আর যদি বল আমি বাহিরের শব্দ শুনি, সে শব্দ কি? সে যে কি কিছুই নহে, সে যে বায়ু, শব্দের শব্দ, শব্দের শক্তি যে ব্রহ্ম। ব্রহ্মকে রসস্বরূপ বলা মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রের বিরুদ্ধ। হে আত্মপ্রতারিত! তুমি সংসারের কতক গুলি স্বপ্ন দেখিয়া সত্য বলিলে, আর যাহা সত্য তাহাকে কল্পনা মনে করিলে। যতক্ষণ এই পৃথিবীতে থাক ততক্ষণ যাহা কিছু দেখ সকলই সত্য, আর তোমার উপাসনা যাই আরম্ভ হইল তখন বলিবে চক্ষু দেখে না, কর্ণ শুনে না, হস্ত স্পর্শ করে না। উপাসনা ছাড়িয়া প্রবঞ্চনার রাজ্যে আসিলে বলিবে, হাঁ এই রাজ্য সত্য, এখানে দেখা যায়, শুনা যায়, স্পর্শ করা যায়। কিন্তু ব্রহ্মশাস্ত্রের নিকট এই ব্রহ্মাণ্ড উড়িয়া যায়। যাঁহারা যথার্থ ব্রহ্মচারী তাঁহারা এই ব্রহ্মশাস্ত্রীর নিকটে বসেন। ব্রহ্মের নিকটে বসিলাম, আর সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড উড়িয়া গেল, ইহার অর্থ কে বলিবে? আত্মার চক্ষু কর্ণ এবং হস্ত যদি থাকে, ইহা প্রমাণ করুক। জগতের কি ভক্তিচক্ষু খুলিবে না? শত সহস্র বৎসর পরেও কি একটী ভক্তমণ্ডলী হইয়া নিরাকার ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ দেখিবে না? যখন পৃথিবীর জ্ঞান হইবে, যৌবনবস্থা হইবে, যখন ঈশ্বরকে নিকটে দেখিয়া কৃতার্থ হইবে, তখন ইহা বলিবে, বাল্য কালে চাঁদ ধরিতে যাইতাম; কিন্তু কত দূরে চাঁদ থাকিত। বাস্তবিক তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে না, যত দিন না প্রত্যেক পাপী স্বর্গে যায়। এমন ভালবাসা যাঁহার সেই ঈশ্বরকে আমরা হৃদয়ের মধ্যে না রাখিয়া কিরূপে সুখী হইব? তাঁহাকে প্রাণের বাহিরে রাখিলে নর হত্যার ন্যায় পাপ হইবে? তাঁহার প্রাণ কাঁদে আমাদের পরিত্রাণের জন্য, একথা যদি মিথ্যা হয় আমার প্রাণ নাই, আমি মৃত্যু। ঈশ্বর জ্ঞান চৈতন্য হইয়া জগতের দুঃখ দেখেন, এবং দয়া হইয়া সেই দুঃখ দূর করেন, আমার যদি বল থাকিত আমি পৃথিবী কাঁপাইয়া এই কথা বলিতাম। তিনি এখনও আমাদের প্রতিজনের কাছে আসেন। পিতা যদি সন্তানের কাছে না আসেন, তবে সন্তানবাৎসল্য বুঝি এই যে, তিনি কতকগুলি অসার জড় গাছ পালার হস্তে, কতকগুলি বনের ঔষধের হস্তে সন্তানদিগকে ফেলিয়া রাখেন? প্রেম যদি থাকে বাড়ীতে আসিতে হইবে। আসিবেন কি? তিনিত পড়িয়া আছেন। অতএব ঈশ্বরসন্তানগণ! নিরাকার বলিয়া প্রেমময় পিতাকে দূরস্থ মনে করিও না, মোহ ছাড়, দয়াময়কে অন্তরস্থ নিত্যানন্দ বলিয়া পূজা কর। নিজে যখন ভক্তিনয়নে তাঁহার প্রেম মুখের দিকে তাকাইয়া আছ, তখন আর নিরাকার বলিয়া কেমন করিয়া তাঁহাকে দূর করিয়া দিবে? এদিকে বল তিনি নিরাকার, তাঁহার রূপ নাই, তবে মোহিত হইলে কেন? তাঁহার রূপ তোমার

আমার মত কদাকার নয়, তাঁহার রূপ চৈতন্যরূপ, আনন্দ রূপ, পুণ্যরূপ। বুদ্ধির রচিত শুষ্ক, হৃদয়বিহীন, নিরাকার ঈশ্বরকে বিনাশ কর। ঈশ্বর নিরাকার হইয়াও তাঁহার আপনার অরূপ রূপে পরম সুন্দর, এই কথা যদি বিশ্বাস কর, এই সত্য সাধন কর। দুই চারি দিনের মধ্যে সুখী হইবে।

সাধুর লক্ষণ।

কৃপালুরকৃতদ্রোহস্তিতিক্ষুঃ সর্ব্বদেহিনাং।
সত্যসারোঽনবদ্যাত্মা সমঃ সর্ব্বোপকারকঃ॥
কামৈরহতধীর্দান্তো মৃদুঃ শুচিরকিঞ্চনঃ।
অনীহো মিতভুক্ শান্তঃ স্থিরো মচ্ছরণোমুনিঃ॥
অপ্রমত্তো গভীরাত্মা ধৃতিমান জিতষড়্গুণঃ।
অমানী মানদঃ কল্যো মৈত্রঃ কারুণিকঃ কবিঃ॥

ভা ১১ স্ক. ১১ অ, ২৯-৩১ শ্লোক।

সমুদায় প্রাণিসম্বন্ধে কৃপালু, হিংসাবিরহিত, তিতিক্ষু, সত্যনিষ্ঠ, অসূয়াদিদোষশূন্য, সুখ দুঃখাদিতে সমভাব, সর্ব্বোপকারক, কামনা দ্বারা অক্ষুব্ধচিত্ত, সংযতেন্দ্রিয়, কোমল, শুচি, পরিগ্রহশূন্য, বিষয়ে যত্নশূন্য, মিতাহারী, শান্ত, স্থির, মদীয়আশ্রিত, ধ্যানপরায়ণ, অপ্রমত্ত, গভীরাত্মা, ধৈর্য্যবান, ক্ষুধা তৃষ্ণা শোক মোহ জরা মৃত্যু এই ষড়্গুণের উপর প্রাপ্তাধিপত্য, অমানী, মানদ, অপরকে বুঝাইতে দক্ষ, মৈত্র, কারুণিক এবং জ্ঞানাভ্যাসপরায়ণ এই সকল সাধুর লক্ষণ।

ব্রাহ্মসঙ্গত।

২৪শে জ্যৈষ্ঠ, রবিবার।

প্র। রিপুগুলিন ও তাহা দূরীকরণের উপায় সকল সহজে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবার উপায় কি?

উ। দুই খানি হস্তের সহিত পাপ ও তদ্বিপরীত পুণ্যের যোগ স্থাপন করিতে হইবে। অর্থাৎ বাম হস্তের পাঁচ অঙ্গুলী যথা—কাম, ক্রোধ, লোভ, অহঙ্কার, স্বার্থপরতা; দক্ষিণ হস্তের পাঁচ অঙ্গুলী—পবিত্রতা, ক্ষমা, বৈরাগ্য, বিনয়, প্রেম। বৃদ্ধাঙ্গুলী হইতে আরম্ভ করিয়া এক একটী অঙ্গুলীর সহিত এক একটী বিষয়ের যোগ সংস্থাপন করিয়া রাখিলে যখনই হস্তের প্রতি দৃষ্টি পড়িবে তখন রিপুগণের কথাও মনে হইবে, এবং তাহার ঔষধও দেখিতে পাওয়া যাইবে।

প্র। সমস্ত পাপকে একটীতে এমন পরিণত করা যায় কি না যে, মনের সমস্ত একাগ্রতা তৎপ্রতি নিয়োগ করিলে তাহার বিনাশ সাধন করা যাইতে পারে।

উ। না। ষড় রিপুর মধ্যে মোহকে পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত রিপুকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। এই পাঁচটীর প্রত্যেকের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কার্য্য আছে। যেমন কাম জীবনে ব্যভিচার আনয়ন করে, ও মনুষ্যকে অপবিত্রতার দিকে আকর্ষণ করে, ক্রোধের প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছা হয়, লোভ ভোগবাসনা বিষয়ের দিকে আকর্ষণ করে, অহঙ্কার স্বীয় প্রাধান্য স্থাপন করিতে চায়, স্বার্থপরতা আপন টান টানে; সেইরূপ কাম রিপুর ঠিক বিপরীত পবিত্রতা, ক্রোধের বিপরীত ক্ষমা, লোভের বিপরীত বৈরাগ্য, অহঙ্কারের বিপরীত বিনয়, স্বার্থপরতার বিপরীত জীবে প্রেম। বাম হস্ত নিচে রাখিয়া দক্ষিণ হস্ত উর্দ্ধে তুলিতে হইবে। পঞ্চে পঞ্চ জয় করিতে হইবে। দক্ষিণ হস্ত দ্বারা এক চাপড়ে পাঁচটী রিপুকে বিনাশ করিতে হইবে। এই উপমা দ্বারা ইহাও সিদ্ধ হইল যে, ভাব পক্ষে কিছু না হইলে অভাব পক্ষীয় পাপ বিনষ্ট হয় না। আবার ঠিক বিপরীত না হইলেও হইবে না। বিনয় দ্বারা কাম রিপু নিরস্ত হইবে না, অথবা ক্ষমা সাধনে স্বার্থপরতা যাইবে না।

প্র। মিথ্যা কথা, নিষ্ঠুরতা ইত্যাদি কি পাপ নহে?

উ। ইহারাও পাপ কিন্তু স্বয়ং স্বতন্ত্র একটী শ্রেণীর পাপ নহে। যে সমুদয় শ্রেণী নির্দ্দিষ্ট হইল উহারা তাহারই অন্তর্গত। কাম কিম্বা লোভ ইত্যাদি পাপ চরিতার্থ করিবার জন্য লোকে মিথ্যা বলে। ক্রোধ, লোভ কি অন্যান্য পাপের উত্তেজনায় লোকে নরহত্যা করে। আর একটী বালককে ডাকিয়া লইয়া নানা প্রকারে ঠকাইতে চেষ্টা কর উহা চতুরতার অহঙ্কার জনিত। যুদ্ধ করিবার উৎসাহ একটী ভয়ানক পাপের দৃষ্টান্ত, কিন্তু উহা শত্রু জব্দ করিবার ইচ্ছা সম্ভূত। এইরূপে (analyse) বিভক্ত করিয়া দেখিলে ইহা নিশ্চয় দেখা যায়, যাহাকে পাপ বলা যায় তাহাই এই পাঁচটীর এক কি একাধিক শ্রেণীর মধ্যগত। দুষ্ট প্রকৃতি বালকের স্বভাব দর্শন করিয়া অনেকানেক সম্প্রদায় মধ্যে নানা প্রকার কুসংস্কার স্থান পাইয়াছে। কেহ বালকের প্রকৃতিই পাপ সংসৃষ্ট এইরূপ মনে করিয়া থাকে। এই জন্য প্রত্যেক পাপকে সম্পূর্ণ (analyse) বিভক্ত করিয়া অনুসন্ধান করা আমাদের উচিত, নতুবা আমাদের মত স্থিরতর রাখা দুষ্কর।

প্র। অন্যায় কি একটী স্বতন্ত্র শ্রেণীর পাপ নহে?

উ। না। পরস্ত্রী অপহরণ করা অন্যায়, কারণ তাহা পবিত্রতার বিরোধী, চুরি করা পাপ কেননা তাহা বৈরাগ্যের বিরুদ্ধ। এইরূপ সকল অন্যায়ই কোন না কোন পবিত্রতার বিরোধী বলিয়াই অন্যায়, নতুবা অন্যায় বলিয়া আর স্বতন্ত্র কোন শ্রেণীর পাপ নাই।

প্র। যখন দেখিতেছি লড়াইয়ের উৎসাহ হইতে বৃহৎ ও অতি পুরাতন সমৃদ্ধিশালী নগর সমূহ ধ্বংশ হইতেছে এবং হাজার হাজার মানবের প্রাণ বধ হইতেছে তখন পাপ কেবল দুর্ব্বলতা ইহা কিরূপে প্রতিপন্ন হইতে পারে?

উ। অসামাল অবস্থাই পাপ। যখন ক্ষমার বল চলিল না তখনই ক্রোধ উপস্থিত হইল। যুদ্ধে যে বল প্রকাশ পায় তাহা বুদ্ধির ক্ষমতা ও বাহুবল। স্থির ভাবে বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে শক্তি দুইটী নাই। সৎকার্য্য করিবার জন্য একটী হাত অসৎ কার্য্য করিবার আর একটী হাত, সাধু চিন্তা করিবার জন্য একটী মন, অসাধু চিন্তা করিবার জন্য অন্য একটী মন, এরূপ নহে। শক্তি এক, এবং তাহা পবিত্র। তবে ইচ্ছা নানারূপে তাহা নিয়োগ করিতে পারে। ইচ্ছার সবল অবস্থায় তাহা ভাল পথে নিয়োগ করিয়া পুণ্যলাভ করে, অসামাল অবস্থায় বিপথে চালনা করিয়া পাপে আপনাকে কলঙ্কিত করে। লোকে অনেক সহ্য করিয়া পরে শত্রুকে এক ঘা মারিল, মারিবার পূর্ব্বেই বলিয়া উঠিল "এতক্ষণ সহ্য করিতে ছিলাম আর পারিলাম না"। "পারিলাম না" এই কথাতেই অসামাল অবস্থা বা দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায়। পাপ বলিয়া একটী শক্তির অস্তিত্ব কেহই স্বীকার করিতে পারে না। এই দুর্ব্বলতার ভাব বাম হস্তের সহিত সুন্দর মিলিয়া যায়। বল দক্ষিণ হস্তে, সেই হস্তের বলে ও ঈশ্বর করুণায় এক চড়ে পাপ তাড়াইতে হইবে।•

প্র। কোন্ পাপ সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান?

উ। সকলেই স্ব স্ব প্রধান, কিন্তু বৃদ্ধ পাপ অর্থাৎ কামই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই পাঁচটী রিপুদমন ব্রত পৃথিবীতে

পালন করিয়া সম্পূর্ণ মুক্তি লাভ করিয়া সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাদিগের দমন ব্যতীত অন্য সকল সাধন বৃথা ও নিরর্থক। ভক্তিতে বিগলিত হইলে তাহা লোকে বিশ্বাস করিবে না। কিন্তু ধর্ম্ম সাধনের এবং ঈশ্বর দর্শন ও সহবাসের অনিবার্য্য ফল রিপুদমন ও জীবনের পবিত্রতা, ইহাই সকলের লক্ষ্য ও সাধক জীবনের লক্ষণ। প্রাণপণ করিয়া এই ব্রত সাধন করিতে চেষ্টা করা উচিত।

প্র। হস্তের সঙ্গে ভাবযোগ দ্বারা আমরা কি কি লাভ করিলাম?

উ। ১মতঃ পাপ এবং তদ্বিপরীত পুণ্য সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবার উপায়।

২য়তঃ এক চাড়ে পাপ তাড়ান।

৩য়তঃ অঙ্গুষ্ঠীর উপরে অঙ্গুলী বিনিবেশ করিয়া করযোড়ে প্রার্থনার ভাব "যথা—বাম হস্তকে দমন করিয়া দক্ষিণ হস্তের জয় স্থাপন কর"।

৪র্থতঃ। বাম হস্ত নিচে রাখিয়া দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক সঙ্কীর্ত্তন করিয়া পবিত্রতার জয় ঘোষণা।

সঙ্গীত।

রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ—তাল আড়া।

কে গো বসে অন্তরালে। ঠিক যেন মায়ের মত, যখন যাহা প্রয়োজন যোগাইছ যথা কালে।

সৃষ্টির আবরণে, লুকায়ে রয়েছ কেনে, কি সম্বন্ধ তোমার সনে, কাণে কাণে দাও বলে।

বুঝেছি বলতে হবে না, ব্যাভারে গিয়েছে জানা, আপনার গুণে আপনি প্রকাশ হয়ে পড়িলে।

মা হয়ে সন্তানের কাছে, লুকাবে সাধ্য কি আছে, স্নেহের অনুরোধে প্রাণের টানে আপনি ধরা দিলে।

এত ভালবাস তবে, থাক কেন গুপ্ত ভাবে, আমার প্রাণ যে কেমন করে তোমার মুখ না দেখিলে।

সম্বাদ।

"ধর্ম্মবিজ্ঞান বীজ" নামক এক খানি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিপাদক গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে। ইহার প্রণেতা শ্রীযুক্ত বাবু কালীশঙ্কর দাস। গ্রন্থকর্ত্তা এক জন সুযোগ্য লোক এবং উৎসাহী ব্রাহ্ম। পুস্তক খানি ১৪৪ পৃষ্ঠা, নয়টী অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহা পাঠ করিয়া আমরা যথেষ্ট প্রীতি লাভ করিয়াছি। তর্ক যুক্তি দ্বারা যাঁহারা ধর্ম্মের মূল সত্য বুঝিতে ভাল বাসেন তাঁহাদের পক্ষে ইহা উপকারী হইবে সন্দেহ নাই। ভাষা অতি সহজ, রচনাপ্রণালী হৃদয়গ্রাহী। ইহাতে লেখকের স্বাধীনচিন্তা শক্তিরও কিছু কিছু পরিচয় আমরা পাইলাম। বিষয় গুলি যদিও বৈজ্ঞানিক, কিন্তু লেখার গুণে নীরস বোধ হইল না; গ্রন্থকার স্থানে স্থানে ভক্তি ভাবেরও পরিচয় দিয়াছেন। মফস্বলের ব্রাহ্মগণ এরূপ সদুদ্দেশ্যে যদি পরিশ্রম করেন তাহা হইলে তাঁহাদের এবং সমাজের অনেক মঙ্গল হয়। এরূপ পুস্তক প্রণেতাকে উৎসাহ দেওয়া ব্রাহ্মদের উচিত। আমরা ভরসা করি এই গ্রন্থ পাঠে সকলেই প্রীতি লাভ করিবেন।

আগামী রবিবার হইতে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের সায়ংকালীন উপাসনা কার্য্য সাতটার সময় আরম্ভ হইবে।

বিগত ২৮ শে ভাদ্র রবিবারে চন্দনগর হাটখোলা উপাসনা সমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। প্রাতে শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু, সন্ধ্যাকালে শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র সিংহ উপাসনা কার্য্য করিয়াছিলেন। পূর্ব্ব দিন অপরাহ্নে একটী অনাবৃত স্থানে শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ চক্রবর্ত্তী বক্তৃতা করেন তৎপরে নগরসংকীর্ত্তন হয়। ব্রাহ্ম যুবকেরা সাম্বৎসরিক উৎসবাদিতে যেরূপ উৎসাহ প্রকাশ করেন তাহা দেখিলে আশা হয়, কিন্তু তাহা স্থায়ী হইবার মত তাঁহাদের জীবনে কোন চিহ্ন দেখা যায় না। বাহ্যাড়ম্বরে না ভুলিয়া যাহাতে জীবন পবিত্র হয় তাহার জন্য সকলে যত্নবান্ হউন।

আমাদের আচার্য্য মহাশয়ের পৈত্রিক বাসস্থান গৌরিভা গ্রামে একটী উপাসনা সভা স্থাপিত হইয়াছে। অনেক গুলি ভদ্র যুবা তাহাতে যোগ দিয়াছেন। মন্দিরের জন্য স্থান মনোনীত করা হইতেছে। শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার সেন সময়ে সময়ে তথায় গিয়া উপদেশ ও উপাসনাদি দ্বারা যুবাদিগকে উৎসাহ দিয়া থাকেন। এখানে কয়েকটী সচ্চরিত্র শিক্ষিত ভদ্রলোকও আছেন, ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি তাঁহাদের অনুরাগও আছে। আমরা ভরসা করি তাঁহারা এ কার্য্যে সহায়তা করিবেন।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রচারকার্য্যের সাহায্যার্থ দান স্বীকার।

(গত প্রকাশিতের পর।)

মাসিক দানসংগ্রহ।

শ্রীযুক্ত বাবু জয়গোপাল সেন	৫
,, ,, গোপালচন্দ্র মল্লিক	২
,, ,, বসন্তকুমার গুহ	১
,, ,, মধুসূদন সেন	১
,, ,, তারকনাথ দত্ত	১
,, ,, কৃষ্ণদয়াল রায়	১
,, ,, বৈকুণ্ঠনাথ সেন	২
,, ,, শ্রীকৃষ্ণ হাজরা	॥৹
,, ,, হরিদাস শ্রীমানি	১
,, ,, অক্ষয়কুমার রায়	১
শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা বসু	২
কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজ	৪

এককালীন দান।

শ্রীমতী মহামায়া বসু	৫
,, ব্রহ্মময়ী দাস	১০
,, কাদম্বিনী ও নিত্যারাণী নন্দী ইন্দোর	১০
শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র নন্দী	১০
লালা বেণীপ্রসাদ মুলতান	১০
পণ্ডিত বসন্তরাম ঐ	৭৸৶০

বাৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ পাল	৬

ভিক্ষাপ্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু মুকুন্দবল্লভ মজুমদার ও শ্রীমতী সোদামিনী দাহা ১টী সিদা মূল্য	১০৶১০

পাথেয় হিসাব।

কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজ	১
গৌরিভা ঐ	১
চন্দননগর ঐ	৪৸০

এই পাক্ষিক পত্রিকা কলিকাতা ৩০ নং কলেজ স্কোয়ার ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে ১লা আশ্বিন শ্রীগোপালচন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত হইল।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৮ম ভাগ। ১৮শ সংখ্যা। | ১৬ই আশ্বিন, শুক্রবার, ১৭৯৭ শক। | বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২৷৷০ মফস্বল ঐ ৩৷০

প্রার্থনা।

হে আশার অবলম্বন প্রাণসখা পরমেশ্বর! তুমি স্বয়ং যেখানে আশাপ্রদ অভয়বাণী প্রচার করিতেছ তখন আর আমার দুঃখের কারণ কি আছে? তুমি স্পষ্ট বলিতেছ যে, “হে সন্তান! হে পাপ ভারাক্রান্ত মানব! আমি তোমার সঙ্গে আছি তুমি ভীত হইও না; আমি চির দিন তোমাকে বাঁচাইব, একাকী অরণ্য মাঝে ফেলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিব না।” এ কথা তুমিই তো বারম্বার বলিতেছ, নতুবা আর আমি ইহা কোথা হইতে শুনিলাম? এমন মিষ্ট কথা মিষ্ট স্বরে আর কে বলিতে পারে, কার বা ক্ষমতা আছে? কথার ভাব দেখিয়াই বুঝা যাইতেছে যে ইহা এ রাজ্যের কথা নহে, স্বর্গীয় আশ্বাসবাণী। ধন্য দয়াময় প্রভো! এ সকল তোমারই মুখে শোভা পায়। তোমার গুণ যেমন অনন্ত ইহা তেমনি উপযুক্ত কথাই হইয়াছে। অনেক বার আত্মজিজ্ঞাসা দ্বারা ইহা শ্রবণ করিলাম এবং কার্য্যেতেও তাহার শত শত প্রমাণ পাইলাম। কিন্তু তথাপি অল্প বিশ্বাসী চিত্ত এখনও তোমার উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছে না। অত্যন্ত ভয়ানক অগ্নি পরীক্ষায় যখন পতিত হই তখন মন এমন ব্যাকুল হয় যে, তুমি নিকটে আছ তাহা পর্যন্ত ভুলিয়া যাই। হে দেব! আমি সকল প্রকার দোষ দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও তোমার ইচ্ছার অনুগামী হইয়া থাকিব এরূপ সঙ্কল্প করিয়াছি, আর তুমিও আমাকে বাঁচাইবে বলিয়া আশা দিয়াছ, এখন হৃদয়ে এই বাসনা হয় যে দিন দিন পুণ্যের উচ্চ ভূমিতে উত্থিত হইয়া তোমার পবিত্র মুখ জ্যোতিঃ উজ্জ্বলরূপে দর্শন করি। দীননাথ! যেন প্রাণান্তেও তোমার শ্রীমুখ বিনিঃসৃত এই মুক্তিপ্রদ আশ্বাসবাণীতে সন্দেহ না করি অথবা তাহা ভুলিয়া না যাই।

সাধারণ এবং বিশেষ বিশ্বাস।

যাঁহারা ঈশ্বরকে জল স্থলে স্থাবর জঙ্গমে ওষধি বনস্পতিতে কিম্বা দূরস্থ সূর্য্য চন্দ্র নক্ষত্র মণ্ডলে সংস্থাপন করিয়া সাধারণ সম্বন্ধে তাঁহার সহিত সম্বদ্ধ হয়েন তাঁহাদের বিশ্বাস ব্যক্তিত্ব ভাবহীন অতি স্থূল, সুতরাং নীরস। পাছে স্বর্গস্থ সেই অনন্ত ভূমা মহান্ পুরুষের গাম্ভীর্য্য এবং সম্ভ্রমের কোন হানি হয় এই আশঙ্কায় তাঁহারা হৃদয়স্থ দেবতাকে নিতিশয় দূর সম্বন্ধে সম্বোধন করত তাঁহার পূজা

বন্দনা করিয়া থাকেন। অন্তঃপুর নিবাসী বন্ধু যখন এই রূপে বহু দূরে অবস্থিতি করেন, তিনি যত দিন প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি রূপে কেবল উক্ত হয়েন তত দিন বহু সমাসযুক্ত সুদীর্ঘ বর্ণমালা দ্বারা তাঁহাকে আহ্বান করিতে হয়। যে পরিমাণে তিনি আত্মা হইতে দূরে থাকেন সেই পরিমাণে তাঁহাকে আহ্বানের জন্য শব্দাড়ম্বরের প্রয়োজন হয়। বোধ হয় যেন উপাস্য উপাসকের দূরত্ব বিনাশের জন্য এ প্রকার বহু বর্ণ-সংযুক্ত অত্যুচ্চ ভাষা ব্যবহৃত হইতেছে। স্থূল বিশ্বাসী ব্যক্তিগণ মনে করেন বুঝি সেই বাক্যাতীত ঈশ্বরকে শব্দ জালে একবারে আবদ্ধ করিয়া ফেলিবেন। ব্রাহ্মসমাজের শৈশবাবস্থায় এই রূপ স্থূল বিশ্বাসের প্রাদুর্ভাব ছিল। তখনকার বিদ্যালয়ের ছাত্র এখনও কেহ কেহ আছেন। ইহাঁরা ভাব এবং সারবত্তা অপেক্ষা ভাষার লালিত্য এবং গাম্ভীর্য্যের প্রতি অধিক অনুরাগী। যে ভাষায় তাঁহারা পূর্ব্বে ঈশ্বরকে সম্বোধন করিয়া আসিয়াছেন তাহার কিছু মাত্র পরিবর্ত্তন সহ্য করিতে পারেন না। ইহাঁরা কেবল যে সেই গম্ভীর ভাষার পক্ষপাতী তাহা নহেন, ঈশ্বরের সহিত ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধেরও অত্যন্ত বিরোধী। ক্ষুদ্র কীট মলিন মানব স্বর্গের পবিত্র ঈশ্বরকে সখ্য ভাবে, বন্ধু ভাবে সম্বোধন করিবে? কোথায় বা তিনি আর কোথায় বা মনুষ্য! ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করা তাঁহাদের পক্ষে ঈশ্বর অবমাননা বলিয়া প্রতীত হয়। ফলতঃ ইহাঁরা দয়াময় দীনবন্ধু ঈশ্বরকে মুসলমান সম্রাটদিগের মত দুঃখীর অগোচর সম্ভ্রমশালী করিয়া রাখিতে চান। সৌভাগ্যের বিষয় যে ঈশ্বর তেমন অনুদার সম্ভ্রমপ্রিয় নহেন, পাপীর দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করাতেই তাঁহার প্রকৃত মহত্ত্ব।

স্থূল বিশ্বাসীগণ সাধারণ ভাবে ঈশ্বরের যে সকল মহৎ গুণ ও মঙ্গল ব্যবহারের উপর বিশ্বাস স্বীকার করেন, নিকট বা বিশেষ বিশ্বাসী সাধকেরা সেই সকল গুণ ও ব্যবহারের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ভাব সকল বিশেষ ব্যক্তিগত ভাবে দেখেন বলিয়া প্রথমোক্ত ব্যক্তিরা তাঁহাদিগকে ভ্রান্ত বলিয়া ঘৃণা করেন। ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী তাহাতে কাহারো আপত্তি নাই, কিন্তু তিনি আমার হৃদয়ে আছেন এ কথা সহ্য হইবে না। তিনি অনন্ত দয়ার সাগর ইহা সাধারণ সত্য, কিন্তু তিনি আমার তত্ত্ব লয়েন এবং আমাকে ভালবাসেন ইহা কর্ণে ভাল লাগে না। তিনি মঙ্গলময় চেতনাবান্ জাগ্রত ঈশ্বর এ কথা স্বীকার্য্য, কিন্তু তিনি আমাকে পরিত্রাণ দিবেন, আমার প্রার্থনা শুনিবেন, আমার হৃদয়ে তাঁহার জ্ঞান প্রতিভাত হইবে ইহা শুনিতে যেন কেমন বোধ হয়! একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই ইহা বুঝিতে পারা যাইবে, যে সাধকদিগের উক্তি সকল সাধারণ বিশ্বাসের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কার্য্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। তাঁহারা আপনাদের ইষ্ট দেবতাকে দূর হইতে ফুল ফেলিয়া দিয়া চলিয়া যান না, কিন্তু তাঁহাকে আপনার পিতা মাতা বলিয়া বিশ্বাস করিয়া সরল বালকের ন্যায় তাহার নিকট উপস্থিত হন। ঈশ্বরের সঙ্গে ঈদৃশ নিকটতর মিষ্ট সম্বন্ধে যাঁহারা সম্বদ্ধ হইয়াছেন তাঁহাদের কথা অতি ক্ষুদ্র, সহজ, সুবোধ্য, চেষ্টাশূন্য। ভক্তের সহিত ভক্তবৎসলের যখন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হয় তখন প্রাতঃকালের মেঘগর্জ্জনের ন্যায় আর বৃথা বাক্যাড়ম্বর থাকে না। স্থূল বিশ্বাসীগণও ঈশ্বরকে "তুমি" বলিয়া সম্বোধন করিতে সঙ্কুচিত হন না। ইহা এই জন্য কি নয় যে তাঁহার কাছে আমাদের সভ্যতা ভদ্রতা কিম্বা শিষ্টাচার কিছুই নাই? আমাদের লজ্জা সম্ভ্রম শীলতা সকলই তাঁহার কাছে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। বিশ্বাস এবং সরলতা থাকিলে তাঁহাকে ঠিক প্রিয়তম বন্ধু, স্নেহময়ী মাতা, অভয়দাতা প্রভু রূপে দর্শন করিয়া মনুষ্যের ন্যায় ব্যবহার করা যায়। কেবল যায় তাহা নহে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব সাধকদিগের জীবনে

এরূপ ঘনিষ্ঠ ব্যবহার দৃষ্ট হইয়াছে। ব্রাহ্ম-সমাজের ঈশ্বর প্রথমে ব্রাহ্মদিগের নিকট হইতে বহু দূরে থাকিতেন, এখন তিনি ব্রাহ্মদিগের দিকে ব্রাহ্মরাও তাঁহার দিকে ক্রমে অগ্রসর হইয়া আসিতেছেন, সুতরাং এক্ষণকার সম্বন্ধ অতি সুমিষ্ট সম্বন্ধ, বিশেষ বিশ্বাসের সম্বন্ধ। অতঃপর এ সময় সাধারণ বিশ্বাসের দূরত্ব ভাব আর প্রার্থনীয় নহে। পূর্ব্বে যাঁহারা ভাবার সৌন্দর্য্যে এবং গাম্ভীর্য্যে কর্ণকে শীতল করিতেন, তাঁহারা এখন প্রকৃত সার বস্তুর আস্বাদন গ্রহণ করিয়া হৃদয়কে পরিতৃপ্ত করুন। "ভাষায় বধ করে, ভাবে জীবন দেয়!"

জীবনপুস্তক মুদ্রাঙ্কন।

আমাদের জীবনপুস্তক সংসার যন্ত্রে প্রতিদিন মুদ্রিত হইতেছে। দিবসের পর দিবস এক একটী করিয়া ইহার যে সকল পত্র ছাপা হয়, তাহাতে যে কত বিচিত্র এবং অদ্ভুত ঘটনা লিখিত থাকে তাহা পাঠ করিয়া কে শেষ করিবে? মানব মন কেবল অসাধারণ এবং কার্য্যোপযোগী ঘটনা কয়টী স্মরণ করিয়া রাখে; তদ্ব্যতীত তাহার জীবন পুস্তকে কি কি বিষয় লিখিত আছে তাহা সে বলিতে পারে না। কিন্তু সেই যন্ত্রাধ্যক্ষ, দৈনিক-বৃত্তান্ত-পাঠক এই প্রকাণ্ড পুস্তকের কোথায় কোন্ দিন কি ঘটনা মুদ্রিত হইয়াছে তাহা সকলই অবগত আছেন। তিনি উজ্জ্বল জ্ঞানচক্ষে সে সমস্ত প্রাত্যহিক বিবরণ অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। প্রত্যেক ব্যক্তিরই জীবন পুস্তকের এক একটী পত্র প্রতিদিন মুদ্রিত হয়, কিন্তু অধিকাংশ পুস্তকের পত্রে একই বিষয় পুনঃ পনঃ পুনর্মুদ্রিত হইয়া থাকে, একবার কম্পোজ করিলে অনেক দিন পর্য্যন্ত চলে। সুতরাং সে সকল পুস্তক তাদৃশ মনোহর পাঠ্য নহে; তাহার প্রথম অর্দ্ধভাগ বিবিধ ঘটনা রাজিতে পরিপূর্ণ থাকে, কিন্তু অবশিষ্ট অর্দ্ধাংশ পুনরুক্তিতে পূর্ণ হয়, নূতন ঘটনা প্রায় তার পর আর কিছু দেখা যায় না। প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আহার, বিহার, সাংসারিক অভাব মোচন এই তিন বিষয়ে তিনটী পরিচ্ছেদ স্ত্রী পুত্র পরিবারগণের গাঢ় অলিঙ্গনরূপ পেষণ যন্ত্র দ্বারা উত্তমরূপে পৃষ্ঠ হইয়া দৈনিক জীবনের এক একটী পৃষ্ঠা মুদ্রিত হইতেছে। তারিখ আছে বলিয়া একটী পত্র হইতে অন্য পত্রকে ভিন্ন করিয়া বুঝা যায়, নতুবা বুঝিবার আর অন্য উপায় ছিল না। উক্ত তিন পরিচ্ছেদ ব্যতীত অধিকাংশ পুস্তকে প্রতিদিন পরনিন্দা ও পরচর্চ্চার একটী ক্ষুদ্র পরিচ্ছেদও সন্নিবেশিত থাকে। ধর্ম্মসম্বন্ধেও দুই চারি ছত্র কম্পোজ হয়, কিন্তু ছাপিবার সময় তাহার অক্ষরগুলি উঠিয়া যায়; উঠিয়া না গেলেও তাহা এমন নিকৃষ্টরূপে মুদ্রিত হয় যে পাঠ করা যায় না। অনেক ভুলও থাকে। আর কতকগুলি পুস্তকের দৈনিক পত্রে ধর্ম্মবিষয়ে এক একটী দীর্ঘ পরিচ্ছেদ থাকে, কিন্তু তাহা কেবল গত দিবসের উদ্ধৃত অথবা পুনরুক্তি মাত্র।

এইরূপ প্রত্যেক মনুষ্যের পুঁথি বাড়িয়া যাইতেছে, দিবসের পর দিবস রাশি রাশি পত্র ছাপা হইতেছে, কিন্তু তাহাতে পাঠ করিবার অতি অল্পই থাকে। অধিকন্তু স্থানে স্থানে এমন অশ্লীল অশ্রাব্য বিষয় বর্ণিত হয় যে তাহা কেবল সেই নির্ব্বিকার অন্তর্দ্দর্শী যন্ত্রাধ্যক্ষই পাঠ করিতে পারেন, ভদ্র সভ্যসমাজে তাহা পঠিত হইলে নিশ্চয়ই পুস্তক শুদ্ধ একবারে গ্রন্থকর্ত্তাকে বিচারালয়ে প্রেরিত হইতে হয়। মধ্যে মধ্যে দুই এক খানি উৎকৃষ্ট পুস্তকও হইতেছে; তাহার ছাপাও উত্তম, প্রত্যেক পৃষ্ঠায় ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ও আছে, সুতরাং তাহা পাঠ করিলে মনে প্রীতি জন্মে। কিন্তু তাহার সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। এরূপ দুর্ল্লভ এবং সারগর্ভ পুস্তকের অবিকল প্রতিলিপি অনেকের পুস্তকে মুদ্রিত হইতেছে, কিন্তু তাহা মুদ্রিত করিলে কি হইবে? স্থানে স্থানে তাঁহাদের নিজের ঘটনা পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে ইহাঁরা কোনরূপে লোকলজ্জা নিবারণ করিতেছেন। তবে এই সকল প্রতিলিপিপূর্ণ পুস্তকের মধ্যে দুই এক খানি এমনও আছে যাহা পাঠে সুখী হওয়া যায়। কিন্তু উপরোল্লিখিত বিরল দৃশ্য সুপাঠ্য গ্রন্থ যেমন মূল্যবান্ এমন আর এক খানিও হয় না। উহার প্রত্যেক পত্রে নূতন নূতন বিষয় থাকে কেবল তাহা নহে, পুরাতন বিষয়ের নূতনবিধ অতি সুন্দর ভাবব্যঞ্জক অভিনব রস মিশ্রিত ব্যাখ্যানও থাকে; তাহা পড়িতে নূতনের ন্যায়

বোধ হয়। সাধারণতঃ প্রতিদিন এই পুস্তকের এক একটী পত্রের কিয়দংশে ব্রহ্মারাধনা মুদ্রিত হয়; তদুপরি এক একটী ব্রহ্মসঙ্গীত অঙ্কিত হইয়া শোভা পাইতে থাকে। প্রত্যেক পৃষ্ঠার অর্দ্ধভাগ এই আরাধনার নিত্য নূতন ব্যাখ্যানে পরিপূর্ণ অপরার্দ্ধ ভাগে নানাবিধি তত্ত্ব কথা, প্রার্থনা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রহ্মচিন্তা, ও স্মরণ এবং মানবকুলের হিতকর কার্য্যের আদর্শ ও অনুষ্ঠান; মাঝে মাঝে দুই চারি ছত্র যন্ত্রাধ্যক্ষের সহিত সুমিষ্ট কথোপকথন বিবৃত হয়। যদিও প্রতিদিন এক একটী পাতের অর্দ্ধ খণ্ডে পুরাতন বিষয় ব্রহ্মারাধনা মুদ্রিত হয়, কিন্তু তাহার শির নামাটী কেবল পুরাতন, ভিতরকার ভাব সমস্ত নূতন সরসভাবে পরিপূর্ণ। একই বিষয় বিভিন্ন প্রকারে ব্যাখ্যাত। এই সমস্ত বিষয় অবিনশ্বর অক্ষরে মুদ্রিত হইতেছে, পুস্তক অগ্নিতে দগ্ধ হইলেও ইহা দগ্ধ হইবে না, বরং দিন দিন উজ্জ্বল ভাব ধারণ করিবে। কিন্তু যাঁহারা পুরাতন অসার বিষয় কিম্বা অন্য প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারের অবিকল প্রতিলিপি ছাপাইতেছেন, তাঁহাদের পুস্তক ছাপা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্তই কালরূপ কীট কর্ত্তৃক গ্রাসিত হইয়া যাইবে কিছুই থাকিবে না। শিল্প, বিজ্ঞান, ও বৈষয়িক বিবরণ যাহা কিছু তাঁহারা মুদ্রিত করিয়াছেন কাল স্রোতে তাহাও বিধৌত হইবে। সেই অংশ মাত্র থাকিবে যাহা কেবল বিশুদ্ধ নীতি এবং পুণ্যের অন্তর্গত। অতএব গ্রন্থকর্ত্তাগণ! অসার বিষয় প্রতিদিন আর ছাপাইবেন না, যাহা অক্ষয় অবিনশ্বর তাহা দ্বারা দৈনিক জীবনের পত্র সকল মুদ্রিত করুন। স্বয়ং যন্ত্রাধ্যক্ষ যাহা বলিয়া দেন তাহাই মুদ্রিত করুন।

মুসলমান সাধকদিগের উক্তি।

যদি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে আহ্বান কর তাহাতে তোমার বিশেষ দয়া বলিব। ক্রোধ করিয়া তাড়াইয়া দিলেও মন অবিকৃত থাকিবে। তোমার গুণের প্রশংসা করি এমত ক্ষমতা নাই, যে হেতু সেই গুণ অনির্ব্বচনীয়। প্রেমদৃষ্টিতে আমার প্রেমাস্পদ বন্ধুকে দেখিতে হয়, বিশ্বের সমুদায় সুন্দর পদার্থের সৌন্দর্য্যের জ্যোতিঃ তিনি। প্রিয়তমের বদন রূপ ধর্ম্মগ্রন্থে প্রেমশাস্ত্র শিক্ষা কর, অন্য কিছুতেই সেই শাস্ত্রের তাৎপর্য্য বর্ণন করা যাইতে পারে না।

যিনি নির্জ্জনে প্রিয়তমের সহবাসে আছেন তাঁহার আর বাহ্যিক আমোদের প্রয়োজন কি? যিনি প্রিয় বন্ধুর পল্লীতে বাস করেন তাঁহার আর প্রান্তরে গমনের আবশ্যক কি? বন্ধুর দর্শন লাভ অনন্ত জীবন লাভ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যাহা শ্রেষ্ঠ প্রভো! আমাকে তাহাই দান কর। তিনি তরবার দ্বারা আমাকে আঘাত করিলেন, আমি কাহাকেও বলিলাম না। প্রিয়তম বন্ধুর সম্বন্ধীয় কথা অন্যের নিকট গোপন রাখা শ্রেয়ঃ। হৃদয়! সর্ব্বদা তুমি বন্ধুর দ্বারে ভিক্ষুক হইয়া থাক, স্থায়ী ধনই প্রার্থনীয়। ঋষি! তুমি আমাকে স্বর্গে নিমন্ত্রণ করিও না, তোমার প্রদর্শিত স্বর্গ অপেক্ষা সেই সুন্দর মুখ শ্রেষ্ঠ। বন্ধুর দ্বারে দাসত্ব চিহ্নে চিহ্নিত হইয়া মৃত হওয়া পৃথিবীর রাজা হইয়া জীবন ধারণ করা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যে পুষ্প বন্ধুর চরণ দ্বারা দলিত ও চূর্ণ কৃত হইয়াছে, তাহা রাশীকৃত স্বর্ণ রেণু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। দোহাই ঈশ্বরের! আমার চিকিৎসককে একবার জিজ্ঞাসা কর যে এই রোগী কোন্ দিন আরোগ্য লাভ করিবে। (হাফেজ)

মনুষ্য নিজেই দর্পণ স্বরূপ। যে আপনাকে দেখে সে ঈশ্বরকেও দেখিতে পায়। আপন অস্তিত্বে ঈশ্বরের অস্তিত্বের পরিচয়, আপন গুণে ঈশ্বরের গুণের পরিচয় পাওয়া যায়।

(আক্সির হেদায়ৎ)

ঈশ্বর অস্তিত্বের প্রকৃত পরিচয় কিরূপে পাওয়া যায়?

গুরু উত্তর করিলেন যে তিনি স্বয়ং নিজের পরিচয় দান করেন। "আমি আছি" এই কথা কোন প্রকারে সন্দেহ করা যাইতে পারে না। তাঁহাকে কোন বস্তুতে পাওয়া যায় না, কোন মনুষ্যের ভাবে তাঁহাকে উপলব্ধি করা যায় না। তিনি দূরত্বের মধ্যে অথচ নিকটে, নৈকট্যের মধ্যে অথচ দূরে। তিনি সমুদায় পদার্থের অতীত। কোন পদার্থকে তিনি আপনার বসিবার আসন করিয়াছেন, ইহা বলা যাইতে পারে না। তিনি কোন পদার্থের ন্যায়

নহেন, কোন পদার্থ হইতে উৎপন্ন নহেন। সেই ঈশ্বর নির্ব্বিকার। তিনি এরূপ বটেন যে রূপ কোন বস্তু নয়।

(তজকুর তল আওলিয়া।)

পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি।

মহাত্মা চৈতন্যের সময়ে চট্টগ্রামে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি নামে এক জন ভক্ত ছিলেন। চৈতন্য ইঁহাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন, এমন কি তাঁহার নাম করিয়া তিনি কাঁদিতেন। বিদ্যানিধি একবার নবদ্বীপে আসেন। তাঁহার সঙ্গে লোক জন বিস্তর ছিল। গোপনে এক স্থানে বাসা করিয়া রহিলেন। মুকুন্দ নামক জনৈক ভক্তের সঙ্গে বিদ্যানিধির আলাপ ছিল, তিনিও পরম বৈষ্ণব। বিদ্যানিধির আগমন বার্ত্তা গদাধর নামক তাঁহার এক জন বন্ধুকে শুনাইয়া বলিলেন, বন্ধো! তুমি ভক্ত বৈষ্ণব দেখিতে ভাল বাস, অদ্য চল এক জন উৎকৃষ্ট বৈষ্ণব তোমাকে দেখাইব। এই বলিয়া মুকুন্দ গদাধর দুই জনে বিদ্যানিধির সমীপে উপনীত হইলেন, তিনিও সসম্ভ্রমে উভয়কে গ্রহণ করিলেন। বিদ্যানিধির বাহ্য বেশ ভূষা ব্যবহারাদি দেখিলে সহসা বোধ হয় যেন এক জন ঘোর বাবু। উত্তম খট্টাঙ্গে, পরিষ্কার শয্যার উপর চন্দ্রাতপের নীচে তিনি বসিয়া আছেন। পার্শ্বে নানাবিধ দ্রব্য সামগ্রী, সূক্ষ্ম বসন পরিধান, মস্তকের কেশ অতি পরিপাটি তাহাতে বিচিত্র সুগন্ধ, ললাটে চন্দন রেখা, দুই জন লোক ক্রমাগত ময়ুরের পাখা দ্বারা বাতাস করিতেছে। এইরূপ বিবিধ ভোগ বিলাসের মধ্যে বসিয়া বিদ্যানিধি তাম্বূল চর্ব্বণ করিতেছেন দেখিয়া গদাধর মনে মনে বড় বিরক্ত হইলেন এবং ভাবিলেন, ইঁহার নাম শুনিয়া ভক্তি হইয়াছিল, কিন্তু দেখিয়া অভক্তি হইতেছে। অতঃপর সর্মভব্যাহারী মুকুন্দ গদাধরের ভাব বুঝিতে পারিয়া একটী ভক্তিরসাত্মক শ্লোক পাঠ এবং তাহার ব্যাখ্যা করিলেন। শ্লোকের ভাবার্থ শ্রবণমাত্র পর্য্যাঙ্কে শয়ান রাজপুত্র সম সেই বিদ্যানিধি মহাশয় প্রেমাবেশে হতচেতন হইয়া এক বারে ভূমিতে পতিত হইলেন। এমনই তাঁহার মত্ততা জন্মিল যে তিনি ভয়ানক ব্যাকুলতার সহিত ধূলায় লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার সুন্দর কেশ পাশ মলিন হইল, পদাঘাতে পার্শ্বস্থ বিলাস সামগ্রী সকল ভাঙ্গিয়া গেল; উন্মাদের ন্যায় পরিধেয় সূক্ষ্ম বসন দুই হাতে ছিন্ন করিতে লাগিলেন। কাহার সাধ্য তাঁহাকে ধরিয়া রাখে, বোধ হইতে লাগিল যেন দেহাস্থি সকল চূর্ণ হইয়া যাইতেছে, আর ক্রমাগত নয়ন যুগলে বারিধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। গদাধর দেখিয়া অবাক্। তখন তিনি ভাবিলেন, লোকটা দেখিতে সংসারী বিলাসীর ন্যায়, কিন্তু ভিতরে এত বৈরাগ্য! পরে তিনি অনুতাপ করিতে লাগিলেন হায়! আমি কি অন্যায় কার্য্যই করিয়াছি। শেষে গদাধর এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ বিদ্যানিধির নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন। প্রায় দুই প্রহর কাল বিহ্বল থাকিয়া বিদ্যানিধি চেতনা লাভ করিলেন এবং গদাধরকে আলিঙ্গন দানপূর্ব্বক তাঁহাকে শিষ্য করিয়া লইলেন।

শুক ও জনক সংবাদ।

(যোগবাশিষ্ঠ হইতে অনুবাদিত।)

রাম বলিলেন, হে ভগবন! ভগবান্ ব্যাসের পুত্র শুক ঈশ্বরতত্ত্ব জানিয়াও কেন তাহাতে প্রথমে বিশ্রাম লাভ করিতে পারেন নাই, কোথা হইতে জ্ঞান লাভ করিয়াই বা বিশ্রাম লাভ করিলেন তাহা আমাকে বলুন। বিশ্বামিত্র বলিলেন, হে রাম! ব্যাসপুত্র শুকের বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি, উহা তোমার আত্মবৃত্তান্ত সদৃশ, শ্রবণ কর, উহা শ্রবণ করিলেও সংসার নিবৃত্তি হয়। হে সদ্বুদ্ধে! তোমার ন্যায় লোকযাত্রা চিন্তা করিতে করিতে শুকের হৃদয়ে বিবেক উদিত হইল। মহামনা শুক বিশুদ্ধ বিবেকবলে বিচার করিয়া যাহা কিছু সাধু, যাহা কিছু সত্য লাভ করিলেন কিন্তু স্বয়ং পরম বস্তু লাভ করিয়া তাহাতে তাঁহার মন বিশ্রাম লাভ করিল না। এইটীই পরম বস্তু এরূপ তাঁহার আত্মাতে বিশ্বাস জন্মিল না। কেবল তাঁহার চিত্ত চাঞ্চল্য শূন্য হইল; চাতক যদ্রূপ ভূভাগস্থ জল হইতে নিবৃত্ত হয় সেই রূপ বিবিধ প্রকারের ভোগ হইতে বিনিবৃত্ত হইল। একদা নির্ম্মলবুদ্ধি শুক সুমেরু পর্ব্বতোপরি নির্জ্জনে শান্ত ভাবে অবস্থিত স্বীয় পিতা মুনি কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে ভক্তি সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মুনে! সংসারের এই আড়ম্বর কি প্রকারে উদিত হইল? কি প্রকারেই বা প্রশমন হয়? কার কি পরিমাণে কোন্ সময়েই বা হইয়া থাকে? তত্ত্বজ্ঞ মুনি ব্যাস এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া পুত্রকে যথাবৎ বক্তব্য সমুদায় বিশুদ্ধ তত্ত্ব বলিলেন। স্বীয় শুভ বুদ্ধিযোগে পূর্ব্বে ইহা আমি জানিয়াছিলাম এই মনে করিয়া তাঁহার বাক্য শুক বহু মনে করিলেন না। ভগবান্ ব্যাস পুত্রের এই অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া পুত্রকে পুনরায় প্রত্যুত্তর করিলেন, আমি এ বিষয় তত্ত্বতঃ জানি না। ভূতলে জনক নামে ভূপতি আছেন, তিনি জ্ঞাতব্য বিষয় যথাবৎ জানেন, তাঁহার নিকট হইতে সমুদায় লাভ করিবে।

শুক পিতার নিকট এই কথা শুনিয়া সুমেরু হইতে ভূতলে অবতরণ পূর্ব্বক জনকপরিপালিত বিদেহ নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হে রাজন্! দ্বারে ব্যাসসুত শুক অবস্থান করিতেছেন এই কথা যষ্টিধারী দ্বারবান্গণ কর্ত্তৃক মহাত্মা জনককে তিনি জানাইলেন। জনক শুকের ভাব জানিবার অভিলাষে "থাকুন" এই অবজ্ঞাসূচক কথা

বলিয়া সাত দিন নিস্তব্ধ হইয়া থাকিলেন। শুক সেই দ্বারেই সেই ভাবে সাত দিন উন্মনা হইয়া অবস্থান করিলেন, তদনন্তর জনক তাঁহাকে অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন। রাজা তাঁহাকে দেখা দিলেন না, সাত দিন পর্য্যন্ত যৌবনোন্মদা যুবতীগণ এবং নানাবিধ ভোজন ও ভোগসঞ্চয় দ্বারা শশিনিভানন শুককে সেবা করাইলেন। অচল বক্ষপীঠ যেমন মন্দপবন দ্বারা স্থানান্তরিত হয় না, সেই সেই ভোগ ও দুঃখে ব্যাসপুত্রের মন তেমনি বিচলিত হইল না। পরমাত্মস্থ মৌনী এবং হৃষ্টমনা থাকিয়া পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় শুক কেবল সুখে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। নৃপতি জনক শুকের স্বভাব জানিতে পারিয়া তাঁহাকে নিকটে আনয়ন করিলেন এবং তাঁহাকে হৃষ্টমনা দেখিয়া নমস্কার করিলেন।

হে শুক! জগতে যাহা অনুষ্ঠান করিতে হয় তাহা আপনার নিঃশেষিত হইয়াছে, আপনি সমুদায় মনোরথ লাভ করিয়াছেন, আপনার অভিলষিত বিষয় কি? এই বলিয়া সত্বর স্বাগত করিলে শুক তাঁহাকে বলিলেন, হে গুরো! সংসারের এই আড়ম্বর কি প্রকারে উদিত হইল? কি প্রকারেই বা প্রশমন হয়? যথাবৎ সত্বরে আমার বলুন। শুক জনককে এই প্রকার প্রশ্ন করিলে মহাত্মা ব্যাস তাঁহাকে পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছিলেন তিনিও তাহাই বলিলেন। ইহাতে শুক বলিলেন, এই জ্ঞান আমি স্বয়ং পূর্ব্বে বিবেকের নিকট হইতে অবগত হইয়াছি, পিতাকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনিও ইহাই বলিয়াছেন। আপনি পণ্ডিত শ্রেষ্ঠ আপনিও এই কথা বলিলেন, শাস্ত্রেও ইহাই দেখিতে পাওয়া যায়। স্বীয় কল্পনাযোগে সংসার সংসার রূপে পরিণত হয়, কল্পনা ক্ষয় হইলে দগ্ধ সংসার নিসারের ন্যায় নিশ্চয় ক্ষয় পায় ইহাই কি ধ্রুব সত্য বলুন। সত্য হইলে জগতের নানা বিষয়ে ভ্রাম্যমাণ এই চিত্ত সহকারে আমি বিশ্রাম লাভ করিতে পারি।

জনক বলিলেন হে মুনে! আপনি যাহা নিশ্চয় করিয়াছেন, তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছু নাই। আপনি স্বয়ং উহা জানিয়াছেন, গুরুর নিকট পুনরায় শ্রবণ করিলেন। পরিচ্ছেদ রহিত চৈতন্যময় আত্মাই এক পুরুষ আছেন, তদ্ভিন্ন আর কিছুই নাই। এই পুরুষ স্বয়ং কালবশে বদ্ধ হয়েন, নিঃসঙ্কল্প হইলেই মুক্ত হয়েন*। অতএব আপনি যাহা জ্ঞাতব্য স্পষ্ট জানিয়াছেন। আপনি মহাত্মা আপনার সমুদায় ভোগ এবং সমুদায় দৃশ্য বিষয় হইতে চিত্তের বিরতি হইয়াছে, পূর্ণচেতা আপনি, যাহা কিছু প্রাপ্তব্য সকলি পাইয়াছেন। হে ব্রহ্মন্! আপনি আর দৃশ্য বিষয়ে বিমুগ্ধ হন না। আপনি মুক্ত হইয়াছেন ভ্রান্তি পরিত্যাগ করুন। মহাত্মা জনকের নিকট এই প্রকার উপদেশ পাইয়া শুক আত্মস্থ বিশুদ্ধ পরমপদেতে তূষ্ণীভাবে অবস্থিতি করিলেন। তাঁহার সমুদায় শোক ভয় আয়াস বিদূরিত হইল, সমুদায় অভিলাষ নিবৃত্ত হইল, সমুদায় সংশয় ছিন্ন হইল। সমাধি জন্য তিনি সুমেরু পর্ব্বতে গমন করিলেন। সেখানে দশ সহস্র বর্ষ † সমাধিতে অবস্থিতি করিয়া নিঃস্নেহ দীপের ন্যায় আত্মাতে শান্তি লাভ করিলেন। মহাত্মা শুক সমুদায় পাপ কলঙ্ক হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া বিশুদ্ধ হইলেন এবং নির্ম্মল পবিত্র পরমাত্ম পদে সমুদ্রে সলিল কণার ন্যায় বিগলিত বাসনা হইয়া একতা প্রাপ্ত হইলেন।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

রবিবার, ২৮ ভাদ্র, ১৭৯৭ শক।

একটী স্থানে আমি দশটী টাকা রাখিলাম, প্রতিদিন এক এক টাকা ব্যয় করিলাম। যখন সমুদায় টাকা ব্যয় হইল, আমি সেই স্থানে কুড়িটী টাকা দেখিলাম। এই অঙ্ক শাস্ত্র ঠিক কে বলিবে? বুদ্ধি-বিরুদ্ধ; কিন্তু ভক্তি শাস্ত্রে ইহা সত্য। যত টাকা ছিল সমুদায় ব্যয় করিলাম। পরে দেখি তাহা দ্বিগুণ হইয়াছে। কৃপণ স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া ধন ব্যয় করিলে তাহা দ্বিগুণ বৃদ্ধি হয়। পৃথিবী ইহা বিশ্বাস করিতে পারে না। তোমাকে পাগল বলিয়া এই কথা ঘৃণা করিয়া ফেলিয়া দিবে; কিন্তু ভক্তের নিকটে ইহা অভ্রান্ত সত্য। ঈশ্বরের উপাসনা করিলাম, কতকগুলি ধন উপার্জ্জন করিলাম, দর্শন দ্বারা তাঁহাকে দেখিলাম, স্পর্শ দ্বারা তাঁহাকে অনুভব করিলাম। হৃদয়ে কুশল শান্তি বৃদ্ধি হইয়াছে, চরিত্রের ভিতরে নূতন পবিত্রতা আসিয়াছে। পুত্র পৌত্রদিগের জন্য এ সকল রাখিয়া যাইব। যেমন তাহারা বিষয় ভোগ করিবে, তেমনি আমার প্রদত্ত ধর্ম্মরত্ন ভোগ করিবে। ধর্ম্ম সেখানে থাকে যেখানে ধর্ম্ম ব্যয় হয়। যে পরিমাণে অমৃত উপার্জ্জন করিব, সেই পরিমাণে তাহা দান করিতে হইবে। যেখানে অমৃতের ব্যয় নাই, সেখানে অমৃত থাকে না। ছিদ্র বিহীন পাত্র হইতে অমৃত পড়িয়া গেল। আর সহস্র ছিদ্রবিশিষ্ট পাত্রে অমৃত বৃদ্ধি হইতে লাগিল। যত ভক্তি প্রেম উপার্জ্জন করি, তত দেখি সেই অমৃতের ভিতরে এমন বেগ আছে যে আর তাহা আমার বাড়ীতে থাকিতে

---

* এই মতকে অদ্বৈতবাদ এবং এক জীববাদ উভয় মধ্যেই পরিগণিত করা যাইতে পারে॥

† যোগে কালের জ্ঞান সম্বন্ধে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, মনোগতিতে এক মুহূর্ত্তও এক কল্প, এক কল্পও এক মুহূর্ত্ত হয়। তপস্যায় দশ সহস্র বর্ষ বা ততোধিক কাল গত হইল এ কথা তদনুসারে লিখিত হইয়া থাকে। "দেশদৈর্ঘ্যং যথা নাস্তি কালদৈর্ঘ্যং তথাজন। প্রাপ্তত্যাজ্যমাত্রকানল্যাদেকক্ষিদিরাগঃ॥" "গোষ্পদং গোজননং যাসু লীলাসু চেতসঃ। কল্পং ক্ষণীকরোত্যন্তঃ ক্ষণং বিবৃতি কল্পতাং॥"

পারে না। স্বর্গের প্রত্যেক অমৃতের উপর লেখা আছে, ইহা যাহাদের জন্য, তাহাদের নিকট যাইবে। প্রেম, পুণ্য, ঘরের ভিতর বদ্ধ থাকিতে পারে না। পর্ব্বতমধ্যে কি সাগরগর্ভে, একাকী ঈশ্বর সম্ভোগ করা মনুষ্যের পক্ষে অসম্ভব। ঈশ্বরের সামগ্রী সাধক চাপিয়া রাখিতে পারেন না। যদি না জানিয়া তিনি মৃত্যুগ্রাসে পড়েন,* তাঁহার মনের রত্নগুলি (আধার ভাঙ্গিল বটে) জগতে বিস্তৃত হইয়া পড়িবে। যত দিবার জন্য প্রবৃত্তি না হয়, ততই ধর্ম্ম ক্ষীণ হইয়া পড়ে। ইহাতেই ভক্ত বুঝিতে পারেন সেই স্বর্গের ধন যদি কৃপণের ন্যায় ঘরে সঞ্চিত রাখিয়া দিই, তবে তাহা ক্ষীণ হইবে। স্বর্গের সামগ্রী এক স্থানে বদ্ধ রাখিলে তাহা বর্দ্ধিত হয় না, পরিপুষ্ট হয় না। ভক্তকে জিজ্ঞাসা কর তিনি কবে সুখী ছিলেন? নিশ্চয়ই তিনি এই কথা বলিবেন, যখন অকাতরে ভাই বন্ধুদিগকে স্বর্গের ধন বিতরণ করিয়াছি। আর কবে ভক্ত দুঃখী হইয়াছিলেন? যে দিন সমস্ত ধন পাইয়া একাকী ভোগ করিয়া গালে হাত দিয়া ভাবিলেন, আহা! জগতে আপনার এক জন লোকও নাই যাহাকে এই ধন দিয়া সুখী করিতে পারি। ধার্ম্মিকের যন্ত্রণা বিষয়ী কি বুঝিবে? যদি আপনাকে কষ্ট দিতে চাও, সেই স্বর্গের অগ্নি আপনার ভিতরে বদ্ধ করিয়া রাখ, আপনি পুড়িয়া মরিবে। জগৎ মরিয়া গেলেও আর তাহার প্রতি তাকাইবে না। জঙ্গলে বসিয়া, পর্ব্বতে বসিয়া খুব কীর্ত্তন কর, যতই এরূপে কেবল একাকী উপাসনা করিবে, ততই বুঝিতে পারিবে, যন্ত্রণার অনল তোমাকেও দগ্ধ করিবে। ভালবাসা না দিলে সুখ পাওয়া যায় না। যাই তুমি জগতের প্রতি ভালবাসা বন্ধ করিলে অমনি ঈশ্বর তাঁহার প্রেম নিকেতনের দ্বারে চাবি দিলেন। কেমন কৃপণ ভক্ত! শান্তি পাইলে? ভক্তের দিতেই হইবে। তিনি যদি বলেন অনেক পাইয়াছি আর উচ্ছ্বাস হইবে না, আর নূতন প্রেমের সঞ্চার হইবে না, তাঁহার সেই পরিষ্কৃত জল অপরিষ্কৃত হইবে। শেষে আপনার পুষ্করিণীতে বসিয়া আপনি মরিবেন। প্রেম, পুণ্যের ভিতরে এমনি এক বেগ আছে, যে তাহা হৃদয়কে উদ্বেলিত করিয়া দেয়, নতুবা আপনার তত উপকার, তত সুখ হয় না। পাঁচ জনকে লইয়া সেই কথা বলিলে প্রাণের মধ্যে আরাম হয়, সুখ হয়। সেই বেগকে যদি বাধা দিই ক্রমে পুণ্য ক্ষয় হইবে। নূতন মন্ত্রের আবশ্যক হইবে না, কেন না প্রত্যেক ব্রহ্মসেবক যতই ব্রহ্মের প্রেম মুখ দেখিবেন, যতই সুধা পান করিবেন, ততই তিনি স্বভাবতঃ তাহা অন্যকে দিতে ইচ্ছা করিবেন। আমি মানিলাম, তোমার উপাসনা ভাল হইতেছে, আপনার প্রেমে আপনি মগ্ন হইতেছ; কিন্তু তুমি যদি জগতের প্রতি দয়া না কর, তোমার প্রেম শীঘ্র শুকাইয়া যাইবে। অনন্ত প্রেম যাঁর তাঁরও কোন অভাব নাই, তিনি কেন স্বর্গের রাজ্যে বসিয়া থাকেন না? প্রেমের এমনি বেগ যে তাঁহাকে অত উচ্চ স্থান হইতে আনিয়া কোথায় ফেলিল। এই পাপীদিগের নরকের মধ্যে। এই দয়ার বেগ তাঁহাকে ব্যস্ত করিয়া রাখিয়াছে। তিনি কেন এ পাপীর ঘরে আসিলেন? ও পাপীর ঘরে গেলেন? তিনি কেন আমার সঙ্গে বসিয়া আছেন? তাঁহার দয়ার বেগ, তাঁহার প্রাণের আকুলতাই ইহার একমাত্র কারণ। সাধকের প্রাণেও এইরূপ অস্থিরতা আসিবে। তাঁহার আত্মার স্তনের মধ্যে দুগ্ধ উথলিয়া উঠিবে। ঈশ্বর বাড়ী বাড়ী বেড়াইলেন যাঁহার কিছুমাত্র অভাব নাই, আর তুমি আমি কি স্বর্গের প্রেম পাইয়া তাহা ঘরের ভিতরে বদ্ধ রাখিব? তোমরা কি ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া স্বর্গের প্রেম লাভ করিতেছ না? যদি স্বর্গের সামগ্রী ব্রহ্মমন্দিরে বসিয়া, ঘরে বসিয়া পাও, সেই প্রেম তোমাদিগকে ঘরে বসিয়া থাকিতে দিবে না। সেই অমৃত মুখে দেওয়া, সেই অমৃত জগতে বিস্তৃত করা, আমাদের কার্য্য হইবে। ভক্তে ভক্তে, ঈশ্বর পদাশ্রিত দুই জনের দেখা হইবামাত্র সেই দুই জন আর দুই জন থাকিতে পারিবে না। নির্জ্জন সাধনে সাধক দশ বৎসর পরীক্ষায় দেখিলেন, তাঁহার ধর্ম্ম বাড়ে না, আর যাই তিনি পাঁচ দিন ভক্তদের সঙ্গে সেই অমৃত পান করিলেন, তাঁহার অন্তরের অমৃত বৃদ্ধি হইল। তোমরা পাঁচ জন যদি এ প্রকার সাধন না করিয়া থাক, শীঘ্রই এই সাধন আরম্ভ কর। ভক্তে ভক্তে মিলিয়া বল, ঈশ্বর কেমন সুন্দর, সেই গাছতলায় বসিয়াছিলাম, তিনি কত সুখ দিলেন। রন্ধন করিতে করিতে তাঁহার চরণ হইতে কত পুণ্যাগ্নি লাভ করিলাম। কেমন বৈরাগ্য দিয়া পরলোকের জন্য তিনি প্রস্তুত করিলেন। একাকী গেলাম, তিনি বলিলেন পাঁচ জন নিয়ে এস। এরূপ বাণিজ্য কর, এরূপ ধন বিনিময় কর, তোমাদের অর্থ বৃদ্ধি হইবে। বিষয়ীরা বাণিজ্য দ্বারা উন্নতি সাধন করিতেছে। ধর্ম্মরাজ্যের বণিক! তোমার কি ধনলোভ শেষ হইল? এই একটী মন্দির, ঐ একটী সাধনের স্থান, আর কি বৃদ্ধি হইবে না? তবে জানিলাম তোমাদের ধন স্পৃহা নাই। পরস্পরের কাছে হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত কর। যত ঈশ্বরের তত্ত্ব আলোচনা করিবে, ঈশ্বরের প্রসঙ্গ করিবে, তত পরলোকের সম্বল হইবে। পরস্পরকে দেখিলে পুণ্য হইবে, সুখ হইবে। সৎ প্রসঙ্গ দ্বারা দিন দিন এই নূতন অঙ্ক শাস্ত্র অনুসারে তোমাদের ধর্ম্ম ধন বৃদ্ধি হইবে। ঈশ্বর প্রসাদে প্রেম দাও, আর প্রেম লও। প্রেমে মাতাও, আর প্রেমে মত্ত হও।

রবিবার, ৪ঠা আশ্বিন, ১৭৯৭ শক।

দানে যেমন ধন বৃদ্ধি হয়, পানে তেমনি তৃষ্ণা বৃদ্ধি হয়। ঈশ্বরের রাজ্যে এই দুই সত্য। দানে সঞ্চিত ধন পরিবর্দ্ধিত

হয়, পানে তেমনি তৃষ্ণা বৃদ্ধি হয়। দানে ধন ক্ষয় হয়, পান করিলে তৃষ্ণা নিবারিত হয় সংসারে এই দুই সত্য। ধর্ম্মরাজ্যের লোকদিগের নিকটে এই দুই অসত্য। প্রেম রাজ্যে যত প্রেমরস পান করা যায়, সাধক বলেন, এই প্রেম রসে তৃষ্ণা নিবৃত্ত হওয়া দূরে থাকুক ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে। এমন ব্রাহ্ম কে আছ দশ বৎসরে যাহার ধর্ম্মতৃষ্ণা ক্রমে ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে, আর ধর্ম্মার্জ্জনে পূর্ব্বের মত তত লালসা নাই, তত ইচ্ছা নাই? পূর্ব্বে যেরূপ ঈশ্বরকে দেখিবার ইচ্ছা হইত, এখন আর সেরূপ হয় না। যথার্থ সাধক কখনও এ কথা বলিতে পারেন না। তিনি স্বীকার করিবেন দশ বৎসরে ধর্ম্মতৃষ্ণা অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে। প্রথমে ব্যাকুলতা অতি অল্প ছিল, সেই ব্যাকুলতা শান্তি করিবার জন্য কত চেষ্টা হইত। সাধক অজ্ঞান ছিলেন, জ্ঞানবান হইলেন; অপবিত্র ছিলেন, পবিত্র হইলেন; মানিলাম পূর্ব্বের উপার্জ্জন অপেক্ষা এখনকার উপার্জ্জন অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে তৃষ্ণা বলবতী অনুভূত হইতেছে। ইহার কারণ কেহ বলিতে পারে না, এ কথার প্রতিবাদ কেহ করিতে পারে না। কেননা উপাসনার দ্বারা যখন ব্রহ্মরত্নকে পাওয়া গেল, তখন কেন আর প্রাণ আকুল হয়? রত্ন যখন ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন আবার ব্যাকুলতা কেন? যাই সিদ্ধ হইবে তৎক্ষণাৎ মন স্থির হইবে, সেই সব তরঙ্গ শান্ত ভাব ধারণ করিবে। সেই উপাসনার ক্ষুধা নিবৃত্ত হইবে। শরীরের ক্ষুন্নিবৃত্তি হইলে যেমন হয় তেমনি আত্মার সম্পর্কেও হইবে। যেন সেই উন্মাদ উন্মাদ নাই। ক্ষুধা তৃষ্ণার সমুদয় বিষয় আসিয়াছে এখন আর ক্রন্দন করিব কেন? নিকৃষ্ট শ্রেণীর ব্রাহ্মেরা এই যুক্তিতে সায় দিবে। কিন্তু এই কথাতে সায় দেওয়া আর মৃত্যু দুই সমান। মানিলাম প্রাতঃকালের উপাসনায় আত্মার ক্ষুধা তৃষ্ণা চরিতার্থ করিবার জন্য অনেক সামগ্রী হইয়াছে; কিন্তু ব্যাকুলতা কেন থাকিবে না? আমরা যত সাধারণ ব্রাহ্মচরিত্র পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিব, তত ইহা স্পষ্ট রূপে বুঝিব যত ক্ষণ ভাল উপাসনা না হয় তত ক্ষণ ব্যাকুলতা থাকে। আরাধনা, ধ্যান, প্রার্থনা, সঙ্গীত যদি ভাল না হয়, ব্রাহ্মের হৃদয় সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ব্যাকুল থাকে, ইহা বরং বুঝা যায়। ব্রহ্মদর্শনের গভীরতা না হইলে দুঃখ বিষণ্ণতা ঘুচিবে না, দিন গেল, ভাল উপাসনা হইল না, এই খেদোক্তি বরং বুঝা যায়; কিন্তু উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পক্ষে হৃদয় বেদনার কারণ এই যে ব্রহ্মদর্শন হইল, কিন্তু সেই দর্শনজন্য ব্যাকুলতা বৃদ্ধি হইল না কেন? যাই উপাসনা শেষ হইল, তিনি দেখিলেন যেন জল ছাড়িয়া স্থলে আসিয়াছি। অন্যান্য ব্রাহ্মেরা হাসিলেন, উপাসনান্তে যে যার কার্য্যালয়ে গমন করিলেন; কিন্তু তিনি কাঁদিয়া বলিলেন, হে ঈশ্বর! আবার কি করিলে? আমাকে এত দিলে, আমার প্রাণ আর তোমাকে দেখিবার জন্য কাঁদে না? ভক্তের বিলাপ এরূপ। যত পান করা হয় তত যদি লালসা বৃদ্ধি না হয়, ভক্ত বিলাপ করেন। ভক্তের ক্ষুধা তৃষ্ণা অপরিমিত, যত তিনি আহার পান করেন, তত তাঁহার ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রবল হয়। শরীরের ক্ষুধা তৃষ্ণা পরিমিত, ক্ষুধা নিবৃত্ত হইল, আঁর আঃ! বলিয়া প্রদাতাকে ধন্যবাদ করিলে, পরে উৎকৃষ্ট সামগ্রী আনিলেও বিরক্ত হও। যতটুকু ক্ষুধা ছিল তত অন্ন পাইয়াছ, আর আহারে রুচি নাই? সেইরূপ পিপাসা হইল এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল পান করিলে, তৃষ্ণা মিটিল, আর পানের ইচ্ছা নাই। তার পর উৎকৃষ্ট জলেও বিতৃষ্ণা। মনে কর, আত্মার পক্ষে যদি পরমেশ্বর সেরূপ বস্তু হন, তাঁহার সম্পর্কে যদি বলি, তোমাকে এক ঘণ্টা দেখিয়াছি, আর তোমাকে দেখিতে ভাল লাগে না, তবে আমরাইত নাস্তিক পাষণ্ড। ঈশ্বর সম্পর্কে কি বলিতে পারি, অনেক ক্ষণ তাঁহার পূজা করিলাম, এখন দশ ঘণ্টা কি পাঁচ ঘণ্টার জন্য তাঁহার নিকটে বিদায় লই, আর তাঁহার প্রেমরস পান করিবার প্রয়োজন নাই। আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা ফুরাইয়াছে আর ঈশ্বর! আমাকে জ্বালাতন করিও না। তোমার সুন্দর মুখ উপাসনার সময় খুব প্রাণ ভরিয়া দেখিয়াছি, আর যেখানে সেখানে পথে ঘাটে, স্কুলে, আফিসে, ঐ মুখ দেখিতে ভাল লাগে না। যে ব্যক্তি এ কথা বলিতে পারে, তাহার অন্তরে ব্রহ্মভক্তি কোথায়? বরং বাহিরের সম্পর্কে বিরক্তি জন্মিতে পারে। এক জন যদি পাঁচটী সঙ্গীত করে, এবং উপদেশ বক্তৃতার পর, আরও উপদেশ বক্তৃতা হয়; তাহা হইলে শ্রোতাদিগের পক্ষে তাহা বিরক্তিকর হইতে পারে, কেন না শরীরের নিয়ম আছে, শরীর এত বহন করিতে পারে না; কিন্তু আত্মা কেন প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত ঈশ্বরের মনোহর মূর্ত্তি দেখিবে না? কথা ছাড়িয়া দাও, বক্তৃতা, সঙ্গীত ছাড়িয়া দাও, কিন্তু অন্তরের অন্তরে প্রাণেশ্বরকে দেখিবার জন্য কেন ইচ্ছা হইবে না? আমি দশবার দেখিয়াছি আর দেখিব না, আজ ব্রহ্মসহবাস আর সম্ভোগ করিতে পারিব না, এরূপ কুমতি কেন হইবে? এখন সম্ভোগ করিতে হইলে অনেক ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতার প্রয়োজন, এই জন্য আর ঈশ্বরকে স্মরণ করিতে ইচ্ছা হয় না। সাধুদিগের নাম বিষবৎ বোধ হয়। আর বিরক্ত করিও না, আর ভাল লাগে না, বার বার কেন? কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এ কি সংসার পাইয়াছ যে একটী প্রকাণ্ড পাত্র পান করিয়াছ বলিয়া আর তৃষ্ণা নাই? এ কথা মূর্খ ব্রাহ্ম বলে। ঈশ্বর আমাকে দেখা দিয়াছেন বলিয়া কি আমি বিরক্ত হইব? কোন ভক্ত যাঁহার হৃদয়ে অকৃত্রিম ব্রহ্মপ্রেমের উদয় হইয়াছে তিনি এ কথা বলিতে পারেন না। হৃদয় ভরিয়া ব্রহ্মের প্রেমামৃত পান করিলে, পাগলের ন্যায় তাঁহার চরণতলে পড়িয়া

থাকি এমন কি ইচ্ছা হয় না? দুই ঘণ্টা উপাসনা করিব, পাঁচ ঘণ্টা বিষয় কর্ম্ম করিব, আট ঘণ্টা নিদ্রা যাইব, অবশিষ্ট সময় ধর্ম্মের সমুদায় ভাব পরিত্যাগ করিয়া সংসারের কর্ত্তব্য সাধন করিব, নির্ব্বোধ ব্রাহ্মেরই এই শাস্ত্র। এই অঙ্ক শাস্ত্র ভক্তিশাস্ত্র নহে। ভক্তিশাস্ত্রে এই রূপ ভাগ গণনা নাই, ভক্তিশাস্ত্র অনুসারে চব্বিশটী ঘণ্টা পূর্ণ মাত্রায় ঈশ্বরকে দিতে হইবেই হইবে। তাঁহার দর্শনে, শ্রবণে, তাঁহার কার্য্য সাধনে দিন রাত্রি দিতে হইবে। সর্ব্বদা তাঁহার চরণ তলে পড়িয়া থাকিতে হইবে। এই লালসা, এই প্রবৃত্তি হইবে। তৃষ্ণার অর্থ প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি নহে। নিবৃত্তি অনন্তকালের মধ্যে এক নিমেষের জন্য হইবে না। ব্রহ্মপ্রেমক্ষুধা কি নিবৃত্ত হয়? সেই প্রেম এক বিন্দু পান করিলে দশ বিন্দু পান করিতে ইচ্ছা হয়। "পিতে পিতে বাড়ে ক্ষুধা।" সেই আকুলতা দুর্জ্জয়। এই আকুলতাই ঈশ্বরের নিকটে ভক্তকে টানিয়া লইয়া যায়। ইহারই বলে ভক্ত বলেন খুব নিকটে যাইব, আরও নিকটে যাইব, প্রাণেশ্বরকে বুকের ভিতর আনিয়া বসাইলাম, না, ইহাতেও হইল না, আরও তাঁহাকে প্রাণের ভিতরে রাখিব। এই লালসায় যেমন সুখী করে, তেমনি অস্থির করে, এই অস্থিরতাই ব্রহ্মপ্রেমিকের লক্ষণ। ভক্ত যতই পান করেন, ততই বলেন, আরও দাও, আরও দাও। তিনি ক্রমাগত ভক্তি রাজ্যের আকাশে উড়িতেছেন। লক্ষ কোটি টাকায় যাঁহার লালসা নিবৃত্ত হয় না, পাঁচটী পয়সা দিয়া কিরূপে তাঁহাকে ভুলাইব? যে ব্যক্তির প্রাণ অগাধ অনন্ত প্রেম সমুদ্রে থাকিতে ব্যাকুল, সে কিরূপে অল্প জলে সন্তুষ্ট হইবে? সাধকগণ! যদি দেখ ব্রহ্মপ্রেম রস পানে তৃষ্ণা নিবৃত্ত হইল তবে জানিবে ভিতরে কৃত্রিম ধর্ম্ম আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে। ভিতরে ভিতরে কেবল আকুলতা। যেখানে থাকি, যে কার্য্য করি প্রাণ সর্ব্বক্ষণ সেই প্রাণনাথের আমোদ সাগরে ক্রীড়া করিতেছে। অতএব বলিও না আমার কার্য্য শেষ হইল আর করিব না। ক্রমাগত সাধন কর, ঈশ্বর আরও লালসা বৃদ্ধি করিয়া দিবেন।

ব্রাহ্মসঙ্গত।

১৪ই আষাঢ়, রবিবার।

প্র। মুক্তির জন্য প্রার্থনা স্বার্থপরতা কি না?

উ। স্বার্থ অর্থ আপনার, আপনার বলিয়া যাহা কিছু গ্রহণ কর তাহাতেই স্বার্থ থাকে। অন্য দিকে পর অর্থ অন্যের, আপনার ছাড়িয়া যাহা অন্যের জন্য তাহাতেই নিঃস্বার্থ ভাব বিদ্যমান রহিয়াছে। এই দুই সামান্যতঃ পৃথক্ এবং বিপরীত সম্বন্ধ বিশিষ্ট। মুক্তি যাঁহারা কামনা করেন তাঁহারা এ দুইকে স্বতন্ত্র রাখিয়া কেবল আপনারই কল্যাণ ও পরিত্রাণের প্রার্থনা করেন না, কিন্তু পর ও আপনাকে এক করাই তাঁহার ব্রত। যিনি অপর সকলকে পরিত্যাগ করিয়া আপনার জন্য মুক্তি কামনা করেন তিনি স্বার্থের সেবা করেন, সুতরাং তাঁহার পরিত্রাণ বহু দূরে। ধর্ম্মের নাম করিয়া তিনি পাপই সঞ্চয় করিতে থাকেন। মুক্তিতে স্বার্থপরতার বিনাশ। এই বিনাশ সাধনের অর্থ পর ও আপনাকে একীভূত করা। জগৎ ও ঈশ্বরে যখন আপনাকে লীন করিয়া দেওয়া হয় তখনই মুক্তি। মুক্তি শব্দের প্রকৃত অর্থ কি, তাহা বুঝিতে না পারাতে অনেকে বিপাকে পড়েন, সুতরাং তাহা ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করা প্রত্যেক ব্রাহ্মের একান্ত কর্ত্তব্য। মুক্তি ইচ্ছার অর্থ এই যে, আমি জগৎ ও ঈশ্বরে লীন হইয়া যাই। মুক্তির প্রার্থনা এই, "হে ঈশ্বর! আমাকে সমস্ত জগতের মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া দেও, ও তোমাতে লীন কর।" মুক্তির অবস্থাতে মনের ভাব এই রূপ হয়, যে আমি খাইলে আমার দেশ খায়, আমার পুষ্টি সাধনে জগতের পুষ্টি, আমার চিন্তা জগতের চিন্তা, আমার অধ্যয়নে জগতের অধ্যয়ন, আমার উপাসনা জগতের উপাসনা। অন্য দিকে জগতের উন্নতিতে আমার উন্নতি, জগতের পরিত্রাণে আমার পরিত্রাণ, জগতের মঙ্গলে আমার মঙ্গল। আমার আমিত্ব, সুখ দুঃখ, সম্পদ বিপদ, সমস্ত জগতে লীন করিয়া দেওয়াই পরিত্রাণ। তখন আমার আর কিছু রহিল না, আমি জগতের সঙ্গে বিলীন হইয়া তাহারই ক্ষুদ্র সামান্য অংশ রূপে পরিণত হইলাম।

প্র। পরিত্রাণের জন্য সমস্ত ছাড়িয়া বনবাসী হওয়া, নির্জ্জনে জীবন অতিপাত করা কিরূপ কার্য্য?

উ। বৈরাগ্য ভাবের আধিক্য দেখিলে অনেকেই সন্দেহ করেন এবার এই কয়টী ব্রাহ্ম সংসার পরিত্যাগ করিয়া বনবাসী হইবে, ইহারা আর গৃহে থাকিতে পারে না। এটী তাঁহাদের বিষম ভ্রম। পরিত্রাণার্থী ব্রাহ্ম কখন বনবাসী হইতে পারেন না। মদ খাওয়া, ব্যভিচার করা ইত্যাদি যেমন পাপ, সকলকে পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জনে বসিয়া একাকী স্বর্গে যাইব এরূপ ইচ্ছাকেও ব্রাহ্মেরা তেমনি একটী পাপ বলিয়া মনে করেন। তাঁহার পরিত্রাণ পাওয়ার অর্থ জগৎকে সঙ্গে করিয়া ভাই ভগ্নীর অনুচর হইয়া জগতের অংশ রূপে স্বর্গে যাওয়া। তিনি একাকী যাইতে চান না, যাইতেও পারেন না। তিনি জঙ্গলে যাইয়া জগতের মঙ্গল করিতে পারেন না, সুতরাং জঙ্গল তাঁহার পরিহার্য্য।

প্র। এক জনের নিঃস্বার্থ ভাব থাকিলে জগতের উপকার হইবে ইহা কি নিশ্চয় রূপে বলা যায়?

উ। নিঃস্বার্থ ভাব থাকিলে জগতের উপকার হইবেই। নদীস্রোতঃ যেমন বৃথা বহিয়া যায় না, তীরস্থ প্রদেশকে উর্ব্বরা করেই; বায়ু যেমন বৃথা প্রবাহিত হয় না, প্রতিনিশ্বাসে শত শত জীবের প্রাণ দিয়া যায়; সূর্য্য যেমন বৃথা কিরণ বর্ষণ করে না, ধরণীকে উত্তপ্তা করেই; ঠিক সেই রূপ সাধুর নিঃস্বার্থ ভাব। তিনি নিঃস্বার্থ ভাবে

উপাসনা করিলেন, আজ হউক কাল হউক অথবা দশ লক্ষ বৎসর পরেই হউক, তদ্দ্বারা জগতের কল্যাণ হইবেই। কত শত শত বৎসর পর্ব্বে সাধুভক্তগণ একটী কথা বলিয়া গিয়াছেন কিম্বা একটী ভাব প্রচার করিয়াছেন আমরা এখন তাহার ফল লাভ করিতেছি। একটী কথা কত জনকে জীবন প্রদান করিতেছে। কত শতাব্দী পূর্ব্বে হয়ত কেহ নির্জ্জনে জগতের কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহারই ফল স্বরূপ আজ জগতের এক প্রকার নূতন মুখশ্রী; শত সহস্র শতাব্দী পরেও তাহারই কার্য্য জগতে হইতে থাকিবে ও তাহা জগতকে পরিত্রাণের পথে লইয়া যাইবে। এই ব্রাহ্মসমাজ দ্বারা জগতের কত উপকার হইয়াছে কেহ কি তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন? যে কয়টী ব্রাহ্ম দীক্ষিত হইয়াছে বা নিয়মিত রূপ মন্দিরে উপাসনা করিতে আইসে ইহা দ্বারা যাঁহারা ইহার উন্নতির পরিমাণ করিতে চাহেন তাঁহারা ভ্রান্ত। ব্রাহ্মধর্ম্মের ভাব দেশের মধ্যে কত দূর প্রবেশ করিয়াছে তাহা দেখিতে হইবে, এবং তাহাই ইহার বাস্তবিক উন্নতির পরিমাণ দণ্ড। কেহ মৎস্য পরিত্যাগ করিয়াছেন, কাহার একটু ভক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে, কাহার বিশ্বাস দৃঢ় হইয়াছে, কোন কোন সম্প্রদায় উপাসনা কি উৎসব পদ্ধতি পরিবর্ত্তন করিয়াছেন এই সমস্তই আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মের কার্য্য বলিয়া গণনা করিব।

প্র। পরিত্রাণার্থী তবে কি আপনার জন্য প্রার্থনা করিবেন না?

উ। যদি করেন তাহার ভাব স্বতন্ত্র। তিনি যদি বলেন "আমাকে প্রেম দাও" তাহার অর্থ "আমি যেন জগৎকে ভাল বাসিতে পারি; যদি বলেন "আমাকে পুণ্য দাও" তাহার অর্থ জগৎ "পবিত্র হউক"। ভক্ত যাহা প্রার্থনা করেন তাহা জগতের জন্য, যাহা পান তাহাও জগতের জন্য। তিনি ঈশ্বর হইতে যাহা কিছু গ্রহণ করেন তাহাই ভাই ভগ্নীদিগকে বিলাইয়া দিবার জন্য। তিনি আপনার জন্য পরিত্রাণ চানও না, ঈশ্বর যদি দিতে চান তাহা তিনি গ্রহণও করেন না। তিনি বলেন "আমার আর দশ জন রহিয়াছে তাহাদের জন্য চাই"। "যাকে দিব কি" এই ধ্রুবর চিন্তা। বাস্তবিক মুক্তির প্রার্থনার অর্থ যদি "আমার আত্মার গতি হউক" এই হয়, তবে ইহা স্বার্থ। "আমার আত্মার মুক্তি জগতের জন্য হউক" ইহাই নিষ্কাম পরিত্রাণ প্রার্থনা।

প্র। মুক্তির অবস্থা কি?

উ। মনের সমস্ত সাধুভাব প্রস্ফুটিত হওয়াই মুক্তির অবস্থা। প্রেমের উন্নতিতে স্বার্থপরতা বিনাশ পাইয়া পর ও নিজ দুই এক হইয়া যায়। দৃষ্টান্ত স্থল—পুত্রের জন্য পিতার ধন সঞ্চয়। এখানে পিতার অন্তর মধ্যে পুত্র বসিয়া আছে। পিতার ধন সঞ্চয় সুখ ভাবীকালে, তদ্দ্বারা পুত্র সুখী হইবে এই মনে করিয়া। এখানে পিতা পুত্র এক হইয়া গিয়াছে।

প্র। লীন হইয়া যাওয়ার অর্থ কি?

উ। আমরা যখন লীন হইয়া যাওয়া ব্যবহার করি তখন তদ্দ্বারা ইচ্ছার একতা বলি। পদার্থের স্বতন্ত্রতা অথচ প্রেম ও ইচ্ছার একতাই এখানকার লীনতার অর্থ। ঈশ্বরের সহিত লীন হওয়ার অর্থ তিনি যাহা ভাল বাসেন তাহাই ভালবাসা, তিনি যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই ইচ্ছা করা। যেরূপ পঞ্চাশ জন লোক যদি এক সঙ্গে উপাসনা করিতে ইচ্ছা করে তখন আর পঞ্চাশ জন পঞ্চাশ জন থাকে না, কিন্তু ইচ্ছা বিষয়ে এক হইয়া যায়।

ব্রহ্মসঙ্গীত।

রাগিণী ঝিঁঝিট তাল পোস্ত।

কে তুমি কাছে বসে থাক সর্ব্বদা আমার। স্বভাব প্রকৃতি রীতি মিষ্ট অতি কি নাম বল তোমার।

প্রতি দিন এত করে, কেন ভাল বাস মোরে, দয়াতে বধির হয়ে কর কেবল উপকার।

রূপে গুণে অনুপম, দেখি নাই কোথা এমন, মধুর আকর্ষণে প্রাণ টানে তোমার পানে অনিবার।

নাই আলাপ নাই পরিচয়, দেখলে মন মোহিত হয়, চিনেও চিনিতে নারি একি দেখি চমৎকার।

সম্বন্ধে কে হও তুমি, জনক কিম্বা জননী, যে হও সে হও কিন্তু তুমি আমার আমি তোমার।

সম্বাদ।

বিগত ২রা আশ্বিন পণ্ডিত শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের সহিত ইঁহার কিরূপ সম্বন্ধ ছিল তদ্বিষয়ে একখানি প্রেরিত পত্র যথাস্থানে মুদ্রিত করা গেল।

শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্য শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় গত বুধবার রজনীতে পশ্চিম যাত্রা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয়ও তাঁহার সঙ্গে গিয়াছেন। এক্ষণ হইতে ব্রহ্মমন্দিরের উপাসনা কার্য্য শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় দ্বারা সম্পাদিত হইবে।

ব্রাহ্মনিকেতনের সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে প্রাতে ও অপরাহ্নে উপাসনা হইয়া রজনীতে একটী সভা হয়। সভা স্থলে কয়েকটী যুবা ইংরাজি ও বাঙ্গালা প্রবন্ধ পাঠ করেন, তৎপরে শ্রীযুক্ত বাবু শিবনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন সংক্ষেপে কিছু কিছু বলেন। বাৎসরিক কার্য্যবিবরণ এবং নিকেতনের বর্ত্তমান আশাজনক অবস্থা শ্রবণে আমরা আহ্লাদিত

হইয়াছি। অধ্যক্ষের যত্নে এবং বিশেষ মনোযোগে ইহার কার্য্য এখন সুন্দররূপে নির্ব্বাহিত হইতেছে।

আমাদের স্নেহাস্পদ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বাবু যদুমণি ঘোষ তাঁহার অনুমান ত্রিশ সহস্র টাকা মূল্যের পৈত্রিক ভূমি সম্পত্তি যাহা প্রচার কার্য্যালয়ে দান করিতে অঙ্গীকার করেন এক্ষণে তাহা গ্রহণ করা হয় নাই। যদিও তিনি উইল পত্র লিখিয়া দিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার ইহাতে যাবজ্জীবন ভোগাধিকার থাকিবে। পরে ইচ্ছা করিলে উইল পরিবর্ত্তিত করিতে পারিবেন। আমরা যদুমণির জীবনকে তাঁহার প্রদত্ত জমিদারী অপেক্ষা বহু মূল্য জ্ঞান করিব যদি তিনি চির দিন সাধু ব্রাহ্ম হইয়া ব্রাহ্মসমাজের গৌরব বর্দ্ধন করেন। একটী পবিত্র ব্রাহ্মজীবন বহুমূল্য সম্পত্তি অপেক্ষাও আমাদের প্রার্থনীয়।

আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রিয়বন্ধু শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র সেন মহাশয় প্রসিদ্ধ পারস্য কবি সেখ সাদি হইতে এক খানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ অনুবাদিত করিয়াছেন। ইহার নাম "হিতোপাখ্যান মালা" আট পেজি ফরমার বিশ ফরমা, মূল্য বার আনা। এই খানেই তাহা মিলিবে। অনেক ভাল ভাল বিষয় ইহাতে আছে পাঠ করিলে যথেষ্ট প্রীতি লাভ করা যায়, এবং সঙ্গে রাখিবার উপযুক্ত। "তপস্বিনী রাবা" নামক আর এক খানি অতি ক্ষুদ্র পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে। ইহা একটী মুসলমান স্ত্রীর জীবনচরিত। ইহা স্ত্রীদিগের বিশেষ পাঠ্য।

যে সকল ব্রাহ্ম জাতকর্ম্ম, নামকরণ, কিম্বা পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে বন্ধু বান্ধবকে নিমন্ত্রণ করিয়া আহার করান তাঁহাদিগের প্রতি আমাদের পরামর্শ এই, যে এই রূপ কোন সামাজিক ক্রিয়া উপলক্ষে যে উপাসনা হয় তাহার যাহাতে পবিত্রতা ও গাম্ভীর্য্য থাকে তাহা করেন। বন্ধু বান্ধব যখন একত্র হইয়া নানাবিধ গল্প করিতেছেন এবং আহারের জন্য ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছেন তখন উপসনা না করিয়া কিঞ্চিৎ কাল পূর্ব্বে অল্প দুই চারি জনকে লইয়া পরিবারের মধ্যে ভক্তির সহিত যেন উপাসনাটী করা হয়।

ব্রহ্মমন্দিরের কোন কোন উপাসকের নিদ্রা অলসতা দেখিয়া আমরা বড় দুঃখিত হই। ইহাতে নিজের এবং অপরের মহা অনিষ্ট হয়। ধর্ম্মসাধনের সঙ্গে একাগ্রতা না থাকিলে তাহা কোন কার্য্যের হয় না। ব্যাকুলতা অনুরাগবিহীন হইয়া টানা পাখার নীচে বেঞ্চ ঠেসান দিয়া বসিলে নিদ্রা আসিবে তাহা জানিয়া একটু সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। সংসারের মোহনিদ্রায় অভিভূত থাকিয়া যদি উপাসনার স্থানেও নিদ্রা যাইতে হইল তবে আর হইল কি?

"বাঙ্গালী" নামক এক খানি মাসিক পত্র মৈমনসিংহ হইতে বাহির হইতেছে। ইহাররচনা প্রণালী এবং বিষয় সকল সুপাঠ্য বটে। আমরা ইহা প্রাপ্ত হইয়া সম্পাদকের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

পণ্ডিত দয়ানন্দ স্বরস্বতী পুনানগরে এক দিন ধর্ম্ম বিষয়ে বক্তৃতা করিতেছিলেন এমন সময় তাঁহার বিপক্ষ হিন্দুদলের কোন কোন লোক তাঁহাকে অপমান করে এবং কার্য্যের ব্যাঘাত জন্মায়। এই অপরাধে অপরাধী কয় জনের ৯ মাস কারাবাসের আজ্ঞা হইয়াছে আর অর্থদণ্ডও কিছু হইয়াছে। স্বামীজীর আগমনে সেখানে ভয়ানক আন্দোলন হইয়াছিল। এক্ষণে তিনি সেতারা নগরে গমন করিয়াছেন।

প্রেরিত।

মান্যবর

শ্রীযুক্ত ধর্ম্মতত্ত্ব সম্পাদক।

মহাশয়েষু।

সম্মান পুরঃসর নিবেদন মিদং

গত ২রা আশ্বিন শুক্রবারে, আনন্দ চন্দ্র বেদান্তবাগীশের মৃত্যু হইয়াছে। বেদান্তবাগীশ মহাশয় ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে বিশেষ রূপে পরিচিত ছিলেন। আদি সমাজের উপচার্য্যের কার্য্য তিনি অনেক দিন অবধি করিয়াছেন। তত্ত্ববোধিনী সভা কর্ত্তৃক যে ৪ জন ছাত্র বেদ শিক্ষার্থ বারাণসী প্রদেশে প্রেরিত হয়েন, বেদান্তবাগীশ তাঁহাদিগের মধ্যে এক জন। বেদ শাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিয়া, বারাণসীর চতুষ্পাটীতে তিনি বেদান্তবাগীশ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং এই কয়েকটী শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তিনি কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন,—উপনিষদের মধ্যে কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, ছান্দোগ্য, শ্বেতাশ্বতর, তলবকার, বাজসনেয় সংহিতোপনিষৎ, ও বৃহদারণ্যকের কিয়দংশ; বেদাঙ্গের মধ্যে নিরুক্ত ও ছন্দঃ; বেদান্তদর্শন বিষয়ে সটীক সূত্র ভাষ্য, বেদান্ত পরিভাষা, বেদান্তসার, অধিকরণ মালা, সিদ্ধান্তলেশ, পঞ্চদশী ও সটীক গীতা ভাষ্য; কর্ম্মমীমাংসার মধ্যে লোগাক্ষি, মীমাংসা সংগ্রহ এবং সাঙ্খ্যদর্শনের মধ্যে তত্ত্বকৌমুদী। সংস্কৃত শাস্ত্রে তিনি বিশেষ রূপে বিজ্ঞ ছিলেন এবং বাঙ্গলা ভাষাতেও তিনি এক জন অতি সুলেখক ছিলেন। গ্রন্থ পাঠেও তাঁহার বিশেষ গুণ ছিল। তিনি স্বাভাবিক স্বরে, অতি সহজে মিষ্ট ভাবে সংস্কৃত এবং বাঙ্গালা রচনা পাঠ করিতেন। মুদ্রা দোষ তাঁহার ছিল না। তাঁহার বাঙ্গলা রচনাও অতি প্রাঞ্জল। বিবিধার্থ সংগ্রহ নামক সাময়িক পত্রে তাঁহার অনেক গুলিন প্রবন্ধ প্রকাশিত আছে। এতদ্ব্যতীত আনন্দগিরি টীকার সহিত ভগবদ্গীতার তিনি বাঙ্গালা অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন। পঞ্চদশীরও বাঙ্গলা অনুবাদ তাঁহা কর্ত্তৃক সুসম্পাদিত হইয়াছে।

এ দেশের অনেক লোকে যেরূপ কেবল জগতে আসেন আর চলিয়া যান, স্বদেশের কোন উপকারে ব্রতী

হয়েন না, বেদান্তবাগীশ মহাশয় সে শ্রেণীর লোক ছিলেন না। উপরি লিখিত কয়েকটী বিশেষ কার্য্য তিনি করিয়া গিয়াছেন।

যে দিবস অবধি তিনি বেদ অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন, সেই দিবস হইতেই তাঁহার ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে আনুগত্য হয়। ১৭৬৮ শক হইতে এই আনুগত্য আরও গাঢ়তর হইয়াছিল। বেদ শিক্ষা সমাপনান্তে এই শকে তিনি কলিকাতায় প্রতিগমন করিয়া ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যভার গ্রহণ করেন। সেই অবধি বর্ত্তমান শকের ভাদ্র মাসের শেষ পর্য্যন্ত, তাঁহার প্রতি আদি ব্রাহ্মসমাজের অর্পিত ভার তিনি সুচারুরূপে সম্পাদন করিয়া মানব লীলা সম্বরণ করিলেন। ত্রিশ বৎসর কাল তিনি অবাধে ব্রাহ্মসমাজের ক্রোড়ে অবস্থান করিয়া, সেই শান্তি ক্রোড়েই জীবন বিসর্জ্জন করিলেন। এরূপ সৌভাগ্য অতি অল্প ব্রাহ্মেরই ঘটে।

ব্রাহ্মদিগের চঞ্চলতার কথা পড়িলেই তিনি বলিতেন, "ছেলেরা গোঁপ উঠিলে আর ব্রাহ্মসমাজে থাকে না।" আক্ষেপের বিষয় এই যে এ কথাটী অনেক ব্রাহ্মের পক্ষে সত্য হইয়া উঠে। আজ উপাসনার চাকচক্য, সমাজ সংস্কারের ধূমধাম, অটল বিশ্বাসের কথা বার্ত্তা; কাল প্রার্থনাতে অবিশ্বাস, হিন্দুসমাজে পুনঃ প্রবেশের জন্য ব্যাকুলতা এবং প্রায়শ্চিত্তের আয়োজন, গোপনে এবং প্রকাশ্যে অবিশ্বাসের হৃদয়-ভেদী আন্দোলন এবং বক্তৃতা; অনেক ব্রাহ্ম এইরূপে দুর্গতিগ্রস্ত হইয়া, আপনাকে এবং ব্রাহ্মসমাজকে লোকের নিকটে উপহাস্যাস্পদ করিয়া ধর্ম্মজীবনে জলাঞ্জলি দেন। অতএব বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের স্থিরতা আমাদিগের সকলের পক্ষে অনুকরণীয়।

তাঁহার আর একটী গুণের কথা পাঠকবৃন্দের গোচর করিতে বাধ্য হইলাম। বেদান্তবাগীশ বহুকালাবধি কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদকের পদে নিযুক্ত ছিলেন। সমাজের সমস্ত টাকা কড়ি তাঁহারই হাতে থাকিত। চাঁদা সংগ্রহ করা এবং ব্যয় করা তাঁহারই ভার ছিল। তিনি এই সমস্ত বিষয়ে এমনই ঠিক লোক ছিলেন যে, তাঁহার জ্ঞাতসারে, ব্রাহ্মসমাজের একটী পয়সাও অপব্যয়িত হইতে পারিত না। আমি যে কয়েক বৎসর কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভার সভ্য ছিলাম, সেই কয়েক বৎসর আমি স্বচক্ষে ইহা দেখিয়াছি।

পরিশেষে আরও একটী বিষয়ের উল্লেখ না করিয়া প্রস্তাবটী শেষ করিতে পারিলাম না। এইরূপ জনশ্রুতি যে কয়েক বৎসর গত হইল, কলিকাতার এক জন সম্ভ্রান্ত এবং অগ্রগণ্য ধনাঢ্য ব্যক্তি বেদান্তবাগীশকে সভাপণ্ডিত করিবার জন্য আহ্বান করেন, বেশী বেতন দিতেও অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু এ প্রলোভনেও তাঁহার মন বিচলিত হয় নাই। ঐ আঢ্য ব্যক্তিকে তিনি অম্লান বদনে বলিয়াছিলেন যে, তিনি প্রাণান্তেও ব্রাহ্মসমাজকে এবং দেবেন্দ্র বাবুকে পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না।

কলুটোলা। } বশম্বদ।
১৩ই আশ্বিন ১২৮২। } শ্রীঠাকুরদাস সেন।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রচারকার্য্যের সাহায্যার্থ দান স্বীকার।

(গত প্রকাশিতের পর।)

মাসিক দান সংগ্রহ।

শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ রায় (রামপুর হাট)	...	২
,, ,, প্রসন্নকুমার ঘোষ	...	১
,, ,, কৈলাসচন্দ্র সেন	...	১
রামপুর হাট ব্রাহ্মসমাজ	...	২
গয়া ব্রাহ্মসমাজ	...	৯
লক্ষ্ণৌ ব্রাহ্মসমাজ	...	৩

এককালীন দান।

শ্রীযুক্ত বাবু বনমালী চন্দ্র	...	১
,, ,, রামেশ্বর দাস (রাঞ্চি)	..	[illegible]
,, ,, জানকীপ্রসাদ তেওয়ারী	...	৫
,, ,, [illegible] রায় (পার্ব্বতীপুর)	..	[illegible]
বহরমপুর ব্রাহ্মসমাজ	...	৭

শুভকর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত বাবু বিহারিলাল দাস	..	৪

ভিক্ষাপ্রাপ্ত।

একটী মাননীয় মহিলা (রামপুর হাট)	...	৫
শ্রীযুক্ত বাবু যাদবচন্দ্র রায় বস্ত্র ও নগদ	...	৩।০

পাথেয় হিসাব।

লক্ষ্ণৌ ব্রাহ্মসমাজ	...	১৫
কোন্নগর সমাজ	...	১
গৌরিভা ব্রাহ্মসমাজ	...	১

বিজ্ঞাপন।

এ সময় বিশেষ রূপ অর্থের প্রয়োজন হয়। ধর্ম্মতত্ত্বের গ্রাহক মহাশয়েরা যদি স্ব স্ব দেয় মূল্য এক্ষণে প্রেরণ করেন আমরা অত্যন্ত বাধিত হইব।

হিতোপাখ্যান মালা ১ম ভাগ	... ...	।/০
ঐ দ্বিতীয় ভাগ	... ...	৵০
তপস্বিনী রাবা	... ..	/০

এ পাক্ষিক পত্রিকা কলিকাতা ১৩ নং কলেজ স্কোয়ার হ. [illegible] মিজার গলে .৩২ আশ্বিন শ্রীগোপালচন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত হইল।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৮ম ভাগ। ১৯শ সংখ্যা। | ১লা কার্ত্তিক, রবিবার, ১৭৯৭ শক। | বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফস্বল ঐ ৩।০

প্রার্থনা।

হে স্নেহময়ী পরম মাতঃ! পরের বাড়ীতে নানাবিধ সুখসেব্য দ্রব্য সামগ্রী ভোজন করিয়া অনেক বার তৃপ্তি লাভ করিয়াছি বটে কিন্তু নিজ গৃহে আপনার মাতার সুকোমল স্নেহ হস্তের পরিবেশিত অন্ন যেমন সুমিষ্ট সুস্বাদ বোধ হয় এবং তাহা ভোজনে যেমন পরিতোষ লাভ করা যায় এমন আর কোথাও হয় না। তোমার ধর্ম্মরাজ্যের নানা স্থানে শত শত সদাব্রতের দ্বার উন্মুক্ত রহিয়াছে, অনেক সময় সে সকল স্থানে অতিথি হইয়া জীবনের ক্ষুধা তৃষ্ণা শ্রান্তি দূর করিয়াছি, বহুল উপাদেয় সামগ্রী সম্ভোগ করিয়াছি, এমন কি অধিকাংশ সময় তাহারই দ্বারা জীবন পরিপোষিত হইয়াছে, কিন্তু হে জননী! তোমার স্বহস্তের পরিবেশন না হইলে আহারে সম্যক্ তৃপ্ত্যনুভব হয় না। অন্যত্র প্রচুর ভোজনে যাহা না হয়, তোমার নিজ হস্তের এক বিন্দু অমৃত কণায় তদপেক্ষা সহস্র গুণে সুখী হওয়া যায়। তুমি স্বয়ং মাতা হইয়া পরিবেশন করিবে, আর আমি পরমানন্দে ভোজন করিব, তবে তো আরাম হইবে। সন্তান কোন্ সামগ্রী ভালবাসে, কোন্ দিন কি তাহার অভাব মাতা ভিন্ন অন্যে কেমন করিয়া তাহা জানিবে? এই জন্য পরের হাতে খাইয়া সকল সময় উদর পূর্ণ হয় না। হে অখিল মাতঃ, সন্তানবৎসলে! তোমাকে দেখিলেই ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণ হয়। অহো! তোমার প্রদত্ত আহার্য্য কি সুরস! কি হৃদয়ানন্দকর! আমি অনেক ভাল ভাল সামগ্রী খাইয়াছি, কিন্তু তোমার হাতে খাইতে যেমন মিষ্ট লাগে এমন আর কোথাও না। অতএব হে মাতঃ! তুমি আমাকে নিত্য নিত্য তোমার কণামাত্র সত্যান্ন এবং প্রেমান্ন তুমি দিও তাহাতেই আমার যথেষ্ট হইবে আর আমি অধিক চাহি না। যদি কখন অন্যের হস্তে পরিবেশনের ভার দাও তবে তোমার হস্তের প্রস্তুত জিনিশ যেন পাই। তোমার সামগ্রী তোমার হস্ত হইতে আসিলেই ভাল হয়, কারণ পরিবেষ্টার দোষে পবিত্র বস্তুও অপবিত্র হইয়া যায়, সুতরাং তাহাতে রুচি হয় না। যদি তোমার স্বর্গীয় প্রেমান্ন অবিকৃতাবস্থায় পাই তাহা হইলেই সন্তুষ্ট হইতে পারি।

নিত্য সাধন ব্রত।

প্রাত্যহিক সাধনের মধ্যে নিয়মিত উপাসনাই প্রধান। ইহা দ্বারা সাধকের সমস্ত

জীবন নিয়মিত হয়। এ বিষয়ের অভাব আমরা বারম্বার সকলকে অবগত করিয়াছি, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় যে নিত্যব্রতপরায়ণ উপাসনানিষ্ঠ এক শত ব্রাহ্ম এপর্য্যন্ত আমরা দেখিতে পাইলাম না। দিনান্তে একবার স্মরণ করা কিম্বা মনন করা, অথবা বাহ্য কোন ঘটনায় হৃদয় উত্তেজিত হইলে একটী সঙ্গীত করা ইহাকে আমরা প্রকৃত সাধনের মধ্যে গণ্য করিতে পারি না। এ প্রকার অনিয়মিত সাধনে জীবনের প্রকৃত উন্নতি কদাপি সম্ভাবিত নহে। তবে কি প্রতিদিন ক্ষণকাল উপাসনার ভাবে বসিয়া থাকিলেই মন পবিত্র হইতে পারে? তাহাও আমরা বলি না। আমাদের বক্তব্য এই, যে প্রাণ মন হৃদয় উৎসর্গ করিয়া, সংসারকে বিস্মৃত হইয়া, নিষ্ঠা ভক্তির সহিত নির্দ্দিষ্ট নিয়মে অন্ততঃ একবার এক ঘণ্টা কাল প্রকৃতরূপে প্রতিদিন উপাসনা করা জীবন ধারণের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন। এরূপ সারবান্ যথার্থ উপাসনা না হইলে আত্মার সাধুভাব সকল সমুন্নত হয় না, সাধনের গাঢ়ত্ব অনুভবও করা যায় না। ব্রাহ্মেরা ধর্ম্মবিষয়ে অনেক তত্ত্ব আলোচনা করেন সত্য, তাঁহাদের তর্ক বিতর্কে, কথা বার্ত্তায় যথেষ্ট অনুরাগ উৎসাহ প্রকাশ পায়; কিছু হইল না, ভক্তি প্রেম শুষ্ক হইয়া গেল, ইন্দ্রিয়গণকে শাসন করিতে পারিলাম না, উপাসনা করিয়া শান্তি পাই না, চিত্তের চাঞ্চল্য দূর হইল না প্রভৃতি বহু পুরাতন দুঃখের কথা সকল পুনঃ পুনঃ প্রকাশ করিয়া অনেকে খেদও করেন; কিন্তু নিয়মিত উপাসনার কথা বলিলেই তাঁহাদের চক্ষু স্থির হইয়া যায়। তাঁহাদের মধ্যে কেহ হয়তো নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে উপাধান মস্তকে দিয়া এক বার দূর হইতে ঈশ্বরকে স্মরণ করেন, কেহ স্নানান্তে ভোজনের পূর্ব্বে একটী সঙ্গীত করিয়া থাকেন, কেহ বা দুই চারি দিন পরে একবার মনন করেন, সুতরাং এক ঘণ্টা কাল ক্রমাগত মগ্ন ভাবে ব্রহ্মপূজা দ্বারা চিত্তের একাগ্রতা সাধন করা তাঁহাদের পক্ষে মহা কষ্টকর ব্যাপার। এই কারণে সাধন করিয়াও আশানুরূপ ফল লব্ধ হয় না। এক ঘণ্টা কালও যদি সংসারকে ভুলিয়া পরব্রহ্মে স্থিতি করিতে না পারা গেল তবে আর এই কঠিন ব্রত কিরূপে সাধিত হইবে? অভাবতঃ আমরা এই কয়েকটী নিয়ম অবলম্বনের জন্য সকলকে অনুরোধ করিতেছি;—প্রত্যহ একটী বার অন্ততঃ এক ঘণ্টা কাল ব্রহ্মের সত্তাসাগরে নিমগ্ন হইয়া প্রণালীপূর্ব্বক উপাসনা, মধ্যাহ্নে আহারের সময় কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ, সন্ধ্যাকালে চিন্তা এবং নাম গানান্তে প্রণিপাত, রজনীতে আহারের কালে কৃতজ্ঞ অন্তরে স্মরণ, নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে নির্ভরের সহিত স্মরণ, প্রাতে গাত্রোত্থানের পর ভক্তিপূর্ব্বক স্মরণ করিয়া প্রণাম।

এই কয়টী সাধু অনুষ্ঠান অভ্যস্ত হইলে জীবন সাধুভাবে সংগঠিত হইবে। ইহা দ্বারা বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইলে ক্রমে উচ্চ অঙ্গের প্রেম ভক্তির সাধন আরম্ভ হইবে। ধর্ম্মের এই সকল প্রথম শিক্ষা ও সাধনের প্রতি যাঁহারা ঔদাস্য ও শিথিলতা প্রদর্শন করেন তাঁহারা সংসারগতিকে প্রাপ্ত হইবেন, ধর্ম্মের উচ্চ সোপানে কখন আরোহণ করিতে পারিবেন না।

নিরাশার মধ্যে আশা।

ঘোর নিরাশান্ধকার মধ্যে আশাকে অবলম্বন করিয়া প্রফুল্ল এবং নির্ভয় চিত্তে অবস্থান করা বিশ্বাসী সাধকদিগের এক প্রধান লক্ষণ। ব্রহ্মলোভী সাধুর অত্যুচ্চ অভিলষিত বিষয়ের অনুরূপ কার্য্য পৃথিবীতে নাই, তাঁহার আদর্শের সহিত প্রত্যক্ষ ঘটনারাজির সৌসাদৃশ্য অতি অল্পই লক্ষিত হয়, ভাবের সমভাবী সহযোগীও এমন নাই যে তাহার সঙ্গে তিনি আপনার হৃদয়স্থ অভিনব স্বর্গীয় ভাবের বিনিময় কিম্বা সংঘর্ষণ করিবেন। সহস্র শিষ্য

এবং স্তুতিবাদক দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিলেও তিনি অরণ্যবাসী উদাসীন। কেবল উদাসীন হইয়াও তাঁহার নিস্তার নাই, সাধারণ জন-সমাজের স্বার্থের বিরোধী বলিয়া অনেক সময় তাঁহাকে বিড়ম্বিত হইতে হয়। কিন্তু এ সকল সত্ত্বেও ঘন মেঘাবৃত সারদীয় পূর্ণ শশধরের ন্যায় সাধুর মুখ কমল সর্ব্বদা আনন্দ সুধা বর্ষণ করে। প্রেমিক ভক্ত হৃদয়ের গভীর ভাবের সহিত সহানুভূতি করিতে পারে এমন লোক ভূমণ্ডলে কোথা? তথাপি তিনি মুহূর্ত্তেকের জন্য বিমর্ষ নহেন। দুঃখ বিষাদের অন্ধকার মধ্যে পতিত হইয়াও তিনি ঈশ্বরের প্রেম-মুখের জ্যোতিঃ দেখিতে পান।

কাহার বলে ঈশ্বরপরায়ণ সাধু এত সুখী এবং ধৈর্য্যশীল? নিরাশ অবিশ্বাসের মধ্যে থাকিয়াও তিনি কাহার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া আশ্বাসিত হয়েন? পৃথিবী তলে কোন দিকে আশার জ্যোতিঃ দৃষ্টিগোচর হয় না, যাহা কিছু হয় তাহার উপর নির্ভর করিয়া জীবন ধারণ করা সম্ভব নহে। কেবল এক মাত্র সেই সাক্ষীস্বরূপ চেতনবান্ ঈশ্বর তাঁহার উৎসাহদাতা এবং পুরস্কর্ত্তা। অল্পবিশ্বাসীদিগের ভয় ও নিরাশার কারণ শত সহস্র, কেন না তাহারা আপনার সদৃশ ব্যক্তিদিগের জীবন পুস্তককে আদর্শ করিয়া চলে এবং পরিবর্ত্তনশীল অবস্থার উপর নির্ভর করে। বাহ্যাবলম্বন বিহীন হইয়া যিনি এক মাত্র সেই সারাৎসার পরম বস্তুতে সর্ব্বদা আনন্দিত হয়েন তাঁহার নিকট একটীও নিরাশার কথা নাই। পৃথিবীর ইতিহাস সহস্র মুখে বিরুদ্ধ বাক্য বলিতেছে, কিন্তু তিনি স্বয়ং ঈশ্বরের প্রমুখাৎ যাহা শুনিয়াছেন তাহা কখন মিথ্যা হইবার নহে। এই জন্য তিনি বলেন, যাহার মূলে মঙ্গল ভাব, প্রেম পবিত্রতা নিহিত রহিয়াছে তাহার জয় হবে না ইহা কি কখন সম্ভব হইতে পারে? ভ্রান্ত, পৃথিবীর সাক্ষ্য গ্রাহ্যযোগ্য নহে; সমস্ত বিশ্ব এক দিকে আর ঈশ্বর এক দিকে। আমি যদি তাহাকে সম্মুখে রাখিয়া মনের কথা বলিতে পারি তাহাতেই আমার শান্তি। তিনি একাই এক শত! সকলের সার যিনি, মূলাধার যিনি তাঁহার সহিত যদি আলাপ পরিচয় থাকে তবে আর ভয় কিসের? পৃথিবীতে এক জন ধনীর সহিত কাহার আনুগত্য থাকিলে তাহার সাহস কত হয়, কিন্তু যিনি রাজার রাজা, অনন্ত ঐশ্বর্য্যের অধিস্বামী, তাঁহার সঙ্গে যদি পরিচয় থাকে তবে আর ভয় বিপদে কি করিবে? যদি ভাবের ভাবুক কাহাকেও না পাই তবে যাঁহার ভাব তাঁহাকেই প্রত্যর্পণ করিব। তাঁহার মহিমা গান করিয়া তাঁহাকেই শুনাইব। সেই অদ্বিতীয় প্রাণারাম ঈশ্বরের সঙ্গে যখন জীবের এইরূপ প্রেমের মিলন হয় তখন আর তাহার কোন অভাব থাকে না। তিনি স্বয়ংই ভক্তের পুরস্কার হইয়া প্রকাশ পান। অতএব তাঁহাকে যদি না পাই তবে প্রচুর ঐশ্বর্য্য লইয়াই বা কি হইবে? আর যদি তাঁহার নিকটে থাকিতে পারি তবে অভাবই বা কি আছে? যত দিন প্রাণ ভরিয়া উপাসনা করিতে পারিব এবং নির্ম্মল চিত্ত হইয়া সুখী হইবার আশা পাইব তত দিন নিরাশার মধ্যে থাকিয়াও আশার জ্যোতিঃ অবলোকনপূর্ব্বক আপনার আনন্দে আপনি আনন্দিত হইব।

সাংসারিক সুখ।

কেহ জিহ্বার আকর্ষণে চর্ব্ব্য চোষ্যাদি নানা প্রকার উপাদেয় খাদ্য দ্রব্য অনিয়মিতরূপে ভোজন করিলেন, অচিরেই তাঁহার উদর অজীর্ণ দোষে দূষিত হইল ও উদ্বমন ইত্যাদি হইয়া তাঁহাকে লজ্জিত ও দুঃখিত করিল। তাঁহার সেই ক্ষণিক সুখটুকু চলিয়া গেল, দুঃখই রহিল। তদ্রূপ সাংসারিক লোকেরা আসক্তি বশতঃ অমিতাচারী হইয়া সংসারের সুখ ভোগ করিয়া থাকে, পরিণামে সেই সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখ ভোগ করে। যেমন ভোজ্য বস্তু যত অধিক আড়ম্বর পূর্ণ হয় ততই ভোক্তার

পীড়ার কারণ হইয়া থাকে, তেমনি সাংসারিক সুখ ভোগ যে পরিমাণে অধিক হয় সেই পরিমাণে তাহা হইতে গ্লানি ও কষ্ট হইয়া থাকে। মৃত্যুর সময় এই ব্যাপারটী স্বতঃ প্রকাশ হইয়া পড়ে। যাহার দাস দাসী পোষ্য পরিজন স্বর্ণ রৌপ্য ঐশ্বর্য্যাদি যে পরিমাণে অধিক হয়, মৃত্যু কালে তাহাদের বিচ্ছেদের যন্ত্রণা সেই ধনীর পক্ষে দরিদ্রের তুলনায় তত অধিক। মৃত্যু হইলেও এই ক্লেশ ও শাস্তির পরিসমাপ্তি হয় না, বরং অধিক হয়। যেহেতু সংসারাসক্তি মনের একটী স্বভাব এবং মন মৃত্যুর পরও স্থিতি করে।

যেমন কেহ জলেতে অবগাহন করিল অথচ আর্দ্র হইল না এরূপ হইতে পারে না, তদ্রূপ সংসারে কেহ আসক্ত হইল কলুষিত হইল না এরূপ হইতে পারে না।

কেহ কোন আতিথেয়ের ভবনে অতিথি হইল। সেই আতিথেয় ব্যক্তির এই নিয়ম যে সর্ব্বদা অতিথি লোকের অবস্থিতির জন্য গৃহ সজ্জিত রাখেন, দলে দলে অতিথিদিগকে আহ্বান করিয়া স্বর্ণ রৌপ্যময় আতর দান গোলাববাস ইত্যাদি তাহাদের সম্মুখে স্থাপন করেন, যে তাহারা সৌরভে স্বয়ং আমোদিত হইয়া সেই সুগন্ধি দ্রব্য ও ধাতুপাত্র অন্য অতিথির ভোগের জন্য রাখিয়া যায়। যে অতিথি বুদ্ধিমান্ ও আতিথেয়ের নিয়ম প্রণালী জ্ঞানেন তিনি গন্ধ দ্রব্যের সৌরভ মাত্র আঘ্রাণ করিয়া তাহা ও তাহার পাত্র সন্তোষের সহিত রাখিয়া দেন এবং কৃতজ্ঞ চিত্তে চলিয়া যান। কিন্তু নির্ব্বোধ অতিথি মনে করে যে এই সকল গন্ধ দ্রব্য ও মূল্যবান্ ধাতু পাত্র গৃহস্বামী আমাকে দান করিলেন, ইহা আমারই হইল আমি লইয়া যাই ৷৴ চলিয়া যাইবার সময় গৃহস্বামী উক্ত দ্রব্য তাহা হইতে কাড়িয়া লন। সে তখন বিষণ্ণ ও লজ্জিত হয় এবং খেদ করে। সংসারও এইরূপ অতিথিশালা স্বরূপ এবং মনুষ্য মাত্রই অতিথি। জ্ঞানী মনুষ্য সাংসারিক দ্রব্যে লোভ না করিয়া তাহা দ্বারা স্বীয় প্রয়োজন মাত্র সিদ্ধ করিয়া লন।

এক খান নৌকাতে কতকগুলি যাত্রিক আরোহণ করিয়াছিল, নৌকা খানা কোন চড়াতে যাইয়া পঁহুছে। যাত্রীগণ শারীরিক প্রয়োজনানুরোধে চড়াতে নামেন। তখন নাবিক সকলকে সতর্ক করিয়া দেন যে কেহ অধিক বিলম্ব করিবে না। হস্ত পদাদি প্রক্ষালন ব্যতীত অন্য কোন ব্যাপারে রত হইবে না, যেহেতু নৌকা শীঘ্র ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে। এ দিকে যাত্রীগণ চড়াতে নামিয়া বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল, যাহারা জ্ঞানবান্ ছিল এমত কতকগুলি লোক চড়ায় নামিয়াই স্বকার্য্য সমাধান করিয়া নৌকাতে চলিয়া আসিল। তখন নৌকা শূন্য ছিল, তাহারা ইচ্ছানুরূপ প্রশস্ত স্থানে যাইয়া সুখে বসিল। যাত্রিকদের কয়েক জন সেই চড়ার আশ্চর্য্য বস্তু সকল দেখিয়া বেড়াইতে লাগিল। সেখানে মনোহর পুষ্প, সুন্দর সুন্দর পক্ষী, নানা বর্ণে সুচিত্রিত ঝিনুক ও শামুক দেখিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে তাহারা নৌকায় ফিরিয়া আসিল, কিন্তু প্রশস্ত স্থান পাইল না, অন্ধকারময় সঙ্কীর্ণ স্থানে অগত্যা বসিল। কতকগুলি সেই চড়ার আশ্চর্য্য বস্তু সকল দেখিয়াও ক্ষান্ত হইল না, তাহারা সুন্দর সুন্দর ঝিনুক ও শামুক কুড়াইয়া লইল, কিন্তু নৌকায় আসিয়া তাহা রাখিবার স্থান পাইল না; ঝিনুক ও শামুকের বোঝা মাথায় করিয়া সঙ্কীর্ণ স্থানে বসিয়া রহিল। আর এক দল সেই চড়ার শোভা দেখিয়া এমন মোহিত হইল যে তাহারা কেবলই দেখিয়া বেড়াইতেই লাগিল। ইতি মধ্যে নৌকা দূরে চলিয়া গেল, নাবিকের প্রথম উপদেশ শ্রবণ না করাতে তাহারা চড়াতেই পড়িয়া রহিল। তাহাদের কতক জন অসহায়ে প্রাণত্যাগ করিল, কতক লোককে হিংস্র জন্তু মারিয়া ফেলিল। প্রথম দল বৈরাগ্যাবলম্বী সাধক, চতুর্থ দল যাহাদের চড়ায় মৃত্যু হইল তাহারা নাস্তিক। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দল পাপী বটে, কিন্তু ধর্ম্মবিশ্বাসী, সংসারে নির্লিপ্ত নয়। এক দল আসক্তি বশতঃ ভ্রমণের সুখটী ভোগ করিল, অন্য দল চড়ায় ঘুরিয়া বেড়াইয়া ঝিনুক শামুকের বোঝা মাথায় বহন করিল।

(মহম্মদীয় ধর্ম্ম পুস্তক আকৃসির হেদায়ৎ।)

বিনয়।

(হিতোপাখ্যান মালা হইতে।)

কোন যুবা দেশ ভ্রমণ করিতে করিতে দরবন্দ নগরে উপনীত হইয়াছিলেন। তিনি তথাকার এক মস্জিদে

যাইয়া অবস্থান করেন। এক দিন সেই ভজনালয়ের অধ্যক্ষ, মন্দির পরিষ্কার করিবার জন্য তাঁহাকে আদেশ করিলেন। যুবা এই অনুমতি শ্রবণ মাত্র বাহির হইয়া চলিয়া যান। ইহাতে অধ্যক্ষ এবং মন্দিরের কর্ম্মচারীগণ মনে করিলেন যে পরিব্রাজক যুবা ভজনালয়ে সেবক হইতে সঙ্কুচিত। অন্য দিন এক ভৃত্য রাজপথে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া বলিল, "তুমি দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ অন্যায় করিয়াছ,হে অভিমানী বালক! জান না কি যে দাসত্বে লোক উন্নত হয়?" তখন সরল মতি যুবক অশ্রুপূর্ণ নয়নে বলিলেন, "বন্ধো! সেই স্থানে আমি ধূলি আবর্জ্জনা কিছুই দেখিতে পাই নাই। সেই পবিত্র ভূমিতে আমিই অপবিত্র ছিলাম, সুতরাং তথা হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছি। ভজনালয়ের পুণ্য ভূমি মাদৃশ আবর্জ্জনা হইতে বিমুক্ত থাকাই বিধেয়।"

নত হওয়া অপেক্ষা ঋষির অন্যতর শ্রেষ্ঠ পথ নাই। যদি তুমি উন্নতি চাও, তবে অবনতি স্বীকার কর। যে হেতু তাহা ব্যতীত সেই অট্টালিকায় আরোহণের অন্য সোপান নাই।

এক জন ধার্ম্মিক তপোধন হইতে কোন প্রতাপান্বিত রাজা মনঃপীড়া পাইয়াছিলেন। তপস্বীর মুখে একটী তিরস্কার বাণী উচ্চারিত হইয়াছিল। অভিমানী ভূপাল তাহাতেই মহা বিরক্ত হন, এবং সেই সাধু পুরুষকে কারাগারে বদ্ধ করেন। তখন কোন বন্ধু যাইয়া গোপনে তপোধনকে এই বলিল, "মহারাজকে এরূপ কথা বলা তোমার উচিত হয় নাই।" ঋষি বলিলেন "সত্যবাণী প্রচার করা তপস্যার অঙ্গ, এক মুহূর্ত্তও আমি কারাগারকে ভয় করি না।" গোপনে এই কথা হইয়াছিল, কিন্তু তখনই কোন সুযোগে রাজা তাহা শ্রবণ করিতে পাইলেন। তিনি হাস্য করিয়া বলিলেন, "এ তাহার বৃথা কল্পনা। সে কি জানে না যে কারাগারে তাহার মৃত্যু হইবে।" এক জন রাজকিঙ্কর যাইয়া ঋষিবরকে রাজার এই উক্তি জ্ঞাপন করিল। তাহাতে তিনি বলিলেন "নরপতিকে যাইয়া বল, এই পার্থিব জীবন মুহূর্ত্তকাল বৈ নয়, সংসার বিরাগীর নিকটে শোক হর্ষ কিছুই নাই। রাজা যদি অনুকূল হন, আমার চিত্ত হর্ষ বিস্ফারিত হইবে না, যদি শিরশ্ছেদন করেন শোকার্ত্ত হইবে না। তাঁহার প্রভুশক্তি, সৈন্য ও ঐশ্বর্য্য আছে, আমার পরিজন বর্গ ক্লেশ ও দুর্গতি আছে। অচিরেই মৃত্যুর দ্বারে সেই ভাগ্যবান্ রাজা এবং আমি অভাগা তুল্য দশাপন্ন হইব। তাঁহাকে বল ঐশ্বর্য্য-মদে প্রমত্ত হইও না, আপনাকে পাপাগ্নিতে দগ্ধ করিও না। পূর্ব্বকালে অনেক রাজা অত্যাচারানলে পৃথিবীকে দগ্ধ করিয়া তোমা অপেক্ষা অধিক ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন হইয়াছিলেন, তাঁহাদের চিহ্নও নাই। তুমি সেই রূপ জীবন ধারণ কর যাহাতে লোকে তোমার চরিত্রের প্রশংসা করে, মৃত্যুর পর তোমার সমাধির উপর তিরস্কার না করে। অন্যায় বিধিকে প্রশ্রয় দিও না, তাহা হইলে লোকে "এই দুরাত্মাকে ধিক্" এইরূপ বলিবে। ভাবিয়া দেখ, বলবান অভিমানে মস্তকোত্তোলন করিলে কি পরিণামে সেই মস্তক শ্মশানভূমিতে নত করে না?"

রাজা এতৎ শ্রবণে রাগান্ধ হইয়া তপোধনের জিহ্বা উৎপাটনের আদেশ করিলেন। তাহাতে সেই সত্যব্রত সাহসী পুরুষ বলিলেন "তুমি যে আজ্ঞা করিলে, তাহাকেও আমি ভয় করি না, রসনা বিহীন হইয়া থাকিতে আমার দুঃখ নাই। যে হেতু আমি বিশ্বাস করি যে জিহ্বাযোগে কথা না বলিলেও প্রভু পরমেশ্বর অন্তরের গুপ্ত বাণী সকল শ্রবণ করেন।"

হে বন্ধো! যদি সত্যেতে পুণ্যেতে তুমি জীবিত থাক, ইহলোক হইতে বিদায়ের দিন শোক বিলাপ স্থানে তোমার আনন্দ উৎসব হইবে।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

রবিবার, ১১ই আশ্বিন, ১৭৯৭ শক।

জগতের ইতিহাস ইহা সপ্রমাণ করিয়া দিতেছে যে অবলম্বন বিনা মনুষ্য ধর্ম্ম সাধন করিতে পারে না, ব্রহ্ম লাভ করিতে পারে না। বাহিরে কোন বস্তু দেখিলেই ঈশ্বরের বিষয় স্মরণ হয়, এরূপ বিধি না থাকিলে মনুষ্য কোন মতেই ঈশ্বরের দিকে যাইতে সমর্থ হয় না। প্রথমতঃ জড়ের দিকে মনুষ্য আকৃষ্ট হয়। নদী, পর্ব্বত, চন্দ্র, সূর্য্য ইত্যাদি জড় বস্তু না দেখিলে ঈশ্বরের দিকে তাহার প্রাণ যায় না। ঈশ্বর চিন্তা আসিবে কি রূপে যদি একটী সুন্দর বস্তু নয়ন গোচর না হয়। একটী সুন্দর সৃষ্ট বস্তু নয়ন দর্শন করিবে, তবেত প্রাণ ঈশ্বরের দিকে যাইবে। সেই বস্তু দেখিলে, স্পর্শ করিলে সে ঈশ্বর সেই বস্তুর স্রষ্টা ইহা তাহার স্মরণ হইবে। তাঁহার জগতে তাঁহাকে প্রতি-বিম্বিত দেখিয়া পুলকিত হইবে। এই জন্য প্রথমাবস্থায় মনুষ্য পৌত্তলিক হয়। সৃষ্টির মধ্যে হিতকর যাহা কিছু পদার্থ দেখে তাহার অর্চ্চনা করত মনুষ্য ঈশ্বরের দিকে যায়। এই প্রকারে প্রথমাবস্থায় জড় জগৎ মনুষ্যের ধর্ম্ম পথের সহায় হয়। প্রথমাবস্থায় যখন মনুষ্য স্থির চিত্ত হইয়া ঈশ্বরে নিমগ্ন হইতে পারে না, মন বারম্বার বিক্ষিপ্ত হয়, সেই অবস্থায় জড় বস্তু তাহার একাগ্রতা সাধনের সহায় হয়। সেই সামগ্রীর সাহায্যে যদিও আপাততঃ ঈশ্বর চিন্তা না হইল; কিন্তু একাগ্রতা শিক্ষা হইল। অল্পে অল্পে ঈশ্বর চিন্তা করিবার জন্য মন প্রস্তুত হইল। যখন তিনি দেখিলেন, চারি দিকে দৃষ্টি যাইতেছে, কোন বিষয়ে মন স্থির হইতেছে না, এমন এক বিষয়ের সৌন্দর্য্য চিন্তনে

মনুষ্য প্রবৃত্ত হইল। এই রূপে চঞ্চল, বিষয়াসক্ত মনকে অনুশাসিত করিয়া ঈশ্বরের দিকে যাইতে চেষ্টা করিল। যাহারা জড়ের সোপান অতিক্রম করিল, তাহাদের আবার ভক্ত সহবাস আবশ্যক হইল। যাঁহাদের চৈতন্য আছে, যাঁহারা ঈশ্বরপ্রণয়ী, তাঁহাদের সহবাস, তাঁহাদের দৃষ্টান্তের প্রয়োজন হইল। জড় কথা কয় না, মনুষ্য কথা কন, মনুষ্যের জীবনে ধর্ম্মের সৌন্দর্য্য বিকশিত হয়, এই জন্য সাধকের সাধ মনুষ্যের প্রতি অনুরাগ বাড়িতে লাগিল। মনুষ্যের নিকট সদুপদেশ গ্রহণ না করিলে, তিনি আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। সাধু কোথায় থাকেন, অন্বেষণ করিয়া তাঁহার সঙ্গ লাভ করিয়া, তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া মনের অভিলাষ পূর্ণ করেন। আবার সাধুরা যে সকল গ্রন্থ লিখিয়াছেন, সেই জ্ঞান গর্ভ পুস্তক পাঠে নূতন নূতন সত্য জানিয়া ঈশ্বর লাভের সহায়তা লাভ করিল। আবার দশ জন অপেক্ষা যদি এক জন শ্রেষ্ঠ হন, তাঁহার মুখ দেখিয়া, তাঁহার দৃষ্টান্ত দেখিয়া জীবনকে বিশুদ্ধ করিতে লাগিল। একাকী থাকিলে ঈশ্বর লাভ হয় না, বরং নিজের পাপ স্মরণ করিতে করিতে মন একেবারে অবসন্ন হয়। এই জন্য মনুষ্যের উপদেশ গ্রহণ করিতে হইল। যখন একটু পাপ মনের ভিতর আসিল, তখনই সাধুসঙ্গ করিতে ইচ্ছা হইল। এমন যে ভয়ানক রিপু সকল প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল সাধুসঙ্গের গুণে সে সমুদয় পরাস্ত হইল। এই জন্য সাধুসঙ্গ স্পৃহণীয়। কিন্তু যতই মন উন্নত হইল, ততই সাধক বুঝিতে পারিল, চিরকাল জড়ের সাহায্য পাওয়া যাইবে না, আবার সাধুসঙ্গও সর্ব্বদা পাওয়া যায় না। পৃথিবীতে এমন সকল স্থান আছে যে সকল অঞ্চলে সাধুসঙ্গ অসম্ভব। মনে কর এমন স্থানে ঘোরান্ধকার মধ্যে পাপেচ্ছা হইল তখন কি উপায় হইবে? অতএব মনুষ্য বুঝিল নিজের জীবনে কোন অবলম্বন না হইলে আর নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। চন্দ্র সূর্য্য চির সহায় নহে, সাধু ব্যক্তিও চির সহায় নহে। তবে পরের উপর নির্ভরের প্রয়োজন কি? যত কিছু আবশ্যক ঈশ্বরলাভ জন্য, সে সমস্ত আপনার জীবনের ভিতরে রাখিতে হইবে। এই জন্য কেহ নিজের কর্ম্মের উপর নির্ভর করিতে লাগিল, সে মনে করিল এমন কর্ম্ম করিতে হইবে যে সেই কার্য্য করিবা মাত্র মন ঈশ্বরের দিকে যাইবে। এই রূপে সদনুষ্ঠানের নিয়মাবলী প্রতিষ্ঠিত হইল। কেহ বাল্য সংস্কার, কেহ কথাতে, কেহ মতের ভিতরে আপনার পরিত্রাণ এবং স্বর্গ স্থাপন করিল। কিন্তু ভক্ত যাঁহারা তাঁহারা কর্ম্মীও নহেন, শাস্ত্রীও নহেন। বস্তু এবং বুদ্ধিকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা কেবল ব্রহ্ম নাম শ্রবণ কীর্ত্তনকেই সার করেন। মনের শুষ্কতা ঘুচিল না, মনের ভিতরে বারম্বার ব্রহ্ম নাম উচ্চারণ করিলেন। ভক্ত মনে করেন তিনি কেবল সেই নামের দ্বারা, কেবল ঈশ্বর স্মরণ দ্বারা ঈশ্বরের কাছে যাইতে পারিবেন। এই সমুদায় সহায় না হইলে সাধক ঈশ্বর লাভ করিতে পারেন না। কিন্তু যথার্থ ঈশ্বরতত্ত্ব যিনি জানিয়াছেন তিনি অবলম্বনের উপর নির্ভর করিয়া থাকেন না। অবলম্বন যাহাতে হ্রাস হয় তাহার চেষ্টা করেন। ব্রহ্ম যেমন নিরবলম্ব, প্রকৃত ব্রাহ্ম যোগীও সেই রূপ নিরবলম্ব। কাহারও সুস্পষ্ট চন্দ্র না দেখিলে, কাহারও উত্তম উত্তম পুষ্পের ঘ্রাণ না পাইলে, কাহারও সাধুসঙ্গ না হইলে, কাহারও মৃদঙ্গ না বাজাইলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। দুই পাঁচটী সদনুষ্ঠান কিম্বা কোন বিশেষ মত গ্রহণ না করিলে কোন মতেই চলে না। কোন না কোন প্রকার অবলম্বন অনুসরণ করিতেই হইবে। যদি জড়রাজ্য এবং সাধুসংসর্গ ছাড়, তবে আপনার শরীর মনকে অবলম্বন করিতে হইবে। কিন্তু যিনি জানেন ঈশ্বরের পথে কি রূপে যাইতে হয় তিনি এই প্রার্থনা করেন, আমার অবলম্বন যেন আর আবশ্যক না হয়। কেন না যত দিন অবলম্বন আবশ্যক হয়, তত দিন বিপদের অবস্থা। মনে কর যদি আমার উৎকৃষ্ট উপদেশের আবশ্যক হয়, আর আমি এমন দেশে উপস্থিত হইলাম যে, সেখানে উপদেষ্টা পাওয়ার সম্ভাবনা নাই, তখন আমার উপায় কি? অথবা মনে কর খুব সুমধুর সঙ্গীত না হইলে আমার অন্তরে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তির উদয় হয় না; কিন্তু যিনি গান করিবার ভার লইলেন তিনি বিদেশে চলিয়া গেলেন আর আমার উপাসনা হইল না। এই রূপে বাহিরের এক একটী অবলম্বনের অভাবে যদি ভক্তি সরোবর শুকাইয়া যায়, তবেত আর বিপদের অবধি নাই। যিনি পুস্তকের উপর নির্ভর করেন পুস্তক হইতে বিচ্ছিন্ন হইবা মাত্র তাঁহার অন্তরের ভাব শুকাইয়া যায়। যে ব্যক্তি জড় বস্তুর উপর নির্ভর করিয়াছে মনে কর হঠাৎ সে অন্ধ হইল, তার কি উপায় হইবে? এই জন্য যথার্থ ভক্ত এ সকল প্রবঞ্চনার ব্যাপার হইতে আপনাকে দূরে রাখেন। তিনি জানেন নিরবলম্ব ভাবে ঈশ্বরকে নিকটে পাওয়া যায়। বাক্য উচ্চারণ করিতে হইল না, অথচ ভক্ত নিরবলম্ব ভাবে ঈশ্বরের নিকটে বসিয়া ঈশ্বরের প্রেমমুখ দেখিতে লাগিলেন। ভক্ত বলিলেন 'ঈশ্বর! তুমি এখানে' আর তৎক্ষণাৎ তাঁহার হৃদয়ের বাঞ্ছা পূর্ণ হইল। প্রত্যেক ব্রাহ্ম নিরবলম্ব ব্রহ্ম পূজা করেন। এমন অবলম্বন কি আছে যাহা না থাকিলে ঈশ্বর পূজা হয় না। যদি এমন কিছু থাকে তাহা মায়া। সেই ভ্রম তেমনি পরিত্যাগ করিতে হইবে, যেমন পাপ ও সংসারের মায়া পরিত্যাগ করিবে। সকল অবস্থায় আমরা নিরবলম্ব ঈশ্বরকে নিরবলম্ব সাধন দ্বারা লাভ করিব; এই যেন আমাদের লক্ষ্য হয়।

যত দিন একটী নেতা, বা সহায় না হইলে আমরা ঈশ্বরের কাছে যাইতে পারিব না, তত দিন সময়ে সময়ে

আমাদিগকে কষ্ট পাইতেই হইবে। ঈশ্বরের ত কোন অবলম্বন নাই, তিনি ত কাহাকেও ধরিয়া থাকেন না, চন্দ্র সূর্য্য না থাকিলে তিনি থাকিবেন না তাহা ত নহে, তিনি নিরবলম্ব পূর্ণ ঈশ্বর, তবে আমরা কেন তাঁহার নিকট যাইবার জন্য অবলম্বন অন্বেষণ করিব? যেমন নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ফেলি তেমনি সহজে কেন আমরা তাঁহার প্রেম-মুখ দেখিতে না পাইব?

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

উপাচার্য্যের উপদেশ।

রবিবার, ১৮ আশ্বিন, ১৭৯৭ শক।

ধর্ম্ম বিষয়ে পৃথিবীর এত উন্নতি হইয়াছে তত্রাপি সময়ে সময়ে এই প্রশ্ন উত্থিত হয়, ধর্ম্ম কি? ধর্ম্ম কি ইহা ব্যাখ্যা কর, মনুষ্য মনুষ্যকে এই কথা বলে। ধর্ম্ম কি যদি জানিতাম পাপের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিতাম। ধর্ম্ম কি পৃথিবী যদি জানিত তাহা হইলে অনেক অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইত, তাহা হইলে সকলেই স্বাভাবিক নিয়মে ঈশ্বরের নিকট আসিয়া পড়িত। কিন্তু ধর্ম্ম কি? এই প্রশ্নের সদুত্তর এখনও দেওয়া হয় নাই। আমরা দিতে পারি কি না চেষ্টা করি। ধর্ম্ম কি? কাহাকে ধর্ম্ম বলে? কাহারও মতে ধর্ম্মের অর্থ দিব্য জ্ঞান। ধার্ম্মিক হইতে হইলে নানা দেশের গূঢ় ধর্ম্মতত্ত্ব সকল জানিতে হইবে, নানা বিদ্যা বিশারদ হইতে হইবে, এই বিশ্বের মধ্যে কোথায় কি নিগূঢ় জ্ঞান কৌশল আছে, সে সকল জানিতে হইবে, শুদ্ধ এ সকল জানিলেও হইবে না, আবার ভালরূপে আত্মতত্ত্ব জানিতে হইবে। কিন্তু এই যদি ধর্ম্ম হয়, ইহাতে আত্মার সন্তোষ কত দূর হয় দেখা উচিত। আর এক জন বলিলেন কেবল দিব্য জ্ঞান ধর্ম্ম নহে, ধার্ম্মিক হইতে হইলে, প্রেমিক হইতে হইবে, ভক্ত হইতে হইবে, উপাসনা, ও অশ্রুপাৎ করিতে হইবে, নতুবা কেহ ধার্ম্মিক হইতে পারে না। মানিলাম, জ্ঞান ভক্তি প্রেম এ সকলই লাভ হইল; কিন্তু তথাপি মনের গভীর স্থানে অবতীর্ণ হইয়া দেখিলাম, যথার্থ ধর্ম্ম যাহা তাহা লাভ করা হয় নাই। আত্মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আত্মন! প্রকৃত ধর্ম্ম, স্থায়ী স্বর্গীয় বস্তু যাহা, তাহা তুমি কি পাইয়াছ? আত্মা বলে, না। এই যে ভক্তির বাহ্যিক ক্রিয়া কলাপের সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া উপাসনা করিলে, সঙ্গীত করিলে, ভক্ত সঙ্গ করিলে, ইহাতে স্থির স্থায়ী নিত্য ধন, যাহা পাইলে প্রাণ পরিবর্ত্তিত হয়, সেই সার বস্তু কি পাইয়াছ? আত্মা সরল অন্তরে বলিল, না। আর এক জন বলিল, যদি ধার্ম্মিক হইতে চাও, তবে কঠোর সাধন কর, শরীরের তেজ নষ্ট কর, উপবাস কর, হাস্য করিও না, কোন প্রকার আমোদ করিও না, দিবা রাত্র কেবল কঠোর সাধন কর। এই কঠোর সাধনে ঊর্দ্ধ বাহুর হস্ত অসাড় হইল, গ্রীষ্মকালে অগ্নির উত্তাপে, শীতকালে জলের শীতলতায় তপস্বী যোগীর অস্থি চর্ম্ম অবশিষ্ট হইয়া গেল। কিন্তু, হে তপস্বী, যোগী, সন্ন্যাসী! কর যোড়ে তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, উত্তর দাও, তোমাদের কঠোর সাধনের যন্ত্রণা আর সহ্য করিতে পারি না। যাহাতে নিমগ্ন হইতে পারিলে কেহ ফিরাইয়া আনিতে পারে না, সেই রত্ন কি পাইয়াছ? সেই সমুদয় সাধকেরা বলিল, কিছুই যে পাই নাই, তাহা নহে, অনেক প্রকারে ইন্দ্রিয় দমন করিয়াছি, হোম, যাগ, যজ্ঞ অনেক করিয়াছি; কিন্তু যে সার ধনের কথা বলিতেছ তাহা হইতে অনেক দূরে রহিয়াছি। আবার জিজ্ঞাসা করিলাম ধর্ম্ম কি? এক জন আসিয়া বলিলেন, যদি যথার্থ ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিতে চাও, তবে চরিত্র সংশোধন কর, মিথ্যা কথা বলিও না, চিন্তাকে শুদ্ধ কর, মন্দ কথা যাহারা বলে তাহাদের মুখ দর্শন করিও না, মন্দ কার্য্য যাহারা করে তাহাদের সঙ্গ ত্যাগ কর, একটী পয়সা যদি কখনও অন্যায় রূপে লইয়া থাক, তাহার জন্য বিধিমতে প্রায়শ্চিত্ত কর, ক্রমাগত নীতির পথ অনুসরণ কর, চরিত্র ভাল হইলেই যথার্থ ধার্ম্মিক হইবে। কিন্তু যাহারা ক্রমাগত বিধিমতে চরিত্র নির্ম্মল করিতে চেষ্টা করিল, তাহারা অনেক বিধবাকে প্রতিপালন করিল, অনেক অনাথ শিশুকে বিদ্যা দান করিল, লোকে যাহাদিগকে সত্যবাদী বলিয়া, দয়াবান্ বলিয়া প্রশংসা করে, ধর্ম্ম কি? এই প্রশ্নের উত্তর দান করিতে যেমন আর সকলে অক্ষম তাহারাও তেমনি অক্ষম। তাঁহারা বলেন, আমরা আমাদের জিহ্বাকে মিথ্যা কহিতে দিই না, ইন্দ্রিয় দমন করি, কাম, ক্রোধ জয় করিয়াছি; কিন্তু সার ধন ধর্ম্ম, যাহা না পাইলে প্রাণ বিনষ্ট হয় তাহা কোথায় পাইব? সকলেই নিরুত্তর হইলেন, তার পর সার বস্তু কোথায় অন্বেষণ করিব? এক জন বলিলেন ধর্ম্ম দিব্যজ্ঞান; আর এক জন বলিলেন ধর্ম্ম দিব্য প্রেম, তৃতীয় জন বলিলেন ধর্ম্ম কঠোর সাধন, আর এক জন বলিলেন ধর্ম্ম চরিত্র শুদ্ধি। ধর্ম্ম কি ইহার মধ্যে নাই? পৃথিবীতে যতটুকু ধর্ম্মজ্ঞান, যতটুকু ইষ্টভক্তি, যতটুকু কঠোর সাধন, এবং যতটুকু চরিত্রের নির্ম্মলতা আছে, ইহা যদি না থাকিত, আজ পৃথিবীর কি ভয়ানক শোচনীয় অবস্থা হইত। কিন্তু সেই সার স্থায়ীধর্ম্ম কোথায়, যাহা পাইলে ব্রাহ্মের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়? পৃথিবীতে প্রচুর পরিমাণে দিব্জ্ঞান, প্রেম ভক্তি, উৎসাহ, তার সঙ্গে সঙ্গে আত্মনিগ্রহ, চরিত্র সংশোধনের চেষ্টা আছে; কিন্তু ইহাতে ধর্ম্ম পর্য্যবসিত হয় নাই, তাহাতে যে আমাদের সকল অভাব মোচন হইবে তাহা নহে। আমরা যে দিব্যজ্ঞানের জন্য ব্যাকুল, তাহা পৃথিবীতে নাই। দিব্যজ্ঞান তাহা যাহা বিশ্বাস চক্ষু সেই পূর্ণজ্ঞান জ্যোতির ভিতরে প্রবেশ করিয়া

লাভ করে। এক জন গদ্য পদ্য নানা প্রণালীতে দুই একটী ধর্ম্ম বিষয়ক সত্য বর্ণনা করিয়া এক খানি গ্রন্থ লিখিলেন তাহাতেই যে দিব্য জ্ঞান প্রকাশিত হইল তাহা নহে। যথার্থ দিব্যজ্ঞানী ব্রহ্মজ্ঞানী, তিনি তাঁহার বিশ্বাস চক্ষু চাহিলেন, আর তৎক্ষণাৎ তাঁহার ইষ্ট দেবতার জ্ঞান-জ্যোতি আসিয়া তাঁহার চক্ষুর ভিতরে প্রবেশ করিল। তখনই তিনি বলিলেন কি আশ্চর্য্য, জ্যোতিঃ!! কি সত্যের প্রখরতা!! কি সত্যের গভীরতা!! কত দেখিব, কত শিখিব। এই মনের এক গুণ শক্তি যদি সহস্র গুণ হয়, তথাপি এই সত্য সমুদ্রের কয়টা সত্য শিখিতে পারি? সাধক সেই জ্ঞান জ্যোতির ভিতরে প্রবেশ করিয়া, জগতের নিকট যে আলোক প্রকাশ করিলেন, তাহা দেখিয়া লোকে সাধু সাধু বলিয়া বলিল, এমন সত্যপ্রকাশ ত কখনও দেখি নাই। সাধক বলেন, আমি কিবা দেখিয়াছি, কিবা প্রকাশ করিতে পারিয়াছি, না বুঝিয়া সামান্যভাবে কি বলিলাম, তাহাতেই এরা এত প্রশংসা করিল। সেই দিব্য জ্ঞানীদিগের দ্বারা এই জ্ঞানের দুই চারিটী কথা পৃথিবীতে আসিয়াছে। যদি তোমাদের ব্যাখ্যানুসারে ইহাতে দিব্য জ্ঞান বল, তবে আমি স্বীকার করিতে পারি। দ্বিতীয়তঃ প্রেম ভক্তি। মনে কর, এই চক্ষু যদি প্রেমাশ্রুপাৎ করিতে করিতে অন্ধ হয়, তাহাতে কি হইল। সেই প্রেম কি? যাহা এখন আছে, আর কিয়ৎক্ষণ পরে নাই। যে ব্যক্তি সার বস্তু অন্বেষণ করে সে এই অনিত্য চঞ্চল প্রেমে সন্তুষ্ট হইতে পারে না, প্রেমের বন্যা যদি ভক্তের প্রাণের ভিতর দিবা রাত্রি থাকে, প্রেম যদি, ভক্তের গৃহ হয়, তবে বরং সকল ভক্তদের শেষে তাহার নাম লিখিতে পার। এই প্রকার প্রেম ভক্তি যদি থাকে তবে ধর্ম্মের আরম্ভ হইয়াছে। আর চরিত্র শুদ্ধ, এবং কঠোর সাধনের দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে কি দেখাইবে? কাম ক্রোধাদি জঘন্য রিপু চরিতার্থ না করিলেই যদি চরিত্র শুদ্ধ হইল, তবে পৃথিবীর উন্নতির অনেক বিলম্ব আছে। প্রাণের ভিতর এই যে গভীর কলঙ্ক, এই মহাব্যাধি; এই এক একটী সম্বন্ধ, ইহার এ দিক ও দিক দেখ দেখি, তার ভিতরে কত পাপ কলঙ্ক, কত জঘণ্যতা, কত কর্দ্দম মিশাইয়া আছে। এই অসারতা, এই জঘণ্যতা ত্যাগ না করিয়া যদি শত শত বৎসর ক্রন্দন করি তবুও আমাদের নির্দ্দোষ চরিত্র হইবার আশা নাই। কেন বলিতেছি জ্ঞান, প্রেম ভক্তি, চরিত্র সংশোধন, এবং কঠোর তপস্যার মধ্যে পূর্ণ ধর্ম্ম নাই? বাস্তবিক যথার্থ ধর্ম্ম অজ্ঞানিত রহিয়াছে। নিজের চেষ্টা দ্বারা সেই অজ্ঞানিত ধর্ম্মরূপ সাগরের মধ্যে মগ্ন হওয়া যায় না। যিনি আমাদের ঈশ্বর তিনিই স্বয়ং ধর্ম্ম। বিদ্যা, বুদ্ধি, ভাব, গান, বক্তৃতা, কর্ত্তব্য পালন দ্বারা যথার্থ ধর্ম্মকে লাভ করিতে চেষ্টা করা বৃথা। যদি ধার্ম্মিক হইতে চাও, চল সেই অজ্ঞানিত দেশে যাই। বিপদের মেঘ উঠিল চারিদিক ঘোরান্ধকার হইয়া আসিল, বন্ধু শক্রতা করিল, আপনার লোক পলাইল। চল সেই অজ্ঞানিত রাজ্যে। সেখানে গিয়া সেই অজ্ঞানিত রাজার ঘরের দ্বারে আঘাত করি। চীৎকার করিয়া বলি, খোল, খোল দ্বার। ঘোর বিপদ হইতে আমাদিগকে বাঁচাও। তোমাকে আমরা চিনি না, কিন্তু তোমার করুণা ভিন্ন আমরা বাঁচিতে পারি না। তোমার গভীর ধর্ম্ম জ্যোতিতে আমাদিগকে ডোবাও। আমাদের কলুষিত প্রাণকে পবিত্র করিয়া দাও। তেমনি করিয়া সেই দ্বারে আঘাত করি যাহা হইলে ধর্ম্মরাজ আপনি দ্বার খুলিয়া আমাদিগকে পবিত্র ধর্ম্মের আস্বাদ দিয়া অভয় দান করিবেন। সেই অজ্ঞানিত গৃহে প্রবেশ না করিলে ধর্ম্মলাভ করা হইবে না। এখন যাহাকে দিব্যজ্ঞান বলিতেছি তাহা মূঢ়তা, এখন যাহাকে প্রেম-ভক্তি বলিতেছি, তাহা অসার মায়া, এখন যাহাকে পুণ্য বলিতেছি, তাহা কিছুই নহে। কে দেখাইবে সেই অজ্ঞানিত সৌন্দর্য্যের পৃথিবী, যাহার অভাবে পৃথিবী অনেক উপদ্রব অসংখ্য পাপভারে আক্রান্ত; এবং যাহা আসিলে প্রকাশিত ও প্রতিষ্ঠিত হইলে সমুদয় দেশ পুণ্য এবং শান্তিতে পূর্ণ হইবে। সেই সার সত্য, পূর্ণধর্ম্মের জন্য আমরা লালায়িত হই, তাহার জন্য আমরা প্রার্থনা করি।

মহাভারতে গীতাপর্ব্বণি

যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গংত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমোভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে

অঃ ২৬ শ্লোঃ ৯২৫।

হে ধনঞ্জয়! যোগী ব্যক্তি অনাসক্ত হইয়া কর্ম্ম করেন। ফলাফলে সমান হইয়া যে মনের সাম্যাবস্থা হয় তাহাকে যোগ বলা যায়।

ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎপ্রাপ্যচাপ্রিয়ং
স্থিরবুদ্ধি রসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিৎব্রহ্মণিস্থিতঃ।

অঃ ২৬ শ্লোঃ ৯৩০।

ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি প্রিয় বস্তুতেও আনন্দিত হয়েন না ও অপ্রিয় বস্তুতেও উদ্বিগ্ন হয়েন না; তিনি অনাসক্ত ও একাগ্র মনে ব্রহ্মেতেই অবস্থিতি করেন।

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা।

অঃ ২৯ শ্লোঃ ১০৪৫।

যে ব্যক্তি ব্রহ্মেতে আত্মসমর্পণ করিয়া আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল সম্পাদন করে সে পদ্মপত্রস্থিত জলের ন্যায় পাপে লিপ্ত হয় না।

কায়েন মনসাবুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি
যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে।

অঃ ২৯ শ্লোঃ ১০৪৬।

যোগীরা কেবল আত্মশুদ্ধির নিমিত্তই আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া শরীর মন বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা সমুদয় কর্ত্তব্য সমাধা করিয়া থাকেন।

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগত কল্মষঃ
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শ মত্যন্তং সুখমশ্নুতে।

অং ৩০ শ্লোঃ ১০৯২।

যোগী ব্যক্তি স্বীয় আত্মাকে সর্ব্বদা ঈশ্বরে সংযুক্ত করিয়া পাপশূন্য হওয়াতে সুখে ব্রহ্মের স্পর্শ জনিত অতিশয় সুখ সম্ভোগ করেন।

স্বমাংসং পরমাংসেন যো বর্দ্ধয়িতুমিচ্ছতি।
নাস্তি ক্ষুদ্রতরস্তস্মাৎ স্নৃশংসতরো নরঃ

মহাভারত অনুশাসন পর্ব্ব ১১৬। ৫৬৯০

যে পরমাংস ভক্ষণ করিয়া আপন দেহের পুষ্টি সাধন করিতে চায়, তাহার অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর ও নৃশংস ব্যক্তি আর কুত্রাপি নাই।

নহি প্রাণাৎপ্রিয়তরং লোকে কিঞ্চ ন বিদ্যতে
তস্মাদ্দয়াং নরঃকুর্য্যাদ্যথাত্মনি তথাপরে।

ঐ ১১৬। ৫৬৯১

ইহলোকে প্রাণ হইতে প্রিয়তর পদার্থ আর কিছুই নাই, অতএব আপনার ন্যায় ইতর প্রাণীর প্রতি মনুষ্যের দয়া করা কর্ত্তব্য।

যৎসর্ব্বেম্বিহভূতেষু দয়া কৌরবনন্দন
নভয়ং বিদ্যতে জাতু নরস্যেহ দয়াবতঃ

১১৬ অ ৫৬৯৯

হে কৌরব নন্দন যুধিষ্ঠির। এই পৃথিবীতে যাহার সমুদায় প্রাণীর প্রতি দয়া আছে সেই দয়াবান ব্যক্তির আর কখন ভয় নাই।

অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো যো দদাতি দয়াপরঃ
অভয়ং সর্ব্বভূতানি দদতীত্যনুশুশ্রুম

১৬৬। ৫৭০২

যে দয়ালু ব্যক্তি তাবৎ প্রাণীকে অভয় দান করে; প্রাণীপুঞ্জও তাঁহাকে প্রত্যুতঃ অভয় দান করিয়া থাকে।

প্রাণদানাৎ পরংদানংন ভূতংন ভবিষ্যতি
নহ্যাত্মনঃ প্রিয়তরং কিঞ্চিদস্তীহ নিশ্চিতং

১১৬ অ ৫৭০৫

প্রাণ দান হইতে আর শ্রেষ্ঠ দান হয় নাই ও হইবে না। অতএব ইহা অপেক্ষা আর পৃথিবীতে কিছুই প্রিয়তর নাই।

অহিংসা পরমো ধর্ম্ম স্তথাহহিংসা পরোদমঃ
অহিংসা পরমং দানমহিংসা পরমং তপঃ
অহিংসা পরমো যজ্ঞস্তহিংসা পরমং বলং
অহিংসা পরমং মিত্রমহিংসা পরমং সুখং
অহিংসা পরমং সত্যমহিংসা পরমং শ্রুতং।

১১৬ ৫৭১৭।১৮।১৯।

অহিংসাই পরম ধর্ম্ম, অহিংসাই এক মাত্র ইন্দ্রিয়দমন, অহিংসাই শ্রেষ্ঠ দান, অহিংসা উৎকৃষ্ট তপস্যা, অহিংসাই পরম যজ্ঞ অহিংসাই সর্ব্বোচ্চ বল, অহিংসাই পরম বন্ধু, অহিংসাই পরম সুখ, অহিংসাই পরম সত্য ও অহিংসাই পরম শাস্ত্র।

সাদির উক্তি।

পৃথিবীতে পার্থিব সম্বন্ধ ছাড়িয়া আপনার প্রতি মনুষ্য সমাজের দ্বার বন্ধ করিয়াও কেহ (তিনি ঈশ্বরোপাসক হউন বা কপটাচারী হউন) নীচ লোকের জিহ্বার অত্যাচার হইতে মুক্তি পান না। যদি তুমি দিব্যলোকবাসী দেবতার ন্যায় ঊর্দ্ধে অন্তরীক্ষকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া যাও, সেখানেও লোকের অসদ্ভাব তোমার পশ্চাতে যাইবে। সেতু যোগে জল-প্রণালীকে বন্ধ করা যায়, কিন্তু কোন রূপে নিন্দকের জিহ্বা রোধ করা যায় না। পর নিন্দক পাষণ্ডেরা একত্র হইয়া পরস্পর এই রূপ আলাপ করে, "এ ব্যক্তি শুষ্ক হৃদয় কপট ঋষি, ঐ ব্যক্তি স্বার্থপর, স্বার্থ লাভের জন্য অঞ্চল প্রসারণ করিয়া বসিয়া আছে।" তুমি ঈশ্বরের পূজা অর্চ্চনায় রত থাক, নীচ লোকের আলোচনাকে উপেক্ষা কর, কেহ তোমার কিছুই করিতে পারিবে না। পুণ্যময় ঈশ্বর যদি দাসের প্রতি প্রসন্ন থাকেন, পরদ্বেষী খলেরা অসন্তুষ্ট রহিল তাহাতে তাহার ভয় কি? ক্ষুদ্রাশয় ঈশ্বরবিস্মৃত লোক পৃথিবীর মোহ কোলাহলে আচ্ছন্ন হইয়া ঈশ্বর পরিচয়ের পথ হইতে দূরে আছে। সে লোকের সঙ্গে প্রণয় সদ্ভাব স্থাপন না করিয়া তদ্বিপরীত ভাব অন্তরে পোষণ করে; তাহার প্রথম পাদ বিক্ষেপই বিপথে, তজ্জন্য সে গম্যস্থানে উপনীত হইতে পারে না। দুই জন ধর্ম্মপুস্তকের উপদেশ শ্রবণ করিল, কিন্তু তাহাদের এক জনের সঙ্গে অন্য জনের পার্থক্য এতাদৃশ যে এক জন দেবতা অন্য জন দৈত্য; ইহার কারণ এই, যে এক জন উপদেশ গ্রহণ করিল, অন্য এক জন অগ্রাহ্য করিল। অবিশ্বাসী উপদেশ গ্রহণে বাধ্য হইল না। সে অন্ধকারাচ্ছন্ন কুটীর প্রান্তে বদ্ধ রহিল, সম্পদের মুখ দেখিতে পাইল না। যদি তুমি দুর্জ্জয় শার্দ্দূল, বা সুচতুর ক্ষুদ্র শশক হও,ইহা মনে করিও না যে বল বিক্রম কি চতুরতায় নীচ লোকের অসদ্ভাব হইতে রক্ষা পাইবে। যদি কেহ মনুষ্য সহবাস ত্যাগ করিয়া নির্জ্জন প্রান্তর আশ্রয় করে, বিদ্বেষী লোকে তাহাকে এই বলিয়া নিন্দা করিবে যে দানবের ন্যায় মানব সংসর্গ হইতে দূরে থাকা কেবল প্রবঞ্চনা ও কুহক! যদি কেহ সহাস্য বদনে লোকের সঙ্গে সহবাস করিতে থাকে, বলিবে পবিত্রতার প্রতি দৃষ্টি নাই, বৈরাগ্য নাই। নিন্দক পরোক্ষে ধনবান্‌কে এই বলিয়া নিন্দা করে, যে জগতে যদি সয়তান থাকে, তবে এই ব্যক্তি। দারিদ্র প্রপীড়িত ব্যক্তিকে বলিবে যেই এ দৈন্য

ক্লেশ ইহার ভ্রান্তি ও অজ্ঞানতার পরিচায়ক। যদি কোন পদস্থ ব্যক্তি পদচ্যুত হয়, বিদ্বেষ বশতঃ নিন্দক আনন্দিত হইবে ও বলিবে যে কত কাল আর এরূপ উচ্চ পদে গৃবা উন্নত করিয়া থাকিবে, সুখের পশ্চাতে দুঃখ আছেই। যদি এক জন দীন হীন লোক ভাগ্যবান্ হয়, প্রবল ঈর্ষায় দন্তে দন্তে আঘাত করিয়া বলিবে হায়! নীচ বিধে' তুমি অধম লোকের পরিপোষক। কার্য্য কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিলে তোমাকে সংসারাসক্ত বলিবে, কার্য্যে যোগ দান না করিলে কাপুরুষ বলিবে। যদি বাক্ পটু হও, সকলের সঙ্গে বাক্যালাপ করিয়া সদ্ভাব বন্ধুত্ব স্থাপন কর, বলিবে তুমি অযথাভাষী বাচাল। যদি মৌন ভাবে থাক, বলিবে এ ব্যক্তি মূক, ইহাকে প্রতিমূর্ত্তি বিশেষ বলা যায়। গম্ভীর প্রকৃতি হইলে সৎপুরুষ বলিয়া গণ্য করিবে না, বলিবে এই হতভাগ্য ভয়ে মস্তক উত্তোলন করিতেছে না। কাহার বীর পুরুষোচিত প্রতাপ দেখিলে তাহাকে ব্যঙ্গ করিয়া বলিবে এ এক প্রকার ক্ষিপ্তের ভাব। কাহাকে স্বল্প ভোজী দেখিলে সগর্ব্বে বলিবে যে ইহার ধন সম্পত্তি কিন্তু অন্যের ভাগ্যে আছে। যদি কেহ উপাদেয় অন্ন ব্যঞ্জন মিষ্টান্নাদি ভোজন করে, বলিবে যে এ ব্যক্তি শারীরিক সুখপ্রিয় ঔদরিক। ভোগানুরাগ শূন্য ব্যয়কুণ্ঠ ধনবান্ এরূপ তিরস্কার ভাজন হন, যে এই হতভাগ্য ধনী আপনাকে বঞ্চিত রাখিয়াছে, তাহার নিকটে অন্যের আর প্রত্যাশা কি? ধনী যদি আপন গৃহ অট্টালিকাকে সুসজ্জিত করেন, অঙ্গে সুশোভন পরিচ্ছদ ধারণ করেন, নিন্দক এই বলিয়া নিন্দা করিয়া বেড়াইবে যে বিলাসিনী স্ত্রীলোকের ন্যায় এ ব্যক্তি বেশ বিন্যাস করিয়াছে। যে দেশ ভ্রমণ না করে, তাহাকে বলিবে এ স্ত্রীর ক্রোড়ে বসিয়া আছে; ইহার বিদ্যা বুদ্ধি অভিজ্ঞতা কি হইবে? ভ্রমণকারীরও নিস্তার নাই, বহুদর্শী পরিব্রাজককে আক্রমণ করিয়া বলিবে এ অভাগা কেবল ঘুরিয়া বেড়ায়, ইহার অদৃষ্ট যদি অনুকূল থাকিত, বিধাতা ইহাকে নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে ঘুরাইত না। ক্ষুদ্রাশয় নিন্দক অবিবাহিত পুরুষকে "ইহার শয়নোপবেশনে পৃথিবী কষ্ট বোধ করে" এই প্রচলিত কথাটী বলিয়া নিন্দা করিবে। যদি ভার্য্যা পরিগ্রহ করিল, বলিবে এ এক্ষণ নির্ব্বোধ গর্দ্দভের ন্যায় কর্দ্দমে বদ্ধ হইল। অতএব অসৎলোকের জিহ্বার অত্যাচার হইতে কাহার কোন প্রকারে নিস্তার নাই।

ব্রাহ্মসঙ্গত।

১৭ই শ্রাবণ, ১৭৯৭।

প্র। ঐশ্বর্য্যাভিলাষ পরিত্যাগ করিলেও মান পাইবার ইচ্ছা যায় না কেন?

উ। ধন, মান পাইবার একটী উপায় মাত্র, ধন ব্যতীতও মান লাভের অন্যান্য বহুবিধ উপায় আছে। সংসারের সমস্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৈরাগ্য-ব্রত লইয়াও মনুষ্য মান অভিলাষ করিতে পারে; বৈরাগ্যই তাহার পক্ষে মান লাভের বিষয়। সর্ব্বোৎকৃষ্ট সন্ন্যাসীও ত্যাগনার সন্ন্যাস বিষয়ে মানী হইতে পারে। সুতরাং ধনকে ত কি ঐশ্বর্য্য বাসনা গেলেই যে অহঙ্কার যাইবে ইহার নিশ্চয়তা কোথা? বাস্তবিক শরীর সম্বন্ধে কাম রিপু যেরূপ মনের সম্বন্ধে মানাভিলাষ তদ্রূপ বলা যাইতে পারে। যত দিন শরীর আছে তত দিন কাম রিপু প্রায় থাকিয়া যায়, সেইরূপ মনের সহিত মানাভিলাষের সম্বন্ধ। বিষয় ব্যতীতও কাম উত্তেজিত হয়, কারণ তাহার মূল শরীরে, সেইরূপ কারণ ছাড়াও মানাভিলাষ থাকিয়া যায়, কেননা তাহার মূল মনে। নারী ও ঈশ্বর অভেদ দর্শনে ও চিন্তনে যেমন কাম-রিপু একেবারে বিনাশ পায় সেইরূপ "আমার" বলিবার কিছু না থাকিলেই মানাভিলাষ ধ্বংশ হয়। স্ত্রীলোক দেখিলে বা ভাবিলেই যদি ঈশ্বরের পবিত্র ভাব হৃদয়কে মুগ্ধ করিয়া ফেলে তাহা হইলে যেমন কাম-রিপু আসিবার অবকাশ পায় না, সেই রূপ কোন সৎকার্য্যই আমার নহে, সব ঈশ্বরের, এই জ্ঞান যদি স্বতঃ আসিয়া মনকে অধিকার করে তাহা হইলে আর মানাভিলাষ হৃদয়ে স্থান পাইতে পারে না।

প্র। এই মানাভিলাষ বিনাশের প্রণালী কি?

উ। বাহিরের কোন উপায় দ্বারা ইহাকে বিনাশ করা যায় না। বাহিরের ধন কি ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া অহঙ্কার বিনাশ করিব এ আশা দুরাশা মাত্র। পৃথিবীতে এইরূপ দেখা যায়, যে যিনি যে বিষয় পরিত্যাগ করিয়াছেন তিনি অন্যকে সেই বিষয়ের অসারতার উপদেশ দেন। তাঁহার অপেক্ষা উচ্চ যিনি তিনি উচ্চ শ্রেণীর অসারতার উপদেশ প্রদান করেন। কিন্তু বাস্তবিক সকল শ্রেণীর উপদেষ্টার মধ্যেই কোন না কোন বিষয়ে আসক্তি ও আদর দেখা যায়। তবে সংসারের অসারতা নিয়ত ভাবা ইহার এক প্রকার সাধন। যতই ভাবি সংসারের কোন বস্তুই সার নহে এবং তাহা আমার নহে, দুই দিন অগ্র পশ্চাৎ পরিত্যাগ করিতে হইবে, ততই পার্থিব বিষয়ের জন্য অহঙ্কার ও মানাভিলাষ চলিয়া যায়। দ্বিতীয় উপায়—পরস্পরের সহায়তা। আমরা আমাদের প্রশংসার সহিত অনেকটা গরল অন্যের মনে ঢালিয়া দিই। আমরা মনুষ্যকেই প্রশংসা দিই, সুতরাং তাঁহারা আপনাদিগকে প্রশংসা লাভের উপযুক্ত মনে করিয়া আমাদের নিকট তাহা প্রত্যাশা করেন। এইরূপে মানাভিলাষ ও অহঙ্কার বর্দ্ধিত হইতে থাকে। যদি মনুষ্যকে না দিয়া আমরা প্রশংসা ঈশ্বরকে প্রদান করি তাহা হইলেই ঠিক হয়। কেহ ভাল উপাসনা করিলেন কিম্বা মনোহর উৎকৃষ্ট একটী সংগীত রচনা করিলেন, আমরা প্রশংসা তাঁহাকে না করিয়া যদি

বলি "আহা! ঈশ্বর কি মনোহর উপাসনা করাইলেন, অথবা সঙ্গীত শ্রবণ করাইলেন, তাঁহার মহিমায় সকলই হয়" তাহা হইলে কার্য্যতঃ পরস্পরের অনিষ্ট কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হওয়া হয়, তাহার অহঙ্কার বিনাশের উপায়ও করা হয়। এইরূপে পরস্পরের সহায়তা করা একান্ত প্রার্থনীয়। কিন্তু এই উপায়টীতে একটী বিপদ আছে। অনেকে প্রশংসা না পাইয়া ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করিতে পারে। ফলাফল বিচারশূন্য হইয়া আমাদের কর্ত্তব্য এই যে, সমস্ত প্রশংসাটী ঈশ্বরে সমর্পণ করি, আর যাহা কিছু দোষ, পাপ, ঘৃণিত ও নিন্দনীয় তাহাই আপনাদের বলিয়া গ্রহণ করি। এই বিষয়ে পুরাকালের সাধু ভক্তগণ এত চিন্তা করিয়াছেন ও বলিয়া গিয়াছেন যে আমাদের ভাবিবার আর অল্পই আছে। এখন আমাদের কার্য্য এই তাঁহাদের সেই সমুদয় চিন্তা ও প্রণালী একত্র গ্রহণ করিয়া আমরা একটী জমাট সাধন আরম্ভ করি।

এই সাধন-প্রণালী আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে ব্রাহ্মদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করা একান্ত আবশ্যক। ব্রাহ্মদের মধ্যে কে কোন্ শ্রেণীভুক্ত তাহা নির্দ্দিষ্ট না থাকায় অনেক গোল উপস্থিত হয়। কেহ ব্রাহ্ম হইয়াই আপনাকে সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্ম মনে করিয়া অহঙ্কারী হইয়া পড়েন, এবং তাঁহার উপযুক্ত সাধন পরিত্যাগ পূর্ব্বক উচ্চ শ্রেণীর সাধন আরম্ভ করিয়া বিফল যত্নহন, পরিশেষে ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করেন। এইরূপে অনেক ব্রাহ্ম মরিয়াছেন, এই জন্য কে কোন্ শ্রেণীর সাধক তাহা নির্দ্ধারণ করা কর্ত্তব্য, তাহা হইলে কাহার আত্ম-প্রতারিত বা অহঙ্কারী হইবার আশঙ্কা থাকিবে না। এই শ্রেণীবদ্ধ করিবার উপায় একটী আদর্শ (Standard) স্থির করা, যাহাতে সর্ব্বপ্রকার শ্রেণীর উল্লেখ এবং কোন্ শ্রেণীর পক্ষে কি কি সাধন তাহার নির্দ্দেশ থাকিবে। ইহাতে ব্যক্তিগত উচ্চনীচতার কথা থাকিবে না কেবল শ্রেণীর উচ্চতা নিম্নতা অনুসারে অবস্থার প্রভেদ নির্দ্দেশ করা হইবে। মনুষ্য আপনাকে চিনে, আপনার নিকট প্রবঞ্চিত হইবার কাহার ভয় নাই। সুতরাং আপনাকে উচ্চ মনে না করিয়া সকলেই স্বীয় স্বীয় শ্রেণী বাছিয়া লইতে পারিবেন, তাহা হইলেই এই নির্দ্দিষ্ট আদর্শের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। সাধন সম্বন্ধেও নিয়ম থাকিবে; তবে সাধন করা না করা প্রত্যেকের আপনার ইচ্ছাধীন থাকিবে। প্রকৃতপক্ষে সৈনিক শাসন-প্রণালী (Military discipline) প্রবর্ত্তিত হইলেই বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা। প্রত্যেক অপরাধ ও তাহার দণ্ড সকলের সমক্ষে থাকিবে, অপরাধী যে পর্য্যন্ত তাহার প্রাপ্য দণ্ড গ্রহণ করিয়া পাপমুক্ত না হয় সে পর্য্যন্ত তাহার মস্তক অবনত থাকিবে। বর্ত্তমান সময়ের পক্ষে এইটী একান্ত প্রয়োজনীয়। এরূপ একটী বিজ্ঞান (Science) এর অত্যন্ত আবশ্যক হইয়াছে। এই বিজ্ঞান থাকিলে সকলেই জানিবে অন্ধকারে ঢেলা নিক্ষেপ নহে, ইহাঁদের একটী প্রণালী আছে। আর সেই প্রণালী অনুসারে বর্ত্তমান সাধন সময়ে হউক না হউক, ভাবীবংশধরগণ কর্ত্তৃক অবলম্বিত হইবার আশা করা যাইতে পারে। বিশেষতঃ ইহাতে সাধনের একতা জন্মিবে। স্কুলসম্বন্ধে শ্রেণী যেরূপ বহুসংখ্যকের চেষ্টা এক বিষয়ে একত্র নিযুক্ত হইবার স্থল, ধর্ম্ম-সাধন বিষয়ে ইহাও তদ্রূপ হইবে। এক শ্রেণীর লোক একত্র সাধন দ্বারা পরস্পরের উন্নতির সহায় রূপে গণ্য হইতে পারিবেন।

প্র। কি কি শ্রেণীতে ব্রাহ্মদিগকে বিভক্ত করা যায়?

উ। ব্রাহ্মদিগকে সাধারণতঃ "উপাসক" বলা যাইতে পারে। ব্রাহ্ম হইবার সময় "দিনে একবার প্রীতি ও ভক্তির সহিত ঈশ্বরের উপাসনা করিব" এইটী মাত্র প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হওয়া হয়। যেরূপই হউক, নিত্য উপাসনা ব্রাহ্মদের ব্রত। সেই জন্য সামান্যতঃ সকলেই "উপাসক" শ্রেণীর সভ্য। উহার ঊর্দ্ধ "সাধক" শ্রেণী, যথাকার ব্রাহ্মগণ কেবল উপাসনা করেন তাহা নহে, কিন্তু জীবন ও উপাসনা এক করিতে চেষ্টা করেন। ইহাঁরা সর্ব্ব প্রকার পাপ হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য নিয়মবদ্ধ ও কৃতসংকল্প হইয়া সাধন করেন। ব্রহ্মদিগের মধ্যে এই শ্রেণীর লোক প্রায় দৃষ্ট হয় না। তদূর্দ্ধ "যোগীর" শ্রেণী, যাঁহারা ঈশ্বরের সহিত আত্মার সমগ্র যোগ স্থাপনে কৃতপ্রতিজ্ঞ। ইহাঁদের কাহার কাছে যিনি বসিয়া থাকিবেন তিনিই বলিতে পারিবেন ইনি এক জন যোগী।

এইটী শ্রেণী বন্ধনের সংক্ষিপ্ত ভাব। বিস্তারিত বর্ণন পরে আলোচ্য।

ঈশ্বর নাম মালা।

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল কাওয়ালী।

নমো বিশ্বপতি, অনাদি, অশেষ, অপার, অগম্য, পুরাণ, মহেশ।

নিত্য, সত্য, বিভু, ব্রহ্ম, সনাতন, আদিদেব, স্রষ্টা, পাতা, গুণধাম; অখিলনাথ, অবিনাশী, প্রাণেশ্বর, অক্ষয়, অনন্ত, জীবন আধার।

স্বয়ম্ভু, ভূমা, সর্ব্বশক্তিমান, অখণ্ড, অচিন্ত্য, জগজ্জনবন্দন; অবাঙ্মনসগোচর, পরমপরাৎপর, অতীন্দ্রিয়, পরিপূর্ণ, মহান।

নমো জগদীশ, পুরুষ, পরমাত্মন, সর্ব্বনিয়ন্তা, প্রভু, কারণকারণ; স্বপ্রকাশ, সর্ব্বব্যাপী, সারাৎসার, অসীম, অরূপ, মহিমাসাগর।

অন্তরাত্মা, সারবান, মূলাধার, বিশ্বম্ভর, পরমেশ, নিরাকার; জীবন্ত, উদার, প্রশান্ত, গম্ভীর, ধর্ম্মরাজ, বিশ্বেশ্বর।

প্রবলপ্রতাপশালী, মহাপরাক্রান্ত, বিশালবলবান, প্রত্যক্ষ, জ্বলন্ত; অটল, অচল, পরম উজ্জ্বল, নির্ব্বিকল্প, জগন্নাথ।

অজর, অমর, অশোক, অভয়, অদ্ভুত, অচ্যুত, অনির্ব্বচনীয়; চিন্ময়, শাশ্বত, কল্পনাতীত, পুরুষোত্তম, মৃত্যুঞ্জয়।

জ্ঞানময়, সর্ব্বসাক্ষী, অন্তর্যামী, সর্ব্বজ্ঞ, চৈতন্য, ব্রহ্মাণ্ডস্বামী; জাগ্রৎ, প্রহরী, বিপুলবীর্য্যধারী, পুণ্যপাপদর্শী, প্রকাশবান।

ন্যায়বান, অভ্রান্ত, বিচারক, পাষণ্ডদলন, দণ্ডবিধায়ক; মহাপ্রতাপান্বিত, সর্ব্বগুণান্বিত, রাজাধিরাজ, দর্পহারী।

সদানন্দ, প্রেমময়, শান্তিদাতা, সুধাসিন্ধু, সুখস্বরূপ দেবতা; নিত্যানন্দধাম, চিত্তবিনোদন, হৃদয়রঞ্জন, প্রাণারাম।

সুন্দর, মনোহর, অমৃতনিকেতন, নয়নঅভিরাম, প্রিয়দরশন; হৃদয়বল্লভ, দেবেরদুর্ল্লভ, রসসাগর, প্রীতিপ্রস্রবণ।

বিচিত্রশোভন, অতুল, অনুপম, সচ্চিদানন্দ, অপরূপ, প্রিয়তম; সৌন্দর্য্যেরসার, প্রেমেরআকর, চিত্তহারী, প্রসন্ন[illegible]।

[illegible] নিধি, হৃদিভূষণ, পরশমণি, চিরন্তনধন, পরমার্থ, প্রেমাস্পদ; জীবিতেশ্বর, সুখশান্তিসরোবর, শ্রীনিবাস, প্রেমচন্দ্র, সুধাকর।

মঙ্গলময়, বিধাতা, প্রজাপতি, অনাথশরণ, অগতির-গতি [illegible] দাতা, সখা, সুহৃদ, বান্ধব, হিতকারী, সিদ্ধিদাতা।

দয়ারসাগর, কৃপাঅবতার, দীনবন্ধু, দুঃখদারিদ্র্যভঞ্জন; কাঙ্গালশরণ, বিঘ্নবিনাশন, শুভাকাঙ্ক্ষী, চিরকল্যাণদাতা।

বিপদকাণ্ডারী, হৃদয়বিহারী, প্রতিপালক, গুরু, সর্ব্বপাপহারী; চরমসহায়, করুণানিলয়, অভয়দাতা, অবলম্বন।

ভক্তবৎসল, দীনদয়াল, ঠাকুর, অকিঞ্চনমাথ, স্নেহের সাগর; দুর্ব্বলের বল, জীবনসম্বল, কল্পতরু, সর্ব্বসুখদাতা।

সেবক আশ্রয়, পরম আত্মীয়, প্রাণসখা, দীননাথ, দয়াময়; দরিদ্রের ধন, নয়নঅঞ্জন, কৃপাজলনিধি, ভবখণ্ডন।

এক, অদ্বৈত, অধিরাজ, পরমপদ, সর্ব্বাধিপতি, শেষগতি, চিরসম্পদ; ভকতসেবিত, যোগীজনবাঞ্ছিত, পরমারাধ্য, সম্ভজনীয়।

ভক্তিভাজন, মোক্ষসেতু, জ্যোতির্ম্ময়, নির্ব্বিকার, পরিশুদ্ধ, পুণ্যালয়; নিরমল, নিরবদ্য, নিরঞ্জন, অধমতারণ, পতিতপাবন।

পবিত্র রূপ, পরমাত্মা, মুক্তিদাতা, নিষ্কলঙ্ক, ঈশ, পাতকনাশন; উদ্ধারকারী, হরি, পাপসন্তাপহারী, কলুষান্তক, পরিত্রাতা।

সম্বাদ।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় লক্ষ্ণৌ ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব সমাপনান্তে হিমাচলে গমন করেন তথায় এক সপ্তাহ কাল অবস্থিতির পর লাহোরাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত গৌর গোবিন্দ রায় মহাশয় কুমারখালী হইয়া মৈমনসিংহ যাইবার জন্য কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত দীননাথ মজুমদার মহাশয় রামপুরহাট ব্রাহ্মসমাজ পরিদর্শন করিয়া মুর্শিদাবাদ গমন করিয়াছেন।

আমরা শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রশেখর বসু প্রণীত "বক্তৃতা-কুসুমাঞ্জলি" "বেদান্তপ্রবেশ" এবং "সৃষ্টি" নামক তিন খানি গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়া গ্রন্থকর্ত্তার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। অবসর মতে ইহা পাঠ করিয়া সমালোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

সম্প্রতি সিন্ধুদেশান্তর্গত হায়দ্রাবাদ নগরে একটী ব্রহ্মমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রতিষ্ঠার দিবস শ্রীযুক্ত বাবু সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর ইংরাজিতে একটী বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রচার কার্য্যের সাহায্যার্থ দান স্বীকার।

মাসিক দান সংগ্রহ।

শ্রীযুক্ত বাবু জয় গোপাল সেন	৫
,, ,, মহেন্দ্র নাথ নন্দন	৷৹
,, ,, মধুসূদন সেন	১
,, ,, বসন্ত কুমার গুহ	১
,, ,, রাখাল দাস দত্ত	১
,, ,, জয়কৃষ্ণ সেন, চাল ৷৹ সের ...	৶১৫
শ্রীমতী স্বর্ণ প্রভা বসু	২
কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজ	৪

এক কালীন দান।

শ্রীযুক্ত বাবু হরকালী দাস	৷৹
একটী বন্ধু (মুঙ্গের)	২
একটী বন্ধু	৫

পাথেয় হিসাব।

রামপুরহাট ব্রাহ্মসমাজ	০
কুমারখালি ব্রাহ্মসমাজ	৪

শুভ কর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ চক্রবর্ত্তী, (রামপুরহাট) ...	২

এই পাক্ষিক পত্রিকা কলিকাতা ১২ নং কলেজ স্কোয়ার ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে ১লা কার্ত্তিক শ্রীগোপালচন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত হইল।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৮ম ভাগ।
২০শ সংখ্যা।

১৬ই কার্ত্তিক, সোমবার, ১৭৯৭ শক।

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফস্বল ঐ ৩/০

প্রার্থনা।

হে হৃদয়বিহারী পরম সুখদাতা ঈশ্বর! মানবাত্মার সঙ্গে তোমার যেরূপ নিগূঢ় সম্বন্ধ তাহাতে এরূপ প্রত্যাশা করা অন্যায় বোধ হয় না যে আমি তোমার নিকট নির্দ্দোষ বালকের ন্যায় সাহস এবং নির্ভয়ের সহিত গমনাগমন করিব। আমি তোমারই সৃজিত এবং তোমারই অন্নে প্রতিপালিত ও তোমার পদাশ্রিত, তবে তোমার কাছে যাইতে আর আমার ভয় কি? কিন্তু হে উদার করুণাময় পিতঃ! আমি যে সে প্রকার ব্যবহার করি নাই, তোমার বিরুদ্ধে পাপাচরণ করিয়া অধোগামী হইয়াছি, সুতরাং এখন লজ্জা ভয়ে আর আমি তোমার সম্মুখে মুখ তুলিতে পারি না। তুমি পুণ্যাত্মা অনুগত বাধ্য সন্তানদিগের সহিত আমোদ আহ্লাদ কর, তাঁহাদিগকে স্বহস্তে কত স্বর্গীয় সুধা বিতরণ কর, তাঁহারা অভয় প্রাপ্ত হইয়া মহানন্দে তোমাকে লইয়া কেমন সুখে কাল ক্ষেপণ করিতেছেন, কিন্তু আমার সম্বন্ধে যে তুমি দণ্ডদাতা রুদ্র দেব; আমার পাপ দমন করিবার জন্য তুমি উদার ক্ষমাশীল দয়ারসাগর হইয়াও ন্যায়বান্ বিচারপতির গম্ভীর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছ। তুমিত আর পাপকে প্রশ্রয় দিবে না যে আমি পাপ কলঙ্কিত অপবিত্র জীবন লইয়া তোমার কাছে গিয়া আনন্দ করিব? হে পরমবন্ধু হৃদয়সখা! বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া কোন্ মুখে আর বল আমি তোমার সুপবিত্র বন্ধুতার প্রার্থী হইব? আমার কুটিল বুদ্ধি নিকৃষ্ট বাসনার সহায় হইয়া আমাকে তোমার সঙ্গে প্রতারণা করিতে শিক্ষা দিয়াছিল তাই এখন আমি তোমার প্রেমে বঞ্চিত হইয়া আছি। চিরমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী প্রভো! আমাকে এবার তুমি সাধু ভক্ত সন্তানদিগের অধিকার দাও। তোমার সঙ্গে যদি হৃদয়ের বিচ্ছেদ রহিল তবে আর আমার সুখ কোথায়? আমাকে বিশ্বস্ত শরণাগত করিয়া লও আর আমি তোমার ন্যায় হৃদয়বন্ধুর সদ্ব্যবহারের প্রতিকূলতাচরণ করিব না। আশীর্ব্বাদ কর হে দীনবন্ধো! আর এমন কুবুদ্ধি যেন না ঘটে। আমি এখন বুঝিতে পারিলাম, যে তোমার ভালবাসা ও প্রসন্নতা হারাইলে আমার পক্ষে জীবন ধারণ করা নিতান্ত ভারবহ। আমি নিজ দোষে তোমার ভালবাসা হইতে বঞ্চিত হইয়া অনেক কষ্ট পাইলাম আর যেন কখন তোমার সহিত ধূর্ত্ততা এবং কপট ব্যবহার না করি এমন শুভ বুদ্ধি তুমি আমাকে প্রদান কর।

অকৃত্রিম উপাসনা।

আমাদের দেশের লোকের সাধারণতঃ এই রূপ একটী সংস্কার আছে, যে অসামান্য লোক ব্যতীত কেহ ব্রহ্মোপাসনা করিতে পারে না। এই জন্য তাহারা "ব্রহ্মজ্ঞানী" বলিয়া আমাদিগকে অনেক সময় উপহাস করে। বাস্তবিক এ কথা একবারে অর্থশূন্য নহে। ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে সচরাচর যেরূপে ব্রহ্মোপাসনা হইয়া থাকে তাহা প্রকৃত বলিয়া বোধ হয় না। উপাসনাও প্রতিদিন হইতেছে অথচ পাপ প্রবৃত্তি যেমন প্রবল তাহার কিছুমাত্র হ্রাস হইতেছে না, প্রেম পুণ্য সাধুভাবও বৃদ্ধি হইতেছে না, এ প্রকার উপাসনায় কেহই বিশ্বাস করিতে পারে না। আমাদের দেশের হিন্দুধর্ম্মাবলম্বিগণ যেমন এক দিকে ব্রহ্মোপাসনাকে মনুষ্যের অসাধ্য কার্য্য বিবেচনা করেন ব্রাহ্মেরাও তেমনি অপরদিকে ইহাকে অত্যন্ত সহজ মনে করেন। বক্তৃতার আকারে কতকগুলি সাধু ভাষার সুললিত শব্দ বিশেষ স্বর ভঙ্গীর সহিত উচ্চারণ করাকেই অনেকে উপাসনা বলিয়া স্থির করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু সেই বাক্য রাশিকে নিষ্পেষণ করিলে এক কণা মাত্র সার বাহির হয় কি না সন্দেহ। বস্তুতঃ ব্রহ্মোপাসনার অপব্যবহার দেখিয়া অনেক সময় হিন্দুদিগের বদ্ধমূল প্রাচীন সংস্কারের সঙ্গে যোগ দিতে ইচ্ছা হয়। প্রকৃতরূপে উপাসনা করিলে এক দিকে মনুষ্য যেমন দেবতার তুল্য হয়, তেমনি অসার উপাসনায় তাহাকে ঘোর কপটাচারী করিয়া ফেলে। ফলতঃ এখানে বাক্য বিন্যাসের উপর যেরূপ মনোযোগ দৃষ্ট হইয়া থাকে উপাস্য দেবতার আবির্ভাব এবং তাঁহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের প্রতি তাদৃশ মনোযোগ দেখা যায় না। উপাসনা অতি পবিত্র এবং কোমল বস্তু, জীবাত্মা পরমাত্মার গূঢ় যোগ ব্যতীত ইহার একটী অঙ্গও সাধিত হইতে পারে না। এইটী উপাসককে সর্ব্বাগ্রে মনে রাখা উচিত যে আমি কার কাছে আসিয়াছি! যিনি কথায় মোহিত হন না, বক্তৃতার সুমধুর বচনাবলির প্রতি দৃষ্টি করেন না, তিনিই সম্মুখে! সেই অন্তর্যামী গম্ভীর পুরুষ যিনি কপট সাধুতার আবরণে প্রতারিত হইবার নহেন, কিন্তু তন্ন তন্ন করিয়া মনুষ্যের হৃদয় অন্বেষণ করেন, তাহার মূর্খতা এবং চাতুরী সকল বুঝিতে পারেন তিনিই আমার সম্মুখে! এখনকার কালে সে অসার প্রলাপ বাক্যের উপাসনায় আর চলে না। উপাসনা ও বৃথা বাক্য ব্যয়ের মধ্যে গভীর প্রভেদ এখন সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। সামাজিক উপাসনায় যাঁহারা উপাচার্য্যের কার্য্য করেন তাঁহারা এ বিষয়ে একটু বিশেষরূপে সাবধান হইবেন। প্রতিদিন ভক্তির সহিত নির্জ্জনে উপাসনা করা অভ্যাস না থাকিলে এই পবিত্র কার্য্য লইয়া কেবল বিড়ম্বিত হইতে হয়। এখানে বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান কৌশল কবিত্ব বাগ্মিতা কিছুই কোন কার্য্যের হয় না। অতএব জীবন্ত ঈশ্বরের পূজা জীবন্ত ভাবে সম্পন্ন করিতে সকলে শিক্ষা করুন। অন্ততঃ এইটী সকলে মনে রাখিবেন যে অপর পাঁচ জন উপাসক যেমন আমার উপাসনা শুনিতেছেন, স্বয়ং উপাস্য দেবতা নিকটে থাকিয়া তেমনি তাহা শুনিতেছেন। উপাচার্য্যের উপাসনা ঠিক না হওয়াতে অনেকের মন বিরক্ত হয়, এবং এই জন্য একত্রে বসিয়াও অনেকে স্বতন্ত্র ভাবে উপাসনা করিতে বাধ্য হয়েন। যাহাতে মিথ্যা কল্পনা অপ্রকৃত অযথার্থ অসার কথা না আসে তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। প্রার্থনা করা আবার আরও কঠিন। যে বিষয়ের জন্য যত্নবান, চেষ্টাশীল এবং বাস্তবিক প্রার্থী সেই বিশেষ বিষয়ের জন্য কেবল প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য। প্রয়োজন বোধ হয় নাই অথচ নিয়মানুরোধে প্রার্থনা ইহা কখনই উচিত নহে। এইরূপ বিশুদ্ধ অকৃত্রিম উপাসনাটী যাহাতে ব্রাহ্মদের মধ্যে প্রচারিত

হয় তজ্জন্য আমরা বিশেষরূপে ব্যাকুল রহিয়াছি। এ বিষয়ে লিখিবার এখনও অনেক আছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, অধিকাংশ ব্রাহ্মের মনে ইহাতে অত্যন্ত ঔদাসীন্য ভাব লক্ষিত হয়। কতকগুলি অকৃত্রিম উপাসনাশীল সাধকের নিতান্তই প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে, নতুবা ব্রাহ্মসমাজের আর গৌরব রক্ষা পায় না। সকলে ইহাতে বিশেষ রূপে মনোযোগী হউন এই আমাদের বাসনা।

মুক্তিধামের সঙ্গী।

অতি দুর্গম কণ্টকাকীর্ণ ধর্ম্মপথে মনুষ্য একাকী যাইতে পারে না এবং সহজে যাইতে চাহেও না। দুর্ব্বল হউক, অক্ষম হউক, পথের পথিক, উত্তরসাধক, ভাবের সমভাবী সহযাত্রী অন্ততঃ দুই এক জন নিতান্তই প্রয়োজন বোধ হয়। কিন্তু সঙ্গী না পাইলে কি আর কেহ এ পথে অগ্রসর হইবে না, নিশ্চিন্ত মনে লোকের মুখাপেক্ষী হইয়া এক স্থানে বসিয়া থাকিবে? তাহাও না, কাহার প্রতীক্ষায় কেহ থাকিবে না কিন্তু সঙ্গ লাভও একান্ত প্রার্থনীয় এবং প্রয়োজনীয়। সহযাত্রী পাইবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে, না পাইলেও অগ্রসর হইতে হইবে। যদিও মুক্তিধাম পর্য্যন্ত সঙ্গী লাভ করা অতি দুষ্কর, কিন্তু এককালে অসম্ভব নহে।

ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয়ে কতকগুলি ধর্ম্মপিপাসু আত্মা একত্রিত হইয়াছেন। ইহার মধ্যে অনেকেই গম্যস্থানে আসিয়া পঁহুছিয়াছেন, অবশিষ্ট যাঁহারা কিছু অধিক দূর পর্য্যন্ত যাইতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, উপযুক্ত সহায় সম্বল এবং সঙ্গী না পাওয়াতে তাঁহারা ফিরিয়া আসিতেছেন। যাঁহারা গন্তব্য স্থানে উপনীত হইয়াছেন মনে করেন তাঁহাদের আর সঙ্গীর প্রয়োজন নাই। কিন্তু যে সকল দুর্ব্বল লোক বহু দূরস্থ সেই মুক্তিধামে যাইবার জন্য সঙ্কল্প করিয়া বাহির হইয়াছেন তাঁহারা একাকী আর যেন যাইতে চেষ্টা না করেন; কেন না অসাধারণ ক্ষমতাশালী বীর পুরুষ ব্যতীত এ পথে কেহ একাকী যাইতে পারে না। পৃথিবীর পথে যেমন ধর্ম্মের পথেও তেমনি, একা চলিতে অত্যন্ত ক্লেশ বোধ হয়, স্বভাবতঃ এক জন সঙ্গী পাইলেও কথা বার্ত্তায় সুখে স্বচ্ছন্দে বিনা কষ্টে চলিয়া যাওয়া যাইতে পারে। ইহার জন্য বিশেষ ব্যাকুলতা এবং চেষ্টা আবশ্যক। যে পথ দিয়া যাইতে হইবে, সে পথে অনেকের প্রাণ বিনষ্ট হইয়াছে। যাঁহারা সবল সাহসী তাঁহারা ব্যতীত আর সকলেই কোন না কোন স্থান হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। এই জন্য আমাদের ন্যায় দুর্ব্বল লোকের নিমিত্তে সঙ্গীর আবশ্যকতা দেখিতেছি।

যে সঙ্গীর কথা বলা যাইতেছে তাহা কিরূপ হওয়া উচিত? কপট স্বার্থপর নীচাশয় ব্যক্তির সঙ্গ লওয়া হইবে না। কারণ সে চিরে কুপ্রবৃত্তির কূপে সমভিব্যাহারী যাত্রীসহ ডুবিয়া প্রাণ হারাইবে। গর্ব্বিত চিত্ত সঙ্কীর্ণহৃদয় অপ্রেমিকের সঙ্গও প্রার্থনীয় নহে। কারণ সে একবার কোন দোষ দুর্ব্বলতা দেখিলে ঘৃণা করিয়া পশ্চাতে ফেলিয়া চলিয়া যাইবে। সহৃদয়, দয়ালু, উদার এবং ধৈর্য্যশীল সঙ্গী চাই। যাহারা দুর্ব্বল অথচ সরল প্রকৃতি মনুষ্যদিগকে আপনার সন্তানের ন্যায় শাসন এবং সংশোধন করিয়া সঙ্গে লইতে পারে তাহারা ভিন্ন এ কার্য্য অন্যের দ্বারা সম্পন্ন হইবার নহে। বন্ধুর ন্যায় প্রণয়ী, পিতার ন্যায় দয়াবান্ এবং ক্ষমাশীল, ভৃত্যের ন্যায় সেবক এবং সদ্গুরুর ন্যায় পথ প্রদর্শক হইয়া যিনি পরিত্রাণার্থী সম্বলহীন দুঃখী মানব সন্তানদিগকে ভয় ও প্রীতি দেখাইয়া সঙ্গে লইয়া যাইতে পারেন ঈদৃশ মহৎ লোকের আশ্রয় পাইলে নির্ভয়ে সে পথে অগ্রসর হওয়া যাইতে পারে। যাঁহারা দুরতিক্রমণীয় ধর্ম্মপথে একাকী পতিত হইয়া আপনাদিগকে অসহায় এবং

দুর্ব্বল মনে করিতেছেন তাঁহারা অবিলম্বে কোন সহযাত্রীর সঙ্গে মিলিত হউন নতুবা অচিরে তাঁহাদিগকে মহা বিপদে পড়িতে হইবে। যে সকল ব্যক্তি সংসারের সীমার বহির্ভাগে যাইবেন না তাঁহাদের সঙ্গে থাকা কর্ত্তব্য নয়। চিরউন্নতিশীল যাত্রীর সঙ্গে একত্রে যাইব, তাঁহার উপর জীবনের গুরুভার অর্পণ করিব এবং সাধ্যানুসারে তাঁহারও জীবনের ভার নিজে বহন করিব। উভয়ের সাহায্যে উভয়কে মুক্তিপথে ক্রমাগত অগ্রসর করিতে থাকিবে। দুঃখের বিষয় যে এই অবিশ্বাসপূর্ণ জগতে কেহ কাহাকে সহজে ভার দিতে এবং কাহারো ভার লইতে চাহে না। কিন্তু এই রূপ পারস্পারিক আধ্যাত্মিক চিরযোগ না হইলে অনেকের পক্ষে নিশ্চয় অমঙ্গল ঘটিবে। আমরা এই জন্য সকলকে অনুরোধ করি যে, কে কত দূর যাইতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন তাহা অবগত হইয়া যাঁহারা সাধকদিগের লক্ষ্য স্থান পর্য্যন্ত গমন করিবেন তাঁহাদের সঙ্গে একত্রে দলবদ্ধ হউন। আর যাঁহারা পথিমধ্যে ক্লান্ত এবং ভীত হইয়া বিশ্রাম সুখ সম্ভোগ করিতেছেন তাঁহাদের প্রতি নিবেদন যে তাঁহারা যেন আত্মপ্রতারিত না হয়েন।

বৌদ্ধধর্ম্মের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

কোন কোন পণ্ডিতের মতে শাক্য সিংহ প্রথম গুরু নহেন, তিনি পূর্ব্ব প্রচলিত বৌদ্ধশ্রুতি হইতে এই ধর্ম্মের শিক্ষা লাভ করিয়া তাহার উন্নতি সাধন করিয়াছেন। কথিত আছে খৃষ্টাব্দের সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে এক জন সাধু ভারতবর্ষে অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম্মের ইতিহাস মধ্যে এক আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন আনয়ন করেন, এমন কি এক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার মত সকল বহু সংখ্যক মনুষ্যের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতেছে। সে যাহা হউক, অতি প্রাচীন কালে বৈদিক সময়ের বাহ্যাড়ম্বরপূর্ণ হিন্দুধর্ম্মের এবং তাহার পুরহিতদিগের অত্যাচারের প্রতিকূলে যে এই ধর্ম্ম উত্থিত হয় এবং শাক্য মুনি হইতেই ইহা বিধিবদ্ধ হইয়া পৃথিবীতে বিস্তৃত হইয়াছে এ কথা সর্ব্ববাদী সম্মত।

প্রেম ভক্তিবিহীন, ঈশ্বরবিহীন কঠোর ব্রতের ধর্ম্মে লক্ষ লক্ষ লোক দলবদ্ধ হইল ইহা একটী অতি আশ্চর্য্যের বিষয় বলিতে হইবে। শাক্যসিংহ প্রভৃতি বৌদ্ধ ঋষিদিগের উচ্চতর নৈতিক উপদেশ, বিশুদ্ধ জীবন, অনাসক্তি, বৈরাগ্য, তপশ্চরণ ব্রতনিষ্ঠা সন্দর্শন করিয়াই এত লোক বিমোহিত হইয়া গিয়াছে। "সকলই অসার" বৌদ্ধধর্ম্মের এই মুলমন্ত্র। পৃথিবীতে দুঃখ শোক জরা মৃত্যু এই সমস্ত দেখিয়া শাক্যমুনি রাজ্যপাট পরিত্যাগ করেন এবং জগতের যাবতীয় বিষয় অনিত্য অসার জানিয়া অরণ্যে প্রবেশানন্তর জ্ঞান শিক্ষা করিয়া সমাধিতে নিযুক্ত হন।

পুনঃ পুনঃ জন্ম এবং জরা মৃত্যুর ক্লেশ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া বাসনাকে নিবৃত্ত করত চিরশান্তি অর্থাৎ নির্ব্বাণ মুক্তিতে অবস্থান করা এ ধর্ম্মের শেষ লক্ষ্য। আত্মসংযম ও নীতিবিষয়ক বিবিধ নিয়ম পালন, বৌদ্ধগুরুর উপাসনা ও সমাজের অধীনতা ও সেবা এই তিনটী ধর্ম্মানুষ্ঠান। মহাজ্ঞানী বৌদ্ধ হইয়া একেবারে স্বভাবে বিলীন হইয়া যাওয়া সাধনের চরম ফল। শরীর এবং মনকে সর্ব্বতোভাবে সংযত করিয়া ইচ্ছাকে একবারে নিবৃত্ত করা অর্থাৎ মানসিক সকল প্রকার ক্রিয়া বন্ধ করা প্রাগুক্ত চিরশান্তি লাভের এক মাত্র উপায়। ধ্যান ও সমাধি দ্বারা এই উদ্দেশ্য সম্পন্ন হয়, সংসারবাসনা এক কালে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। তুষ্ণিম্ভাব অবলম্বন ব্যতীত ধ্যান বা সমাধির অন্য কোন অভিপ্রায় নাই। চিত্তবৃত্তির নিরোধ বা ইন্দ্রিয় দমন এ জন্য নহে যে তদ্দ্বারা সেই পুরাণ পুরুষ পরব্রহ্মকে আত্মস্থ করিয়া অবিচলিত ভাবে চিরদিন তাঁহাতেই স্থিতি করিতে হইবে; আপনাতে আপনি নিশ্চিন্ত নিষ্ক্রিয় হইয়া শোক দুঃখ বিস্মৃত হওয়া এবং বাহ্য কোন ঘটনায় বিচলিত না হওয়া এক মাত্র ইহার তাৎপর্য্য। নিরাকার পূর্ণ চৈতন্য ঈশ্বর কোন একটী ব্যক্তি বা পুরুষ হইতে পারেন না, তাহা হইলে তাঁহার পূর্ণতায় দোষ পৌঁছে এই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া বৌদ্ধেরা ঈশ্বর হইতে দূরে পড়িয়াছে। কিন্তু তাহারা নাস্তিকও নহে। "এমন কিছু আছে যাহা অবস্থার অতীত এবং সম্পূর্ণ স্বাধীন, তাহাই

সমস্ত জীবের আদি কারণ” এই রূপ তাহারা বলিয়া থাকে। কিন্তু এই বিশ্বাসের সঙ্গে তাহাদের ধর্ম্মজীবনের কোন সম্বন্ধ দেখা যায় না। তাহাদের জীবন কিম্বা মৃত্যুতে কোন প্রত্যাশার বিষয় নাই, স্বভাবে বিলীন হইয়া গিয়া নিত্যানন্দ সম্ভোগ করা একমাত্র উচ্চতম আশা। সংসারের অনিত্যতা সম্বন্ধে এই চারিটী সত্য জানা আবশ্যক। প্রথমতঃ দুঃখ আছে, দ্বিতীয়তঃ তাহা বৃদ্ধি হয়, তৃতীয়তঃ জ্ঞানোপার্জ্জন দ্বারা দৃঢ়তার সহিত ইহার বিনাশ সাধন করা, চতুর্থতঃ দুঃখ বৃদ্ধির কারণকে নষ্ট করিয়া, সুতরাং দুঃখের কারণকে বিদায় করিয়া দিয়া মুক্ত হওয়া।

এই সকল উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তে বহুবিধ নিয়ম ও শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বৌদ্ধদের নীতির শাসন অতি কঠিন এবং বিস্তৃত। চারি প্রকার সাধকশ্রেণী আছে তাহাদের বিভিন্ন প্রকার বিধিও আছে। রোমান কাথলিকদিগের ন্যায় ইহাদের বৈরাগী নিবাস আছে, ধর্ম্ম শিক্ষার জন্য যে সকল লোক বৈরাগ্য ব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক এই আশ্রমের অধীন হন তাহাদিগকে অনেক কঠোর আদেশ পালন করিতে হয়। ত্যাগস্বীকার এবং ধর্ম্মনিষ্ঠার অতি আশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত ইহাদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। নীতিসম্বন্ধে বৌদ্ধ প্রচারিত কয়েকটী উপদেশ অদ্য আমরা নিম্নে প্রকাশ করিলাম। ভবিষ্যতে আরও প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

শাক্যমুনি দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া এই রূপ ভাবিলেন, ইচ্ছার বিনাশ সাধনের ফলস্বরূপ যে পূর্ণ শান্তি তাহাই আত্ম পরাজয়ের অবস্থা। ধর্ম্মোন্মত্ততায় স্থির হইয়া থাকাই রিপু দমন। তদনন্তর তিনি কতিপয় সন্ন্যাসী এবং শ্রোতৃবর্গের সম্মুখে প্রচার আরম্ভ করিলেন। এস্থলে তিনি বিয়াল্লিশটী উপদেশ দেন তাহার মধ্যে কয়েকটী আমরা অদ্য উদ্ধৃত করিতেছি।

বুদ্ধ বলেন উৎকৃষ্ট মনুষ্য কে? ধার্ম্মিক মনুষ্য কেবল এক মাত্র উৎকৃষ্ট। উৎকৃষ্টতা কি? ইচ্ছার সহিত বিবেকের মিলন। বড় লোক কে? ধৈর্য্য গুণে যিনি প্রধান। যিনি ধৈর্য্যের সহিত ক্ষতি সহ্য করেন এবং নির্দ্দোষ জীবন ধারণ করেন তিনিই বাস্তবিক মনুষ্য। পূজনীয় কে? যিনি জ্ঞানের উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছেন এবং প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সকল অবগত হইয়াছেন।

যে ব্যক্তি বাসনা এবং কাম প্রবৃত্তিকে পোষণ করে, কিন্তু জ্ঞান লাভে প্রয়াসী নহে সে মলিন জলপূর্ণ পাত্র স্বরূপ। অনেক সুন্দর বস্তুর ছায়া তাহাতে পড়ে, কিন্তু সেই আলোড়িত মলিন চঞ্চল জলে কিছুই দেখা যায় না। তেমনি ইচ্ছা এবং কামনা হৃদয়কে আন্দোলন এবং বিশৃঙ্খল করে, সুতরাং পঙ্কিল জলের ন্যায় তাহার মধ্যে ধর্ম্মের সৌন্দর্য্য দৃষ্টি গোচর হয় না। কিন্তু যদি সেই মনুষ্য প্রণালীপূর্ব্বক পাপ স্বীকার এবং প্রায়শ্চিত্ত করিয়া জ্ঞান লাভ করে তবে সে পবিত্র হইবে। উত্তপ্ত চঞ্চল জলের মধ্যে যেমন নিজের প্রতিচ্ছায়া দেখা যায় না তেমনি রিপু সন্তাড়িত হৃদয়ে দিব্যজ্ঞানজ্যোতিঃ প্রতিভাত হয় না। কিন্তু একবার হৃদয়ের পাপ মলিনতা দূর করিয়া দাও অমনি আপনার আধ্যাত্মিক মূর্ত্তি দেখিতে পাইবে, এবং আনন্দের সহিত ঋষিদিগের বাসস্থান সেই জ্ঞান ধর্ম্ম বিভূষিত স্বর্গলোকে উত্থিত হইতে পারিবে।

ক্ষুদ্র বালক যেমন মধু পান করিতে গিয়া মক্ষিকার দংশনে ক্লেশ পায়, সংসার সুখাসক্ত ব্যক্তি তদ্রূপ।

মনুষ্যের কামপ্রবৃত্তি যেরূপ বলবতী এমন আর কিছুই নাই। যদি এই রূপ আর একটী থাকিত তাহা হইলে কেহই বাঁচিত না।

কোন এক দেবতা একটী দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোক দ্বারা বুদ্ধকে প্রলুব্ধ করিতে যান এবং তদ্দ্বারা তাঁহার ধার্ম্মিকতা পরীক্ষা করিতে চেষ্টা করেন। ইহাতে বুদ্ধ বলিয়াছিলেন, গোময়বাহী শকটই জঘন্য সামগ্রী বহন করে, কিন্তু তুমি কেমন করিয়া এরূপ ব্যভিচারজনিত কুমতলবকে মনে স্থান দিয়াছ? যাহার চির অব্যবহার্য্য ইন্দ্রিয়প্রবৃত্তি ঈদৃশ সুখেচ্ছাকে নিবারণ করিয়া রাখিয়াছে তাহাকে উত্তেজিত করা বড় সহজ কার্য্য নয়। পরে উক্ত দেবতা বুদ্ধের নিকট শিষ্য হইয়াছিলেন।

সাবধানে স্ত্রীলোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে। যদি কাহাকে দেখ তবে এমন ভাবে দেখিবে যে যেন তুমি দেখ নাই, এবং তাহার সঙ্গে কোন কথা কহিবে না। কিন্তু যদি কথা কহিবার নিতান্ত

আবশ্যকতা থাকে তবে পবিত্র হৃদয়ে বিশুদ্ধ চরিত্রের সহিত কহিবে। আপনাকে আপনি এইরূপ বল, যে "আমি সামন্ (ধর্ম্মযাজক) এই পাপপূর্ণ পৃথিবীতে বাস করিতেছি, অতএব আমাকে নিষ্কলঙ্ক পদ্মের ন্যায় মলিনতাশূন্য হইতে হইবে"। যদি সেই স্ত্রীলোক প্রাচীনা হয় তবে তাহাকে মায়ের মত মনে কর। যদি মাননীয়া হয় তবে ভগ্নীর ন্যায় দেখ। যদি অল্পবয়স্কা হয় তবে তাহাকে কনিষ্ঠা ভগ্নীর মত জ্ঞান কর। যদি ক্ষুদ্র বালিকার ন্যায় হয় তবে ভক্তি এবং ভদ্রতার সহিত তাহার সঙ্গে ব্যবহার কর। পরিশেষে এই মনে কর, যে তুমি তাহার যাহা কিছু দেখিলে তাহা কেবল বাহ্য শোভা, কিন্তু যদি তুমি তাহার অন্তঃকরণ দেখিতে তাহা হইলে কত কদর্য্য অপবিত্রতা দেখিতে পাইতে। এই বিষয় চিন্তা কর তাহা হইলেই তোমার মন্দ চিন্তা দূরিভূত হইবে।

কোন এক ব্যক্তি বলবতী কামপ্রবৃত্তিকে কিছুতেই সন্তুষ্ট করিতে না পারিয়া শেষ আপনাকে অঙ্গহীন করিতে কৃতসংকল্প হয়। ইহা দেখিয়া বুদ্ধ বলিলেন, বাহিরের কারণ দূর করা বৃথা, অন্তরেই কামপ্রবৃত্তির বাসস্থান। যে হৃদয় কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থের উপায় সকল রচনা করিতে সদাকাল ব্যস্ত, সেই হৃদয়কে সংযত কর তাহা হইলেই সমস্ত মন্দ চিন্তা ক্ষান্ত হইবে। দুষ্ট চিত্ত যদি শান্ত না হয় তবে অঙ্গহীন হইলে উপকার কি আছে? কিন্তু সে ভ্রান্ত মনুষ্য এ কথা না শুনিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিল।

মুসলমান ঋষি জাফর সাদক।

মহর্ষি জাফর সাদকের নিকটে কেহ আসিয়া বলিয়াছিল যে তুমি আমাকে ঈশ্বরদর্শনে সক্ষম কর। তখন সাদক ঈশ্বরদর্শন ও তাহার সাধনা সম্বন্ধে তাহাকে উপদেশ দান করিলেন। সে তাহাতে মনোযোগ না করিয়া বার বার বাধ্য করিতে লাগিল যে তুমি এই ক্ষণেই আমাকে ঈশ্বর দেখাও। তাহাতে মহর্ষি কোন শিষ্যকে আদেশ করিলেন যে ইহাকে বন্ধন করিয়া জলাশয়ে বিসর্জ্জন কর। শিষ্য তদ্রূপ করিলেন। একবার জলে নিমগ্ন হইয়া কিছু অস্থির হইলে তাহাকে উঠাইয়া লইলেন। তখন সে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল "হে সাদক মহর্ষে! আমাকে বাঁচাও।" সাদক পুনর্ব্বার বলিলেন, যে ইহাকে আবার জলে ডুবাইয়া দাও, পুনরায় বিসর্জ্জিত হইল। গভীর জলে পড়িয়া সে হাবু ডুবু খাইতে লাগিল। সাদক তাহাকে এইরূপে কয়েক বার উঠাইলেন ও জলে ডুবাইলেন, আর সে বার বারই সাদকের আশ্রয় প্রার্থনা করিল। পরে যখন শিষ্য একেবারে তাহাকে জলে ছাড়িয়া দিলেন, সে নিরাশ্রয় হইয়া নিমগ্ন হইতে লাগিল, তখন হে পরমেশ্বর! বিপদের বন্ধো! এই বিপন্ন অশরণকে দেখা দাও, এই বলিয়া কাতরে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া সাদক তাহাকে পারে তুলিয়া লইলেন। কিয়ৎক্ষণান্তে সুস্থির হইলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঈশ্বরকে কি দেখিয়াছ?" সে বলিল, "যে পর্য্যন্ত অন্যের প্রতি নির্ভর করিয়াছিলাম, সে পর্য্যন্ত আবরণ ছিল, যখন অনন্যগতি হইয়া সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার শরণাপন্ন হইলাম ও দীনভাবে প্রার্থনা করিলাম, তখন হৃদয়ের দ্বার মুক্ত হইল, অন্তরে দৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম, আর ভয় ভাবনা রহিল না ও আপনাকে নিরুপায় দেখিলাম না।" সাদক বলিলেন, "যতক্ষণ তুমি আমার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছিলে ততক্ষণ তুমি মিথ্যাবাদী ছিলে, এইক্ষণ যে বিশ্বাসের আলোক পাইলে তাহা যত্নপূর্ব্বক রক্ষা কর।"

আর এক স্থানে তিনি বলিয়াছেন, যে পাপের আরম্ভে ভয় এবং পশ্চাৎ সানুতাপ ক্ষমা প্রার্থনা তাহা পরমেশ্বরকে নিকটে আনিয়া দেয়। যে তপস্যার প্রথমে অনুতাপের অভাব ও পশ্চাৎ আত্মাভিমান তাহা ঈশ্বরকে দূরে রাখে। অভিমানের সহিত ঈশ্বরের অধীনতাতে পাপ, উহা প্রকৃত অধীনতা নয়, পাপাচারের পর সানুতাপ ক্ষমা প্রার্থনাতে অধীনতা জন্মে।

সাদককে কেহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৈরাগ্যাবলম্বী ঋষি শ্রেষ্ঠ, না, কৃতজ্ঞ ধনী!" তিনি বলিলেন "বৈরাগী ঋষি, যেহেতু ধনীর হৃদয় মুদ্রা মঞ্জুষাতে বদ্ধ থাকে, ঋষির আত্মা ঈশ্বরেতে।

অনুতাপ ব্যতীত প্রকৃত উপাসনা হয় না, নিরবচ্ছিন্ন ঈশ্বর ঈশ্বর বলিয়া নাম জপ করা অপেক্ষা ঈশ্বর অনুতাপকে শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন।

যথার্থ ঈশ্বর মনন তাহাই বটে যাহা ঈশ্বরের সহিত আত্মার যোগ স্থাপন করিয়া পদার্থজ্ঞান বিলোপ করে। ঈশ্বর সমুদায় পদার্থের স্থান অধিকার করিয়াছেন।

(বন্ধুর পত্র।)

ঊনবিংশ শতাব্দির সভ্যতার মস্তকে দণ্ডায়মান হইয়া চারিদিকে নাস্তিকতা অবিশ্বাস প্রখর বুদ্ধি প্রভৃতি প্রবল উত্তপ্ত বায়ুর মধ্যে পতিত হইয়াও ভারতবর্ষবাসীর হৃদয়

যে ঈশ্বরপ্রেমে মত্ত হইতে পারে ইহা যিনি দেখিতে চাহেন তিনি একবার ব্রাহ্মদিগের উৎসব দেখুন, দেখিবেন কত কত উচ্চ শিক্ষিত উন্নতজ্ঞানসম্পন্ন ভারতসন্তান ব্রহ্মসংকীর্ত্তন গান ও ব্রহ্মরসপানে উন্মত্ত হইয়া প্রেম প্রবাহে মরুভূমি সিক্ত করিতেছে। যদি ভূমণ্ডলে কেহ স্বর্গের দৃশ্য দেখিতে চাহেন উৎসবোন্মত্ত ব্রাহ্মমণ্ডলী দেখুন। যে কেশব বাবু এই শুষ্কতা ও নাস্তিকতার মধ্যে ভগীরথের গঙ্গা আনয়নের ন্যায় উৎসব নদী আনয়ন করিয়া অনেককে একরূপ বাঁচাইলেন, ভারতসংস্কারক মাত্রেই তাঁহার নিকট অবশ্যই কৃতজ্ঞতা রসে আর্দ্র হইবেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম যে ভারতের বিভিন্ন জাতিকে এক করিবে, বাঙ্গালী হিন্দুস্থানী পঞ্জাবীদিগের পরস্পর ভ্রাতৃ সৌহৃদ্যের মধ্যে তাহার সূত্রপাত হইয়াছে। যখন সংবাদ আসিল কেশব বাবু পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন তখন এখানকার সকলে আশা করিলেন অবশ্যই তিনি লাহোরে আসিবেন। সিমলা গিরিশিখরোপরি তাঁহার আগমন হইলে এখানকার ব্রাহ্মেরা তাঁহাকে বিশেষ আগ্রহের সহিত আহ্বান করিলেন। ৩০শে আশ্বিন শনিবার বেলা প্রায় দুই প্রহরের সময় তিনি লাহোরে উপস্থিত হন। ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের বাসায় উপস্থিত হইয়া কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিলে দলে দলে পঞ্জাবী ব্রাহ্ম ও ধর্ম্মজিজ্ঞাসুগণ তাঁহার নিকট আসিয়া ধর্ম্মসাধন ও ধর্ম্মবিজ্ঞান বিষয়ে বিবিধ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন তৎপরে তাঁহার সহিত সকলে পঞ্জাব ব্রহ্মমন্দিরে উপস্থিত হইয়া হিন্দি ভাষায় নাম সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তার পর আচার্য্য মহাশয় একটী হৃদয়-ভেদ প্রার্থনার দ্বারা পর দিনের উৎসবের জন্য ব্রাহ্মদিগের মনকে প্রস্তুত করিয়া দিলেন। পরে রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত অনেক গূঢ় বিষয়ে কথোপকথন হইল। ১লা কার্ত্তিক সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে উৎসবগৃহ উপাসক ও দর্শকে পূর্ণ হইল, সারঙ্গ প্রভৃতি বাদ্যের সহিত পঞ্জাবী ব্রাহ্ম ও শিক্ষিত গায়কগণ ব্রহ্মসঙ্গীত করিয়া সকলের মনকে আর্দ্র করিয়া দিলেন। তাহার পর আচার্য্য মহাশয় বেদী হইতে হৃদয়আর্দ্রকারী মনোহর উপাসনা করিলেন। "ঈশ্বরকে করতল ন্যস্ত আমলক ফলের ন্যায় যে স্পষ্টরূপে প্রতীতি করা যায়।" যে ব্যক্তি কেশব বাবুর আরাধনা প্রার্থনা ও ধ্যান প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তিনিই বুঝিতে পারিয়াছেন। চর্ম্মচক্ষুর দর্শন অপেক্ষা বিশ্বাস চক্ষুর দর্শন যে অভ্রান্ত তাহা অনেকে বুঝিতে পারিয়াছেন। উপাসনান্তে প্রকৃত যোগ ও বৈরাগ্য বিষয়ে হিন্দি ভাষায় একটী সুদীর্ঘ উপদেশ প্রদত্ত হয়। মনুষ্য যে ঈশ্বরের সত্তাসাগরে মগ্ন হইয়া জীবন্মুক্ত হইতে পারে তাঁহার উপদেশে আমরা এইটী বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। বেলা প্রায় একাদশ ঘটিকার সময় প্রাতঃকালের উপাসনা শেষ হইল। পুনরায় বেলা দুইটার সময় উপাসক ও দর্শকে ব্রহ্মমন্দির পূর্ণ হইলে দুইটা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত পাঠ হইল, ৩টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত ধর্ম্মালোচনা হইল। আলোচনার মধ্যে সামাজিক উপাসনার আবশ্যকতা ও উপকারিতা এবং পরকাল বিষয়ে বিশেষরূপে আলোচিত হয়। সুশিক্ষিত এক জন পঞ্জাবী শেষোক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। ইংরাজী ভাষায় আচার্য্য মহাশয় নিজ জীবনের পরীক্ষা এবং দৃষ্টান্ত দ্বারা এরূপ বুঝাইয়া দিলেন যে প্রশ্নকারী ও উপস্থিত মহোদয়গণ অবাক্ হইয়া গেলেন। তদনন্তর একটী সংক্ষেপ প্রার্থনা হইয়া নগরসংকীর্ত্তন বাহির হইল। এক সম্প্রদায় বাঙ্গালাতে কীর্ত্তন করিতে করিতে আর এক সম্প্রদায় হিন্দিতে কীর্ত্তন করিতে করিতে নগরের মধ্য দিয়া যাইতে লাগিলেন। প্রায় তিন চারি শত লোক সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিল। এক দোকানদার উৎসাহের সহিত তাঁহাদের মস্তকে গোলাপ জল ঢালিয়া দিল। সন্ধ্যার পর আবার ব্রহ্মমন্দির উপাসক ও দর্শকে পূর্ণ হইলে আচার্য্য মহাশয় ইংরাজিতে একটী হৃদয়গ্রাহী প্রার্থনা করিয়া "ব্রাহ্মজীবনের ক্রমোন্নতি ও চরিত্র সংশোধনের আবশ্যকতা" বিষয়ে সুন্দর উপদেশ দিলেন। প্রায় সাড়ে নয় ঘটিকার সময় উৎসব শেষ হইল। আচার্য্য মহাশয়ের সঙ্গে সঙ্গে অনেক গুলি পঞ্জাবী চরিত্র শোধন ও ব্রাহ্মজীবন গঠন বিষয়ে বিবিধ প্রশ্ন করিতে করিতে বাসা পর্য্যন্ত উপস্থিত হইলেন, সে দিনও প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় সকলে বিদায় হন।

সোমবার প্রাতে সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে উপাসনা হয়, আমাদের জীবনে এরূপ জীবন্ত উপাসনা কখন শ্রবণ করি নাই। এই উপাসনায় আমাদের অন্তরতম গূঢ়তম প্রদেশ পর্য্যন্ত বিকম্পিত হইয়াছিল, অনেকের কঠোর হৃদয় বিগলিত হইল, অবশেষে ভাব হৃদয়ে ধারণ করিতে অক্ষম হইয়া চীৎকার রবে কেহ কেহ রোদন করিতে লাগিলেন, এরূপ আশ্চর্য্য অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য আমি কখন দেখি নাই। একটী ভ্রাতা যিনি সম্প্রতি ভয়ানক বিপদ হইতে উদ্ধার হইয়াই দারুণ শোক যন্ত্রণা পাইতেছিলেন তিনি আর হৃদয়ের বেগ কিছুতেই সংযম করিতে না পারিয়া কোন অদৃশ্য শক্তির দ্বারা যেন উত্তেজিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। সে সময়ে পূজনীয় কান্তি বাবুর মুখ হইতে যে কয়েকটী মনোহর সংগীত বাহির হইয়াছিল তাহা লিখিয়া প্রকাশ করিতে পারি না। আমরা যেন সে দিন প্রেমসাগরে স্নান করিয়া উঠিলাম। অদ্য রাত্রিতে ব্রহ্মমন্দিরে অমৃতসর নিবাসী সরদার দয়াল সিং নামক এক জন ধনবান্ মানী শিখ্ যিনি সংপ্রতি বিলাতে গিয়াছিলেন এবং এক জন বড় উৎসাহী ব্রাহ্ম) "প্রকৃত সুখ" বিষয়ে উর্দ্দূ ভাষায় একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। পঞ্জাবীদের মন যে ধর্ম্মের জন্য ঈশ্বরের জন্য বিশেষ ব্যাকুল ও আগ্রহান্বিত তাহা

এই বক্তৃতা শ্রবণে অনেকে বুঝিতে পারিয়াছেন। সরদার জীরও বিশুদ্ধ উর্দ্দু, সুমিষ্ট স্বর ও ব্রহ্মানন্দের উপদেশ সকলেরই বিশেষ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। ৩রা কার্ত্তিক মঙ্গলবার প্রাতে বাবু হরচন্দ্র মজুমদারের কনিষ্ঠ পুত্রের নামকরণ উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়। বৈকালে আমরা সালেমার উদ্যানে যাই। তথায় প্রকৃত ধ্যান ও যোগ বিষয়ে অনেক গূঢ় কথা শ্রবণ করিলাম। কথোপকথনের পর গোধূলির প্রাক্কালে আচার্য্য মহাশয় একটী বৃক্ষতলে বসিয়া ঈশ্বরদর্শনের সুখ ভোগ করিতে লাগিলেন। তার পর আমরা সকলে গৃহে প্রত্যাগমন করিলাম। রাত্রি আট ঘটিকার সময় "প্রকৃত যোগ" বিষয়ে ইংরাজী বক্তৃতা ব্রহ্মমন্দিরে হয়। গৃহটী সম্পূর্ণ রূপে পূর্ণ হইয়াছিল, কয়েকটী সাহেবও উপস্থিত ছিলেন। আমরা কেশব বাবুর অনেক বক্তৃতা শুনিয়াছি, কিন্তু এরূপ সুমিষ্ট হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা যেন আর শুনি নাই এমনই বোধ হইল। দর্শনযোগ, শ্রবণ ও কর্ম্মযোগ অবশেষে প্রাণযোগ কিরূপে সাধিত হইতে পারে তাহা সুন্দর রূপে তিনি আমাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন। বক্তৃতা শেষ হইলে এক জন পঞ্জাবী ব্রাহ্ম কাঁদিয়া উঠিলেন, একটী সাহেবও উঠিয়া গদ গদ ভাবে কহিলেন,আমি যেমন সুমধুর মিষ্টরস পান করিয়া অদ্য সুখী হইলাম ইচ্ছা করি অন্যান্য ইংরাজ ও বিবিরা এইরূপ সুখী হন, অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া আর এক দিন থাকুন। সাহেবের প্রার্থনা শুনিয়া কেশব বাবু আর এক দিন থাকিতে স্বীকৃত হইলেন। বুধবারের প্রাতে সম্পাদকের বাসায় উপাসনা হয়। এ উপাসনাও হৃদয়গ্রাহী ও সুখদ হইয়াছিল তাহা বলা বাহুল্য; অনেক গুলি পঞ্জাবী ব্রাহ্মও উপস্থিত ছিলেন। আহারাদির পর অনেক ব্রাহ্ম ও দর্শক উপস্থিত হইয়া বিবিধ বিষয়ে কথোপকথন করিলেন। রাত্রি সার্দ্ধ আট ঘটিকার সময়ে ফ্রিমেসনদিগের গৃহে বক্তৃতা হয় তাহাতে অনেক সাহেব ও বিবি উপস্থিত হইয়াছিলেন, কমিসনর প্রভৃতি বড় বড় সাহেবও উপস্থিত ছিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের দ্বারাই ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক, সামাজিক, নৈতিক ও রাজনৈতিক উন্নতি হইবে আর কোন উপায়ে হইবে না ইহা বিশেষরূপে তিনি বুঝাইয়া দিলেন। অবশেষে জেতা ও জেতৃ উভয় জাতিতে কিরূপে সদ্ভাব হইতে পারে, রাজপুত্রের আগমনে আমাদের কিরূপ করা উচিত ইত্যাদি বিষয়ে কিছু বলিয়াছিলেন। বক্তৃতা শেষ হইলে পূর্ব্ব দিনের নিমন্ত্রণকারী সাহেবটী গদ্ গদ্ স্বরে সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে অনেক কথা বলিলেন। ইউরোপীয়গণ ও বিবিরা যে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছেন তাহা বুঝা গেল। বৃহস্পতিবারে লালা রলা রাম নামক এক জন পঞ্জাবী ব্রাহ্মের নব কুমারের নামকরণ উপলক্ষে তাঁহার বাড়ীতে বিশেষ উপাসনা হয়। এই দিন আচার্য্য মহাশয় কলিকাতাভিমুখে যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন এমন সময়ে মুলতান হইতে উপর্য্যুপরি তারযোগে নিমন্ত্রণ আসিল, সুতরাং তথায় যাইবার উদ্যোগ হইল। কিন্তু মুলতানস্থ ভ্রাতাদিগের দুর্ভাগ্য বশতঃ ষ্টেসনে পৌঁছিবার পূর্ব্বে রেলগাড়ি ছাড়িয়া যাওয়ায় কাজেই ফিরিয়া আসিতে হইল। সন্ধ্যার পর ব্রহ্মমন্দিরে খোল করতাল সহ ব্রহ্মসংকীর্ত্তন হইল, তারপর বাঙ্গালাতে ও ইংরাজীতে দুইটী প্রার্থনা হইল। এমন করুণ রসপূর্ণ সুমধুর প্রার্থনা বুঝি কোন দেশে কোন কালে কখন উচ্চারিত হয় নাই। দুই জন পঞ্জাবী উচ্চরবে কাঁদিয়া উঠিল। আচার্য্য মহাশয় রাত্রি একটার সময় সকলকে কাঁদাইয়া ও প্রেমে ভাসাইয়া কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিলেন। আমরা দুঃখিত মনে অথচ যেন কিছু ধন পাইয়াছি এইরূপ ভাবে গৃহে ফিরিলাম। ঈশ্বর যে বিশেষ সময়ে বিশেষ লোকের দ্বারা আধ্যাত্মিক অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ দূর করেন তাহা বাস্তবিক অনেকের প্রতীতি হইল। আমাদের চক্ষুর সমক্ষে যে অদ্ভুত ব্যাপার হইল তাহা বিজ্ঞানের দ্বারা যুক্তির দ্বারা বুঝান যায় না। যাহার বিশ্বাসচক্ষু প্রেমজলে আর্দ্র হইয়াছে সেই বুঝিতে পারে। প্রেমনদীতে পঞ্জাব গুরুনানকের সময় ভাসিয়াছিল, এখন আবার মরুভূমির ন্যায় শুষ্ক হইয়াছিল, এ সময়ে কেশব বাবু ব্যতীত আর কাহারও সাধ্য ছিল না যে পূর্ব্ব প্রেমনদীর পঙ্কোদ্ধার করিয়া স্বর্গীয় সুধারসে উহাকে পূর্ণ করে। যত দিন যাইতেছে, যত বৎসর যাইতেছে অনেকে মনে করেন ততই ব্রাহ্মধর্ম্ম, উপাসনা, প্রার্থনা, সাধনপ্রণালী পুরাতন হইতেছে; কিন্তু তাহাত কখনই হইতে পারে না, ঈশ্বরের প্রেমভাণ্ডার সুধাভাণ্ডার যে অক্ষয় তাহা এখন আমরা বুঝিতেছি। যাই একটী প্রণালী আর কার্য্যকারী হইল না,যাই আমাদের হৃদয় শুষ্ক হইতে লাগিল, অমনি দয়াময় নূতন প্রকারে নূতন বিধি প্রেরণ করিয়া আমাদিগকে জাগরিত করেন, ইহা উপস্থিত উৎসব ব্যাপারে আমরা বেশ বুঝিয়াছি। ঈশ্বর দয়া করিয়া এই ভাব স্থায়ী করুন।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

রবিবার ৩১ শ্রাবণ, ১৭৯৭ শক।

ঈশ্বরের কথা ভক্ত সাধক এই পৃথিবীতে শুনিতে পান কি না যদি এমন কথা জিজ্ঞাসা কর, ইহার উত্তর ছলে জিজ্ঞাসা করিব, ঈশ্বরের সঙ্গে ভক্তের কথোপকথন ফুরায় কি না? ঈশ্বর যে কথা কন তাহার বিরাম আছে কি না? ঈশ্বর কথা কন এ বিষয়ে সন্দেহ করিলে নাস্তিকতার পরিচয় দেওয়া হয়। এখন প্রার্থনাও জানি না, আরাধনা ধ্যানও জানি না, সঙ্গীত জানি না; এখন জানি কেবল ঈশ্বরের কাছে গিয়া তাঁহার রূপ দেখা,

তাঁহার কথা শুনা, তাঁহার অমৃত পান করিয়া মত্ত হইয়া আসা। এখন মন আর কিছু চাহিতে ইচ্ছা করে না। একবার যাব প্রার্থনা করিব, দুইটী কথা জিজ্ঞাসা করিয়া চলিয়া আসিব। যাহারা কেবল গুরুর কাছে যায়, রাজার কাছে যায়, তাহারা এরূপ করে, ভক্ত এরূপ করেন না। ভক্ত ভাবেন চব্বিশ ঘণ্টা কেমন করিয়া যাইবে। এই যে এত ক্ষণ বিচ্ছেদ যন্ত্রণা সহ্য করিব ইহার দাম দেয় কে? সমস্ত দিন প্রতীক্ষা করিয়া থাকিব, আবার চব্বিশ ঘণ্টা পর সকলে মিলিয়া সূর্য্যোদয় হইলে প্রাতঃকালে ঈশ্বরকে দেখিব। ভক্তের প্রাণ এই বিচ্ছেদ সহ্য করিতে পারে না। এক বার উপাসনা করিল, উপাসনা করিতে করিতে মন মত্ত হইয়া গেল। প্রথমে সে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আধ ঘণ্টা উপাসনা করিয়া আর সমস্ত সময় সংসারের কর্ম্ম করিত; কিন্তু এখন দেখি সে ব্যক্তি সর্ব্বত্যাগী ভক্ত হইয়াছে, প্রেমিক হইয়াছে, মাতাল হইয়াছে। অন্য লোক পুস্তক পড়ে পৃথিবীর অজ্ঞানতা দূর করিবার জন্য; কিন্তু সেই লোক কেবলই সুরার দোকানে পড়িয়া আছে। যদি পড়ে, মত্ততার পুস্তক পড়ে। পৃথিবীর লোক কত বিচিত্র সুন্দর সঙ্গীত শুনিতেছে; কিন্তু সে ব্যক্তি মত্ততার রূপ এবং মত্ততার কথা ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে শুনিতে পায় না। এ ব্যক্তি মত্ততার মধ্যে পড়িয়াই আছে; এক বার নয়, দুই বার নয়, মুসলমানদিগের ন্যায় পাঁচ বারও নয়, কিম্বা দশ বারও নয়; একটা নিয়ম থাকুক, কিন্তু এ পাগল সর্ব্বদাই কেবল এ দিক্ ওদিক্ তাকাইতেছে কখন্ ঈশ্বরের কাছে বসিবে। এর একটা নিয়ম নাই, সময় নাই, দিন রাতই মত্ত হইয়া রহিয়াছে। বাস্তবিক ভক্ত, যিনি ঈশ্বরকে সখা বলিতে শিখিয়াছেন, তিনি ঈশ্বরকে ছাড়িয়া কি সুস্থির হইতে পারেন? যদি ঈশ্বরও ভক্তকে জিজ্ঞাসা করেন, এখন উপাসনার সময় নহে, এখন কেন তুমি আমার কাছে আসিলে? ভক্ত বলেন আমি আর তোমাকে না দেখিয়া বাঁচিতে পারি না। ভক্তের মুখে এই কথা শুনিয়া ভক্তবৎসলও বলেন, বৎস সাধক! তুমি ধন্য আমার প্রতি তোমার এত টান! অন্যান্য সাধকেরা চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আধ ঘণ্টা উপাসনা করিয়া মনে করিল, ঈশ্বরের প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য শেষ হইল। কিন্তু যথার্থ ভক্ত যে উপাসনা করেন তাহাকে প্রার্থনা, আরাধনা বলিতে পারি না, কথোপকথন বলিতে পারি। উপাসনার অতি উচ্চ অবস্থা এই। পৃথিবীতে বাণিজ্য কোলাহলের রোল; ভক্ত বলেন আমি আমার পিতার আনন্দবাজারে গিয়া স্বর্গের সামগ্রী ক্রয় করি। পৃথিবীতে অন্যান্য লোক বন্ধুদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া আমোদ করিতেছে; ইহা দেখিয়া ভক্ত বলেন অসার বন্ধুকে ডাকিয়া কি হইবে, আমার ত এক জন পরম বন্ধু আছেন তাঁহাকে লইয়া আমি আমোদ করি। তিনি বলেন, প্রেমসুরা পান করিতে মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল তাই প্রেমময়! কাছে আসিলাম। ভক্ত দেখিলেন পৃথিবীর কর্ম্মক্ষেত্রে কত লোক উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতেছে, তিনি মনে মনে বলিলেন আমার প্রভুর মুখের কথা শুনিয়া তাঁহার কাজ না করিলে ত আমার নিস্তার নাই। পৃথিবীতে এক জন বহি পড়িতেছে, ভক্ত মনে করিলেন আমারও এক খানি শাস্ত্র আছে, একটী পুস্তকালয় আছে, সেই শাস্ত্র স্বয়ং ঈশ্বর, সেই পুস্তকালয় স্বয়ং ঈশ্বর। অন্যকে বহি পড়িতে দেখিয়া তিনি তাঁহার ঈশ্বরশাস্ত্র পড়িতে লাগিলেন। এই রূপে ভাবযোগ বিধি দ্বারা অন্য লোক যাহা করে ভক্তও তাঁহার প্রাণেশ্বরকে লইয়া তাহার অনুরূপ কার্য্য সম্পন্ন করেন। তিনি দেখেন মানুষ জনসমাজে যায়, তিনি বলিলেন আমিত অরণ্যবাসী বৈরাগী নহি, এই যে সমস্ত জগৎ আমরা প্রাণবিন্দু মধ্যে। এই রূপে কেবলই নানা প্রকার কৌশল এবং উপলক্ষ খুঁজিয়া ভক্ত ঈশ্বরের নিকট যাইতেছেন। ঈশ্বরকে ছাড়িয়া থাকিবার ভক্তের অবকাশ নাই। পৃথিবী জিজ্ঞাসা করিল অমুক ভক্ত সেই যে কয়েক দিন হইল ঈশ্বরের সঙ্গে বসিয়া আছেন কেন ফিরিলেন না? ভক্ত অবশ্য হয়ত পরলোক সম্পর্কে কোন নিগূঢ় তত্ত্ব নতুবা কোন গূঢ় প্রেমতত্ত্ব লইয়া ঈশ্বরের সঙ্গে কথোপকথন করিতেছেন। আমরা জিজ্ঞাসা করি, এত ক্ষণ সে লোকটী কি করে? এত সময় কাটে কি রূপে? আমরা কত কাজ করি, কত বহি পড়ি তবু দিন কাটে না, এ ব্যক্তি ঈশ্বর ঈশ্বর করিয়া কি করে? আমাদের প্রাণ দুই ঘণ্টা উপাসনা হইতে না হইতে হাঁপ হাঁপ করে, এবং শেষ গানটী প্রতীক্ষা করে; কিন্তু একি আশ্চর্য্য, এ ব্যক্তির শেষ গান প্রথম গান, ইহার নিকট উদ্বোধন আর শেষ হয় না। এ সর্ব্বদাই স্নান করিতে যাইতেছে, ইহার স্নান করা আর ফুরায় না। ব্রহ্মরাজ্যে এমন কি শাস্ত্র আছে, যাহা পাঠ করিতে করিতে ফুরায় না? আমাদের বিশেষ কোন ধর্ম্মশাস্ত্র নাই। যাহাদের ধর্ম্মপুস্তক আছে তাহা শীঘ্র ফুরাইয়া যায়, মনুষ্যের উপদেশ ফুরাইয়া যায়, তবে ব্রাহ্মদিগের এমন কি শিখিবার আছে যে পাঠ শেষ না? ভক্ত বলেন, শিখিবার নাই কে বলিল? আমরা কি স্বর্গে যাইয়া নিদ্রা যাই? সেই স্বর্গের ঘরে পরম শাস্ত্রী ঈশ্বর স্বয়ং শাস্ত্র পাঠ করিতেছেন শিষ্য গলবস্ত্র হইয়া ক্রমাগত শুনিতেছেন। এই জন্য ঈশ্বরের কথা ভক্ত এই পৃথিবীতে শুনিতে পান কি না এই প্রশ্নের উত্তর ছলে জিজ্ঞাসা করিতেছি, ঈশ্বর যে ভক্তের সঙ্গে কথা কন তাহার সমাপ্তি আছে কি না? ভক্তবৎসল তাঁহার সাধককে কত নূতন কথা বলিতেছেন, কত নূতন কথা বলিবেন কে তাহা জানে? পনের বৎসর সাধনের পর ভক্ত তাঁহার ঈশ্বরকে বলিলেন, সদানন্দ গুরু! কি দেখাইলে! কি শুনাইলে! পনের বৎসর এই নূতন ঘরত দেখি নাই, এমন পদ্ম ফুল শোভিত সরোবরত আর দেখি

নাই! হে দেব! কি নূতন বিধান প্রকাশ করিলে, তোমার দয়ার কি এক নূতন পরিচ্ছেদ শুনাইলে? এই অমৃত বুঝি তুমি নূতন রচনা করিলে? এ সকল দেখিয়া শুনিয়া ভক্ত আর ছুটি চান না। তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন, যে শাস্ত্র তিনি পাইয়াছেন ইহার আর শেষ নাই। স্বর্গে তোমার গুরুর কথা বলা ফুরায় না, সুতরাং তোমার শ্রবণ করা ও তাঁহার শুনাইবার ইচ্ছাও ফুরায় না। ভক্ত খুঁজিতেছেন এমন দাতা কোথায় যিনি দিতে দিতে ক্লান্ত হন না, যেখানে ভক্ত তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন ভক্ত সেইখানে। তুমি আমি পৃথিবীর লোক কেবল গোল করিয়া বেড়াই। কিন্তু ঐ সুচতুর ধ্যানশীল ভক্ত বলেন, আমি যখন পৃথিবীর অতি সামান্য কার্য্য করি, তখনও আমার প্রাণনাথকে আমি নিকটে দেখি। যেখানে যাইনা কেন, যে কোন কার্য্য করি না কেন, আমার প্রাণ কাড়িয়া লইয়াছেন এক জন যিনি জগতের প্রাণ চুরি করেন। তাঁহার মুখ ভিন্ন আমার আর কাহারও মুখ দেখিয়া তৃপ্তি হয় না। আমি আমার মনকে তিরস্কার করিয়া বলি, তবে মূঢ় মন! তুই সহস্র বার আজ কেন ঈশ্বরকে দেখিলি না? পাগল, প্রেমোন্মত্ত ভক্ত এই কথা বলেন। কবে আমরাও উপাসনার স্থান এবং উপাসনার সময় ভুলিয়া গিয়া দেখিব, চক্ষু যে দিকে তাকায় কেবল কৌশল এবং উপলক্ষ করিয়া ব্রহ্মরূপ সাগর দেখিয়া লয়। উপাসনা মদিরা; যত উপাসনা করিব, ততই মত্ত হইব। পরীক্ষা করিয়া দেখ সুরাপানের আসক্তি কত দূর বৃদ্ধি হইল, মত্ততা কত গাঢ়তর হইল। যদি ভক্ত হইয়া প্রভুর পাদপদ্মে মত্ত হইয়া থাক সকল সন্তাপ চলিয়া যাইবে। পাপ ভয় আর দেখিতে পাইবে না, এবং তখন ঈশ্বরকে ছাড়া অসম্ভব হইবে। যদি এক বার প্রভুর প্রেমরসে মজিয়া যাইতে পার, আর সেই প্রেমে অরুচি হইবে না। যতই এই প্রেমরস পান করিবে ততই লোভ বৃদ্ধি হইবে। এই লোভের সাগরে ব্রহ্মযোগী ডুবিয়া যাইবে। যত লোক এখানে যায়, কেহই ফিরে না। ঈশ্বর করুন, ব্রহ্মসমাজ যেন এইরূপ যোগীদের স্থান হয়।

হে প্রভো! বাহিরের উপাসনা ফুরাইল; কিন্তু তুমি ফুরাইলে না, আমার মনও ফুরাইল না। এখন তুমি আমি বসে আমোদ করি। এমনই অমৃতাভিষিক্ত কথাগুলি বলিয়া প্রাণ কাড়িয়া লইয়ে যে, তোমার কথা না শুনিলে আর কিছুই ভাল লাগে না। আগে জানিতাম না যে তুমি মলিন মানবকে এক বারও উঠিতে দিবে না। তুমি ছাড়িতে চাও না তোমাকে আমি ছাড়িব, পাপটা যে আমার হইবে? বিচ্ছেদের কারণ আমি হইব? আমি মনে করিতাম উপাসনার সময় আছে, তুমি যে এমন করিয়া ষোল আনা প্রাণ কাড়িয়া লইবে তাহাত জানিতাম না। দুই আনাও রাখিতে দিবে না। প্রেমময়! লও এই প্রাণ, তুমি প্রেমে সকল সাধককে মত্ত করিয়া ফেল। প্রাণকে একেবারে মোহিত করিয়া ফেল। তোমার শিষ্যদিগকে প্রেমবন্ধনে বাঁধিয়া ফেল। এমন মিষ্ট কথা কেবা শুনাইবে? কেবল কতকগুলি কদাকার মুখ পৃথিবী দেখায়। প্রেমসিন্ধু! তোমার মত রূপ আর কোথায় দেখিব? এমন কথা কোথায় শুনিব? তাই বলি তোমার প্রেমের মধ্যে আমাদিগকে ডুবাইয়া রাখ, আমরা খুব সুখী হইব।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

রবিবার ২১ ভাদ্র, ১৭৯৭ শক।

কষ্টসাধন [বাস্তবিকই ধর্ম্মরাজ্যে কষ্টসাধন। কষ্টসাধন করিতে হইলে মনে দুঃখ হইবেই, ইহাত পুরাতন কথা। কষ্টসাধন করিতে হইলে কষ্টকে বৃদ্ধি করিতে হয়। কিন্তু যে কষ্টব্রত পরিশেষে আমাদিগকে শুদ্ধ এবং সুখী না করিয়া বরং আরও মলিন এবং দুঃখী করে, সেই কষ্টসাধন, সেই বৈরাগ্যব্রত বিবেচনার বিষয়। উদ্দেশ্য স্থির না হইলে কোন কষ্টই আমাদের উপকার হইবে না। অনুকূল, প্রতিকূল সকল প্রকার অবস্থায় পড়িয়া দেখিলাম; সাধুসঙ্গ করিলাম, ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিলাম; কিন্তু কিছুতেই আমার মনের সেই বন্য জন্তুর ন্যায় দুর্জ্জয় রিপু সকল দমন হইল না। এই অবস্থায় কষ্টশাস্ত্র সাধন আবশ্যক। কিন্তু কি প্রকার কষ্ট গ্রহণ করিলে চিত্ত শুদ্ধ হইবে, সাধনের পক্ষে তাহা বিবেচনা করা এবং জানা উচিত। অনেকে নানা প্রকার কষ্টসাধন করিয়া পৃথিবীর নিকট যোগী, সাধক বলিয়া পরিচিত হইতে পারে; কিন্তু ঈশ্বরের নিকটে তাহারা যোগী বলিয়া গৃহীত হয় না। তাহারা অনেক কষ্ট করিয়া মনুষ্যের অসার প্রশংসা পাইল, কিন্তু ঈশ্বর তাহাদের কষ্ট অনুমোদন করিলেন না, তিনি তাহাদিগকে যোগী বলিয়া স্বীকার করিলেন না; তাহারা সেই কষ্ট সকল সহ্য করিল, কিন্তু ঈশ্বরের চরণারবিন্দ পাইল না। আমি দেখিলাম, সুখে আমার হৃদয়কে জয় করা যায় না, এই জন্য কষ্ট গ্রহণ করিলাম। কিন্তু আমি কষ্ট করিলে লোকের প্রশংসা পাইব এই অভিসন্ধি থাকিলে কাহারও পরিত্রাণ হয় না। কেবল ঈশ্বরকে লক্ষ্য করিয়া বৈরাগ্যব্রত সাধন করিতে হইবে। নতুবা এই পথে অনেক বিঘ্ন, অনেক বিপদ। ঈশ্বর স্বয়ং এই পথে আমার সহায় হইবেন, এই বিশ্বাস, এই সংস্কার না থাকিলে আমি নির্ভয়ে এই বৈরাগ্যপথে অগ্রসর হইতে পারি না। উদ্দেশ্য যেমন স্থির থাকিবে, তাহার সঙ্গে আবার ঈশ্বর যে যে প্রণালীতে কষ্ট দিবেন, কেবল সেই সমুদয়ই গ্রহণ করিতে হইবে। ঈশ্বর বলিলেন এই সময় বিষ বড়ি তোমার আব-

শ্যাক, মৃত্যু হইতে আপনাকে বাঁচাইবার জন্য সাধককে সেই ভয়ানক কষ্টব্রতই গ্রহণ করিতে হইবে। যে ব্যক্তি অনেক দিন সাধন করিয়া দেখিল, রাগটা কিছুতেই দমন হয় না, লোভটা সুযোগ পাইলে এখনও অগ্নির মত জ্বলিয়া উঠে। মন্দিরে যাই, সাধুসঙ্গ করি, ভাল গ্রন্থ পড়ি, দশ বৎসর ব্রাহ্ম হইয়াছি অথচ কাম ক্রোধ গেল না; সেই পুরাতন রিপুর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইলাম না; ইহা ভাবিয়া সাধক বলেন, ব্রাহ্ম যিনি দশ বৎসর কেন দুই বৎসরেই তাঁহার জিতেন্দ্রিয় হওয়া আবশ্যক। যখন তিনি আর পাপের যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিলেন না, তখন ঈশ্বরের চরণতলে পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন" এই অঙ্গীকার করিয়া কঠোর কষ্টব্রত গ্রহণ করিলেন। মানিলাম শুভ উদ্দেশ্যে এই সকল কষ্ট গ্রহণ করা হইল। কিন্তু ইহাতেও বৈরাগী যোগী সাধকের শেষ কার্য্য হইল না। কেবল কষ্ট গ্রহণ করিলেই যথার্থ যোগাভ্যাস করা হয় না। তুমি মনে করিলে দুই দিন উপবাসী থাকিবে, কিম্বা পরিবার পরিত্যাগ করিয়া দশ বৎসর একাকী অরণ্যে বাস করিবে, কিন্তু কে বলিল যে এ সকল কষ্ট করিলেই তুমি ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করিলে? এক সন্ধ্যা উপবাস করা, কিম্বা এক দিন পরিবার ছাড়িয়া দূরে থাকা হয়ত তোমার পক্ষে গুরুতর পাপ। উপায় আপনার হস্তে রাখিলে কি আমরা বাঁচিতে পারি? যথার্থ ভক্ত সমুদয় ঈশ্বরের হস্তে রাখিয়া তাঁহার কথার প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন। অতএব সাবধান! বৈরাগ্যব্রত যদি সাধন করিতে চাও তবে সমুদয় কষ্টের মধ্যে ঈশ্বরের অনুজ্ঞা বুঝিতে চেষ্টা কর। পৃথিবীতে লক্ষ প্রকার কষ্ট আছে, যাহা মনোনীত হয় তাহাই গ্রহণ করিতে পার, এক প্রকার কষ্ট না হয় আর এক প্রকার কষ্ট গ্রহণ করিতে পার; কিন্তু তাহাতেই যে তুমি পরিত্রাণ পাইবে তাহা কিরূপে জানিবে? নানা প্রকার কষ্টসাধন করিয়া তোমার শরীরকে একেবারে দুর্ব্বল এবং ক্ষীণ করিলে; কিন্তু এক মাস গেল, এক বৎসর গেল, অবশেষে দেখিলে শরীরের দুর্ব্বলতার সহিত মনের দুর্ব্বলতাও বৃদ্ধি হইয়াছে। পুর্ব্বে সামান্য কারণে অধৈর্য্য, ক্রোধ হইত না, এক্ষণে অতি ক্ষুদ্র কারণে মন অস্থির এবং বিচলিত হয়। এই প্রকারে কত লোক যোগী বৈরাগী হইতে গিয়া অবশেষে রাগী হইয়াছে। এ সমুদয়ের কারণ কি? কারণ এই, উপায় মনুষ্য আপনি গ্রহণ করে, যদিও ব্রত ঈশ্বর বলিয়া দেন। মনে কর, যদি ঈশ্বর বলেন এই প্রকার ব্রত তুমি দুই ঘণ্টার জন্য পালন কর, আর আমি যদি তাহা তিন ঘণ্টা পালন করি তাহাতে আমাকে মরিতেই হইবে। এই যে আত্মনির্ভর, এই যে আমি ঈশ্বরের অনুগত সুপুত্র হইতে ইচ্ছা করি না, ইহাতেই আমি যোগের মধ্যেও, বৈরাগ্য সাধনের মধ্যেও স্বেচ্ছাচার আনিলাম। যদি ঈশ্বর চিহ্নিত যোগী হইতে চাও তবে স্বেচ্ছাচার বিহীন হইয়া ঈশ্বরের উপরে নির্ভর করিতে হইবে। সুখের পথও ধরিব না, দুঃখের পথও ধরিব না। ঈশ্বর যে পথে লইয়া যান সরল বালকের মত সেই পথেই যাইব। তাঁহার যেমন ইচ্ছা; সুখে রাখিতে হয় সুখে রাখিবেন, দুঃখ দিতে হয় দুঃখ দিবেন। যদি কষ্ট প্রেরণ করিতে হয় করুন, আমি ক্রমাগত তাহা বহন করিব। যদি তাঁহার ইচ্ছা হয় দুঃখের অগ্নি জ্বালিয়া দিন, আমি তাঁহার মঙ্গল চরণ ধরিয়া তাঁহাকে ডাকিতে ডাকিতে তাহা সহ্য করিব। কে বলিতে পারে তিনি কোন্ দিন এবং কত দিন কাহাকে কি প্রকার কষ্ট দিবেন? পাঁচ দিন কষ্ট করিলে ছয় দিনের দিন সুখী হইব কি না, কে এ সকল কথা জানে? এ সমুদায় আমাদের নিকট প্রচ্ছন্ন। যখন আমরা নিজে নিজে নানা প্রকার কষ্ট সাধন করিয়া দেখিলাম এ সকল উপায় কার্য্যকর হইল না, একটা বৎসর চলিয়া গেল, তথাপি অভিমান অহঙ্কার গেল না; বেদীতে বসিলেও অহঙ্কার, কুটীরে বসিয়াও আমি সকলের অপেক্ষা বড় যোগী হইব, এই অহঙ্কার হয়; কোন ব্যক্তি আমার ইচ্ছামত আমাকে ভক্তি করিল না, কিম্বা কোন বন্ধু আমার একখানা পত্রের উত্তর দিল না এই বলিয়া অভিমান হয়; যার এত অহঙ্কার, এত অভিমান, তাহাকে পরীক্ষার আগুণে, কষ্টের আগুণে পুড়িতে হইবে। এত কাল পরেও সে সকল রিপু আমাকে ছাড়িল না! এই বলিয়া যখন সাধক কাঁদিতে লাগিল, তাহার সম্মুখে এক খানি মেঘ আসিল, এই মেঘের মধ্যে ঈশ্বর সাধকের পরিত্রাণসূর্য্য ঢাকিয়া রাখিয়াছেন। যদি বাঁচিতে চাও, যদি রিপুদিগকে পরাজয় করিতে চাও, এই মেঘের পশ্চাৎ চল। কিরূপে জীবন্মুক্ত হইবে, সেই বিষয়ে এই মেঘ তোমাদিগকে শিক্ষা দিবে। ঈশ্বরের দ্বারা আদিষ্ট হইয়া এই মেঘ আসিয়াছে এই বিশ্বাস করিয়া যদি দুই দিন অন্তরের রিপু অহঙ্কার অভিমান ইত্যাদি ত্যাগ করিতে পার তৃতীয় দিনে নিশ্চয়ই তোমার পরিত্রাণ হইবে। কিন্তু যে সন্দেহ করিল, তাহার পুণ্য লাভ হইল না। অতএব যাই দেখিবে অবলম্বিত ব্রত সাধনে পুণ্যের সমাগম হইল না, তৎক্ষণাৎ জানিবে ঈশ্বর প্রদত্ত ব্রত সাধনে ঈশ্বরপ্রেরিত উপায় গ্রহণ করা হয় নাই। অনেক দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়াও যদি অন্তরে পুণ্যের সমাগম না হয় তাহা হইলে আরও ঈশ্বরের চরণতলে পড়িয়া ক্রন্দন কর। তিনি যদি বলেন, দুই দিনের কষ্টে তোমার পাপ ঘুচিল না, ছয় মাস তোমাকে কষ্ট লইতে হইবে, মস্তক অবনত করিয়া তাহাই তোমাকে গ্রহণ করিতে হইবে। তুমিও জান না, আমিও জানি না, প্রায়শ্চিত্তের জন্য কি কি কষ্ট ঈশ্বর আমাদিগকে দিবেন। যখন এক বৎসরে আমাদের চিত্ত শুদ্ধ হইল না, তখন ঈশ্বর আমাদিগকে আরও কষ্ট দিয়া আমাদের প্রাণের ভিতরে যে সকল

কঠোর পাপ রোগ আছে, সে গুলি দূর করিয়া দিবেন। আমরা যদি তাঁহার সুপুত্র হই, যত শীঘ্র পারি তাঁহার প্রেরিত কষ্ট গ্রহণ করিয়া রিপু দমন করিব। কষ্টের এক খানি ক্ষুদ্র মেঘ তিনি আমাদের বক্ষে স্থাপন করিলেন, এক গুণ মেঘ অন্ধকারের মধ্যে তিনি আমাদিগকে নিক্ষেপ করিলেন, আমরা তাঁহারই প্রসাদে সেই অন্ধকার মধ্যে তাঁহার পবিত্র মঙ্গল চরণের দশ গুণ পুণ্যের আলোক আনিয়া তাঁহাকে দেখাইব; জগৎকে দেখাইব এবং আপনারা আনন্দে পুলকিত হইব।

হৃষ্টে ভবতি সা হৃষ্টা
দুঃখিতে মার্ঘ দুঃখিতা।
প্রোষিতে দীনবদনা
ক্রুদ্ধে চ প্রিয়বাদিনী॥
শান্তি পর্ব্বণি।

আমি হৃষ্ট হইলে সে হৃষ্ট হয়, আমি দুঃখিত হইলে সে দুঃখিত হয়, আমি দূরস্থ হইলে সে ম্লানমুখী হয়, আমি ক্রুদ্ধ হইলেও সে প্রিয়ই বলে।

পতিব্রতা পতিগতিঃ
পতিপ্রিয় হিতে রতা।
যস্য স্যাৎ তাদৃশী ভার্য্যা
ধন্যঃ স পুরুষো ভুবি॥
ঐ

পতিব্রতা, পতিই গতি, সর্ব্বদা পতির প্রিয় হিত কার্য্যে রতা, যাঁহার এরূপ ভার্য্যা আছে, এ পৃথিবীতে সেই পুরুষই ধন্য!

নাস্তি ভার্য্যা সমো বন্ধু
নাস্তি ভার্য্যা সমা গতিঃ।
নাস্তি ভার্য্যা সমো লোকে
সহায়ো ধর্ম্ম সংগ্রহে॥
ঐ

ভার্য্যার সমান আর বন্ধু নাই, ভার্য্যার সমান আর গতি নাই, ধর্ম্ম সম্বন্ধ বিষয়ে ইহ লোকে ভার্য্যার সমান আর কেহ সহায় নাই।

পতিব্রতা পতিপ্রাণা
সা নারী ধর্ম্মভাগিনী।
শুশ্রূষাং পরিচর্য্যাঞ্চ
করোত্যবিমনাঃ সদা॥
আনুশসিনিক পার্ব্ব।

যে স্ত্রী পতিব্রতা পতিপ্রাণা তিনিই ধর্ম্মভাগিনী, তিনি সর্ব্বদা অবিমনা থাকিয়া শুশ্রূষা এবং সেবা করেন।

সুপ্রীতা চ বিনীতা চ
সা নারী ধর্ম্মভাগিনী।
ভিবর্ত্ত্যা ন প্রদানেন
কুটুম্বঞ্চৈব নিত্যদা॥

যে স্ত্রী সর্ব্বদা প্রীতমনা এবং বিনীতা তিনিই ধর্ম্মভাগিনী। তিনি প্রতিদিন অন্নদান করিয়া স্বজনবর্গকে পোষণ করেন।

ন কামযু ন ভোগেষু
নৈশ্বর্য্যে ন সুখে তথা।
স্পৃহা যস্যা যথা পত্যৌ
সা নারী ধর্ম্মভাগিনী॥

কামনীর বিষয়ে, ভোগে, ঐশ্বর্য্যে, সুখে যাঁহার তেমন স্পৃহা নাই যেমন স্বামীতে, সেই নারী ধর্ম্মভাগিনী।

সম্বাদ

শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্য মহাশয় পশ্চিম হইতে ১৩ কার্ত্তিক বৃহস্পতিবারে কলিকাতায় পৌছিয়াছেন।

লাহোর ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে পঞ্জাবীদিগের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ লক্ষিত হইয়াছিল। বিস্তারিত বিবরণ স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল।

পণ্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতীর আগমনে বোম্বাই অঞ্চলের হিন্দুদিগের মধ্যে ধর্ম্মসম্বন্ধে বিশেষ আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। তিনি বোম্বাই ও পুনানগরে "আর্য্যসমাজ" নামে সভা সংস্থাপন করিয়া বেদমূলক ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কোন কোন সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁহাকে যথেষ্ট উৎসাহ দিয়া সাহায্য করিতেছে। স্বামীজী এক্ষণে বিশুদ্ধ হিন্দি ভাষায় বক্তৃতাদি করিয়া থাকেন।

যাঁহারা নূতন বিবাহ বিধি পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম মতে পুত্র কন্যার বিবাহ দেওয়া সুবিধা মনে করিতেছেন তাঁহারা একবার ভাবিয়া দেখিবেন এরূপ অবিবেচনার ফলে তাঁহাদের পুত্র কন্যাগণ কি প্রকার দুরবস্থায় পতিত হইতে পারে। বৃথা সংস্কারের কিম্বা কাহার অনুরোধে রাজবিধি পরিত্যাগ করা উচিত নহে। যে সকল ব্রাহ্ম নিজেদের আবশ্যকতা বোধ করিয়া বিবাহ বিধি প্রচারিত হইবার জন্য রাজদ্বারে আবেদন করিয়াছিলেন তাঁহারাও আইন ছাড়া বিবাহ দিতেই পারেন না, যে হেতু তাঁহারা পূর্ব্বেই এক প্রকার অঙ্গীকার করিয়াছেন। বিবাহ কালে কন্যার চৌদ্দ বৎসর, পুত্রের আঠার বৎসর বয়ঃক্রম উন্নতিশীল সমাজের পক্ষে কিছু অধিক নহে। সভ্য সমাজের লোক বিশেষতঃ ব্রাহ্ম হইয়া অবোধ স্ত্রীদিগের অনুরোধ, ভর্ৎসনা ও অনুযোগে ইহার কম বয়সে বিবাহ দিলে আর মহত্ত্ব কিরূপে রক্ষা পাইবে? রেজিষ্ট্রার করিবারই বা প্রতিবন্ধক কি আছে? প্রায়ই ব্রাহ্ম রেজিষ্ট্রার অনেক স্থানে নিযুক্ত হইয়াছেন। এ সকল সামান্য আপত্তি প্রদর্শন করিয়া বিধিবিরুদ্ধ কার্য্য যেন কেহ না করেন। প্রচারকসভার সভ্য মহাশয়দিগের স্মরণার্থ আমরা জানাইতেছি, রাজবিধি বর্জ্জিত ব্রাহ্মবিবাহে যোগ দেওয়া সম্বন্ধে তাঁহাদের প্রতি উক্ত সভার যে নিয়ম আছে তাহা যেন কেহ বিস্মৃত না হন।

এ পাক্ষিক পত্রিকা কলিকাতা ১৪ নং কলেজ স্কোয়ার ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে ১৬শে কার্ত্তিক শ্রীমণিমোহন [illegible] দ্বারা মুদ্রিত হইল।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৮ম ভাগ। ২১শ সংখ্যা। | ১লা অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার, ১৭৯৭ শক। | বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফস্বল ঐ ৩।০

প্রার্থনা।

প্রেমময় প্রিয় পরমেশ্বর! তোমাকে কেমন করিয়া ভালবাসিতে হয় তাহা আমি জানি না; যদি জানিতাম তাহা হইলে কি আর কখন তোমার বিরুদ্ধাচরণ করিতাম? না তোমাকে ছাড়িয়া কোথাও থাকিতে ইচ্ছা হইত? প্রেমে মুগ্ধ হইয়া সর্ব্বক্ষণ সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার ন্যায় থাকিতাম। যখন কোন বিপদে পড়ি তখন তোমাকে ডাকি; যখন তোমা হইতে সম্পদের সুখ সমাগত হয় তখন আহ্লাদের সহিত তোমাকে প্রেম দান করিতে যাই; কিন্তু হে অন্তর্যামী দেব! তুমি জান বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সম্পদের নিরাপদ ক্রোড়ে একবার স্থান পাইলে আর কিছুই মনে থাকে না। তুমি কত বার ঘোর পরীক্ষায় ফেলিলে এবং তাহা হইতে রক্ষা করিলে, তথাপি আমি তোমাকে হৃদয়বন্ধু বলিয়া ভালবাসিতে পারিলাম না; কত বার কত ভাবে সুখ সৌভাগ্য বর্ষণ করিলে তাহাতেও হৃদয় বিগলিত হইল না। যখন বিপদ বা সম্পদ উপস্থিত হয় তখনই কেবল তোমার প্রতি ভালবাসা যায়, কিন্তু তার পর আর কিছুই থাকে না। যাঁহারা তোমার সুপুত্র তাঁহারা তোমার প্রেমের অনুরোধে কতই না সহ্য করেন! তোমার প্রতি তাঁহাদের ভালবাসা শ্রদ্ধা ভক্তি দেখিলে প্রাণ শীতল হয়। কেমন অনুরাগের সহিত তাঁহারা তোমার সেবা করেন! কর্ত্তব্যের গুরুভারে অবসন্ন হইলেও তাঁহাদের মুখে কখন নিরানন্দের চিহ্ন দেখা যায় না। সেই সকল পুণ্যাত্মা প্রেমিক মনুষ্যদিগের জীবন ধন্য! তাঁহাদের প্রেমচক্ষু হইতে যেন নিরন্তর সুধা বিনিঃসৃত হইতেছে! যথার্থ প্রাণ দিয়া ভালবাসিতে তাঁহাদের মত কে পারিবে? ইচ্ছা হয় তাঁহাদের ন্যায় সদানন্দ চিত্তে তোমাকে সমস্ত জীবন দিয়া ভালবাসি; কিরূপে ভালবাসিতে হয় পৃথিবীতে তাহার দৃষ্টান্ত দেখাই। কিন্তু নীচ মনে সেরূপ উচ্চ অভিলাষ যে অধিক ক্ষণ স্থান পায় না। দয়াময়! তোমার শান্তিপ্রদ মঙ্গল হস্ত আমার পাপদগ্ধ মস্তকোপরি স্থাপন করিয়া আশীর্ব্বাদ কর যেন আমি শীঘ্র ভক্তের ন্যায় তোমাকে ভালবাসিয়া নির্ভয় হইতে পারি। স্বার্থপর লোকের ন্যায় তোমাকে আর ভালবাসিতে চাই না। প্রেমের চির দাস হইয়া অম্লান বদনে প্রত্যেক কার্য্যেতে যাহাতে তোমাকে ভালবাসিতে সক্ষম হই তাহাই কর। তোমাকে এবং তোমার সম্বন্ধীয় প্রত্যেক বিষয়কে যেন প্রেমের চক্ষে দর্শন করি।

পরিমিতাচার।

মনুষ্য জীবন হয় এক দিক্ না হয় অন্য দিক্ এই দুই দিকের শেষ সীমায় বিচরণ করিতে ভালবাসে, মধ্যপথ অবলম্বনপূর্ব্বক বিধাতার মঙ্গল আদেশ পালন করিতে শিক্ষা করে না। স্বভাবের কোন প্রয়োজনীয় বিষয় এককালে পরিত্যাগ করা অথবা তাহাতে মগ্ন হইয়া থাকা ইহাই চিরাগত অভ্যাস। এই-রূপ প্রাকৃতিক নিয়মের অযথা ব্যবহার হইতে পাপ রূপ গরল উত্থিত হইয়া থাকে। এক জন অনায়াসে সংসারের যাবতীয় সম্বন্ধ পরি-ত্যাগ করিয়া বনচারী সন্ন্যাসী হইবে, মহা কঠোর ব্রত গ্রহণ করিয়া স্বীয় স্বভাবকে বিকৃত করিয়া ফেলিবে, তথাপি সংসারে থাকিয়া পরিমিত আচার অবলম্বন করিবে না। পৃথিবীর লোকেও আবার এইরূপ ব্যক্তি-দিগকেই প্রশংসা করে, পরিমিতাচারী কর্ত্তব্য-পরায়ণ সাধুর এখানে সম্মান হয় না। মনুষ্য যদি গৃহধর্ম্ম পালনের জন্য বিষয়কার্য্যে ব্যাপৃত হইল তবে উপায় এবং উদ্দেশ্যকে একী-ভূত জানিয়া ক্রমাগত তাহাই লইয়া থা-কিবে। সর্ব্বদা সাংসারিক উন্নতির চিন্তা, বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে সেই বিষয়েরই কথা বার্ত্তা; পরমার্থ রস একবার ভুলেও পান করিবে না। তাহার অনুরাগ উৎসাহ আশা উদ্যম সমস্তই পরিবার প্রতিপালন, আমোদ সম্ভোগ এবং লৌকিকাচারে পর্য্যবসতি হইবে। ষোল ঘণ্টার মধ্যে অন্ততঃ দুই ঘণ্টা কাল সদালাপ, ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ, ইষ্টপূজা, পরোপকার, আত্মানুসন্ধান, ধর্ম্মপ্রচারে ব্যয় কর; তাহা নয়, সমস্ত সম-য়টা কেবল সংসারের সেই পুরাতন চর্ব্বিত চর্ব্বণ বিষয় লইয়া থাকিতে হইবে। পক্ষা-ন্তরে যিনি আবার ধর্ম্মকর্ম্ম, পূজা অর্চ্চনা, তপঃ জপ করিবেন তিনি আর সংসারের দিকে ফিরিয়াও চাহিবেন না। মনুষ্যসমা-জের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে এই দুই পর-স্পর বিপরীত ভাব সচরাচর লক্ষিত হয়। ইহা দ্বারা জানা যাইতেছে যে মনুষ্য পরিমি-তাচার সহজে অভ্যাস করিতে চাহে না। যখন ধর্ম্মকর্ম্মে সুখ পাইল না তখন সে সংসারের অতলস্পর্শ গভীর কূপে ডুবিল, আবার যখন সংসারের দুঃখ ক্লেশ রোগ শোক দারিদ্র্য অপমানে তাহাকে ঘেরিল তখন সে বিরক্ত হইয়া পলায়নের চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু সমস্ত বিষয়ে পরিমিতাচারী না হইলে যে কোন অবস্থাতেই সুখ নাই ইহা মনুষ্যের পরীক্ষা সিদ্ধ নিশ্চয় কথা। একেবারে ত্যাগ করা যেমন ধর্ম্মবিরুদ্ধ, অন্ধের ন্যায় একবারে সংসারে মগ্ন হইয়া যাওয়াও তেমনি ধর্ম্ম বিরুদ্ধ। মধ্যপথে স্থির থাকা এখানকার শি-ক্ষার উদ্দেশ্য; তাহা উপেক্ষা করিয়া অবি-বেকীর ন্যায় কল্পনার বশীভূত হইয়া চলিলে ইহ পরকালে কেবল দুঃখই পাইতে হয়। অতএব সংসারী ও ধার্ম্মিক উভয়ের যথা কর্ত্তব্য একাধারে পরিমিতরূপে নির্ব্বাহ ক-রিতে হইবে, ইহাই বিধাতার অলঙ্ঘ্য নিয়ম।

ব্রহ্মসাধনের মূলমন্ত্র।

প্রত্যক্ষ ব্রহ্মদর্শন ব্রহ্মসাধনের ভিত্তিভূমি, তদ্ব্যতীত ইহার আর কোন অর্থই থাকে না। কিন্তু মানবচিত্ত বিষয় বাসনা এবং ইন্দ্রিয় সুখ লালসায় যেরূপ বিক্ষিপ্ত তাহাতে সহসা এরূপ প্রত্যাশা করা যায় না যে সেই সূক্ষ্ম স্বভাব অতীন্দ্রিয় পরম পুরুষ পরমেশ্বরকে এই সংসার কোলাহল এবং রিপুগণের উত্তেজনার মধ্যে অবস্থিতি করিয়া সে অনায়াসে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবে। বুদ্ধি, বচন, বিজ্ঞান, কৌশলে তাঁহাকে আয়ত্ত করা যায় না, জ্ঞানাভিমানী গর্ব্বিত চিত্ত ব্যক্তিরা তাহা বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। এখানকার গভীর তত্ত্ব এ পর্য্যন্ত অতি অল্প লোকের নিকটেই প্রকা-শিত হইয়াছে। মহাজ্ঞানী তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ

আপনাদিগের বুদ্ধির করাল দংষ্ট্রাঘাতে সৃষ্টি-প্রহেলিকার কত দুরধিগম্য মর্ম্ম স্থান বিদীর্ণ করত তন্মধ্য হইতে বিধাতার অনেক কৌশলময় মঙ্গল অভিপ্রায় আবিষ্কার করিয়াছেন সত্য, কিন্তু ব্রহ্মরাজ্যে তাঁহাদের দৃষ্টি শক্তি এক কালে অন্ধ হইয়া যায়, বাক্য স্ফূর্ত্তি পায় না। ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অন্তর্গত অধিকাংশ ব্যক্তি কর্ম্মকাণ্ড লইয়াই ভুলিয়া থাকেন, সুতরাং তাঁহারাও ব্রহ্মদর্শনজনিত মহোচ্চ অধিকার হইতে বঞ্চিত রহিয়াছেন। এমন কি, কত শত অনুরাগী সাধক পর্য্যন্ত কিছু দিনান্তে ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া শেষ সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। বস্তুতঃ চঞ্চল মনা বিলাসপ্রিয় অধ্যবসায়হীন সাধন-বিমুখ ধর্ম্মার্থিদিগের পক্ষে ইহা আরও কঠিন। যাহারা শীঘ্র শীঘ্র কার্য্য শেষ করিয়া লইবে মনে করে এবং সংক্ষেপে মুক্তি পাইবার জন্য নানাবিধ কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করে তাহাদিগকে শেষ একবারে হতাশ্বাস হইতে হয়।

ব্রহ্মদর্শন যদি এতই কঠিন সাধন হইল তবে জীবের উপায় কি? উপায় আছে, মনুষ্য-জীবনের একটী অবস্থায় কেবল তাহা ঘটিয়া থাকে। ব্যকুল হৃদয়ে তৃষিত নয়নে অনন্য-গতি দাসের ন্যায় বিনীত ভাবে তাঁহার পানে চাহিলে তিনি দেখা দেন। এই অবস্থাটী বুদ্ধি ও কল্পনার অতীত। কিন্তু তিনি কোথায় থাকেন, কিরূপে তাঁহার পানে চাইতে হয়? ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী, অনন্ত, প্রাণস্বরূপ, একথা স্বীকার করিয়াও কেন লোকে তাঁহার জীবন্ত আবির্ভাবের প্রতি স্থির নিশ্চয় হইতে পারে না? এই জন্য পারে না যে, যে মন্ত্র উচ্চারণ করিলে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, যে সঙ্কেত দ্বারা তাঁহাকে হৃদয়ঙ্গম করা যায় তাহা গ্রহণ না করিয়া লোকে অন্য পথে ভ্রমণ করে। এই সূর্য্য রশ্মি সকল স্থানেই ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, পৃথিবীতে তৃণ কাষ্ঠও চতুর্দ্দিকে প্রচুর পরিমাণে অবস্থিতি করিতেছে অথচ তাহা প্রজ্বলিত হয় না, কিন্তু এক খণ্ড ক্ষুদ্র আগ্নেয় কাচ সেই রশ্মিমুখে স্থাপন কর, দেখিবে তাহার মধ্য দিয়া অগ্নিশিখা বহির্গত হইয়া সমুদায় দেশ দগ্ধ করিয়া দিবে। সকল বিষয়েরই নির্দ্দিষ্ট নিয়ম আছে, ব্রহ্মদর্শন এই প্রকার জানিতে হইবে। সর্ব্বব্যাপী জ্যোতির্ম্ময় পরমাত্মা আমাদের অন্তরে বাহিরে নিরন্তর তাঁহার অটল সত্তার জীবন্ত জ্যোতিঃ বিস্তার করিয়া রাখিয়াছেন; কিন্তু মধ্যবিন্দুতে বিশ্বাস চক্ষু সংযোগ না করিলে তাঁহাকে কিরূপে দেখিতে পাওয়া যাইবে? "তুমি আছ" আগ্নেয় কাচ স্বরূপ এই মহামন্ত্রটী তাঁহার জ্যোতির মধ্যে স্থাপন-পূর্ব্বক বিশ্বাস চক্ষু তাহাতে সংলগ্ন কর, নিমেষের মধ্যে দেখিবে যে সেই যোগপ্রণালীর মধ্য দিয়া ঈশ্বরের আবির্ভাবরূপ স্বর্গীয় পবিত্র অগ্নি জীবনের সমস্ত স্থানকে অধিকার করিয়াছে। "তুমি আছ" এই বিশ্বাসবাক্য ব্রহ্মের প্রত্যেক স্বরূপ এবং তাহার অনন্ত বিস্তৃত ব্যাখ্যানের মূলে সংলগ্ন করিলে নিরাকার ব্রহ্ম-দর্শনের পথ অনেক পরিষ্কার হইয়া যায়। বিশ্বাসের সহিত "তুমি আছ" বলিলে আর তাঁহার সম্বন্ধে জানিবার কিছুই প্রায় অবশিষ্ট থাকে না। বস্তুর সত্তাতে প্রত্যক্ষ বিশ্বাসই দর্শন; বাহ্য বিষয়ে সেই বিশ্বাস যেমন শারীরিক ইন্দ্রিয়ের উপর নির্ভর করে, অতীন্দ্রিয় ব্রহ্মদর্শন সম্বন্ধে তেমনি সহজ জ্ঞানমূলক বিশ্বাস অথবা মনের স্বাভাবিক সংস্কারের উপর নির্ভর করিতেছে; তদ্ব্যতীত বিশুদ্ধ যুক্তি এবং বাহ্যজ্ঞানও এ বিষয়ে অনেক সাহায্য করিয়া থাকে। কিন্তু "তুমি আছ" এই কথার মধ্যেই যাবতীয় জ্ঞানশাস্ত্রের সার একত্রিত রহিয়াছে, এই জন্য সেই সত্যসূর্য্যের কিরণ অগ্নির ন্যায় ইহার অভ্যন্তরে প্রকাশিত হয়। অনন্তগুণশালী পরমেশ্বরকে যিনি সীমাবিশিষ্ট বস্তুর ন্যায় পরিমাণ করিতে যান তিনিই মহা ভ্রমে পতিত হন। দীনাত্মা বিনীত বিশ্বাসীর নিকট সে পথ পরিষ্কার; "তুমি" বলিয়া সম্বোধন করিবা

মাত্র সেই দেব দেবের অনির্ব্বচনীয় গম্ভীর মূর্ত্তি তাঁহার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে প্রতিভাত হয়। ব্রহ্মদর্শনাকাঙ্ক্ষী সাধকগণ! পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত কেবল বল যে "তুমি আছ", ইহাই বারম্বার বলিতে থাক, একাগ্র চিত্তে এই মহা মন্ত্র পুনঃ পুনঃ জপ করিলে অচিরে ব্রহ্মযোগ স্থাপিত হইবে; একবার যোগ নিবদ্ধ হইলে আর আনন্দের সীমা থাকিবে না। "তুমি আছ" ইহার বাস্তবিকতা ক্ষণ মাত্র উপলব্ধি করিতে পারিলেই ব্রহ্মদর্শনে কৃতকার্য্য হওয়া যায়। অতএব ইহাকেই আমরা ব্রহ্মসাধনের মূলমন্ত্র বলিয়া গ্রহণ করিব। বিশ্বাসের বলে যেখানে কল্পনা সত্য রূপে প্রকাশিত হয়, সেখানে আদি সত্য সার বস্তু নিত্য ব্রহ্ম পদার্থ সাধক কেনই না দেখিতে পাইবে? এই দর্শন কাল্পনিক কি বাস্তবিক তাহা আপনা হইতেই হৃদয়ে অনুভূত হইয়া থাকে। এই জন্য আমরা বলিতেছি, নিঃসংশয় বিশ্বাসের সহিত বল যে "তুমি নিশ্চয় আছ", দেখিবে দর্শনের আনন্দ এবং পুণ্য ফল জীবনে কেমন ভোগ করিতে পাও কি না। কিন্তু ব্রহ্মদর্শন বলিলে ইহা বুঝায় না যে একবারে তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে দেখা হইল। বিশ্বাস ভক্তি নির্ভর যত বৃদ্ধি হইবে, দর্শনও ক্রমে তত উজ্জ্বল হইতে থাকিবে। আমাদের পক্ষে এখন এক মুহূর্ত্তের জন্য দর্শনই যথেষ্ট। ইহার আভাস মাত্রই যথেষ্ট।

গুরু।

হরি ভক্তি বিলাসে গ্রন্থকার গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবার দুইটী কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন।

"কৃপয়া কৃষ্ণদেবস্য তদ্ভক্তজন সঙ্গতঃ।
ভক্তে র্মাহাত্ম্য মাকর্ণ্য তামিচ্ছন্ সদ্‌গুরুং ভজেৎ॥
অত্রানুভূয়তে নিত্যং দুঃখ শ্রেণী পরত্র চ।
দুঃসহা শ্রয়তে শাস্ত্রাৎ তিতীর্ষেদপি তাং সুধীঃ॥"

ঈশ্বর কৃপাতে ভক্ত জনের সঙ্গ হয়, ভক্ত জনের সঙ্গ হইতে ভক্তির মাহাত্ম্য শ্রবণ করা যায়। সেই ভক্তি লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষায় সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবে এইটী প্রথম কারণ। অনুরাগ এ প্রকারে সদ্‌গুরু আশ্রয়ের হেতু, দ্বিতীয় হেতু সংসার দুঃখ হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য ব্যাকুলতা। ঈদৃশ ব্যাকুলতা শাস্ত্র বাক্য হইতে বর্দ্ধিত হয় এ জন্য গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, ইহলোক এবং পরলোকে নিত্য দুঃখ শ্রেণী অনুভূত হইয়া থাকে, এবং শাস্ত্রে যাহা শুনিতে পাওয়া যায় সে দুঃখও দুসঃহ; অতএব পণ্ডিত ব্যক্তি তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য অভিলাষ করিলেন। ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে লিখিত হইয়াছে।

"নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরু কর্ণধারং।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥"

যে ব্যক্তি গুরুকর্ণধার এবং অনুকূল বায়ুরূপী আমা কর্ত্তৃক প্রেরিত দুর্লভ মনুষ্য, সেই রূপ সুন্দর ভেলা অনায়াসে লাভ করিয়াও ভব সমুদ্র উত্তীর্ণ হয় না সে ব্যক্তি আত্মঘাতী।

এতদ্দ্বারা দেখিতে পাইতেছি, শাস্ত্রকারেরা প্রথমতঃ ঈশ্বরের কৃপার দ্বারা চিত্তের প্রেরণা গুরু আশ্রয়ের হেতুরূপ বিন্যস্ত করিয়াছেন। বাইবেলেও লিখিত হইয়াছে "পিতা প্রেরণ না করিলে কেহ আমার নিকটে আইসে না।" ফলতঃ এ সম্বন্ধে সর্ব্ব দেশীয় শাস্ত্রকারকগণের একতা দৃষ্টি হয় এবং এই একতার মধ্যে সত্যও রহিয়াছে।

কি লক্ষণাক্রান্ত গুরু হওয়া প্রয়োজন, শাস্ত্রে তাহার লক্ষণাদি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আমরা সে সকল লক্ষণও হরিভক্তি বিলাস হইতে এ স্থলে উদ্ধৃত করিতেছি। শাস্ত্রমতে সর্ব্ব প্রথমে গুরুর স্বয়ং সিদ্ধ হওয়া আবশ্যক, অন্যথা তিনি স্বয়ং অসিদ্ধ হইয়া অন্যের পথ প্রদর্শক হইতে পারেন না। এ জন্য

"শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ং"

এই ভাগবতীয় শ্লোকের টীকাতে লিখিত হইয়াছে।

"শাব্দে ব্রহ্মণি বেদাখ্যে ন্যায়তো নিষ্ণাতং তত্ত্বজ্ঞং, অন্যথা সংসার নিরাসকত্বাযোগাৎ, পরেচ ব্রহ্মণি অপরোক্ষানুভবে নিষ্ণাতং, অন্যথা বোধ সঞ্চারাযোগাৎ।"

গুরুর বেদ শাস্ত্রাদিতে ন্যায়তঃ তত্ত্বজ্ঞ হওয়া প্রয়োজন অন্যথা তিনি সংশয় নিরাসন করিতে

পারেন না, পরব্রহ্ম সম্বন্ধেও তাঁহার অপরোক্ষ অনুভব থাকা আবশ্যক অন্যথা তিনি ঈশ্বর সম্বন্ধে শিষ্যের বোধ সঞ্চার করিতে সক্ষম হইতে পারেন না। বিশেষতঃ গুরুর বিশুদ্ধ কুল সত্ত্বাদি লক্ষণ ও থাকা প্রয়োজন।

"অবদাতান্বয়ঃ শুদ্ধঃ স্বোচিতাচার তৎপরঃ।
আশ্রমী ক্রোধরহিতো বেদবিৎ সর্ব্ব শাস্ত্রবিৎ॥
শ্রদ্ধাবানন সূয়াচ প্রিয়বাক্ প্রিয়দর্শনঃ।
শুচিঃ সুবেশ স্তরুণঃ সর্ব্বভূতহিতেরতঃ॥
ধীমাননুদ্ধতমতিঃ পূর্ণোঽহন্তা বিমর্শকঃ।
সদ্‌গুণোঽর্চ্চাস্বু কৃতধীঃ কৃতজ্ঞঃ শিষ্যবৎসলঃ॥
নিগ্রহানুগ্রহে শক্তো হোমমন্ত্রপরায়ণঃ।
ঊহাপোহ প্রকারজ্ঞঃ শুদ্ধাত্মা যঃ কৃপালয়ঃ॥
ইত্যাদি লক্ষণৈর্যুক্তো গুরুঃ স্যাদ্দারিমাম্বুধিঃ॥"

মন্ত্রমুক্তাবলী।

"দেবতোপাসকঃ শান্তো বিষয়েষ্বপি নিস্পৃহঃ।
অধ্যাত্ম বিৎব্রহ্মবাদী বেদশাস্ত্রার্থকোবিদঃ॥
উর্দ্ধর্ত্তুং চৈব সংহর্ত্তুং সমর্থো ব্রাহ্মণোত্তম।
তত্ত্বজ্ঞো মন্ত্রমন্ত্রাণাং মর্ম্মভেত্তা রহস্যবিৎ।
পুরশ্চরণ কৃদ্ধোঽহ মন্ত্রসিদ্ধঃ প্রয়োগবিৎ।
তপস্বী সত্যবাদীচ গৃহস্থো গুরু কচ্যতে॥

অগস্ত্য সংহিতা।

এ সমুদায় গুণ সম্পন্ন হইয়াও যদি কেহ নিজের পরিচর্য্যা যশ, এবং লাভের আকাঙ্ক্ষায় শিষ্য করিতে প্রবৃত্ত হন তবে তিনি সর্ব্বথা উপেক্ষ্য। কেননা শিষ্যের উদ্ধারের জন্য কৃপাপরবশ হইয়া গুরু তাহাকে ঈশ্বর বিষয়ে উপদেশ করিয়া থাকেন, অন্য কোন কারণে নহে। এই জন্য লিখিত হইয়াছে।

"পরিচর্য্যাযশোলাভলিপ্সুঃ শিষ্যাদ্গুরু র্নহি।
কৃপাসিন্ধুঃ সুসম্পূর্ণঃ সর্ব্বসত্ত্বোপকারকঃ॥
নিস্পৃহঃ সর্ব্বতঃ সিদ্ধঃ সর্ব্ববিদ্যা বিশারদঃ॥

বিষ্ণুস্মৃতিঃ।

কোন্ কোন্ লোককে গুরু করিবে না তৎ সম্বন্ধে শাস্ত্রে এই রূপ লক্ষণ লিখিত হইয়াছে।

"বহ্বাশী দীর্ঘসূত্রী চ বিষয়াদিষু লোলুপঃ।
হেতুবাদ রতো দুষ্টোঽবন্ধ্যাদী গুণ নিন্দকঃ॥
অরোমা বহু রোমাচ নিন্দিতাশ্রম সেবকঃ।
কালদন্তোঽসিতৌষ্ঠশ্চ দুর্গন্ধিশ্বাসবাহকঃ॥
দুষ্টলক্ষণসম্পন্নো যদ্যপি স্বয়মীশ্বরঃ।
বহুপ্রতিগ্রহাসক্ত আচার্য্যঃ শ্রীক্ষয়াবহঃ॥"

তত্ত্বসাগরঃ।

শাস্ত্রকারেরা গুরুর লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই, তাঁহারা উপযুক্ত শিষ্যেরও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শিষ্য উপযুক্ত শ্রদ্ধাবান্ সহিষ্ণু সংযতেন্দ্রিয় না হইলে গুরুর যত্ন যে বিফল হয় ইহা তাঁহারা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। পশ্চাদ্বর্ত্তী দীক্ষোপযোগী শিষ্যের লক্ষণ এবং কোন্ প্রকারের লোক দীক্ষার অনুপযোগী তাহার লক্ষণ পাঠ করিলেই আমরা উহা অনায়াসে বুঝিতে পারিব।

"শিষ্যঃ শুদ্ধাম্বরঃ শ্রীমান্ বিনীতঃ প্রিয়দর্শনঃ।
সত্যবাক্ পুণ্যচরিতো হ দভ্রধী র্দম্ভবর্জ্জিতঃ॥
কামক্রোধপরিত্যাগী ভক্তশ্চ গুরুপাদয়োঃ।
দেবতাপ্রবণঃ কায়মনোবাগ্‌ভি র্দ্দিবানিশং॥
নীরুজো নির্জ্জিতাশেষপাতকঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ।
দ্বিজদেবপিতৃণাঞ্চ নিত্য সর্ব্বপরায়ণঃ॥
যুবা বিনিয়তাশেষকরণঃ করুণালয়ঃ।
ইত্যাদি লক্ষণৈর্যুক্তঃ শিষ্যো দীক্ষাধিকারবান্॥"

মন্ত্রমুক্তাবলী।

"অমান্যোমৎসরো দক্ষো নির্ম্মমো দৃঢ়সৌহৃদঃ।
অসত্বরো ঽর্থজিজ্ঞাসু রণসূয়ুরমোঘবাক্॥"

ভা, ১১ স্ক,।

এই সকল লক্ষণাক্রান্ত শিষ্যকে সর্ব্বথা পরিহার করিবে।

"অলসা মলিনাঃ ক্লিষ্টা দাম্ভিকাঃ কৃপণাস্তথা।
দরিদ্রা রোগিণো রুষ্টা রাগিণো ভোগলালসাঃ।
অসূয়ামৎসরগ্রস্তাঃ শঠাঃ পরুষবাদিনঃ।
অন্যায়োপার্জ্জিতধনাঃ পরদাররতাশ্চ যে॥
বিদুষাং বৈরিণশ্চৈব অজ্ঞাঃ পণ্ডিতমানিনঃ।
ভ্রষ্টব্রতাশ্চ যে কষ্টবৃত্তয়ঃ পিশুনাঃ খলাঃ॥
বহ্বাশীলঃ ক্রূরচেষ্টা দুরাত্মানশ্চ নিন্দিতাঃ।
ইত্যেব মাদয়ো হপ্যন্যে পাপিষ্ঠাঃ পুরুষাধমাঃ॥
অকৃতেভ্যো ঽনিবার্য্যাশ্চ গুরুশিক্ষাসহিষ্ণবঃ।
এবম্ভূতাঃ পরিত্যাজ্যাঃ শিষ্যত্বে নোপকল্পিতাঃ॥"

অগস্ত্যসংহিতা।

উপরে গুরু শিষ্যের যে সকল লক্ষণ উদ্ধৃত হইল, ইহাতে দেখা যাইতেছে এ কালে যাঁহারা গুরু শিষ্য হয়েন তাঁহারা না গুরু হইবার উপযোগী, না শিষ্য হইবার উপযোগী। গুরু শিষ্য উভয়েই সমান এ জন্যই বোধ হয় হিন্দুসমাজে গুরু শিষ্যের লক্ষণ লইয়া বিচার একেবারে উঠিয়া গিয়াছে। শিষ্য মন্ত্র গ্রহণ করিতে হয় বলিয়া মন্ত্র গ্রহণ করেন, মন্ত্র দিলেই সাংসারিক লাভ এই

ভাবিয়া গুরুও যাহাকে তাহাকে মন্ত্র দেন। শিষ্যও সিদ্ধ হইবেন অভিলাষ রাখেন না, গুরুও স্বয়ং অসিদ্ধ সুতরাং শিষ্যকে সিদ্ধ করিতে যত্নশীল হয়েন না। এইরূপে শাস্ত্রকারগণের গুরু শিষ্য সম্বন্ধ সংস্থাপনের সমুদায় অভিপ্রায় দূষিত হইয়া গিয়াছে এবং তদ্দ্বারা ধর্ম্মসম্বন্ধে হিন্দুসমাজে ভয়ানক অবনতি উপস্থিত। এমন কি শাস্ত্রে ব্যবস্থা আছে,

"তয়োর্ব্বৎসরবাসেন জ্ঞাতোঽন্যোন্য স্বভাবয়োঃ।
গুরুতা শিষ্যতা চেতি নান্যথৈবেতি নিশ্চয়ঃ॥"
"নাসম্বৎসরবাসয়ে দেয়া।"

এক বৎসর উভয়ে একত্রে বাস করিয়া পরস্পর পরস্পরের স্বভাব জ্ঞাত হইবে অন্যথা উভয়ের গুরু শিষ্যতা হইতেই পারে না। এক বৎসর একত্র বাস না করিয়া দীক্ষা প্রদান করিবে না। এ সকল শাস্ত্র এবং শ্রুতি একালে একেবারে উপেক্ষিত হইয়াছে। এখন শিষ্য গুরু গোষ্ঠীর নিকট স্থিরবিত্ত স্বরূপ, শিষ্য লইয়া দায়াদগণের বিবাদ বিসম্বাদ উপস্থিত হয়। সুতরাং যে কোন প্রকারে শিষ্যের কর্ণে মন্ত্র প্রবিষ্ট করিয়া দিতে পারিলেই গুরু আপনাকে কৃতার্থ মনে করেন। শিষ্যও শাস্ত্রানভিজ্ঞতাবশতঃ আর ঈদৃশ গুরুকে পরিত্যাগ করিতে সাহসী হন না। সুতরাং তিনি গুরুর বিশেষ অনুগ্রহ মনে করিয়া তাঁহাকেই গুরুত্বে বরণ করিয়া সন্তুষ্ট থাকেন। যাহাহউক হিন্দুসমাজের গুরু শিষ্যত্বের বিষয় লইয়া বিচার করা আমাদিগের উদ্দেশ্য নয়, যে উদ্দেশে এই প্রস্তাব লিখিতে আমরা প্রবৃত্ত হইয়াছি তাহারই অনুসরণ আবশ্যক। প্রকৃত বিষয় লিখিবার পূর্ব্বে গুরুকে শিষ্যগণ কি প্রকার সম্মাবনা প্রদর্শন করিবে, তাহারই গুটিকয়েক বচন উদ্ধৃত করিয়া অদ্যকার প্রস্তাব শেষ করা যাইতেছে, বারান্তরে আমরা প্রকৃত বিষয়ের প্রস্তাবনা করিব।

"উদকুম্ভং কুশান্ পুষ্পং সমিধো হস্যাহরেৎ সদা।
মার্জ্জনং লেপনং নিত্যা মঙ্গানাং বাসসাং চরেৎ॥
নাস্য নির্ম্মাল্যশয়নং পাদুকোপানহাবপি।
আক্রামেদাসনং ছায়া মাসন্দীং বা কদাচন॥
সাধয়েদ্দন্তকাষ্ঠাদীন্ কৃত্যাং চাস্মৈ নিবেদয়েৎ।
অনাপৃচ্ছ্য ন গন্তব্যং ভবেৎ প্রিয়হিতে রতঃ॥
ন পাদৌ সারয়েদস্য সন্নিধানে কদাচন।
জৃম্ভা হাস্যাদিকং চৈব কণ্ঠপ্রাবরণং তথা॥
বর্জ্জয়েৎ সন্নিধৌ নিত্যমথাস্ফোটন মেবচ।"

কৌর্ম্মে ব্যাসগীতা।

"যত্র যত্র গুরুং পশ্যেৎ তত্র তত্র কৃতাঞ্জলিঃ।
প্রণমেদ্দণ্ডবদ্ভূমৌ ছিন্নমূল ইবদ্রুমঃ॥"

শ্রীনারদঃ।

"নোদাহরেদস্য গুরো র্নাম পরোক্ষমপি কেবলং।
ন চৈবাস্যানুকুর্ব্বীত গতিভাষণচেষ্টিতং॥"

মনুস্মৃতিঃ।

"যথা তথা যত্র তত্র ন গৃহ্নীয়াচ্চ কেবলং।
অভক্ত্যা ন গুরো র্নাম গৃহ্নীয়াচ্চ যতাত্মবান্॥
প্রণবশ্রীস্তুতং নাম বিষ্ণুশব্দাদনন্তরং।
পাদশব্দ সমেতঞ্চ নতমূর্দ্ধাঞ্জলীকৃতং॥"

নারদপঞ্চরাত্রে।

"যৎকিঞ্চিদন্নপানানি প্রিয়ং দ্রব্যং মনোরমং।
সমর্প্য গুরবে পশ্চাৎ স্বয়ং ভুঞ্জীত প্রত্যহং॥"

অধিক বলিবার অপেক্ষা রাখে না, বিষ্ণুস্মৃতিতে কথিত হইয়াছে,

"ন গুরো রপ্রিয়ং কুর্য্যাৎ তাড়িতো পীড়িতো হপিবা।
নাবমন্যেত তদ্বাক্যং নাপ্রিয়ংহি সমাচরেৎ॥
আচার্য্যস্য প্রিয়ং কুর্য্যাৎ প্রাণৈরপি ধনৈরপি।
কর্ম্মণা মনসা বাচা স যাতি পরমাং গতিং॥"

গুরু শিষ্য মধ্যে অন্যায় কথা বলা, অন্যায় কথা শুনা নিষিদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু সে কথার আর আদর নাই, এখন অজ্ঞতা নিবন্ধন গুরু শিষ্য মধ্যে অন্যায় ও ন্যায় হইয়া পড়িয়াছে।

"যো বক্তি ন্যায়রহিত মন্যায়েন শৃণোতিবা।
তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ কালমক্ষয়ং॥"

নারদপঞ্চরাত্রে।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

রবিবার ৭ই আষাঢ় ১৭৯৭ শক।

ভাবিতে ছিলাম ঈশ্বর মনুষ্যকে স্বাধীনতা দিলেন কেন? ভাবিবার প্রয়োজন নাই। আপনি এই উত্তর উপস্থিত হয়, অধীন করিবার জন্য স্বাধীন করিয়াছেন। এ কথা শুনিলে সঙ্গত বোধ হয় না। পশ্চিম দিকে লইয়া যাইবার জন্য কে পূর্ব্বদিকে লইয়া গিয়া থাকে? অন্ধকার ও আলোকের প্রভেদ কোন্ ব্যক্তি অস্বীকার করিবে? শাদা ও কালতে যত প্রভেদ, স্বাধীনতা ও অধীনতায় তত প্রভেদ। স্বাধীন হইয়া অধীন হওয়া যায়, এ যে বিপরীত কথা? স্বাধীনতা অধীনতার অর্থই যে বিপরীত? এক পথ দিয়া তাহার বিপরীত পথে কিরূপে লইয়া যাইবে? এরূপ

কবিবার গাঢ় অভিপ্রায় কি? যাঁহার জ্ঞান শক্তি অসীম, তিনি এ প্রকার কার্য্য করিলেন কেন? অসীমশক্তিময় ঈশ্বর মনুষ্যকে একেবারে জন্ম হইতে অধীন করিয়া সৃজন করিলেন না কেন? পিতার ইচ্ছার অধীন হইয়া সন্তান তাঁহার মতে চলিবে, তিনি মনুষ্য প্রকৃতিতে এমন ভাব দিলেন না কেন? অসীম জ্ঞান শক্তি যাঁহার তাঁহার কি উহা অসাধ্য? তিনি আমাদিগের আত্মাকে এমন করিয়া কি গঠন করিতে পারিতেন না যে আমরা জন্ম হইতে তাঁহার চরণতলে ভৃত্য হইয়া অনুগত হইয়া পড়িয়া থাকিতাম? কি কথায়, কি ভাবে, কি কাজে, কি চিন্তায় কখন তাঁহার বিরোধী হইতাম না? তাঁহার সম্বন্ধে কিছুই অসম্ভব ছিল না, অসম্ভব নাই, অসম্ভব হইতে পারে না। তাঁহার জ্ঞান শক্তি অপূর্ণ নহে। তবে তিনি কি অভিপ্রায়ে এ প্রকারে সৃজন করিলেন না? যদি কোন অভিপ্রায় না থাকিবে তবে বিপরীত পথে যাইবার সামর্থ্য দিলেন কেন? তিনি আমাদিগের মধ্যে এমন একটা ভাব দিলেন যে ক্রমে ক্রমে আমরা অধীনতার দিকে যাইতে পারি। একেবারে স্বাধীন করিয়া সৃজন করিবার অভিপ্রায় কি? তিনি চন্দ্র সূর্য্যকে জড় করিয়া এমন কঠিন নিয়মে বান্ধিয়া দিলেন যে তাহারা সেই অবধি এ পর্য্যন্ত কিছু মাত্র নিয়ম অতিক্রম করিতে পারে নাই। তাবৎ ভৌতিক পদার্থকেই অধীন করিয়া সৃজন করিলেন। এই রূপ অধীন করিয়া সৃষ্টি করাতেই জগতের মঙ্গল, মনুষ্য জাতির উন্নতি। জগতের সমুদায় পদার্থের স্বাধীন ইচ্ছা থাকিলে, সে জগৎ থাকিত না। জনসমাজের উন্নতিই বা কোথায় থাকিত? ব্রহ্মাণ্ড নিয়মে আবদ্ধ, ইহাতে উহার আপনার কল্যাণ, মনুষ্য জাতির কল্যাণ। জীব জন্তু সকলেই স্বভাবের অধীন, ধর্ম্ম অধর্ম্ম এ দুয়ের মধ্যে তাহারা আসিতে পারে না। মনুষ্য স্বাধীন এই জন্য তাহার ধর্ম্ম আছে।

ঈশ্বর স্বাধীন করিলেন কেন? মনকে জিজ্ঞাসা করি, মন সহজে উত্তর দেয় অধীন করিবার জন্য। পিতার ইচ্ছা, পিতার আজ্ঞা পুত্র ইচ্ছা করিলে পালন করিতে পারে, লঙ্ঘনও করিতে পারে। পিতা পুত্রকে স্বাধীনতা দিলেন এই জন্য যে উহা অধীনতার পক্ষে উপায়। আপাততঃ ইহা অসঙ্গত বোধ হয়, কিন্তু বিশ্বাস করিতে হইবে। মনুষ্য স্বাধীনভাবে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে কখন জ্ঞানের পথে কখন অজ্ঞানের পথে, কখন ধর্ম্মের পথে কখন অধর্ম্মের পথে গমন করে। এইরূপ গমন কেবল স্বাধীনতা হইতে অধীনতায় আনিয়া দিবার জন্য। স্বাধীনতা প্রস্ফুটিত হইয়া অধীনতা জন্মে। পরিশুদ্ধ হইয়া ঈশ্বরের ইচ্ছার অধীন হওয়াই মঙ্গল। অবস্থা নির্ব্বিশেষে তাঁহার অনুগত দাস দাসী হইয়া কর্ম্ম করিলে ধর্ম্মের অনুকূল পালন করা হয়। সকলে তাঁহার পদানত হইবে, তাঁহার ইচ্ছার আনুগত্য স্বীকার করিবে, অধীন দাস দাসী হইবে, এইরূপ অধীন হওয়াই স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে। অধীন হইয়া অধীন হইব না, কিন্তু স্বাধীন হইয়া অধীন হইব। ঈশ্বরের ইচ্ছা নয় যে, সূর্য্য চন্দ্র ধার্ম্মিক হয়, এইজন্য তিনি তাহাদিগকে নিয়মে বান্ধিয়াছিলেন। মনুষ্য ধার্ম্মিক হইবে, স্বাধীন হইয়া স্বাধীনভাবে স্বাধীনতা বিক্রয় করিবে, অধীন হইয়া অধীনভাবে কেহ বিক্রয় করিতে পারে না। অধীনভাবে কিছু দেওয়া যায় না, কিছু বিনিময় করা যায় না। পূর্ণ স্বাধীনতা বিক্রয় করিয়া ফেলিতে তিলার্দ্ধ অধীনতা থাকিবে না। অধীনতা থাকিলে বিপর্জ্জয় হইবে। বিপাকে পড়িয়া স্বাধীনতা বিক্রয় করিয়াছি এ কথা বলিতে না পারা যায়, এজন্য ঈশ্বর বিপাকে ফেলিয়া আমাদিগের স্বাধীনতা গ্রহণ করেন না। স্বাধীনতা আনন্দের সহিত বিক্রয় করিব। উহার বিনিময়ে পরিত্রাণ এবং অতুল আনন্দ লাভ করিব। স্বাধীনভাবে যথার্থ মূল্যে অধীনতা গ্রহণ করিয়াছি সকলে সাক্ষ্য দিবে। ফলতঃ স্বাধীনভাবে অধীনতা গ্রহণ করিতে হইবে। সাধক সর্ব্বস্ব অর্পণ করিবেন। এক নিমেষ সাধক বিশ্বাস করিলেন, আমি সমুদায় ত্যাগ করিয়াছি। আমি আমি তুমি তুমি এ ভ্রম চলিয়া গেল, সমুদায় ঈশ্বর তোমারি হইল। এক নিমেষ পূর্ব্বে অধিকার ছিল, যাই স্বত্ব পরিত্যাগ করিল, পৃথিবীর আইন মতে আর তাহাতে অধিকার থাকে না। ধর্ম্মরাজ্যেও স্বত্ব ত্যাগ করিলে আর তাহাতে অধিকার থাকে না। সেই নিমেষে সমুদায় জীবন পরিবর্ত্তন হইল। দশ সহস্র বৎসর পশ্চাদ্দিকে তাকাইয়া সেই দিন মনে করিয়া সুখ হয়। সমুদায় অর্পণ করিয়া নিমেষের মধ্যে, এক বিন্দু সময়ের মধ্যে সহস্র সূর্য্যের তেজ কোটি চন্দ্রের জ্যোৎস্না প্রকাশিত হইল। এক নিমেষে যাহা হইল তাহাই অনন্ত কালকে পরিতুষ্ট করিল। অনন্ত কাল সুধাপান করিতে লাগিল। বিশ্বাসী হইয়া অধীনতা ব্রত গ্রহণ করিয়াছি, আমি আর নাই। আমার সকলি তোমারই। মহত্ত্ব শক্তি জ্ঞান অনন্ত কাল সম্ভোগ করিতে চলিল। আমার সকলি ঈশ্বর গ্রহণ করিয়াছেন, যাহা তিনি বলিতেছেন করিতে হইবে। তাঁহার কথা মুখে বলিব, তাঁহার প্রেমে নিমগ্ন থাকিব, তাঁহার আজ্ঞা মস্তকে বহন করিব। এক নিমেষে এত ব্যাপার। এত কেন হইল? সেই এক নিমেষের পরিবর্ত্তনের জন্য। এত কালের স্বাধীনতা বিক্রয় করিলাম, ইহার জন্য বুদ্ধি জ্ঞান ধর্ম্ম মূল্যস্বরূপ পাইলাম। স্বাধীনতা কাড়িয়া লইয়া ঈশ্বর পরিত্রাণ দিলেন।

স্বাধীনতার কত আড়ম্বর! ধনে মত্ত, অহঙ্কারে মত্ত, কেহই অধীনতা স্বীকার করিতে চায় না। তথাপি তিনি বিপাকে ফেলিয়া স্বাধীনতা লইতে চান না; কোন সন্তান বিপাকে পড়িয়া ধর্ম্মের অনুরোধে অধীনতা গ্রহণ করিয়াছে, এ কথা বলিতে না পারে, এই প্রকার ঈশ্বরের

কার্য্যপ্রণালী। বিপাকে পড়িয়া অধীনতা গ্রহণ করিয়াছে এ কথা বলিলে সমুদায় সুখ চলিয়া গেল। অমুক আমাকে টানিয়াছেন তাই আমি ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঐ সকল কার্য্য করিয়াছি, এ কথা বলিলে স্বাধীনভাবে অধীন হওয়া হইল না। স্বাধীনতা কয়েক বৎসর ভোগ করিয়া পরে যদি অধীনতা গ্রহণ করা যায়, তবে অধীনতার আনন্দ অনুভব করা যায়। স্বাধীন ভাবে স্বাধীনতা বিক্রয় না করিলে ধর্ম্মে অধীনতা হইতে পারে না। এই ক্ষমতা আমাদিগের হাতে দিয়া ঈশ্বর আমাদিগকে স্বাধীন করিয়া দিয়াছেন।

ঈশ্বর মনুষ্যকে স্বাধীনতা দিয়া যে ভাব রক্ষা করেন, পৃথিবীর সমুদায় মনুষ্যের প্রতি সেই ভাব রক্ষা করা উচিত। স্বাধীনতা সম্বন্ধে মনুষ্যের সঙ্গে ঈশ্বরের ব্যবহার আলোচনা করিলে জীবনের বিশেষ উন্নতি হইবে। যিনি উপদেশ প্রদান করেন, যাঁহারা উপদেশ গ্রহণ করেন, যিনি অপরকে পথ দেখান, যাঁহারা সেই পথ অবলম্বন করেন, তাঁহাদিগের মধ্যে যে প্রকার সম্বন্ধ তাহাতে তাঁহাদিগের জীবনে এই সত্যটী বিশেষরূপে জীবনে মুদ্রিত হওয়া আবশ্যক। উপদেষ্টা বা পথপ্রদর্শক স্বাধীনতা দিবেন কেন, না যাহারা উপদিষ্ট হইতেছে অথবা আদিষ্ট পথ অবলম্বন করিতেছে, তাহারা স্বয়ং অধীনতায় আসিবে এই জন্য। সর্ব্বত্র স্বাধীনতা দিয়া অধীনতা আনয়ন করিতে হইবে, অন্যথা সমুদায় যত্ন বিফল হইবে। যদি স্বাধীনতা বিনাশ কর বা তজ্জন্য চেষ্টা কর, সকলে ভয়ে ভীত হইবে, ক্রোধে প্রজ্বলিত হইবে, আরো স্বাধীনতা প্রকাশ করিবে। অতএব উপদেষ্টা বা নেতা যেমন এক দিকে স্বাধীনতা দিবেন, শিষ্যগণেরও কর্ত্তব্য এই স্বাধীনতা অধীনতায় পরিণত করেন। স্বাধীনতা অধীনতা আনিবার উপায়, এই অর্থ যেন সকলে গ্রহণ করেন। যে পাষণ্ড স্বাধীন হইয়া ধার্ম্মিক হইতে চায়, তাহাকে অনুতাপ সহ্য করিতে হইবে। স্বাধীন হইয়া ধার্ম্মিক হইব, ইহা এই পৃথিবীর কুশাস্ত্রের কথা। স্বাধীন হইয়া আপন মত বজায় রাখিব, বুদ্ধি তর্ক দ্বারা বুঝিয়া তবে ধর্ম্ম অবলম্বন করিব, যাহার মনের শক্তি অনন্ত সেই এ কথা বলিতে পারে। ইহা স্থির সিদ্ধান্ত, যে মনুষ্য বুঝিতে গিয়া এক অংশমাত্র বুঝিবে। নূতন সত্যের যেমন এক অংশ বুঝিল তেমনি অবশিষ্ট শত অংশ জ্ঞানের বহির্ভূত রহিল। সহস্র চেষ্টা করিলেও তাহা জ্ঞানের বহির্ভূত থাকিয়া যাইবে। কেহ একেবারে জ্ঞানবলে সমুদায় পরিষ্কার করিতে পারে না। কেহ যেন এ বিষয়ে চেষ্টা না করে। স্বাধীনতার নামে অধর্ম্ম আনা হইবে। আমরা এখানে আসিয়াছি অধীন হইবার জন্য; স্বাধীনতা পাইয়াছি, অধীনতা ক্রয় করিবার জন্য। যাহা শুদ্ধ তাহা অধীনতায়, তাহাতে কোন পাপ নাই, অপরাধ নাই। সুতরাং অধীনতা ক্রয় করিয়া শুদ্ধতা গ্রহণ করিতে হইবে। শুদ্ধি আগে বুদ্ধি পরে। বুদ্ধি অপেক্ষা সর্ব্বাগ্রে শুদ্ধি প্রয়োজনীয়; বুঝি আর না বুঝি সম্পূর্ণ অধীন হইব। আমি আমার মতে চলিব এ কথা আর বলিব না। আমিত্ব বিনাশ করিব, আমি এ কথা আর থাকিবে না। আমার বুদ্ধি আছে, আমি বুঝিয়া চলিব এ অভিমান কখন করিব না। আমি কিছুই করিব না, একবার ঈশ্বরের নিকটে দাঁড়াইয়া তাঁহার অধীন হইব। এই অধীন হওয়াই সমুদায় জ্ঞান বুদ্ধির মূল।

বুদ্ধি আমাদের নেতা, শুদ্ধি বুদ্ধির পরে, আমি স্বয়ং বুঝিয়া উপদেশ শুনিয়া পুস্তক পাঠ করিয়া সমুদায় স্থির করিব, এই ভ্রম জালে যতই বদ্ধ হইবে, বুদ্ধি ততই আরো-জড়িত হইয়া পড়িবে। স্বাধীনতা প্রার্থনার বিষয় নয়, অধীনতা চাই, নতুবা সে মরিবে। এক জনও স্বাধীন থাকিবে না, সকলে ঈশ্বরের অধীন হইবে। আমার বলিবার কাহার যেন কিছু না থাকে। আমার মনুষ্যত্ব বিনষ্ট করিয়া ফেলিব, অকুতোভয়ে সমুদায় ঈশ্বরের চরণে বিক্রয় করিব, সন্দেহ করিব না। পরে যখন সম্বলের প্রয়োজন হইবে তখন কোথায় পাইব এরূপ পাপ সংশয় পোষণ করিব না। সন্দিগ্ধ আত্মা নিশ্চয় মরিবে। একবার দিয়া চির জীবন পরিতাপ করিতে হইবে, এ আবার কি? যাহা দিয়াছি, বুঝিয়া দিয়াছি, অনুতাপ করিবার কিছুই নাই। সন্দিগ্ধমনে কখন দিব না, যাহা দিব নিঃসংশয় মনে। আর এখন বুঝিবার অধিকার রাখি নাই, তিনি বুঝাইলে বুঝিব। যত ভক্ত হইব, যত অধীন হইব, তত বুদ্ধি খুলিবে। গণনা করি, শাস্ত্র পড়ি, বুঝিতে যাই অন্ধকার দেখি। কেন আর স্বাধীন হইতে গিয়া পতনের পথে যাইব? ঈশ্বরের ক্রীত দাস হইয়া অধীনতা ব্রত গ্রহণ করিয়াছি; মনুষ্যের কাছে, ধর্ম্মসমাজের কাছে, ধর্ম্ম শাস্ত্রের কাছে সর্ব্বত্র অধীন হইব। বুঝিতে পারি আর নাই বুঝিতে পারি চলিতেই হইবে। তিনি যাহা দিলেন তদনুসারে কাজ করিবই। যদি এইরূপে চলিতে পারি, এখনি আগুন জ্বলিয়া উঠিবে। আর কত কাল অবিশ্বাসী ভীরু হইয়া অবস্থিতি করিব? সেই আগুনে পড়িতেই হইবে। কি ভয় আমাদিগের যদি ঈশ্বরের অধীনতা স্বীকার করিয়া থাকি? সাধন সাধন সাধন বলিয়া মরিলাম, ভৃত্য হইয়া থাকিলে এত দিন কি না হইত? কি জানি লোকে অধীন বলিবে, এই ভয়ে এত কাল অধীন হইলাম না। সমুদায় ভয় পরিত্যাগ করিয়া আমরা সম্পূর্ণ অধীন হইবার ব্রত গ্রহণ করিব। যিনি আমাদিগের নিকটে আসিবেন, যদি তিনি গরিবও হন, তবু আমরা তাঁহার নিকটে অধীন। আমরা দাসের দাস তাঁহার দাস। আমাদের ইহ কালে অধীনতা পরকালে অধীনতা। ইহাতেই আমাদের সুখ, ইহাতেই আমাদের শান্তি। আইস এখন সাধন করি, যে

টুকু স্বাধীনতা আছে, তাহা এককালে ক্ষয় হইয়া যায়। সকল জগতের নিকট মস্তক অবনত করিয়া রাখিব, সর্ব্বদা অধীনের মত থাকিব, অহঙ্কারীর মত আপনার বলিবার কিছুই রাখিব না। আমাদের প্রভু আমাদিগকে সর্ব্বদা বাঁচাইবেন, যে অবস্থায় কেন পড়ি না তিনি বাঁচাইবেন। না বুঝিয়া করিলেও মরিব না, তিনি বাঁচাইবেন। যত দিন স্বাধীনতা থাকিবে, তত দিন দুঃখ পাইব। যত দিন স্বাধীনতা বিক্রয় না করিব, তত দিন সুখ নাই, পরিত্রাণ নাই। অতএব হে ব্রাহ্ম! অধীন হও, অধীন হইলে চির দিনের জন্য সুখী হইবে, পরিত্রাণ লাভ করিবে।

শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর উপদেশ।

রবিবার ২৯ শে কার্ত্তিক ১৭৯৭ শক।

ধর্ম্মের নানা প্রকার উচ্চতর সত্য, নানা প্রকার মতামত এবং উৎকৃষ্ট গ্রন্থাদি আছে; তাহা অবগত হইলে ধর্ম্মতত্ত্ব বিষয়ে অনেক জ্ঞান লাভ করা যায়, কিন্তু সে সকল ভক্তি ও প্রেম শূন্য হইলে প্রাণহীন হইয়া থাকে। যত দিন ভক্তিরসামৃত হৃদয়কে বিগলিত না করে তত দিন ধর্ম্মের সৌন্দর্য্য দেখা যায় না। সঙ্গীত পুস্তক হইতে একটী সঙ্গীত পাঠ করিলে তদ্দ্বারা হৃদয়ে প্রীতি জন্মে না। সঙ্গীতের প্রাণ সুর। তান লয় মিশ্রিত হইলে সঙ্গীতের আস্বাদন প্রাপ্ত হওয়া যায়। যেমন সঙ্গীতের শব্দে তাহার সৌন্দর্য্য অনুভব করা যায় না, তেমনি ভক্তি প্রেম রূপ সুর স্বর বিহীন ধর্ম্মতত্ত্বের কোন আস্বাদন পাওয়া যায় না। ভক্তিরস মিশ্রিত ধর্ম্ম অন্তরের তারে সংলগ্ন হইলে মধুর ধ্বনি উত্থিত হইতে থাকে। সেই ভক্তি আমরা কিরূপে লাভ করিব? যে ভক্তি না হইলে ঈশ্বরকে দেখা যায় না তাহা আমরা কোথায় পাইব? ভক্তিহীন জীবন এবং ধর্ম্ম নীরস। ভক্তিরস যখন ধর্ম্মের মধ্যে প্রবাহিত হয় তখন তাহা সরস হয়। বৃক্ষের নিম্নে যেমন রস সঞ্চিত থাকিলে তাহা ফল ফুলে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে এবং রস না থাকিলে তাহা যেমন শুষ্ক হইয়া যায়, তেমনি ভক্তিরসহীন ধর্ম্ম নিতান্ত নিষ্ফল। কেবল শুষ্ক মত এবং জ্ঞানে মনুষ্যের মন সন্তুষ্ট হইতে পারে না। যে ভক্তির জন্য অন্তঃকরণ অত্যন্ত লালায়িত এবং তৃষিত তাহা কোথায় পাইব? শুনিয়াছি মহাত্মা চৈতন্যের মন যখন ভক্তি বিরহে ব্যাকুল হয় তখন তিনি দীন বেশে প্রাচীন সাধকদিগের সেবা করিয়াছিলেন। সাধুদিগের আশীর্ব্বাদ যাচ্ঞা করিয়া এবং নানা প্রকারে তাঁহাদের সেবা বন্দনা করিয়া তিনি ভক্তি শিক্ষা করেন। এই রূপে যখন সাধুসেবা দ্বারা তাঁহার অন্তরে ভক্তি জন্মিল তখন সেই বেগ আর সম্বরণ করিতে না পারিয়া তিনি দেশ দেশান্তরে হরিনাম প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার মত ব্যাকুল হইয়া সাধুসেবা না করিলে আমরা ভক্তি পাইব না। এ জন্য জ্ঞানাভিমান ও অহঙ্কার ছাড়িতে হইবে। আমাদের যাহা হইয়াছে তাহাই যথেষ্ট এই অভিমানেই আমাদিগকে ভক্তি হইতে দূরে রাখিয়াছে। অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই, যদি আমরা ভক্তির জন্য লালায়িত হইয়া থাকি তবে লজ্জা অভিমান ত্যাগ করিতে হইবে। সাধুসেবা দ্বারা ভক্তি শিক্ষা করিব তাহাতে আর অপমান কি? ভক্তেরা যেরূপে ভক্তি উপার্জ্জন করিয়া গিয়াছেন আমাদিগকেও তাহাই করিতে হইবে। ভক্ত চিনিব কিরূপে? সে বিষয়েতেও চৈতন্য বলিয়াছেন, যাহাকে দেখিলে প্রেমে হৃদয় বিগলিত হয় তাঁহাকেই ভক্ত বলিয়া জানিতে হইবে। ভক্তের আর এক ক্ষমতা এই, তাঁহাকে দেখিলে স্বর্গীয় ভাব অনুভূত হয়। যাঁহাকে দেখিলে ভক্তি হয় তিনিই ভক্ত। তাঁহার নিকট ভক্তি ভিক্ষা করিতে যত দিন লজ্জা বা অপমান বোধ থাকিবে তত দিন কিছুই হইবেনা। অতএব বিনীত ভাবে ভক্তের নিকট ভক্তি ভিক্ষা কর। চৈতন্য যাহা করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন তাহা না করিলে হৃদয়ের শুষ্কতা যাইবে না। আমাদের যেরূপ দুর্দ্দশা কষ্ট যদি এই রূপে থাকিতে হয় তবে জীবন ধারণে আর কাজ কি? ভক্তদিগের আশীর্ব্বাদে যদি ভক্তি পাই তবে বাঁচিব নতুবা আমাদের যন্ত্রণার শেষ নাই। যদি যন্ত্রণায় মরিতে হইল তবে আর অভিমানে প্রয়োজন নাই, এস [illegible] ভক্তের পদতলে বসিয়া ভক্তি করি। [illegible] সেই খানে তাঁহার নিকট যাইব। [illegible] বৎসলের সৌন্দর্য্য দেখিতে পাওয়া [illegible] ধ্রুব প্রহ্লাদ নারদাদি যেরূপ ভক্তি [illegible] করিয়াছেন আমাদিগকেও তাহাই করিতে হইবে। আর এক জন ভক্ত বলিয়াছেন, জল যেমন নিম্ন দিকে গমন করে তেমনি বিনম্র হৃদয়ে ভক্তির উদয় হয়। কোন প্রকার গর্ব্ব থাকিবে না, ভক্তের নিকট ভক্তি ভিক্ষা করিতে অহঙ্কার যেন স্থান না পায়। অহঙ্কারেই আমাদের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। ভক্তিহীন অহঙ্কারী যথার্থ ধর্ম্ম হইতে বহু দূরে অবস্থিতি করে। এ প্রকার জীবনে কিছু মাত্র সুখ নাই। অতএব তৃণের ন্যায় এস সকলে বিনীত হইয়া ভক্তি ভিক্ষা করি। ইহা ব্যতীত জীবন বৃথা। ভক্তি বিনা ভক্তবৎসলের শোভা সৌন্দর্য্য দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহাকে যদি না দেখিতে পাই তবে আর কি হইল? এইরূপে ভক্তি লব্ধ হইলে তাহা আর এক স্থানে বদ্ধ থাকিবে না। চৈতন্যের জীবনে যেমন হইয়াছিল তেমনি হইবে। ভক্তি প্রবাহিত হইয়া চারি দিকে প্রচারিত হইবে। দয়াময় ঈশ্বর আমাদিগকে সেই ভক্তি দান করুন। তাঁহার জন্য ভক্তির জন্য চল আমরা ভক্তের নিকট গমন করি।

ব্রাহ্ম-সঙ্গত।

১০ই জ্যৈষ্ঠ, রবিবার।

প্র। নীতিতত্ত্বের মূল কি?

উ। ঈশ্বরের সহিত মনুষ্যের পিতা পুত্র, রাজা প্রজা, প্রভু ভৃত্য, আশ্রয় আশ্রিত, গুরু শিষ্য, ইত্যাদি সম্পর্ক যেমন ধর্ম্মের মূল; নীতিতত্ত্বের মূলও তেমনি মনুষ্যের পরস্পরের সহিত সম্পর্ক। ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধ অনুসারে সমস্ত জীবন পরিচালনা ও মনের ভাব সংগঠন করিলে যেমন ধার্ম্মিক হওয়া হয়, সেইরূপ পরস্পরের প্রতি সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া উপযুক্ত ব্যবহার করিলেই নীতি বিষয়ক সমুদায় কর্ত্তব্য প্রতিপালিত হয়। নীতিতত্ত্ব তত জানিবার বিষয় নহে যত প্রতিপালন করিবার বিষয়।

প্র। ধর্ম্ম ও নীতির মূল কি এক নহে? এবং এক সত্ত্বেও লোক বিশেষে একটীর উন্নতি অপরটীর নীচতা লক্ষিত হয় কেন?

উ। এক দিকে দেখিতে গেলে নীতি এবং ধর্ম্মের মূল এক। ঈশ্বরকে জানা ধর্ম্ম, তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করা নীতি। এই মূলের একতা সত্ত্বেও পাত্রভেদে নীতির মূল মনুষ্যের সহিত সম্পর্ক বলা যাইতে পারে। মূলের একতা সত্ত্বেও ব্যক্তি বিশেষে একের উৎকর্ষ অপরটীর অপকর্ষ দেখা যায়। কেহ কেহ ধর্ম্মবিষয়ে উন্নত, তাঁহাদের ধ্যান ধারণা করিবার ক্ষমতা, প্রীতি ভক্তি সকলই অধিক, ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগও প্রগাঢ়, কিন্তু নীতি বিষয়ে তাঁহাদের চরিত্র নীচ; হয়ত তাঁহারা রাগী অথবা কামী কি স্বার্থপর, অহংকারী ইত্যাদি। অপর দিকে কেহ কেহ বা সাধু অথচ ধর্ম্মবিষয়ে কিছুমাত্র বিশ্বাস নাই। এরূপ কি প্রকারে হয় তাহা বলা যায় না, কিন্তু ইহা জগতের প্রকৃত ঘটনা। ব্রাহ্মদিগের কর্ত্তব্য এই দুইয়ের সামঞ্জস্য সংস্থাপন করা।

প্র। পরস্পরের সঙ্গেত আমাদের ভ্রাতা ভগ্নী সম্পর্ক স্থিরই রহিয়াছে?

উ। আমরা সকলে ভ্রাতা ভগ্নী সম্পর্কে আবদ্ধ ইহা ঠিক, কিন্তু ভাই ভগ্নী বলিলে সকল বিষয় নির্দ্দিষ্টরূপে জানা হইল না। সেই জন্য পরস্পরের সহিত আমাদের কি সম্পর্ক রাখিতে হইবে নীতিতত্ত্বের প্রথমেই তাহা স্থির করিতে হইবে।

প্র। সেই সম্পর্ক কি?

উ। সম, ছোট বড়, উচ্চ নীচ, জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ। ভাই ভগ্নী বলিলে সকলে সমান। কিন্তু অন্য দিক্ হইতে দেখিলে সকলে সমান নহে। ভাই ভগ্নীর মধ্যেও ছোট বড় আছে। মনুষ্য সংসারসম্বন্ধেও পরস্পরের সমান নয়, কেহ পিতা কেহ পুত্র, কেহ রাজা কেহ প্রজা, কেহ ধনী কেহ দরিদ্র। বিদ্যা বিষয়েও বিভিন্নতা, কাহার বুদ্ধি সূতীক্ষ্ণ কেহ নির্ব্বোধ, কাহার বিচারশক্তি প্রখর, কাহার বিবেচনা কম, কেহ মেধাবী, কেহ মেধাহীন, কাহার কল্পনাশক্তি সতেজ কাহার কল্পনাশক্তি নির্জ্জীব। এইরূপ, কেহ কবি, কেহ বৈজ্ঞানিক; কেহ গণিতবিৎ কেহ ইতিহাসজ্ঞ। শিক্ষার ইচ্ছা বিষয়েও তারতম্য,—কেহ দিবারাত্রি পাঠাভ্যাসে রত, কাহার পাঠের ইচ্ছাই হয় না। কেহবা সুললিত ভাষায় সকলের হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা করিতে সক্ষম, কেহবা ব্যাকরণদোষবর্জ্জিত দুইটী কথা একত্র করিয়া বলিতে পারেন না। ঠিক সেইরূপ মনুষ্যের মধ্যে ধর্ম্ম বিষয়েও প্রভেদ আছে। কাহার চরিত্র নির্ম্মল, পাপের বিরুদ্ধে সবল, কেহবা বহু আয়াসে সামান্য একটী রিপুকে বশীভূত করিতে অসমর্থ। কেহ উপাসনা করিতে বসিলে একটী গান হইতে না হইতে চক্ষের জলে ভাসিয়া যান, কাহার হৃদয় উৎসবের উত্তেজনাতেও দ্রবীভূত হয় না। কাহার বিশ্বাস, কি পরলোক সম্বন্ধে কি ঈশ্বর সম্বন্ধে সকল বিষয়ে উজ্জ্বল, কাহার মন সকল বিষয়ে সন্দিগ্ধ; কোন বিষয়েই সহজে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে না। এই জন্য মানিতেই হইবে, যে কারণেই হউক, মনুষ্যের মধ্যে প্রভেদ আছে, উচ্চ নীচতা জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠতা আছে। সকলে সমান নয়। সমান মনে করাতে অসত্যকে প্রশ্রয় দেওয়া ও ধর্ম্মের অবমাননা করা হয়। কিন্তু অসমান মনে করিলেই রিপুগণ আসিবার পথ পাইল। যতক্ষণ সকলে সমান ততক্ষণ অহঙ্কার আসিবার উপায় নাই, কেহই আপনাকে বড় মনে করিতে পারেন না। যাই অসমান মনে করিলাম অমনি রিপুগণ আসিবার পথ পাইল। আপনাকে যদি বড় মনে করি তাহা হইলে গর্ব্ব দম্ভ আসিবার পথ পরিষ্কার হইল, যদি সর্ব্বাপেক্ষা নীচ মনে করি তাহা হইলেও মন নীচ (demoralize) হইতে আরম্ভ করিল। বড় ছোট মনে না করিয়াও উপায়ান্তর নাই, কারণ সমান বলিলে অসত্য মনে করা হয়। আমাদের নীতিশাস্ত্রকে এইরূপে দণ্ডায়মান করাইতে হইবে যাহাতে বড় ছোটর ভাব থাকিবে অথচ পাপ আসিবার পথ পাইবে না।

প্র। ইহা কিরূপে হইতে পারে?

উ। আমাদের নীতিশাস্ত্র একটী অঙ্গীকার পত্র, (contract)। যখন কাহার সহিত কোন সম্পর্ক স্থাপন করিলাম তখন স্পষ্টাভিধানে ইহা বলিয়া দেওয়া হইল আমরা চিরদিন এইরূপ ব্যবহার করিব। সংসারের সম্পর্ক যেরূপ অন্যথা হয় না,—পিতা চির দিন সকল অবস্থাতেই পিতা, সন্তানও সেইরূপ সকল সময়েই সন্তান, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা চির দিনই জ্যেষ্ঠ, কনিষ্ঠ চিরদিনই কনিষ্ঠ; সেইরূপ ধর্ম্মসম্বন্ধেও পরস্পরে যে সম্পর্ক তাহা নিত্য। ইহা স্থায়ী অঙ্গীকার পত্র। কনিষ্ঠ ভ্রাতা চিরদিনই কনিষ্ঠ, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা চিরদিনই জ্যেষ্ঠ।

প্র। যদি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কোন দোষ লক্ষিত হয় তাহা হইলে তিনি জ্যেষ্ঠ থাকিবেন কিরূপে?

উ। জ্যেষ্ঠ জ্যেষ্ঠই থাকিবেন। দোষ প্রকাশ পাইল বলিয়া পূর্ব্বেকার সম্বন্ধ যায় না, তবে তাঁহার সহিত আর একটী নূতন সম্পর্ক তৎসঙ্গে দাঁড়ায়, সেটী দয়া। পিতা কোন দোষাশ্রিত হইলে তিনি পিতাই রহিলেন, তবে বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার শরীর দুর্ব্বল ও অক্ষম হইলে যেরূপ তিনি দয়ার প্রাত্র তাঁহার ভরণ পোষণের ভার সন্তানকে লইতে হয়, সৎপুত্রের নিকট দোষ বিষয়েও তিনি তদ্রূপ। তাঁহার পিতৃত্ব কোন কারণেই যায় না, সন্তানের সন্তানত্বও বিনাশ পায় না। ধর্ম্মসম্বন্ধে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার দোষ থাকিলে তিনি তদ্বিষয়ে দয়ার পাত্র, কিন্তু জ্যেষ্ঠ বলিয়া তিনি চিরদিন সম্মান পাইবেন। উন্নতিশীল ও পুরাতন ব্রাহ্মদের নামেই পার্থক্য লক্ষিত হয়, তথাপি দেবেন্দ্র বাবুকে যে কেহ উপদেশ দিবেন ইহা কখনই হইতে পারে না, তাঁহার পদতলে পড়িয়া উপদেশ গ্রহণ করিতেই হইবে, তবে তাঁহার যে সমুদয় দুর্ব্বলতা তাহার জন্য তিনি দয়ার পাত্র। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি অভক্তি যেমন পাপ, পূর্ব্বকার সম্পর্ক উড়াইয়া দেওয়াও সেই রূপ পাপ।

প্র। কনিষ্ঠ ভ্রাতা সদ্গুণশালী হইলে তাহার প্রতি কিরূপ ভাব থাকিবে?

উ। কনিষ্ঠ ভ্রাতা চিরকাল স্নেহের প্রাত্র। গুণ থাকুক আর নাই থাকুক, সদ্গুণবিশিষ্ট হউক আর দূষিত চরিত্র হউক, স্নেহ সর্ব্বদা সকল অবস্থায় থাকিবে। তবে দোষ থাকিলে তাহার সঙ্গে দয়া ও গুণ থাকিলে শ্রদ্ধা করিতে হইবে। পুত্র যদি বিদ্বান্ হয় তবে সেই বিদ্যার প্রতি পিতাও সমাদর করিবেন। বাস্তবিক সদ্গুণের প্রতি শ্রদ্ধা ও দোষের প্রতি দয়া ইহাই স্বাভাবিক ভাব। যে স্থানে তাহা লক্ষিত হউক সেই স্থানেই তাহা শ্রদ্ধা কিম্বা দয়ার বিষয়। সদ্গুণের প্রতি কেবল শ্রদ্ধা থাকিবে তাহা নয়, সদ্গুণ অনুকরণ করিতে হইবে। পিতার নিকট সন্তান, সন্তানের নিকট পিতা; কনিষ্ঠের নিকট জ্যেষ্ঠ, জ্যেষ্ঠের নিকট কনিষ্ঠ সদ্গুণ শিক্ষা করিবেন। ইহা হইলে সকলেরই অহংকার নিরাকৃত হইল, নীচ হইয়া যাইবারও কোন আশঙ্কা রহিল না। সকলেই বড় হইলেন, সকলেই ছোট হইলেন। গুণের নিকটে সকলকেই মাথা হেঁট করিতে হইল। স্বর্গের প্রতি শ্রদ্ধা, পাপ নরকের প্রতি ঘৃণা ও জ্যেষ্ঠই হউন বা কনিষ্ঠই হউন পাপে নিমগ্ন ভ্রাতার প্রতি দয়া করিতেই হইবে।

প্র। অঙ্গীকার অবশ্য স্থায়ী, তবে এরূপ সম্পর্কের স্থায়ী ভূমি কি?

উ। যিনি আমাকে ব্রাহ্ম করিয়াছেন তাঁহার সহিত এই সম্বন্ধ স্থায়ী। যাঁহার উপদেশে উপকার হইয়াছে তাঁহার সহিত সেই সম্পর্ক স্থায়ী। যাঁহারা পুরাতন ব্রাহ্ম তাঁহাদের সহিত নব্য ব্রাহ্মদের জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ সম্বন্ধ। এই রূপ স্বভাবতঃ এক এক জনের সহিত এক এক প্রকার সম্বন্ধ দাঁড়াইয়া যায়। কাহার সহিত কাহার কি সম্বন্ধ তাহা কেহ বলিয়া দিতে পারে না। পিসা কি মামার সহিত ভিতরকার সম্পর্ক কি তাহা কে বলিতে পারে? ধর্ম্মবিষয়েও সেই রূপ। তবে প্রত্যেকে অন্তরে এরূপ একটী সম্পর্ক বুঝিতে পারেন, তাহাই স্থায়ী ও নিত্য।

প্র। যাঁহার উচ্চ গুণ থাকিবে তিনি নিজে তদ্বিষয়ে কিরূপ করিবেন?

উ। তিনি তাহা কেবল জানিয়া থাকিবেন। অন্য দিকে তাঁহার যাহা নাই তাহা যাঁহাতে দেখিবেন তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিবেন। যিনি কর্ম্মী তিনি ভক্তকে দেখিয়া বলিবেন ইঁহার যেমন ভক্তি আমার তেমন ভক্তি নাই, এইরূপ ভক্তি লাভ করিতে আমি যত্ন করিব। আবার ভক্তব্রাহ্ম কর্ম্মীর তদ্বিষয়ে প্রাধান্য স্বীকার করিয়া কর্ত্তব্যপালন শিক্ষা করিবেন। এইরূপে জ্ঞান, বিশ্বাস, প্রেম, পবিত্রতা, পাঠ করিবার ক্ষমতা, সকল বিষয়েই প্রাধান্য দেখিলে অপরে তাহা স্বীকার করিবেন ও শিক্ষা করিতে চেষ্টা করিবেন। পৃথিবীতে কেহ অধিক কেহ কম হাঁটিতে পারে; কেহ অধিক আর কেহ কম আর কেহবা সামান্য খাদ্য আহার করিতে পারে; কেহ সুস্বাদু আহার্য্য ভিন্ন আহার করিতে পারে না। অনুসন্ধান করিলে সকলেই কোন না কোন বিষয়ে আমা হইতে শ্রেষ্ঠ দেখা যাইবেই। সুতরাং অহঙ্কারী হইবার পথ একেবারে বন্দ হইয়া যায়। বাস্তবিক, শিখাইবার ভাব আমাদের প্রধান, কিন্তু যাঁহার নিকট যাহা শিখিবার আছে তাহা শিক্ষা করিবার জন্য আমরা চেষ্টা করি না। আমরা অন্যের দোষ দেখাইয়া গুণকে তাহাতে নিমগ্ন করিতে প্রয়াস পাই। যিনি কর্ম্মী অন্যের ভক্তি দেখিলে তিনি এইরূপ অহঙ্কার করেন যে আমার মত কাজ করিতে ত ইনি পারেন না। যিনি ভক্ত তিনি বলেন আমার মত ভক্তিও ইহাঁর নাই। এইরূপ ভাবই দূষণীয়।

প্র। দ্বিতীয় সম্পর্ক কি?

উ। পরস্পরের সহিত ২য় সম্পর্ক শাস্তা শাসিত। দোষ দেখিলে তাহা সংশোধন করিতে যত্ন করা প্রত্যেকের কর্ত্তব্য। জগতের পাপ দূর করিবার জন্য, যথাসাধ্য চেষ্টা করিবার জন্য প্রত্যেকে ঈশ্বরের নিকট দায়ী। অল্পাধিক পরিমাণে এরূপ শাসন করিতে সকলেই পারেন। কিন্তু এই শাসন দয়া ভিন্ন কোন প্রকারেই হইতে পারে না। কোন দোষ অবলম্বন করিয়া নীচে নামান অনেকের ইচ্ছা, ইহা ঈর্ষা বা অসূয়ামূলক, এরূপ ভাবে শাসন করিতে যাওয়া দূষণীয়। ইহা শাসনের প্রকৃত ভাব নহে। দয়া ও দোষ সংশোধনের ইচ্ছা না থাকিলে শাসন হয় না, নির্য্যাতন হয়। নির্য্যাতনের ভাব সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। দয়ার ভাবে কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠকে, জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠকে শাসন করিবেন। যাঁহারা ছোট তাঁহাদের প্রতি শাসন করা

Register No. 66.

সহজ; বড় ও জ্যেষ্ঠ যাঁহারা তাঁহাদের দোষ দূর করিতে চেষ্টা করা শক্ত। কিন্তু কর্ত্তব্যের অনুরোধে পিতাকেও পুত্র সংশোধন করিতে যত্ন করিবেন, পানাসক্ত পিতার পানদোষ দূরীকরণ চেষ্টা সন্তানের নিতান্ত কর্ত্তব্য। কার্য্যেতে এই সকল সম্পর্ক বান্ধিয়া ফেলিতে হইবে। বড়রও দোষ সংশোধনের চেষ্টা পাইতে হইবে, গুণ কনিষ্ঠে লক্ষিত হইলে তাহাও আদরের সহিত গ্রহণ করিতে হইবে।

সম্বাদ।

বিগত রবিবারে হরিনাভি সমাজে সমস্ত দিন ব্রহ্মোপাসনা ও ধর্ম্মচর্চ্চা হইয়াছিল। মধ্যে মধ্যে এ প্রকার বিশেষ উপাসনা ব্রাহ্ম এবং অব্রাহ্ম সকলের পক্ষেই উপকারী সন্দেহ নাই।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি মাননীয়া দেশহিতৈষিণী শ্রীমতী কুমারী কারপেণ্টার তিন শত পঁচিশ খানি পুস্তক ব্রাহ্মসমাজে দান করিয়াছেন। ইহার বিজ্ঞাপন যথা স্থানে প্রকাশিত হইল।

আগামী ১১ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার সিন্দুরিয়াপটী পারিবারিক সমাজের দ্বাদশ সাম্বৎসরিক মহোৎসব উপলক্ষে প্রাতে ৭॥ ঘটিকার সময় ও রাত্রি ৭ ঘণ্টার সময় ব্রহ্মোপাসনা হইবে এবং বেলা চারিটার সময় সংকীর্ত্তন হইবে।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রচার কার্য্যে সাহায্যার্থ দান স্বীকার।

(১৬ই অক্টবর হইতে ১৬ই নবেম্বর পর্য্যন্ত)

মাসিক দান সংগ্রহ।

শ্রীযুক্ত নেবাল রাও আদভানি (হাইদ্রাবাদ) ... ৫
" বাবু গঙ্গাগোবিন্দ নন্দী (ইন্দোর)
" " লক্ষ্মীকান্ত দাস (আসাম)
" " নিমাইচাঁদ শীল ১ যোড়া বস্ত্র ... ১৸৴১০
" " নরেন্দ্রনাথ সেন ... ৪
" " মতিলাল শীল ... ॥০
" " নবীনচন্দ্র ঘোষ (জামালপুর) ... ৪
" " দুইটি বন্ধু (কুলুটোলা) ... ২
" " মধুসূদন সেন ... ১
" " ঈশ্বরচন্দ্র দত্ত ... ॥০
" " মাধবচন্দ্র সিংহ ... ৸০
" " চন্দ্রনাথ মল্লিক ... ॥০
" " প্রসন্ন কুমার ঘোষ ... ১
" " কৈলাসচন্দ্র সেন ... ১
" " বৈকুণ্ঠনাথ সেন ... ২
" " সারদা প্রসাদ সিংহ ... ॥০
" " জয়কৃষ্ণ সেন চাল ।০ সের ... ৸৵৫
" " বসন্তকুমার গুহ ... ১
" " গোপালচন্দ্র মল্লিক ... ২
" " হরিদাস শ্রীমানি ... ১
" " যদুনাথ রায় (রামপুরহাট) ... ২
" " জয়গোপাল সেন ৫
" " অক্ষয়কুমার রায় ২
" হেমচন্দ্র মজুমদার (হিমাচল) ... ৩
রামপুর হাট ব্রাহ্মসমাজ ২
কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজ ৪
লক্ষ্ণৌ ব্রাহ্মসমাজ ৩
লাহোর ব্রাহ্মসমাজ ২৩

শুভ কর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত বাবু কুঞ্জবেহারী দেব (মুদিয়ালী) ... ৫
" " হেমচন্দ্র মজুমদার (হিমাচল) ... ২
" " লালা রলারাম (লাহোর) ... ৬
" " যদুনাথ ঘোষ (এলাহাবাদ) ... ১
" " গোপালচন্দ্র ঘোষ (ঐ) ... ১

এক কালীন দান।

শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ কুলপি ১
" " সারদাপ্রসাদ সিংহ ... ... ৩॥০
" " সীতানাথ ঘোষ (লাহোর) ... ১০
এলাহাবাদ ব্রাহ্মসমাজ ১১

ভিক্ষাপ্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু পার্ব্বতীচরণ গুপ্ত (পূর্ণিয়া)
(প্রচারকদিগের ছেলেদের শীতবস্ত্র জন্য) ... ২৫
শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার ঘোষ
(প্রচারকদিগের বাজার খরচ জন্য) ... ৫
শ্রীযুক্ত বাবু আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায় ১ সিদা মূল্য ১৷১০
ব্রাহ্মনিকেতনের কয়েকটি ভ্রাতা ১ মসারি ... ১॥০
ব্রাহ্মনিকেতনের দৈনিক সিদা ২॥০ মাসের
আনুমানিক মূল্য ... ৮৸০
শ্রীযুক্ত বাবু হরচন্দ্র মজুমদার (লাহোর)
এক যোড়া জুতা মূল্য ... ১॥০
" " লক্ষ্মণচন্দ্র সিংহ (লাহোর)
৩ পিরাণ মূল্য ... ৩
" " বিপিনবিহারী বসু (এলাহাবাদ)
১ খান শীতবস্ত্র ... ৫॥০

পাথেয় হিসাব।

লাহোর ব্রাহ্মসমাজ ৭৭
লক্ষ্ণৌ ব্রাহ্মসমাজ ৩৫
এলাহাবাদ ব্রাহ্মসমাজ ১৪
শ্রীযুক্তবাবু রাজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (টুণ্ডলা) ৫

বিজ্ঞাপন।

নূতন পুস্তক।

বিলাত হইতে প্রাপ্ত।

Last Days of Raja Rammohun Roy in England
Price—Re1—0—0
Postage 0—3—0

Memoir of Rev. Dr. Carpenter
Price—Re0-12—0
Postage—0—3—0

Practical Sermons
Price—Re0-12—0
Postage—0--4—0

Morning and evening meditations
Price—Re0-12-0
Postage—0—4—0

এ পাক্ষিক পত্রিকা কলিকাতা ১০ নং কলেজ স্কোয়ার ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে ৭ই অগ্রহায়ণ শ্রীমণিমোহন রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত হইল।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থ সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৮ম ভাগ।
২২শ সংখ্যা।

১৬ই অগ্রহায়ণ, বুধবার, ১৭৯৭ শক।

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২।।০
মফস্বল ঐ ৩।০

প্রার্থনা।

হে রাজরাজেশ্বর বিশ্বাধিপতি পরম ন্যায়বান ঈশ্বর! তোমার মহিমান্বিত পবিত্র রাজ সিংহাসনের সম্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া ভিক্ষা করিতেছি এই দুঃখী প্রজার প্রার্থনা তুমি শ্রবণ কর। আমি অবস্থার চঞ্চল তরঙ্গের মধ্যে পতিত রহিয়াছি এক বিন্দু এমন অটল ভূমি নাই যেখানে স্থিরভাবে অবস্থিতি করিতে পারি। যেখানে দণ্ডায়মান আছি, কালরূপ মুশিক দ্বারা প্রতি মুহূর্ত্তে তাহার নিম্ন স্থান ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে, অচিরে উহা মহাকাশে বিলীন হইয়া যাইবে। এই অবশ্যম্ভাবী বিপদের হস্ত হইতে মুক্তি পাইবার জন্য হে প্রভো দীনবৎসল! তোমার দ্বারে উপস্থিত হইলাম, আমাকে বিশ্বাসের এক হস্ত পরিমিত সুদৃঢ় ভূমি তুমি দান কর। আমি দরিদ্র নিঃসম্বল, আমাকে অনুগ্রহ করিয়া কিঞ্চিৎ স্থান দিতে হইবে, নতুবা হে অনাথ নাথ! আমি ঘটনার স্রোতে ক্রমাগত ভাসিয়া যাই। একে আমার চিত্ত চঞ্চল তাহাতে আবার অবস্থার প্রতিকূলতা, কোথায় দাঁড়াইব তাহা ভাবিয়া কিছুই ঠিক করিতে পারি না। হে ভক্তবৎসল দীনবন্ধো! তোমার চরণ ধরিয়া বিশ্বাসের ভূমিতে আমাকে স্থিরভাবে দণ্ডায়মান থাকিতে দাও। আমি তোমার শ্রীচরণ প্রান্তে একটী ক্ষুদ্র কুটির নির্ম্মাণ করিয়া অনুগত প্রজার ন্যায় চিরদিন বসতি করিব আর অন্য কোথাও যাইব না। অনেক দিন হইতে নিরাশ্রয়ে ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছি, এ পর্য্যন্ত একটু নিরাপদ পুণ্যভূমি লাভ করিতে পারি নাই, তুমি কৃপা করিয়া আমাকে আশ্রয় দাও, এবং আমার পরিশ্রান্ত দেহ মনের চঞ্চলতা বিনাশ কর। হে প্রজাপালক দরিদ্রের বন্ধো! তোমার রাজ্যের প্রজা হইয়া বিশ্বাসী সাধু প্রজাদিগের পল্লীতে নির্ভয়ে বাস করিব এই আমার হৃদয়ের একান্ত প্রার্থনা।

ঈশ্বরানুরাগ এবং ইন্দ্রিয়দমন।

সর্ব্বদা ঈশ্বরপ্রেমানুরাগে হৃদয়কে সরস রাখা এবং ইন্দ্রিয়দিগকে শাসন করা আমাদের প্রতি দিনের সাধনের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই দুইটী বিষয় উভয় উভয়কে পরিপোষণ করে। ব্রহ্মধ্যান মনন সঙ্কীর্ত্তনের আনন্দ রসে যখন হৃদয় অভিসিক্ত হয় তখন রিপুগণ স্ববশে থাকে। কিন্তু জিতেন্দ্রিয় হইয়া চিত্তের নৈর্ম্মল্য সাধন না করিলে যথার্থ ঈশ্বরপ্রীতি পরিবর্দ্ধিত হয় না। চরিত্রের প্রতি উদাসীন

হইয়া অবিশুদ্ধ চিত্তে ব্রহ্মসাধনে প্রবৃত্ত হও, কিছুতেই অন্তঃকরণে সুখ শান্তি পাইবে না; পাপ কলঙ্ক আপনার স্বভাবগুণে আত্মাতে এমন মহাব্যাধি উৎপন্ন করে যে, তাহার বিষময় ফল ভোগ করিতেই হয়। যতই কেন আমরা বলপূর্ব্বক অন্তরের গূঢ় মলিনতা সকল প্রচ্ছন্ন রাখিতে চেষ্টা করি না, অথবা যুক্তি তর্ক মিথ্যা ন্যায়পরতা দ্বারা তাহার গুরুত্ব হ্রাস করিতে প্রয়াস পাই না, তাহা ব্রহ্মপ্রেম হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করিবেই করিবে। মনুষ্য আপনার সম্ভ্রম মর্য্যাদা রক্ষা করিবার নিমিত্ত নানা কৌশলে অন্যের নিকট স্বীয় নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিতে পারে, কিন্তু সে আপনাকে বিশেষতঃ অন্তর্যামী ঈশ্বরকে কখনই প্রতারিত করিতে পারে না। সমস্ত দিন রাত্রি সংসারে মগ্ন থাকিয়া, রিপুদিগের দাসত্ব করিয়া কোন্ মুখে ঈশ্বরের নিকট গিয়া সে দণ্ডায়মান হইবে? হইলেই বা ঈশ্বর তাহাকে প্রেম দিবেন কেন? অনেকে মনে করেন ইন্দ্রিয় দমনের কথা এখন আর আমাদের শুনিতে নাই; কারণ আমরা "ব্রাহ্ম" নামের সনন্দ পাইয়া মিথ্যা ব্যভিচার কপটতার সীমা অতিক্রম করিয়াছি, ব্রহ্মধ্যান এবং ভক্তিযোগ ইহাই এখন আমাদের জানিবার বিষয়। কিন্তু রিপুপরবশ হইয়া কত কত পুরাতন ব্রাহ্ম নরকে পতিত হইতেছেন, ইন্দ্রিয়দিগকে জয় করিতে না পারিয়া কত ব্যক্তি উপাসনা ত্যাগ করিয়াছেন, এ বিষয় আর বিস্তারিতরূপে বলিবার প্রয়োজন রাখে না, চক্ষের সম্মুখে তাহা আমরা দেখিতেছি। সাধারণ নীতি যাহা বহুকাল পূর্ব্বে মানবসমাজে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহা এ পর্য্যন্ত অনেক ব্রাহ্মের জীবনে সুন্দররূপে ভদ্রভাবে রক্ষিত হইল না। ব্রাহ্ম নাম লইলেই বিশুদ্ধ নীতিপরায়ণ হওয়া যায় না। মুখে অহঙ্কার করিলে কি হইবে, জীবনত আমরা দেখিতেছি? ইন্দ্রিয় দমনের জন্য তাদৃশ চেষ্টা যত্নই বা কোথা? ইহা নিশ্চয় জানা উচিত যে, যত দিন পর্য্যন্ত অন্তরের রিপুগণ বন্য জন্তুর ন্যায় স্বাধীন থাকিবে, হিংসা বিদ্বেষ বৈরনির্যাতন স্পৃহা হৃদয়ে বাস করিবে, তত দিন ঈশ্বরপ্রেম আমাদের অন্তঃকরণে স্থায়ীরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবে না। ব্রাহ্মেরা উপাসনা ধর্ম্মালোচনা করিয়া যদি জিতেন্দ্রিয় ঈশ্বর প্রেমিক হইতে না পারিলেন তবে আর তাঁহাদের সাধনেরই বা প্রয়োজন কি? অতএব সকলেরই কর্ত্তব্য যে এই দুইটী বিষয়ে লক্ষ্য স্থির রাখিয়া প্রতিদিন সাধন ভজন করেন। চিন্তা বাক্য কার্য্য যাহাতে বিশুদ্ধ এবং সুমিষ্ট হয় তাহা করেন।

নিগূঢ় তত্ত্বালোচনা।

পরস্পর সমধর্ম্মাবলম্বী বন্ধুদিগের সহিত ধর্ম্মবিষয়ে জীবনের নিগূঢ় কথা আলোচনা করিলে যেমন উপকার পাওয়া যায় এমন আর বোধ হয় অন্য কিছুতে হয় না। ইহা দ্বারা যে কেবল হৃদয় মন নূতন সত্য এবং প্রেমালোকে সমুজ্জ্বলিত হয় তাহা নহে, যাঁহার সঙ্গে আলাপ করা যায় তাঁহার প্রতি অন্তরের অকৃত্রিম প্রণয়ানুরাগ সঞ্চারিত হইয়া থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, উন্মুক্ত হৃদয়ে জীবনের সার কথা লইয়া অতি অল্প লোককেই ধর্ম্মালোচনা করিতে দেখা যায়। পরস্পরের সহিত দেখা সাক্ষাৎ হইলে অসার জল্পনাতেই সমুদয় সময় অতিবাহিত হয়। এমন সকল বিষয় আসিয়া পড়ে যাহার সঙ্গে ধর্ম্মজীবনের কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই। কেহ ব্রাহ্মসমাজের "বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থা" আলোচনা করিয়া কপট হৃদয়ে দুঃখ প্রকাশ করেন। কেহ বা কোন একটা মতামত লইয়া বৃথা বাক্য ব্যয় করেন। কেহ বলেন আমাদের স্ত্রীদিগের কিছুই উন্নতি হইতেছে না। এইরূপে বাহিরে বাহিরেই কথা সকল চলিয়া যায়। উৎসবাদিতে আলোচনার সময়, কেহ

জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়! পক্ষীর কি আত্মা আছে? কেহ প্রশ্ন করিলেন, পরকালে পুনঃসম্মিলন কিরূপে হইতে পারে? এ সকল অসার প্রশ্ন শুনিলে এই মনে হয় যে ধর্ম্ম যেন কেবল জানিবার এবং কৌতূহল চরিতার্থের বিষয়। যাঁহাদের পরনিন্দা প্রবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল, অথবা যাঁহাদের মনে ব্যক্তি বা দলবিশেষের প্রতি ঘৃণা বিদ্বেষের অগ্নি সম্প্রতি জ্বলিয়া উঠিয়াছে, তাঁহারা সবান্ধবে নির্জ্জনে ধর্ম্মালোচনা করিতে বসিয়া অজ্ঞাতসারে অন্তরের বিষ উদ্গীরণ করিতে থাকেন। যদিও তাহাতে তাঁহাদের হৃদয়ভার লঘু হইয়া কিঞ্চিৎ আরাম বোধ হয়, কিন্তু তদ্দ্বারা ধর্ম্মালোচনার ফল লব্ধ হয় না। দেশের দুঃখ, সমাজের সাধারণ দুর্গতি আলোচনা করিয়া ফল কি হইবে? সাধারণ দুরবস্থার প্রধান কারণ কি আমাদের ব্যক্তিগত জীবন নহে? এ সকল সভ্যতার আলাপ, ফাঁকির কথা, ইহাতে এক বিন্দু সারবত্ত্বা নাই, সরলতাও নাই। ব্রহ্মোপাসকেরা পরস্পরের সঙ্গে এ ভাবে আলাপ করিয়া কোন উপকার লাভ করিতে পারেন না। তপস্যার কুশল জিজ্ঞাসা ও শ্রবণ এবং তাহার গূঢ়তত্ত্ব সমালোচনা করাতে জ্ঞান ও প্রেমের উন্নতি হয়। প্রতি দিন উপাসনা কি প্রকার হইতেছে, ইন্দ্রিয় দমনে কত দূর কৃতকার্য্য হওয়া গেল, ঈশ্বরের প্রতি প্রেম ভক্তি, মনুষ্যের প্রতি স্নেহ প্রীতি শ্রদ্ধা বৃদ্ধি হইতেছে কি না ইহাই সাধকের আলোচ্য বিষয়। সরলভাবে জীবনের এই সকল বিষয় যদি পরস্পরের সঙ্গে আলোচনা করা যায় তাহা হইলে অশেষ মঙ্গল সাধিত হয়। এখানে বিবাদ বিসম্বাদের কথা আসিতে পারে না, কোন প্রকার চতুরতাও চলিতে পারে না, কিন্তু উভয়ের মধ্যে প্রেম বৃদ্ধি হইতে থাকে। আত্মগোপনপূর্ব্বক মিথ্যা হিতৈষণার ভান্ করিলে সদালাপের ফলভোগে বঞ্চিত থাকিতে হয়। অতএব এ প্রকার কপট লৌকিকতা সর্ব্বতোভাবে পরিহার্য্য। যাহা জীবনের চিরসম্বল সেই পুণ্য উপার্জ্জনের জন্য কে কি উপায় অবলম্বন করিয়াছেন তাহা অবগত হইলে যথার্থ উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমাদের উচিত, যখন আমরা পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ করি তখন অন্য বাহিরের কথা অথবা মতবিবাদের কথা না কহিয়া যাহাতে আধ্যাত্মিক উন্নতি এবং সদ্ভাব বৃদ্ধি হয় তদ্বিষয়ে মনোযোগী হই। কিন্তু ইহার পথে বিষম প্রতিবন্ধক আছে। যাঁহারা দৈনিক সাধন করেন না তাঁহাদের ধর্ম্মসম্বন্ধে অসার বিষয় ভিন্ন আলাপ করিবার কিছুই থাকে না। যাঁহাদের কিছু কিছু সাধন আছে তাঁহাদের আবার মনের মত মানুষ মিলে না। ভাবের ভাবুক, দুঃখের দুঃখী সরল চিত্ত ব্যক্তি না পাইলে মন দ্বার উন্মুক্ত হয় না। এই প্রতিবন্ধক হেতু আমাদের মধ্যে প্রকৃত ধর্ম্মালোচনা আমরা দেখিতে পাই না। কিন্তু ইহাও আবার সত্য যে, যে কিঞ্চিৎ সদ্ভাব পরস্পরের প্রতি আছে তাহার উপর দণ্ডায়মান হইয়া জীবনের কথা অন্যের নিকট বলিতে এবং শুনিতে হইবে। বলিতে বলিতে এবং শুনিতে শুনিতে ভ্রাতৃপ্রেম এবং ঈশ্বরপ্রেম উভয়ই, উন্নতি লাভ করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আলোচনার সুখ এবং উপকারিতা আমরা তখন বুঝিতে পারিব যখন সাধু বন্ধুর সঙ্গে অন্তরের কথা খুলিয়া বলিব।

মহাত্মা চৈতন্যের ভক্তি ভিক্ষা।

চৈতন্য প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নানে যাইবার সময় পথে সাধু সজ্জন ভক্ত দেখিলেই ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতেন। তিনি প্রণাম করিলে শ্রীবাসাদি ভক্তগণ ইহা বলিয়া চৈতন্যকে আশীর্ব্বাদ করিতেন যে, শ্রীহরি চরণে তোমার ভক্তি হউক, মুখে হরিনাম উচ্চারণ কর, কর্ণে হরি নাম শ্রবণ কর। শ্রীহরি ভজনা করিলে সকলই সত্য হয়, তাঁহাকে ভজনা না করিলে রূপ ও বিদ্যা

সকলই বৃথা। যিনি চরাচর বিশ্বকে আকর্ষণ করেন তিনিই কৃষ্ণ, চৈতন্য এই অর্থে কৃষ্ণ নাম গ্রহণ করিতেন। কৃষ্ণ জগতের পিতা, কৃষ্ণই জীবন। হে বৎস! তুমি দৃঢ়তার সহিত সেই কৃষ্ণের চরণ ভজনা কর। এই রূপ আশীর্ব্বাদ শ্রবণ করিয়া চৈতন্য অত্যন্ত সুখী হইলেন। তিনি ভক্তদিগের মুখের প্রতি কিছু ক্ষণ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন যে, আপনারা আমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া যাহা বলিলেন তাহা সকলই সত্য, আপনাদের প্রসাদ ভিন্ন অন্য উপায়ে ইহা জানা যায় না। আপনারা কৃপা করিয়া অনায়াসে কৃষ্ণভক্তি প্রদান করিতে পারেন। ভক্তদিগকে সেবা না করিলে কৃষ্ণভক্তি লাভ করা যায় না। ভক্তদিগকে সেবা করিলেই কৃষ্ণের অনুগ্রহ লাভ করা যায়। আপনারা যখন আমাকে বিষ্ণুধর্ম্ম শিক্ষা দিতেছেন, তখন আমি বুঝিলাম যে, আমার ভাগ্য প্রসন্ন হইয়াছে। আপনাদিগকে সেবা করিলেই কৃষ্ণভক্তি লাভ করিতে সক্ষম হইব। এই কথা বলিয়া চৈতন্য কাহার কাহার পদতলে পতিত হইলেন। কাহারও আর্দ্র বস্ত্র নিংড়াইয়া দিলেন, কাহারও আর্দ্র বস্ত্র ত্যাগের সময় শুষ্ক বস্ত্র আনিয়া দিলেন। পূজাকালে কাহার হস্তে কুশ ও গঙ্গা মৃত্তিকা লইয়া দিলেন। কাহার বা পুষ্পের সাজি বহন করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গৃহ পর্য্যন্ত গমন করিলেন। ভক্তগণ চৈতন্যকে এই সকল কার্য্য করিতে দেখিয়া ব্যস্ত সমস্ত হইয়া নিষেধ করেন, তথাপি চৈতন্য পুনঃ পুনঃ সেই সকল কার্য্য করিতে লাগিলেন। যে ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণ ভজনা করিবে সে অগ্রে কৃষ্ণের প্রিয়দাসদিগকে সেবা করুক। এই রূপ চৈতন্যের বিনয় দেখিয়া ভক্তগণ সরল হৃদয়ে তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। হে বৎস! হরি ভজন কর, হরি স্মরণ কর, হরিনাম শ্রবণ কর, শ্রীকৃষ্ণ তোমার জীবন ধন প্রাণ সর্ব্বস্ব হউন। সর্ব্বদা কৃষ্ণ নাম বল, কৃষ্ণের দাস হও। তোমার হৃদয়ে কৃষ্ণ সর্ব্বদা প্রকাশিত থাকুন। কৃষ্ণ ভিন্ন আর কিছুই যেন তোমার ভাল না লাগে। তোমা হইতে আমাদিগের দুঃখ দূর হউক। যে সকল অধম লোক কৃষ্ণ নাম শ্রবণ করিয়া হাস্য করে তাহাদিগকে তুমি কৃষ্ণভক্তি রসে ডুবাইয়া দাও। তুমি যেরূপ শাস্ত্র বিচারে সকলকে পরাজয় করিলে, তদ্রূপ কৃষ্ণভক্তি প্রভাবে দুর্দ্দান্ত পাষণ্ডদিগকে পরাজয় কর। তোমার প্রসাদে আমরা যেন কৃষ্ণ বলিয়া নৃত্য করিয়া বিহ্বল হই। ভক্তগণ চৈতন্যের গাত্রে হস্ত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া মনের দুঃখ জানাইয়া বলিতে লাগিলেন, হে বৎস বিশ্বম্ভর! এই নবদ্বীপে অনেক অধ্যাপক আছে, কিন্তু কৃষ্ণভক্তি ব্যাখ্যা করিতে সকলেই বক তুল্য। কি সন্ন্যাসী, কি তপস্বী, কিম্বা গৃহস্থ, নবদ্বীপের সমস্ত লোকই ভক্তিশূন্য। তাহারা আমাদিগকে দেখিয়া সর্ব্বদা পরিহাস করিয়া থাকে। আমাদিগকে কেহ তৃণ জ্ঞানও করে না। হে বিশ্বম্ভর! এই দুঃখে সর্ব্বদাই আমরা সন্তাপে দগ্ধ হইয়া থাকি। কোন স্থানেই কৃষ্ণ গুণ কীর্ত্তন শ্রবণ করিতে পাই না। কৃষ্ণ আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইলেন, এই জন্য তোমাকে এ পথে প্রবেশ করাইবেন। তোমা হইতে পাষণ্ড দলন হইবে, ইহা আমরা নিশ্চয় জানিলাম। তুমি চিরজীবী হও, সর্ব্বদা কৃষ্ণ নাম গ্রহণ কর, তোমা হইতে কৃষ্ণ ভক্তি প্রচারিত হউক। চৈতন্য ভক্তদিগের আশীর্ব্বাদ মস্তকে গ্রহণ করিলেন, যেহেতু, ভক্তদিগের আশীর্ব্বাদেই কৃষ্ণভক্তি লাভ হয়। চৈতন্য বলিলেন যে আপনারা যাহা বলেন তাহাই সত্য। আপনারা যখন আমাকে কৃপা করিয়াছেন, তখন আমার জীবন ধন্য। আপনারা আমাকে রক্ষা করিলে কালেও আমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। পাষণ্ডীগণ কোন্ ছার। আপনারা গৃহে গিয়া মুখে কৃষ্ণচন্দ্রের গুণ কীর্ত্তন করুন। প্রভু কখনই ভক্তদিগের দুঃখ সহ্য করিতে পারেন না। আমাকে আপনাদের সেবক বলিয়া জানিবেন, আমাকে সেবক বলিতে কখনই বিস্মৃত হইবেন না। ইহা বলিয়া চৈতন্য সকলের পদ ধূলি গ্রহণ করিল ভক্তগণ প্রাণ ভরিয়া চৈতন্যকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। চৈতন্য এইরূপে ভক্তদিগের নিকট ভক্তি ভিক্ষা করিয়া আনন্দ মনে গঙ্গাস্নান করিয়া প্রেম পুলকিত হৃদয়ে গৃহে গমন করিলেন। ভক্ত না হইলে ভক্তের মর্য্যাদা কেহ বুঝিতে পারে না। চৈতন্য এত বড় তেজস্বী পণ্ডিত হইয়াও কেমন বিনয়ের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন। ভক্ত বৈষ্ণবদিগের পদতলে বসিয়া আমাদিগকেও বিনয় ভক্তি শিক্ষা করিতে হইবে।

মুসলমান ধর্ম্মপুস্তক হইতে

রোজা (ইন্দ্রিয় সংযমন ব্রত।)

মনুষ্য যে কেবল ভোজন পান স্ত্রী সংসর্গ পরিত্যাগ করিবে, উচ্চ রোজার উদ্দেশ্য তাহা নয়। সমুদায় ইন্দ্রিয়কে সংযত রাখাই এই রোজার উদ্দেশ্য। কয়েকটী বিষয়ে তাহা পূর্ণ হয়। যাহা দেখিলে হৃদয় ঈশ্বর হইতে বিচ্যুত হয়, চক্ষুকে তাহা হইতে নিরস্ত রাখা। বস্তুতঃ এরূপ বস্তুর প্রতি দৃষ্টি করিবে না, যাহা দর্শনে মনে কুভাবের উদয় হয়। দ্বিতীয়তঃ অনর্থ অনুপকারী বিষয়ের প্রসঙ্গ হইতে জিহ্বাকে সংযত রাখা। ঈশ্বর প্রসঙ্গ ও ধর্ম্ম পুস্তকের অধ্যয়নে নিযুক্ত হওয়া অন্যথা নীরব থাকা চাই। বাগ্বিতণ্ডাও অনর্থ আলাপের মধ্যে গণ্য। তৃতীয়তঃ কুকথা শ্রবণ হইতে কর্ণকে নিবৃত্ত রাখা; যে কথা বলা উচিত নয় তাহা শ্রবণ করাও উচিত নয়। মিথ্যা বাক্য এবং পরনিন্দার শ্রোতাও বক্তার ন্যায় অপরাধী। চতুর্থতঃ হস্ত পদাদিকে অযোগ্য ব্যাপার হইতে সংযত রাখা। পঞ্চমতঃ কোন অবৈধ বস্তু ভক্ষণ না করা। যে সকল ব্রতধারী অবৈধাচরণ করে তাহাদের ক্ষুধা তৃষ্ণার কষ্ট ভোগ ব্যতীত ব্রত পালনে অন্য কোন ফল নাই।

আপন হৃদয়কে ঈশ্বর ব্যতীত যাহা কিছু তাহা হইতে সংযত রাখা উচ্চতম রোজার উদ্দেশ্য। আপনাকে সম্পূর্ণরূপে পরমেশ্বরে সমর্পণ করা চাই। ঈশ্বর ব্যতীত যাহা কিছু—কি আন্তরিক কি বাহ্যিক ভাবে—তাহা হইতে নিবৃত্ত হওয়া ও দূরে থাকা চাই। ঈশ্বরের বাণী ও ঈশ্বর সম্বন্ধীয় কথা ভিন্ন যখন অন্য বিষয়ে মনঃসংযোগ করিবে তখনই এই ব্রত ভঙ্গ হইবে।

আক্‌সির্ হেদায়ত।

উপদেশ দানের অধিকার।

যখন ঋষি হম্‌দুন্ কচ্ছারের কার্য্যকলাপ গৌরবান্বিত ও তাঁহার খ্যাতি সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল, তখন নেশাপুরের প্রধান প্রধান লোক আসিয়া তাঁহাকে এই অনুরোধ করিল যে তুমি সভা আহ্বান করিয়া কিছু বল, লোকদিগকে তোমার উপদেশ দান করা কর্ত্তব্য, যেহেতু তোমার কথায় লোকের উপকার হইবে। তিনি বলিলেন, "আমার উপদেশ দানের অধিকার নাই, যেহেতু আমার মন বিষয় মানে আবদ্ধ আছে, আমার বাক্যে তোমাদের উপকার হইবে না, হৃদয়ে সংক্রামিত হইবে না। যে উপদেশ অন্তরে লব্ধ প্রবেশ না হয়, তাহা বলা কেবল বিদ্যার প্রতি উপহাস করা ও সরিয়তের (পরিত্রাণ বিধির) প্রতি অবমাননা করা হয়। উপদেশ দান করা তাঁহার সম্বন্ধেই যুক্ত বটে, যাহার মৌনভাব ধর্ম্মোন্নতির হানি হইয়া থাকে। পরন্তু যাহার বাক্যে জীবনী শক্তি নাই, ধর্ম্মোপদেশ দান তাঁহার কর্ত্তব্য নয়"। কেহ জিজ্ঞাসা করিল যে সেই জীবনী শক্তির লক্ষণ কি? হম্‌দুন কচ্ছার বলিলেন, "যাহা বলা হইবে তাহার আর পুনরুক্তি হইবে না এবং অতঃপর কি বলিব ইহা ভাবিয়া স্থির করিতে হইবে না। স্বর্গলোক হইতে কথা উৎপন্ন হইবে, যে পর্য্যন্ত তথা হইতে কথা আসিবে সে পর্য্যন্ত বলিবে। আপনার ভাব চিন্তাকে তাহার মধ্যে রাখিবে না।" "প্রাচীন কালের উপদেশ বাক্য সকল এইক্ষণও কেন ফলোপদায়ক হইতেছে?" ঋষি বলিলেন, "পূর্ব্বকালীন উপদেষ্টৃগণ যাহা বলিয়া গিয়াছেন ধর্ম্মপরায়ণ লোকদিগের গৌরবের জন্য, ঈশ্বরের প্রসন্নতার জন্য, পরিত্রাণের জন্য বলিয়াছেন। আমরা বলি সাংসারিক ভাবে, আত্মগৌরবের জন্য, লোকরঞ্জনের জন্য।

তজকুকর তল্ আওলিয়া।

শ্রীমদ্ভাগবত

পিবন্তি যে ভগবতআত্মনঃ সতাং
কথামৃতং শ্রবণপুটেষু সম্ভৃতং
পুনন্তি তে বিষয়বিদূষিতাশয়ং
ব্রজন্তি তচ্চরণসরোরুহান্তিকং

যাঁহারা ভক্তগণের সঙ্গে বসিয়া পরমাত্মার কথামৃত পান করেন, তাঁহারা আপনাদের বিষয় কলুষিত চিত্তকে পবিত্র করেন এবং তাঁহার চরণারবিন্দ লাভ করেন।

যচ্চ ব্রজন্ত্যনিমিষামৃষভানু বৃত্ত্যা
দূরে যমাহ্যুপরি নঃ স্পৃহনীয় শীলাঃ
ভর্ত্তুর্মিথঃ সুযশকথানুরাগ
বৈক্লব্যবাষ্পকলয়া পুলকীকৃতাঙ্গাঃ

ভক্তগণ স্বভাবতঃ যে দেবতাকে তদীয় স্বভাবের অনুকরণ প্রয়াসী হইয়া লাভ করেন, তাঁহারা সেই প্রভুর গুণানুবাদে অনুরাগী ও আনন্দাশ্রু পূর্ণ হইয়া পুলকিত হয়েন।

তৈস্তান্যঘানি পূয়ন্তে তপোদান ব্রতাদিভিঃ
নাধর্ম্মজং তদ্ধৃদয়ং তদপীশাঙ্ঘ্রি সেবয়া

সাধকগণ তপ দান ও ব্রতাদি দ্বারা দূষিত কার্য্যকে পবিত্র করেন, কিন্তু কলুষিত হৃদয়কে পবিত্র করিতে পারেন না, তাহা কেবল ঈশ্বরের পদ সেবাতেই পবিত্র হইয়া থাকে।

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি শ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি পরে দৃষ্টে খিলাত্মনি

সমুদায় বিশ্বের অন্তরাত্মা পরমাত্মাকে দর্শন করিলে সাধকের হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হইয়া যায়, সকল সংশয় বিদূরিত হয় এবং বিষয় কর্ম্ম ক্ষয় হয়।

পরস্পরানুকথনং পাবনং ভগবদ্যশঃ
মিথোরতি র্মিথস্তুষ্টি র্নিবৃতি র্মিথ আত্মনঃ

ঈশ্বরের পবিত্র যশের কথা পরস্পরের নিকট কহিবে, পরস্পরের সহিত মিলনে আত্মার অনুরাগ সন্তোষ ও শান্তি হইবে।

কর্ম্মণা মনসা বাচা সর্ব্বভূতেষু সৌহৃদং
বিদ্যাবিবেকসম্পন্নাঃশীল মেতদ্বিদুর্বুধঃ

ব্রহ্মজ্ঞান ও বিবেকসম্পন্ন সাধকগণ কায়মনো বাক্যে সমুদায় মনুষ্যের প্রতি বন্ধু ব্যবহার করেন।

তাবৎ সমোদতে স্বর্গে যাবৎ পুণ্যং সমাপ্যতে
ক্ষীণপুণ্যঃ পতত্যর্ব্বাগনিচ্ছন্ কাল চালিতঃ

যাবৎ পুণ্য শেষ না হয় তাবৎ মনুষ্য স্বর্গে সুখ ভোগ করে, কিন্তু পুণ্য ক্ষয় হইলেই অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহার কালক্রমে পতন হয়।

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ

যিনি সমুদয় মনুষ্যের মধ্যে স্বীয় পরমেশ্বরকে এবং পরমাত্মাতে সমস্ত মনুষ্যকে দর্শন করেন তিনি ভক্তগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

কচি দ্রুদন্ত্যচ্যুত চিন্তয়া কচি
দ্ধসন্তি নন্দন্তি বদন্ত্যলৌলিকাঃ
নৃত্যন্তি গায়ন্ত্যনুশীলয়ন্ত্যজং
ভবন্তি তুষ্ণিং পরমেত্য নির্বৃতাঃ

ভক্তগণ সেই অবিনাশী ঈশ্বরের চিন্তনে কখন রোদন করেন, কখন হাস্য করেন, কখন আনন্দিত হন, কখন অলৌকিক কথা বলেন, কখন নৃত্য করেন, কখন তাঁহার নাম গান করেন, কখন তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিতে করিতে অশ্রুবিসর্জ্জন করেন।

যস্তু শ্রদ্দয়া শ্রুতবত্যাচ ভক্ত্যা
সংমৃজ্যমানে হৃদয়েঽবধায়॥
জ্ঞানেন বৈরাগ্যবলেন ধীরাঃ
ব্রজেমতত্তেঽঙ্ঘ্রি সরোজপীঠং

ধীর ব্যক্তিরা ঈশ্বরকে শ্রদ্ধা জ্ঞান ও ভক্তি সহকারে অন্বেষণপূর্ব্বক হৃদয়ে প্রতীতি করিয়া জ্ঞান বৈরাগ্য বলে তাঁহার চরণপদ্ম লাভ করেন।

যদৃচ্ছয়োপপন্নান্ন মদ্যাচ্ছ্রেষ্ঠ মুতাপরং
তথা বাস স্তথা শয্যাং প্রাপ্তং প্রাপ্তং ভজেন্মুনিঃ

আপনা হইতে যে অন্ন উপস্থিত হয় তাহা ভাল হউক বা মন্দ হউক ভোজন করিবে। মুনি যেরূপ বস্ত্র ও শয্যা প্রাপ্ত হন তাহাই গ্রহণ করেন।

মুনিঃ প্রশন্ন গম্ভীরো দুর্বিগাহ্য দুরত্যয়ঃ
অনন্ত পারোহ্য ক্ষোভ্য স্তিমিতোদ ইবার্ণবঃ।

যোগী প্রশান্ত সমুদ্রের ন্যায় স্থির গম্ভীর দুরবগাহ্য, অক্ষয়, ও অপার, এবং তিনি কিছুতেই ক্ষুব্ধ হয়েন না।

সমৃদ্ধকামো হীনো বা নারায়ণপরোমুনিঃ
নোৎসর্পেত ন শুষ্যেত সরিদ্ভিরিব সাগরঃ

সাগর যেমন নদীর জলে বৃদ্ধিও হয় না ও শুষ্কও হয় না ; তদ্রূপ ভগবদ্ভক্ত যোগী কাম্য বস্তু লাভ করিলে বা তাহা হইতে বঞ্চিত হইলে তাঁহার ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না।

অপ্রমত্তো গভীরাত্মা ধৃতিমান্ জিতষড়্গুণঃ
অমানী মানদঃ কল্যো মৈত্রঃ কারুণিকঃ কবিঃ

ভক্ত অপ্রমত্ত গভীরাত্মা ধৈর্য্যবান্ ; ক্ষুধা তৃষ্ণা শোক মোহ জরা মৃত্যু তাঁহার বশীভূত ; তিনি নিজে অমানী হইয়াও অপরকে সম্মান দান করেন। তিনি সুদক্ষ, সকলের মিত্র, দয়ালু, ও জ্ঞানবান্।

কথং বিনা রোমহর্ষং দ্রবতা চেতসা বিনা
বিনানন্দাশ্রু কলয়া শুধ্যেদ্ভক্ত্যাবিনাশয়ঃ

ভক্তি বিনা শরীর রোমাঞ্চিত হয় না, চিত্ত আর্দ্র হয় না, আনন্দাশ্রু নিপতিত হয় না ও মন শুদ্ধ হয় না।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

মাসিক সমাজ।

প্রাতঃকাল, রবিবার, ৩১ শ্রাবণ, ১৭৯৭ শক।

জগৎ বিস্ময় স্থান বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। কি

প্রাচীন, কি আধুনিক, সকল দেশের এবং সকল কালের ভক্ত সাধকেরাই এই পৃথিবীকে বিঘ্নময় স্থান বলয়া প্রচার করিয়াছেন। এই সুবিস্তীর্ণ ভয়ের রাজ্য মধ্যে এক হস্ত স্থান আমাদের পক্ষে নিরাপদ। অভয় এক হস্ত পরিমাণ স্থানে, আর ভয় সমুদয় পৃথিবীতে। যদি নিরাপদে থাকিতে চাও, তবে সেই স্থান টুকু অধিকার করিয়া থাকিবে। যদি অভেদ্য প্রাচীর দ্বারা বেস্টন করিয়া সেই এক হস্ত পরিমাণ স্থান মধ্যে দুর্ব্বল ভীরু আত্মাকে রাখা যায় তাহার ভয় নাই। অত্যন্ত সংকীর্ণ স্থান, তন্মধ্যে স্বাধীন ভাবে বিচরণ করা যায় না। সেই স্থানটী কি তাহা জানিবার জন্য সাধক ব্যাকুল। যে স্থান টুকুর মধ্যে বসিয়া আমরা ঈশ্বরের উপাসনা করি, ইহা সেই স্থান। যতক্ষণ, "সত্যং" বলিয়া আরম্ভ করিয়া সাধক উপাসনা করেন ততক্ষণ তাঁহার মনের ভিতরে সমুদয় সাধুভাব প্রস্ফুটিত হয়; যতক্ষণ অতি গম্ভীর ভাবে তিনি সেই স্থানে বসিয়া থাকেন, তিনি নির্ভয়, নিরাপদ। কিন্তু যাই সেই গণ্ডীর অর্দ্ধ হস্ত বাহিরে আসিলেন, দেখিলেন সেখানে আর একটী রাজ্য, সেখানকার বিধি শাসন সকই স্বতন্ত্র, সেখানে অনেক কষ্ট, চেষ্টা করিয়া হয়ত ইন্দ্রিয় শাসন করিতে পারেন; কিন্তু সেই নিরাপদ রাজ্যে আর তিনি নাই। সেই উপাসনা স্থানে যতক্ষণ ঈশ্বরের নাম করিবে, ততক্ষণ নিরাপদ। এ কথা বলিতে পার না, উপাসনা গণ্ডীর মধ্যে বসিলেই একবারে আত্মার গভীরতম স্থান নির্ম্মল হইয়া গেল; কিন্তু সেই দাগের মধ্যে স্বর্গ আসিয়া অবতীর্ণ হয়। সেই স্থান পৃথিবী নহে। সেই স্থানে বসিলেই, বিঘ্নময় জগৎ, অরণ্য সমান সংসার তোমার নিচে পড়িয়া রহিল। সেই স্থানে যতক্ষণ বসিতে পার ততক্ষণ লাভ। আমাদের সৌভাগ্য যে এই পৃথিবীর মধ্যে অন্ততঃ এক হস্ত স্থানও পাওয়া যায় যাহাকে স্বর্গ বলিতে পারি। সেই স্থানটুকু শুদ্ধ। দয়াল নাম প্রতিষ্ঠিত হও, সত্যং জ্ঞানমনন্তং প্রতিষ্ঠিত হও, সাধকের এই সকল মন্ত্র পাঠ দ্বারা সেই স্থান পবিত্র হইল। সেই স্থানে ঈশ্বরের জন্য বসিয়া আছ ঈশ্বর তাহা বুঝিলেন। সেই স্থানে মন চঞ্চলতা বিহীন। মনের সেই গাম্ভীর্য্য, সেই একাগ্রতার ভিতরে ঈশ্বর আসিয়া তাঁহার কার্য্য করিয়া লইলেন। সেই স্থানটুক তোমার স্থান, আর এই শত শত ক্রোশ স্থান তোমার নহে। এই টুকু স্থানের ভিতর যখন বসিলে তখন ঈশ্বরের আদেশ, প্রত্যাদেশ স্রোতের ন্যায় তোমার আত্মার মধ্যে আসিতে লাগিল। সেই স্থান হইতে তুমি পাপ বিদায় করিয়া দিলে, ঈশ্বর তাহা স্বর্গের নিয়মাধীন করিয়া লইলেন। সেই স্থানে বসিয়া যখন সাধক ঈশ্বরের দিকে তাকাইলেন "দেখিলেন সকল পবিত্র হইয়াছে, যে দিকে দেখেন, সেই দিকেই ঈশ্বর, চারিদিক শুদ্ধ, সেই চারি দিক্ মধুময়। এমনই এক হস্ত পরিমিত স্থানের মাহাত্ম্য, এমনই সেই স্থানের গুণ, যে এখানে বসিলেই আত্মা সকল বস্তু হইতে মধু আহরণ করে। পৃথিবীতে দৈত্য, দানব, রাক্ষস, প্রলোভন বিপদ আছে; কিন্তু সেই গণ্ডীর বাহিরে তাহাদের অধিকার। তাহারা এই গণ্ডীর ভিতর হইতে কোন সাধককে লইয়া যাইতে পারে না। সাবধান! বাহিরে গেলেই মারা যাইবে। যদি অত্যন্ত দুর্ব্বল হও, আরও দৃঢ় হইয়া ঐ গণ্ডীর মধ্যে বসিয়া থাক। পৃথিবীর শত্রুরা কখন সেই স্থানে যাইতে পারে নাই, কখন যাইতে পারিবে না। চিরকালই ঈশ্বরের আজ্ঞা দ্বারা সেই স্থানে তাহাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ রহিয়াছে। যদি চিরকাল সেই স্থানে থাকি তবে অভয় থাকিব; কিন্তু নির্ব্বোধ মনুষ্য বাহির হয়। তোমরা রামায়ণের আখ্যায়িকায় শুনিয়াছ সীতা যতক্ষণ গণ্ডীর মধ্যে ছিলেন, ততক্ষণ দুর্দ্দান্ত রাবণ তাঁহাকে ছুঁইতে পারে নাই; কিন্তু যাই সীতা গণ্ডী হইতে বাহির হইলেন তিনি শত্রু কর্ত্তৃক অধিকৃত হইলেন। তোমার চরিত্র সীতার ন্যায় নির্ম্মল; কিন্তু তুমি যদি গণ্ডীর বাহিরে যাও নিশ্চয়ই শত্রু তোমাকে বধ করিবে। গণ্ডীর বাহিরে সেই দুর্দ্দান্ত রাবণ তোমাকে ধৃত করিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে। প্রাণ যদি রক্ষা করিতে চাও ঐ গণ্ডীর মধ্যে পড়িয়া থাকিবে। ঈশ্বর যেখানে ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন করিয়াছেন, সেই স্থান নিরাপদ। এই চিহ্নিত নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসিয়া থাকি, শত্রু সহস্র প্রলোভন বিভীষিকা দেখাক না কেন? কিছুতেই কৃতকার্য্য হইবে না। ঐখানে আমি অটল পর্ব্বতের ন্যায় স্থির হইয়া থাকিব। এক চুলমাত্র ব্যবধান; কিন্তু দেখ দৈত্য রাবণ এখানে সাহস করিয়া আসিয়া তোমাকে স্পর্শ করিতে পারে না। অতি সাধু যাঁহারা তাঁহাদিগকেও এই গণ্ডীর বাহিরে দৈত্য ধরিবে, দৈত্য ইহার চারিদিকে ফিরিতেছে। পৃথিবীর এমনি মোহিনী শক্তি আছে যে ঐ গণ্ডীর বাহিরে পাইলেই, তোমাকে ধরিয়া ফেলিবে। তুমি ধর্ম্ম পালনের জন্য ভিক্ষা দিতে যাইতেছ, তুমি সাধক মধ্যে পরিগণিত, শুদ্ধ দয়াব্রত সাধন করিতে তুমি কেবল ভিখারীকে ভিক্ষা দিতে যাইতেছ; কিন্তু যাই তুমি গণ্ডীর বাহিরে গিয়াছ, তৎক্ষণাৎ তোমাকে পাপ রাক্ষস ধরিয়া ফেলিল। অতএব বলিতেছি, পরোপকার করিতে গণ্ডীর বাহিরে যাইও না। তুমি মনে করিতেছ এক জন ভিক্ষুক তোমার দয়ার প্রতীক্ষা করিতেছে; কিন্তু সে ভিক্ষুক নহে, সে ভিক্ষুক বেশে, দৈত্য রাক্ষস। তুমি উপাসনা ছাড়িয়া দয়া করিতে গেলে, ভিক্ষুককে অন্ন দিতে গেলে, পরোপকার করিতে গেলে; কিন্তু আপনার সর্ব্বনাশ করিলে। সীতার আখ্যায়িকা পাঠ করিলে আমাদের অনেক শিক্ষা হইবে। গণ্ডীর ভিতরে থাকিয়া ভীরু আত্মা দৈত্যদিগের ভয়ে হয়ত এক এক বার প্রাণেশ্বর! বিপদ

কালে কোথায় রহিলে? প্রাণেশ্বর! বিপদ কালে কোথায় রহিলে? এবার বুঝি গেলাম, এই টুকু স্থানের এ দিকে যদি দৈত্যেরা হাত বাড়ায় মরিব; কিন্তু ঈশ্বরের আজ্ঞায় দৈত্যেরা ঐ গণ্ডীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া সাধককে ধরিতে পারিবে না। গণ্ডীর বাহিরে একটা না পাঁচটা দৈত্যও যদি দশ মুণ্ড লইয়া ভয় দেখায়,তথাপি সাধকের ভয় নাই; কিন্তু দেখ রাবণ যখন আপনার মূর্ত্তি ছাড়িয়া দয়া উদ্দীপন করিবার জন্য ভিখারীর বেশ ধারণ করে, যখন ভয়ঙ্কর ভাব পরিত্যাগ করিয়া প্রলোভন মূর্ত্তি গ্রহণ করে, তখনই সর্ব্বনাশ। ছদ্মবেশী রাক্ষসকে যদি ভিখারী মনে করি তাহা হইলেই আমাদের মৃত্যু। যদি মনে করি কেবল উপাসনার গণ্ডীর মধ্যে থাকিলে চলিবে কেন, স্ত্রী, পুত্র, ভাই ভগ্নী দুঃখ পাইতেছে, তাহাদের দুঃখ মোচন করা আমাদের কর্ত্তব্য; যেমন ঈশ্বরকে পূজা দিব তেমনই তাঁহার এ সকল প্রিয় কার্য্য সাধন করিতে হইবে। এই প্রিয় কার্য্য সাধনই কারণ। এই আমাদের মরণের কারণ, ইহাতেই আমাদের সর্ব্বনাশ হয়। এই যে লোকে বলে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কতক্ষণ পূজা করিবে? সেবা করিবে কখন? প্রভুর প্রিয় কার্য্য সাধন করিবে কখন? ইহাতেই সীতা হরণ হয়। গণ্ডীর অর্দ্ধ হস্ত বাহিরে গেলে কেবল যে তোমার অনধিকার চর্চ্চা হয় তাহা নহে, কিন্তু তাহাতে নিশ্চয় পতন। সেই গণ্ডীর মধ্যস্থিত এক হস্ত পরিমাণ স্থান ভিন্ন এই বিষময় জগতে আর তোমার স্থান নাই। অন্য স্থান বিষ, তোমার পক্ষে মৃত্যু, শ্মশান্। ঐ গণ্ডীর মধ্যে বসিয়া দয়াল দয়াল বল, প্রভুকে বল, আমি বাহিরে যাইব না, সেখানে রাবণের ভয়। এইরূপে যতই দয়াল দয়াল বলিয়া তাঁহার চরণ তলে পড়িয়া থাকিবে, ততই উপাসনার স্থানের প্রতি অনুরাগ হইবে। যদি কোন আসন শিরোধার্য্য থাকে তাহা উপাসনার স্থান। প্রতিজ্ঞা কর এই তীর্থ স্থান হইতে যাইব না, এই তীর্থ স্থানে বসিয়া চিরকাল ঈশ্বরের পূজা করিব, ঈশ্বরকে সম্ভোগ করিব। এই স্থানের বাহিরে যাইব না, কেন না বাহিরে গেলেই শক্ররা আক্রমণ করিবে। তোমরা বলিবে ঈশ্বরের উপাসনা শেষ হইল, এখন চল অমুক দেশের উপকার করিতে যাই; তোমাদের ইচ্ছা হয় যাও, আমি যাইতে পারি না, আমি সেখানে গেলেই মরিব। আমি উপাসনা করিত আসিয়াছি, উপাসনা করিব। এই উপাসনা গণ্ডী ছাড়িয়া এক চুল এদিক্ ওদিক্ যাইব না। এখানে বসিয়া থাকিলে আমার নিশ্চিত মঙ্গল হইবেই হইবে। অতএব সাধক! অতি সুন্দর স্থানও যদি দেখিতে পাও, তথাপি এই সংকীর্ণ স্থান ছাড়িয়া যাইও না; অগ্নি যদি অতি সুন্দর বেশ ধরিয়া ভিখারী আসে, তথাপি এই গণ্ডী ছাড়িও না। কেমন সুখের স্থান সেইটী যেখানে বসিয়া প্রাণারামের সঙ্গে থাকি! এই সংকীর্ণ গণ্ডীর বাহিরে গেলে কল্পনা করিতে পায়, একটু স্ফূর্ত্তি হয়, একটু স্বাধীনতা হয়; কিন্তু এই দাগের মধ্যে সঙ্কুচিত হইয়া হস্ত পদ বদ্ধ করিয়া রাখিলে আত্মার হস্ত পদ সঞ্চালিত হইবে। চক্ষু, কর্ণ, রসনা, হস্ত পদ সকলই ভিতরে গেলে, ভিতরের রাজ্য খুলিয়া যাইবে। সেই গণ্ডীর ভিতরে, সেই এক হাত স্থানে শরীরকে রাখিতে প্রথমতঃ কষ্ট হয়, কিন্তু আত্মা শিশুই ভিতরের দিকে যাইয়া, অন্তরাকাশের নব নব গ্রহ তারা আবিষ্কার করিয়া ধর্ম্মরাজ্যের জ্যোতিষ শাস্ত্র রচনা করে। সেই খানে ক্রমাগত আত্মা নূতন নূতন সত্য লাভ করে, নূতন নূতন শব্দ শুনিতে পায়, এবং ক্রমাগত বিস্তীর্ণ ধর্ম্মরাজ্যে বিচরণ করে। আত্মা এই নূতন রাজ্যে প্রবেশ করিয়া বাঁচিল, হৃদয়ের ভিতরে হৃদয়নাথকে পাইল, প্রাণের ভিতরে প্রাণারামকে লাভ করিল। প্রভুর কৃপায় অনেক রাজ্য পাইলেন জানিয়া সাধক কৃতার্থ হইলেন। অতএব সেই এক হস্ত পরিমিত নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসিয়া সেই নূতন রাজ্যে প্রবেশ কর, যেখানে নূতন বল নূতন আনন্দ পাইয়া কৃতার্থ হইবে।

সিন্দূরিয়া পটী ব্রাহ্মসমাজ।

আচার্য্যের উপদেশ।

১১ই অগ্রহায়ণ, ১৭৯৭ শক।

ফুল চাই ফল চাই, ধর্ম্ম উদ্যানে ফুল ফল উভয়ই লাভ করা যায়, একটী ছাড়িয়া অপরটী গ্রহণ করিতে প্রার্থনা করি না। ফল নাই ফুল আছে, অথবা ফুল নাই ফল আছে ইহা সাধকের প্রার্থনা বিরুদ্ধ। যে উদ্যানে কেবল ফুল আছে ফল নাই, তাহা প্রকৃত ধর্ম্মোদ্যান নহে। যে হৃদয়ে ফুল প্রস্ফুটিত হয়, কিন্তু ফল প্রসূত হয় না তাহা ভক্ত হৃদয় নহে। ফুল দিব ফল লইব ভক্তের এই প্রার্থনা। তিনি বলেন, যেমন আমি সুন্দর সুকোমল লাবণ্যযুক্ত ফুল পরমেশ্বরের চরণে অর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইব তেমনি তিনি আমাকে ফল প্রদান করিয়া পোষণ এবং সবল করিবেন। তাঁহার নিকট আমি পুণ্য ফল চাই। ঈশ্বরকে দিব প্রেম ফুল, আর নিজের জন্য রাখিব পুণ্য ফল। সেই সাধনই যথার্থ সাধন যাহাতে এইরূপ ফুল ফল প্রসূত হয়, তদ্ভিন্ন সমুদায় সাধন মিথ্যা। বিফল সাধন কে চায়? আমরা কি হৃদয়কে নীরস মরুভূমি করিবার জন্য সাধন করিব? অথবা এই জন্য কি সাধন করিব যে কেবল পুষ্পেতে হৃদয় উদ্যান পরিশোভিত হইবে? যদি হৃদয়ের ক্ষুধা, আত্মার দুর্ব্বলতা না যায় তবে কি মৈত্রেয়ির ন্যায় এই কথা বলিব না যে, যাহাতে আমি অমৃত না পাই তাহা লইয়া আমি কি করিব? উপাসনা করিয়া যদি

ইন্দ্রিয় দমন না হয়, পাপজীবন যেমন তেমনি থাকে, তবে সাধন করিয়া লাভ কি? দুর্ব্বল ভিক্ষুক আত্মা তাঁহার কাছে কতকগুলি প্রেম ফুল দিলে তাহার বাসনা পূর্ণ হয় না। যাহারা কঠোর ধর্ম্ম সাধন করে, তাহাদের হৃদয়ে ফুল প্রস্ফুটিত হয় না, কি দিয়া তাহারা ঈশ্বরের পূজা করিবে? যখন উপাসকের নিকট দেবদেবের সমাগম হইল তখন তাহার শুষ্ক আত্মা কি দিয়া তাঁহার পূজা করিবে স্থির করিতে না পারিয়া দুঃখ বিষাদে পলায়ন করে। কি দিয়া সে পূজা করিবে? উপকরণ নাই কি দিবে? এমন উপাসনা আমরা চাই না। যতবার ঈশ্বর হৃদয়ে আসিবেন তত বার তাঁহাকে নব নব পুষ্পে পূজা করিব। কিন্তু চির দিন সেরূপ থাকে না, পাঁচ কিম্বা দশ বৎসর পরে তাহা শুষ্ক হইয়া যায়। কিছু দিন পরে এক প্রকার কীট আসিয়া সেই পুষ্পকে নষ্ট করিয়া দেয়। কিম্বা সংসারের বিষম উৎপাত এবং রৌদ্রে তাহাকে এমন শুষ্ক করিয়া ফেলে যে তাহার আর সৌন্দর্য্য লাবণ্য কিছুই থাকে না। তখন আর কি তাহা দ্বারা প্রেমময়ের চরণ পূজা করা যায়? দশ বৎসর কেন পঞ্চাশ বৎসর ক্রমাগত নূতন নূতন ফুলে প্রেমময়ের চরণ পূজা করিতে হইবে। আমি যে কথা বলিয়া পূজা করি তাহা সরস ফুলের মত কি না তাহা দেখিতে হইবে। আমি কতকগুলি নীরস সামগ্রী পাথর দিয়া পূজা করি, কি সুকোমল প্রেম ভক্তির ফুলে পূজা করি জীবনের প্রমাণের দ্বারা তাহা বুঝা যাইবে। হৃদয় আপনিই বলিয়া দিবে যে তোমার প্রেম ফুল শুকাইয়া গিয়াছে। যদি ভক্ত হই হৃদয় বলিয়া দিবে তোমার হৃদয় এখন শুষ্ক হয় নাই। ব্রাহ্ম! তুমি এরূপ প্রতিজ্ঞা কর যে এমন দিন আসিবে না যখন তুমি শুষ্ক হৃদয়ে বসিয়া খেদ করিবে। এমনটী হওয়া চাই যে, যতই ঈশ্বর চরণে প্রতি দিন ফুল দিব ততই দেখিব আবার শত শত ফুল ফুটিয়া আছে। কখন ফুরাইবে না। এই তাঁহাকে ফুল দিলে দুই মিনিট পরে আবার দেখিলে যে হৃদয় উদ্যান পূর্ণ হইয়াছে। যদি এই রূপে প্রতিদিন পূজা করিতে পারি তবে আমাদের সাধন করা সার্থক। কিন্তু কেবল ফুল দিলে কি হইবে? ক্ষুধা দুর্ব্বলতা কিরূপে দূর হইবে? আমি যদি চির দিন পাপী রহিলাম, দুর্ভিক্ষের মধ্যে পড়িয়া হাহাকার করিলাম, পুণ্যের ক্ষুধা আমার না শান্তি হইল তবে আর আমার আশা পূর্ণ হইল কৈ? যখনই আমি আমাকে দেখি তখনই দেখি যে ক্ষুধায় কাতর দুর্ব্বল। আমি কাঙ্গাল হইয়া রহিয়াছি। যেমন ঈশ্বরকে ফুল দিলাম তিনি তেমনি আমাকে ফল দিলেন। ফুল দিলাম ফল রাখিলাম এই রূপ না হইলে নিশ্চিন্ত হইতে পারি না। যাহাতে পাপ যায়, ইন্দ্রিয় দমন হয় তাহার জন্য যত প্রকার উপায় আছে গ্রহণ করিতে হইবে। যদি বুঝিতে পারি সমস্ত কলঙ্ক চলিয়া যাইতেছে তবে সুখ হইতে পারে। কল্য অপেক্ষা অদ্য চিন্তা বাক্য কার্য্য শুদ্ধ হইতেছে যদি ইহা হয় তবে বুঝিতে পারি পবিত্র স্বরূপ জাগ্রৎ ঈশ্বরের পূজা করিতেছি। ভিতরে পাপ লুক্কায়িত রহিল উপরে প্রেম ফুল ঢাকা দিলাম ইহা কখন হওয়া উচিত নহে। যথার্থ প্রেম ফুলের সঙ্গে পুণ্য ফল অবশ্যই থাকিবে। যদি তাহা না হয় তবে আমাদিগকে কাঁদিতে হইবে। অতএব ব্রাহ্মগণ! প্রেমের সঙ্গে পুণ্য সঞ্চয় কর। যদি প্রাণের সহিত এত বড় ঈশ্বরের শরণাপন্ন হই তাহা হইলে কি আর পুণ্য লাভের ভাবনা থাকে? ব্যাকুল হইয়া তাঁহার পদে পতিত হইলে তিনি পুণ্যদান করিবেন। প্রতি দিন তাঁহার কাছে আসিব আর পুণ্যবান্ হইব। ব্রাহ্মগণ, এমন সাধন কর যাহাতে প্রেম পুণ্য উভয় লাভ হয়। সরস উপাসনা হইলে চিত্ত নির্ম্মল হইবে। প্রতি দিন এমন উদ্দেশ্য থাকিবে যাহাতে আমরা পুণ্য পথে অগ্রসর হইতে পারি। এ প্রকার সাধন না হইলে সকলই বৃথা। আইস সকলে প্রাণপনে কঠোর সাধনে নিযুক্ত হই। শরীর মন ইন্দ্রিয়দিগকে নিগ্রহ করিয়া এই দুই লক্ষ্য আমরা সাধন করিব। ঈশ্বর এবং ব্রাহ্মসমাজ সহায় হইয়া সমুদায় ব্রাহ্মকে প্রেম এবং পুণ্য পথে অগ্রেসর করুন।

সাদির উক্তি

হিতোপাখ্যান মালা হইতে।

একদা এক তপোধন সমুদায় রাত্রি ঈশ্বর সাধনা করিয়া প্রাতঃকালে করপুটে আশীর্ব্বাদ প্রার্থী হইয়াছিলেন। তখন স্বর্গীয় দূত তাঁহার কর্ণে এই কথা বলিল, "মনোরথ সফল হইল না, নিবৃত্ত হও, আপন ভাবনা যাইয়া ভাব, তোমার এই প্রার্থনা গৃহীত হইবার নয়। এই ক্ষণ বিষণ্ন বদনে প্রস্থান কর, অথবা এখানে থাকিয়া বৃথা আর্ত্তনাদ কর।" তপস্বী তাহাতে ভগ্নোদ্যম হইলেন না। অন্য রজনীতেও পরমেশ্বরের ধ্যান মনন ও গুণকীর্ত্তনে নেত্রকে বিশ্রাম দিলেন না। এক শিষ্য এই ব্যাপারের তত্ত্ব রাখিত, সে বলিল, "যখন দেখিলে তোমার প্রতি দ্বার উন্মুক্ত হইল না, তখন আর অনর্থক ক্লেশ কেন স্বীকার কর?" এতৎ শ্রবণে ঋষি নেত্রনীরে মুখমণ্ডল অভিসিক্ত করিয়া বলিলেন, "বৎস! ইহা মনে করিও না যে তিনি আমার প্রতি বিমুখ হইয়াছেন বলিয়া আমি তাঁহার অঞ্চলাবলম্বনে বিমুখ থাকিব। যদি এই পথ ব্যতীত অন্য পথ দেখিতে পাইতাম, তবে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যাইবার বিষয় ছিল। যখন কোন প্রার্থী কোন দ্বারে বিমুখ হয়, তখন তাহার কি দুঃখ যদি সে অন্য দ্বার দেখিতে পায়? এদিকে আমার পথ নাই শ্রবণ করিয়াছি বটে, কিন্তু অন্য দিকেও আমার জন্য কোন পথ নাই।" ঋষি এই মাত্র বলিলেন এবং

প্রিয়তম পরমেশ্বরের উদ্দেশে হত্যা দিয়া পড়িয়া রহিলেন। তখন অকস্মাৎ তিনি আত্মার কর্ণে এই বাণী শ্রবণ করিলেন, "গৃহীত হইবার জন্য তোমার নিজের কিন্তু কোন গুণ নাই, স্বীকার করিও। কেবল এই দীনতা ও ব্যাকুলতার জন্য গৃহীত হইলে। যখন আমা ভিন্ন অন্য আশ্রয় রাখ না, তখন আমার আশ্রয় পাইলে।"

মক্কা মন্দিরে এক জন প্রেমোন্মত্ত যে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিতেও আমার শরীর বিকম্পিত হয়। তিনি ব্যাকুল অন্তরে করুণ স্বরে দীন ভাবে এই বলিয়াছিলেন, "হে ঈশ্বর! আমাকে পরিত্যাগ করিও না, তাহা হইলে যে কেহই আর আশ্রয় দান করিবে না। কৃপা করিয়া আমাকে আহ্বান কর, অথবা দ্বার হইতে দূর করিয়া দেও, কিন্তু তোমার দ্বার ব্যতীত অন্য কোথাও আমার মস্তক রাখিবার স্থান নাই। তুমি জান, আমি উপায়হীন অকিঞ্চন, রিপুর আক্রমণে হীন বল হইয়াছি। কুপ্রবৃত্তি উচ্ছৃঙ্খল দুষ্ট পশু স্বরূপ, আমার জ্ঞান তাহাকে শাসন করিয়া উঠিতে পারে না। কে নিজ বলে পাপ প্রবৃত্তি ও ইন্দ্রিয়দিগের উপর জয় লাভ করিতে পারিয়াছে? পিপীলিকা কি ব্যাঘ্রের সহিত সংগ্রাম করিয়া উঠিতে পারে? যাহারা তোমার পথের যাত্রিক, সেই পুণ্যাত্মাদিগের দোহাই দিয়া বলি, হে ঈশ্বর! উপায় করিয়া দেও, রিপুগণের আক্রমণ হইতে আমাকে রক্ষা কর। হে পরমেশ্বর! তোমার অদ্বিতীয় স্বরূপ ও ঈশ্বরত্বের দোহাই! মৃত্যুজনক ভয়ঙ্কর আবর্ত্তের মধ্যে আমার সহায় হও। দ্বিতীয় ঈশ্বর আছেন, এই মিথ্যা কথা যেন আমি কখন স্বীকার না করি। প্রভো! আমি যেন লজ্জিত না হই। যাঁহারা তোমার সাধক, তাঁহাদের নিকটেও আশা আছে, যেহেতু তাঁহারা সাধনাহীনকে সাহায্য করেন। পুণ্যাত্মাদিগের দোহাই, অপুণ্য হইতে আমাকে দূরে রাখ, যে সকল অপরাধ হইয়াছে তাহা ক্ষমা কর। নিয়ত উপাসনাতে যাঁহাদের মস্তক অবনত, প্রভো! সেই সকল আচার্য্যের দোহাই দিয়া বলিতেছি যে, যে সমস্ত পাপ করিয়াছি, তজ্জনিত লজ্জায় আমি অধোমুখ হইয়া রহিয়াছি। সৌভাগ্যের মুখ দর্শনে আমার চক্ষুকে বন্ধ করিও না, অন্তিম কালে তোমার মহিমার পরিচয় দানে জিহ্বাকে রোধ করিও না, আমার গন্তব্য পথে বিশ্বাসের দীপ জ্বালিয়া রাখ, পাপ কার্য্য হইতে আমার হস্তকে নিবৃত্ত কর। যাহা দর্শনের যোগ্য নয়, চক্ষুকে তাহা দেখিতে দিও না। আমি একটী বিন্দু মাত্র বটি, অন্ধকারের মধ্যে আমার অস্তিত্বও মৃত্যু তুল্য। তোমার কৃপা সূর্য্যের এক বিন্দু জ্যোতিঃ আমার সম্বন্ধে প্রচুর। সেই জ্যোতিঃ ব্যতীত আমাকে কেহ দেখিতে পাইবে না। এক বার তুমি কৃপা করিলে পাপী পুণ্যাত্মা হয়। ভিক্ষুকের প্রতি রাজার একটুকু কৃপাই যথেষ্ট। যদ্যপি তুমি পাপের সমুচিত শাস্তি দান কর, উচ্চৈঃস্বরে বলিব, উহা তোমার ক্ষমা, আমার পাপের শাস্তি নয়। নাথ! আঘাত করিয়া করিয়া তোমার দ্বার হইতে আমাকে তাড়িত করিও না, অন্য দ্বারে যে আমার ভরসা আছে, এরূপ দেখিতেছি না। যদিচ অজ্ঞানতা প্রযুক্ত কিছুকাল তোমাকে অবহেলা করিয়াছি, প্রভো! এই ক্ষণ যে নিকটে আসিয়াছি, আমার প্রতি দ্বার বন্ধ করিও না। জীবন পাপে কলঙ্কিত কি ক্ষমা চাহিব? হে মহৈশ্বর্য্যবান্! দীনতা তোমার নিকটে উপস্থিত করিয়াছি, আমি দীনহীন আমার অপরাধ গণনা করিও না। দীনের প্রতি ধনীর স্বভাবতঃ দয়া হইয়া থাকে। অতএব আমার হীন অবস্থার জন্য আমি কেন রোদন করিব? যদিচ আমি দীনহীন, আমার আশ্রয়দাতা যে অতিশয় ধনী। হে ঈশ্বর! অবহেলা করিয়া আমি তোমার বিধি লঙ্ঘন করিয়াছি। আমা হইতে এইক্ষণ আর কি চেষ্টা উদ্যোগ হইবে? অপরাধের ক্ষমা চাওয়া, এই কথাটীই যথেষ্ট।

প্রত্যুত্তর।

গত ১লা অগ্রহায়ণের "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা" আমাদিগের উপর অযথা দোষারোপ করত কতকগুলি কল্পিত কথা প্রচার করিয়াছেন। কিছু দিন পূর্ব্বে একবার ১৬ই আষাঢ়ের ধর্ম্মতত্ত্বে যখন আমরা কলিকাতা সমাজের প্রচারিত পুস্তকের দ্বারা তাঁহাদের অসার আপত্তি সকল খণ্ডন এবং ভ্রম প্রদর্শন করিলাম তখন সম্পাদক আর কিছুই বলিতে পারিলেন না। এক্ষণে পুনরায় হিন্দু জাত্যাভিমানের পরিচয় দিয়া আমাদিগকে চৈতন্য সম্প্রদায়ের হিন্দু বলিয়া উপহাস করিয়াছেন। তত্ত্ববোধিনী যাঁহাদিগের প্রতিনিধিত্ব করেন তাঁহারা যদি উন্নত হিন্দুসমাজের লোক হইতে পারেন হউন, তদ্বিষয়ে আমরা কিছু বলিতে চাই না, হিন্দুসমাজই ইহার বিচার করিবেন। আমাদিগকে উচ্চ হিন্দু কুলোদ্ভব আর্য্যসন্তান বলিয়া পূর্ব্ব হইতেই সকলে জানেন, সুতরাং "আমরা হিন্দু" "আমরা হিন্দু" একথা এখন আর আমাদের বলিবার প্রয়োজন নাই, অভিলাষও নাই, যে কিঞ্চিৎ মিথ্যা অভিমান এ বিষয়ে আছে তাহা যত শীঘ্র যায় ততই ভাল। কলিকাতা সমাজের বন্ধুদিগের হিন্দু হইবার সাধ অত্যন্ত প্রবল, তা হউক, আমরা তাঁহাদের জাত্যাভিমানের অংশী হইতে চাহি না; অন্ততঃ আমাদের প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের পরিবারস্থ সকলে যদি কলিকাতার ঠাকুর গোষ্ঠির মধ্যে চলিত হন তাহা হইলেও কতকটা মঙ্গলের বিষয়। কিন্তু একটা কথা এই, তাঁহারা আপনারা "উচ্চ হিন্দু" হইতে গিয়া আমাদিগকে নির্যাতন করেন কেন? আমরা খৃষ্টান, মুসলমান বা বৈষ্ণব মধ্যে পরিগণিত হইলে

কি তাঁহাদের হিন্দু হইবার পথ পরিষ্কার হইবে? নূতন নূতন হিন্দু হইয়া পুরাতন অবিমিশ্র হিন্দুসন্তানদিগকে নীচ জাতি বলিয়া প্রচার করিলে লোকে তাঁহাদিগকেই নিন্দা করিবে। সে যাহউক, এ সম্বন্ধে এবার যে কয়েকটী মিথ্যা ভাব এবং কল্পিত কথা প্রচার করা হইয়াছে তাহা আমরা দেখাইয়া দিতে বাধ্য হইলাম।

সহযোগী বলেন, "রামমোহন রায় খ্রীষ্টীয় মিসনরিদিগের সঙ্গে খ্রীষ্টের অবতারত্বের সত্যাসত্য লইয়া অনেক বাদানুবাদ করিয়াছিলেন।" কিন্তু এক স্থানে তিনি খ্রীষ্টকে পরিত্রাতা পর্য্যন্ত বলিয়া গিয়াছেন। ইউনিটেরিয়ান খৃষ্টানেরা এখনও তাঁহাকে খৃষ্টান বলিয়া বিশ্বাস করে। এ কথার কি কোন অর্থ নাই? তিনি ফিরিঙ্গী বালকদিগের দ্বারা সমাজে গান করাইতেন, বাইবেলের মিরাকেল্ স্বীকার করিতেন। খৃষ্টের প্রতি রামমোহন রায়ের অগাধ শ্রদ্ধা ভক্তি ছিল, তাঁহার উপদেশ তিনি স্বতন্ত্র পুস্তকে মুদ্রিত করিয়াছেন। তবে আর "প্রথম হইতে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের প্রতি ব্রাহ্মধর্ম্ম সংস্থাপকদিগের বিশেষ দৃষ্টি আছে" এ কথা সত্য হইল কি রূপে? ভক্তিভাজন মহর্ষি ঈশার সাধুতার প্রশংসা করিলে যদি "খ্রীষ্টবাদী" হইতে হয় তাহা আমরা আনন্দের সহিত হইব। চৈতন্য ও খ্রীষ্টের ন্যায় মহা পুরুষদিগের সম্মাননা যে ব্রাহ্মধর্ম্মের মধ্যে নাই তাহা ব্রাহ্মধর্ম্ম নহে। এ ভাবে খ্রীষ্টবাদী বা চৈতন্যবাদী বলিলে আমরা সেজন্য কিছু মাত্র দুঃখিত নই। প্রধান আচার্য্য মহাশয় ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের বেদী হইতে পূজনীয় জগৎমান্য ঈশার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করাতেই আমরা তাহার প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। তিনি রামমোহন রায়ের শিষ্য হইয়া কিরূপে খ্রীষ্টের বিদ্বেষী হইলেন ইহা আমরা এখনও বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। মিরারের কথার ছল ধরিয়া যাহা বলা হইয়াছে তাহার অর্থ ইহা নয় যে আমরা ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ কালীন খ্রীষ্টিয়ান ছিলাম। তৎকালে কলেজ স্কুলের শিক্ষিত যুবকেরা ইংরাজি ভাবে ব্রাহ্মধর্ম্ম শিক্ষা পাইয়া ব্রাহ্ম হইয়াছিলেন হিন্দুশাস্ত্রোক্ত ব্রাহ্মধর্ম্মের ভাব তখন তাঁহারা অবগত হন নাই, ইহাই মিরারের তাৎপর্য্য, সুতরাং সে কথার সাহায্য লইয়া সম্পাদকের নিজ অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার চেষ্টা বৃথা হইয়াছে। "মিরারের যে স্থানে শ্রীযুক্ত কেশব চন্দ্র সেন খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রতি পূর্ব্বানুরাগ স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন" এই কথাটী সম্পূর্ণ কল্পিত। কেশব বাবু এ কথা স্বীকার করেন নাই। মিরারের সে লেখা অন্য কোন ব্রাহ্মের, কেশব বাবুর নহে। ভাষা ব্যবহারের যদি দোষ থাকে তাহা স্বীকার্য্য। আমাদিগকে এখন চৈতন্য সম্প্রদায়স্থ নীচ শ্রেণীর হিন্দু বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারিলে যদি সহযোগীর গৌরব বৃদ্ধি হয় তাহা হউক। কিন্তু নিজ মুখে আমরা "প্রধান হিন্দু" বলিয়া বারংবার চীৎকার করিলে লোকের মনে তাঁহাদের প্রতি সন্দেহ হইবে। দেশের দুই চারি জন বড় বড় অধ্যাপক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দ্বারা (যেমন বিবাহ বিধির সময়) এ কার্য্য করিতে পারিলে ভাল হইত। যদি তাঁহারা হিন্দুই হন তবে পুনঃ পুনঃ সে কথা বলিবার আবশ্যকতা কি? অতএব এ বিষয় লইয়া অধিক আন্দোলন করা তাঁহাদের পক্ষে শুভ নহে। আমাদিগকে তাঁহারা যা বলিয়া সন্তুষ্ট হইতে চান হউন, কিন্তু ঈশা এবং চৈতন্যের প্রতি তাঁহারা ভক্তি করিতে শিক্ষা করুন। এ সকল মহৎ লোকের সঙ্গে আমাদের অন্য কোন কুটুম্বিতা বা সাংসারিক বাধ্য বাধকতা নাই, সাধু বলিয়া কেবল আমরা তাঁহাদিগকে ভক্তি করি। আমরা বৈষ্ণব ও খ্রীষ্টধর্ম্মের সত্যের যেরূপ পক্ষপাতী, বেদান্ত স্মৃতি পুরাণান্তর্গত সত্য সকলতেও তেমনি পক্ষপাতী জানিবেন। শেষোক্ত কথা অস্বীকার করিয়া আত্মমত বজায় রাখিবার চেষ্টা করাতে সহযোগীর কেবল বিবাদপ্রিয়তাই প্রকাশ পাইতেছে। আমাদের "শ্লোকসংগ্রহ" পুস্তক ইহার যাথার্থ্য সপ্রমাণ করিবে। তত্ত্ববোধিনী যদি সাম্প্রদায়িক ভাব ছাড়িয়া মনুষ্যস্বভাব সম্ভূত ঈশ্বরপ্রেরিত সত্যের প্রতি বিনীত হইতে পারেন, তবে দেখিতে পাইবেন কত রত্ন কত স্থানে—কত নিকৃষ্ট স্থানে অবস্থিতি করিতেছে। প্রেম ও সত্যের মধ্যে কি জাতিভেদ আছে? তাঁহারা উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদিগের অনুরাগভাজন হইবার জন্য যেন ইহকাল পরকাল উভয়ই না হারান এবং কোন সম্প্রদায়ের সত্য ও সাধুজীবনের প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ না করেন এই আমাদের বিশেষ অনুরোধ। আমাদের লেখা বা বক্তৃতায় খ্রীষ্ট, বৈষ্ণব, মুসলমান ধর্ম্মের অন্তর্গত সাধুদিগের ও সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি প্রকাশ পাইলে আমরা যদি পর্য্যায়ক্রমে খ্রীষ্টান, বৈষ্ণব, মুসলমান নামে অভিহিত হই তাহা হইলে এই বলিয়া আমরা মনকে প্রবোধ দান করিব যে, নিন্দাকারীরা সঙ্কীর্ণ হৃদয় এক দেশদর্শী, উদার ব্রাহ্মধর্ম্মের মহত্ত্ব তাঁহারা বুঝিতে সক্ষম নহে, তাই তাহারা বালকের ন্যায় অন্ধের ন্যায় অসার মত প্রচার করে।

সম্বাদ।

বিগত ১১ অগ্রহায়ণ সিন্দূরিয়াপটী ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে প্রাতে শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন, সন্ধ্যাকালে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয় উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। প্রাতঃকালের উপদেশের সার ভাব প্রকাশ করা গেল।

"শ্লোকসংগ্রহ" পুস্তক বর্দ্ধিত আকারে মুদ্রিত হইতেছে। ইহাতে বেদ, উপনিষৎ, মহাভারত, তন্ত্র, যোগবাশিষ্ঠ, প্রভৃতি পুরাতন হিন্দুশাস্ত্র হইতে অতি উৎকৃষ্ট শ্লোক সকল সংগৃহীত হইয়াছে।

এক্ষণে প্রটেষ্টেণ্ট সম্প্রদায়ের অনেকে যেমন রোমান কাথলিক হইতেছে তেমনি শাক্তধর্ম্ম ছাড়িয়া কেহ কেহ

বৈষ্ণব হইতেছেন। আমরা শুনিলাম নবদ্বীপের প্রধান স্মৃতির অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয় এবং তাঁহার সন্তান বৈষ্ণব হইয়াছেন। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের লোকেরা এক্ষণে ইহাঁকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিয়া থাকে। বস্তুতঃ নীরস জ্ঞানের ধর্ম্মে লোক পরিতৃপ্ত হইতে পারে না।

প্রেততত্ত্ববিশ্বাসী কোন কোন ব্রাহ্ম প্ল্যানচেটের ভবিষ্যদ্বাণী সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন। সম্প্রতি আমাদিগের কোন বন্ধু ইহাতে এতদূর শ্রদ্ধাবান্ হইয়া উঠিয়াছেন যে, তিনি বলেন আমাদের পরিত্রাণের জন্য প্ল্যানচেট্ এ দেশে আসিয়াছে। এ বিষয়ে ইহাঁর যে রূপ উৎসাহ ও আস্থা যদি শীঘ্র কোন পরিবর্ত্তন না হয়, তাহা হইলে সমূহ বিপদের আশঙ্কা আছে। প্রেততত্ত্বের ভিতর যাহা থাকুক তৎসম্বন্ধে এখন আমরা কিছু বলিতেছিনা, কিন্তু যে সকল ব্রাহ্ম ইহাতে অনুরাগী হইয়াছেন তাঁহাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির যে অনেক ব্যাঘাত হইয়াছে তাহা আমরা দুঃখের সহিত স্বীকার না করিয়া পারিলাম না। অন্য স্থানে ইহার যদি কোন উপকারিতা থাকে থাকুক, ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে কিছু নাই, বরং অপকারিতা দেখা যাইতেছে।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রচার কার্য্যালয়ে বিক্রেয় পুস্তকের বিজ্ঞাপন।

ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত	৸৹
ব্রাহ্মোৎসব	৶১০
নির্ম্মলার উপাখ্যান	।৴০
ব্রহ্মময়ী চরিত	৵০
ব্রাহ্মদিগের প্রতি নিবেদন	৴১০
প্রার্থনামালা (পার্কারের অনুবাদ) ..	।৵০
সামাজিক উপাসনা প্রণালী ...	৵৹
ঐ হিন্দি	৴০
মতসার	৴০
ঐ সংস্কৃত	৴০
মুঙ্গের ব্রাহ্মসমাজ	৴১০
বালিকা বিদ্যালয়ের উপদেশ ১ম হইতে ৪র্থ পর্য্যন্ত	।০
শ্লোকসংগ্রহ প্রথম ভাগ	৶০
স্ত্রীর প্রতি উপদেশ	৶০
কতকগুলি ধর্ম্ম কথা	৴১০
ঐ ধর্ম্মোপদেশ	৴১০
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার কার্য্য বিবরণ	৶০
ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা	।০
ধর্ম্ম ও নীতি	৴৹
বোয়ালিয়া ব্রাহ্মসমাজের প্রার্থনা ও উপদেশ...	৸০
সুখী পরিবার	৵০
জগতের বাল্য ইতিহাস	॥০
ধর্ম্মবিজ্ঞানবীজ	॥০
হিতোপাখ্যানমালা প্রথম ভাগ	।৴০
ঐ দ্বিতীয় ভাগ	৸০
কতকগুলি প্রশ্নোত্তর	৴১০
মহর্ষি নারদের নবজীবন লাভ	৴১০
তপস্বিনী রাবা	৴০
রাজা এব্রাহিমের বৈরাগ্য বৃত্তান্ত	৴০
সঙ্গীতমালা	৵০
সত্যমালা	৴১০
সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন তৃতীয় ভাগ	।৴০
ধর্ম্মসাধন দ্বিতীয় কল্প	।৹

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ।

প্রচার কার্য্যের সাহায্যার্থ দান স্বীকার।

মাসিক দান সংগ্রহ।

শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীনাথ পাল	কলিকাতা	১
" " তারক নাথ দত্ত	ঐ ...	১
" " নিমাইচরণ শীল	ঐ ১ যোড়া বস্ত্র	১৷৴০
" " গোপালচন্দ্র দাস	ঐ ...	।০
" " মহেন্দ্রনাথ দত্ত	ঐ ...	॥০
শ্রীমতী স্বর্ণ প্রভা বসু	ঐ ...	২
শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ সেন	(তেজপুর) ...	১৷৴০
লক্ষ্ণৌ ব্রাহ্মসমাজ	... ...	৩
হাজারীবাগ ব্রাহ্মসমাজ	... ...	৫॥০

এক কালীন দান।

শ্রীমতী কাদম্বিনী ও নিত্যরাণী নন্দী	(ইন্দোর)	২৫
শ্রীযুক্ত বাবু নৃত্যগোপাল রায়	(গাজিপুর)	২
" " বিষ্ণুচন্দ্র ঘোষ	(শিবসাগর)	৫
বম্বে প্রার্থনা সমাজ	... ...	৩৫

ভিক্ষাপ্রাপ্তি।

শ্রীমতী কৃষ্ণ কামিনী দেবী	(রাণাঘাট) ... চাল ॥ মণ	১৷৵০
শ্রীযুক্ত বাবু সীতানাথ দত্ত	(কলিকাতা) ... ১ সিদা মূল্য	৮।৴১

বিজ্ঞাপন।

বৎসর প্রায় শেষ হইয়া আসিল, এই সময়ে আমাদের সমস্ত হিসাব পত্র নিকাশ হইবে। অতএব ধর্ম্মতত্ত্বের গ্রাহক মহাশয়দিগের নিকট সানুনয় নিবেদন যে, যাঁহারা ধর্ম্মতত্ত্বের অগ্রিম মূল্য অদ্যাপি প্রদান করেন নাই অতি সত্বর তাঁহারা আপনাপন দেয় মূল্য প্রদান করিয়া হিসাব নিকাশ করেন।

শ্রীকান্তিচন্দ্র মিত্র।

নূতন পুস্তক।

বিলাত হইতে প্রাপ্ত।

Channing's Perfect Life Price Re 1 0 0
Postage 0 5 0

Last Days of Raja Rammohun Roy in England
Price Re 1 0 0
Postage 0 3 0

Memoir of Rev. Dr. Carpenter Price " 0 12 0
Postage 0 4 0

Practical Sermons Price " 0 12 0
Postage 0 4 0

Morning and evening Meditations
Price 0 12 0
Postage 0 4 0

এই পাক্ষিক পত্রিকা কলিকাতা ১৩ নং কলেজ স্কোয়ার ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে ১৬ই অগ্রহায়ণ শ্রীরাধামোহন রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত হইল।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থ সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৮ম ভাগ।
২৩শ সংখ্যা।

১লা পৌষ, বুধবার, ১৭৯৭ শক।

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২৸৹
মফস্বল ঐ ৩৷৹

প্রার্থনা।

হে দর্পহারী পাষণ্ডদলন পবিত্র ঈশ্বর! তুমি আপনার স্বর্গীয় পুণ্য প্রতাপে যুগে যুগে কত কত দাম্ভিক অহঙ্কারীর গর্ব্বিত মস্তককে পৃথিবীর ধূলিতে অবলুণ্ঠিত করিয়াছ, চির অকৃতজ্ঞ কঠোর হৃদয় পাষণ্ডদিগকেও অনুতাপ অশ্রুতে ভাসাইয়াছ, কিন্তু ধর্ম্মাভিমানী ব্রহ্মজ্ঞানীর চিত্ত কি এমনই পাষাণ যে তাহা কিছুতেই বিগলিত হইবে না? ঘোর কলঙ্ক সাগরে মগ্ন হইয়াও কি হে প্রভো! আমি অবিনীত অহঙ্কারী থাকিব? হায়! তোমার নিকট আমার সকল অভিমান দম্ভ চূর্ণ হইয়া গিয়াছে, তথাপি আমি তৃণের ন্যায় বিনীত হইতে পারিলাম না। আমার এমন কি গুণ আছে যে তাই আমি তোমার সম্মুখে মস্তকোত্তোলন করিব? আমার মহা জঘন্য পাপ কলঙ্ক তুমি দেখাইয়া দিলে তবু আমি অহঙ্কার ছাড়িলাম না। আপনার দোষে আপনি সদাকাল বিড়ম্বিত, কুপ্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া ইন্দ্রিয়গণের দাসত্ব করিতে করিতে আমার মস্তক ক্ষয় হইল, তথাপি হে অন্তর্যামী নাথ! আমার অভিমান গেল না। নরাধম পাপীর অভিমান অহঙ্কার তোমার নিকট না জানি কতই না ঘৃণিত বোধ হয়! তোমার পুস্তকে আমার জীবনের যে সকল গুপ্ত কথা লিখিত আছে তাহা যদি তুমি সাধারণ জনসমাজে প্রকাশ করিয়া দাও তাহা হইলে কি আর আমার মুখ তুলিবার সাধ্য থাকে? হায়! তবে আমার অভিমান করিবার আর কি আছে? আমি কি, তাহা তুমি বিলক্ষণ জান। আমিও জানি। কেবল কোন রূপে মান মর্য্যাদা ভদ্রতা রক্ষা করিতেছি। যাঁহারা তোমার বাধ্য অনুগত সন্তান তাঁহারা তোমার সম্ভ্রমে সম্ভ্রান্ত, তাঁহাদের অভিমান বরং শোভা পায়; কিন্তু আমি পাপী হইয়া কোন্ গুণে তোমার কাছে অভিমান করিব? যা হইবার তাহা হইয়াছে, আর যেন হে ন্যায়বান্ বিচারপতি ঈশ্বর! আত্মগৌরবে স্ফীত না হই। বস্তুতঃ আমি যেমন দুঃখী দীন তেমনই যেন থাকি। বিনয়ের বৈরাগ্য বসনে তুমি আমার জীবনকে আচ্ছাদিত করিয়া দাও। বরং আমি নীচ ঘৃণিত পরিত্যক্ত হইয়া লোকের অগোচরে বাস করি সেও ভাল, কিন্তু যেন পাপী হইয়া অহঙ্কার না করি। যাহার অহঙ্কার করিবার কিছু নাই সেই পুণ্যহীন মানবের সম্ভ্রম সংস্থাপন করিতে চেষ্টা পাওয়া কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। হে দীনবন্ধো, পাপীরগতি পরমেশ্বর! আমার মন হইতে অহঙ্কারের উত্তেজনা দূর করিয়া দিয়া বি

য়ের স্নিগ্ধতা আমাকে সম্ভোগ করিতে দাও। আমি যেন ধূলির সঙ্গে মিশাইয়া থাকিতে পারি।

ঈশ্বর এক জীবন্ত ব্যক্তি।

আমাদের উপাস্য দেবতা অতীন্দ্রিয় নিরাকার, অনন্ত সর্ব্বব্যাপী এই মাত্র বলিয়া আমরা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না। উপাসনা কালে ক্ষণকাল মুদ্রিত নয়নে মানস পটে সংসারের প্রতিচ্ছায়া সন্দর্শন করিয়া অথবা শূন্য অন্ধকার মধ্যে কিয়ৎকাল ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়াও ফিরিয়া আসিতে পারি না। ঈশ্বর নিরাকার অদৃশ্য পদার্থ হইয়াও বিশ্বাসী সাধকের হৃদয়কে মুগ্ধ করেন, জীবনকে পুণ্যবলে বলীয়ান্ করেন। তিনি তাঁহার আত্মস্বরূপ প্রকটন করিয়া প্রত্যক্ষ ব্যক্তির ন্যায় মানবাত্মার অভ্যন্তরে আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন আনিয়া দেন। তাহা যদি না হইত তবে কি কেহ এত কষ্ট স্বীকার করিয়া তাঁহার যোগ সাধনা পূজা বন্দনা করিত? তিনি রূপ রস গন্ধহীন অথচ তাঁহার হৃদয়ানন্দকর আবির্ভাব যখন সাধক প্রত্যক্ষরূপে উপলব্ধি করেন তখন তিনি সাকার বস্তু আর দেখিতে চান না। সেই নিরাকার ব্রহ্মদর্শনে চিত্তের এমন উল্লাস জন্মে যে সাকার মূর্ত্তি দর্শনের আর স্পৃহা থাকে না। সাধক যখন বিনয় বিশ্বাস ও ব্যাকুলতার সহিত প্রাণারাম পরমেশ্বরকে একজন জীবন্ত ব্যক্তিরূপে নিকটে দেখিলেন, তখন তিনি এমন মোহিত হইলেন যে, ব্রহ্মের মধুর সত্তাসাগরে এককালে ডুবিয়া গেলেন। অল্পবিশ্বাসী চঞ্চল চিত্তদিগের জড় পদার্থ নির্ম্মিত ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তু দেখিবার আবশ্যক হয়, কিন্তু বাস্তবিক চক্ষু কর্ণ মুখ নাশিকা হস্ত পদ বিশিষ্ট একটী চিত্রিত মূর্ত্তিতে কিছুই নাই। জড়পুত্তলিকার প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যখন আমরা স্বতন্ত্র রূপে ভাবনা করি তখন তাহাতে কি কিছু আনন্দ পাইয়া থাকি? তাহা যদি না হয়, তবে সেই অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সমষ্টি যে পুত্তলিকা তাহা দর্শন করিলে কি হইতে পারে? কেবল কল্পনা বৃত্তির উত্তেজনা হয় মাত্র, বস্তুতঃ প্রত্যক্ষ দর্শনের আরাম তাহাতে লব্ধ হয় না। নিরাকার ব্রহ্মোপাসক হইলেই যে অন্ধকার বা শূন্যের পূজা করিতে হইবে তাহার কোন অর্থ নাই। যখন সেই নিরাকার চৈতন্যময় পুরুষকে আমরা একজন ব্যক্তি, নিকটস্থ ব্যক্তি বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিলাম তখন বাহিরের ও হৃদয়ের শূন্যতা চলিয়া গেল। ইহাতে কত কবিত্ব, কত মাধুর্য্য রস আছে তাহা কি বাক্যে প্রকাশিত হইতে পারে? এই মাত্র বলা যায়, যে তখন আর কোন অভাব থাকে না; এমন কি প্রার্থনা পর্য্যন্ত ভুলিয়া যাইতে হয়; কি চাহিব, কি প্রার্থনা করিব তাহা মনে থাকে না; তাহার জন্য ইচ্ছাও হয় না। পরম প্রার্থনীয় চিরবাঞ্ছনীয় সেই অমৃতময় পরম বস্তু যখন স্বয়ং উপস্থিত তখন আর মনুষ্য কি বলিয়া প্রার্থনা করিবে? দুঃখী দীন হীনের কুটীরে হঠাৎ যদি সম্রাটের আগমন হয়, তাহাতে সে যেমন হতবুদ্ধি হইয়া গিয়া কি করিবে বুঝিতে পারে না; দীনাত্মা তৃষিতচিত্ত সাধকের পক্ষে তেমনি ঈশ্বরদর্শন। পুনরায় ভবিষ্যতে যে তাঁহাকে আবার দারিদ্র্য কষ্টে পতিত হইতে হইবে তাহাও তিনি আর তখন মনে করিতে পারেন না। এক নিমেষের দর্শনে তিনি এত মুগ্ধ হন যে, তাঁহার সকল অভাব পূর্ণ হইয়া যায়, সকল কামনার পরিসমাপ্তি হয়। কিন্তু এরূপ অল্পে সন্তুষ্ট হওয়া উচিত নহে। একটী চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যত দিন তাঁহার সঙ্গে না হয় তত দিন কিছুতেই নিশ্চিন্ত থাকা যাইতে পারে না। যখন পুনর্ব্বার দুর্ভিক্ষ আসিবে! নিশ্চয়ই আসিবে, তখন হয়ত এই বলিয়া খেদ করিতে হইবে যে, হায়! কেন আমি তখন তাঁহার নিকট অমরত্বের বর প্রার্থনা করিলাম না? ঘোর তমসাচ্ছন্ন এই

অসার ভূমণ্ডলে,মুহূর্ত্ত কালের জন্যও জ্যোতির্ম্ময় পবিত্র ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ ব্যক্তির ন্যায় অনুভব কি সুখের অবস্থা! তাঁহার প্রত্যক্ষ অনুভূতির জন্য ভিন্ন ভিন্ন সম্বন্ধ আছে। তাঁহার সঙ্গে আমাদের অনেক সম্পর্ক ;—সাধারণ ও ব্যক্তিগত বিশেষ সম্পর্ক। বিশেষ বিশেষ মধুর সম্বন্ধ ধরিয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে হয়। এমনি স্পষ্টরূপে তাঁহার বিদ্যমানতা অনুভব করিতে হয় যেন কে এক জন আমার নিকটে বসিয়া রহিয়াছেন! কখন প্রভুভৃত্য, কখন গুরু শিষ্য, কখন পিতা পুত্র, কখন বা তিনি প্রেমাস্পদ বন্ধু; কখন স্নেহময়ী জননী, কখন বিচারপতি রাজা, কখন বা প্রহরী রক্ষক; এবম্প্রকার নানাবিধ সম্বন্ধ সূত্রে তাঁহার সঙ্গে আমরা গ্রথিত আছি। ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাতে তিনি ভিন্ন ভিন্ন সম্পর্কে হৃদয়ে আবির্ভূত হন। এক একটী সম্বন্ধের মধুরতাতে তিনি সাধকের চিত্ত একবারে হরণ করেন। হৃদয়ের অতি গুপ্ত স্থানে, নির্জ্জনে, অব্যবহিত সন্নিধানে গিয়া তাঁহাকে সকলে এইরূপে দেখিতে চেষ্টা করুন, পরমানন্দ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবেন। তাঁহার পুণ্য জ্যোতিঃ সংস্পর্শে চিত্তের মলিনতা সকল ধৌত হইয়া যাইবে। এই প্রত্যক্ষানুভূতি সাধকের এক মাত্র চিরন্তন ধন, দুঃখ বিপদের সম্বল, অনন্তজীবনের উপভোগ্য ও অবলম্বন।

জীবনের সামঞ্জস্য বিধান।

মুখ্য উদ্দেশ্য, প্রধান লক্ষ্য যত দিন স্থিরীকৃত না হয়, গত জীবনের অভিজ্ঞতা যত দিন একটী নির্দ্দিষ্ট প্রণালী অবলম্বনে সাহায্য না করে, তত দিন মনুষ্য অবস্থার দাস হইয়া বহুরূপীর ন্যায় দিন অতিবাহিত করিতে থাকে। বাহ্য ও আন্তরিক ঘটনাচক্রে পতিত হইয়া প্রতি দিবসে, প্রতি ঘণ্টায় তাহার প্রকৃতি বিচিত্র আকারে পরিণত হয়। কল্যকার তুমি, অথবা প্রাতঃকালের তুমি, অদ্য এবং সন্ধ্যা কালের তুমি কি না তাহা স্থির করা কঠিন হইয়া পড়ে। নদীর তরঙ্গ যেমন নির্দ্দেশ করা যায় না, চঞ্চলচিত্ত উদ্দেশ্যবিহীন মনুষ্য জীবনের কোন একটী অবস্থার উপর তেমনি নির্ভর করা যায় না। সে ভূতকালে যে অঙ্গীকার করে ভবিষ্যতে তাহা পূর্ণ করিতে আপনাকে বাধ্য মনে করে না। সামান্য সামান্য বিষয়ে এইরূপ অসামঞ্জস্য ভাব অল্পাধিক পরিমাণে প্রত্যেকের জীবনেই লক্ষিত হয়, কিন্তু যিনি গুরুতর বিষয়ে প্রতিনিয়ত আপনাকে আপনি প্রতিবাদ করেন,তাঁহার অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়। তাঁহার কোন্ কথাটীতে যে বিশ্বাস করা যাইবে তাহা কিছুই বুঝিয়া উঠা যায় না।

হৃদয় যখন উপাসনার প্রভাবে, সাধু সঙ্গে সৎপ্রসঙ্গে আর্দ্র হয় তখন আমরা মনে মনে কতই প্রতিজ্ঞা করি! বহুকালের পুরাতন পাপ সকল এই বার নিশ্চয়ই পরিত্যাগ করিব, কেবল মঙ্গল সাধনে, পুণ্য উপার্জ্জনে নিযুক্ত থাকিব। তখন বন্ধুদিগকে ব্যাকুলতার সহিত অনুরোধ করি, তোমরা আমাকে শাসন কর, যখনই আমার কোন দোষ দেখিবে তৎক্ষণাৎ বলিয়া দিবে, এই মস্তক আমি তোমাদের পদতলে অবনত করিলাম আর কখন তুলিব না, চিরদিন তোমাদের দাস হইয়া থাকিব, তোমরা আমাকে আশীর্ব্বাদ কর। সে সময় এমনই ইচ্ছা হয় যে, কাহাকেও আর এ জগতে শত্রু রাখিব না। ইহা কি মধুর ভাব! কিন্তু আমাদের ন্যায় দুর্ভাগ্য মানবের অদৃষ্টে এ প্রকার স্বর্গীয় ভাব অধিক দিন থাকিতে দেখা যায় না। এমন পরিবর্ত্তনের স্রোতে তিনি পড়েন যে, একবারে বোধ হয় যেন এ সে মনুষ্যই নয়। সেই বিনয়ী মনুষ্যকে পরক্ষণে আবার দেখিবে এমন ভীম মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বসিয়া আছে, পূর্ব্বের অঙ্গীকার বিনয় ব্যবহার সকল অতিক্রম করিয়া ঘোর দম্ভের সহিত সত্যকে পদতলে এমনই বিদলিত করিতেছে যে, কাহার সাধ্য তাহার সম্মুখে তখন একটী বাক্য ব্যয়

করে। যখন তাহার মন ভাল ছিল, দোষ দেখাইয়া দিবার জন্য অন্যকে কত মিনতি করিল; কিন্তু বন্ধু যখন তাহার অনুরোধ রক্ষা করিতে গেলেন তখন সে আর সে মনুষ্য নাই। কার্য্যকালে আর নিজ দোষ স্বীকার করিবে না। অহঙ্কারে আঘাত লাগিল, অপমান হইল এই মনে করিয়া তখন সে মহাক্রোধে জ্বলিয়া উঠিবে। সুতরাং কার্য্যের সময় জীবনে আর সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় না। উপাসনার ভাবে কোন প্রতিজ্ঞা করা আর তাহা কার্য্যকালে রক্ষা করা এ দুইয়ের মধ্যে অনেক প্রভেদ। মনুষ্যের অন্তঃকরণ হইতে দেবভাব যখন অন্তর্হিত হইল তখন জাজ্বল্যমান সত্যও অস্বীকার করিতে সে কুণ্ঠিত হইবে না। এইরূপ অসামঞ্জস্য ভাব ব্রাহ্মজীবনে যেমন লক্ষিত হয় এমন আর কোথাও নহে। কারণ, ব্রাহ্মেরা না কি অনেক উচ্চ হইবেন মনে করেন, যখন ভাল থাকেন তখন অনেক আশা দেন, কিন্তু পরিণাম রক্ষা করিতে না পারিয়া শেষ আপনাকে আপনি প্রতি পদে পদে প্রতিবাদ করেন। যে সময় তিনি সাধু হইবার আশায় বিনয় ভাবে স্বীয় দোষ সংশোধনের জন্য প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছিলেন তখন একটী দৈবশক্তির প্রভাব তাঁহার অন্তরে ছিল; শেষ যখন কেবল প্রতিজ্ঞা মাত্র রহিল, ভাব চলিয়া গেল, তখন তিনি কাহার বলে আর সাধু থাকিবেন? যে বলিয়াছিল, হস্তী ক্রয়কারী ভূতলশায়ী মদ্যপের ন্যায় সে চলিয়া গিয়াছে, সুতরাং তখন আর প্রতিজ্ঞা পালন করিবে কে? কিন্তু আমরা কি ব্রাহ্মের অঙ্গীকার ও বিনয় বাক্য মদ্যপায়ীর মত্ততার কথা জ্ঞান করিয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দিব? তাঁহার ভাব থাকুক আর না থাকুক, ভাল লাগুক বা না লাগুক, তিনি সকল সময় সাধ্যমত সেই প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য বিবেকের নিকট, সমাজের নিকট, সর্ব্বোপরি ঈশ্বরের নিকট দায়ী। সে দায়িত্ব হইতে তিনি সহজে নিষ্কৃতি পাইতে পারেন না। তীব্র ঔষধের ন্যায় তাহা সেবন করিতে হইবে। যাহা সত্য তাহা কেবল সত্যের অনুরোধে অবনত মস্তকে বন্ধুর মুখে শুনিতে হইবে। ভাল লাগিতেছে না কিম্বা অপমান বোধ হইতেছে ইহা বলিয়া অভিমান করিলে চলিবে না। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের দণ্ডস্বরূপ লোকের তীব্র উক্তি শ্রবণ করিয়া তখন আপনাকে আপনি ধিক্কার দিতে হইবে। সেই অঙ্গীকারের কথা যাহারা আমাকে মনে করিয়া দেয় তাহারা ধন্যবাদের পাত্র। পরীক্ষা কালে অনিচ্ছার সহিত এইরূপ পথ অবলম্বন ব্যতীত সামঞ্জস্য রক্ষার আর অন্য কোন উপায় নাই। যাহা পালন করিতেই হইবে তাহার জন্য সকল অবস্থাতেই প্রস্তুত থাকা উচিত।

মহাত্মা চৈতন্যের উন্মত্ততা।

নবদ্বীপবাসী প্রাচীন বৈষ্ণবগণ শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর বাটীতে একত্রিত হইয়া হরিগুণ কীর্ত্তনে মগ্ন হইয়া আনন্দ লাভ করিতেছেন, এমন সময়ে চৈতন্য সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বৈষ্ণবগণ পরমাদরে চৈতন্যকে প্রীতি সম্ভাষণ করিলেন। চৈতন্যের কিছুমাত্র বাহ্যজ্ঞান নাই, কেবল দেখিলেন যে, ভক্তগণ উপবিষ্ট রহিয়াছেন। তখন তিনি ভক্তদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া ভক্তিদ্যোতক শ্লোক পড়িয়া পড়িয়া বলিতে লাগিলেন যে, আমি ঈশ্বরকে পাইলাম, তিনি আমাকে দেখা দিয়া কোথা গেলেন। এই কথা বলিয়া গৃহের স্তম্ভ ক্রোড়ে করিয়া মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, চৈতন্যের প্রেমাবেশে গৃহের স্তম্ভ ভাঙ্গিয়া পড়িল। কোথা কৃষ্ণ, কোথা প্রাণেশ্বর এই কথা বলিয়া চৈতন্য ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাঁহার ক্রন্দন শুনিয়া ভক্তেরাও ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে বিশ্বম্ভর সংজ্ঞালাভ করিয়া, হে কৃষ্ণ, হে প্রাণনাথ, হে দীনবৎসল! তুমি আমাকে ছাড়িয়া কোথায় গেলে? এইরূপে চীৎকার করিয়া কান্দিতে লাগিলেন। শচী নন্দনের প্রেম-ক্রন্দনে শুক্লাম্বরের ভবন প্রেমমগ্ন হইয়া উঠিল। চৈতন্যকে বেষ্টন করিয়া ভক্তগণ কাঁদিতে লাগিলেন, এইরূপ

ক্রন্দনের ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক্ প্রতিধ্বনিত হইল। চৈতন্য কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল হইয়া এক একবার ভূমিতে আছাড় খাইয়া পড়িতে লাগিলেন, বোধ-হইল বুঝি বিশ্বম্ভরের অস্থি সকল চূর্ণ হইয়া গেল, কিন্তু চৈতন্য তাহা কিছুই অনুভব করিতে পারিলেন না। কিছুক্ষণ পরে স্থির হইয়া উঠিয়া বসিলেন, তথাপি প্রেমধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। জিজ্ঞাসা করিলেন, গৃহের মধ্যে গোপনে কে বসিয়া রহিয়াছেন? ব্রহ্মচারী বলিলেন, তোমারই গদাধর। গদাধর মাথা হেট করিয়া কান্দিতে লাগিলেন। বিশ্বম্ভর গদাধরকে দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, গদাধর! তুমি বড় সুকৃতি, বাল্য কাল হইতে কৃষ্ণেতে তোমার ভক্তি, আমার জন্ম সংসাররসে বৃথা নষ্ট হইল। আমি অমূল্য নিধি পাইলাম, দরিদ্রতা দোষে তাহাও নষ্ট হইল। এই কথা বলিয়া চৈতন্য ধূলায় পড়িয়া লুটাইতে লাগিলেন। কৃষ্ণপ্রেমজলে চক্ষু অন্ধ হইয়া গেল, চক্ষু মেলিবার শক্তি রহিল না; কেবলমাত্র মুখে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিতে লাগিলেন। চৈতন্য সকলের গলা ধরিয়া কান্দিয়া বলিতে লাগিলেন যে ভাই সকল! সর্ব্বদা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল। এইরূপে সমস্ত দিন মুহূর্ত্ত প্রায় গত হইল। চৈতন্য কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া গৃহে গমন করিলেন এবং গৃহে গিয়া ঘোর উন্মাদের লক্ষণ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কখন হাসেন, কখন কাঁদেন, কখন মূর্চ্ছিত হন। কখন বিষ্ণুপ্রিয়াকে ভয় দেখান, কখন বলেন আমি পাষণ্ডিদিগের দর্পচূর্ণ করিব। শচীদেবী পুত্রের ব্যাধি হইয়াছে মনে করিয়া অত্যন্ত দুঃখিতা হইয়া কান্দিয়া বলিতে লাগিলেন যে, বিধাতা স্বামী নিলেন, আর সকল সন্তান নিলেন, এক মাত্র নিমাই আমার প্রাণধন তাহার কি পীড়া হইল কিছুই বুঝিতে পারি না! শচী প্রতিবাসীদিগকে পুত্রের পীড়ার কথা বলিলে, কেহ বলিল মা ঠাকুরাণী! আপনি দেখিতেছেন না নিমাই কখন হাসিতেছে, কখন কান্দিতেছে, কখন দন্ত কিড়িমিড়ি করিতেছে, কখন বা পাষণ্ডীর মাথা ছিঁড়িব বলিয়া হুঙ্কার করিতেছে, এ সকল বায়ুর লক্ষণ? নিমাইয়ের বায়ুরোগ হইয়াছে। পুরুষের বায়ু রোগ হইলে তাহার হস্ত পদ বন্ধন করিয়া গৃহে বদ্ধ রাখা কর্ত্তব্য। উহাকে নারিকেলের জল খাইতে দাও, যে পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধ বায়ু শীতল না হয়। কেহ বলিল অল্প ঔষধে এ রোগের কি হইবে? শিবাঘৃত প্রয়োগ কর, পাক তৈল মাখাইয়া স্নান করাও। উদারপ্রকৃতি শচীদেবী, যে যাহা বলিল তাহাই শুনিয়া তদনুরূপ কার্য্য করিতে লাগিলেন। শচী চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া শ্রীবাস প্রভৃতি বৈষ্ণবদিগের নিকট লোক পাঠাইয়া দিলেন। শ্রীবাস পণ্ডিত এক দিন চৈতন্যকে দেখিতে গমন করিলেন। চৈতন্য শ্রীবাসকে দেখিয়া প্রণাম করিলেন, ভক্ত দেখিয়া চৈতন্যের ভক্তি স্রোতঃ আরও উদ্বেল হইয়া উঠিল। লোমহর্ষ অশ্রুপাত কম্প অনুরাগ এই সকল লক্ষণের সহিত চৈতন্য মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ক্ষণকাল পরে চৈতন্য জ্ঞান লাভ করিয়া কান্দিতে লাগিলেন। মহা কম্পে চৈতন্য স্থির হইতে পারিলেন না। শ্রীবাস পণ্ডিত মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এ সকল মহা ভক্তির লক্ষণ দেখিতেছি, মায়ামুগ্ধ মনুষ্য ইহাকে বায়ুরোগ বলিয়া ব্যাখ্যা করে, হায় সংসারের কি দুর্গতি! চৈতন্য শ্রীবাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে পণ্ডিত! তুমি আমার কি পীড়া স্থির করিলে? শ্রীবাস হাসিয়া বলিলেন, তোমার যেরূপ বায়ুরোগ হইয়াছে, আমি ঐ রূপ বায়ুরোগ প্রার্থনা করি। তোমার শরীরে মহাভক্তি যোগ দেখিতে পাইতেছি। তোমার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ হইয়াছে। চৈতন্য শ্রীবাসের মুখে এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে দৃঢ়রূপে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, সকলেই বায়ুরোগ বলে, আজ তুমি আমাকে আশ্বাস প্রদান করিলে। তুমি যদি বায়ুরোগ বলিতে, তাহা হইলে আমি গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করিতাম। শ্রীবাস বলিলেন, তোমার যে ভক্তিযোগ ইহা ব্রহ্মা শিব সনকাদিও প্রার্থনা করেন। আমরা সকলে একত্রিত হইয়া হরিগুণ কীর্ত্তন করিব, পাষণ্ডীরা যাহা বলে বলুক।

শ্রীবাস পণ্ডিত শচীকে বলিলেন, মা! আপনি চিত্তের দুঃখ দূর করুন, আপনার পুত্রের বায়ুরোগ হয় নাই, ইহা মহাভক্তিযোগের লক্ষণ। ইহা অভক্ত মনুষ্য বুঝিতে পারে না। যদি অনেক অলৌকিক কার্য্য দেখিতে চান তাহা হইলে এ সকল কথা আর কাহাকেও কহিবেন না। এই কথা বলিয়া শ্রীবাস গৃহে গমন করিলেন, শচীরও বায়ুজ্ঞান দূর হইল।

বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদিগের ধর্ম্মশাসন।

প্রতিমাসে দুইবার করিয়া আশ্রমবাসী বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদিগের এক একটী সাধারণ সভা হইত। সভাস্থলে শাসনবিধি সকল পঠিত হইয়া প্রকাশ্যরূপে পাপ স্বীকারের জন্য অপরাধীদিগকে আহ্বান করা হইত। পাপের গুরুত্ব এবং লঘুত্ব অনুসারে বিশেষ বিশেষ দণ্ডবিধি প্রচলিত ছিল, সেই অনুসারে সকলে মিলিয়া সকলকে শাসন করিতেন। কাহাকে সমাজচ্যুত, কাহাকে কিছু দিনের জন্য কার্য্য করিতে না দেওয়া, কাহাকেও অন্য প্রকার প্রায়শ্চিত্ত বিধি দ্বারা শাসন করিবার নিয়ম ছিল।

নিম্ন লিখিত অপরাধে অপরাধী হইলে তিনি সমাজচ্যুত হইতেন।

১। যদি কোন সন্ন্যাসী ভ্রাতৃমণ্ডলীর মধ্যে থাকিয়া আপনার স্বীকৃত অবলম্বিত উপদেশের বিরুদ্ধাচরণ করত অনুতপ্ত না হয় এবং দুষ্টমির সহিত যাবতীয় অপবিত্র অনুষ্ঠান দ্বারা আপনাকে এককালে পশু শ্রেণীর মধ্যে ভুক্ত করে সে সমাজ হইতে তাড়িত হইবে।

২। যে সন্ন্যাসী গ্রামে বা প্রান্তরে বাস করিয়া পরস্ব অপহরণ দোষে দোষী হয় এবং তজ্জন্য রাজদণ্ড ভোগ করে সে সমাজচ্যুত হইবে।

৩। যে ব্যক্তি নরহত্যা করে অথবা কোনরূপে হত্যা বা আত্মহত্যা কর্ম্মে সহায় হয়, উৎসাহ দেয়, বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা মরা ভাল বলে, সে তাড়িত হইবার উপযুক্ত।

৪। যদি কোন সন্ন্যাসী অনভিজ্ঞ হইয়া বলে যে আমি সব জানি, আমি সব দেখিয়াছি, পবিত্র উন্নত জ্ঞান অবগত হইয়াছি, পরে আবার যদি সে এ সকল অস্বীকার করিয়া বলে যে আমি কিছু জানি না, কিছু দেখি নাই, আলস্যকে প্রশ্রয় দিবার জন্য এবং অধিক উন্নতি না করিতে তাহার জন্য মিথ্যা কথা বলিয়াছি; তাহা হইলে তাহাকে সমাজচ্যুত করা হইবে।

নিম্ন লিখিত পাপের জন্য কঠোর প্রায়শ্চিত্তের এবং স্থগিত করিবার বিধি ছিল।

১। যদি কোন সন্ন্যাসী স্বপ্নাবস্থা ব্যতীত ইন্দ্রিয়সুখ লালসা জনিত চিন্তা দ্বারা পরাভূত হয় তাহাকে স্থগিত করা হইবে।

২। যদি কেহ কামেচ্ছাকে প্রশ্রয় দিয়া আপনার শরীর অথবা যে কোন অঙ্গ স্ত্রীলোকের অঙ্গসঙ্গ করে সে স্থগিত হইবে।

৪। যে সন্ন্যাসী শরীরকে শোভিত করিয়া, কাম চিন্তাকে প্রশ্রয় দিয়া কোন স্ত্রীলোককে বলে, মাননীয়া ভগ্নী! আমি যে সমস্ত পবিত্র নিয়ম পালন করিয়া ধার্ম্মিক হইবার চেষ্টা করিতেছি তাহাতে ইন্দ্রিয় চরিতার্থ নিষিদ্ধ নহে, এই বলিয়া তাহার সতীত্ব ধর্ম্ম নষ্ট করে সে স্থগিত হইবে এবং অতি কঠোর প্রায়শ্চিত্ত বিধি গ্রহণ করিবে।

যে ব্যক্তি বৈধ বিবাহ অথবা অবৈধ বিবাহের ঘটকালী করে তাহাকেও স্থগিত করা যাইবে।

৬। যদি এক জন অন্যকে ক্রোধান্ধ হইয়া নিন্দা করে, দুর্ব্বাক্য বলে, দোষ দেয়, পরে জিজ্ঞাসিত হইলে সে সকল রাগের কথা, মিথ্যাপবাদ বলিয়া স্বীকার করে, তবে তাহাকেও স্থগিত করিতে হইবে।

১০। যদি কোন সন্ন্যাসী ভ্রাতৃমণ্ডলীর শান্তিভঙ্গের মানসে ষড়যন্ত্র করে এবং তজ্জন্য মন্দ অভিপ্রায় মনে স্থান দেয়, তাহা হইলে অন্য একজন যে তাহার অভিপ্রায় জানিতে পারিয়াছে সে মিনতি করিয়া বলিবে, ভ্রাতঃ! এমন কথা তুমি করিও না, বিবাদ কলহ যাহাতে না হয় তাহাই তোমার করা কর্ত্তব্য, আমাদের মধ্যে অমিল অসম্ভাব কখন থাকা উচিত নহে, দুগ্ধে জলে যেমন মিল তেমনি বুদ্ধদেবের নিয়মে মিলিত হইয়া থাক। তাহাতেও যদি সেই দুষ্ট সন্ন্যাসী আপনার কুঅভিসন্ধি ত্যাগ না করে, তবে আর এক জন সে বিষয়ে তাহাকে তিন বার সাবধান করিবে, যদি শুনে ভাল, না হয় তাহাকে স্থগিত করিবে।

১২। যদি এক জন সন্ন্যাসী সমাজের মধ্যে থাকিয়া তাহাকে অপবিত্র করে, শিথিল ভাবে চলে এবং তাহার দোষ অন্য সকলে শ্রবণ করে এবং দেখিতে পায়, তাহা হইলে মণ্ডলীর সকল সন্ন্যাসী একত্রিত হইয়া বলিবে, ভ্রাতঃ! তুমি আমাদের পরিবার মধ্যে অপবিত্রতা আনিয়াছ, তোমার চরিত্র শিথিল, সকল লোকে এই কথা বলে, অতএব এক্ষণে তুমি এস্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে পার, এখানে থাকা তোমার উচিত হয় না। এ কথার উত্তরে সে যদি পুনরায় বলে, ভ্রাতৃগণ! এই সমাজ একদেশদর্শী, ক্রোধে পরিপূর্ণ, ভয় দেখাইতে ইচ্ছা করে, ইহা মূর্খ; এখানে আরও সকল এমন আছে যাহারা আমার মত দোষী তাহাদের কতক তাড়িত হয় কতক হয় না। ইহাতে সকলে তাহাকে শাসন করিয়া বলিবে, ভ্রাতঃ! এমন কথা বলিও না, তোমার মত দুশ্চরিত্র এখানে আর কেহ নাই, তোমারই দোষের কথা সকলে বলে। এ কথাতে যদি তাহার সংশোধন না হয়, তিন বার সাবধান করিয়া দাও। যদি সে আপনার কথা ফিরাইয়া লইয়া অনুতাপ করে ভাল, নতুবা তাহাকে স্থগিত কর।

১৩। কোন ব্যক্তি মন্দ স্বভাব হইয়া আবার যদি কাহার কথা সহ্য করিতে না পারে, এবং বৌদ্ধধর্ম্মের নিয়মানুসারে সকলে তাহাকে তাহার দোষের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে যদি সে এইরূপ উত্তর দেয় যে, ভ্রাতঃ! আমি ভাল হই মন্দ হই তোমরা আমার নিকট বকিও না, আমি ভাল কি মন্দ তাহা কিছুই বলিব না। ভ্রাতঃ!

সম্মিলিত হও, দোষ দর্শন করিও না। এ কথায় সকলে পুনর্ব্বার তাহাকে বলিবেন, ভ্রাতঃ! আমাদের নিবেদন অগ্রাহ্য করিও না। বুদ্ধদেবের শিষ্যগণ পরস্পরকে পর্য্যায়ক্রমে দোষের জন্য সংশোধন করিয়া প্রত্যেকে ফল লাভ করিবেন এবং প্রতি জন প্রত্যেককে অনুতাপের জন্য অনুরোধ করিবেন। তিন বার সাবধানের পরও যদি সে ব্যক্তি কথা মান্য না করে তবে তাহাকে স্থগিত করা হইবে।

মহম্মদীয় ধর্ম্ম পুস্তক।

কতকগুলি কথা।

মহর্ষি হোসেন বসারী বলিয়াছেন যে একদা এক সুরা-মত্ত ব্যক্তিকে হেলে দুলে কর্দ্দমের উপর দিয়া চলিয়া যাইতে দেখিয়া বলিয়াছিলাম, "পা ঠিক রেখ, পড়িয়া যাবে।" সে ইহা শুনিয়া বলিল, "আমি মাতাল মানুষ, পড়িলেও কর্দ্দমলিপ্ত শরীরে উঠিব, পরে অঙ্গ প্রক্ষালন করিয়া ফেলিব। আমার পতন সহজ, কিন্তু তুমি ঋষি বট, তুমি আপন চরণ দৃঢ় রাখিও এবং পতন হইতে ভীত হইও।"

হোসেন বসারীর প্রতিবেশী একজন অগ্নির উপাসক ছিল, তাহার নাম শমুন, সে সঙ্কট রোগাপন্ন হয়। হোসেন তাঁহাকে দেখিতে গিয়া বলিলেন, "তুমি সমুদায় জীবন অগ্নি ও ধূমের মধ্যে যাপন করিয়াছ, এই সময়ে ঈশ্বর হইতে ভীত হও এবং আমাদের ধর্ম্ম অবলম্বন কর। হইতে পারে তুমি ঈশ্বরের করুণা লাভ করিতে পারিবে।" শমুন বলিল তিনটী বিষয় আমাকে তোমাদের ধর্ম্ম গ্রহণে নিবৃত্ত রাখিয়াছে। এক এই যে তোমরা সংসারের নিন্দা কর এ দিকে স্বয়ং দিবা রাত্রি সংসারের সুখ অন্বেষণ করিয়া বেড়াও। দ্বিতীয়তঃ এই যে তোমরা মৃত্যুকে ভয় করিতে বল, কিন্তু নিজে মৃত্যুর আয়োজন কিছুই কর না। তৃতীয় বলিয়া থাক, ঈশ্বর দর্শনই সার, কিন্তু এ দিকে তাঁহার প্রসন্নতার বিরুদ্ধে কার্য্য কর।"

মহর্ষি হোসেন আপনাকে এরূপ অকিঞ্চন মনে করিতেন যে, যাহাকে দেখিতেন তাহাকেই আপনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিতেন। এক দিন তিনি নদীর তীর দিয়া যাইতেছিলেন, এক কাফ্রিকে দেখিলেন একটী স্ত্রী লোকের সঙ্গে বসিয়া আছে, এক বৃহৎ বোতল সম্মুখে, তাহা হইতে ঢালিয়া পান করিতেছে। হোসেন ভাবিলেন, "এই ব্যক্তি কি আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ? না, এই ব্যক্তি আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নয়, যেহেতু এ এক জন স্ত্রী লোকের সঙ্গে বসিয়া সুরা পান করিতেছে।" তিনি চিন্তা করিতে করিতে এই বলিতেছিলেন ইতি মধ্যে এক খানা নৌকা তথায় উপস্থিত হইল, হঠাৎ নৌকা খানা তরঙ্গাকুল নদীতে মগ্ন হইয়া গেল। তাহাতে সাত জন আরোহী ছিল। তাহাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য কাফ্রি তৎক্ষণাৎ জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল, এবং অত্যন্ত সাহস ও বীরত্ব প্রকাশপূর্ব্বক ছয় জনকে উদ্ধার করিল। পরে হোসেনের প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিল, "আমি ছয় জনকে বাঁচাইলাম, তুমি এক জনকে উদ্ধার কর। হে মুসলমানদিগের আচার্য্য! ঐ স্ত্রী লোকটী আমার জননী, সেই বোতল হইতে তুমি যাহা পান করিতে দেখিয়াছ, তাহা জল। ইচ্ছা করিয়াছিলাম যে তুমি অন্ধ, না চক্ষুষ্মান্ তাহা পরীক্ষা করি। দেখিলাম যে তুমি অন্ধ।" তখন মহর্ষি সেই কাফ্রির চরণে পড়িয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং জানিলেন যে সেই কাফ্রি ঈশ্বরের প্রেরিত। তখন তিনি বলিলেন, "হে কাফ্রি! এই লোকগুলিকে তুমি নদী হইতে উদ্ধার করিলে, আমাকেও অহঙ্কারের নদী হইতে মুক্ত কর। কাফ্রি, তুমি চক্ষুষ্মান্ হও, বলিয়া হোসেনকে আশীর্ব্বাদ করিল। অতঃপর এই হইল যে তিনি সত্য সত্যই আপনাকে কাহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করিতেন না। একদা এক কুকুর তাঁহার নিকটে উপস্থিত হয়। কেহ জিজ্ঞাসা করিল "তুমি শ্রেষ্ঠ না কুকুর শ্রেষ্ঠ?" তিনি বলিলেন, "যদি আমার ধর্ম্মজীবন রক্ষা পায়, তবে কুকুর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বটে, যদি তাহা না হয় আমার ন্যায় এক শত হোসেন অপেক্ষা একটী কুকুর শ্রেষ্ঠ।"

মহর্ষি হোসেন বলিয়াছেন যে একদা একটী সুন্দরী যুবতী আমার নিকটে উপস্থিত হয়, তাহার উভয় হস্ত অনাবৃত, মুখমণ্ডল অনবগুণ্ঠিত ছিল, চক্ষুদ্বয় ক্রোধে আরক্তিম। সে এই ভাবে আমার নিকটে আসিয়াই আপন স্বামীর নিন্দা করিতে লাগিল। আমি বলিলাম, "মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় আবৃত কর।" সে বলিল, "একটী সৃষ্ট বস্তুর প্রেমে এরূপ উন্মত্ত হইয়া পড়িয়াছি, যে আমার জ্ঞান নাই। যদি তুমি সতর্ক না করিতে, আমি এই মত্ততাতে বাজারের দিকে এই ভাবে চলিয়া যাইতাম। কিন্তু তুমি ঋষি বলিয়া আপনাকে পরিচিত কর, স্রষ্টার প্রতি তোমার এই কি রূপ প্রেম ও মত্ততা যে তুমি আমার অনাবৃত মুখ দেখিতে কুণ্ঠিত হইলে?

এক দিন এক যুবক আসিয়া মহর্ষি আবদুল্লার চরণে পতিত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল, "আর্য্য! একটী পাপ করিয়াছি, লজ্জায় বলিতে পারিতেছি না। আবদুল্লা বলিলেন, "বল কি করিয়াছ"? যুবক বলিল, "ব্যভিচার করিয়াছি, এই ক্ষণ আমার উপায় কি হইবে বলিয়া দেও।" মহর্ষি বলিলেন ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি রাখ এই উপায়।" সে জিজ্ঞাসা করিল, "তাহা কিরূপে"? তিনি বলিলেন, "সর্ব্বদা এই ভাবে থাকিবে যে তিনি যেন তোমার দৃষ্টির অন্তরাল না হয়েন।"

এক দিন শীত কালে মহর্ষি আবদুল্লা নেশাপুরের রাজপথ দিয়া যাইতেছিলেন, পথে এক জন দাসকে শীতে কাঁদিতেছে দেখিতে পান, তাহার শরীরে এক খান সরু

আবরণ মাত্র ছিল। আবদুল্লা বলিলেন,প্রভুকে কেন বলিতেছ না যে তোমাকে এক খান স্থূল উষ্ণ বস্ত্র তিনি ক্রয় করিয়া দেন ? দাস বলিল, "আর বলিব কি ? তিনি স্বয়ং দেখেন ও জানেন।" তাহা শুনিয়া প্রেমিক আবদুল্লার মুখমণ্ডল আনন্দে প্রফুল্ল হইল, তিনি প্রীতি বিহ্বল হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "হে মানবগণ। এই দাসের নিকটে ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা কর।"

একটী বালক দীপ লইয়া যাইতেছিল, মহর্ষি হোসেন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কোথা হইতে এই আলো আনিলে ? ইতি মধ্যে বাতাস লাগিয়া দীপ নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়। বালক হোসেনকে বলিল, "পূর্ব্বে তুমি বল,আলো এই ক্ষণ কোথায় গেল, পরে আমি বলিব কোথা হইতে আনয়ন করিয়াছি।" মহর্ষি একবারে নিরুত্তর।

একদা মহর্ষি আবা এজিদ্ ধ্যানস্তিমিত নেত্রে স্থিরভাবে বসিয়াছিলেন। কতক্ষণ পরে নেত্র উন্মীলন করিলে এক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কোথায় ছিলে ?" তিনি বলিলেন, "ঈশ্বরের মন্দিরে।" আগন্তু বলিল,"আমিতো এই মাত্র মন্দির হইতে আসিলাম,তোমাকে সেখানে দেখি নাই ?" মহর্ষি বলিলেন, "আমি মন্দিরের যবনিকার অন্তরালে ছিলাম, তুমি বাহিরে ছিলে, বাহিরের লোক ভিতরের লোককে দেখিতে পায় না।"

এক দিন রজনীতে আবা এজিদ্ আপন কুটীরাভিমুখে যাইতেছিলেন পথে এক প্রমত্ত যুবক বাদ্যযন্ত্র বাজাইয়া আমোদ করিতেছেন। আবাএজিদ্ তাহার নিকট দিয়া, ঈশ্বর মহান্ ও তিনি নিত্য,এই ধ্বনি করিতে করিতে যাইতেছিলেন। যুবক তাহাতে বিরক্ত হইয়া মহর্ষির মস্তকে সবলে যন্ত্র দ্বারা আঘাত করে। সেই আঘাতে মস্তক ও বাজা উভয়ই ভগ্ন হইয়া যায়। মহর্ষি বিনীত ভাবে চলিয়া আসেন। পরদিন ভৃত্যের হস্তে বাজার মূল্য ও এক থাল মিস্টান্ন যুবকের নিকটে পাঠাইয়া দেন এবং সানুনয়ে এই অনুরোধ করেন যে,গত রাত্রিতে আমার মস্তকে বাজা ভাঙ্গিয়াছ, এই মুদ্রা লও, ইহা দ্বারা অন্য বাজা ক্রয় কর এবং এই মিস্টান্ন ভক্ষণ কর, মিস্টান্নের রসে ক্রোধের তিক্ততা চলিয়া যাইবে। যুবক এই ব্যাপার দেখিয়া কাঁদিয়া আসিয়া ঋষির চরণে পড়িল ও অনুতপ্ত হৃদয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিল।

একদা রজনীতে ঋষি আহমদ্ খজরের কুটীরে চোর প্রবেশ করে, সে গৃহ তন্ন২ করিয়া অনুসন্ধান করিল চুরী করিতে পারে এমন কোন দ্রব্য প্রাপ্ত হইল না। অগত্যা নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যাইতে লাগিল। আহমদ খজর ইহা জানিতে পাইয়া চোরকে ডাক দিয়া বলিলেন, যুবক! এই জলের ভাণ্ড লও, হস্ত পদাদি প্রক্ষালন করিয়া আমার সঙ্গে উপাসনায় প্রবৃত্ত হও। আমি অঙ্গীকার করিতেছি যে অদ্য রাত্রিতে আমার সঙ্গে উপাসনা করিলে, কল্য প্রাতে যাহা দান পাওয়া যাইবে তোমাকে দিব।" এইকথা শুনিয়া চোরের লোভ হইল। আহমদ্ খজরের কথানুসারে সে ফিরে আসিয়া তাঁহার সঙ্গে উপাসনায় প্রবৃত্ত হইল, তখন আহমদ খজরের উপাসনার ভাব দেখিয়া, স্তুতি প্রার্থনা সকল শ্রবণ করিয়া তাহার মনে স্বীয় কুকর্ম্মের জন্য অনেক অনুতাপ উপস্থিত হইল, সে ব্যাকুল হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। প্রাতঃকালে এক ব্যক্তি আসিয়া আহমদ্খজরকে একশত টাকা দান করে। তিনি সেই মুদ্রা চোরের হস্তে প্রদান করিয়া বলিলেন,এই ধন গ্রহণ কর ও গৃহে চলিয়া যাও। চোর হস্ত হইতে টাকা ফেলিয়া দিয়া ঋষির চরণে পড়িয়া অনেক ক্রন্দন করিল, তদবধি সে চুরি পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার এক জন শিষ্য হইয়া রহিল।

একদিন মহর্ষি মারুফ মস্জিদের মধ্যে স্বীয় দ্রব্য জাত রাখিয়া স্নান করিতে গিয়াছিলেন। ইতি মধ্যে একটী বৃদ্ধা স্ত্রী আসিয়া তাঁহার কোরাণ, জলপাত্র ও নমাজের আসন চুরি করিয়া লইয়া যায়। মারুফ প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলেন যে তাঁহার দ্রব্য সামগ্রী নাই, বহির্ভাগে দৃষ্টি করিয়া দেখেন যে এক বৃদ্ধা উহা লইয়া পলাইয়া যাইতেছে। তখন মারুফ সত্বর গতিতে বৃদ্ধার নিকটে যাইয়া বলিলেন, "ওগো! তোমার কি কোন পুত্র আছে যে কোরাণ পড়িতে পারে ?" বৃদ্ধা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বলিল, "না মহাশয়!" মারুফ বলিলেন, "যদি তাহা না হয় কোরাণ খানা রাখিয়া যাইতে পার, আমার বিশেষ উপকার হইবে, আর সমুদায় বস্তু লইয়া যাও।" বৃদ্ধা মারুফের মিষ্ট কথা শ্রবণ এবং প্রেমপূর্ণ গম্ভীর ভাব দর্শন করিয়া ব্যাকুল অন্তরে সমুদায় দ্রব্য সামগ্রী হস্ত হইতে ফেলিয়া দিল ও মহর্ষির চরণে পড়িয়া অনেক ক্রন্দন করিল। মারুফ জলপাত্র ও আসন লইয়া যাও বলিয়া তাহাকে অনেক সাধ্য সাধনা করিলেন। বৃদ্ধা কোন রূপেই তাহা গ্রহণ করিতে সম্মত হইল না। অনেকক্ষণ ব্যাপিয়া স্বীয় পাপের জন্য রোদন করিল।

চুঁচুড়া ব্রাহ্মসমাজের গৃহ প্রতিষ্ঠায়।

আচার্য্যের উপদেশ।

মঙ্গলবার, ৯ই ভাদ্র, ১৭৯৭ শক।

সমুদয় ধর্ম্মসাধন কেবল তীর্থযাত্রা মাত্র। দূরস্থ ঈশ্বরের মন্দিরে যাইবার উদ্দেশে সংসারী পাপী বিপন্ন ব্যক্তিরা সংসারের যাবতীয় ব্যাপার পরিত্যাগ করিয়া সেই তীর্থাভিমুখে গমন করে। মনুষ্য ধন উপার্জ্জন করে, সংসারের পরিবারের সুখ ভোগ করে, মান গৌরব বর্দ্ধন করে। কিন্তু তীর্থ যাত্রার সময়, এ সংসার আমার বাড়ী নহে, তীর্থ যাত্রা করিয়া শুদ্ধ হইতে হইবে, এই ভাবিয়া সকলই পরিত্যাগ করে। তখন চক্ষু আর সংসার দেখিতে ইচ্ছা করে না, কর্ণ, শরীর মন বিরক্ত হয়। সেই সমুদায়

স্ত্রী পুত্র, কার্য্যপ্রণালী, কিন্তু মনের কেন ভাবান্তর হইল? একবারে কেন বৈরাগ্য জন্মিল? এ সকলের কারণ তীর্থ-গমনের অভিলাষ। এখানকার লোক জন আমার আপনার নহে, এখানকার ধন চিরস্থায়ী নহে, বৈরাগ্য ইহা বুঝিতে পারিয়া সংসার পরিত্যাগ করে। সেই সংসারের সুন্দর বস্তু সকল যেমন তেমনই আছে; কিন্তু তাহাতে আর বৈরাগ্যের সুখ হয় না। কিন্তু তীর্থ যাত্রার সময় অল্প বিশ্বাসীর বড় বিপদ। পৃথিবীর সমুদয় মুগ্ধ করিবার ব্যাপার সকল তাহাকে বিমুখ হইতে, নিবৃত্ত হইতে নিষেধ করিতেছে; তীর্থে যাইও না, তীর্থে যাইও না, বার বার এরূপ উপদেশ দিতেছে। সমুদয় লোক একত্র হইয়া যখন তাহার মন বিগলিত করিতে লাগিল, অর্দ্ধবিশ্বাসী আবার সংসারে প্রবেশ করিল। শক্ত বিশ্বাসী সে সকল প্রবঞ্চনা জানিয়া পরাজয় করিলেন। কিন্তু এমন জ্ঞানী কে আছে যে এক অস্ত্রে এই সংসার পাশচ্ছেদন করিতে পারে? মনে কর সেই বৈরাগী ভক্ত যিনি সর্ব্বস্ব ছাড়িলেন, তিনি এক এক বার ভাবেন, এক এক বার পশ্চাৎ ফিরিয়া তাকান, আর বলেন, হায়! কি করিলাম, সেই বাড়ী, সেই সুন্দর অট্টালিকা, সেই এত কালের উপার্জ্জিত মান সম্ভ্রম, সেই দুরস্থ বন্ধু স্বজন, তাঁহাদের মুখের সেই স্বর, সেই ভাব ভঙ্গী, আর এ সকল সম্ভোগ করিতে পারিব না। এ সকল ভাবিতে ভাবিতে তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করেন, তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে থাকে, এবং অস্থি পর্য্যন্ত ভাঙ্গিতে থাকে। এরূপ ভাবিতে ভাবিতে কত লোক সেই স্থান হইতে আবার ফিরিয়া আসে। যাঁহার বৈরাগ্য বল অত্যন্ত অধিক, তিনি এ সকল ভাবনা দমন করিয়া আপনার ব্রত পালন করেন। বাস্তবিক বৈরাগ্যের প্রথমাবস্থা অত্যন্ত যন্ত্রণাকর। সকলই পরিত্যাগ করিতে হয়। ভাল কাপড় ছাড়িয়া মলিন বেশ পরিধান করিতে হয়, ভাল আহার ছাড়িতে হয়, আসক্তি, স্বার্থপরতা ছেদন করিতে হয়। কিন্তু এক দিকে যেমন সকল সুখ-ত্যাগ, এবং কেবলই দুঃখ কষ্ট, আর এক দিকে গম্ভীর ধ্বনিতে সেই বৈরাগীকে এক জন বলেন, সাধক! তোমার ভয় নাই, এমন দিন চির কাল থাকিবে না। ভক্তবৎসল বলেন, 'মাভৈ মাভৈ।' ঈশ্বর স্বয়ং বৈরাগীকে অভয় দান করিয়া সেই দুঃখ যন্ত্রণার মধ্য দিয়া তাঁহার দিকে তাঁহাকে আকর্ষণ করেন। ধর্ম্মের আরম্ভ কষ্টকর, কিন্তু ধর্ম্মের শেষে সুখ। আহারের প্রথমে (আমাদের দেশে প্রথা আছে) তিক্তরস, পরে ক্রমে যখন অম্লরস শেষ হইল, সর্ব্বশেষে মিষ্ট রস। কোন্ ব্রাহ্ম বলিতে পারেন উপাসনা প্রথমে তাঁহার ভাল লাগিয়াছিল? কে জানিত তাহার ভিতরে সুখ আছে? 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং,' বলিয়া আরাধনা করিলে, সরল হৃদয়ে কাতর স্বরে প্রার্থনা করিলে প্রাণের পাপাগ্নি নির্ব্বাণ হইয়া যায় এই আশায় ব্রহ্মোপাসনা আরম্ভ করিলাম। ক্রমে জানা গেল পাপ যাইতেছে, ইন্দ্রিয় দমন হইতেছে, রসনা মিষ্ট, হস্ত সৎকার্য্যে নিযুক্ত, এবং মন শুদ্ধ হইতেছে, এ সকল লক্ষণ দ্বারা উপাসনার সফলতা বুঝা গেল। পরে ঈশ্বরের বাক্য সাধকের বিবেককে জাগাইয়া দিল। সিদ্ধিদাতা ভক্তবৎসল ঈশ্বর সাধককে বলিলেন, "তুমি কি আমার ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া কেবলই দুঃখ করিবে"? ধার্ম্মিকের দুঃখ, ধার্ম্মিকের ম্লান মুখ দেখিয়া জগতের লোকও কাঁদিল। অবশেষে ধার্ম্মিক নিজেও দুঃখ যন্ত্রণায় জর্জ্জরিত হইয়া বলিল, হে ঈশ্বর! আমার দুঃখের রজনী কখন প্রভাত হইবে? এই প্রশ্নের উত্তর আসিল, সংসার ছাড়িয়া সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের রাজ্যের অধীন হইতে হইবে। ইহাতে দুঃখের রজনী সুপ্রভাত, এবং সুখের সূর্য্য উদয় হইবে। সাধক যে দিন এই কথা শুনিয়া প্রাণ মন সর্ব্বস্ব দিয়া ঈশ্বরের পূজা করিলেন, সেই দিন হইতে তাঁহার সৌভাগ্য আরম্ভ হইল। আগে কর্ত্তব্য-জ্ঞানে উপাসনা করিতেন, এখন উপাসনা তাঁহার নিকট সুধাসিন্ধু হইল। প্রাণভরিয়া পূজা করিতে করিতে তিনি বলিলেন, আজ যিনি আমার হস্ত হইতে প্রীতিফুল লইতেছেন, আর কখনত ইহাঁকে এমন সুন্দর, এমন মধুর দেখি নাই! আজ কেন উপাসনা করিতে করিতে ভক্তি উথলিয়া উঠিতেছে? এ সকল কথা বলিতে বলিতে ভক্তের প্রাণ অধীর হইল। সে সুখের অধীরতা। দুগ্ধ মিষ্ট হইবার পূর্ব্বে একবার উদ্বেলিত হয়, সেই উচ্ছ্বাস বলিয়া দেয় যে দুগ্ধ সরস হইতেছে। সেই রূপ সাধকের হৃদয়ে ভক্তির উচ্ছ্বাস জানাইয়া দেয় যে তাঁহার দুঃখের রজনী অবসান হইল, এবং সুখের দিন আসিতেছে। ভক্ত তখন প্রেমে উন্মত্ত হইয়া বলেন, হে প্রভো! গরিবের ঘরে যদি আসিলে, মৃতকে চৈতন্য যদি দিলে, আর যেও না। ভক্তবৎসলও ভক্তের প্রেমে বশীভূত হইয়া তাঁহার কাছে রহিলেন। এমন প্রভুকে কি আর দাস ছাড়িতে পারে? ভক্ত বুঝিলেন, তিনি যে মহারত্ন হস্তগত করিলেন ইহার আর মূল্য নাই। সংসারে থাকিয়া লক্ষ লক্ষ টাকা পাইলেও এত সুখ হয়না। তিনি আহ্লাদে এই কথা বলিলেন, আমার মন দুঃখেতে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। আজ আমার কি পরম সৌভাগ্য ঈশ্বর দর্শনের আনন্দে এই মন পরিপূর্ণ হইল! উপাসনা তাঁহার প্রাণের মধু হইল, উপাসনা করিতে করিতে তাঁহার প্রাণ প্রমত্ত হইয়া গেল। বাহিরের উপাসনা বন্ধ করিলেও সমস্ত দিন তাঁহার মন সেই বন্ধু, সেই প্রভুকেই স্মরণ করিতেছে। সেই যে উপাসনার সময় একবার প্রভুর কথা শুনিয়াছেন, তাঁহার মনে হইতেছে যেন সমস্ত দিনই তাঁহার কথা শুনিতেছেন। এই রূপে বাহিরের উপাসনা শেষ হইলেও ভক্তের ভিতরের মত্ততার আর শেষ হয় না। বহুকাল বিচ্ছেদের পর বন্ধুদর্শনে যেমন প্রাণে এক প্রকার মত্ততা জন্মে, সেই বন্ধুকে আর ভুলিতে পারে না, শীঘ্র

বিদায় দিতে পারে না, সেই রূপ ভক্তের চক্ষু কর্ণে সমস্ত দিন ঈশ্বর লাগিয়াই আছেন। যখন বান ডাকে তখন তাহা আস্তে আস্তে আসে না; কিন্তু সকল ভাসিয়া প্রবল বেগে আমাদের নগর গ্রাম সকল ডুবাইয়া, বহু কালের পাপরাশি ধৌত করিয়া চলিয়া যায়। সাধক বলেন, আমাকে এত ত্বরায় আনন্দ দিলে আমি ধারণ করিতে পারি না। এই কঠোর প্রাণ এত সুখ কিরূপে ধারণ করিবে? কিন্তু সাধকের কথা না মানিয়া ঈশ্বরের কৃপা-বলে ভক্তি এবং প্রেমের বন্যা তাহার হৃদয়ের ভিতরে আসিতেছে। সেই ভক্তির উচ্ছ্বাস, সেই প্রেম প্লাবনে পাপ একেবারে ধৌত হইয়া যাইতেছে। আগে সহজে রাগিতাম, এখন এক জন শত্রুভাবে আমাকে পাঁচ বার এক শত বার কটু কথা বলিলেও, আমার রাগ হয় না। মুখে মিথ্যা কথা আসে না, মন কুচিন্তা করিতে পারে না। আগে উপাসনার সময় আসিলে কষ্ট হইত, এখন উপাসনা শেষ হইবে মনে হইলে দুঃখ হয়। এই দুঃখে ভক্ত ঈশ্বরকে বলেন, প্রভো! দুঘণ্টা উপাসনা করিয়া কেমন করিয়া থাকিব? ঈশ্বর নিজেও ভক্তবৎসল, ভক্তকে ছাড়িয়া তিনি থাকিতে পারেন না, ভক্তকে তিনি ছাড়িতে দিবেন কেন? এই জন্য তিনি উপায় (সন্ধান সঙ্কেত) বলিয়া দিলেন, উপাসনা শেষ হয় হউক, পাঁচ জনের সঙ্গে আমার নাম কীর্ত্তন শেষ হয় হউক, কিন্তু তোমার প্রাণ আমার সঙ্গে বাঁধিয়া রাখ। তিনি কার্য্য করেন, বিদ্যালয়ে যান; কিন্তু তাঁহার প্রাণ ঈশ্বরের পাদপদ্মে। তিনি কথা কউন, ঈশ্বরের গুণ কীর্ত্তন করুন বা না করুন, তাঁহার মন সর্ব্বদাই ঈশ্বরের নিকটে। তাঁহার শরীর, তাঁহার হস্ত পদ পৃথিবীতে কার্য্য করিতে লাগিল; কিন্তু তাঁহার প্রাণ স্বর্গে বাস করিতেছে। এই প্রকারে ভক্তের প্রাণ বিমোহিত হয়। পূর্ব্বকালে ভক্তশ্রেষ্ঠ মহাত্মা চৈতন্য প্রভৃতি যেমন ঈশ্বর সহবাসের পরমানন্দের উচ্ছ্বাসে ডুবিয়া যাই-তেন, ব্রহ্মরস সাগর ভিন্ন আর কোথাও থাকিতে পারি-তেন না, তাঁহাদের প্রাণের ভিতরে দুই কার্য্য ছিল না, যদি ভক্তির পথ অবলম্বন করিতে চাও, তবে ভ্রাতৃগণ! তোমাদিগকেও সেইরূপ সর্ব্বত্যাগী বৈরাগী এবং এক প্রাণ হইয়া, ঈশ্বর পাদপদ্মে মগ্ন হইয়া থাকিতে হইবে। এখন যে ব্রহ্মোপাসনা করিতেছ, ইহার বিচ্ছেদ আছে। আহারের সময়, সংসারের কার্য্যে ঈশ্বরকে ভুলিয়া যাও। এখন তোমাদের জীবন বিভক্ত রহিয়াছে, ইহার এক ভাগ ঈশ্বরের, অন্য ভাগ সংসারের। খানিক ব্রহ্মপূজা, খানিক সংসারের সেবা। কিন্তু অবিচ্ছেদে এবং অবিভক্তভাবে ঈশ্বরের ভক্ত সাধক হইতে হইবে। সংসার ভক্তের যোগ ধ্যান ভঙ্গ করিতে পারে না। তাঁহার চক্ষু কর্ণ সং-সারে আছে; কিন্তু তাঁহার প্রাণ অন্যত্র গমন করিয়াছে, এই জন্য তিনি পৃথিবীর রাশি রাশি প্রলোভন দেখিতে শুনিতে পান না। তাঁহার লোভ উত্তেজিত করিবার জন্য তুমি যে তাঁহার সম্মুখে এত টাকা রাখিলে তিনি তাহা দেখিলেন না, তাঁহার টাকা ধন কেবল এক ঈশ্বর। প্রাণের যোগ হইলে সেখানে কি বিচ্ছেদ সহ্য হয়? সুরা পানাসক্ত জানে অবিচ্ছেদে যদি মত্ততা থাকে তবে কেমন সুখ। সেইরূপ যাঁহারা ঈশ্বরের প্রেমমদিরা পান করেন তাঁহারা জানেন, অর্দ্ধ ঘণ্টা আসক্তির বিচ্ছেদ, প্রমত্ততার বিচ্ছেদ, দুই বৎসর বোধ হয়। ভক্ত যোগী সর্ব্বদাই এই প্রেমরস পান করেন। পৃথিবীর আর পাঁচ জন সংসারের ছিন্ন দুর্গন্ধ বস্ত্র লইয়া নাড়া চাড়া করে, কিন্তু ভক্তের প্রাণ ঈশ্বর ভিন্ন আর কিছুতেই তৃপ্তি লাভ করে না। সংসারের লোক সকল যতক্ষণ কোলাহল করিয়া বেড়ায়, ততক্ষণ ভক্ত ভিতরে ভিতরে ঈশ্বরের কথা শুনিয়া আসেন। ভ্রাতৃ-গণ! তবে তোমরাও এই ভক্তিপথ অবলম্বন করিয়া প্রাণের ভিতর যাও। তোমাদের কল্যাণে এই গ্রামের কল্যাণ। আজ যেমন বাহিরের মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে তোমাদের আনন্দ হইল, তোমরা হৃদয়ের ভিতরে বিশ্বাস ভক্তি প্রভৃতি উপ-করণ সংযোগে ভিতরের গৃহ নির্ম্মাণ আরম্ভ করিয়া তেমনই আনন্দিত হও। ভিতরের যোগগৃহে বসিবার জন্য প্রস্তুত হও। এখানে পাঁচ জনে মিলিয়া দয়াময় নাম করিয়া সুখী হইবে, ভিতরে হৃদয়ের মধ্যে অবিচ্ছেদে যোগানন্দ সম্ভোগ করিবে। ইহাতে বিবাদ চলিয়া যাইবে। আমি ব্রাহ্ম, তুমি হিন্দু, আমি জ্ঞানী, তুমি মূর্খ, এ সকল কথা থাকিবে না। সেই দয়াময় নাম সংকীর্ত্তনে যখন মত্ততা জন্মিবে তখন ভেদাভেদ থাকিবে না। যুবা বৃদ্ধ, মূর্খ, পণ্ডিত, ধনী দরিদ্র এক হইবে। শান্তিরাজা শান্তি প্রেরণ করিবেন, তোমরা যোগী হইয়া এই দেশের বহুকালের দুঃখ অশান্তি দূর কর। এই গঙ্গাতীরস্থ উভয় পার্শ্বের গ্রাম ও নগরের লোক-দিগের ক্রন্দন এই ভাদ্র মাসের একটানা গঙ্গা অপেক্ষা প্রবলতর স্রোতের ন্যায় ঈশ্বরের দিকে যাইতেছে। হায়! দেশের কি দুর্দ্দশা হইয়াছে, প্রেম ভক্তির কথা কেহ শুনিতে চায় না। আমাদের সুন্দর ভারতবর্ষকে কুসংস্কার অজ্ঞান আর কত কাল দুঃখ কষ্ট দিবে? ঈশ্বর জীবিত, দুঃখের ক্রন্দন তিনি শুনিতেছেন। তাঁহার চরণে আত্মার সর্ব্বস্ব সমর্পণ কর, এই দেশে, এই গঙ্গার উভয় পার্শ্বের গ্রামগুলি আবার হাসিবে। যুবারা ধার্ম্মিক হইবে। আবার মৃদঙ্গ লইয়া ভক্তির সহিত এই দেশ ঈশ্বরের নাম কীর্ত্তন আরম্ভ করিবে। তোমারা ভাই! এই ভক্তিভাবে যোগ দাও, আমরাও আনন্দিত হই তোমারাও আনন্দিত হও। সকলে আসিয়া দয়াময়ের এই পবিত্র মহোৎসবে যোগ দাও। বেদ বেদান্ত পরাস্ত হইয়াছে, ব্রহ্ম কথা কউন, তাঁহার কথা আমরা সকলে শুনি, তাঁহার কাছে বসিয়া আমরা সকলে সুখী হই, আনন্দিত হই।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

রবিবার, ১৪ ভাদ্র, ১৭৯৭ শক।

পৃথিবীতে এমন কোন বস্তু, কোন ব্যাপার নাই যাহা সাধক অবহেলা করিতে পারেন। মিষ্ট হইতে তিক্ত দ্রব্য পর্য্যন্ত সমুদয় বস্তুর প্রয়োজন আছে। জীবন রক্ষা করিবার জন্য রোগের অবস্থায় তিক্ত, বিষ পর্য্যন্ত আবশ্যক। দেখ বিষও ঈশ্বরের রাজ্যে বিপদকালে মনুষ্যের সহায় হয়। বিষের মধ্যেও মনুষ্যের প্রাণ রক্ষার ক্ষমতা রহিয়াছে। বহু মূল্য রত্ন সকল অন্ধকারাচ্ছন্ন পৃথিবীর গভীর স্থানে বাস করিতেছে। সেই স্থান খনন করিয়া তাহাদিগকে বাহির করিতে হয়। যে দিকে দেখি, সেই দিকেই দেখিতে পাই নানাবিধ অন্ধকারের বস্তু এবং নানাবিধ তিক্ত দ্রব্য সাধকের উপকার করে। সাধক এ সকল অগ্রাহ্য করেন না। আলোকের সময়, সুখের সময় যে সকল বস্তু উপস্থিত হয় সে সকল যেমন সাধক ভক্তি এবং কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করেন, ঘোর বিপদ অন্ধকারের মধ্যে ঈশ্বরের আজ্ঞাতে যে সকল কষ্টকর ঘটনা সমাগত হয়, সে সমুদয়ও সাধক সেই এক মঙ্গলকর হস্ত হইতে আসিতেছে বিশ্বাস করিয়া তাহাদিগকে চুম্বন করেন। দুঃখ মনুষ্যের উপকার করে। যখন সকল বন্ধু পরিত্যাগ করে তখন দুঃখ হয়। সেই দুঃখ কি ভয়ানক তাহা কথায় প্রকাশ করা যায় না, কিন্তু সেই দুঃখ বন্ধু হইয়া সাধককে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের আশ্রয়ে লইয়া যায়। ইহার ন্যায়, মলিন মনুষ্যকে নির্ম্মল করিতে আর কিছুতেই পারে না। জগতের অন্ধকার বিভাগে অনেক হীরক খণ্ড পাওয়া যায়। দুঃখের অন্ধকারের পরে যে সুখ সূর্য্যের উদয় হয়, তাহার মূল্য নাই। অগ্নি পরীক্ষায় স্বর্ণের উজ্জ্বলতা প্রকাশিত হয়। অতএব স্বর্ণকে নির্ম্মল করিবার জন্য যেমন অগ্নি চাই, তেমনই চিত্ত শুদ্ধ করিবার জন্য দুঃখ চাই। ধর্ম্মজীবন সাধনের জন্য দুঃখ, কষ্ট প্রয়োজনীয়। ভক্ত এ সকলের মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে পারেন। অন্যান্য লোক মূঢ়, তাহারা কিরূপে জানিবে ঈশ্বরের রাজ্যে অন্ধকারের মধ্যে উৎকৃষ্ট বস্তু সকল পাওয়া যাইতে পারে? দুঃখ এবং কষ্ট সাধককে ভয়ানক বিপদ এবং পাপ হইতে রক্ষা করে। ভক্ত! তুমি হৃদয়ের মধ্যে একটী উদ্যান করিতে চাও। তুমি ভূমি খনন করিয়া জল সিঞ্চন করিলে কর; নানা প্রকার কৌশল করিয়া ভাল বায়ু এবং ভাল উত্তাপ আনিতে উদ্যোগ করিলে কর; কিন্তু তোমার উদ্যানের পাশে কতকগুলি কণ্টক আছে। ভক্ত! তুমি যদি মূঢ় হও ঐ সকল কণ্টক দূর করিবে; কিন্তু যদি সুচতুর হও, সেই সকল কণ্টক দিয়া এমন একটী প্রাচীর নির্ম্মাণ করিবে যে, বাহিরের হিংস্র জন্তু সকল আর তোমার উদ্যানের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না। পুষ্প হস্তে লইবা মাত্র সুখ হয়, আর কণ্টক হাতে লইলেই রক্তপাত হয়, ইহা সকলেই জানে; কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তি উদ্যানকে রক্ষা করিবার জন্য উদ্যানের চারিদিকে কণ্টকের প্রাচীর নির্ম্মাণ করেন। উদ্যান রক্ষা করিবার জন্য কণ্টকের প্রয়োজন। অতি সুন্দর এবং কোমল পুষ্প সকল কণ্টকে বেষ্টিত, সেইরূপ মনুষ্য জীবনের অতি উচ্চ এবং বিশুদ্ধ সুখ পৃথিবীর অনেক দুঃখে আবৃত। সুখান্বেষী মনুষ্যের নিকট দুঃখ আপাততঃ পরিত্যাজ্য মনে হইতে পারে। কিন্তু ভক্ত দুঃখকে পরিত্যাগ করেন না। মনের ভিতরে অনেক প্রকার কুপ্রবৃত্তি এবং বিষয়াসক্তি আছে যাহারা সুযোগ পাইলেই ধর্ম্মের উদ্যানে প্রবেশ করিয়া তাহার সুন্দর পুষ্প সকল বিনাশ করে। পাছে কামাদি রিপু সকল হিংস্র জন্তুর ন্যায় প্রবেশ করিয়া উদ্যানের শোভা ভঙ্গ করে এই ভয়ে জ্ঞানী ভক্ত দুঃখ কণ্টকের প্রাচীর দ্বারা তাঁহাদের ধর্ম্মের উদ্যান বেষ্টন করিয়া রাখেন। এই জন্য সাধকেরা এ গ্রাম, ও গ্রাম হইতে কণ্টক গুলি ভিক্ষা করিয়া আনেন। মনের কুপ্রবৃত্তি সকল নিস্তেজ করিবার জন্য সমূহ কষ্টের প্রয়োজন। এই প্রলোভনময়, রিপুময় পৃথিবীতে যাহারা ধর্ম্মের জন্য কষ্ট সহ্য করিতে পারে না, নিশ্চয়ই তাহাদের পতন হয়। এই জন্য সাধকেরা 'কষ্টপ্রিয়' হয়েন। কিন্তু সাধনের জন্য সকল প্রকার কষ্ট আবশ্যক নহে। অনেক প্রকার কষ্ট আছে যাহা মনুষ্যের অনিষ্ট করে, সেই সমুদয় কষ্টে জর্জ্জরিত হইয়া মনুষ্য ক্রমাগত নিরাশ এবং অবশেষে নাস্তিক হয়। অনেক সাধক দুঃখের ভিতর পড়িয়া এমনই নিরাশ হইয়া গিয়াছেন যে তাঁহারা আর উপাসনা করেন না। অনেকে দুঃখ কষ্ট বহন করিতে অক্ষম হইয়া অবশেষে আত্মহত্যা করিয়াছে। যে কষ্টে এরূপ ভয়ানক অপকার হয়, যাহা দ্বারা নিরাশা, অশান্তি বৃদ্ধি হয়, তাহা কেবল মনুষ্যের প্রতি উৎপাত করে, সে কষ্ট গ্রহণ করা কদাচ সাধকের উচিত নহে। আর এক প্রকার কষ্ট নিষ্ফল, ইহা সাধকের অপকারও করে না উপকারও করে না। ইহা গ্রহণ করা বৃথা। মনে কর তোমার ক্রোধ রিপু প্রবল হইয়াছে, অতএব তুমি পাঁচ দিন উপবাস করিয়া শরীরকে কষ্ট দিলে; কিন্তু সেই কষ্টে হৃদয়ের শুদ্ধি হইল না। এই রূপ অনেক প্রকার কষ্টব্রত আছে যাহা পাঁচ বৎসর কি দশ বৎসর পালন করিলে; কিন্তু তাহাতে কিছু উপকার হইল না। সেই ব্রত পালন করিবার পূর্ব্বে যেমন কামী, রাগী ছিলে, এখনও ঠিক তেমই রহিলে। সেই নিষ্ঠুর হৃদয় কিছুতেই বিগলিত হইল না। এ অবস্থায় এই কষ্টকর ব্রত নিশ্চয়ই নিষ্ফল হইবে। তৃতীয় শ্রেণীর কষ্টে উপকার করে। চিত্তশুদ্ধি ব্রত অবলম্বন করিয়া মনে করিলাম এই তিক্ত রস পান করিলে আমার চিত্ত শুদ্ধ হইবে, এই অগ্নির নিকটে বসিলে আমার কুপ্রবৃত্তি সকল দমন হইবে, সাধনের পর দেখি

তাহাই হইল। পনর দিনের জন্য বিশেষ সঙ্কল্প করিয়া বন্ধু বান্ধব সকলে মিলিয়া কঠোর সাধন আরম্ভ করিলাম, কিম্বা এক মাস নির্জ্জনে কোন বিশেষ সাধন করিলাম, অবশেষে দেখি মনের পরিবর্ত্তন হইয়াছে, আমাদের সংকল্প সিদ্ধ হইয়াছে। এ প্রকার কষ্ট মনুষ্যের পক্ষে কল্যাণকর। এই কষ্ট তাহার সুখের কারণ। এই অবস্থায় ধূলিও সাধকের হস্তে স্বর্ণ হইবে। শুভ উদ্দেশ্যে যত কষ্ট, যে পরিমাণে লইবে, সেই পরিমাণে তাহারা তোমার উপকার করিবে। কিন্তু চতুর্থ প্রকার কষ্ট, অথবা শেষ প্রকারের কষ্ট কেবল উপকার করে তাহা নহে। তাহা যেমন শুভকর, তেমনই আবার সুখকর। সেই অবস্থায় সাধক আহ্লাদের সহিত আদরের সহিত কষ্ট গ্রহণ করেন। তৃতীয় শ্রেণীর কষ্টে তাঁহার উপকার হইল, তাঁহার রিপু সকল নিস্তেজ হইল, তিনি সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের চরণাশ্রিত বিনীত দাস হইলেন, তাঁহার চিত্ত কোমল হইল, সেই কষ্টে তিনি তাঁহার জীবনের চারিদিকে রাশি রাশি উপকার দেখিলেন; কিন্তু ইহাতেও ভক্ত তুষ্ট হইলেন না। তিনি বলিলেন, কষ্ট কেন সুখকর হইবে না? যে কষ্ট প্রেমময়ের হস্ত হইতে আসিবে তাহাতে কেন আমার সুখ হইবে না? বাস্তবিকই বাহিরের দুঃখ কষ্টে ভক্তের চিত্তের প্রসন্নতা বিকাশিত হয়। ভয়ানক অগ্নির ভিতরে তিনি সেই প্রেমহস্তের কোমল সংস্পর্শ সম্ভোগ করেন। যে কষ্ট ঈশ্বর দেন তাহা তিনি সমস্ত হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ দিয়া মস্তকে বহন করেন। ভয়ানক কষ্ট গ্রহণ করিবার সময়েও ভক্ত এই কথা বলেন, "হে ঈশ্বর! ধন্য তোমার বিশেষ দয়া! তুমি এই পাতকীকেও স্মরণ করিলে?" বাস্তবিক চতুর্থ শ্রেণীর কষ্ট সাধকের নিকট মধুময় হয়। যখন ভক্ত বুঝিতে পারেন যে ধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে তাঁহার শরীরের রক্ত দিতে হইবে, তখন তিনি বলেন, কি বলিলে ঈশ্বর! তুমি আমার রক্ত চাও? আমি তোমাকে শরীরের সমস্ত রক্ত দিয়া পূজা করিব। বস্তুতঃ তাঁহার ন্যায় সুখী আর কে আছে যিনি ঈশ্বরপ্রেরিত কষ্টে সুখানুভব করেন? ভক্ত ঈশ্বরকে সকলই দেন। তিনি বলেন প্রভো! তুমি আমার বস্ত্র চাও, বস্ত্র লও; টাকা চাও টাকা লও, সর্ব্বস্ব লও; প্রাণ মন চাও, প্রাণ মন লও। প্রভুকে সর্ব্বস্ব দিয়া মহা কষ্ট পাইতে হয়, তাহাও তাঁহার শিরোধার্য্য। কিন্তু হয়ত লক্ষের মধ্যে এক জন ইহা পারে, সকলে কি এই কষ্ট সহ্য করিতে পারে? অপ্রসন্ন ভাবে কষ্ট গ্রহণ করাতে তত উপকার হয় না, এবং সাধক কখনও চিরকাল সেই কষ্ট বহন করিতে পারে না। চতুর্থ শ্রেণীর ভক্ত যিনি তিনি কষ্ট প্রিয়, কষ্টে তাঁহার প্রসন্নতা হয়। যখনই তিনি ভাবেন আমি আমার প্রভুর জন্য কষ্ট বহন করিতেছি, ইহা ভাবিতে ভাবিতে, ইহা স্মরণ করিতে করিতে তাঁহার আনন্দ হয়। মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত সেই কষ্ট স্মরণ করিয়া তাঁহার হৃদয় ঈশ্বরের পানে তাকাইয়া বলে, প্রভো! তুমি কি রক্ত চাহিয়াছ, আর কিছু নাই? অতএব যে কষ্ট অপকার করে, বিফল হয় অথবা কেবল উপকার করে, এ সকল ফেলিয়া দাও। যে কষ্টে প্রাণ প্রফুল্ল হয়, হৃদয় প্রসন্ন হয়, সাধক সেই কষ্ট লও। তোমাদিগকে কষ্টের মধ্যে প্রসন্ন দেখিয়া পৃথিবীর লোকও কষ্টের মধ্যে স্বর্গ অন্বেষণ করিবে।

সম্বাদ।

আমেরিকাবাসী প্রসিদ্ধ বক্তা এবং গায়ক মেঃ মুডী ও স্যাঙ্কী প্রণীত সঙ্গীত পুস্তক সাত মাসের মধ্যে পঁয়ত্রিশ লক্ষ একান্ন হাজার বিক্রীত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত দীননাথ মজুমদার মহাশয় কানপুর লক্ষ্ণৌ হইতে এলাহাবাদে আসিয়াছেন। বিগত রবিবার তথাকার সাম্বৎসরিক উৎসব হইয়া গিয়াছে।

দেশহিতৈষিণী মাননীয়া মিস্ মেরী কারপেণ্টার এখানে পৌঁছিয়াছেন। গত রবিবারে তিনি ব্রহ্মমন্দিরে আসিয়াছিলেন।

প্রচার কার্য্যের সাহায্যার্থ কৃতজ্ঞতার সহিত দান স্বীকার।

মাসিক দান সংগ্রহ।

শ্রীযুক্ত বাবু লক্ষ্মণ চন্দ্র আস খাটুরা	...	২০
" " মধুসূদন সেন (কলিকাতা)	...	১
" " চন্দ্রনাথ মল্লিক "	...	১
" " কৃষ্ণদয়াল রায় "	...	৩
" " মতিলাল শীল "	...	॥০
" " শ্রীকৃষ্ণ হাজরা "	...	১
" " মৃণালচন্দ্র মল্লিক "	...	১
" " ঈশ্বরচন্দ্র দত্ত "	...	।০
" " অক্ষয়কুমার রায় "	...	১
" " গোপালচন্দ্র মল্লিক	...	২
" " হরিদাস শ্রীমাণি "	...	১
" " গঙ্গাগোবিন্দ নন্দী ইন্দোর	...	১০
" " প্রসন্নকুমার ঘোষ (যোড়পুকুর)		২
" " কৈলাসচন্দ্র সেন "	...	২
শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা বসু (কলিকাতা)	...	২
দুইটী বন্ধু কলুটোলা	...	২
কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজ	...	৪
তেজপুর ব্রাহ্মসমাজ	...	১৷৵০

এক কালীন দান।

শ্রীযুক্ত বাবু বেণীমাধব মজুমদার কৃষ্ণনগর	...	১
শ্রীমতী কাদম্বিনী মুখোপাধ্যায় বরাহনগর	...	॥০

শুভ কর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দমোহন বসু	...	৫
সিন্দুরিয়াপটী ব্রাহ্মসমাজ	...	২

ভিক্ষাপ্রাপ্তি।

ব্রাহ্ম নিকেতন দৈনিক সিদা আনুমানিক মূল্য		৫
একটী মহিলা এক সিদা আনুমানিক মূল্য	...	২

বার্ষিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র সরকার দেরাদুন	...	

এই পাক্ষিক পত্রিকা কলিকাতা ১৩ নং কলেজ স্কোয়ার ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে ১লা পৌষ শ্রীমণিমোহন রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত হইল।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থ সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৮ম ভাগ। ২৪শ সংখ্যা।	১৬ই পৌষ, বৃহস্পতিবার, ১৭৯৭ শক।	বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২৷৷০ মফস্বল ঐ ৩।০

প্রার্থনা।

দয়াময় ঈশ্বর! যখন আমি তোমার নিকটে বসিয়া থাকি তখন আর কোন ক্লেশই থাকে না; ইচ্ছা হয় এমনি করিয়া নিমীলিত নয়নে মগ্নভাবে কেবল তোমার সহবাসের শান্তি সম্ভোগ করি। আহা! কতই আনন্দ সুধা তুমি দাও, কি আশ্চর্য্য নিয়মে হৃদয়ের গ্লানি যন্ত্রণা বিদূরিত করিয়া প্রাণকে তুমি শীতল কর। এই জীবনেই কি বিপরীত অবস্থা দেখিতেছি! এক দিকে প্রবৃত্তির উত্তেজনা, সংসারের কোলাহল এবং ব্যস্ততা, অপরদিকে তোমার শান্তিপ্রদ মধুর সহবাস। মাতার সুকোমল স্নিগ্ধ ক্রোড় শিশু সন্তানের পক্ষে যেমন সুখপ্রদ; পাপদগ্ধ হৃদয় অধম মানবের পক্ষে তেমনি তোমার পদ পল্লবের শীতল ছায়া। কিন্তু হে নাথ! আক্ষেপের বিষয় যে এমন পবিত্র শান্তি নির্ব্বিঘ্নে সম্ভোগ করিতে পারি না। যখন মনে হয় আবার সেই কঠিন সংসারে প্রবেশ করিতে হইবে, আবার হৃদয় শুকাইয়া যাইবে, তখন শোকভারে চিত্ত অধীর হইয়া যায়। যদি সম্ভব হইত তবে চক্ষু আর খুলিতাম না, এখানকার কথা সমস্ত ভুলিয়া গিয়া তোমার পদাশ্রিত ভক্তগণের সঙ্গে নিরন্তর আধ্যাত্মিক রাজ্যে বিচরণ করিতাম। কিন্তু কর্ত্তব্যজ্ঞান আসিয়া বলে যে তুমি সকল প্রবৃত্তির সামঞ্জস্য রক্ষা কর, নতুবা তোমার পাপ হইবে। যখন তাহার আদেশে কর্ম্মক্ষেত্রে গমন করি, বিষয়ী লোকদিগের সঙ্গে নানা কার্য্যে ব্যস্ত হই, তখন সংসারের পাপ বায়ুর সংস্পর্শে প্রতি দিনের উপার্জ্জিত পুণ্য অল্পে অল্পে ক্ষয় হইয়া যায়। তোমার নিকট হইতে যে কিঞ্চিৎ প্রসাদ লইয়া যাই তাহা এইরূপে হারাইয়া ফেলি। হৃদয়ের ঈশ্বর! তুমি জান তোমার প্রেমের মত্ততা যখন আমাকে অসার সংসারের রসহীন মরুদেশে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায় তখন আমার কি দুর্গতি। এক বিন্দু প্রেমবারির অভাবে আমার প্রাণ তখন কেমন ব্যাকুল হয়। হে জীবনবল্লভ! বলিয়া দাও, কর্ম্মক্ষেত্রে যতক্ষণ থাকিব ততক্ষণ তোমার ভাব কেমন করিয়া অন্তরে রক্ষা করিব। তোমাকে হারাইয়া, তোমার প্রেমরসে বঞ্চিত হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে থাকিলে পাপ কলঙ্কে জীবন দুর্ব্বল এবং অবসন্ন হইয়া পড়ে। সে বিপদের সময় হে বিপদভঞ্জন ঈশ্বর! যাহাতে আমি তোমার প্রদত্ত পবিত্র ব্রত রক্ষা করিতে পারি, আর যাহাতে পুনঃ পুনঃ আমার ব্রত ভঙ্গ না হয় তাহার উপায় বলিয়া দাও। আশীর্ব্বাদ কর

যেন আমার কার্য্যেতেও পুণ্য বৃদ্ধি হয়; তোমার পূজা আরাধনার সঙ্গে যেন বাহ্য ব্যবহারের মিলন থাকে। যে কার্য্যে আমার পুণ্য ক্ষয়, হৃদয় নীরস হইয়া যায়, তাহা হইতে আমাকে তুমি বাঁচাও।

প্রণালীপূর্ব্বক উপাসনা।

উপাসনা বিষয়ে সাধারণতঃ যেরূপ ঔদাসীন্য ও শিথিল ভাব লক্ষিত হয় তাহাতে এরূপ প্রত্যাশা করা যায় না যে, যাঁহারা কেবল বিপদ অথবা সম্পদ কালে বিশেষ কোন অনুকূল অবস্থায় অবস্থান্তরিত হইয়া ঈশ্বরকে স্মরণ করেন বা কৃতজ্ঞতা দেন তাঁহারা কখন প্রণালী অবলম্বন করিবেন। নির্দ্দিষ্ট প্রণালীর উপকারিতা তাঁহারা অবগত নহেন, হইতেও ইচ্ছা করেন না; বরং ইহার অনাবশ্যকতা এবং অযৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করিতে যত্নবান্ হন। প্রতিদিন নিয়মিতরূপে উপাসনা করা যাঁহাদের অভ্যাস আছে, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে প্রণালীপূর্ব্বক উপাসনা করেন না। বস্তুতঃ যাঁহার মনে যে দিন যে ভাবের প্রাবল্য হয় তিনি সে দিন সেই ভাবটী লইয়া ঈশ্বরের দ্বারে উপস্থিত হন। কোন গুরুতর অপরাধ হইলে অনুতাপের সহিত প্রার্থনা, বিপদে উদ্ধার হইয়া কিম্বা অভিষ্ট লাভে কৃতকার্য্য হইয়া কৃতজ্ঞতা দান, রোগ বা বিপদাপন্ন প্রিয়জনের কিম্বা নিজে কোন কঠিন পরীক্ষা হইতে মুক্তি পাইবার জন্য ক্রন্দন, ইহার কোন একটী বিশেষ ভাব উপাসনার নামে গৃহীত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা সাধকের উপাসনা নহে; বিষয়ী লোকেরা যেমন কোন কার্য্য উদ্ধারের জন্য ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তিদিগের শরণাপন্ন হয়, পরে তাহাদিগকে আর স্মরণও করে না, এ উপাসনাও সেই প্রকার। মনের সাময়িক ভাবকে চরিতার্থ করা আর উপাসনা সাধন করা এ দুইয়ের মধ্যে অনেক প্রভেদ।

সাধকদিগের পক্ষে বর্ত্তমান প্রচলিত উপাসনা প্রণালী সম্পূর্ণ উপযোগী, তপস্বী যোগিদিগের যোগ সাধনের এবং চিত্ত শুদ্ধির নিমিত্তে যাহা কিছু প্রয়োজন ইহার মধ্যে তাহা সমস্তই অবস্থিতি করিতেছে। উদ্বোধন, আরাধনা, ধ্যান, প্রার্থনা এই চারি অঙ্গে উপপাসনা প্রণালী বিভক্ত; সাধক ইহার কোন একটী পরিত্যাগ করিতে পারেন না। যথার্থরূপে যিনি ব্রহ্মসাধন করিতে চান, কেবল সাময়িক ধর্ম্মভাবকে চরিতার্থ করা সর্ব্বস্ব জ্ঞান করেন না, প্রণালীপূর্ব্বক উপাসনায় যে কি আনন্দ এবং উপকার তিনি তাহা বুঝিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অধিকাংশ উপাসক ধ্যান ও আরাধনার রসে বঞ্চিত। যে অঙ্গ সাধন করিলে চিত্তের একাগ্রতা জন্মে, ব্রহ্মযোগে মন নিমগ্ন হয় তাহা অনেকের নিকট অতি নীরস হইয়া রহিয়াছে। কেহ কেহ বলেন আরাধনা কেবল ঈশ্বরের প্রশংসা বাদ, তিনি কি আমাদের স্তব স্তুতি না শুনিলে আর সন্তুষ্ট হন না? আরাধনা বিষয়ে অনভিজ্ঞ উপাসকের এইরূপ অসার উক্তি সাধকদিগের গ্রাহ্যযোগ্য নহে। অভাব জ্ঞাপন, হৃদয়ের বিশেষ বিশেষ ভাব ঈশ্বর সমীপে ব্যক্ত করা যেমন উপাসনার উদ্দেশ্য, তেমনি তাঁহার সত্তা উপলব্ধি ইহার এক প্রধান অথবা মুখ্য উদ্দেশ্য। অগ্রে সত্তা উপলব্ধি না হইলে কাহার নিকট মনুষ্য আপনার মনের কথা বলিবে? সময়ে সময়ে চিত্তের বেগ, ভাবের উত্তেজনা বিদূরিত করা উপাসনার তাৎপর্য্য নহে। শূন্যে, অন্ধকার আকাশে কতকগুলি বাক্য ব্যয় করিলে কি ধর্ম্মতৃষ্ণা নিবারিত হয়? ব্রহ্মের সাক্ষাৎ দর্শন ব্যতীত উপাসনা বিফল। সেই দর্শন যদি প্রধান লক্ষ্য হয় তবে আরাধনা ধ্যান তৎসাধনে বিশেষ উপযোগী তাহাতে আর সন্দেহ নাই! প্রথমতঃ ঈশ্বরের এক একটী স্বরূপ এবং আমাদের সহিত সেই স্বরূপের নিগূঢ় সম্বন্ধ অনুভব করিলে ব্রহ্মধ্যানে আমরা মনকে স্থির

করিতে পারি। দ্বিতীয়তঃ ধ্যানযোগে তাঁহাকে আত্মস্থ করিতে সক্ষম হইলে তাহার পর প্রার্থনা করিতে পারি। দৈনিক সাধনের জন্য এই প্রকার প্রণালীপূর্ব্বক উপাসনা আবশ্যক। ইহা দ্বারা ক্রমে যখন আত্মা উন্নত হয় তখন আর উপাসনার মধ্যে বিভাগ থাকে না, একটী অখণ্ড বস্তুরূপে পরিণত হইয়া যায়। তোমার আমার পক্ষে শিক্ষার প্রয়োজন, সুতরাং প্রণালীরও প্রয়োজন আছে। পরব্রহ্মের অখণ্ড অব্যক্ত ভাব ধারণ করিবার পূর্ব্বে তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপের সহিত আমাদের জীবনের সুমিষ্ট যোগ হৃদয়ঙ্গম করিতে হয়। পরে যখন আমরা তাঁহাকে এক অবিভক্ত সার পদার্থ বলিয়া বিশ্বাস নেত্রে ধারণ করিতে সক্ষম হইব তখন উপাসনা ও অনুষ্ঠানের অঙ্গবিভাগ আর থাকিবে না, সমস্ত এক হইয়া যাইবে। অতএব শিক্ষার্থী উপাসক এবং সাধকদিগের মঙ্গলের জন্য, চিত্তের একাগ্রতা সাধনের জন্য উপাসনা প্রণালী অবলম্বনীয়।

সার চিন্তা।

মানবজীবনরূপ গভীর মহা সমুদ্র এক নিমেষের জন্য সুস্থির নহে, ঘটনারূপ বায়ুর আঘাতে ইহার বক্ষস্থল নিরন্তর আন্দোলিত হইয়া বিবিধ প্রকার চিন্তা ও কল্পনা তরঙ্গ রচনা করিতেছে। এক একটী তরঙ্গ শত শত শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া দিগ্দিগন্তরে ধাবিত হইতেছে। ইহার অদ্ভুত গতি মন বুদ্ধিকে পরাস্ত করে। কে কোন্ দিক্ দিয়া আসিতেছে এবং যাইতেছে তাহা অনুধাবন করিলে অবাক্ হইতে হয়। প্রকৃতিগত কিম্বা ভাবগত, স্থান কিম্বা কালগত কোন এক অবস্থাঘটিত সম্বন্ধসূত্রে বিংশতি বর্ষ পূর্ব্বের ঘটনারাজি বর্ত্তমানের সঙ্গে গ্রথিত রহিয়াছে, মুহূর্ত্তের মধ্যে কোন্ এক গুপ্ত স্থান হইতে কে যেন তাহাদিগকে টানিয়া আনিয়া মনশ্চক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত করিল। দিবসের পর দিবস যে সকল চিন্তাশ্রেণী মনে উদিত হয় তাহাতেই প্রায় জীবনের সকল সময় চলিয়া যায়, তদ্ব্যতীত ভূতকালের গর্ভস্থ কত কত ঘটনার সঙ্গে ইহার যোগ অবস্থিতি করিতেছে, সুতরাং চিন্তার এক একটী শৃঙ্খল অতি প্রকাণ্ড। ভাবযোগের নিয়মে সদা সর্ব্বদা, কি জাগ্রত কি স্বপ্নে, কখন প্রচণ্ড বেগে, কখন মৃদু মন্দ বেগে মনোরাজ্যে চিন্তার স্রোতঃ প্রবাহিত হইতেছে; কে যেন যন্ত্রের ন্যায় তাহাদিগকে চালিত করিতেছে; বাস্তবিক অভ্যাস এবং সংস্কাররূপ চক্র নিরন্তর ঘূর্ণিত হইয়া প্রতিনিয়ত এই সমস্ত আশ্চর্য্য ব্যাপার সম্পাদন করিয়া থাকে। মানস যন্ত্র এক বার যদি চলিল, বিশেষ বাধা না পাইলে তাহা জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত চলিতেই থাকিবে। প্রাকৃতিক নিয়ম, অভ্যাস এবং সংস্কারের অব্যর্থ শাসনে জীবন সমুদ্রের মধ্যে এই প্রকার ঘটনা ঘটিতেছে, আবার মনোবিজ্ঞানের নিগূঢ় নিয়মে কত সময় কত ভাব তরঙ্গ উঠিতেছে, কাহার সাধ্য যে এ সকল নিবারণ করিয়া রাখিবে? চিন্তা ও কল্পনার তরঙ্গাবলী যখন ভাব হিল্লোলে উদ্বেলিত হইয়া উঠে তখন আর তাহা কোন প্রতিবন্ধক মানে না। কার্য্যের ফলে এইরূপ চিন্তার উদয়, আবার চিন্তার ফলে এইরূপ কার্য্যের উৎপত্তি হয়। সাংসারিক কার্য্যের যে বিভাগে যিনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন তাঁহার মনে সেই সম্বন্ধীয় ভাব ও চিন্তাই উৎপন্ন হইয়া থাকে। কার্য্যালয়ে যিনি যে কার্য্য করেন, অবসরকালে গৃহে বসিয়া একাকী বা বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে তিনি সেই বিষয়েরই আন্দোলনে সময় কাটাইয়া দেন। কিন্তু ইহার অধিকাংশ চিন্তা ও আন্দোলন অসার। অসার কেবল পরকাল ও ধর্ম্মসম্বন্ধে নহে, ইহকাল এবং সংসার সম্বন্ধেও তাহা অসার। তদ্দ্বারা কিছুই ফল হয় না কেবল সময় নষ্ট, এবং কুঅভ্যাসের বৃদ্ধি। বিষয়

বিশেষে অত্যসক্তি বশতঃ অনেক বৃথা চিন্তা সমুৎপন্ন হয়। এই জন্য আমাদের উচিত যে, যাহাতে সার আছে, সত্যের আলোক আছে সেই বিষয়ে চিন্তা করিতে আমরা অভ্যাস করি। অসার চিন্তা কেবল নিষ্ফল তাহা নহে, ইহা বিবিধ পাপের প্রসূতি। চিন্তাতেই বহুল পাপ অনুষ্ঠিত হয়। তাহা কার্য্যে প্রকাশিত হউক বা না হউক, তদ্দ্বারা হৃদয়ের মধ্যে মলিনতা সঞ্চিত হইতে থাকে। পাপ হ্রাস এবং পুণ্য বৃদ্ধি হইতেছে কি না তাহা চিন্তার দ্বারা জানা যায়। যদি মন্দ চিন্তা ও কুচিন্তা পুনঃ পুনঃ মনোমধ্যে উদিত হয়, এবং সমাদরে ও আগ্রহের সহিত অধিক ক্ষণের জন্য স্থান প্রাপ্ত হয় তবে তাহা অধোগতির লক্ষণ। মন্দ অপবিত্র চিন্তা বিদূরিত করিতে হইবে, অসার চিন্তাকেও বিদায় করিয়া দিতে হইবে। বরং কোন প্রকার চিন্তা না করা ভাল তথাপি অসাধু চিন্তাকে কদাপি মনের মধ্যে স্থান দিবে না। কিন্তু পাপই আবার পাপের দণ্ড; যাহারা দৃঢ়তার সহিত মনকে সংযত করিতে পারে না তাহারা ঘটনার দাস হইয়া তৃণের ন্যায় অসার অপবিত্র চিন্তার স্রোতে ভাসিয়া চলিয়া যায়। যাঁহারা উপাসনা করেন; ইন্দ্রিয় সংযমে যত্নশীল হন, তাঁহারা মন্দ চিন্তার স্রোতঃ অগ্রে বন্ধ করিবার চেষ্টা করুন। যত দিন অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ না হয় তত দিন বাহ্য ব্যবহারও বিশুদ্ধ হইবে না। ভিতর পরিষ্কার থাকিলে বাহিরের ব্যবহার আপনাপনি বিশুদ্ধ হইয়া আসিবে। অতএব পাপ চিন্তা পরিহার করিবে কেবল তাহা নহে, অসার এবং বৃথা চিন্তাও করিবে না। কেবল অসার ও বৃথা চিন্তা পরিত্যাগ করিয়াও নিশ্চিন্ত থাকিবে না, যাহাতে সার এবং সাধু চিন্তা মনে সর্ব্বদা স্থান পায় তাহার জন্য যত্নবান্ থাকিবে। মনুষ্যের সুখ দুঃখ অনেক পরিমাণে চিন্তার সারবত্তার উপর নির্ভর করিতেছে। যিনি বলপূর্ব্বক মনের গতিকে পুনঃ পুনঃ পরমার্থ চিন্তাপথে চালিত করিতে চেষ্টা করেন তিনি অচিরে কুঅভ্যাস বা কুস্বভাবকে সাধু অভ্যাস এবং সৎস্বভাবে পরিণত করিতে পারিবেন। এইরূপে যিনি আত্মসংযমে সক্ষম হন তিনিই বাস্তবিক সুখী।

গুরু।

গতবারে গুরুসম্বন্ধে আমরা যে সকল শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে গুরু সম্বন্ধে এ দেশীয়গণের যথার্থ মত কি প্রকাশিত হয় নাই। দীক্ষা গ্রহণের পূর্ব্বে গুরুকে সেবা দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া মন্ত্র দীক্ষার্থ শিষ্য যেরূপ প্রার্থনা করিবেন, সেই প্রার্থনাটী পাঠ করিলেই অনেকে গুরু সম্বন্ধে এ দেশীয়গণের মত অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন।

"ত্রায়স্ব ভো জগন্নাথ গুরো সংসার বহ্নিনা।
দগ্ধং মাং কালদষ্টঞ্চ ত্বমহং শরণং গতঃ।"

বৈষ্ণবতন্ত্র।

এখানে আমরা দেখিতে পাইতেছি, ভাবী শিষ্য গুরুর নিকটে পরিত্রাণের জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। শুদ্ধ তাই করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, "জগন্নাথ" এই অনুচিত সম্বোধনে সম্বোধন করিয়াছেন। এক জন অদ্বৈতবাদীর নিকটে মনুষ্যকে এরূপ সম্বোধন করা পাপ জনক নহে, কেন না,

"তদাবির্ভাবেষু ভেদগ্রাহী নিন্দ্যতে।"

এই যুক্তি অবলম্বন করিয়া এ দেশের ঘোর দ্বৈতবাদিগণও অদ্বৈতবাদসাগরে নিমগ্ন হইয়াছেন। এ দেশে ঈশ্বর এবং গুরু ভিন্ন নহেন, গুরু ঈশ্বরের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি; গুরু ভিন্ন পরিত্রাণ অসম্ভব, গুরুই পরিত্রাতা। খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রতি কেহ কেহ কুটিল কটাক্ষপাত করিতে পারেন এবং মুখে বলিতে পারেন, এ দেশীয় আর্য্যগণ কখন মধ্যবর্ত্তী স্বীকার করেন নাই, কিন্তু সত্য প্রকাশ করিতে গেলে সকলকেই বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইবে, এ দেশীয় এবং সকল দেশীয় ধর্ম্ম মধ্যবর্ত্তিত্বে পরিপূর্ণ। গুরুর চরণ পূজা ইষ্ট পূজা এ দুই এক, এখনও প্রত্যেক হিন্দু পরিবার ইহার প্রমাণ অর্পণ করিতেছে।

"গুরো রগ্রে পৃথক্ পূজা সাপূজা নিষ্ফলা ভবেৎ।"

ইহা শুদ্ধ বচনে আবদ্ধ নহে, কার্য্যেতেও প্রতি দিন পরিণত হইতেছে। এমন কি প্রতি দিনের

ইষ্ট পূজার সঙ্গে সঙ্গে এই রূপ অঙ্গীভূত ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। সুতরাং গুরু এ দেশীয়গণের পক্ষে মধ্যবর্ত্তী পরিত্রাতা এক ধার্য্য আর সংশয় করিবার কোন কারণ নাই। শাস্ত্রে সাধকগণের জীবন পাঠ কর, দেখিতে পাইবে, যিনি যাঁহাকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়াছেন, পরিশেষে তিনি তাঁহার উপাস্য হইয়া পড়িয়াছেন, ধ্যানে তাঁহারই মূর্ত্তি চিত্রিত হইয়াছে। রাম, কৃষ্ণ, শিব, বুদ্ধ প্রভৃতি কেন উপাস্য হইয়া গেলেন, এখন আর এ জিজ্ঞাসা বৃথা। আজিও যখন সদোষ নির্গুণ গুরুগণ প্রতি হিন্দুপরিবারে ঈশ্বর বলিয়া পূজিত হইতেছেন, তখন তাঁহাদেরত এরূপ পূজিত হইবার বিশিষ্ট কারণই আছে। কারণ তাঁহারা এক এক জন সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক।

কেন প্রাচীন আর্য্যগণ এরূপ ঈশ্বরাবমাননাকর ভ্রমে নিপতিত হইলেন, এ প্রশ্নের উত্তর অতি সহজ। যে অদ্বৈতবাদ "হিন্দুধর্ম্মের" প্রাণ, তাহার চরম ফল এইরূপই। যখন সমুদায় জগৎই ব্রহ্ম, তখন গুরু ব্রহ্ম কেন হইবেন না? আর কয়েক দিন পরে শিষ্যও যখন ব্রহ্ম হইয়া যাইবেন এবং পূজার সময়ে একবার নিজের মস্তকে আরবার গুরুর মস্তকে ফুল চন্দন দিবেন, তখন আর এ সকল কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। তবে আমরা আর এক দিক্ দিয়া এই বিষয়টী অবলোকন করিতে পারি। সেটী উপাসনা তত্ত্ব। পাতঞ্জল দর্শনে লিখিত হইয়াছে;

"ক্ষীণবৃত্তে রভিজাতস্যের মনে গ্রহণ
গ্রাহে তৎস্থতদঞ্জনতা সমাপত্তিঃ।"

ইহার ভাব এই যে, যখন চিত্তের চাঞ্চল্য কথঞ্চিৎ নিবৃত্ত হইয়া আইসে তখন যে কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থে, মন আদি ইন্দ্রিয়ে, অথবা কোন অভিমত ব্যক্তিতে বা শুকাদি মুক্ত পুরুষে চিত্ত সংস্থাপন করিলে, স্ফটিক যেমন যে পদার্থের নিকটে সংস্থাপিত হয়, তাহারই গুণে তদাকারে প্রকাশ পায়, সাধকও তেমনি তত্তৎগুনবিশিষ্ট হয়েন। এই জন্য পূর্ব্ব পূর্ব্ব সূত্রে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে;

"বীতরাগ বিষয়ং বা চিত্তং।"
"স্বপ্ননিদ্রা জ্ঞানালম্বনং বা"
"যথাভিমত ধ্যানা বা।"

এখন আমরা দেখিতে পাইতেছি, যে কোন অভিমত ব্যক্তি বা পদার্থকে ধ্যানের বিষয় করিয়া চিত্তকে তদনুরূপ করাই সমুদায় উপাসনার উদ্দেশ্য। পূর্ব্বাচার্য্যগণ এই জন্যই কৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রভৃতি বীতরাগ মহর্ষিগণ বা তত্তৎগুণবিশিষ্ট পুরুষ বা কল্পিত পদার্থকে ধ্যান করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং নিজেরাও তত্তদুপায় অবলম্বন করিয়াছেন। আচার্য্য বা গুরু তুল্য ব্যক্তি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভক্তি শ্রদ্ধার পাত্র কেহ হইতে পারেন না, তাঁহার ন্যায় হইবার জন্যই শিষ্যের একান্ত অভিলাষ; সুতরাং তিনিই একা সকল উপায়ের স্থান অধিকার করিয়াছেন।

"পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।"

আমরা উপরে যাহা প্রদর্শন করিলাম, তাহাতে বিলক্ষণ বুঝিতে পারা যাইতেছে, খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণ অবতার উপাসনা সম্বন্ধে যে যুক্তি প্রদর্শন করেন, তাহা কত দূর প্রবল। তাঁহারা বলেন, মনুষ্যগণের মনে অতি প্রথমকাল হইতেই তাহাদিগের ন্যায় দৃশ্য ঈশ্বরকে পূজা করিবার জন্য স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস ছিল, এবং এই স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস চরিতার্থ করিবার জন্য ঈশ্বর খ্রীষ্টরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এ দেশীয়গণ ধর্ম্ম সম্বন্ধে উদার, সুতরাং তাঁহারা ঈশ্বরকে এক অবতারে আবদ্ধ রাখেন নাই, "যদ্ভাতং ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চেতি" যাহা হইয়াছে, যাহা হইতেছে, যাহা হইবে সকলই ঈশ্বরের নিজ অবতারের মধ্যে পরিগণিত করিয়াছেন।

এ কথার দ্বারা ভবিষ্যতেও ঈশ্বর মনুষ্যাকারে অবতীর্ণ হইবেন স্পষ্ট নিবদ্ধ হইয়াছে, এবং আধুনিক সময়ে চৈতন্য প্রভৃতি ঈশ্বরাবতার হইয়া গিয়াছেন। চৈতন্যাদি যে প্রকার এক এক জাতির সমষ্টির উপাস্য দেবতা, গুরু তেমনি সেই সেই জাতির প্রতি ব্যক্তির উপাস্য দেবতা, সুতরাং ভারতবর্ষে অবতারের স্রোতঃ অগণ্য। "অবতারা হ্যসংখ্যেয়াঃ" একথা সুতরাং স্বতঃসিদ্ধ। খ্রীষ্টধর্ম্মঅবতার একটীতে আবদ্ধ রাখিয়া লোকের মন, একীভূত করিয়াছেন, জাতীয় একতাবিহীন ভারতবাসীরা এক এক জন এক একটী উপাস্য গ্রহণ করিয়া পরস্পর হইতে ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছেন।

জাতীয় ভাব কে প্রতিরুদ্ধ করিতে পারে? এখন দেখা যাউক, মনুষ্যের স্বভাবতঃ অবতার উপাসনায় প্রবৃত্তি, ইহার মূল কি কারণ অবস্থিতি করিতেছে, এবং কোন্ অবস্থাতেই বা লোক সকল এই প্রবৃত্তি অনুসারে কার্য্য করিয়া থাকে।

জড় এবং অধ্যাত্মভেদে দর্শনশাস্ত্র প্রধানতঃ দ্বিবিধ। অদ্বৈতবাদ কখন জড় কখন অধ্যাত্ম দর্শন আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করে। বহুত্বের মধ্যে একতা অবলোকন ও সংস্থাপন করা চিন্তাশক্তির কার্য্য। প্রথমাবস্থায় এই শক্তি পরিস্ফুটভাবে কার্য্য করিতে পারে না। যে মহত্তর, বৃহত্তর শক্তিমান্ পদার্থ অশিক্ষিত মনকে আকর্ষণ করে, তৎপ্রতিই তখন লোকের দৃষ্টি নিপতিত হয়। মনুষ্য আপনার ইচ্ছাকে চতুর্দ্দিকে প্রতিরুদ্ধ দেখিতে পায় এবং সেই প্রতিরোধ হইতে আর একটী প্রবলতর ইচ্ছা জগতের অভ্যন্তরে কার্য্য করিতেছে উপলব্ধি করে। বালক যেমন অতি শৈশব অবস্থায় বেদনা বা তত্তুল্য কোন প্রতিরোধ অনুভব করিলে, শরীরে তাহার স্থান নির্দ্দেশ করিতে পারে না। কালে ইন্দ্রিয়শক্তির প্রবোধ অনুসারে উপযুক্ত স্থান নির্দ্দেশ করিতে পারে, তেমনি আদিমাবস্থার লোক সকল তাহাদিগের এই অনুভূত একটী প্রবলতর জগদভ্যন্তরবর্ত্তী ইচ্ছাকে যথাস্থানে সংস্থাপিত করিতে না পারিয়া মহত্তর বৃহত্তর শক্তিমান্ পদার্থকে উপলব্ধি করে। এই পর্য্যন্ত হইল তাহা নহে; বস্তুরাজি হইতে সেই ইচ্ছাকে স্বতন্ত্র রূপে অনুভব করিবার পক্ষে তখনও তাহার চিন্তাশক্তি উপযুক্ত হয় নাই, সুতরাং তাদৃশ পদার্থ বিষয়ই তাহার উপাস্য হইয়া পড়ে এবং এই সকলই তাহাদিগের সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতা। এখান হইতেই জড় অদ্বৈতবাদের সৃষ্টি হয়, এবং কালে সমুদায় জগৎই ঈশ্বর হইয়া পড়ে। এ কালেও বহুত্ব মধ্যে একতা সংস্থাপনে ব্যগ্র অধিকাংশ বিজ্ঞানবিৎগণ এই দলস্থ।

মনুষ্য যখন জড়ের অতিরিক্ত চৈতন্য দর্শন করিতে পায়, এবং মনকে যখন সেই চৈতন্য বলিয়া স্থির করে, তখনি অধ্যাত্মদর্শনের সূত্রপাত হয়। এক সময় সকলই জড় ছিল, এখন আবার সকলই চৈতন্য হইয়া গেল। দৃশ্যমান জগৎ আমাদিগেরই মনের কল্পনা, উহার আর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। এখন সকই মন, মনই সমুদায় জগতের মূল, মনই ঈশ্বর। যাহা পূর্ব্বে জড়াদ্বৈতবাদ ছিল, তাহাই এখন অধ্যাত্মাদ্বৈবাদ হইল। আশ্চর্য্য এই, এ কালের বিজ্ঞানবিদ্গণ জড়াদ্বৈতবাদী হইতে গিয়া প্রমাণ প্রদর্শন স্থলে অধ্যাত্মাদ্বৈতবাদী হইয়া গিয়াছেন।

এখন আমরা বুঝিতে পারিতেছি, মনুষ্য পূর্ব্ব হইতে উপরোদিত কারণে পরোক্ষ (জড় চৈতন্য ব্যবহিত) ঈশ্বরের পূজা করিয়া আসিয়াছে, কোন দিন অপরোক্ষ ঈশ্বরের পূজা করিতে পারে নাই। যে পদার্থের মধ্য দিয়া তাহারা ঈশ্বরের শক্তি জ্ঞানাদি অনুভব করিয়াছে. সেই পদার্থ তাহাদিগের মধ্যবর্ত্তী হইয়াছে। জ্ঞানের অভাবে তাহারা এই মধ্যবর্ত্তিত্ব হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই। এ অবস্থায় যদি এখনও গুরু মধ্যবর্ত্তী রহিয়া গিয়া থাকেন সে দোষ বর্ত্তমান সময়ের নহে, সমুদয় ভূতকালের। সর্ব্বপ্রকার মধ্যবর্ত্তিত্ব তিরোহিত করিয়া অপরোক্ষ ঈশ্বরের উপাসনা সংস্থাপন করা ব্রাহ্মধর্ম্মের সর্ব্বোচ্চ কার্য্য। দেখিলে আহ্লাদ হয় যে, ব্রাহ্মধর্ম্ম এই অল্প কালের মধ্যে তাহা অনেক পরিমাণে সংসিদ্ধ করিয়াছেন। সমুদায় পদার্থ সমুদায় ব্যক্তিতে ঈশ্বরের বিকাশ আছে, এ কথা ব্রাহ্মধর্ম্ম অস্বীকার করেন না, কিন্তু সেই বিকাশের ভূমিকে বিকাশ সহ এক করেন না। ইহাতে এই ফল যে, যে সত্য অদ্বৈতবাদের ভিত্তিভূমি, সে সত্য পরিগৃহীত হইল, অথচ তাহার মধ্যে যে অসত্য, ভ্রম, এবং পাপ অবস্থিতি করিতেছে তাহা পরিত্যক্ত হইল।

মুসলমান সাধক ইসক্‌বেয়ল্ হোসেনের ধর্ম্মশিক্ষা।

ইসক্ বেয়ল্ হোসেন্ রি দেশের লোক ছিলেন। জীবনের প্রথম অবস্থায় তিনি মিশর দেশনিবাসী দেশপূজ্য মহর্ষি জোল্‌মুনের নিকটে ঈশ্বরের মহান্ নামে দীক্ষিত হইবার জন্য উপস্থিত হয়েন। জোল্ মুন অনেককাল তাঁহার সঙ্গে বিশেষ কোন কথা বলেন না, তিন চারি বৎসর পরে জিজ্ঞাসা করিলেন "যুবক! আমার নিকটে তোমার কি প্রয়োজন?" ইসক্ বলিলেন, "প্রভুর মহানাম আমাকে শিক্ষা দিন, আপনার নিকট আমার এই প্রার্থনা।" ইহা

শুনিয়া কিয়ৎকাল জোল্নুন কিছুই বলিলেন না, পরে একদিন একটী দারুময় কৌটা ইসফের হস্তে অর্পণ করিয়া বলিলেন, "নীল নদের অপর পারে অমুক স্থানে অমুক ব্যক্তি আছেন, এই কৌটাটী তাঁহাকে দিয়া আইস।" ইসফ্ কৌটা হস্তে করিয়া যাত্রা করিলেন, কতক দূর পথ যাইয়া ভাবিলেন, ভাল এই পাত্রটীর ভিতরে কি নড়িতেছে? ব্যাপারটা কি একবার খুলিয়া দেখা যাউক। এই বলিয়াই তিনি কৌটার মুখ মুক্ত করিলেন, ভিতরে একটী ইন্দুর ছিল, কৌটার আবরণ উদ্ঘাটন করিবামাত্র সে পলাইয়া গেল। ইসফ্ অপ্রস্তুত হইলেন। বলিলেন "এ কি কাণ্ড! এইক্ষণ আমি কি করি! সেই ব্যক্তির কটে যাইব কি, মহর্ষির নিকটে ফিরিয়া যাইব?" পরে নানা প্রকার ভাবিয়া চিন্তিয়া জোল্নুনের নির্দ্দেশিত লোকের নিকটে শূন্য কৌটা হস্তে করিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই ব্যক্তি এই ব্যাপার জানিয়া হাস্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি মহর্ষি জোল্নুনের নিকটে পরমেশ্বরের মহানামের প্রার্থী হইয়াছিলে?" ইসফ্ বলিলেন হাঁ। পরে সেই পুরুষ বলিল "মহর্ষি তোমাকে অসহিষ্ণু দেখিয়া থাকিবেন, এজন্য একটী ইন্দুর তোমার হস্তে দিয়াছিলেন, হায়! তুমি সেই ইন্দুরটী রক্ষা করিতে পারিলে না, বল, মহানাম তুমি কি প্রকারে হৃদয়ে রক্ষা করিবে?" ইসফ্ লজ্জিত হইয়া জোল্নুনের নিকটে প্রত্যাগমন করিলেন, তখন মহর্ষি বলিলেন, "কল্য রজনীতে তোমাকে মহানাম শিক্ষা দিব কি না সাতবার প্রভুর নিকটে অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিয়াছিলাম, আদেশ করেন নাই। এখনও সময় হয় নাই বলিয়া একটী মুষিক দ্বারা পরীক্ষা করিতে অনুমতি করিয়াছিলেন, পরীক্ষা করিলাম তাহাই বটে। এইক্ষণ তুমি স্বদেশে চলিয়া যাও, সময় হইলে আসিবে।" তখন ইসফ্ বলিলেন, আর্য্য! অগত্যা আমাকে দেশেই ফিরিয়া যাইতে হইল, কিন্তু আপনি আমার মঙ্গলের জন্য কিছু উপদেশ দান করুন। মহর্ষি বলিলেন, আমি তিনটী উপদেশ দিতেছি, একটী মহান্, একটী মধ্যম, একটী সামান্য। মহান্ উপদেশ এই, লেখা পড়া যাহা শিক্ষা করিয়াছ, সমুদায় ধৌত করিয়া ফেল, ভুলিয়া যাও, আপনাকে মূর্খ বলিয়া জান, তাহা হইলে ঈশ্বর এবং তোমার মধ্যে যে আবরণ আছে উঠিয়া যাইবে। ইসফ্ বলিলেন, "এই উপদেশটী পালন করিয়া উঠিতে পারিব না।" মহর্ষি বলিলেন, মধ্যম উপদেশ এই, "আমাকে ভুলিয়া যাইবে, কাহার নিকটে আমার নাম করিবে না, ঋষি এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন এই প্রসঙ্গও করিবে না।" ইসফ্ বলিলেন, ইহাও পারিয়া উঠিব না।" অনন্তর জোল্নুন বলিলেন, আমার সামান্য উপদেশ এই যে লোকদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিবে, ঈশ্বরের দিকে আহ্বান্ করিবে।" এই কথা শুনিয়া ইসফ্ উৎসাহের সহিত বলিলেন, ঈশ্বরেচ্ছায় ইহা পারিব। জোল্নুন আবার বলিলেন, এই ভাবে কিন্তু উপদেশ দিতে হইবে, আপনার কোন ভাব তাহাতে থাকিবে না। ইসফ্ বলিলেন, তাহাই করিব। অনন্তর রিদেশে চলিয়া আসিলেন। তিনি রিদেশের একজন সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন। নগরের লোক তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিল। পরে ইসফ্ সভা আহ্বান্ করিয়া উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন, শ্রোতৃবর্গ দুই এক দিন শুনিয়াই বিরক্ত হইয়া গেল। যে হেতু তাঁহার উপদেশে কোনরূপ নূতনত্ব ও স্বর্গীয় আকর্ষণ ছিল না। পরে এই প্রকার হইল যে, আর কেহই তাঁহার উপদেশ শুনিতে আসিত না। ইসফ্ এক দিন ভজনালয়ে বক্তৃতা করিতে গিয়া দেখেন একটীও শ্রোতা উপস্থিত নাই। কি করেন, ভাবিয়া চিন্তিয়া ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। দয়াবান্ পরিত্রাতা ঈশ্বর পরে এক অলৌকিক ঘটনা দ্বারা ইসফের জীবনে ধর্ম্মের স্বর্গীয় আলোক প্রকাশ করেন ও তাঁহাকে আপনার অনুগত ভক্ত করিয়া লন। সেই অলৌকিক ঘটনাটী এই ;—

এব্রাহিম খওয়াস্ নামে একজন ধর্ম্মসাধক ছিলেন। একদিন রাত্রিতে তিনি এই প্রত্যাদেশ শ্রবণ করেন, "যাও ইসফ্কে বল যে তুমি ধর্ম্মভ্রষ্ট।" এব্রাহিম বলিয়াছেন যে আমার নিকট এই কথাটী এরূপ কঠিন বোধ হইল, যদি পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া আমার মস্তকে পড়িত ইহার তুলনায় তাহাকেও আমি সহজ মনে করিতাম। যিনি আপনাকে ঋষি বলিয়া পরিচিত করেন আমি কেমন করিয়া তাঁহাকে এই কঠোর কথাটী বলিব ভাবিয়া অস্থির হইলাম। এব্রাহিম পরদিন রাত্রিতেও ঐরূপ ধ্বনি শ্রবণ করিয়া মহা চিন্তিত হইয়া বসিয়া থাকেন। তৃতীয় রজনীতে এই কথা শুনিতে পান যে, তাহাকে যাইয়া বল সে ধর্ম্মভ্রষ্ট, যদি তাহা না কর তুমি আঘাত পাইবে। এব্রাহিম বলিয়াছেন যে এরূপ দৈববাণী শুনিয়া আমি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া যাত্রা করিলাম। মস্জিদের নিকটে যাইয়া দেখি ইসফ্ দ্বারে বসিয়া আছেন। আমাকে দেখিয়াই তিনি বলিলেন, কোন শাস্ত্রীয় বচন তুমি বলিতে পার? আমি বলিলাম হাঁ, একটী আরবি বচন বলিতেছি, পরে সেই কথাটী বলিলাম। ইসফ্ তাহা শ্রবণমাত্র ব্যাকুল হইয়া আমার চরণে পতিত হইলেন, অশ্রুজলে প্লাবিত হইয়া গেলেন। কতক্ষণ পরে মস্তক উত্তোলনপূর্ব্বক আমার প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিলেন এব্রাহিম! প্রাতঃকাল হইতে এ পর্য্যন্ত আমার নিকটে কোরাণ পঠিত হইয়াছিল এক বিন্দু জল চক্ষু হইতে নির্গত হয় নাই, মন দ্রব হয় নাই, এইক্ষণ যে একটী বচন শুনিলাম তাহাতে দেখ আমার কেমন অবস্থা ঘটিল। চক্ষু হইতে অশ্রুর ঝড় বাহির হইল, লোকে আমাকে ধর্ম্মভ্রষ্ট যে বলে, ইহা যথার্থ কথা। প্রভুর নিকট হইতেও আজ এই উপাধি লাভ করিলাম। প্রকৃত পক্ষে আমি তাহাই

বটী। এই ব্যাপারের পর হইতেই ইসফের জীবনে পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়, দীনতা ও বিনয়ের নবীন দীপ্তি প্রকাশ পায়, নবজীবনের অভ্যুদয় হইতে থাকে। অতঃপর তিনি অনেক উন্নত সাধকদিগের সহবাসে থাকিয়া কঠোর সাধনা করেন ও এক জন পরম ধার্ম্মিক ঋষি হইয়া লোকের একান্ত ভক্তির আস্পদ হয়েন। তাঁহার জীবনের অন্যান্য ব্যাপার না লিখিয়া কয়েকটী উপদেশ মাত্র এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

দাসের প্রেম অপেক্ষা প্রভু পরমেশ্বরের নিকটে প্রিয় সামগ্রী আর কিছুই নয়।

ঈশ্বর যাহাকে অধিক প্রেম করেন, তাহাকে সংসারে দুঃখ যন্ত্রণা অধিক দিয়া থাকেন।

যাহা কিছু ঈশ্বরপ্রেমের প্রতিকূল হয় তাহা হইতে দূরে থাকা ঈশ্বরের প্রতি বন্ধুতার লক্ষণ।

অকৃত্রিম প্রেমের দুইটী লক্ষণ, সাধনাকে গোপনে রাখা এবং নিভৃতে প্রেমধারণ করা।

সর্ব্বতোভাবে তাঁহার দাস হওয়াই, উচ্চতম সাধনা।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

রবিবার, ২৪ শ্রাবণ, ১৭৯৭ শক।

ব্রহ্ম রাজ্যের পথে উপাসনাব্রত, ব্রহ্মরাজ্যের নিকটে উপাসনা সুধা। ব্রত এই জন্য যে উপাসনা করিতে করিতে সেই রাজ্যে উপনীত হইব। যত দিন এই বিশ্বাস থাকে যে উপাসনা কেবল ব্রত, ততদিন প্রতিদিনের নিয়মিত উপাসনা সমাপ্ত হইলেই আমাদের ব্রত পালন হইল মনে করি; কিন্তু উপাসনা করিতে করিতে যখন উপাসনাতে আত্মার রুচি জন্মে তখন দেখিতে পাই উপাসনা কেবল ব্রত নহে; কিন্তু ঈশ্বরের চরণতলে আমাদিগকে বাঁধিবার জন্য ইহা একটী স্বর্গীয় কল। পাপ-ভারাক্রান্ত দুঃখী সন্তানদিগকে স্বর্গে বাঁধিয়া রাখিবার জন্য নির্লিপ্ত ঈশ্বর কি করেন? কতগুলি জাল বিস্তার করেন। সন্তানেরা ঐ সকল ধর্ম্মজাল, প্রেম জাল, অথবা উপাসনা কলে পড়িল, আর মধ্যবিন্দুস্থিত পরমেশ্বর ক্রমাগত তাহাদিগকে টানিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ মনুষ্য স্বর্গের সুধা খাইতে চাহে না, কারণ তখন সংসারের সুখ ভোগেই সে প্রমত্ত, অতএব কর্ত্তব্যজ্ঞানে, ঔষধ সেবনের ন্যায় সেই মলিন সুখোন্মত্ত মনুষ্য প্রথমতঃ উপাসনাব্রত পালন করিতে থাকে; কিন্তু উপাসনা করিতে করিতে পূর্ব্বে যাহা ব্রত ছিল, সাধকের নিকটে তাহা সুধার পাত্র হইল। গুরু বন্ধু হইলেন, উপাসনার ভাবান্তর হইল। প্রথমাবস্থায় ভাল লাগুক আর না লাগুক, ঈশ্বরের দেখা পাও আর না পাও নিয়ম বলিয়া ব্রত বলিয়া উপাসনা করিতেই হইবে। কিন্তু যেখানে পৌঁছিলে উপাসনার রসাস্বাদ পাওয়া যায় সেখানে পড়িলে উপাসনাকে সুধা বলিয়া বর্ণনা করি। সেই আরাধনা, "সেই ধ্যান, সেই প্রার্থনা, সেই সঙ্গীত;" যখন উপাসনা ব্রত ছিল, তখন তাহাদের প্রতি টান ছিল না, ব্রত টানিতে পারে না; কিন্তু যখন উপাসনা রাজ্যের গভীরতর স্থানে নিমগ্ন হইলাম, তখন উপাসনা প্রাণকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। আগে মনে হইত উপাসনা সাঙ্গ হইলেই সেই দিনের কায শেষ হইল; কিন্তু যখন উপাসনার মধুরতা সম্ভোগ করিতে অধিকার পাইলাম, তখন দেখি, যখন উপাসনা সমাপ্ত হইল বলিলাম তখন সেই সুধা পান আরম্ভ হইল মাত্র; সমস্ত দিন, সমস্ত সপ্তাহ, সমস্ত মাস, সমস্ত বৎসর, এবং অনন্ত জীবনেও তাহা শেষ হইবে না। প্রথমাবস্থায় প্রাতঃকালে ব্রত বলিয়া উপাসনা আরম্ভ করিলাম, ব্রত বলিয়া তাহা শেষ করিলাম। পরে যখন সংসারের কার্য্যে নিযুক্ত হইলাম উপাসনা যে করিয়াছিলাম প্রাণের মধ্যে তাহার কোন চিহ্ন দেখিলাম না। যত দিন উপাসনাতে প্রাণ মজিয়া না যায় ততদিন এই দুরবস্থা থাকে; কিন্তু যখন মাদক দ্রব্য সেবনের ন্যায় উপাসনা দ্বারা নেশা আরম্ভ হয়, তখন উপাসনা সমাপ্ত হইলেই সেই দিনের কার্য্য শেষ হয় না; কিন্তু সেই উপাসনার ফল অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চলিতে থাকে। উপাসনা শেষ হইল, কিন্তু তাহার ফল সমস্ত দিন ভোগ করিতে লাগিলাম। বাস্তবিক যত দিন উপাসনা কেবল ব্রত থাকে ততদিন প্রাতঃকালের উপাসনার সময় যেমন ঈশ্বরের ভাবে মন পূর্ণ থাকে সমস্ত দিন তেমন আর সেই ভাবটী থাকে না। এইঅবস্থায় উপাসনার অব্যবহিত পরেই সংসার সেই দুর্ব্বল প্রাণকে আক্রমণ করে, এবং সেই দুর্ব্বল আত্মা প্রলোভনে পড়িয়া পাপের দিকেও চলিয়া যায়। এই অবস্থাতেই ব্রাহ্মদিগের মধ্যেও অনেকে বলেন, উপাসনার ভাব সমস্ত দিন থাকে না। যাঁহারা বাঁচিয়া যাইতে চাহেন এই উপাসনা লইয়া তাঁহারা সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন না। সেই ভাবের উপাসনা তাঁহাদের আবশ্যক যাহা দ্বারা আত্মার ভিতরে একটী স্বর্গীয় নূতন জীবন আসিয়া পুরাতন মনুষ্যকে একবারে বিনাশ করিয়া ফেলে এবং যখন সাধক বুঝিতে পারেন যে আমার ভিতরে আর আমি নাই। এই অবস্থায় সাধকের নিকট প্রলোভন পাপ সকলই মিথ্যা, কিছুতেই তাঁহার মনকে ভুলাইতে পারে না। যে প্রাণ পাপের সুখে মত্ত হইত, সেই প্রাণ ঈশ্বর কাড়িয়া লইয়াছেন। প্রলোভন আর বিচলিত করিবে কাহাকে? কিন্তু যতদিন প্রাণ এইভাবে ঈশ্বরের প্রেমে মত্ত না হয়, ততদিন মনুষ্য হয়ত তাহার মনোমত খুব ভাল উপাসনা করিল; কিন্তু উপাসনান্তে যাই কার্য্য করিতে গেল, আবার তাহার সেই

গুপ্ত পাপ গুলি দেখা দিল। অতএব ইহা সত্য কথা নহে যে ভাল উপাসনা হইলেই সমস্ত দিন ভাল যায়। যদি সমস্ত দিন ভাল থাকিতে চাও, তবে সেখানে যাও যেখানে সুরার দোকান, তাঁহার নিকটে যাও যিনি সুরা ঢালিয়া দেন, একবার প্রাণ ভরিয়া সেই সুরা পান করিয়া লও, দেখিবে পান করিতে করিতে নেশা আরম্ভ হইল। সুরাপান সমাপ্ত হইল তথাপি সেই নেশা আর যায় না, তাহা আরও বাড়িতে লাগিল, আর সুরা পান করিতেছ না, কিন্তু সুরা-পানের ফল মত্ততা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সমস্ত দিন উপাসনা করি না; কিন্তু প্রাতঃকালে একবার যে সেই প্রেম মদিরা পান করিয়াছিলাম তাহাতে প্রাণ মন কেমন মত্ত হইয়া রহিয়াছে; সমস্ত দিন বুঝিতেছি যেন ঈশ্বর চারিদিকে, যে দিকে দেখি সেই দিকে তিনি, তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া কিছুই করিতে পারিনা। দেখি এক প্রমত্ততার রাজ্যে আসিয়া পড়িয়াছি, সেই নেশা আর যায় না। ভক্ত জানেন নেশা কি বস্তু। নির্ব্বোধ ভক্ত তুমি কি জান না প্রেম সুরার কত বল? ভক্ত একবার সেই সুরা পান করিলেন, আবার বলিলেন প্রেমময়! আর এক বার ঐ অমৃত ঢালিয়া দাও। ঈশ্বর আরও অমৃত ঢালিতে লাগিলেন, ভক্ত পান করিতে করিতে একেবারে অচেতন, বিহ্বল হইলেন। তাঁহার ধ্যান, আরাধনা, প্রার্থনা সকলই মিথ্যা, সকলই তাঁহার চাতুরী, সুরা পান করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। তাঁহার ধ্যান, উপাসনা, এবং ইহকাল পরকাল সকলই কেবল সুরাপান; সকল প্রকারে স্বর্গের সুধাস্বাদ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। লোকে বলে, আজ অমুক ব্যক্তি উপাসনা দ্বারা পবিত্র হইয়াছে, উপাসনা দ্বারা অমুক ব্যক্তির শুষ্ক প্রাণে জীবে দয়ার সঞ্চার হইয়াছে। কিন্তু ভক্ত ভক্তকে চেনে, ভক্ত জানে যে পবিত্রতা, দয়া এ সকল কিছুই নহে, আসল কথা সুরাপান করিয়া মত্ত হওয়া। ভক্ত সেই যে একবার সুপাপান করিয়া লইল, তাহাতেই সমস্ত দিন প্রেমসাগরে মত্ত থাকিবে। সংসার শত সহস্র প্রলোভন আনিয়া উপস্থিত করিবে, লোকে তাঁহার নিকট টাকা রূপা সোণা আনিবে; কিন্তু ভক্ত সে সকল দেখিয়া উপহাস করিবে। মাতাল হইয়াছে যে ঈশ্বরের প্রেম সুধাপানে, সংসার তাহাকে কি সুখ দেখাইয়া ভুলাইবে? বিপদ যাহার কাছে সম্পদ, মৃত্যু বিভীষিকা তাহার কি করিতে পারে? সাধক! তুমি যদি এই সুধা পানে উন্মত্ত হইতে পার আর তোমার ভয় নাই। যাঁহারা এই সুধা পানে মত্ত হইয়াছেন তাঁহারা অভয় পদ পাইয়াছেন, এই সুধার এমনই গুণ যে ইহা পান করিলেই মানুষ পাগল হয়। ইহার স্বভাবই মত্ত করা, এই দ্রব্যের গুণেই মত্ততা হয়। তবে যে আমরা দেখি পাঁচ ঘণ্টা উপাসনা করিলেও কাহার মন মত্ত হয় না, আবার উপাসনা আরম্ভ করিবামাত্র কাহারও প্রাণ প্রেমরসে মজিয়া যায় কারণ এই তাহার এক জন সুধা পান করিতে জানে না, আর এক জন সহজেই এই সুধা পান করিতে সক্ষম হয়। বাস্তবিক উপাসনা করিতে করিতে সেই যে স্বর্গীয় মত্ততা হয় তাহাই প্রকৃত উপাসনা। সেই মত্ততার ব্যাপার উপাসনার পরেও ভিতরে ভিতরে প্রাণকে একেবারে আচ্ছন্ন করিতে থাকে। এই প্রমত্ততাই কেবল সংসার এবং ধর্ম্মের সামঞ্জস্য করে। আমি নিশ্চিতরূপে বলিতেছি এই প্রমত্ততা ভিন্ন কেহই সংসার এবং ধর্ম্মকে এক করিতে পারিবে না। ব্রহ্মসহবাস সুখ কি সুখ ভক্তেরা অন্তরে অন্তরে তাহা জানে, তাই চতুরের ন্যায় জগৎকে ফাঁকি দিয়া তাহারা দিবানিশি সেই আমোদ সম্ভোগ করে। জগৎ দেখিয়া শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া বলে, ইহারা ভক্ত হইয়াছে, ইহারাও খায়, কার্য্যালয়ে যায় যথার্থ; কিন্তু ইহাদের প্রাণ ব্রহ্মমদে মত্ত হইয়া রহিয়াছে। তোমার আমার মত্ততা হয়ত এক ঘণ্টা নয় পাঁচ ঘণ্টা থাকে; কিন্তু যে ভক্ত অভয়পদ পাইয়াছেন তাঁহার মত্ততা এক উপাসনা হইতে অন্য উপাসনা পর্য্যন্ত স্থায়ী। স্বর্গের সুরা পান করিয়া ভক্তের এমনই নেশা হয়, যে আর তিনি সংসারের কোলাহল শুনিতে পান না। ধন, মান, সুখ্যাতি, টাকা কড়ি, সুখ, সম্পদ ইত্যাদি পৃথিবী লইয়া, কিন্তু তাঁহার কাণের কাছে চীৎকার কর, তিনি শুনিতে পাইবেন না; কেন না তিনি প্রেমে মাতাল হইয়া ভিতরে ভিতরে এমনই ডুবিয়া রহিয়াছেন, যে বাহিরের কিছুই আর গ্রাহ্য হয় না। তাঁহার শরীর মাতালের শরীরের ন্যায় পড়িয়া আছে; কিন্তু ভক্ত অনেক দিন হইল চলিয়া গিয়াছেন। কোথায় গিয়াছেন? পৃথিবী বুঝিল না। পৃথিবী কাণের কাছে গিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, উঠ, টাকা আনিয়াছি, সুখ আনিয়াছি; কিন্তু কে শুনিবে? ভক্ত যে সে ঘরে নাই? সেই ঘরের দ্বারে আঘাত করিলে কি হইবে? শুনিবে যে সে যে মাতাল হইয়া অচেতন হইয়া পড়িয়াছে। এই প্রকার প্রমত্ত বৈরাগী ভক্ত যিনি তিনি এই বাহিরের ঘর ফেলিয়া চলিয়া যান। সেই ঘরটী কিন্তু সংসারে থাকে। ইহা কর্ম্মচারী, যতক্ষণ আছে ততক্ষণ আপনার কায করে। শরীরটা পৃথিবীতে আপনার কায করিতেছে, কিন্তু আসল আত্মা ভক্ত যিনি তিনি ঘরে নাই, পৃথিবী তাঁহাকে দেখিতে পায় না, তাঁহাকে ধরিতে পারে না, তিনি পৃথিবী ছাড়িয়া অনেক দূর চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার হস্ত পদ পৃথিবীতে কার্য্য করিতেছে; কিন্তু তাঁহার প্রাণের মধ্যে পৃথিবীর কোন সুখের স্পৃহা নাই, কোন লালসা নাই। যে প্রাণ ব্রহ্মসুরা পানে মত্ত, পৃথিবী কি আর তাহা ছুঁইতে পারে? যতই উপাসনা করেন ততই ভক্তের প্রাণ প্রমত্ত হয়। মত্ততার উপাসনার পর আবার উপাসনা করিলেন, ভক্ত দেখিলেন তাঁহার প্রাণ এবার আরও দশ হাত গভীরতর প্রেমহ্রদে, মত্ততাহ্রদে নিমগ্ন হইল। যদি ভক্তের জীবন ধারণ করিতে চাও, তবে এই রূপে দিন দিন প্রমত্ততা বৃদ্ধি

করিতে হইবে। এই প্রমত্ততা ভিন্ন ভক্তের আর কিছুই ভাল লাগে না; কিন্তু এই সুরারাজ্যে, এই প্রমত্ততার অবস্থায় প্রমত্ত ভক্তের কেবল একটী বিষয় ভাল লাগে। তাহা, এই যে আরও কতকগুলি লোক এই সুধারস পানে প্রমত্ত হইয়া পরস্পরের প্রমত্ততা বৃদ্ধি করুন। এস উপাসনা করিতে করিতে আমরা সেই মত্ততা সঞ্চয় করি। দেখিব আমাদের মাথার উপর দিয়া মাস বৎসর চলিয়া গেল; কিন্তু আমাদের প্রমত্ততা ফুরায় না। এস, সকলে মিলিয়া সুরার দোকানে সুরা ক্রয় করি, এই সুরা পান করিয়া সকলে বিহ্বল হই। সমস্ত দিন এই সুরা ভিন্ন আর কোন সামগ্রী ভাল লাগিবে না। উপাসনাকে আর কঠোর ব্রত মনে করিও না, উপাসনাকে সুধা কর, এবং সেই সুধা পানে সকলে প্রমত্ত হও।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

১২ই পৌষ ১৭৯৭শক।

শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ গুপ্তের পঠিত বক্তৃতা।

একদা প্রসিদ্ধ কবি ব্যাস পুত্র শুক দেব গোস্বামী ঈশ্বর দর্শনে ব্যাকুল হইয়া পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তাত! আমি কিরূপে ভগবানের দর্শন পাইতে পারি। ব্যাস এ বিষয়ে আপনাকে অনধিকারী মনে করিয়া জনকের নিকট যাইতে বলিলেন। পরে শুকদেব পিতার আদেশানুসারে রাজর্ষি পরম যোগী জনকের নিকট গমন করিলেন। দ্বারে উপস্থিত হইয়া দ্বারবানের দ্বারা সম্বাদ দিলে জনক শুক দেবকে বসিতে বলিয়া পাঠাইলেন। শুকদেব বহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া অনাহারে একাসনে এক ভাবে বসিয়াই রহিলেন। এবং তিন দিনের পর রাজা জনক পরীক্ষাদ্বারা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে শুক বাস্তবিক আধ্যাত্মিক গভীরতম সত্য সকল ধারণ করিবার উপযুক্ত। তখন তিনি শুক দেবকে ঈশ্বর দর্শনের কথা ভাবে প্রমত্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন। এই আখ্যায়িকার তাৎপর্য্য কি? ঈশ্বরের জন্য প্রাণ সর্ব্বস্ব না করিলে আর কেহ তাঁহাকে পায় না। ধর্ম্মের জন্য ঈশ্বর-প্রাণ না হইলে মান অপমান সুখ সৌভাগ্য তুচ্ছ না করিলে কে তাঁহাকে পাইতে পারে? আমরা অনেক দিন হইতে ব্রাহ্ম হইয়াছি। আমাদের? যতটুকু ইচ্ছা ও ব্যাকুলতা ছিল তাহার উপযুক্ত ফলও পাইয়াছি। যিনি শুদ্ধ গানে মত্ততা চাহিয়া ছিলেন তিনি তাহা পাইয়াছেন, যিনি উপাসনাতে বিগলিত ভাব ও অশ্রুপাত চাহিয়া ছিলেন তাঁহার তো তাহা লাভ হইয়াছে, যিনি সৎকার্য্য ও পরোপকার ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ অঙ্গ মনে করিয়াছিলেন, তিনিও দেখি তাহা পাইয়াছেন, যিনি কেবল দিনান্তে একবার উপাসনা প্রার্থনা করিয়াছিলেন তিনিও তাহা হইতে বঞ্চিত হন নাই। যাঁহারা আবার কিছু সৎকার্য্য কিছু উপাসনা অভিলাষ করিয়াছিলেন তাঁহাদের সে অভিলাষও পূর্ণ হইয়াছে। যাঁহারা প্রচার করিয়া জগতের কিছু কল্যাণ সাধন ও আপনার উন্নতি কল্পে যত্ন শীল হইয়াছিলেন তাঁহাদেরও সে যত্ন সফল হইয়াছে। ফলতঃ যিনি যাহা চাহিয়াছিলেন ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া তিনি তাহা পাইয়াছেন। যাঁহার যাহা ইচ্ছা তাহা এক প্রকার চরিতার্থ হইয়াছে। এখন সকলের আশার এক প্রকার নিবৃত্তি হইয়াছে। সুতরাং আর কোন প্রকার সংগ্রামও নাই ব্যাকুলতাও নাই। এখন সকলের মৃত ভাব দেখা যায়। কারণ জীবনের সমক্ষে যে একটী ক্ষুদ্রতম আদর্শ ছিল সে আদর্শে মন উপনীত হইয়াছে। এখন ঈশ্বরের জন্য সর্ব্বস্ব না দিলে আর আমরা এই মৃত্যুর অবস্থা হইতে উঠিতে পারিতেছি না। না উঠিলে বরং যাহা সঞ্চিত হইয়াছিল তাহাও বিলুপ্ত হইবে। দেখিতে দেখিতে ব্রাহ্মদের পূর্ব্ব সঞ্চিত সাধুভাব ধর্ম্মতৃষ্ণা সদ্গুণ বিলোপ হইবার উপক্রম হইয়াছে। যাঁহারা ধর্ম্মের উচ্চ ব্রত গ্রহণে যত্নবান হইয়া ছিলেন তাঁহাদের মধ্যেও পতন আরম্ভ হইয়াছে। কারণ কিছু অগ্রসর হইলে মনের অহঙ্কার জন্মিয়া থাকে, ব্রাহ্মদিগেরও তাহাই ঘটিয়াছে।

অহঙ্কার হইলে যে পতন হয় তাহা প্রদর্শন করিবার জন্য তলবকারোপনিষদে একটী আখ্যায়িকা আছে তাহা উল্লেখ করা যাইতেছে। একদা দেবগণ অসুরদিগকে পরাজয় করিয়া অভিমান অহঙ্কারে উন্মত্ত হইয়া ভাবিয়াছিলেন যে এ ক্ষমতা এ মহিমা তো আমাদেরই, এই রূপ চিন্তা করিতেছেন ইত্যবসরে সেই দর্পহারী পরমেশ্বর তাঁহাদের দর্প চূর্ণ করিবার জন্য এক তেজঃপুঞ্জ রূপে তাঁহাদের নিকট প্রকাশিত হইলেন। দেবগণ প্রথমে তাঁহার অপূর্ব্ব জ্যোতি দর্শনে অবাক্ হইয়া গেলেন। তাঁহারা ভাবিলেন এখানে এই পূজনীয় পুরুষ যে আবির্ভূত হইলেন ইনি কে? অগ্নি আপন অপেক্ষা তাঁহাকে তেজস্বী দেখিয়া বিস্মিত হইলেন; কিন্তু জানিতে পারিলেন না যে, ইনি কে? সকলে মনে করিলেন ইনি অগ্নির ন্যায় দীপ্যমান্ অগ্নি বুঝি তবে ইহাকে জানিতে পারিবেন এই ভাবিয়া অগ্নিকে বলিলেন, হে অগ্নি! হে জাতবেদ! তুমি গিয়া জান এই পূজনীয় পুরুষ কে? অগ্নি তাঁহাদের কথানুসারে সেই দীপ্যমান্ মহাপুরুষের সান্নিধানে উপনীত হইলেন! ব্রহ্ম তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? অগ্নি উত্তর করিলেন, আমি অগ্নি আমি জাতবেদা। ব্রহ্ম বলিলেন তোমার বীর্য্যই বা কি ক্ষমতাই বা কি? অগ্নি বলিলেন আমি সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড ভস্ম করিতে পারি। ব্রহ্ম তাঁহাকে একটী তৃণ দিলেন, অগ্নি যথাসাধ্য বল প্রকাশ করিয়া তাহার কিছুই করিতে পারিলেন না এবং জানিতেও পারিলেন না যে সেই সম্ভজনীয় মহাপুরুষ কে? পরে সকল দেবতারা বায়ুকে পাঠাইলেন। বায়ুকে দেখিয়া ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কে? বায়ু উত্তর করিলেন আমি বায়ু, আমি মাতরিশ্বা। ব্রহ্ম বলিলেন তোমার ক্ষমতা কি? বায়ু বলিলেন আমি সকলই চূর্ণ করিয়া ফেলিতে পারি। ব্রহ্ম তাঁহাকে এক গাছি তৃণ দিলেন, তিনি সেই তৃণটীকেও বিচলিত করিতে পারিলেন না। তখন তিনিও লজ্জিত ও অবনত মস্তকে ফিরিয়া আসিলেন এবং জানিতেও পারিলেন না যে ইনি কে?

অনন্তর দেবতারা ইন্দ্রকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া স্থির করিলেন যে তাঁহাকেই ইহার নিকট পাঠাইয়া দি। তখন ইন্দ্রকে বলিলেন হে মঘবন্ তুমি গিয়া জান যে এই জ্যোতির্ম্ময় মহাপুরুষ কে? আমি শ্রেষ্ঠ আমি জানিতে পারিব এই ভাবে ইন্দ্র সেখানে যাইবামাত্র ব্রহ্ম অন্তর্হিত হইলেন। তখন সহসা সেই আকাশে অতি শোভনা

উমা নাম্নী এক রমণী সাক্ষাৎ ব্রহ্ম বিদ্যারূপে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহাকে বলিলেন এই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ কে তুমি কি জানিয়াছ? ইন্দ্র বলিলেন না অবশেষে ব্রহ্মবিদ্যা তাঁহাকে বলিয়া দিলেন ইনি ব্রহ্ম। ব্রহ্মেরই এই সমুদায় শক্তি; তাবৎ মহিমা তাঁহারই এ জয় ব্রহ্মেরই জয়, ব্রহ্মই তোমাদের জয়দাতা। তখন তাঁহার ব্রহ্ম জ্ঞান হইল।

ইহার দ্বারা কি প্রতীত হইল না যে অহঙ্কার হইলে ঈশ্বর সাধকের হৃদয় হইতে স্বীয় সৌন্দর্য্য প্রত্যাহার করেন?

আমরা অনেক বিষয়ে জয় লাভ করিয়া ও কৃতকার্য্য হইয়া অহঙ্কারী হইয়াছি তাই তাহার শাস্তি ভোগ করিতেছি। এখন ইচ্ছা আর বলবতী হয় না যে প্রেমের কথা লইয়া থাকে যে প্রেমের কথা আমরা আর শুনিবার উপযুক্ত নই, এই বেদি হইতে যে গূঢ় দর্শনের কথা বলা হইয়া থাকে তাহা ধারণ করিবার শক্তি পর্য্যন্ত কমিয়া যাইতেছে। এখন আমাদের সমক্ষে যে উচ্চতম আদর্শ আছে তাহা পাইবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুলতা গভীর বিশ্বাস প্রবল আশা চাই। বিশ্বাস ও আশার সহিত পিতার চরণে শরণাপন্ন হইয়া ব্যাকুল হইয়া কাঁদি কিন্তু অতিশয় দীন দরিদ্র না হইলে ক্রন্দন করিবার ও শক্তি নাই।

তৎ কর্ম্মজ্ঞানযোগাদি সাধনং দূরতঃ স্থিতং।
সর্ব্বত্র নৈরপেক্ষেণ ভূষিতংদৈন্যমূলকং।

কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও সাধনা দ্বারাও নির্ম্মল প্রেম লাভ করা যায় না কেবল দীনতাই ইহার মূল।

তয়া বাচেহয়া দৈন্যং সত্যাচৈস্থির্য্যমেতি তৎ।
তান্ যত্নেন ত্যজেৎ বিদ্বান্ তদ্বিকদ্ধানি সর্ব্বশঃ॥

দীনতাই প্রেমের মূল্ সেই দীনতা যাহাতে হয় তাহা কায়মনোবাক্যে সাধন করা কর্ত্তব্য। এবং যে সকল কার্য্য দীনতার বিরোধী তাহা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবেক।

এস ব্রাহ্মগণ দয়াময় পরমেশ্বরের নিকট জীবন সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া উপস্থিত হই। এ জীবনের সমুদয় ভার তাঁহাকে অর্পণ করি।

এখন বিশেষ দীন ও ব্যাকুল না হইলে আর উচ্চ জীবন লাভ করিতে পারিব না। সেই অনন্ত প্রেমপূর্ণ পুণ্যময় পরমেশ্বর আমাদের জীবনের রক্ষক। তিনি স্বহস্তে আমাদের ইচ্ছাকে মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করুন।

হে দর্পহারী পরমেশ্বর! আমাদের অহঙ্কার চূর্ণ কর আমাদিগকে দীন ও ব্যাকুল কর উচ্চ আদর্শ দেখিয়া তোমার চরণে কাঁদিতে দেও। আমাদের জীবনে যেন সংগ্রাম চলিয়া না যায়। ভিখারীদিগকে তোমার প্রেমে প্রেমিক কর। তোমার চরণে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিতে দেও।

১৭৯৭ শকের মাঘ হইতে ৯৮ শকের পৌষ পর্য্যন্ত ধর্ম্মতত্ত্বের সূচীপত্র।